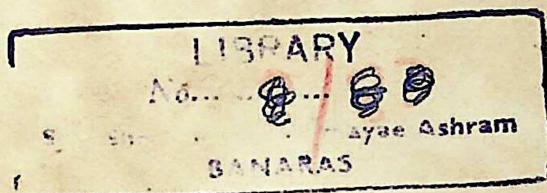
বাংলা

রাম চরিত মানস

শ্রীবীরেশ্বর [illegible] ভট্টাচার্য্য এম. এ.
লিখিত

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

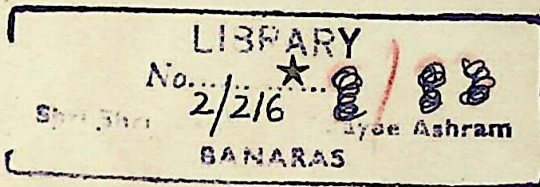
2/216



বাংলা রামচরিত মানস

মূলানুগত বাংলা পদ্যে

তুলসীদাসী রামায়ণ



কুচবিহার কলেজের অবসর প্রাপ্ত দর্শনাধ্যাপক

শ্রীবীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য এম. এ.

বিরচিত।

★

১৩৬৬

মূল্য—
কাপড়ে বাঁধাই ৮৲
কাগজে বাঁধাই ৬৲

—প্রকাশক—
শ্রীবীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য,
১১২, সোনারপুরা,
বারাণসী।

প্রাপ্তিস্থান—

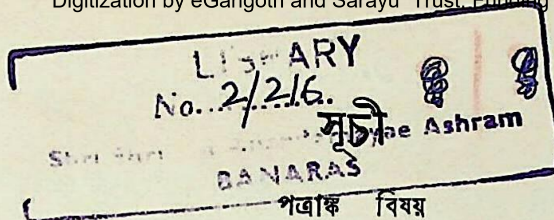
১। প্রকাশক—
১১২ সোনারপুরা, বারাণসী।

২। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য—
গুপ্তেশ্বরনাথ মন্দির, পাটনা-৫

৩। শ্রীঅশ্বিনী কুমার দত্ত গুপ্ত—
১।১ কবির রোড, কলিকাতা—২৬

৪। কলিকাতার প্রসিদ্ধ দোকান-সমূহ

—মুদ্রক—
শ্রীঅমলকুমার বসু
ইণ্ডিয়ান প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
বারাণসী শাখা, বারাণসী-২।



সূচী

অরণ্যকাণ্ড

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

সুন্দরকাণ্ড

লঙ্কাকাণ্ড

চিত্রসূচী

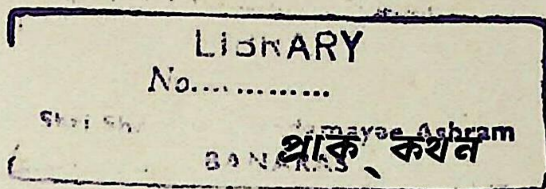
উৎসর্গ



সদ্‌গুরু যোগিরাজ শ্রীশ্রীগম্ভীরনাথজীউ

"যদ্ গুরু কৃপয়া লব্ধম্
তদ্ গুরু চরণেঽর্পিতম্"

ব্লক ও মুদ্রণ
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
কলিকাতা-৯



প্রাক্ কথন

প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক আখ্যানমূলক সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রীরাম চরিত্রের স্থান অতি উচ্চ। আদিকবি বাল্মীকির শ্রীমুখনিঃসৃত রামকথা তাঁহার অমর কাব্য রামায়ণে কীর্ত্তিত হইয়া আসমুদ্রহিমাচল. নিখিল ভারতের চিত্তরঞ্জন ও শিক্ষা প্রদান করিয়া আসিতেছে। এখানকার আবাল বৃদ্ধ বনিতা এবং সমাজের সকল স্তর এই লীলা কথার পাবনী শক্তির প্রভাবে প্রভাবিত। রামলীলার বিবরণ অন্যান্য বহু সংস্কৃত গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী যুগে নাটক, চম্পু আদি বিভিন্ন আকারেও প্রচারিত হইয়াছে।

ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাতেও রামকথা অবলম্বনে রামায়ণ গ্রন্থ এবং বহু সংখ্যক অবান্তর গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং হিন্দী ভাষায় তুলসীদাসের রামায়ণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এইরূপ অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও রামায়ণ গ্রন্থের সঙ্কলন দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলা আবশ্যক যে হিন্দী ভাষায় নিবদ্ধ তুলসীদাসের 'রাম চরিত মানসের' স্থান প্রাদেশিক রামায়ণ সাহিত্যে অতি উচ্চ। ভাষার মনোহারিতা, ভাবের পরিপাটী, দার্শনিক দৃষ্টির মহত্ব, জ্ঞানভক্তি প্রভৃতি পারমার্থিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ তুলসীদাসের রচনায় যেরূপ লক্ষিত হয় তাহার তুলনা নাই। এই গ্রন্থের সুদীর্ঘকালব্যাপী গাঢ়তর অনুশীলনের ফলে বহুসংখ্যক ব্যাখ্যা ও টীকা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এখনও মানস গ্রন্থের বিশেষজ্ঞ কথক সম্প্রদায়ের এই গ্রন্থসংক্রান্ত এমন সব নিগূঢ় রহস্য সঞ্চিত আছে যাহা রসাস্বাদনের পক্ষে একান্ত উপযোগী।

কোন ভাষার সাহিত্য শুধু সেই ভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থদ্বারা সমৃদ্ধি লাভ করে না। ভাষান্তরে নিবদ্ধ সদ্‌গ্রন্থের অনুবাদ তাহার পুষ্টি সাধন করে। তাই মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদ্যবন্ধে মূল হিন্দী হইতে তুলসীদাস কৃত "রামচরিত মানসের" বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। মানসের রচনা যেরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গাঢ় তাহাতে ইহার সুষ্ঠু অনুবাদ সম্পাদন অতি কঠিন ব্যাপার। কারণ তাহাতে ভাষা ও ভাবের সামঞ্জস্য রাখা আবশ্যক এবং ভাষাকে যথাসাধ্য কম পরিবর্ত্তন করিয়া ভাবধারাকে অবিকৃত রাখার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে এইরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, এবং করিয়া অনেকাংশে সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহার অনুবাদ মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

মানসের প্রথম বঙ্গানুবাদ বহু বৎসর পূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল দেখিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ এখন তাহা পাওয়া যায় না। এইটি বোধ হয় উহার দ্বিতীয় অনুবাদ। এই গ্রন্থ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইলে শুধু যে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হইবে তাহা নহে, বঙ্গীয় সাধক সমাজেও ইহার অনুকূল প্রভাব পড়িবে। কারণ রামভক্তি সাধনার বহু গ্রন্থের মধ্যে তুলসীদাসজীর রচনার স্থান সকলের উর্দ্ধে। তুলসীদাস শুধু কবি বা রসিক ছিলেন না, কিন্তু সিদ্ধ সাধক ছিলেন। যোগ জ্ঞান ও ভক্তিতে তাঁহার সমান অধিকার ছিল। রাজা মহারাজা হইতে মহামনীষী পণ্ডিতবর্গ সকলেই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন এবং এক সময় তিনি "আনন্দবনসঞ্চারীজঙ্গম তুলসী তরু" বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

আশাকরি বাঙ্গালী ভক্ত পাঠক সমাজে এই মহাগ্রন্থের সমুচিত আদর হইবে। ইতি

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

২।এ সিগরা—
বারাণসী

ভূমিকা

শ্রীরাম

জে ব্রহ্ম অজমদ্বৈতমনুভবগম্য মনপর ধ্যাবহি। তে কহহুঁ জানহুঁ নাথ হম তব সগুণ জস নিত গাবহী ॥
করুণায়তন প্রভু সদ্গুণাকর দেব যহ বর মাগহী। মন বচন কর্ম্ম বিকার তজি তব চরণ হম অনুরাগহী॥
অজ অনুভবগম্য ব্রহ্ম মনাতীত যারা অদ্বয় ধিয়ায়। বলুক, জানুক তারা, সগুণের যশ আমি গাহিব সদায়॥
করুণা আকর প্রভু শুভ গুণময়, দেহ বর এই মোরে।
ত্যজিয়া বিকার কায়মনোবাক্যে ভজি পদ অনুরাগ ভরে ॥

মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ এবং মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস রচিত মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বতোমুখী ভারতীয় আর্য্য সংস্কৃতির প্রাণ কেন্দ্রে চিরপ্রতিষ্ঠিত এই তিনটী মহাগ্রন্থ একাধারে সত্য, ইতিহাস ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহাকাব্য, সাধ্যরূপ জ্ঞান বিজ্ঞান শাস্ত্র ও পরম সাধন শাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র ও প্রেম ভক্তি শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র এবং রাজনীতিশাস্ত্র ও সমাজনীতি শাস্ত্র। এই তিনটী মহাগ্রন্থ অন্যান্য পুরাণশাস্ত্রের সহযোগিতায় ভারতের বেদ ও উপনিষৎ এবং আগম ও দর্শনশাস্ত্র সমূহের সার সংকলন পূর্ব্বক সাধারণ জনতার প্রাণের সামগ্রীরূপে প্রচারিত করিয়াছে এবং সমাজের উচ্চতম স্তরের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিকে নিম্নতর স্তর পর্য্যন্ত চির প্রবাহমান রাখিয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ বিশাল ভারত মহাদেশের সকল প্রান্তের মহাকবিগণ, মহান্ রাষ্ট্রনায়ক, ধর্ম্মনায়ক ও সমাজ ব্যবস্থাপকগণ এই তিনখানি মহাগ্রন্থ হইতে আদর্শ, উদ্দীপনা ও অনুপ্রাণনা লাভ করিয়া নিজ নিজ অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং সকলশ্রেণীর নরনারীগণের হৃদয়, মন ও ব্যবহারিক জীবনের উপর পরম প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

রামায়ণের শ্রীরাম চরিত্র এবং মহাভারত ও ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে সনাতন ভারতের নিত্য সত্য স্বপ্রকাশ আত্মা পুরুষের সর্ব্বচিত্তচমৎকারী অনন্তাচিন্ত্য মহিম-মণ্ডিত লীলায়মান অভিব্যক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এই দুইটী চরিত্রে পূর্ণ ভগবত্তা ও পূর্ণমানবতার একাধারে পরমাশ্চর্য্যময় মিলন অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান তথা পূর্ণ মানব। তাঁহাদের জীবনে যেমন একদিকে ভগবত্তার অশেষ বৈচিত্র্যময় লীলাবিলাস অপরদিকে তেমনি মানবতার পরমোৎকর্ষ। অনন্ত ঐশ্বর্য্যের সহিত অফুরন্ত মাধুর্য্য, অনন্ত বীর্য্যের সহিত মুনিমনমোহন অনুপম নিত্য নবসৌন্দর্য্য, বজ্রবৎ ন্যায়-কঠোরতার সহিত কুসুমবৎ প্রেম-কোমলতা, বিশ্বব্যাপিনী বিশাল যশঃকীর্ত্তির সহিত সম্যক্ নিরভিমানিতা, বিচিত্র কর্ম্মান্বিত জীবনের সহিত পূর্ণ বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য, সমস্ত বিষমতার সহিত নিত্য সমভাব—এইপ্রকার বহুবিধ যুগপৎ আপাতবিরোধী ভাবের সমন্বয় শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনে প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র নিবিড়ভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত আলোচনা করিয়া সাধারণ নরনারী ও সর্ব্বাতীত, সর্ব্বময় অখিলানন্ত বিশ্বস্রষ্টা অখিল বিশ্বব্যাপী, সর্ব্বলোক মহেশ্বর শ্রীভগবানকে অতি নিকটে অনুভব করে এবং অত্যন্ত আপনার পরমাত্মীয় নিজ জনরূপে উপলব্ধি করিতে পারে। এই মানবলীলা-বিলাসী ভগবানের অনুধ্যান করিতে করিতে মানুষ সহজেই বিশুদ্ধ ভগবদ্ভাবে ভাবিত হয়। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত তথা পুরাণ সমূহ মানুষের মধ্যে তাঁহার অতি সন্নিকটে অবতরিত সচ্চিদানন্দ পরাৎপর ভগবানের মধুর মনোহর দর্শন করাইয়াছে ও মানুষকে ভগবানের অতিশয় সান্নিধ্যে আরোহণ করাইয়া ধন্য করিয়াছে। ভগবান ও মানুষের ; নারায়ণ ও নরের দূরত্ব ঘুচাইয়া দিয়া নরের রূপে নারায়ণের পূর্ণ প্রকাশ প্রদর্শন করিয়াছে এবং নারায়ণের ভিতরে নরের নিত্য পরিপূর্ণ স্বরূপের পরিচয়

প্রদান করিয়াছে। ভগবান ও মানুষের ভেদ অন্তরালে রাখিয়া ভগবানের নরোত্তমত্ব বা পুরুষোত্তমত্বের পরিচয় প্রদান এবং মানুষের পারমার্থিক ভগবৎ স্বরূপের পরিচয় প্রদান সমগ্র মানব জাতির সমীপে ভারতীয় সংস্কৃতির আশ্চর্য্যময়ী অপূর্ব্ব অন্যতম মহতী বার্ত্তা। ভগবান পুরুষোত্তম শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া, মানুষের মধ্যে নামিয়া সমস্ত ভারতের হৃদয়ের উপর চির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতিকে অধ্যাত্মভাবানুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছেন। শুধু ভারতের রাষ্ট্রীয় সীমার ভিতরেই নয়, যে কোন দেশেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে সর্ব্বত্রই শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা জনতার হৃদয় অধিকার করিয়াছে এবং ভগবানকে মানুষের সন্নিকটে আনয়ন করিয়াছে।

ভারতের প্রায় সমস্ত প্রান্তীয় ভাষায় শ্রীরামচরিত্র ও শ্রীকৃষ্ণচরিত্র অবলম্বনে বিবিধ বিচিত্র রস-সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে। তন্মধ্যে হিন্দীভাষায় 'শ্রীরম চরিত মানস', মহাকবি, মহাভক্ত, মহাজ্ঞানী মহান্ উদারচেতা প্রাতঃস্মরণীয় গোস্বামী তুলসীদাসের অমর কীর্ত্তি। এই একখানা মহাগ্রন্থ সমগ্র উত্তর ভারতে সমস্ত হিন্দিভাষাভাষী অঞ্চল সমূহে নরাকৃতি পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে সকল শ্রেণী নরনারীর হৃদয়ে সকল অবতার মূল পরম দেবতারূপে এবং তৎসঙ্গে পরম আত্মীয়রূপে চির প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং শিক্ষিতাশিক্ষিত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মনপ্রাণকে রামভক্তি ও রাম প্রেমের বিশুদ্ধ মধুর সুধারসে অভিষিঞ্চিত করিয়া যে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কোন যুগে কোন দেশে অন্যকোন একখানি গ্রন্থ এরূপ আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

বিদেশী বিদ্বান রেভেরেণ্ড এড্‌বীন গ্রীবস্ (Rev. Edwin Greaves) লিখিয়াছেন—Many poets have enriched Hindi Literature but surely Tulsidas stands out as the greatest of them all. Others may possess single excellences in a slightly higher degree ; but Tulsidas combines so many and so great excellences and there is such a brave and gentle spirit permeating the whole of his Ramayana that he is worthy not only of our admiration but also of our love, and he is loved ; and certainly there is no Hindi Book so widely found in palace and in hut and so greatly treasured."

অনেক কবিই হিন্দী সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে তুলসীদাসের স্থান নিশ্চয়ই সর্ব্বাধিক উচ্চ। অন্য কবিগণে তুলসীদাসের অপেক্ষা কোন এক বিশেষ গুণ থাকিতে পারে কিন্তু তুলসীদাসে ত অনেক উচ্চ ও মহান্ গুণের সমন্বয় রহিয়াছে। তাঁহার রামায়ণে বীরত্ব ও বিনয়পূর্ণ ভাবের প্রবাহ দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি আমাদের নিকট শুধু প্রশংসার পাত্রই নন, প্রেমের পাত্রও বটে এবং তিনি প্রেম প্রাপ্তও হইয়াছেন। ইহার জলন্ত প্রমাণ এই যে সম্পূর্ণ হিন্দী সাহিত্যে এমন অপর কোনও পুস্তক নাই যাহা রাজপ্রাসাদ হইতে নির্ধনের কুটীরে পর্য্যন্ত এরূপ ব্যাপকভাবে ও এত সমাদরে রক্ষিত দেখা যায়।

গোস্বামী তুলসীদাস সচ্চিৎ প্রেমানন্দঘন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিধাতা অনন্তৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-নিলয় পরাৎপর পরব্রহ্ম সগুণ-নির্গুণ সকল অবতারের অবতারী শ্রীভগবানকে শ্রীরামরূপেই সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের জাগতিক লীলা বিলাসের মধ্যেই ভগবানের অচিন্ত্য, অনাদি, অনন্ত ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময় দিব্য লীলা তিনি রূপায়িত দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

"সোই সচ্চিদানন্দ ঘন রামা। অজ বিগ্যান রূপ বল ধামা॥
ব্যাপক ব্যাপ্য অখণ্ড অনন্তা। অখিল অমোঘ শক্তি ভগবন্তা॥
অগুণ অদভ্র গিরা গোতীতা। সব দরসী অনবদ্য অজীতা॥
নির্ম্মম নিরাকার নিরমোহা। নিত্য নিরঞ্জন সুখ সন্দোহা॥
প্রকৃতি পর প্রভু সব উরবাসী। ব্রহ্ম নিরীহ বিরজ অবিনাশী॥"

"সচ্চিৎ আনন্দ ঘন সেই ত শ্রীরাম। বিজ্ঞান স্বরূপ অজ রূপ বল ধাম॥

অখণ্ড ব্যাপক ব্যাপ্য অনন্ত মহান্। অখিল অমোঘ শক্তি প্রভু ভগবান্॥
ত্রিগুণ, মহৎ, বাক্য, ইন্দ্রিয় অতীত। সর্ব্বদর্শী অনবদ্য, সতত অজিত॥
মমতারহিত নিরাকার নাই মোহ। নিত্য নিরঞ্জন সদা আনন্দ সন্দোহ॥
প্রকৃতির পর, প্রভূ সর্ব্ব উরবাসী। নিরীহ বিরজ ব্রহ্ম অজ অবিনাশী॥”

গোস্বামী তুলসীদাসের শ্রীরাম অনন্ত ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবের মূল অংশী, তাঁহার অংশেতে নানা ত্রিদেব উৎপন্ন হইয়া থাকেন ও সীতার অংশেও অগণিত ব্রহ্মাণী উমা ও রমার উদয় হয়।

শম্ভু বিরঞ্চি বিষ্ণু ভগবানা। উপজহি জাসু অংশতে নানা॥
জাসু অংশ উপজহিঁ গুণখানী। অগণিত লচ্ছি উমা ব্রহ্মাণী॥
“শঙ্কর বিরিঞ্চি বিষ্ণু ভগবান কত। যাঁহার অংশেতে উপজয় শত শত॥
“উদ্ভুত যাঁহার অংশে সর্ব্বগুণ খনি। অগণিত উমা, রমা ব্রহ্মার ঘরনী॥”

তুলসীদাসের শ্রীরামের দিব্য মঙ্গলময় শরীর পাঞ্চভৌতিক না হইয়া সচ্চিদানন্দময়, সর্ব্বথা নির্ব্বিকার মায়াগুণ রহিত ও স্বইচ্ছা নির্ম্মিত চিদ্‌ঘন বিগ্রহ।

চিদানন্দময় দেহ তুম্হারী। বিগত বিকার জান অধিকারী॥
“চিদানন্দময় প্রভু বিগ্রহ তোমার। জানে অধিকারী তুমি রহিত বিকার॥
নিজ ইচ্ছা নির্ম্মিত তনু মায়া গুণ গোপার। সেই সচ্চিদানন্দ ঘন কর নর চরিত উদার॥
“নিজইচ্ছাকৃত তনু মায়াগুণ ইন্দ্রিয় অতীত। সে সচ্চিদানন্দ ঘন করে নর উদার চরিত॥
শ্রীরাম চন্দ্রই সগুণ নিগু ণ রূপ ও তিনিই অনুপম ভূপশিরোমণি।
“সগুণ নির্গুণ রূপ অনুপম রূপ জয় ভূপশিরোমণি॥”

গোস্বামী তুলসীদাস নিজের পরমারাধ্য ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রের কৃপায় আপনার ভক্তিপূত হৃদয়ের সমস্ত প্রেমভক্তিরসকে ছন্দোময়ী সুললিত ভাষায় অভিব্যক্ত করিয়া স্বীয় পরম সেব্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লৌকিক ও অলৌকিক গুণ সমূহ তাঁহার মধুর মনোহর প্রাণোন্মাদকারী পরম আদর্শভূত লীলা কাহিনী এবং তৎপরিপোষকরূপে তাঁহার ঐকান্তিক অনুচর ও ভক্তবৃন্দের তথা মিত্র ভাবান্বিত ও শত্রু ভাবান্বিত লীলা সহচর বৃন্দের অশেষ বৈচিত্র্যময় চরিতাবলী সুচিত্রিত করিয়াছেন। ‘শ্রীরাম চরিত মানস’ শ্রবণ মনন ও অনুধ্যান করিলে নিতান্ত সংসার মলিন এবং বিষয়াসক্ত কঠোর হৃদয় ও নির্ম্মল ভগবৎ ভক্তি প্রেমে দ্রবীভূত হয়। তৎসঙ্গে সাধারণ নরনারীর আচরণীয় পারিবারিক ধর্ম্ম, সামাজিক ধর্ম্ম, এবং পূর্ণ মানবতার বিকাশের অনুকূল সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের আদর্শ সমুহ ও এই মহাগ্রন্থে সরস ও সুনিপুণ ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। আদর্শগুরু, আদর্শ পিতা, আদর্শ মাতা, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পত্নী, আদর্শ পুত্র, আদর্শ শিষ্য, আদর্শ ধর্ম্মনীতি, আদর্শ রাজনীতি আদর্শ সমাজনীতি আদর্শ ত্যাগ, আদর্শ সত্যপরায়ণতা, আদর্শ প্রেম, আদর্শ সেবা, আদর্শ বীরত্ব, আদর্শ ক্ষমা, ও আদর্শ দান - সমস্ত আদর্শ সমূহের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হইয়া থাকে শ্রীরাম চরিত মানসে’।

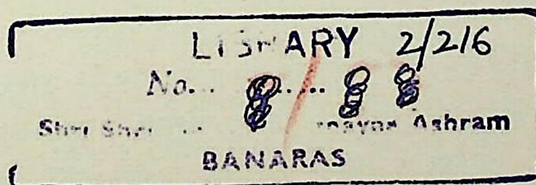
এই সকল লোকোত্তর গুণ সমূহের ভাণ্ডার ‘শ্রীরাম চরিত মানসের’ সমাদর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। রাশিয়ান ভাষাতে সুন্দর পদ্যানুবাদ হইয়াছে, ইংরেজীতে পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ভারতের অনেক প্রদেশের ভক্ত মনীষীগণ হিন্দী রামচরিত মানস আস্বাদন করিয়া স্বস্ব প্রাদেশিক ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশ পূর্ব্বক জনসাধারণের উপভোগ্য করিতে প্রয়াসী হইতেছেন। গুজরাতী, মহারাষ্ট্রীয় ভাষাতেও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ইহা সত্যই বড় আনন্দের বিষয়।

ভারতের সকল প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা বিশেষ সুসমৃদ্ধ। ইহা সর্ব্বজন বিদিত। বাংলার আদি মহাকবি কৃত্তিবাস পদ্যে রামায়ণ রচনা করিয়াই বাংলা ভাষা ভাষী সমগ্র জনতার হৃদয়ে চির

অমর হইয়া রহিয়াছেন। ইহার অতিরিক্ত 'রামরসায়ন' নামক একটি গ্রন্থ ও প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের সদৃশ তাহার প্রচার হয় নাই। গোস্বামী তুলসীদাসের রামচরিত মানসের এক বাংলা গদ্য ভাষান্তর সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক বাঙালী মহিলা ও বাংলা পদ্যানুবাদ আরম্ভ করিয়া তাঁহার অনুবাদের কতক অংশ লেখককে দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু সে অনুবাদ বোধ হয় প্রকাশিত হয় নাই। বাংলার মত সুসমৃদ্ধ ভাষার পক্ষে "রামচরিত মানসের" কোন ভাল পদ্যানুবাদ না থাকা একটী গুরুতর অভাবই বলিতে হইবে। সম্প্রতি আমার সম্মান্য শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই অভাব পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই গ্রন্থকার মহোদয় দীর্ঘকাল কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। অবসর গ্রহণান্তে তিনি কাশীবাসী হইয়া মুখ্যতঃ সাধন-ভজনেও অধ্যাত্ম জ্ঞানানুশীলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীর নাথজী মহাপুরুষের শিষ্য এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্পন্ন বিদ্বান্ ও ভক্তিমান সাধক। সাধনার অঙ্গদৃষ্টিতেই তিনি রামচরিত মানসের স্বাধ্যায়ে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। শ্রীরাম কৃপায় ও শ্রীগুরু প্রেরণায় তিনি এই পরমোপযোগী মহাগ্রন্থের বাংলা পদ্যানুবাদ আরম্ভ করেন। শ্রীগুরুকৃপাতেই তিনি এই অভিনব 'বাংলা রামচরিত মানস' পরিসমাপ্ত করিতে ও মুদ্রিত করাইতে সমর্থ হইয়াছেন। এই অনুবাদে তিনি মুখ্যতঃ কৃত্তিবাসের ভাষা ও ছন্দেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। গোস্বামী প্রভুর ভাব-গাম্ভীর্য্য ও রসসম্পদ অক্ষুন্ন রাখিয়া এবং ভক্তি প্রেমের উদ্দীপনার দিকে প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া তিনি যথা সম্ভব মূলের ভাষায় সরল অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি নিজের ইচ্ছামত কোথাও কিছু বাদ দেন নাই, কিম্বা কোথাও কিছু যোগ করেন নাই। আমি ভরসা করি হিন্দী অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকাগণ এই সরস ভক্তিভাবোদ্দীপক পদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া রামচরিত মানসের সম্যক্ তত্ত্বোপলব্ধি ও রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইবেন। আমি ইহাও আশা করি এই গ্রন্থ সমস্ত বাঙালী সমাজে যথোচিত সমাদর লাভ করিবে এবং গোস্বামী তুলসীদাসকে বাংলার ঘরে ঘরে সুপরিচিত করিবে॥

শ্রীভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে এই ভূমিকা লিখিতে আদেশ করিয়া যে অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহার জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ থাকিব। তিনি যেন আমায় শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করেন যাহাতে শ্রীরাম চরণে আমি কিঞ্চিৎ প্রেম ভক্তি লাভ করিতে পারি।

শ্রীহনুমান প্রসাদ পোদ্দার
সম্পাদক (হিন্দী) কল্যাণ, গোরক্ষপুর



নিবেদন।

শ্রীরামচরিত মানস বা তুলসীদাসী রামায়ণ সমগ্র হিন্দীভাষী ভারতবাসীকে চারিশত বৎসর যাবৎ মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে. এই যুগেও এতদ্দেশে ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ আবালবৃদ্ধবনিতা আপামর সাধারণ যে ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত এই গ্রন্থের পঠন, পাঠন, পারায়ণাদি করিয়া থাকেন তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। কাম্যকর্ম্ম, রোগ শান্তি প্রভৃতির জন্যও ইহার বিনিয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠের ন্যায়ই ইহা পঠিত হয়। প্রভেদ এই যে নিষ্কামভাবে একাকী বা স্ত্রীপুরুষ অনেকে মিলিয়া সঙ্গীতের সঙ্গে সাধারণতঃ ইহা পাঠ বা কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

বর্ত্তমানে শুধু হিন্দীভাষী ভারতেই এই অমূল্য গ্রন্থ সীমাবদ্ধ নহে, ভারতবর্ষের অন্যান্য বহু প্রাদেশিক ভাষায় এমন কি ইংরেজী, রাশিয়ান প্রভৃতি অনেক বিদেশী ভাষায়ও ইহা অনূদিত হইয়া আদৃত হইতেছে। এক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ব্যতীত অন্য কোনও গ্রন্থ এরূপ বহুব্যাপক ভাবে পঠিত হয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাম চরিত মানসই হিন্দী ভাষীদের একতম না হইলেও মুখ্যতম গ্রন্থ যাহা তাহাদের আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক সকল বিষয়ের মীমাংসা ও নিয়মন করে।

কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণান্তে হিন্দীভাষী প্রদেশ সমূহে বাস কালীন এই গ্রন্থরত্নের দিকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯৪৩ সনে সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের গদ্যানুবাদ সাহায্যে এই গ্রন্থ নাগপুরার কামতিতে অবস্থান কালে প্রথম ধারাবাহিকরূপে পাঠ করি। তৎপরে হিন্দীভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইলে, এতদ্দেশীয় সর্ব্বজনপ্রিয় এই গ্রন্থ অবলম্বনে কিছু প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা হয়। এতদুপলক্ষে হিন্দীভাষা টীকার সাহায্যে এই গ্রন্থের অনুশীলন আরম্ভ করি। পরে ঘটনাচক্রে কাশী রাণামহলস্থ মহাবীর মন্দিরে বাঙ্গালী শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে ইহার নিয়মিত ব্যাখ্যা করা আরম্ভ করিতে বাধ্য হই। ক্রমশঃ কাশীস্থ নানা বাঙ্গালী ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানে রাম চরিত মানস সম্বন্ধে ভাষণ দিবার সুযোগ হয়। অসুস্থতা নিবন্ধন চিকিৎসকগণ দীর্ঘ ভাষণ দিতে নিষেধ করায় ১৩৬৩ সাল হইতে ভাষণ কমাইয়া বাংলা অনুবাদ করিয়া সমগ্র বঙ্গভাষাভাষীকে এই গ্রন্থের আস্বাদন পরিবেশন করিতে ইচ্ছা জাগে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাদি গ্রন্থের গদ্যানুবাদ হইতে পদ্যানুবাদই সাধারণ পাঠকের নিকট প্রিয়তর। কৃত্তিবাসী ছাঁচে তুলসী রামায়ণ ঢালিয়া দিতে পারিলে তুলসীদাসজী ইহাতে যে অপূর্ব্ব ভক্তিরসের দিব্য ঝঙ্কার তুলিয়াছেন তাহা বাঙ্গালী জনসাধারণের সুখাস্বাদ্য হইবে মনে হয়। কাব্যগ্রন্থ হিসাবেও তুলসী-রামায়ণ—অতুলনীয়। তুলসীদাসজী একাধারে সুকবি ও পরম রামভক্ত ছিলেন।

তাঁহার কাব্য ও ভক্তিরস অনুবাদে ফুটাইয়া তোলা দুরূহ ব্যাপার—তাহাতে আমি লেখক নই, কবি ও ভক্ত ত নইই; এমতাবস্থায় এই চমৎকার গ্রন্থের অনুবাদ আমা দ্বারা কিরূপে সম্ভব হইবে ভাবিয়া দিশেহারা হইয়া রোগশয্যায় পড়িয়া ছিলাম। ১৩৬৩ সালে বিজয়া দশমীর দিন হঠাৎ কার্য্যারম্ভের প্রেরণা আসিল। কথারম্ভ হইতে আরম্ভ করিলাম। দোহা, সোরঠা, ছন্দ ইত্যাদির অনুবাদ ১৪ অক্ষরী পয়ারে ঠিক ঠিক মূলানুগত করা দুঃসাধ্য মনে হইল। ত্রিপদীতে চেষ্টা করিতেছিলাম এমন সময় কার্য্যানুরোধে পাটনায় যাইয়া দেখি আমার অকৃত্রিম সুহৃদ চণ্ডীদাস কাব্যাদি প্রণেতা কবিবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সাহা এম. এ, ডি, লিট, মহাশয় নালন্দা কলেজের কার্য্য হইতে অবসর লইয়া রুগ্নাবস্থায় পাটনায় বাস করিতেছেন। আজীবন কাব্যরসে বঞ্চিত শুষ্ক দার্শনিক আমি কবিতা লিখিতেছি দেখিয়া ক্ষেত্রবাবু উৎফুল্ল হইলেন। আমাকে নূতন ১৮ ও ২২ অক্ষরী ছন্দের সন্ধান ও নমুনা দিলেন—সেই আকারে দোহা প্রভৃতির অনুবাদ সুগম হইল; রোগ শয্যায় আদ্যোপান্ত গ্রন্থ শুনিলেন এবং স্থানে

স্থানে সংশোধন করিয়া দিলেন। তাহার অনুমোদনে গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা জাগিল। আজ সত্য সত্য সেই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে জানিলে তিনি কতই না আনন্দিত হইতেন, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বেই তিনি অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। এই শুভ মুহূর্ত্তে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে বার বার স্মরণ করিতেছি। ১৩৬৪ সালে মহাষ্টমীর দিন গুরুকৃপায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। কিন্তু অর্থাভাব, কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা ও পারিবারিক অশান্তির জন্য গ্রন্থ সংশোধন পূর্ব্বক মুদ্রণার্থ পাঠাইতে দেরী হইতে লাগিল। অবশেষে মুদ্রণ সাহায্যার্থ নানাস্থানে দরখাস্ত পাঠাইয়া ১৩৬৬ সালে প্রেসে চলিলাম। বঙ্গের বাহিরে এইরূপ বিশাল গ্রন্থের নির্ভুল ও সুলভ মুদ্রণ সুদুষ্কর। কিন্তু কাশীর বাহিরে যাইতে মন সরিতেছিলনা। এমতাবস্থায় বারাণসীস্থ ইণ্ডিয়ান প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমল কুমার বসু মহাশয় আগ্রহের সহিত গ্রন্থ ছাপাইবার ভার নিলেন। যাঁহার কৃপায় অকবির হস্তে এই দীর্ঘ গ্রন্থের পদ্যানুবাদ রচিত হইল তাঁহার কৃপায় কাশীস্থ প্রসিদ্ধ রামায়ণ ব্যাখ্যাতা শ্রীশিব নারায়ণ ব্যাসজীর সুপরামর্শে কতক কাগজ মিলিয়া গেল। মুদ্রণ আরম্ভ হইল।

চিত্র ব্যতীত এসব গ্রন্থ চিত্তাকর্ষক হয় না বন্ধু ও স্বজন মহলে কথা উঠিল। শ্রীরামের কৃপায় জনৈক মহানুভব মানস-প্রেমী যিনি হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার কল্পে জীবন-উৎসর্গ করিয়াছেন তিনি ৬ খানি ত্রিবর্ণ চিত্র ছাপাইয়া দিয়া এই অভাব পূর্ণ করিলেন। কলিকাতাস্থ শ্রীসরস্বতী প্রেসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় মহাশয় সচিত্র উৎসর্গ পত্র ছাপিয়া দিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম এ, ডি. লিট, মহোদয় গ্রন্থের কতকাংশ পাঠ করিয়া প্রীত হইয়া গ্রন্থানুমোদন পত্র লিখিয়া দিয়া গ্রন্থ মুদ্রণে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে কৃপাপূর্ব্বক প্রাক্-কথন লিখিয়া দিয়া গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। হিন্দী মাসিক পত্র কল্যাণের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হনুমান প্রসাদ পোদ্দার মহোদয় অসুস্থতা সত্ত্বেও আনন্দের সহিত ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ফলে বর্ত্তমান আকারে সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। কাশীস্থ সুপ্রসিদ্ধ মানস-ব্যাখ্যাতা শ্রীযুক্ত নারায়ণ কান্ত শর্ম্মা চতুর্ব্বেদী মহাশয় প্রথমাবস্থায় গ্রন্থ মূলানুগত করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। স্বর্গীয় বিজয়ানন্দ ত্রিপাঠীজীর মানস-ব্যাখ্যান শুনিয়া মানসে যে কত গুপ্ত রহস্য প্রতি ছত্রে লুক্কায়িত সেদিকে আমার দৃষ্টি পড়ে। মধ্যপ্রদেশে রায়পুরে পণ্ডিত মোহন সিংহ মহাশয়ের পাঠও আমাকে উদ্দীপনা দিয়াছে। কাশীর জ্ঞানবাপীতে শ্রীশিবনারায়ণ ব্যাসজীর পরিচালনায় প্রতিবর্ষ ধূম ধামের সহিত যে নবাহ পরায়ণ হয়; ৺বিশ্বনাথ ব্যাসজী ৭ বছরে মানসপাঠ সমাপন করিয়া যে উদ্‌যাপন যজ্ঞ করিয়াছিলেন, রাম মন্দিরে যে দৈনন্দিন পাঠ হয়, এবং শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাতার উৎসবে যে মানস-সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এই সব স্থলে মানসের নানাস্থানের নানা অভিনব ব্যাখ্যা নানা ব্যাসগণের প্রমুখাৎ শুনিয়া আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। উল্লিখিত সহায়তাকারীগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পরিশেষে পাঠকগণের কৃপা আকর্ষণ পূর্ব্বক নিবেদন এই যে যাঁহারা মূলের সঙ্গে মিলাইয়া এই গ্রন্থ পাঠ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা যেন গোরক্ষপুর গীতা প্রেস প্রকাশিত মানসের মাঝলা সংস্করণ বা অন্য কোনও সুলভ সংস্করণ ক্রয় করেন। দাম দ্বিগুণ হইয়া যায় এবং কাগজের অভাব জন্য এই অনুবাদে মূল সন্নিবেশ করা গেল না। যদিও হিন্দীছন্দের সহিত বাংলা পদ্য ছন্দের বিশেষ সুসামঞ্জস্য নাই তথাপি তুলসীদাসজীর ভঙ্গী যথাসাধ্য অবিকৃত রাখিতে যে ছন্দে যেখানে মূল লিখিত হইয়াছে সেই ছন্দের সংক্ষিপ্ত নামোল্লেখ করা হইল। যেখানে সংস্কৃত শ্লোক আছে অনুবাদে সেখানে শ্লোক, দোহা স্থলে "দো", সোরঠা স্থলে 'সো' ছন্দ স্থলে 'ছ' চৌপাই স্থলে 'চৌ' ব্যবহৃত হইল।

চৌপাই ব্যতীত অন্য ছন্দে লিখিত পদ সমূহ অপেক্ষাকৃত বড় হরপে ছাপা হইল। যেখানে দীর্ঘ ছন্দে (১৮ বা ২২ অক্ষরে) অনুবাদ করা হইয়াছে সেখানে উপরের পংক্তির সঙ্গে নিম্নস্থ পংক্তির মিল

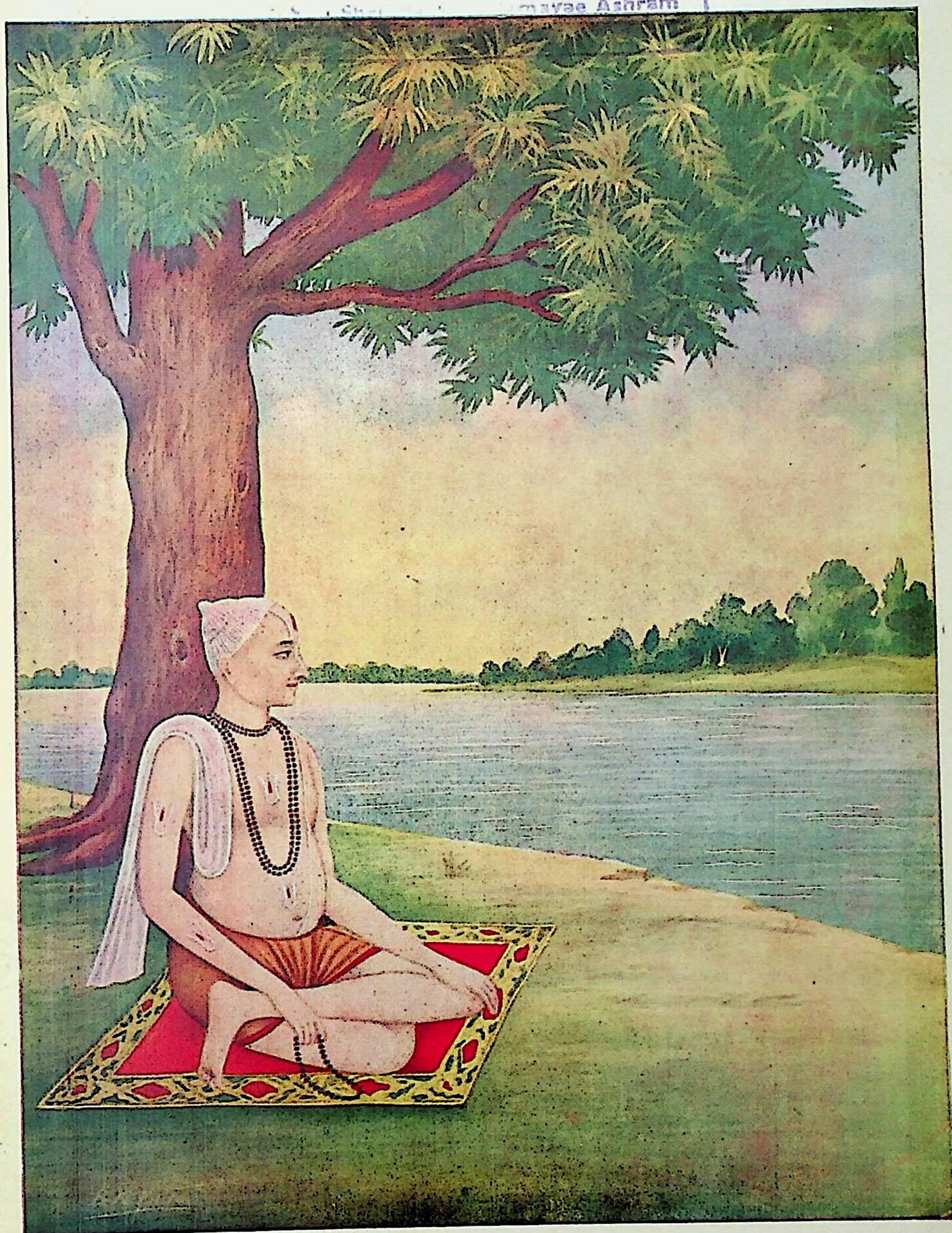
আছে। ১৪ অক্ষরী পদসমূহের নিজ বাম পার্শ্বস্থ পংক্তির সহিত দক্ষিণস্থ পংক্তির সঙ্গে মিল রহিয়াছে। বামস্থ ত্রিপদীর তৃতীয় পদের সহিত দক্ষিণ পার্শ্বস্থ তৃতীয় পদের মিল রহিয়াছ। পাঠকগণের সুবিধার্থ ইহা ও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে স্থানে স্থানে 'উমা' 'মুনি' 'গরুড়' বা তৎ প্রতিশব্দ বা 'তুলসী' এই সব শব্দের অসংলগ্ন ভাবে ব্যবহার দৃষ্টি গোচর হইবে। ইহার কারণ এই রামচরিত মানসের—৪ বক্তা ও ৪ শ্রোতা। বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বক্তা ও শ্রোতা স্মরণে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। কোথাও শিবজী বক্তা পার্ব্বতী শ্রোতা, কোথাও মুনি যাজ্ঞবল্ক্য বক্তা ও মুনি ভরদ্বাজ শ্রোতা, কোথাও বা কাকভূশণ্ডী বক্তা এবং গরুড় শ্রোতা কোথাও বা তুলসীজী বক্তা ও ভক্ত সজ্জনগণ শ্রোতা। ফলে উমা, মুনি, গরুড় বা তাহাদের প্রতিশব্দ সম্বোধন রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ভণয় তুলসী বা তুলসীদাসের পরিবর্ত্তে "তুলসী'ই প্রায় সর্ব্বত্র ভণিতারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুবাদে প্রতি কাণ্ডের অন্তে 'বীর' কহে ভণিতা আছে, গ্রন্থকারের পরিচয় মধ্যে 'বীরনা' ভণিতা আছে—উহা বীরেন্দ্রের প্রতি গুরুগণের স্নেহ সম্বোধন স্মরণার্থ দেওয়া হইয়াছে। হিন্দীর বিভিন্ন সংস্করণে বিভিন্ন পাঠ, ব্যাখ্যা ও সংখ্যা রহিয়াছে। অনুবাদে গীতা প্রেসের সংখ্যা অনুসারে দোহা সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

এই গ্রন্থের নয় দিনে বা একমাসে নির্দ্দিষ্ট অংশ পড়িয়া শেষ করিবার রীতি আছে ইহাকে পারায়ণ করা বলে এজন্য নবাহ পারায়ণ ও মাস পারায়ণের বিশ্রাম স্থান এবং রামায়ণের আরতি দেওয়া হইল।

অবশেষে নিবেদন এই যে গ্রন্থকার বৃদ্ধ হইলেও লেখক হিসাবে নবীন ও অপটু, প্রুফ্ প্রভৃতি দেখিতেও অনভ্যস্ত—তজ্জন্য নানাবিধ ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গেল তজ্জন্য ক্ষমা ভিক্ষাপূর্ব্বক সংশোধনী দেওয়া হইল! সজ্জনগণ সহানুভূতির সহিত কৃপাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া পাঠ করিলে এবং গ্রন্থের উৎকর্ষ সাধন কল্পে সুপরামর্শ দিলে অনুগৃহীত হইব এবং পরবর্ত্তী সংস্করণে ক্রটী সংশোধনে সচেষ্ট হইব। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেএই গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য কাশীস্থ ইণ্ডিয়ান প্রেসের সুযোগ্য ম্যানেজার ও কর্ম্মচারীগণ ধন্যবাদার্হ। সকল দ্রব্যের ও শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি হওয়ায় সাধারণ নিয়ম অনুসারে গ্রন্থের মূল্য আরও বেশী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু প্রচার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়ায় এবং সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির ক্ষীণ আশা থাকায় প্রতিকপি কাগজে বাঁধাইর ৬৲ ছয় টাকা এবং কাপড়ে বাঁধাইর মূল্য ৮৲ আট টাকা রাখা হইল। পাঠকগণের প্রসন্নতা ও কৃপা পাইলে আগামীসংস্করণ কালে গ্রন্থের সর্ব্বাংশে উন্নতি সাধনে মনোযোগী হইব। এহেন গ্রন্থের অনুবাদ জন্য শ্রম করিতে পারাই পরম সৌভাগ্য অধিকন্তু যাঁহাদের জন্য গ্রন্থ রচিত হইল তাঁহারা অনুবাদ পাঠের ফলে মূল গ্রন্থ পাঠে উৎসাহিত ও ভগবদ্ভজনে আকৃষ্ট হইলে শ্রমফল দ্বিগুণিত হইবে এবং অনুবাদকের জীবন সার্থক হইবে। ইতি—

১১২ সোনারপুরা
বারাণসী, উত্তর প্রদেশ।
১৩৬৬, রামনবমী তিথি।

শ্রীবীরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য



गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज

मुद्रक—गीताप्रेस, गोरखपुर

শ্রীরাম চরিত মানস

প্রণেতা

শ্রীমদ্ গোস্বামী তুলসী দাসজীর

সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত

অদ্য ন্যূনাধিক সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বাঁদা জিলার অন্তর্গত রাজাপুর গ্রামে আত্মারাম দুবে নামক এক রামভক্ত সরযূপারীণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল হুলসী দেবী। শ্রীরামের কৃপায় অধিক বয়সে সম্ভবতঃ ১৫৮৯ সম্বতে এই ব্রাহ্মণ দম্পতী অদ্ভুত লক্ষণাক্রান্ত একটী পুত্র লাভ করেন। পূর্ণ বার মাস গর্ভবাস অন্তে পুত্রটী সব কয়টী দাঁত সহ ভূমিষ্ঠ হয়। শিশুটী আকারে সাধারণ শিশু হইতে অনেক বড় হইয়াছিল এবং জন্মের ক্ষণকাল পরে ক্রন্দনের পরিবর্ত্তে শিশুটীর মুখ হইতে নাকি রাম নাম নির্গত হইয়াছিল। এই অদ্ভুত দর্শন অসাধারণ বালকই তুলসীদাস নামে খ্যাত এবং শ্রীরাম চরিত মানস প্রণেতা।

এবম্বিধ পুত্র লাভ করিয়া দম্পতী যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ সাগরে মগ্ন হইলেন। জ্যোতিষ আহ্বান করা হইল। গণ্ডযোগে জাত এতাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত পুত্রকে গৃহে রাখিলে মহা অমঙ্গল হইবে মত প্রকাশ করিয়া জ্যোতিষ প্রস্থান করিলেন। অতীব সুশ্রী, রাম নাম উচ্চারণকারী, কুলক্ষণযুক্ত, গণ্ডযোগে জাত এই শিশুকে লইয়া কি করা যায় আত্মারাম বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। পতিকে বড়ই বিব্রত দেখিয়া হুলসী দেবী স্বীয় পরিচারিকা চুনিয়ার উপরে শিশুর লালন পালন ভার অর্পণ করিলেন এবং দশাহে তাহাকে শিশুসহ তদীয় শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিয়া পরদিন ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। পুত্র বর্জ্জন ও পত্নী বিয়োগ দুঃখে আর্ত্ত আত্মারাম তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন আর ফিরিলেন না। শিশুর গণ্ডযোগে জন্মিবার কুফল অচিরেই ফলিল। পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতে পরিচারিকা চুনিয়ার ও দেহান্ত হইলে। পিতৃ মাতৃহীন তুলসী একান্ত নিরাশ্রয় হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রবাদ আছে এই সময় স্বয়ং অন্নপূর্ণা ব্রাহ্মণীর বেশে আসিয়া এই অনাথ বালককে ভোজন করাইয়া যাইতেন।

ইতিমধ্যে রামশৈল নিবাসী স্বামী নরহর্য্যানন্দ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া রাজাপুরে আসিলেন এবং বালককে খুজিয়া বাহির করিয়া সাদরে অযোধ্যায় লইয়া গেলেন। বালককে তিনি রামবোলা বলিয়া ডাকিতেন। যথা সময়ে রামবোলার উপনয়ন সংস্কার করাইয়া তাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইতে লাগিলেন। গুরু প্রদত্ত রামবোলা নামই এই জাতকের প্রকৃত পরিচায়ক। ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরে রাম নাম উচ্চারণ করিয়া, আজীবন রাম নাম ও লীলাবর্ণন করিয়া, অন্তে রামধ্যানে সমাহিত হইয়া তনুত্যাগ করিয়া রামবোলা তাঁহার রামবোলা নাম সার্থক করিয়াছেন।

অতঃপর সাধু নরহরি যথারীতি বৈষ্ণবের পঞ্চ সংস্কার করাইয়া রামবোলাকে রাম নামে দীক্ষিত করিলেন এবং শূকর ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে তাহাকে রাম লীলা শ্রবণ করাইলেন। মেধাবী, শ্রুতিধর সদৃশ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ও একান্ত বিদ্যানুরাগী দেখিয়া গুরু নরহরি বালককে শাস্ত্রাভ্যাস নিমিত্ত কাশীধামে শেষ সনাতনজীর নিকট প্রেরণ করিলেন। দীর্ঘ পনের বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন করিয়া, নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া গুরুর আজ্ঞানুসারে রামবোলা জন্মভূমি অভিমুখে রওনা হইলেন। পিতৃ গৃহের চিহ্ন মাত্র নাই, শূন্য ভিটায় সামান্য পর্ণ কুটীর রচনা করিয়া পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করতঃ দেশে

থাকিয়াই প্রিয় রাম কথা কহিতে লাগিলেন। শীঘ্রই রত্না নাম্নী এক সুন্দরী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইল। আবাল্য স্নেহলাভে বঞ্চিত নিরাশ্রয়, বান্ধবহীন যুবক তুলসী রূপসী ভার্য্যা লাভ করিয়া তৎপ্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইলেন এবং সুখনীড় রচনা করিবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। বার বার পিতৃগৃহ হইতে রত্নার সাদর আহ্বান আসিতে লাগিল কিন্তু অদর্শন-অসহন তুলসী রত্নাকে স্বল্প কালের জন্যও পিতৃগৃহে যাইতে দিতে রাজী হইলেন না। অবশেষে অদুরে নদীতীরে সন্ধ্যাবন্দনায় ব্যাপৃত তুলসীকে না জানাইয়া এক প্রত্যুষে ভ্রাতার সহিত রত্না পিতৃগৃহে রওনা হইল। অচিরে গৃহে প্রত্যাগত তুলসী রত্না পিতৃগৃহে রওনা হইয়াছে জানিতে পারিয়া ত্বরিত পদে তাহার অনুগমন করিলেন এবং রত্না পিতৃগৃহে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই তুলসী উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে তথায় উপনীত হইলেন। রত্না বড়ই লজ্জা পাইলেন এবং একান্তে দর্শন পাইবা মাত্রই স্বামীকে বলিলেন।

"লাজ ন লাগত আপকো, দৌরি আয়হু সাথ। ধিক্ ধিক্ ঐসে প্রেম কো কহা কহহু মৈ নাথ॥
অস্থি চর্ম্মময় দেহ মম তাসো জৈসী প্রীতি। তৈসী জো শ্রীরামমে হোত, ন তৌ ভবভীতি॥

ছি ছি কি লজ্জা—সাথে সাথে দৌড়ে এসেছ? আমার হাড়মাসের দেহে তোমার যে প্রীতি এই প্রীতি শ্রীরামে অর্পিত হইলে তোমার ভবভয় দুর হইয়া যাইত। স্ত্রীর ধিক্কারে তুলসী একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া মানব জীবনের উচ্চতর অধিকারে উদ্‌বুদ্ধ হইলেন এবং বৈরাগ্যপরায়ণ হইয়া অচিরে শ্বশুর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াগাভিমুখে ছুটিলেন। সাধারণ গৃহস্থ জীবন যাপন করিবার জন্য তুলসী জন্মগ্রহণ করেন নাই। ক্ষীণ বিষয় বাসনা প্রবল আঘাতে তিরোহিত হইল হা রাম হা রাম করিয়া রামবোলা রামদর্শনাভিলাষে বহির্গত হইলেন। ত্রিবেণীতে স্নান করতঃ সাধু বেশ গ্রহণ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে চলিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণানন্তর কাশীধামে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের পদারবিন্দে কাতর কণ্ঠে রাম ভক্তি প্রার্থনা করতঃ রাম ভজন ও রাম কথা কীর্ত্তনে মনোনিবেশ করিলেন। গুরু নরহরি বাল্যকালে তাহাকে রামের দর্শন লাভ হইবে বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছিলেন অহরহঃ তাহা হৃদয়ে ঝঙ্কার দিতে লাগিল।

মানস সরোবরে থাকিয়া ভজন করেন, এক শুভদিনে তথায় কাকভূশণ্ডীজীর দর্শনে আশ্বস্ত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে ভজন করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ প্রত্যুষে ময়দানে শৌচান্তে শৌচাবশিষ্ট জল এক বৃক্ষমূলে নিক্ষেপ করিতেন। সেই বৃক্ষে এক প্রেত বাস করিত। একদা প্রেত প্রকট হইয়া তুলসীকে বলিল তোমার জলে আমি তৃপ্ত, কিছু প্রার্থনা কর, সাধ্যায়ত্ত হইলে প্রদান করিব। চমকিত তুলসী শ্রীরামের দর্শন প্রার্থনা করিলেন। দুঃখিত চিত্তে প্রেত উত্তর করিল, "আমার সে সাধ্য থাকিলে আমি বহুপূর্ব্বে মুক্তি পাইতাম। একমাত্র মহাবীরজী রাম দরশন করাইবার অধিকারী। তাঁহার কৃপা হইলে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে"। মহাবীরজী যে মন্দিরে দীনহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে প্রত্যহ রামকথা শুনিতে আসেন সে মন্দির চিনাইয়া দিয়া বলিল "মহাবীরজী সর্ব্বশেষে যখন ফিরিয়া যাইবেন একান্তে তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া তোমার হৃদয়ের আকাঙ্খা জানাইও, তোমার সুকৃতি থাকিলে তিনি তোমার বাসনা পূর্ণ করিবেন।" কথানুরূপ কার্য্য করিলে মহাবীরজী প্রকট হইয়া তুলসীকে বলিলেন যে চিত্রকূটে প্রভুর দর্শন পাইবে।

আনন্দে অধীর হইয়া তুলসী চিত্রকূটে চলিলেন। রামঘাটে আসন লাগাইয়া একান্তমনে ভজন, পূজন, সৎসঙ্গ ও পরিক্রমাদিতে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন! দর্শনাকাঙ্খা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে একদিন চিত্রকুট পরিক্রমা কালে দেখিতে পাইলেন—অদুরে অশ্বপৃষ্ঠে দুই অপূর্ব্ব সুন্দর কিশোর বয়স্ক রাজ পুত্র ধনুর্ব্বাণ হস্তে মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন। তাঁহাদের রূপে বনভাগ আলোকিত হইয়াছে। রূপলুব্ধ নয়ন নির্নিমেষে তাকাইয়া রহিল কিন্তু দর্শন বাসনা মিটিল না, অচিরে

কুমারদ্বয় অদৃশ্য হইলেন। বিষণ্ণ চিত্তে ভাবিতেছেন, অপরূপ রূপের খনি এ কিশোর যুগল কাহারা? আর একবার ইহাদের দর্শন পাই না? পশ্চাদ্দেশ হইতে মধুর ধ্বনি শুনিলেন "চিনিতে পারিলে না তুলসি ঐ বেশেই ত দয়াময় রাম তোমাকে সলক্ষ্মণ দর্শন দিয়াছিলেন।" অশ্রুপূর্ণনয়নে কাতর প্রাণে তুলসী সমীপে দর্শনের মিনতি জানাইলে পুনরায় ধ্বনি শুনিলেন, পুনরায় সমীপেই দর্শন পাইবে।

উৎকণ্ঠার অবধি নাই। মহাবীরজীর অর্চ্চনা করেন আর অশ্রু বর্ষণ করেন, থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠেন ও চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিরাশ হইয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ পুনরায় ধ্যানে নিবিষ্ট হন—কখন কখন ভাবে আত্মহারা হইয়া নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া থাকেন, কখনো পরিক্রমার পথে ছুটাছুটি করেন। অবশেষে একদিন প্রত্যুষে তুলসী আনমনে পূজার্থ চন্দন ঘসিতেছিলেন ও নয়ন জলে ভাসিতেছিলেন, হঠাৎ সুমিষ্ট বালক-কণ্ঠ শ্রবণে চমকিত হইয়া চোখ তুলিয়া চাহিলেন। চোখ আর ফিরিল না—সন্নিকটে দণ্ডায়মান এক নবদূর্ব্বাদলশ্যাম কিশোরের প্রতি চিত্রার্পিতের ন্যায় তাকাইয়া রহিল। বালক জিজ্ঞাসা করিল—বাবাজি—চন্দন লাগাইয়া দেই? রূপ দেখিয়া, সুমিষ্ট স্বর শুনিয়া তুলসী বিহ্বল। পাছে এবারেও তুলসী প্রভুকে চিনিতে না পারে শঙ্কা করিয়া মহাবীরজী তোতা বেশ গ্রহণ করতঃ বৃক্ষ শাখা হইতে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন

"চিত্রকূটকে ঘাটপর ভই সন্তনকী ভীর। তুলসীদাস চন্দন ঘিসে, তিলক দেত রঘুবীর॥

ইতিমধ্যে শ্যামল কিশোর স্বীয় কপালে চন্দন লেপন করিয়া আনমনা তুলসীর কপালে চন্দন লাগাইতেই অপূর্ব্বস্পর্শে তুলসী পূর্ণ সম্বিৎ লাভ করিলেন এবং এই বালকই যে তাঁর চির আকাঙ্খিত শ্রীরাম সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া প্রণত হইলেন। মুহূর্ত্তে মনোহর মূর্ত্তি কোথায় মিলিয়া গেল, তুলসী রাম দরশনে কৃতকৃতার্থ হইলেন।

প্রভুর দর্শনে পুলকিত তুলসী প্রভুর ধাম দর্শনে চলিলেন। তখন মাঘ মেলা চলিতেছিল। মেলার ষষ্টাহে এক বট বৃক্ষমূলে রাম কথারত যাজ্ঞবল্ক্যজীও ভরদ্বাজ মুনির দর্শন পাইলেন। মেলান্তে কাশীধামে প্রত্যাগমন করতঃ প্রহ্লাদ ঘাটের উপরে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে থাকিয়া রাম কথা কহিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে দৈবাৎ একদিন তাঁর কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ হইল। নিশীথে সংস্কৃত কবিতা রচনা করেন, পররাত্রে দেখেন কবিতা গুলি লুপ্ত হইয়াছে—আবার লেখেন আবার লুপ্ত হয়। এইরূপ কয়েক দিন ঘটিলে এক রাত্রে এই অপূর্ব্ব ঘটনা চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাগত হইলে তিনি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলেন। বিশ্বনাথ যেন মূর্ত্ত হইয়া তাঁহাকে অযোধ্যা যাইয়া সংস্কৃত ছাড়িয়া ভাষায় শ্লোক রচনা করিতে আদেশ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে তাহার লিখিত ভাষা কবিতা সামবেদ সম ফলবতী হইবে।

স্বপ্নোত্থিত হইয়া তুলসী ভাবিতে লাগিলেন—শঙ্কর অহেতুক কৃপাসিন্ধু—জীব তরাইবার জন্য করুণার্দ্র হইয়া যিনি শাবরমন্ত্র সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন যে মন্ত্রে না আছে ভাষা শুদ্ধি, না আছে অর্থ, না আছে মিল অথচ জপ করিলে আশু ফল দান করে সেই আশুতোষ দয়াল শঙ্করের কৃপা হইলে গ্রাম্যভাষায় রচিত কবিতা সামবেদ সম ফলবতী হওয়া আশ্চর্য্য নয়! স্বপ্নাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তুলসী অযোধ্যা চলিলেন। ১৬৩১ সম্বতে শুভ রামনবমী বাসরে শ্রীরামের আবির্ভাব দিবসে শ্রীরামপদে আত্ম নিবেদন করতঃ রাম চরিত মানস লিখিতে বসিলেন। যথারীতি প্রণামাদি করিয়া তুলসী ভাবিয়া দিশেহারা হইলেন যে কবিতা জ্ঞানহীন বিষয়াসক্ত চিত্ত অপটু লেখক তিনি কি করিয়া গ্রাম্যহিন্দী ভাষায় অগাধ, অগম সুপবিত্র রামলীলা লিখিবেন।

"রাম সুকীরতি ভণিত ভদেশা। অসমঞ্জস অস মোহি অঁদেশা॥

কিন্তু স্বপ্নযোগে শিবানুগ্রহ লাভের কথা স্মরণ হতেই লিখিলেন

"তুম্হারী কৃপা সুলভ সোউ মোরে। শিওনি সুহাবনি ঠাঠ পটোরে॥

পাটের কাপড়ে রেশমী সূতার বুনানির মত গ্রাম্য ভাষায় রামলীলা কথা নিজ মহিমায় শোভা পাইতে পারে। আশ্বস্ত হইয়া লিখিয়া চলিলেন

"ভণিত মোর শিবকৃপা বিভাতি। শশি সমাজ মিলি সোহ সুরাতি॥
যো ইহ কথা সনেহ সমেতা। কহিহহি, শুনিহহি সমুঝি সচেতা॥
হোইহহি রাম চরণ অনুরাগী। কলিমল রহিত সুমঙ্গল ভাগী॥
স্বপনেহু, সাঁচেহু মোহিপর যো হরগৌরী পসাউ। তৌ ফুর হোউ জো কহহু ভাষা ভণিত প্রভাউ॥

স্বপ্নেও যদি সত্যসত্য আমার প্রতি হরগৌরী প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে মল্লিখিত ভাষা রামায়ণ যে শ্রদ্ধার সহিত মনোযোগের সহিত পড়িবে বা শুনিবে হরগৌরীর প্রসাদে তাহার কলি কলুষ দূর হইয়া রামপদারবিন্দে অনুরাগ জন্মিবে এই ফল শ্রুতি যাহা কহিলাম তাহা যেন সত্য হয়।

রামায়ণ লেখা চলিতে লাগিল ভিতরে কোন সংশয় আসিলে আপনি লেখনী থামিয়া যায়, কে যেন ভিতর হইতে সংশয় অপনোদন পূর্ব্বক যথোপযুক্ত ভাষা সরবরাহ করে, চিত্ত তৃপ্ত হয়, লেখনীও চলিতে থাকে। ইহাতে ভক্তগণের এই বিশ্বাস সমর্থিত হয় যে মহাবীরজী স্বয়ং তুলসী শরীরে ভর করিয়া রাম চরিত মানস লিখাইয়াছিলেন।

ভক্তমাল গ্রন্থ প্রণেতা মহাত্মা নাভাজীর বিশ্বাস যে কলির জীবের হিতার্থে মহামুনি বাল্মীকিই তুলসী শরীরে আবির্ভূত হইয়া মহাবীরজীর সাহায্যে কলি যুগোপযোগী ভাষা রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। নাভাজী প্রদত্ত সাধুদের ভাণ্ডারায় তুলসীজী উপস্থিত হইলে তাঁহার বৈষ্ণবোচিত বিনয় দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া নাভাজী তুলসীজীকে আলিঙ্গন করতঃ বলিয়াছিলেন যে আজ তাঁর ভক্তমালের মুকুট মণির সাক্ষাৎ মিলিয়াছে এবং এই উপলক্ষে তল্লিখিত ষটকের শেষ দুই পংক্তিতে লিখিত আছে যে

"সংসার অপার কে পারকো সুগমরূপ নৌকা লিয়ো।
কলি কুটিল জীব নিস্তারহিত বাল্মীকি তুলসী ভয়ো॥"

রামায়ণ লেখা অগ্রসর হইতে লাগিল অরণ্য কাণ্ড শেষ হইলে গোসাঁইজী কাশী চলিয়া আসিলেন। ১৬৩৩ সম্বতের অগ্রহায়ণ মাসে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ সমাপ্ত হইল। বিশ্বনাথ সমীপে গ্রন্থ পাঠ সমাপন করতঃ গোসাঁইজী রাত্রিতে গ্রন্থ মন্দিরেই রাখিয়া দিলেন। প্রভাতে দ্বার খোলা হইলে সকলে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল যে গ্রন্থের উপরে "সত্যং শিবং সুন্দরং" লিখিত আছে এবং নীচে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের সহী রহিয়াছে।

ঘটনা যাহাই হোক্, কথাটি প্রচারিত হইয়া এক মহা অনর্থ সৃষ্টি করিল। তুলসীদাসজীর প্রতি ইহাতে সাধারণের যেমন ভক্তি বাড়িতে লাগিল পণ্ডিত মহলে তেমন বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্বলিত হইল। এ সম্পর্কে নানা কথাই শ্রুত হয়। পণ্ডিতেরা গোসাঁইজীর নানাবিধ নিন্দা ছড়াইতে লাগিলেন এমন কি গ্রন্থ চুরি করাইয়া নষ্ট করিবার চেষ্টাও নাকি হইয়াছিল। কিন্তু ফল বিপরীত হইল। কুটিরের পার্শ্বে ধনুর্ব্বাণ হস্তে অতি অপরূপ দুই সিপাহিকে পাহারা দিতে দেখিয়া তস্করদ্বয় রামপরায়ণ হইল। এই রক্ষীদ্বয় রাম লক্ষ্মণ ব্যতীত অপর কেহ নহে সাব্যস্ত করিয়া গোসাঁইজী প্রভুদ্বয়কে রক্ষা কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিবার মানসে গ্রন্থের এক প্রতিলিপি রাখিয়া মূল গ্রন্থ স্বীয় সুহৃদ টোডর মলের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। প্রতিলিপি হইতে ক্রমশঃ গ্রন্থের বিস্তার হইতে লাগিল। গ্রন্থের প্রভাব খর্ব্ব করিবার মানসে অদ্বৈত সিদ্ধি প্রণেতা মধুসূদন সরস্বতী পাদের উপর গ্রন্থ বিচারের ভার দেওয়া হইল। হয়ত ভরসা ছিল অদ্বৈতবাদী সরস্বতী পাদ ভাষায় লিখিত দ্বৈত মূলক গ্রন্থে সারবত্তা নাই এই মত দিবেন। কিন্তু এবারও পণ্ডিতগণ বিফল মনোরথ হইলেন। সরস্বতী পাদ নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা গ্রন্থ অনুমোদন করিলেন।

"আনন্দ কাননে হ্যস্মিঞ্জগম স্তুলসীতরু। কবিতা মঞ্জরী ভাতি রাম ভ্রমর ভূষিতা॥

অবশেষে বিশ্বনাথের সহীর তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ জন্য পণ্ডিতগণ এক রাত্রিতে সর্ব্বোপরি বেদ রক্ষা করিয়া তন্নিম্নে ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণাদি রাখিয়া সর্ব্বনিম্নে রামচরিত মানস রাখিয়া দিয়া কবাট বন্ধ করিয়া চাবী রাখিয়া দেওয়াইলেন। প্রভাতে দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখা গেল যে শ্রীরাম চরিত মানস সর্ব্বোপরি বিরাজ করিতেছে। তখন পণ্ডিত মণ্ডলী তুলসীজীর গ্রন্থ মাহাত্ম্য স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। কালের অন্তরালে প্রকৃত ঘটনা নির্ণয় প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় কাজেই লিখিত সাক্ষ্যের অভাবে কিম্বদন্তীতে অল্পাধিক বিশ্বাস করা ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না।

অলৌকিক প্রমাণে যাহারা আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রন্থের লৌকিক মাহাত্ম্যে কালে স্তম্ভিত হইয়াছেন। গোসাঁইজীর বিদ্যাবত্তা ও ভক্তি বিশ্বাসের খ্যাতি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। তদবধি আজ পর্য্যন্ত রাম চরিত মানসের খ্যাতি প্রতিপত্তি ও প্রচার অনুদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। দেশ বিদেশে গ্রন্থ নানা ভাষায় অনূদিত হইয়া সর্ব্বত্র আদৃত হইতেছে। এক গীতা ব্যতীত অপর কোনও গ্রন্থের এরূপ বহুল প্রচার দেখা যায় না।

বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রাচীনতর হইলেও উহা বাংলায়ই নিবদ্ধ, দেব ভাষায় লিখিত মূল রামায়ণ মুষ্টিমেয় সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত মহলে সীমাবদ্ধ। তুলসী রামায়ণ হিন্দীভাষী প্রদেশ সমূহের আপামর সাধারণের কণ্ঠে নিত্য ধ্বনিত হইতেছে, দেশ প্রদেশের গণ্ডী বহুকাল যাবৎ ছাড়াইয়া ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা ভাষী এমন কি বিদেশে জার্ম্মান রাসিয়ান ইংরেজী ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষা ভাষী মহলে প্রচলিত হইয়াছে।

গ্রন্থ মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সাধক মহলে গোসাঁইজীর অসাধারণ বিভূতির কথাও প্রকাশ পাইতে লাগিল। কথিত আছে একবার এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কাশীধামে আসিয়া কাশীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সঙ্গে বিচার আকাঙ্খা করিলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে বিচারে যে পরাস্ত হইবে তাহার শির কাটা যাইবে। পণ্ডিতগণ উল্লসিত হইয়া গোসাঁইজীকে তাহাদের মুখপাত্র নির্ব্বাচন পূর্ব্বক বিচার সভা আহ্বান করিলেন। সভা বসিল; গোসাইজী পণ্ডিত মণ্ডলীর অভ্যর্থনার্থ শিষ্য হস্তে এক তাম্বুলাধারে ৫টী পানের খিলি প্রেরণ করিলেন। ক্রমশঃ সকলের লক্ষ্য হইল যে পান যতই বিতরিত হইতেছে বাটায় ৫টি খিলি ঠিকই রহিয়াছে। এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে দিগ্বিজয়ীর বিচার বাসনা লুপ্ত হইল। তিনি মধুসূদন সরস্বতী পাদের সুরে সুর মিলাইয়া গ্রন্থে সম্মতি লিখিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। গোসাঁইজীর অলৌকিক শক্তির খ্যাতি প্রসারিত হইল।

একবার এক পণ্ডিত সংস্কৃতে কৃতবিদ্য গোসাঁইজীকে প্রচলিত গ্রাম্য হিন্দী ভাষায় গ্রন্থ রচনার হেতূ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে এক প্রতি প্রশ্ন করিয়া তাহার উত্তর করিলেন। মৃৎ পাত্রে সুধা আদরণীয় কি মণিময় পাত্রে রক্ষিত বিষ আদরণীয়? পণ্ডিতজী লজ্জিত হইয়া স্বীকার করিলেন যে বিষয় বস্তু উত্তম হইলে ভাষার আবরণ অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ। সকলের পক্ষে রামলীলা সহজ বোধ্য করিবার নিমিত্তই তিনি হিন্দী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

একবার গোহত্যা পাপে লিপ্ত এক ব্যক্তি রাম নাম করিতে করিতে প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত ভিক্ষা করিতেছিল, দেখিয়া গোসাজীর বড়ই বিসদৃশ বোধ হইল। তিনি উহাকে ডাকিয়া বলিলেন যে রাম নাম করাতেই তার পাপ দূর হইয়াছে অন্য প্রায়শ্চিত্ত নিষ্প্রয়োজন। তদনন্তর তাহাকে লইয়া এক পংক্তিতে বসিয়া তিনি প্রসাদ পাইলেন। পণ্ডিত মহলে পুনরায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাঁহারা মত প্রকাশ করিলেন যে গোসাঁইজীর ও এই আচরণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। গোসাঁইজী বলিলেন রাম নামে যে পাপক্ষয় হয় ইহা কি শাস্ত্র সিদ্ধ নয়? পণ্ডিতগণ শাস্ত্র প্রমাণে সন্তুষ্ট না হইয়া কার্য্যে প্রমাণ চাহিলেন এবং বলিলেন যে বিশ্বনাথের 'নাদিয়া', প্রস্তর নির্ম্মিত বৃষ যদি এই ব্যক্তির হস্তে ভোজন গ্রহণ

করে তাহা হইলে তাহারা মানিবেন যে রাম নামে পাপক্ষয় হইয়াছে। যথাবিহিত রূপে ঐ পাতকীর হস্তে গোগ্রাস অর্পণ করিয়া গোসাঁইজী প্রার্থনা করিলেন "রাম নামে যদি এই পাতকীর পাপাবসান হইয়া থাকে তাহা হইলে হে শঙ্কর বাহন ইহার হস্তস্থ ভোজন তুমি গ্রহণ কর।" গোগ্রাস স্বীকৃত হইলে পণ্ডিতগণ স্তম্ভিত হইলেন। গোসাঁইজীর নাম-নিষ্ঠার জয় হইল, তাঁহার অপূর্ব্ব বিশ্বাস ও বিভূতির কথা আরও প্রচারিত হইল। নামই কলির জীবের সকল কল্যাণের হেতু ইহা গোসাঁইজী তাঁহার গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। নাম ও নামী অভিন্ন শুধু এই কথা বলিয়াই তিনি সন্তোষ লাভ করেন নাই। নামকে তিনি সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম হইতেও উপরে স্থান দিয়াছেন যেহেতু নাম নিজ শক্তিতে উভয়কেই বশীভূত করিতে সক্ষম।

অগুণ সগুণ দুই ব্রহ্মস্বরূপা। অকথ অগাধ অনাদি অনুপা ॥
মোরে মত বড় নাম দুঁহতে। কিএ জেহি যুগ নিজবশ নিজবুতে ॥

প্রত্যয় প্রচলিত আছে যে গোসাঁইজী একাধিক স্থলে নাম করিয়া মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন। অযোধ্যাতে এক মৃত বালককে মহাবীরজীর নিকট প্রার্থনা করিয়া জীবিত করিলে যমরাজ নিজ অধিকার এবং বিধাতার বিধানের দোহাই দিলে মহাবীরজী নাকি উত্তর করিয়াছিলেন যে বিধিলিপি ও যমের অধিকার সাধারণে প্রযোজ্য হইলেও উহা রাম ভক্ত পক্ষে অচল।

কাশীতে একদিন এক ব্রাহ্মণ প্রাণ ত্যাগ করিলে সতী হইবার মানসে শব লইয়া শ্মশানে যাইবার পথে তাহার স্ত্রী বাহিরে শব রাখিয়া গোসাঁইজীকে প্রণাম করিতে তাঁহার কুটিরে প্রবেশ করিল। প্রণাম করিলে সৌভাগ্যবতী হও বলিয়া গোসাঁই আশীর্ব্বাদ করিলে স্ত্রীলোকটি তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় এ আশীর্ব্বাদ সফল হওয়া সম্ভব নহে বলিলে তুলসীজী বলিলেন "রামের ইচ্ছায় যখন মুখ দিয়া এই আশীর্ব্বাদ উচ্চারিত হইয়াছে তখন নিশ্চয়ই তিনি ইহা সফল করিবেন।" তখন যে চক্ষু খুলিবে সে অন্ধ হইবে বলিয়া সকলকে চক্ষু বন্ধ করিয়া রাম নাম করিতে আদেশ করিলেন এবং গোসাঁইজী স্বয়ং শবের শিয়রে বসিয়া রাম নাম করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শব উঠিয়া বসিয়া রাম নাম করিতে লাগিল। গোসাঁইজীর জয় দিয়া পুনর্জ্জীবিত পতিসহ ব্রাহ্মণী আনন্দে গৃহে ফিরিলেন।

গোসাঁইজীর অলৌকিক বিভূতির কথা ক্রমশঃ দিল্লীর বাদসাহের কর্ণে পৌছিল। বাদশাহ গোসাঁইকে ডাকাইয়া কিছু 'কেরামতি' দেখাইতে বলিলেন। গোসাঁই উত্তর করিলেন যে তিনি যোগও করেন নাই যোগৈশ্বর্য্য ও নাই—তিনি রাম নাম মাত্র করেন, রামের যাহা ইচ্ছা তাহাই হয়। অসন্তুষ্ট হইয়া বাদসাহ গোসাঁইকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন এবং কেরামতি না দেখাইলে মুক্তি নাই বলিয়া দিলেন। গোসাঁইজী মহাবীরজীকে স্মরণ করিলেন। দলে দলে বানর আসিয়া রাজপ্রাসাদ ছাইয়া ফেলিল এবং সব চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে লাগিল। বাদসাহ গোসাঁইজীকে মুক্তি দিয়া রক্ষার উপায় করিতে বলিলে তিনি বলিলেন, এ প্রাসাদ মহাবীরজীর হইয়া গিয়াছে, কুশল চাও ত অন্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস কর, বাদসাহ তাহাই করিতে বাধ্য হইলেন।

গোসাঁইজীর অলৌকিক বিভূতির অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চার করা, স্ত্রী দেহকে পুরুষ দেহে পরিবর্ত্তিত করা, দারিদ্র্যদুরকরণার্থ দারিদ্র্য মোচনী শিলা প্রকট করা, পাত্র-বিশেষে কবিত্ব শক্তি স্ফুরণ করা ইত্যাদি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। কোনও সাধু ষোড়শ কলায় পূর্ণ কৃষ্ণকে ভজনা না করিয়া দ্বাদশ কলাবতার শ্রীরামচন্দ্রকে কেন ভজন করেন এই প্রশ্ন করিলে গোসাঁইজী উত্তর করিলেন, আমিত দশরথ নন্দন রাজা রামেরই ভজন করি, রাম দ্বাদশ কলা ভগবানের অবতার জানিয়া আর তাঁহাকে কেমন করিয়া পরিত্যাগ করি? গোসাঁইজীর ইষ্ট নিষ্ঠা বিষয়ে আর একটি সুন্দর কাহিনী শোনা যায়। একবার ব্রজ পরিক্রমা কালে জ্ঞান গুদরীতে কিছুকাল অবস্থান করতঃ গোসাঁইজী

সৎসঙ্গ, বিগ্রহাদি দর্শন ও রাম কথা প্রসঙ্গ করিতেছিলেন। তাঁহার প্রভাবে ঈর্ষান্বিত তথাকার মোহান্ত পরশুরামজী তাঁহার ইষ্ট নিষ্ঠার পরীক্ষা লইতে একবার বলিলেন

"অপনে অপনে ইষ্টকো নমন করে সবকোয়। পরশুরাম বিন ইষ্টকে নমৈ সোমূরখ হোয়॥"

নিজ নিজ ইষ্টকে সবাই প্রণাম করে, পরশুরাম বলেন নিজের ইষ্ট ব্যতীত অপরকে যে প্রণাম করে সে মূর্খ। রামভক্ত তুলসী কৃষ্ণ মূর্ত্তিকে প্রণাম করেন এই কথা মনে করিয়া শ্লেষ করাই মোহান্তের উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রশ্ন শুনিয়া ইষ্টেদৃঢ়নিষ্ঠ অথচ ভেদ বুদ্ধি রহিত গোসাঁইজী শ্রীরঘুনাথকে স্মরণ করিয়া শ্রীনাথকে ভক্তিভরে দণ্ডবত করিবার কালে বলিলেন

"কহা কহৌ ছবি আজকী, ভলে বনে হো নাথ। তুলসী মস্তক জব নবৈ, ধনুষ বাণ লো হাত॥"

বংশীধারী কৃষ্ণ অমনি ধনুকধারী রাম মূর্ত্তি প্রকট করতঃ ভক্তের মান রক্ষা করিলেন এবং পরশুরামের ভেদবুদ্ধিকে ধিক্কার দিলেন।

গোসাঁইজী পরম নির্লোভ ছিলেন। সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া নিষ্কিঞ্চন ভাবে ভজন করিতেন। বহুবার নানা লাভকে উপেক্ষা করিয়াছেন। একবার কাশীস্থ রাজঘাটের এক রাজ পুত্র বন্ধু ভৃত্যাদি লইয়া বাঘ শিকারে যান। ভৃত্যগণ নিহত হইয়াছে, রাজকুমার ও গৃহে ফেরেন নাই। তিনিও নিহত হইয়া থাকিবেন আশঙ্কায় তাহার মাতা অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে রাজা প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী গঙ্গারামকে ডাকিয়া বলিলেন যে পুত্রের সঠিক সংবাদ বলিতে পারিলে তাহাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবেন অন্যথা প্রাণদণ্ড করিবেন। কাল উত্তর করিবেন বলিয়া গঙ্গারাম গৃহে আসিয়া চিন্তায় ম্রিয়মান হইয়া আছেন ইত্যবসরে গোসাঁইজী তাহাকে গঙ্গা ভ্রমণে যাইতে ডাকিতে আসিলেন। গঙ্গারাম কাল তাহার মৃত্যুদণ্ড হইতে পারে এই শঙ্কায় মন ভাল নাই বলিয়া যাইতে আপত্তি করিলেন। গোসাঁইজী তখনই রামাজ্ঞা নামক শকুনাবলী রচনা করিয়া গঙ্গারামকে প্রশ্ন করিতে বলিলেন এবং রামাজ্ঞা অনুসারে বিচার করিয়া প্রশ্নোত্তর বাহির করিয়া গঙ্গারামকে বলিলেন, যাও বলিয়া আইস রাজ পুত্র জীবিত আছেন, আজ সন্ধ্যামধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। রাজকুমার কথিত সময় মধ্যে ফিরিয়া আসায় রাজা গঙ্গারামকে প্রতিশ্রুত লক্ষ টাকা অর্পণ করিলেন। এই অর্থ প্রকৃতপক্ষে গোসাঁইজীরই প্রাপ্য বলিয়া সম্পূর্ণ মুদ্রা তাহার পদতলে রাখিয়া দিয়া গঙ্গারাম তাহাকে গ্রহণ করিতে অনুনয় করিতে লাগিলেন। গোসাঁইজী বহু অনুনয়ের ফলে মাত্র ১২ হাজার টাকা রাখিয়া তদ্দ্বারা দ্বাদশটি মহাবীরজীর দক্ষিণা মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। সঙ্কট মোচনের মুর্ত্তি ও অসীঘাটস্থ মহাবীর মূর্ত্তি ও এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রবাদ আছে এক সময় জাহাঙ্গীর বাদসাহ তাহাকে জায়গীর ও নানা উপঢৌকন দিবার প্রস্তাব করেন কিন্তু গোসাঁইজী কিছুই গ্রহণ করেন নাই।

গোসাঁইজী বিনয়ের খনি ছিলেন। নিজের লেখা এবং সাধুত্ব সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার দু একটি কবিতা মাত্র উল্লেখ করিলেই ইহা প্রমাণিত হইবে।

রাম সু-কীরতি ভনিত ভদেশা। অসমঞ্জস অস মোহি অঁদেশা॥
কবিত বিবেক এক নাহি মোরে। সত্য কহউ লিখি কাগদ কোরে॥

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে কবি এমন গ্রন্থ লিখিয়াছেন যাহা আজও হিন্দী ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নহার বলিয়া বিবেচিত হয় তাঁহার এতাদৃশ বিনয় সত্য সত্যই কি সাধুজনোচিত নয় ?

গোসাঁইজী পরম ভক্ত ও জ্ঞানী ছিলেন অথচ তিনি নিজের সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

বঞ্চক ভগত কহাই রামকে। কিঙ্কর কঞ্চন কোহ কামকে।
তিহ্ মহঁ প্রথম রেখ জগ মোরী। ধীগ ধরম ধ্বজ ধধঁক ঘোরী।
কবি ন হোউ নহি চতুর কহাবউ। মতি অনুরূপ রাম গুণ গাবউ।

রামচরিত মানস গোসাঁইজীর সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ হইলেও, বিনয় পত্রিকাতেই তাঁহার পূর্ণ পাণ্ডিত্য ও ভক্তি মাহাত্ম্য প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণের মত। কলির ত্রাস হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত এই প্রার্থনা গ্রন্থ তিনি কাশীতে মুকুন্দ রায়ের বাগানে গোপাল মন্দিরে বসিয়া লিখিয়াছিলেন। এই দুই অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ব্যতীত ছোট বড় আরও অনেক গ্রন্থ গোসাঁই রচনা করিয়াছিলেন। সে সকলের পরিচয় এবং গোসাঁইজীর ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যান এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে দেওয়া সম্ভব নহে। তাহার গ্রন্থ সমূহেই তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের ও ধর্ম্মমতের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্মার্ত্ত বৈষ্ণব এবং রামোপাসক ছিলেন কিন্তু সকল দেব দেবীতেই শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন মাত্র নাই। তিনি কৃষ্ণের লীলা স্থান সমূহ দর্শন করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বহু তীর্থেও ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সকল তীর্থ-দেবতারই সম ভাবে পূজা করিয়াছেন। শৈব বৈষ্ণবে যে চির দ্বেষভাব ছিল তাহার মূলে তিনি কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

শিবদ্রোহী মম ভক্ত কহাবা। সো নর স্বপনেহু মোহিন পাবা॥
শঙ্কর-বিমুখ ভগতি চহ মোরি। সো নারকী মূঢ় মতি থোরী॥

তিনি সগুণ রামোপাসক হইলেও তাঁহার ইষ্টের ইষ্ট শিব একথা বলিতে ইতস্ততঃ করেন নাই— সেতুবন্ধন করিয়া রামেশ্বর শিব স্থাপনা করিয়া রাম লঙ্কা যাত্রা করিয়াছিলেন। সাকার উপাসক হইলেও তিনি নির্গুণে সমভাবে আস্থাসম্পন্ন ছিলেন এবং সমস্ত জগৎকেই তিনি সীতারামময় দর্শন করিয়া প্রণাম করিয়াছেন— "সীতারামময় সব জগ জানি। করো প্রণাম সপ্রেম সুবাণী॥"

জ্ঞানীকে তিনি ভগবানের প্রৌঢ় সন্তান মনে করিতেন এবং ভক্তকে তিনি ভগবানের শিশু সন্তান ভাবিতেন এবং রামের দৃষ্টি সতত পাইবার মানসে তিনি নির্ভরশীল শিশু সন্তানের অভিমানই রাখিতেন। ভক্তি পথকেই তিনি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুগম ও নিরাপদ মনে করিতেন।

জ্ঞানপন্থ কৃপাণ কৈ ধারা। পরত খগেশ হোই নহি বারা॥
যো নির্বিঘ্ন পথ নির্বহই। সো কৈবল্য পরমপদ লহই॥
অতি দুর্লভ কৈবল্য পরমপদ। সন্ত পুরাণ নিগম আগম বদ॥
রাম ভজত সোই মুকুতি গোসাঁই। অনইচ্ছিত আবই বরিয়াই॥
ভগতি করত বিনু যতন প্রয়াসা। সংসৃতি মূল অবিদ্যা নাশা॥

রাম ভক্তিতেই সহজে দ্রব হন এই জন্য জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াও বিচারী মুনিরা ভক্তিপথ ত্যাগ করেন না। শ্রদ্ধার সহিত ভগবানের নাম করাই কলির জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা এবং রাম নামই সমধিক পাপ নাশক বলিয়া তিনি প্রচার করিয়াছেন। নবধা ভক্তির ব্যাখ্যান নানা স্থানে থাকিলেও নাম দ্বারাই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয় ইহা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—

সকল কামনা হীন জে রাম ভগতি রসলীন। নাম সুপ্রেম পিযুষ হ্রদ তিন্‌হুহু কিএ মন মীন॥

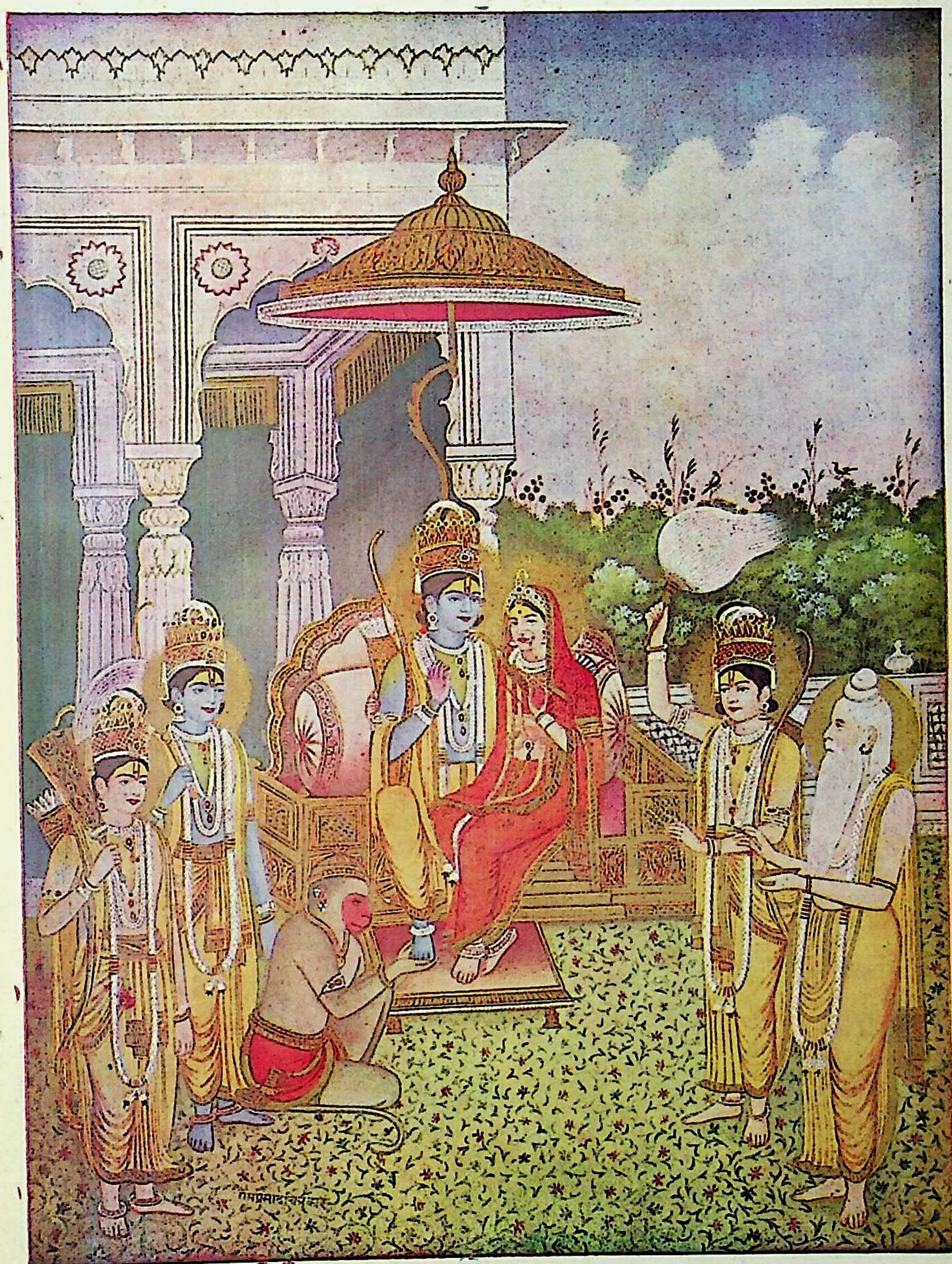
জীবন সায়াহ্নে ভক্ত শিরোমণি কবি চূড়ামণি তুলসীজীর বাহুতে বিষ ব্রণ হইয়াছিল। হনুমান-বাহুক রচনা করিয়া যন্ত্রনার উপশম হয় কিন্তু অতি বৃদ্ধাবস্থায় শ্রীরঘুনাথের বিরহ অতিশয় প্রবল হয় এবং সাধুগণকে নিজ রচিত গ্রন্থ পাঠ করিতে বলিয়া কাশী গঙ্গাতীরে অসী ঘাটস্থ হনুমান মন্দিরে নয়ন মুদ্রিত করিয়া তিনি এই শেষ দোহা উচ্চারণ করেন—

"রামনাম বরণি কৈ ভয়উ চহত অব মৌন। তুলসীকে মুখ দীজিয়ে অবহি তুলসী সৌন॥"

রাম কথা শুনিতে শুনিতে ভাব মগ্ন তুলসী ১৬৮০ সম্বতে শ্রাবণী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে কাশীস্থ অসী গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন।

সম্বত ষোলহসৌ অসী, অসী গঙ্গকে তীর। শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমী, তুলসী ত্যজো শরীর॥

———



श्रीराम-दरबार

मुद्रक—गीताप्रेस, गोरखपुर

ওঁ গুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীসীতারামো বিজয়তেতরাম্

বাংলা রামচরিত মানস

বালকাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

শ্লোক ঃ—বর্ণমালা, ভাবধারা, রস, ছন্দ সৃজন কারণ।
মঙ্গল নিলয় বন্দি বাণী, বিনায়কের চরণ॥ ১
ভবানী, শঙ্কর বন্দি শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস স্বরূপ।
যাহা বিনা নাহি হেরে সিদ্ধ, হৃদিস্থিত বিশ্বভূপ॥ ২
শঙ্কর স্বরূপ বন্দি নিত্য গুরুদেব জ্ঞানময়।
যাঁহার আশ্রয়ে বক্র চন্দ্র সর্ব্বজন পূজ্য হয়॥ ৩
সীতারাম গুণগ্রাম পুণ্যারণ্যে যাঁহারা বিহরে।
বিশুদ্ধ বিজ্ঞান দেহ বন্দি কবীশ্বর কপীশ্বরে॥ ৪
সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্রী সর্ব্ব ক্লেশ হরণ কারণ।
সর্ব্ব-শুভ দাত্রী বন্দি রাম প্রিয়া সীতার চরণ॥ ৫
যাঁর মায়া বশবর্ত্তী সর্ব্ব বিশ্ব ব্রহ্মা আদি দেব দৈত্যগণ।
যাঁহার সত্বাতে সব সত্য সমভাসে সর্প রজ্জুতে যেমন।
যাঁর পদতরী একমাত্র ভব সিন্ধু পার যাত্রীর শরণ।
অশেষ কারণাতীত বন্দি ঈশ রাম আখ্য হরির চরণ॥ ৬
নিগম আগম নানা পুরাণ সম্মত। রামায়ণে গীত কিম্বা অন্যে গাহে যত।
তুলসী বর্ণিবে রাম গাথা সবিস্তার। আত্মসুখ হেতু রচি ভাষায় পয়ার॥ ৭
সোঃ—যাঁহারে স্মরিলে সিদ্ধ সর্ব্বকার্য্য গণপতি গজেন্দ্রবদন।
সে প্রভু করুণ কৃপা বুদ্ধি রাশি শুভগুণ গণ নিকেতন॥
মূক হয় বাগ্মীশ্রেষ্ঠ তুঙ্গ গিরি লঙ্ঘে খঞ্জ যাঁহার কৃপায়।
করুণা আকর কলিমলহারী অনুগ্রহ করহ আমায়॥

নীল সরোরুহ শ্যাম নবারুণ বারিজ নয়ন।
মম হৃদে কর সদা বাস ক্ষীর সাগর শয়ন ॥
কুন্দ ইন্দু সম দেহ উমাপতি করুণা অয়ন।
যাঁর দীনজনে স্নেহ, কৃপা কর মনোজ নাশন ॥
বন্দি নররূপ হরি কৃপাসিন্ধু গুরুর চরণ।
যাঁর বাক্য হরে মোহ, তম যথা রবির কিরণ ॥

চৌঃ—বন্দি গুরু দেব পদ কমল পরাগ। সুরুচি, সুবাস যাহে, রস অনুরাগ ॥
অমৃতের মূলময় সুন্দর চূরণ। ভবরোগ সমুদায় বিনাশ কারণ ॥
পুণ্যরূপী শম্ভু দেহে বিমল বিভূতি। মঞ্জুল মঙ্গল মোদ আদির প্রসূতি ॥
ভক্ত মন মুকুরের মল লয় হ'রে। তিলক ধরিলে গুণ গণ বশ করে ॥
শ্রীগুরু চরণ নখ মণি গণ জ্যোতি। স্মরিলে হৃদয়ে ফোটে দিব্যদৃষ্টি দ্যুতি ॥
সুপ্রকাশে নষ্ট করে মোহ অন্ধকার। মহাভাগ্য সমুদিত হৃদয়ে যাহার ॥
সুবিমল দিব্য নেত্র করয় প্রকাশ। ভবরজনীর দোষ দুঃখ করে নাশ ॥
শ্রীরাম চরিত মণি মাণিক্য চমকে। গুপ্ত প্রকটিত লীলা হৃদয়ে ঝলকে ॥

দোঃ—চতুর সাধক সিদ্ধ নেত্রে যথা দিয়ে সুঅঞ্জন।
নদী গিরি বনে বিশ্বে, প্রভুলীলা করে দরশন ॥ ১

চৌঃ—গুরুপদ রজ মৃদু মঞ্জুল অঞ্জন। নেত্রসুধা, নয়নের দোষ বিভঞ্জন ॥
তাহাতে বিমল করি বিবেক লোচন। বরণিব রামলীলা সংসার মোচন ॥
প্রথমে বন্দিব মহীসুরের চরণ। মোহ কৃত সমুদয় সংশয় হরণ ॥
সজ্জন সমাজ সব গুণের আকর। সপ্রেমে প্রণমি কহি বাক্য মনোহর ॥
কার্পাস সদৃশ শুভ সজ্জন চরিত। রস হীন, গুণযুত ফল সুবিদিত ॥
দুঃখসহি পরছিদ্র করে আচ্ছাদন। বন্দনীয় যাঁরা ভবে যশের ভাজন ॥
আনন্দ মঙ্গল ময় সন্তের সমাজ। ভুবনে সদৃশ তারা চর তীর্থরাজ ॥
রাম ভক্তি সুরধুনী ধারা যাহে বহে। ব্রহ্মতত্ত্ব ধ্যান রূপী সরস্বতী রহে ॥
আদেশ নিষেধময় কলিমল নাশী। কর্ম্মকথা রবি সুতা যাহে মিশে আসি ॥
হরিহর লীলা কথা বেণী শোভমান। শ্রবণে সকল সুখ, শুভ করে দান ॥
স্বধর্ম্মে অচল নিষ্ঠা বট বৃক্ষরাজ। পুণ্য কর্ম্মাবলী তীর্থরাজের সমাজ ॥
সবার সুলভ সব দিন সব দেশে। সাদরে সেবিলে ভবক্লেশ যায় ভেসে ॥
বাক্যের অতীত অলৌকিক তীর্থরায়। প্রকট প্রভাব, সেবি সদ্য ফল পায় ॥

দোঃ—শুনিয়া বুঝিয়া নর, স্নান করি হৃষ্ট মনে সহ অনুরাগ।
চতুর্বর্গ ফল লভে এইদেহে, সজ্জনের সমাজ প্রয়াগ ॥ ২

চৌঃ—মজ্জনের ফল দেখা যায় সেই কাল। কাক পিক হয় পুনঃ বলাকা মরাল॥
কেহ নাহি হবে বাক্য শুনিয়া বিস্মিত। সাধু সঙ্গ সুমহিমা নহে অবিদিত॥
*বাল্মীকি নারদ আর ঘটযোনি মুনি। স্বমুখে উদ্ভব নিজ কহিলা আপনি॥
জলচর স্থলচর নভচর যত। সর্ব্বত্র চেতন জীব অচেতন কত॥
সুমতি, সুকীর্ত্তি, ভূতি, গতি, সমুন্নতি। যে লভিল যবে; করি যতন যেমতি॥
সম্ভব হইল সাধু সঙ্গের প্রভাবে। লোকে বেদে গায়, নাহি হয় অন্য ভাবে॥
সাধু সঙ্গ বিনে নহে বিবেক উদ্ভব। রাম কৃপা বিনে সঙ্গ না হয় সম্ভব॥
সাধু সঙ্গ আনন্দের, মঙ্গলের মূল। ধরে সিদ্ধি ফল যাহে, সাধনাদি ফুল॥
শুদ্ধ হয় শঠ পেয়ে সজ্জন সঙ্গতি। স্পর্শ মণি স্পর্শে লৌহ সুবর্ণ যেমতি॥
দৈববশে সাধু যদি কুসঙ্গেতে পড়ে। ফণী মণি-সম নিজ গুণ অনুসরে॥
বিধি হরিহর, সুপণ্ডিত, কবি বাণী। সঙ্কুচিত সজ্জনের মহিমা বাখানি॥
সে মহিমা আমি বল বর্ণিব কেমনে। শাক বেনে নাহি জানে মণিগুণ গণে॥

দোঃ—বন্দি সন্ত সমচিত শত্রু মিত্র কেহ যার নহে।
কুসুম লইলে হাতে, দুই কর সম গন্ধ বহে॥৩ক
জগত কল্যাণ হেতু সদা ব্যগ্র চিত্ত সাধু, জানি স্বতঃ স্নেহ।
বালক বিনয় শুনি করি কৃপা রাম পদে শুদ্ধারতি দেহ॥৩খ

চৌঃ—বন্দি পুনঃ খল গণ আমি শুদ্ধ মনে। ডান হতে বামে চলে বিনা প্রয়োজনে॥
পরের অহিত যারা লাভ সম জানে। বিনাশে আনন্দ, অভ্যুদয়ে দুঃখ মানে॥
হরি হর লীলা কথা রাকেশের রাহু। পরকাজে বাধা দিতে দশ শত বাহু॥
পর দোষ দরশনে সহস্র নয়ন। পরহিত ঘৃতে মাছি সম যার মন॥
তেজে বহ্নি সম, রোষে সম মহিষেশ। পাপ দোষ ধনে ধনী যেমন ধনেশ॥
উদয়ে কেতুর মত নাশে সব হিত। কুম্ভকর্ণ সম ভাল রহিলে নিদ্রিত॥
পরের অনিষ্ট হেতু তনু পরিহরে। বরফ গলিয়া নিজে কৃষি নষ্ট করে॥
বন্দি খল অনুরূপ অহীশ সরোষ। সহস্র বদনে বর্ণে সদা পর দোষ॥
পৃথু[১] সম বন্দি খল সহস্র শ্রবণ। চাহে শুনিবারে সুখে পরের নিন্দন॥

---

* বাল্মীকি রত্নাকর দস্যু ছিলেন, সপ্তর্ষির সঙ্গ ফলে মরা জপিয়া মহামুনি হইয়াছিলেন, রামের নিকট নিজে বলিয়াছেন। নারদ বেদব্যাসের নিকট বলেছেন তিনি পূর্ব্বে দাসীপুত্র ছিলেন, সাধুদের উচ্ছিষ্ট ভোজন ও প্রসঙ্গ শ্রবণে তপস্যায় মন হয়, ক্রমে পর জন্মে ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছিলেন। ঘটযোনি মহাদেবের দর্শন পাইয়া বলিয়াছিলেন—তিনি ঘটে রক্ষিত মিত্রাবরুণের স্খলিত বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হন, কিন্তু সৎসঙ্গ প্রভাবে শিবের দর্শন পান।

(১) পৃথু রাজা ভাগবত কথা শুনিতে সহস্র কর্ণ অভিলাষ করিয়াছিলেন। খল পরদোষ শ্রবণের জন্য তাহা আকাঙ্ক্ষা করে।

পুনঃ শক্র সম জানি স্তুতি করি তার। অতিশয় প্রিয় সদা সুরানীক[১] যার ॥
উল্লাস কুলিশ সম কহিতে বচন। পর দোষ দরশনে সহস্র নয়ন ॥
দোঃ—উদাসীন শত্রু মিত্র হিতগুনি বক্ষ দহে যার।
নত জানু, কর জোড়ে, প্রেমে করি মিনতি তাহার ॥ ৪
চৌঃ—মোর পক্ষ হতে করি তাহাকে বিনয়। নিজের স্বভাব খল সাধিবে নিশ্চয় ॥
পায়সে বায়স পাল করি অনুরাগ। নিরামিষ ভোজী কভু নাহি হবে কাগ ॥
সমকালে বন্দি সাধু অসাধুর পদ। স্থিতি ভেদে দোঁহে হয় সম দুঃখ প্রদ ॥
বিচ্ছেদের কালে এক প্রাণ হরি নেয়। অপর মিলন কালে মহা দুঃখ দেয় ॥
একত্রে জনম লয় সলিল ভিতর। পদ্ম আর জোঁক্ কিন্তু গুণ স্বতন্তর ॥
বারুণী, অমৃত সম অসাধু, সজ্জন। অগাধ জলধি এক জনক ভুবন ॥
আপনার ভাল মন্দ কার্য্য অনুসার। কীর্ত্তি অপকীর্ত্তি ভবে লভে আপনার ॥
সুধা সুধাকর দেব সরিত সজ্জন। অসাধু গরল, কর্ম্মনাশা হুতাশন ॥
গুণাগুণ সবে কিন্তু জানে সবাকার। যার ভাল লাগে যাহা তাই ভাল তার ॥
দোঃ—সাধুত্বে সাধুর যশ নীচত্বে নীচের।
অমৃতে সুধার যশ মরণে বিষের ॥ ৫
চৌঃ—খল লয় অবগুণ সাধু গুণ লয়। অপার উদধি দোঁহে অতল উভয় ॥
দোষ গুণ ভাগ করি বলি এ কারণ। ভাল মন্দ জানি করে বর্জ্জন গ্রহণ ॥
ভাল মন্দ দুই বিধি করিলা সৃজন। গুণ দোষ গণি শ্রুতি করিল বর্ণন ॥
বেদ ইতিহাস পুরাণাদি সবে কহে। বিধির প্রপঞ্চে দোষ গুণ মিলি রহে ॥
দুঃখ সুখ, পাপপুণ্য, দিন আর রাত্রি। সজ্জন, অসাধু আর কুজাতি, সুজাতি ॥
দেবতা, দনুজ মহা উচ্চ, নীচ অতি। সঞ্জীবন সুধা, কালকূট মৃত্যু গতি ॥
মায়া ব্রহ্ম জীব পুনঃ জগত ঈশ্বর। লক্ষীযুত, লক্ষীছাড়া নিঃস্ব, নৃপবর ॥
কাশী ও মগধ কর্ম্মনাশা সুরধুনী। মরু মালভূমি গবাশন দ্বিজমণি ॥
স্বর্গ, অনুরাগ আর নরক, বিরাগ। নিগম আগমে গুণ দোষের বিভাগ ॥
দোঃ—অজ্ঞান চেতন গুণ দোষময় করি, বিশ্ব বিধাতা সৃজিল।
সন্ত হংস, গুণ পয়ঃ লয় বাছি, পরিহরি মিলিত সলিল ॥ ৬
চৌঃ—যদি বিধি এ বিবেক জ্ঞান করে দান। তবে ত্যজি দোষ, শুধু গুণ করে ধ্যান ॥
স্বভাব করম কাল অবশ করিয়া। সজ্জনে যদ্যপি দেয় পথ ভুলাইয়া ॥
হরি ভক্ত হেন জনে লয় শুদ্ধ করি। বিমল সুযশ দানে দুঃখ দোষ হরি ॥
সুসঙ্গে ক্বচিৎ খল সাধু কার্য্য করে। মলিন স্বভাব তার রহে অভ্যন্তরে ॥

(১) সুর অনীক—দেব সেনা বা সুরা, নীক=জল বা প্রিয় (ভাল)।

সুবেশ ধরিয়া যদি লোকেরে ঠকায়। বেশের প্রভাবে সেও কভু পূজা পায়॥
পরিণাম কিন্তু কভু না হয় রক্ষণ। *কালনেমি, রাহু, দশাননের যেমন॥
কুবেশে রহিলে সাধু পায় বহু মান। জগতে যেমন হনুমান জাম্বুবান॥
সুসঙ্গে সদ্গতি কুসঙ্গেতে সর্ব্বনাশ। লোকেবেদে সদাকাল আছে পরকাশ॥
ধুলি ওঠে আকাশেতে মিলি সমীরণে। পঙ্ক হয় মিশি নীচ সলিলের সনে॥
ভাল মন্দ গৃহী ভেদে শুক সারীগণ। রাম নাম কিম্বা গালি করে উচ্চারণ॥
কালী নাম ধরে ধুম কুসঙ্গে পড়িয়া। পবিত্র পুরাণ লেখে সলিলে মিশিয়া॥
অনল অনিল জল সুসঙ্গ লভিয়া। সংসার বাঁচায় ধূম জলদ হইয়া॥

দোঃ—ভেষজ, পবন, জল, গ্রহ, বস্ত্র, যোগ অনুসারে।
কুবস্তু সুবস্তু হয় শুভাশুভ লক্ষণ বিচারে॥ ৭ক
শুক্ল কৃষ্ণ দুই পক্ষে সম আলো অন্ধকার হয়।
শশী বৃদ্ধি ক্ষয় হেতু শুক্ল স্তুতি কৃষ্ণ নিন্দা লয়॥ ৭খ
জগতে চেতন জড় জীব যত রামময় জানি।
চরণ কমল বন্দি সবাকার জুড়ি যুগপানি॥ ৭গ
গন্ধর্ব্ব, দনুজ, নাগ, প্রেত, পিতৃগণ, সুর, নর।
কিন্নর, রাক্ষস, বন্দি, কৃপা কর আমার উপর॥ ৭ঘ

চৌঃ—চারি জাতি জীব লক্ষ চৌরাশি যোনিতে। জন্মি বাস করে নভে জলে বা ভূমিতে॥
সীতারামময় সব জানিয়া ভুবন। সপ্রেমে প্রণাম করি কহি সুবচন॥
কৃপার আকর, মোরে জানি নিজ জন। অকপটে কর সবে কৃপা বিতরণ॥
ভরসা নাহিক বুদ্ধি বলের আপন। বিনয় সবার কাছে করি সেকারণ॥
রঘুপতি গুণগাথা গাহি সাধ অতি। অগাধ রামের লীলা মুই লঘুমতি॥
কবিতার এক অঙ্গ না জানি সাধন। অভিলাষ নৃপ সম, অতি নিঃস্ব মন॥
মতি অতি নীচ রুচি উচ্চ অতিশয়। অমৃতের বাঞ্ছা ভাগ্যে ঘোল না মিলয়॥
ধৃষ্টতা মার্জ্জনা মোর করিবে সজ্জন। মনদিয়া শুনি সবে বালক বচন॥
যদ্যপি বালক বলে আধ আধ কথা। শুনিয়া আনন্দ লভে পিতামাতা যথা॥
হাসিবে কুটিল ক্রূর আর কুবিচারী। যাহারা পরের নিন্দা বিভূষণ ধারী॥
আপন কবিতা কার নাহি লাগে ভাল। রসহীন হোক কিংবা অতীব রসাল॥

* কালনেমি মুনি সাজিয়া হনুমানের ঔষধ আনয়নে বিঘ্ন করিতে গিয়া তৎ কর্ত্তৃক নিহত হন। রাহু দেবতার পংক্তিতে বসিয়া সুধা খাইয়াছিলেন—বিষ্ণু কর্ত্তৃক দ্বিখণ্ডিত হন। রাবণ যতি বেশে সীতা হরণ করিয়া রাম কর্ত্তৃক সবংশে নিহত হন।

পরের কবিতা শুনি সুখ পায় মনে। এ হেন পুরুষ শ্রেষ্ঠ অত্যল্প ভুবনে ॥
ভবে বহু নর, নদী, সর সম ভাই। বাণ ডাকে বক্ষ মাঝে অন্য জল পাই ॥
কদাচ সজ্জন এক সিন্ধু সম হয়। পূর্ণ ইন্দু দেখি যার বৃদ্ধি অতিশয় ॥

দোঃ—ভাগ্য ছোট, বাঞ্ছা বড় কিন্তু মনে আছে এ বিশ্বাস।
সজ্জন হইবে সুখী, খল যদি করে উপহাস ॥ ৮

চৌঃ—পরিহাসে রাম কহে সেও হিত মোর। কাক যথা কহে গায় কোকিল কঠোর ॥
ভেক, বক, হাসে নিষ্ঠা দেখি চাতকের। মলিন হাসিবে, নাম লইবে রামের ॥
কবিতা রসিক নহে, রামে নাহি রতি। হাস্যোপকরণ পেয়ে সুখী হবে অতি ॥
হিন্দীতে লিখিত পদ্য লেখক অল্পধী। হাসিবার যোগ্য, দোষ নাহি, হাসে যদি ॥
প্রভু পদে নাহি প্রীতি শুভবুদ্ধি হীন। কথা শুনি রসহীন বলিবে মলিন ॥
হরি হর পদে রত নহে কুতার্কিক। মধুর লাগিবে কথা তাদের অধিক ॥
রামভক্তি বিভূষিত কবিতা জানিয়া। সজ্জন শুনিবে কথা বাক্যে প্রশংসিয়া ॥
কবি নহি মুই নহি চতুর প্রবীণ। সমুদায় কলা, সব বিদ্যা বুদ্ধি হীন ॥
বাক্য ভাব অর্থ তাতে নানা অলঙ্কার। ছন্দাদি প্রবন্ধ আছে অনেক প্রকার ॥
রসভেদ, ভাবভেদ কাব্যেতে অপার। কবিতার দোষ গুণ বিবিধ প্রকার ॥
কবিতার কোন জ্ঞান নাহিক অন্তরে। সত্য কহি লিখি কোড়া কাগজ উপরে ॥

দোঃ—কবিতা আমার সব গুণহীন বিশ্ব জ্ঞাত গুণ মাত্র এক।
শুনিবে সুজন বিচারিয়া তাহা যাহাদের বিমল বিবেক ॥ ৯

চৌঃ—রাম নাম বিরাজিত ইহাতে উদার। পুরাণে পবিত্র অতি সর্ব্ব শ্রুতি সার ॥
মঙ্গল আলয় সব অমঙ্গল হারী। পার্ব্বতী সহিত সদা জপে ত্রিপুরারি ॥
কবিতা সুকবি কৃত বিচিত্র অপার। রামনাম হীন হলে শোভা নাহি তার ॥
সুধাংশু বদনী সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কৃত। শোভা নাহি হয় হলে বসন বৰ্জ্জিত ॥
মলিন অপটু কবি লিখিত কবিতা। জানি রাম নাম লীলা দ্বারা সুশোভিতা ॥
কহিবে শুনিবে বুধ করিয়া আদর। গুণ গ্রাহী সাধু গণ যথা মধুকর ॥
যদিও কাব্যের গুণ কিছু মাত্র নাই। রামের প্রতাপ প্রতি ছত্রে আছে ভাই ॥
একই ভরসা মম মন মাঝে আছে। সুসঙ্গে গৌরব কেবা নাহি লভিয়াছে ॥
ধূম নিজ উগ্র গন্ধ পরিহার করে। অগুরু প্রসঙ্গে কিংবা অন্য গন্ধ ধ'রে ॥
কবিতা নির্গুণ কিন্তু বিষয় মহান্। রাম কথা করে ভবে সর্ব্বসুখ দান ॥

ছঃ—মঙ্গল দায়ক কলিমলহারী শুভ কথা তুলসী রামের।
গতি বক্র কিন্তু বারি সমুজ্জ্বল শুচি রাম কথা সরিতের।
প্রভু যশ সঙ্গ পেয়ে বাক্য হবে মনোমত সব সজ্জনের ॥
হর অঙ্গ সঙ্গ পেয়ে চিতা ভস্ম যথা শুচি, যোগ্য স্মরণের ॥

দোঃ—কবিতা আমার প্রিয় হবে সবাকার অতি, রামযশ সঙ্গে।
কোন্, কাষ্ঠ নাহি প্রশ্ন, সুবাসিত হয় যদি মলয় প্রসঙ্গে॥ ১০ক
কৃষ্ণ গাভী দুগ্ধ মিষ্ট, গুণ হেতু সবে করে পান।
গ্রাম্য বাক্যে গাব রাম লীলা, কথা শুনিবে বিদ্বান॥ ১০খ

চৌঃ—মানিক মুকুতা মণি সৌন্দর্য্য যেমন। অহি গিরি গজ শিরে শোভে না তেমন॥
নৃপতি মুকুট, দেহ তরুণীর পেয়ে। ফুটে ওঠে রূপ যথা চারিদিকে ছেয়ে॥
তেমতি সুকবি কাব্য কহে বুধগণে। কবিহৃদে জন্মি শোভা লভে অন্য মনে॥
ভকতির হেতু ব্রহ্মলোক তেয়াগিয়া। স্মরিতে পূজারী আসে সারদা ধাইয়া॥
রাম লীলা সরোবরে না করি মজ্জন। শ্রম নাহি যায় কৈলে কোটিক যতন॥
হৃদয়ে এহেন কবি, পণ্ডিত বিচারি। হরিগুণ গায় সুখে কলিমলহারী॥
প্রাকৃত জনের যদি করে গুণগান। শিরে কর হানে বাণী অনুতাপে ম্লান॥
হৃদয় সাগরে বুদ্ধি ঝিনুক সমান। সারদা নক্ষত্র স্বাতি কহে জ্ঞানবান॥
বিচার বর্ষার বারি হলে বরিষণ। উপজে কবিতা মণি মুকুতা রতন॥

দোঃ—যুক্তি বিদ্ধ করি তাহে গাথি রাম লীলা ডোর বরে।
শুচি সন্ত হৃদে শোভে, ধরে যবে অনুরাগ ভরে॥ ১১

চৌঃ—জন্মিলে করাল কলি হেন যুগ মাঝে। কার্য্যেতে বায়স চলে মরালের সাজে॥
বেদ মার্গ ছাড়ি চলি কুপথ ধরিয়া। কপট শরীরে লয় কলুষ ভরিয়া॥
কপট রামের ভক্ত দিয়া পরিচয়। কাম ক্রোধ কাঞ্চনের সেবা মত্ত রয়॥
তাদের মাঝারে স্থান সর্ব্ব অগ্রে মোর। ধর্ম্ম ধ্বজা তলে বসি ধাঁধায় বিভোর॥
নিজ দোষ রাশি যদি কহি বিস্তারিয়া। পার নাহি পাব, গ্রন্থ যাইবে বাড়িয়া॥
তাহাতে সংক্ষেপে অতি করিনু বর্ণন। সহজে বুঝিতে পারে বুদ্ধিমান জন॥
বিবিধ বিনয় মোর হৃদয়ে বুঝিয়া। কেহ নাহি দিবে দোষ কবিতা শুনিয়া॥
এতেও আশঙ্কা যেবা করে অতঃপর। বুদ্ধিহীন সেই আমা হতে জড় তর॥
কবি নহি হই নহি বচন কুশল। রামগুণ গাহি সাধ যথা বুদ্ধি বল॥
কোথা রঘুপতি লীলা অগম অপার। কোথায় বিষয়াসক্ত মোর মতি ছার॥
পবনের বেগে যেই মেরু গিরি ওড়ে। তুলার শকতি কিবা তার বেগ ধরে॥
রামের মহিমা যত বেশী মনে হয়। তাঁর কথা বিস্তারিতে হয় তত ভয়॥

দোঃ—সারদা, মহেশ, বিধি শেষ বেদ নিগম পুরাণ।
যাঁর গুণ নেতি নেতি কহি করে নিরন্তর গান॥ ১২

চৌঃ—প্রভুর মহিমা হেন সবে জ্ঞাত আছে। তথাপি চরিত কেবা নাহি বর্ণিয়াছে॥
কারণ তাহার বেদ হেন নিরূপিল। নানারূপে ভজনের প্রভাব কহিল॥

অনীহ, অরূপ, এক, অজাত, অনাম। সচ্চিৎ আনন্দ রূপ নিঃশ্রেয়স ধাম ॥
সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপ দেব ভগবান। নর দেহ ধরি কৈলা চরিত মহান্ ॥
ভক্ত হিত লাগি প্রভু লন অবতার। প্রণত বৎসল প্রভু দয়াল অপার ॥
ভক্তের উপরে স্নেহ মমতা যাঁহার। করুণা আকর নাহি ক্রোধের সঞ্চার ॥
পতিতপাবন দীন হীনের সহায়। সরল সমর্থ প্রভু রাম রঘুরায় ॥
পণ্ডিত জানিয়া হেন হরি যশ গায়। যাতে বাক্ শক্তি নিজ সার্থকতা পায় ॥
সেই বলে আমি রঘুনাথ গুণ গাথা। কহিব শ্রীরাম পদে নোয়াইয়া মাথা ॥
মুনিগণ হরিকীর্ত্তি প্রথমে গাইল। সেই পথে চলা মোর সুগম হইল ॥

দোঃ—অপার সাগর বক্ষে সেতু নৃপ বন্ধন করিলে।
অতি লঘু পিপীলিকা অনায়াসে পর পারে চলে ॥ ১৩

চৌঃ—এ প্রকারে মনোবল সুদৃঢ় করিয়া। অপরূপ রাম কথা যাইব কহিয়া ॥
ব্যাস আদি কবিবর যারা জনমিয়া। সাদরে শ্রীহরি লীলা গেছেন গাহিয়া ॥
সমাদরে পাদপদ্ম বন্দি সবাকার। সকল বাসনা পূর্ণ হইবে আমার ॥
কলিভব কবিগণে আমার প্রণাম। বর্ণিলেন যারা রঘুপতি গুণ গ্রাম ॥
প্রাকৃত সুকবি যারা অতি বুদ্ধিমান। ভাষায় হরির লীলা করিলা ব্যাখ্যান ॥
যাঁহারা রচিলা কথা ত্রিকাল মাঝারে। কপটতা, ছল ত্যজি প্রণমি সবারে ॥
হইয়া প্রসন্ন সবে কর বরদান। সন্ত মাঝে পায় যেন কবিতা সম্মান ॥
রচনা যদ্যপি নাহি আদরে পণ্ডিত। পণ্ডশ্রম মাত্র বাল কবির উচিত ॥
কীরিতি কবিতা ভূতি তাহাই মহান। সর্ব্ব হিতকারী যাহা গঙ্গাম্বু সমান ॥
মহতী রামের কীর্ত্তি কবিতা অসার। দিশাহারা তাই চিত্ত দুলিছে আমার ॥
তব কৃপা বলে হবে আমার সুগম। শোভিবে পাটের পরে রেশমী বয়ন ॥

দোঃ—প্রাঞ্জল পয়ারে নিরমল যশো গীতি সদা সুজন আদরে।
ভুলিয়া সহজ বৈর শত্রু যাহা শুনি করে প্রশংসা অন্তরে ॥ ১৪ক
সম্ভব না হয় তাহা শুদ্ধ মতি বিনে, মম মতি কমজোর।
কর কৃপা, গাহি হরি যশ, পুনঃ পুনঃ এই অনুনয় মোর ॥ ১৪খ
শ্রীরাম চরিত সরে নিত্যস্নায়ী সুধী কবি মঞ্জুল মরাল।
বালক বিনয় শুনি, রুচি দেখি মোরে কৃপা করহ কৃপাল ॥ ১৪গ
মুনিপদ কঞ্জ বন্দি বিরচিলা যেবা রামায়ণ।
সখর কোমল মঞ্জু দোষহীন দূষণ ভূষণ ॥ ১৪ঘ
বন্দি চারি বেদ ভবাম্বুধি পোতের সমান।
স্বপ্নে খেদ নাহি যাহে রামকীর্ত্তি করিতে বাখান ॥ ১৪ঙ

বন্দি বিধি পদরেণু ভবমহাসিন্ধু যেবা করিলা সৃজন।
সন্ত সুধা, খল, বিষ, ধেনু, শশী, সুরা যথা লভিল জনম ॥ ১৪চ

দেব বিপ্র গুরু বুধ পদকঞ্জ বন্দি মুই করি কর জোড়।
প্রসন্ন হইয়া পরিপূর্ণ কর সব মঞ্জু মনোরথ মোর ॥ ১৪ছ

চৌঃ—বন্দি পুনঃ সরস্বতী, বিবুধ সরিত। পবিত্র যুগল মনোহর সুচরিত ॥
করিলে মজ্জন পান পাপ হরে এক। কহিতে শুনিতে অন্য হরে অবিবেক ॥
মহেশ ভবানী বন্দি গুরু পিতা মাতা। দীনের বান্ধব দোঁহে অনুদিন দাতা ॥
বান্ধব সেবক সখা সীতা রমণের। হিতকারী তুলসীর সর্ব্ব রকমের ॥
জীবহিতে হর গৌরী কলি বিলোকিয়া। সৃজিলা শাবর মন্ত্র সদয় হইয়া ॥
অক্ষর অমিল পুনঃ অর্থহীন বটে। মহেশ প্রতাপে জপে প্রভাব প্রকটে ॥
শঙ্কর আমার প্রতি হলে অনুকূল। লিখিব হরির যশ মঙ্গলের মূল ॥
শিবশিবা অনুস্মরি প্রসাদ পাইয়া। বর্ণিতে রামের লীলা ব্যগ্র অতি হিয়া ॥
কবিতা আমার শিব কৃপা উদ্ভাসিত। তারা চন্দ্র করে যথা নিশি আলোকিত ॥
যারা এই কথা অতি স্নেহের সহিত। কহিবে শুনিবে বুঝি হয়ে সাবহিত ॥
রাম পাদপদ্মে তারা হবে অনুরাগী। কলিমল যাবে, হবে সুমঙ্গল ভাগী ॥

দোঃ—স্বপ্নেও করিলে মুই হর গৌরী প্রসন্নতা লাভ।
যা কহিনু সত্য হবে, ভাষা বদ্ধ কবিতা প্রভাব ॥ ১৫

চৌঃ—অযোধ্যা নগরী বন্দি পতিত পাবনী। সরযূ সরিত কলি কলুষ হারিণী ॥
প্রণমি অযোধ্যাবাসী নর নারী চয়। যাদেরে মমতা প্রভু করে অতিশয় ॥
সীতা নিন্দুকের অঘ পুঞ্জ বিনাশিয়া। আপনার দিব্য ধামে দিল পাঠাইয়া ॥
কৌশল্যা চরণ বন্দি পূর্ব্ব দিক্ সম। ভুবন ভরিল যার কীর্ত্তি অনুপম ॥
রাম চারু শশী গর্ভে উদিল যাঁহার। বিশ্ব সুখ দাতা, খল কমল তুষার ॥
নরপতি দশরথ সহ সব রাণী। সুকৃতি মঙ্গল রূপ সবাকারে জানি ॥
করি প্রণিপাত সবে কায় মনোবাণী। করুণা করহ অনুগত পুত্র জানি ॥
গৌরব যাঁদের সৃজি লভিলা বিধাতা। মহিমা অবধি রঘুনাথ পিতা মাতা ॥

সোঃ—অযোধ্যা ভূপাল বন্দি শুদ্ধ অনুরাগী রাম চরণ কমলে।
তৃণ সম তেয়াগিলা প্রিয় তনু রঘুনাথ বিরহ অনলে ॥ ১৬

চৌঃ—পরিবার সহ বন্দি নৃপতি বিদেহ। রাম পাদ পদ্মে যার অতি গূঢ় স্নেহ ॥
যোগ ভোগে যাহা রেখেছিল লুক্কায়িত। রাম দরশনে পুনঃ হল প্রকটিত ॥
প্রথম প্রণমি আমি ভরত চরণ। ব্রত নিয়মাদি যার না হয় বর্ণন ॥
শ্রীরাম পদারবিন্দে যার মগ্ন মন। লুব্ধ ভৃঙ্গ সম সঙ্গে রহে অনুক্ষণ ॥
বন্দি লছমন পদ কমল যুগল। ভক্ত সুখ দাতা মনোহর সুশীতল ॥
দণ্ড সম হল শুভ্র সুযশ যাঁহার। রঘুপতি কীর্ত্তি অকলঙ্ক পতাকার ॥
সহস্র বদন শেষ জগত কারণ। অবতীর্ণ ভূমি ভার করিতে হরণ ॥

সদা অনুকূল রহ আমার উপর। সুমিত্রা তনয় কৃপা সিন্ধু গুণাকর ॥
শত্রুঘ্ন চরণ পদ্মে আমার প্রণাম। ভরতের অনুগামী বল শীল ধাম ॥
মহাবীর হনুমানে বন্দি ভক্তি ভরে। নিজ মুখে প্রভু যার গুণ গান করে ॥

সোঃ—পবন কুমার বন্দি জ্ঞান ঘন খল বন পাবক সমান।
হৃদে বাস করে যার সদা রাম কর যুগে লয়ে ধনুর্ব্বাণ ॥ ১৭

চৌঃ—কপি পতি ঋক্ষপতি নিশাচর রাজ। অঙ্গদাদি কপি বর সহিত সমাজ ॥
সবাকার বন্দি আমি রাতুল চরণ। হীন দেহে রাম পদ কৈলা দরশন ॥
রঘুপতি পাদপদ্ম উপাসক যত। খগ মৃগ সুর নর অসুর সংযুত ॥
চরণ সরোজ বন্দি আমি সকলের। কাম হীন দাস রাম পদ কমলের ॥
শুক সনকাদি ব্যাস দেবর্ষি নারদ। অনুভবী মুনি বৃন্দ জ্ঞান বিশারদ ॥
সবারে প্রণমি শির ধরি ভূমি পর। কৃপা কর দাস জানি সব মুনি বর ॥
জানকী জনক সুতা জগত জননী। অতি ভাল বাসে যাঁরে করুণার খনি ॥
তাঁহার যুগল পাদ পদ্মে নমস্কার। সুবিমল মতি পাই কৃপাতে যাঁহার ॥
কায়মনোবাক্যে পুনঃ আমার প্রণতি। রাম পদে যথা রাজে সকল শকতি ॥
শর চাপ ধারী বন্দি কমল নয়ন। সুখ দাতা ভকতের বিপদ ভঞ্জন ॥

দোঃ—বাক্য অর্থ, বারি বীচি সম ভিন্ন অভিন্ন স্বরূপ।
সীতা রাম পদ বন্দি, দীনে যাঁর স্নেহ অপরূপ ॥ ১৮

চৌঃ—রাম নাম বন্দি রঘুবরের বাচক। * কৃশানু ভাস্কর হিমকরের কারক ॥
বিধি হরি হর ময় বেদ প্রাণ সম। গুণাতীত সর্ব্ব গুণময় অনুপম ॥
যেই মহা মন্ত্র সদা জপেন মহেশ। কাশী মুক্তি হেতু জীবে দেন উপদেশ ॥
নামের মহিমা জ্ঞাত হন গণ রায় †। নামে শ্রদ্ধা গুণে সর্ব্ব অগ্রে পূজা পায় ॥
আদি কবি সুবিজ্ঞাত নামের মহিমা। উল্টা নাম জপি লভে সিদ্ধি পরিসীমা ॥
বিষ্ণু সাহস্রীর সম রাম নাম জানি। প্রিয় সঙ্গে সদা জপে মুখে শিব রাণী ॥
§ নামে প্রীতি দেখি শিব আনন্দিত মন। সতী রাণী জানি করে অর্দ্ধাঙ্গ ভূষণ ॥
জানেন মহেশ ভাল প্রতাপ নামের। কাল কূট খেয়ে পান ফল অমৃতের ॥

দোঃ—বর্ষা ঋতু রাম ভক্তি শালি ধান্য তুলসী সুদাস।
রাম নাম বর বর্ণ যুগ ভাদ্র শ্রাবণ দু'মাস ॥ ১৯

চৌঃ—আখর মধুর দুই অতি মনোরম। ভক্ত হৃদে বর্ণময় নেত্র যুগ সম ॥
সুলভ স্মরিতে নাম সুখদ সবার। সুখদ জীবনে অন্তে করে ভব পার ॥

---

* র কার বহ্নি বীজ, অ কার সূর্য্য বীজ, ম কার চন্দ্র বীজ—মিলিয়া রাম হয়।

† নারদের কথায় গণেশ নাম লিখিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া ত্রিভুবন ভ্রমণের ফল পাইয়া সর্ব্বাগ্রে প্রত্যাগত হওয়ায় প্রথম পূজ্য হন।

§ বিষ্ণু সাহস্রীর পরিবর্ত্তে একবার রাম নাম নিয়া ভবানী শিব সঙ্গে আহার করেন। তাহাতে শিব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্দ্ধাঙ্গ ভূষণ করেন।

কহিতে শুনিতে অতি উত্তম শোভন। তুলসীর প্রিয় যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
বর্ণিতে বরণ প্রীতি ভিন্ন মনে হয়। ব্রহ্ম জীব সম স্বতঃ অভিন্ন হৃদয়॥
নর নারায়ণ সম যুগল সুভ্রাতা। জগত পালক বিশেষতঃ ভক্ত ত্রাতা॥
ভক্তি সুবামার কল কর্ণের ভূষণ। জগতের হিত হেতু সুধাংশু তপন॥
স্বাদ তোষ গতি সব সমান সুধার। কমঠ অনন্ত সম বসুধা আধার॥
জন মন মঞ্জু কঞ্জে যেন মধুকর। জিহ্বা যশোদার প্রিয় কৃষ্ণ হলধর॥

দোঃ—এক ছত্র, এক মুকুটের মণি, সব বর্ণ শির পর সাজে।
ভণয় তুলসী দাস রাম নাম বর্ণ যুগ সর্ব্বোপরি রাজে॥ ২০

চৌঃ—বিচারিলে সম দুই নাম আর নামী। পরস্পর প্রীতি যেন প্রভু অনুগামী॥
নাম রূপ দুই হয় ঈশ্বর উপাধি। সাধন সুলভ তত্ত্ব অকথ্য অনাদি॥
কে বড় কে ছোট কহা অপরাধ বড়। গুণ ভেদ শুনি সাধু সমাধান কর॥
প্রত্যক্ষ দেখিতে রূপ নামের অধীন। রূপ নাহি দেয় ধরা হলে নাম হীন॥
নাম নাহি জানি হেন বস্তু সমুদয়। করে রহে তবু নাহি পাই পরিচয়॥
অবিদিত রূপ, নাম করিলে স্মরণ। দেখা দেয় যদি হয় প্রেমপূর্ণ মন॥
নাম রূপ যোগাযোগ কহিবার নয়। বুঝিতে সুখদ কিন্তু বর্ণন না হয়॥
অগুণ সগুণ মাঝে নাম সাক্ষী সম। উভয় প্রবোধে দোভাষিয়া অনুপম॥

দোঃ—রাম নাম মণি দীপ ধর জিহ্বা দেহের দুয়ারে।
বাঞ্ছা যদি তুলসীর আলো পেতে ভিতরে বাহিরে॥ ২১

রসনাতে জপি নাম সদা জাগে যোগী। বিরত বিষয়ে যারা প্রপঞ্চ বিয়োগী॥
ব্রহ্মসুখ অনুভব লভয় অনুপ। বাক্যাতীত সদা স্বস্থ নাহি নামরূপ॥
গূঢ় তত্ত্ব জানিবার বাঞ্ছা যদি মনে। জানিবে জিহ্বায় নাম জপি সযতনে॥
সাধক জপয় নাম লীন করি মন। সিদ্ধি সহ অণিমাদি করে আগমন॥
অতি আর্ত্ত হয়ে জীব নাম যদি লয়। কুসঙ্কট দূরে যায় মহাসুখ হয়॥
চতুর্বিধ রামভক্ত জগত মাঝার। সবাই পুণ্যাত্মা তাঁরা সবাই উদার॥
চারি শ্রেণী সাধকের নাম সমাশ্রয়। তার মধ্যে জ্ঞানী প্রভু আত্মতুল্য হয়॥
চারিবেদে চারিযুগে প্রভাব নামের। অন্যপথ নাহি কিন্তু কলির জীবের॥

দোঃ—সকল কামনা ছাড়ি যারা রাম ভক্তি রসে লীন।
নাম প্রেম সুধা হ্রদে করে তারা নিজ মনে মীন॥ ২২

চৌঃ—অগুণ সগুণ দুই ব্রহ্মের স্বরূপ। অবাচ্য অনাদি পুনঃ অগাধ অনুপ॥
মোর মতে নাম বড় উভয় হইতে। দুই বশ হয় নাম জপিতে জপিতে॥
ধৃষ্টোক্তি দাসের যেন না মানো সজ্জন। কহি প্রীতি রুচি চিত্তে প্রতীতি যেমন॥
যুগল অনল সম ব্রহ্মের বিবেক। এক সর্ব্ব দারুগত, শিখা রূপ এক॥

র রেফ্ রূপে বর্ণের উপরে থাকে, ম অনুস্বার বিন্দু রূপে পূর্ব্ব বর্ণের উপরে থাকে।

উভয় অগম, নাম জপি দোঁহে জানি। ব্রহ্ম, রাম হতে নাম তাই বড় মানি ॥
সর্ব্ব ব্যাপী ব্রহ্ম এক নিত্য অবিনাশী। সচ্চিৎ স্বরূপ ঘন আনন্দের রাশি ॥
হেন প্রভু হৃদে জাগে সদা অবিকারী। জগতে সকল জীব দুঃখী অতি ভারী ॥
নামের মহিমা জানি জপি যত্ন করি। রত্ন মূল্য যথা জানে যাচিয়া জহুরী ॥

দোঃ—নির্গুণ হইতে তাই নাম বড়, প্রভাব অপার।
রাম হতে নাম বড় কহি নিজ জ্ঞান অনুসার ॥ ২৩

চৌঃ—ভক্ত লাগি অবতীর্ণ রাম নর দেহে। সাধু জনে সুখ দিতে নানা কষ্ট সহে ॥
জপিলে সপ্রেমে নাম ভক্ত অনায়াসে। আনন্দ কল্যাণ সিন্ধু মাঝে সদা ভাসে ॥
রাম উদ্ধারিল এক তাপসের *নারী। কোটি খল শুদ্ধ হল, শ্রীনাম উচ্চারি ॥
বিশ্বামিত্র লাগি রাম তাড়কা বধিল। সুত সহ সেনাগণ ছিন্ন ভিন্ন কৈল ॥
দুরাশা সহিত দাস দুঃখ দোষ রাশি। নাশে নাম যথা রবি নাশে অমানিশি ॥
আপনি আসিয়া রাম ভাঙ্গে ভব চাপ। ভবভয় ভাঙ্গে হেন নামের প্রতাপ ॥
দণ্ডক কানন রাম উর্ব্বর করিল। অনন্ত জনের মন শ্রীনাম শোধিল ॥
রাক্ষস নিকর রঘুনন্দন দলিল। শ্রীনাম অখিল কলি কলুষ হরিল ॥

দোঃ—শবরী, জটায়ু সুসেবক গণে গতি দিলা রাম।
নাম উদ্ধারিল কোটি খল, বেদ গাহে গুণগ্রাম ॥ ২৪

চৌঃ—বিভীষণে রঘুনাথ সুগ্রীব সহিত। শরণে রাখিল সর্ব্ব জগতে বিদিত ॥
অসংখ্য পতিতে নাম করিল উদ্ধার। লোকে বেদে করে গান সুযশ অপার ॥
রাম বহু ভালু কপি কটক জুড়িল। সেতুবন্ধ হেতু দুঃখ দুঃসহ সহিল ॥
নাম নিলে ভবসিন্ধু শুকায় আপনি। সুজন বুঝহ নিজ মনে মনে গণি ॥
সবংশ রাবণে রাম বিনাশিলা রণে। অযোধ্যা ফিরিলা পুনঃ জানকীর সনে ॥
রাম রাজা হল অযোধ্যাতে রাজধানী। মিষ্টবাক্যে গুণ গায় সব মুনিজ্ঞানী ॥
সেবক স্মরিলে নাম মনে প্রীতি ভরে। অতি বলী মোহদল সুখে জয় করে ॥
স্নেহ মগ্ন প্রেমানন্দে বিহরে ভুবনে। নামের প্রভাবে দুঃখ না পায় স্বপনে ॥

দোঃ—ব্রহ্ম, রাম হতে নাম বড়, বরদেরে দেয় অভিমত বর।
শতকোটি রামলীলা মাঝে নাম শ্রেষ্ঠ জানি জপে মহেশ্বর ॥ ২৫

চৌঃ—নামের প্রভাবে শম্ভু হল মৃত্যুঞ্জয়। অমঙ্গল সাজে সাজি মঙ্গল নিলয় ॥
শুক সনকাদি যত সিদ্ধ মুনি যোগী। নামের প্রসাদে সবে ব্রহ্মানন্দ ভোগী ॥
নারদ জানেন ভাল প্রতাপ নামের। সকলের প্রিয় রাম নারদ রামের ॥
নাম জপ হেতু প্রভু করিলা প্রসাদ। ভক্ত শিরোমণি হল অসুর প্রহ্লাদ ॥
দুঃখ পেয়ে ধ্রুব নাম গ্রহণ করিল। অনুপম ধ্রুবলোক অচল লভিল ॥
স্মরিয়া পবন সুত সুপবিত্র নাম। নিজ বশ করে ছিল সদা প্রভু রাম ॥

* গৌতম পত্নী অহল্যা।

* কুঞ্জর গণিকা অজামিল পাপীগণ। সুগতি লভিল নাম করিয়া স্মরণ ॥
নামের মহিমা আমি কব কত আর। রাম নাহি পারে নাম গুণ গাহিবার ॥

দোঃ—রাম নাম কল্পতরু কলিযুগ কল্যাণ নিবাস।
তুলসী হইল স্মরি, ভাঙ হতে, তুলসী কুদাস ॥ ২৬

চৌঃ—চারিযুগে তিন কালে ত্রিভুবন ভরি। বিশোক হইল লোক নাম জপ করি ॥
সজ্জন পুরাণ বেদ সমস্বরে গায়। সকল পুণ্যের ফলে রাম ভক্তি পায় ॥
সত্য যুগে ধ্যানে পায়, যজ্ঞেতে ত্রেতায়। দ্বাপরে ঈশ্বর প্রাপ্তি সভক্তি পূজায় ॥
কলির কলুষে জীব সকল মলিন। পাপ সিন্ধু মাঝে মগ্ন জীব মন মীন ॥
নাম কল্পতরু কলি অতীব করাল। স্মরণে সুশান্ত হয় ভবের জঞ্জাল ॥
রাম নাম কলিযুগে অভিমত দাতা। পরলোক হিতকারী ইহ পিতা মাতা ॥
কলিকালে নাহিকর্ম্ম-ভকতি বিবেক। রামনাম সবাকার গতি মাত্র এক ॥
কালনেমি সম কলি কপট নিধান। মারিতে সক্ষম নামরূপী হনুমান ॥

দোঃ—হিরণ্য কশিপু কলি, রাম নাম, নৃসিংহ সমান।
জাপক প্রহ্লাদে রক্ষে বধ করি অসুর মহান ॥ ২৭

চৌঃ—সুভাবে কুভাবে কিম্বা আলস্যে ঈর্ষায়। জপি নাম জীব শুভ দশ দিকে পায় ॥
স্মরিয়া সে নাম আমি রামগুণ গাথা। গাহিব রাখিয়া রঘুপতি পদে মাথা ॥
শোধন করিবে রাম সকল প্রকার। বিরাম নাহিক কভু দয়ার যাঁহার ॥
সুস্বামী শ্রীরাম আমা সমান কুদাসে। আপন স্বভাব বশে দয়া নিধি পোষে ॥
লোকমতে বেদমতে সুস্বামীর রীতি। বিনয় শুনিয়া বুঝি লয় দাস প্রীতি ॥
ধনী নিঃস্ব গ্রাম্য—কিম্বা পুরবাসী নর। পণ্ডিত মলিন মূঢ়, গুণে উজাগর ॥
সুকবি কুকবি নিজ মতি অনুসারে। সব নর নারী নৃপ সুযশ উচ্চারে ॥
সজ্জন চতুর দক্ষ সুশীল নৃপতি। ঈশ্বরের অংশে জন্ম কৃপাময় অতি ॥
মিষ্ট বাক্যে সবাকার মান দেন শুনি। স্তুতি ভক্তি মতি গতি মনে মনে জানি ॥
প্রাকৃত নৃপের যদি এহেন প্রকৃতি। জ্ঞানী শিরোমণি রাম কোশলের পতি ॥
একমাত্র ভাবে তুষ্ট রাম ভগবান। মন্দ মতি কেবা ভবে আমার সমান ॥

দোঃ—শঠ সেবকের প্রীতি, রুচি রাখে শ্রীরাম কৃপালু।
শিলা যাঁর জল যান, পাত্র মিত্র সুধী কপি ভালু ॥ ২৮ক
সবে কহে, পুনঃ আমি কহি, রাম সহে উপহাস।
সীতানাথ সম স্বামী, দাস তাঁর তুলসী কুদাস ॥ ২৮খ

চৌঃ—অতি বড় ধৃষ্ট আমি অতি অভাজন। শুনিয়া নরক করে নাসিকা কুঞ্চন ॥
বুঝিয়া কল্পিত ভয়ে আমি যাই মরে। স্বপনেও রাম তাহা কভু নাহি স্মরে ॥
শুনিয়া বিচার করি দেখি ভাল চিতে। ভক্তি মতি মোর প্রভু লাগে প্রশংসিতে ॥

---

* শ্রীমদ্ভাগবত—গজেন্দ্র মোক্ষণ, পিঙ্গলা বেশ্যা উদ্ধার।

কহিলে ভাবের হানি শুদ্ধ যদি হিয়া। তুষ্ট রাম ভক্ত চিত্ত ভাব বিলোকিয়া॥
অপরাধ করি প্রভু না করে স্মরণ। মনোভাব শতবার করেন মনন॥
যে পাপে বধিল বালি ব্যাধের মতন। সুগ্রীব দুষ্কর্ম্ম সেই করিল সাধন॥
বিভীষণ পুনঃ সেই কুকর্ম্ম করিল। স্বপনেও রাম তাহা কভু না ভাবিল॥
পুনশ্চ ভরত সনে যখন মিলিল। রাজসভা মাঝে রাম তাহে প্রশংসিল॥

দোঃ—তরু তলে প্রভু, কপি শাখা পরে, তারে কৈলা আপন সমান।
ভণয় তুলসী রাম সম কেবা আছে প্রভু শীলের নিধান॥ ২৯ক
তুমি ভাল রাম তাই সবে ভাল, কথা যদি স্থির।
তা হলে নিশ্চয় ভাল অবশেষে হবে তুলসীর॥ ২৯খ
এভাবে আপন দোষ-গুণ কহি, সবে নতি করি।
কহিব সুন্দর কথা শিবশিবা পদ মনে স্মরি॥ ২৯গ

চৌঃ—যাজ্ঞবল্ক্য হতে যেই কথা মনোহর। শুনিল প্রয়াগে ভরদ্বাজ মুনিবর॥
কহিব সংবাদ সেই বিস্তার করিয়া। সকল সজ্জন শুন সুখে মন দিয়া॥
শম্ভু রাম কথা চিত্তে রচিয়া শোভন। কৃপা করি গিরিজারে করান শ্রবণ॥
শিব হতে কথা কাক ভূশণ্ডী শুনিল। অধিকারী রামভক্ত জানিয়া অর্পিল॥
তাহা হতে মুনি যাজ্ঞবল্ক্য পেয়েছিল। মুনি পুনঃ ভরদ্বাজ ঋষিরে কহিল॥
শ্রোতা বক্তা সবে তারা সমশীল ছিলা। সমদর্শী সুরসিক জ্ঞাত হরি লীলা॥
আত্মজ্ঞান যোগে যাঁরা জ্ঞাত ত্রিভুবন। আমলকী করতল মধ্যেতে যেমন॥
অপর চতুর হরি ভক্ত সমুদয়। কহে শোনে বোঝে নানা ভাবে লীলাচয়॥

দোঃ—বরাহ ক্ষেত্রেতে পুনঃ আমি শুনিলাম কথা নিজ গুরু সনে।
বালক বয়স, জ্ঞান হীন, মর্ম্ম ভাল নাহি প্রবেশিল মনে॥ ৩০ক
শ্রোতা বক্তা জ্ঞাননিধি রাম কথা পুনরায় অতিশয় গূঢ়।
কেমনে বুঝিব আমি জড় জীব কলিমল গ্রস্ত মহামূঢ়॥ ৩০খ

চৌঃ—তথাপি কহিলা গুরু মোরে বার বার। প্রবেশ হইল কিছু মতি অনুসার॥
ভাষায় সে সব কথা করিব বর্ণন। যাহাতে সন্তোষ লভে আপনার মন॥
যতটুকু বল বুদ্ধি বিবেক আমার। হরি প্রেরণায় কথা করিব বিস্তার॥
আপন সংশয় আর মোহ ভ্রমহারী। বরণিব কথা ভব নদী দিতে পারি॥
আরাম দায়িনী বুধে, নৃমন রঞ্জিনী। রাম কথা সদ্য কলিমল বিভঞ্জিনী॥
রাম কথা কলি কাল সর্পের ভরণী। বিবেক পাবক বৃদ্ধি কারণ অরণী॥
রাম কথা কলি যুগ কাম ধেনু সম। সজ্জনের সঞ্জীবন মূল অনুপম॥
বসুধা তলের সেই সুধা তরঙ্গিনী। ভয় হারী ভ্রম রূপ ভেক ভুজঙ্গিনী॥
অসুর সৈনিক সম নরক ভঞ্জিনী। সাধু সুর কুল হিতে গিরীশ নন্দিনী॥
সজ্জন সমাজ সিন্ধু মধ্যে যেন রমা। ভূ ভার ধারণ হেতু অবিচল ক্ষমা॥
যম গণ মুখ মসি যমুনার সম। জীবন্মুক্তি হেতু বারাণসী অনুপম॥

রাম প্রিয় কথা পূত তুলসীর মত। তুলসীর হিতকারী তুলসী যেমত॥
শিব প্রিয় রাম কথা নর্ম্মদা সমান। সকল বৈভব সিদ্ধি সদা করে দান॥
সদ্‌গুণ বিবুধ মাতা অদিতি মতন। রঘু বীর প্রেম ভক্তি অবধি যেমন॥

দোঃ—রাম কথা মন্দাকিনী চিত্রকূট নির্ম্মল হৃদয়।
স্নেহ রম্য বন যথা সীতা রাম সদা বিহরয়॥ ৩১

চৌঃ—চারু চিন্তামণি রাম চরিত উদার। সজ্জন সুমতি স্ত্রীর সুন্দর শৃঙ্গার॥
জগত মঙ্গল কারী রাম গুণ গ্রাম। দান করে মুক্তি অর্থ ধর্ম্ম নিত্য ধাম॥
সদ্ গুরু বৈরাগ্য জ্ঞান সাধক যোগের। সুর বৈদ্য সম ভীম সংসার রোগের॥
জনক জননী সীতা রামের প্রেমের। সুবীজ সকল ব্রত ধর্ম্ম নিয়মের॥
দুঃসহ সন্তাপ শোক করে প্রশমন। ইহ লোক পর লোক করয় পালন॥
সুমতি সচিব সম বিচার ভূপের। ঘট যোনি মুনি লোভ সিন্ধু অপারের॥
কাম ক্রোধ কলিমল কুঞ্জর গণের। কেশরী তরুণ ভক্ত মন কাননের॥
অতিথি পরম পূজ্য প্রিয় পুরারির। কামদ জলদ দরিদ্রতা দাবারির॥
মন্ত্র মহা মণি সম বিষয় ব্যালের। মিটায় কু অঙ্ক ঘোর মানব ভালের॥
দিনকর কর সম মোহ তম হর। দাস শালি পালনের নব জলধর॥
অভিমত দানে যেন দেব তরু বর। সেবিলে সুলভ সুখ দাতা হরি হর॥
সুকবি শারদ নভ মনে তারা গণ। রাম ভক্ত মানবের জীবনের ধন॥
সকল সুকৃতি ফল ভুরি ভোগ সম। জগতের হিতকারী সজ্জন প্রতিম॥
মরাল সেবক মন মানস সরের। পাবন তরঙ্গ সম সুর সরিতের॥

দোঃ—কুপথ কুতর্ক কলি কপটতা কুচাল পাষণ্ড।
দহনের লাগি রাম গুণ গ্রাম অনল প্রচণ্ড॥ ৩২ক
পূর্ণ ইন্দু কর সম রাম লীলা সবাকার অতি সুখ কারী।
চকোর কুমুদ সজ্জনের চিত্ত হেতু অতিশয় হিত কারী॥ ৩২খ

চৌঃ—যেভাবে জিজ্ঞাসা সব করিলা ভবানী। যেভাবে শঙ্কর পুনঃ কহিলা বাখানি॥
সকলের লাগি কথা যাইব কহিয়া। বচন লহরী সব বিচিত্র রচিয়া॥
এই কথা নাহি যেবা শুনিল কখন। বিস্মিত না হয় যেন করিয়া শ্রবণ॥
অলৌকিক রামকথা শুনি কোন জ্ঞানী। আশ্চর্য্য না হন মনে হেতু এই জানি॥
রামলীলা কথা পার নাহিক জগতে। প্রতীতি এ হেন আছে তাহার মনেতে॥
নানা ভাবে হয় ভবে রাম অবতার। রামায়ণ শত কোটি বিবিধ অপার॥
কল্প-ভেদে-মনোহর হরির চরিত। মুনীশ্বরগণ দ্বারা হয়েছে কীর্ত্তিত॥
সংশয় নাহিক কর হৃদে হেন জানি। শুনিবে রামের কথা হৃদে রতি আনি॥

দোঃ—শ্রীরাম অনন্ত গুণ, অন্তহীন সীমাহীন কথার বিস্তার।
শুনিয়া আশ্চর্য্য নাহি হবে মনে যাহাদের বিমল বিচার॥ ৩৩

চৌঃ—এভাবে সংশয় সব নিরসন করি। গুরু পদ কঞ্জরজ নিজ শিরে ধরি॥
পুনঃ সবাকারে স্তুতি করি করজোড়ে। দোষ যেন নাহি স্পর্শে কথার ভিতরে॥
সাদরে শিবের পদে নোয়াইয়া মাথা। বর্ণিব বিশদ ভাবে রামগুণ গাথা॥
সম্বত ষোড়শ শতোত্তর একত্রিশ। রচি রামায়ণ রাম পদে ধরি শীষ॥
নবমী মঙ্গলবার শুভ মধুমাস। অযোধ্যা পুরীতে এই কথার প্রকাশ॥
যে দিন রামের জন্ম হল শ্রুতি গায়। সকল তীরথ আসি মিলে অযোধ্যায়॥
নিশাচর নাগ খগ মুনি সুর নরে। আসি রঘুবীরে প্রেমে সবেসেবা করে॥
জন্মমহোৎসব রচে যত ভক্তিমান। রাম কলকীর্ত্তি সবে মিলি করে গান॥

দোঃ—স্নান করে সন্তবৃন্দ পেয়ে শুচি সরযূর নীর।
জপে রাম করি ধ্যান হৃদিমাঝে শ্যামল শরীর॥ ৩৪

চৌঃ—দরশ পরশ স্নান আর বারি পান। হরে পাপ পুরাণাদি, বেদ করে গান॥
অমিত পবিত্র নদী মহিমা অপার। বর্ণে সাধ্য নাহি বুদ্ধিরূপা সারদার॥
রামধাম দাতা পুরী অতি সুশোভন। জগত পবিত্র করে বিদিত ভুবন॥
চারিজাতি জীব যত ভুবনে অপার। অযোধ্যায় তনু ত্যজি হয় ভবপার॥
সকল প্রকারে পুরী মনোহর জানি। সর্ব্বসিদ্ধি প্রদ কল্যাণের খনি মানি॥
বিমল কথার আমি করিনু আরম্ভ। শুনিলে হইবে নাশ কামমদ দম্ভ॥
শুভনাম যার রামচরিত মানস। শুনি কর্ণে পায় শান্তি রামের সুযশ॥
মন করী হয়ে দগ্ধ বিষয় অনলে। সুখী হবে পড়ে কথা সরসীর জলে॥
মুনি মনোহর রামচরিত মানস। শম্ভু বিরচিল কথা পাবন সরস॥
ত্রিতাপ দারিদ্র্য দোষ দুঃখের দহন। কলির কুচালি কলিকলুষ নাশন॥
মহেশ রচিয়া নিজ মানসে রাখিল। সুসময় পেয়ে পুনঃ শিবারে কহিল॥
তাই নাম রাখে রামচরিত মানস। হৃদয়ে বিচার করি লভিয়া হরষ॥
সুখদ সুন্দর সেই বরণিব কথা। সমাদরে সাবধানে শুনহ বারতা॥

দোঃ—মানসে যেমনে হল, যেই হেতু জগতে প্রচার।
স্মরি বৃষকেতু উমা সেই কথা করিব বিস্তার॥ ৩৫

শম্ভুর প্রসাদে হয়ে সুমতির বশ। তুলসী বিরচে রামচরিত মানস॥
গাহে লীলা মনোহর মতি অনুসরি। সুচিত্ত সজ্জন শুনি লহ শুদ্ধ করি॥
শুভমতি ভূমি, হৃদ্‌গভীর হৃদয়। উদধি পুরাণ বেদ, ঘন সন্তচয়॥
বর্ষিল রামের যশোরূপী বরবারি। সুমধুর মনোহর সুমঙ্গলকারী॥
সগুণ রামের লীলা কহিব বাখানি। স্বচ্ছতা জলের করে মনোমল হানি॥
প্রেমভক্তি যাহা সাধ্য নাহি বরণিতে। মধুরতা, শীতলতা কথা সরসীতে॥
সুকৃতিশালির হিতকারী সেই জল। রঘুপতি ভকতের প্রাণের সম্বল॥
মেধারূপ মহীমাঝে সলিল পড়িয়া। শ্রবণের পথে চলে একত্র ধাইয়া॥
ভরিয়া মানস হ্রদ জল হয় স্থির। পাইয়া শরত রুচি সুখদায়ী নীর॥

দোঃ—সংবাদ সুন্দর অতি বিরচিনু বুদ্ধিতে বিচারি।
পাবন সুযশ সর তাতে ঘাট মনোহর চারি॥ ৩৬

সপ্তকাণ্ড তাহে রচে সুন্দর সোপান। জ্ঞাননেত্রে নিরখিলে জুড়ায় পরাণ॥
নির্গুণ স্বতন্ত্র রঘুপতির মহিমা। সর অতলতা যাহে নাহি কোন সীমা॥
সীতারাম যশ সরে জল সুধা সম। উপমা তরঙ্গ তাহে খেলে মনোরম॥
সুন্দর চৌপাই ঘন কমলের পাতা। যুক্তি মঞ্জু মণি ঝিনুকেতে আছে গাঁথা॥
সুন্দর সোরঠা, ছন্দ আর দোহা যত। নানাবর্ণ শতদল শোভে শত শত॥
অনুপম অর্থ, ভাব সুন্দর ভাষণ। পরাগ, সুবাস, মকরন্দ সুশোভন॥
পুণ্যাত্মা সকল মঞ্জু তাহে অলিদল। বিচার বিরাগ জ্ঞান মরাল সকল॥
ধ্বনি ব্যাজ গুণ জাতি কবিতা ভূষণ। মীন মনোহর তাহে রাজে অগণন॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আদি ফল চারি। কহিব যতেক জ্ঞান বিজ্ঞান বিচারি॥
নবরস জপতপ যোগাদি বিরাগ। জলচর পরিপূর্ণ সুন্দর তড়াগ॥
সুকৃতি সজ্জন নাম গুণ জ্ঞান গান। তাহারা বিচিত্র জল বিহঙ্গ সমান॥
সন্তসভা আম্রবাগ চারিধারে রাজে। শ্রদ্ধা তথা ঋতুরাজ বসন্ত বিরাজে॥
ভক্তি নিরূপণ যত বিবিধ বিধান। ক্ষমা দয়া আদি দ্রুম লতার বিতান॥
সংযম নিয়ম ফুল জ্ঞান্ ফল হয়। হরিপদে রতি রস চারিবেদে কয়॥
আর যত আছে কথা বিবিধ প্রসঙ্গ। শুক পিক বহুবর্ণ তাহারা বিহঙ্গ॥

দোঃ—পুলক বাটিকা বাগ বন, সুখ বিহঙ্গ বিহরে।
মালী শুদ্ধমন স্নেহ বারি নেত্র দ্বয় হতে ঝরে॥ ৩৭

শুদ্ধভাবে গায় যারা চরিত মহান্। তারা সবে মানসের রক্ষী বুদ্ধিমান॥
সমাদরে শোনে কথা যত নর নারী। সুর শ্রেষ্ঠ তারা মানসের অধিকারী॥
বিষয়ী অভাগা খল বলাকাদি কাক। সরে যেতে নাহি পারি ঘুরিয়া বেড়াক॥
শম্বুক দর্দ্দুর আদি ঝিনুক সমান। বিষয় প্রসঙ্গ সরে নাহি বিদ্যমান॥
সেকারণে সরে যেতে মন নাহি চায়। কামী কাক বক দূরে ঘুরিয়া বেড়ায়॥
গমন কঠিন অতি এই সরোবরে। রাম কৃপা বিনে কেহ যাইতে না পারে॥
কঠিন কুসঙ্গ ঘোর কুপন্থ করাল। তাহাদের বাক্য যেন ব্যাঘ্র করী ব্যাল॥
গৃহ কর্ম্ম আদি পুনঃ যতেক জঞ্জাল। তাহারা দুর্গম অতি ভূধর বিশাল॥
বিষয় অনেক মান মোহ মদ বন। কু তর্ক তটিনী পথে অসংখ্য ভীষণ॥

দোঃ—শ্রদ্ধা কড়ি বিরহিত নাহি পুনঃ সজ্জনের সাথ।
মানস অগম তার, যার প্রিয় নহে রঘুনাথ॥ ৩৮

চৌঃ—কষ্ট করি তবু যদি সরে কেহ যায়। যাইতেই কম্প জ্বরে বিবশ ঘুমায়॥
বিষম জড়তা শীতে কাঁপে তার হিয়া। মজ্জন করিতে নারে নিকটেতে গিয়া॥
না পারে করিতে স্নান কিম্বা জল পান। ফিরে আসে বক্ষে নিয়ে বৃথা অভিমান॥
পুনঃ যদি আসে কেহ কথা জিজ্ঞাসিতে। শুনায় সরের নিন্দা ভয় হীন চিতে॥

বাধা বিঘ্ন নাহি আসে তার সন্নিধানে। কৃপা দৃষ্টিপাত রাম করে যার পানে॥
সমাদরে সেই সরে স্নান পান করে। ত্রিতাপের জ্বালা তার না রহে অন্তরে॥
সরোবর তারা নাহি করে পরিত্যাগ। যাহাদের রাম পদে দৃঢ় অনুরাগ॥
স্নান করিবারে যদি চাহ এই সরে। সাধু সঙ্গ কর ভাই মনোযোগ করে॥
সুনেত্র মানসে এই দেখিয়া মানস। কবি বুদ্ধি হল শুদ্ধ অতল পরশ॥
হৃদয়ে হইল অতি আনন্দ উৎসাহ। উছলিয়া চলে প্রেম প্রমোদ প্রবাহ॥
সুভগ কবিতা চলে সরিতের মত। শুদ্ধ রাম যশ বারি পূরণ সতত॥
সরযূ নামেতে নদী সুমঙ্গল মূল। লোক মত বেদ মত মঞ্জুল দুকূল॥
তটিনী পবিত্র শুভ মানস নন্দিনী। কলি মল তট তরু মূল উচ্ছেদিনী॥

দোঃ—ত্রিবিধ শ্রোতার সঙ্ঘ পুর গ্রাম জন পদ শোভিত দুকূল।
অযোধ্যা নগরী সন্ত সভা অনুপম সর্ব্ব মঙ্গলের মূল॥ ৩৯

চৌঃ—রাম ভক্তি সুরধুনী মধ্যেতে যাইয়া। সুকীর্ত্তি সরযূ সুখে মিলিল ধাইয়া॥
সানুজ সমর যশ রামের পাবন। মিলিল তাহাতে আসি মহানদ শোন॥
নদ নদী মাঝে ভক্তি সুরধুনী ধার। শোভে যেন সাথে লয়ে বিরতি বিচার॥
ত্রিবিধ ত্রাসিয়া তাপ তিন মুখ হৈয়া। রাম তত্ত্ব সিন্ধু পানে চলিছে বহিয়া॥
মানস উদ্ভূতা কথা গঙ্গায় মিলিত। শুনিলে সজ্জন মন শুধিবে ত্বরিত॥
মাঝে মাঝে সুবিচিত্র কথার বিভাগ। নদী তীরে শোভে যেন নানা বন বাগ॥
বিবাহের বর যাত্র হর গিরিজার। জলচর অগণিত বিবিধ প্রকার॥
রঘুবীর জন্ম কালে আনন্দ বাজন। মনোহর বীচি আর ঘূর্ণী অগণন॥

দোঃ—বাল্য লীলা করে যত ভ্রাতৃ চতুষ্টয়। শোভে যেন বহু বর্ণ কমল নিচয়॥ ৪০

চৌঃ—নৃপ রাণী পরিজন যত পুণ্যবান। মধুকর বৃন্দ বারি বিহঙ্গ সমান॥
জানকীর শুভ স্বয়ম্বরের কাহিনী। শোভা অপরূপ ধরে কথা তরঙ্গিনী॥
নদীতে তরণী সম জিজ্ঞাসা অনেক। কুশল নাবিক সদুত্তর সবিবেক॥
কথা শুনি ফিরে যেতে করে আলোচন। নদী তীরে পথিকের সমাজ শোভন॥
পরশুরামের ক্রোধ নদী খর ধার। রামের শীতল বাণী বাঁধা ঘাট চার॥
সানুজ রামের শুভ বিবাহ উৎসব। নদীতে জোয়ার দেখি ঘোর কলরব॥
কহিতে শুনিতে হর্ষ পুলকেতে ভরে। পুণ্যাত্মা সুজন যত সুখে স্নান করে॥
রাম অভিষেক লাগি শুভ আয়োজন। পর্ব্ব যোগে নদীতীরে যাত্রী সম্মিলন॥
কৈকেয়ী কুমতি নদী কর্দ্দম সমান। পড়িয়া যাহাতে ঘটে বিপদ মহান॥

দোঃ—অমিত সঙ্কট হরে ভরতের শীল জপ যাগ।
কলি অঘ, খলদোষ বারিমল আর বক কাগ॥ ৪১

চৌঃ—কীর্ত্তিনদী ষড় ঋতু রহে ভরপুর। সময়ে সময়ে শোভা শুচিতা প্রচুর॥
হিম হিমশৈল সুতা শিবের বিবাহ। শিশির সুখদ রাম জনম উৎসাহ॥

বরণিব পুনঃ রাম বিবাহ সমাজ। আনন্দ মঙ্গলময় সেই ঋতুরাজ॥
গ্রীষ্ম নিদারুণ রাম কানন গমন। পথের কাহিনী খর আতপ পবন॥
বর্ষা ঘোর নিশাচর সহিত সমর। সুর কুল শালি হেতু অতি হিতকর॥
রাম রাজ্যে সুখ শান্তি বিনয় বৈভব। শরত বিপুল সুখ ঋতু অভিনব॥
সতী শিরোমণি সীতা কথা মনোরম। নীর অমলতা আর গুণ অনুপম॥
ভরত স্বভাব জল শীতলতা অতি। সদা একরস বর্ণে কাহার শকতি॥

দোঃ—চাহনি বোলনি মিশামিশি প্রীতি, হাসির উচ্ছাস।
ভ্রাতৃ প্রেম পরস্পর সলিলের মাধুরি সুবাস॥ ৪২

চৌঃ—আরতি বিনয় আর দীনতা আমার। লঘুতা ললিত জলে, মন্দ কিবা আর॥
অদ্ভুত সলিল শ্রবণেতে উপকারী। আকাঙ্ক্ষা, পিপাসা আর মনোমল হারী॥
রাম প্রেম পুষ্ট করে মনোহর জল। কলির কলুষ গ্লানি বিনাশে সকল॥
ভব শ্রমহর বারি বাড়ায় সন্তোষ। দারিদ্র্য দুরিত নাশ করে দুঃখদোষ॥
কাম ক্রোধ মদ মোহ আদি বিনাশক। বিমল বিবেক আর বৈরাগ্য বর্দ্ধক॥
সাদরে মজ্জন পান করিলে সলিল। অন্তরের পাপ তাপ মিটয় অখিল॥
মানস সলিলে যেবা না শোধিল মন। কলিকাল তার কৈল বিনাশ সাধন॥
তৃষিত দেখিয়া রবিকর ভব বারি। মৃগ হেন দুঃখী ফেরে ভবে নর নারী॥

দোঃ—বুদ্ধিগত বরবারি গুণপুঞ্জে মন মোর করাইয়া স্নান।
ভবানী শঙ্কর স্মরি শুভ রাম কথা কবি আরম্ভিল গান॥ ৪৩ক

দোঃ—রঘুবীর পাদপদ্ম ধরি হৃদে পাইয়া প্রসাদ।
কহি মুনি যুগলের সুবিমল সুভগ সংবাদ॥ ৪৩খ

অথ কথারম্ভ

চৌঃ—রাম পাদ পদ্মে মগ্ন দৃঢ় অনুরাগে। মুনি ভরদ্বাজ বাস করেন প্রয়াগে॥
শম দম দয়া যুত তাপস প্রাচীন। পরমার্থ পথে মুনি পরম প্রবীণ॥
মাঘেতে মকর গত হইলে দিনেশ। সব সাধু সমাগত প্রয়াগ তীর্থেশ॥
দেবতা দনুজ নর কিন্নর সকল। ত্রিবেণীতে স্নান করে আনন্দ বিহ্বল॥
মাধবের পাদ পদ্ম করয়ে পূজন। পরশি অক্ষয় বট পুলকিত মন॥
পরম পবিত্র ভরদ্বাজ তপোবন। অতি মনোহর মুনি মন বিমোহন॥
তথায় হইল মুনি ঋষি সম্মিলন। স্নান হেতু যাঁরা তথা কৈলা আগমন॥
প্রভাত সময়ে করি ত্রিবেণীতে স্নান। আনন্দে সকলে করে হরি গুণ গান॥

দোঃ—কেহ ধর্ম্ম বিধি কেহ ব্রহ্ম নিরূপণ। তত্ত্বেরবিভাগ কেহ করয়ে বর্ণন।
হরি ভক্তি কোন মুনি করয় কীর্ত্তন। বৈরাগ্য সংযুত জ্ঞান করে আলোচন॥ ৪৪

চৌ—হেন রূপে মাঘ মাস ভরি করি স্নান। নিজ নিজ আশ্রমেতে করেন প্রস্থান ॥
প্রতি বর্ষ এই রূপ করিয়া আনন্দ। মকরে করিয়া স্নান যান মুনি বৃন্দ ॥
এক বার মাঘ স্নান করি সমাপন। নিজাশ্রমে মুনিগণ করিলা গমন ॥
পরম বিবেকী যাজ্ঞবল্ক্য মুনি বরে। ভরদ্বাজ মুনি রাখিলেন পদ ধরে ॥
সমাদরে পাদ পদ্ম করি প্রক্ষালন। বসিতে দিলেন অতি পবিত্র আসন ॥
করিয়া চরণ পূজা আর স্তব স্তুতি। ভরদ্বাজ কহে বাক্য শুচি মৃদু অতি ॥
হে নাথ সংশয় বড় আছয়ে আমার। করতল গত সব বেদার্থ তোমার ॥
প্রকাশিতে মনো মাঝে লজ্জা ভয় মানি। না কহিলে গুরুতর ঘটে কার্য্য হানি ॥

দোঃ—সাধুগণ প্রভু সদা কহে হেন নীতি। পুরাণ প্রশংসে ইহা সমর্থেন শ্রুতি।
কপটতা করে যদি গুরুর সহিত। হৃদয়ে বিমল জ্ঞান না হয় উদিত ॥ ৪৫

চৌঃ—বিচারিয়া নিজ মোহ করিনু প্রকাশ। স্নেহে মোহ হর প্রভু জানি নিজ দাস ॥
শ্রীরাম নামের নাথ মহিমা অপার। সজ্জন পুরাণ শ্রুতি করয়ে প্রচার ॥
বিশ্বনাথ ভগবান জ্ঞান গুণ ধাম। অবিনাশী শম্ভু জপ করে যেই নাম ॥
জীব চতুর্ব্বিধ যত আছে চরা চরে। কাশীতে ত্যজিলে দেহ মোক্ষ লাভ করে ॥
রামের মহিমা সেও হয় মুনিবর। যাঁর নাম কর্ণে দেন দয়াল শঙ্কর ॥
কোন্ রাম হয় সেবা জিজ্ঞাসি তোমারে। কৃপা করি কহ প্রভু বুঝায়ে আমারে ॥
এক রাম অযোধ্যার রাজার কুমার। তাহার চরিত্র জানে সকল সংসার ॥
নারীর বিরহে দুঃখ সহিল অপার। রোষ ভরে রণে করে রাবণে সংহার ॥

দোঃ—দিবা নিশি ত্রিপুরারি জপে যাঁর নাম। এই সেই হয় কিম্বা আছে অন্য রাম।
সর্ব্ব তত্ত্ব বেত্তা প্রভু তুমি সত্য ধাম। বিবেক বিচারি কহ মোরে গুণ ধাম ॥ ৪৬

চৌঃ—যে প্রকারে মোহ ভ্রম মিটয়ে আমার। সেই কথা কহ প্রভু করিয়া বিস্তার ॥
মৃদু হাস্যে যাজ্ঞবল্ক্য করেন উত্তর। রামের মহিমা ভাল তোমার গোচর ॥
কায় মনোবাক্যে হও রাম ভক্ত তুমি। তব চতুরতা বেশ জ্ঞাত আছি আমি ॥
শুনিতে আগ্রহ অতি রাম গুণ গূঢ়। সে কারণ কর প্রশ্ন যেন অতি মূঢ় ॥
অবধান করি শুন করি সমাদর। কহিতেছি রাম কথা অতি মনোহর ॥
মহা মোহ মানবের মহিষ অসুর। বধিতে কালিকা রাম কথা রস পুর ॥
চাঁদের জোছনা সম রাম গুণ গান। সজ্জন চকোর সুখে সদা করে পান ॥
তোমার মতন শঙ্কা করিলে ভবানী। মহাদেব রাম তত্ত্ব কহিলা আপনি ॥

দোঃ—উমা সনে শম্ভু কৈলা যে কথা বিস্তার। বর্ণন করিব নিজ বুদ্ধি অনুসার।
যে সময় যে কারণ হইল প্রসঙ্গ। শুনিলে বিষাদ তব হবে মুনি ভঙ্গ ॥ ৪৭

চৌঃ—এক বার ত্রেতা যুগে শম্ভু মহেশ্বর। উত্তরিলা যথা ঘটযোনি মুনি বর ॥
সঙ্গে সতী জগতের জননী ভবানী। পূজিল চরণ ঋষি জগদীশ জানি ॥
মুনিবর রাম কথা করিল কীর্ত্তন। শুনি মহেশ্বর অতি আনন্দিত মন ॥
ঋষি জিজ্ঞাসিল হরি ভক্তির লক্ষণ। অধিকারী জানি শম্ভু করিলা বর্ণন ॥

এই রূপে হরি কথা করি আলাপন। কিছু দিন মহেশ্বর করেন যাপন ॥
বিদায় মুনির কাছে মাগি ত্রিপুরারি। চলিলা কৈলাসে সঙ্গে দক্ষের কুমারী ॥
ইতিমধ্যে ভব ভার ভঞ্জন লাগিয়া। অবতীর্ণ হরি রঘু বংশেতে আসিয়া ॥
পিতৃ সত্য লাগি পুনঃ হইয়া উদাসী। দণ্ডক কাননে বিহরেন অবিনাশী ॥

দোঃ—যাইতে যাইতে হর করেন চিন্তন। কোন্ ছলে প্রভু পদ করি দরশন।
গুপ্ত রূপে প্রভু লইলেন অবতার। আমি গেলে গুহ্য কথা হইবে প্রচার ॥ ৪৮ক

সো—শম্ভুর হৃদয়ে জাগে ক্ষোভ অতিশয়। সতী যেন গুপ্ত তত্ত্ব জ্ঞাত নাহি হয়।
ভণয় তুলসী মন লুব্ধ দরশনে। হেরিতে আকুল নেত্র, ভয় জাগে মনে ॥ ৪৮খ

চৌঃ—নর করে মৃত্যু বর রাবণ পাইল। বিধি বাক্য প্রভু সত্য করিতে চাহিল ॥
গ্লানি হবে মনে নাহি গেলে দরশনে। উপায় রচিতে হর হার মানে মনে ॥
চিন্তায় বিব্রত যবে আছেন গিরীশ। হেরেন সেকালে অগ্রে যেতে দশশীষ ॥
অধম মারীচ তার লইয়াছে সঙ্গ। সত্বর হইল নীচ কপট কুরঙ্গ ॥
ছল করি মূঢ় হরি লইল সীতারে। প্রভুর প্রতাপ কত জানিতে না পারে ॥
মৃগ বধ করি প্রভু ভ্রাতৃ সঙ্গে আসে। আশ্রমে না হেরি সীতা নেত্র নীরে ভাসে ॥
প্রাকৃত মানব হেন বিরহে বিহ্বল। খোজেন দু ভাই বনে হইয়া বিহ্বল ॥
বিরহ মিলন যার সম্ভবেনা কভু। বিরহ বিধুর উমা হেরে হেন প্রভু ॥

দোঃ—অপূর্ব্ব রামের লীলা অতীব বিচিত্র। সেই মর্ম্ম জানে যার আছে জ্ঞান নেত্র।
মন্দ বুদ্ধি জীব যার চিত্ত মোহ বশ। বিপরীত ভাবে চিত্তে প্রকৃতি বিবশ ॥ ৪৯

চৌঃ—হেন কালে মহাদেব দেখিলেন রাম। ভাব সিন্ধু উথলিল চিত্তে অভিরাম ॥
রূপের সাগর হেরে দুনয়ন ভরি। পরিচয় নাহি দেয় অসময় স্মরি ॥
সচ্চিৎ আনন্দ হরি জগৎ পাবন। এত বলি চলে শিব মনোজ নাশন ॥
সতী সঙ্গে কৈলাসেতে চলেন শঙ্কর। ঘন ঘন দয়ালুর হৃষ্ট কলেবর ॥
মহাধীর মহেশের দেখি ভাবাবেশ। সতীর হৃদয়ে জাগে সন্দেহ বিশেষ ॥
শঙ্কর জগদারাধ্য পরম ঈশ্বর। প্রণত চরণে যত মুনি সুর নর ॥
রাজার নন্দনে কেন করেন প্রণাম। সম্বোধিয়া সচ্চিদানন্দ পরধাম ॥
অপরূপ রূপ হেরি ভাবেতে মগন। কোনোমতে হৃদে ভাব নহে সম্বরণ ॥

দোঃ—সর্ব্ব ব্যাপী পরব্রহ্ম জনম বর্জ্জিত। রাগ হীন কলা ইচ্ছা দ্বিতীয় রহিত।
সেকি কভু দেহ ধরি হয় নররূপ। বেদের গোচর নহে যাঁহার স্বরূপ ॥ ৫০

বিষ্ণু দেহ ধরে বটে দেবতার হিতে। শিব সম সর্ব্ববেত্তা ভাবে সতী চিতে ॥
অজ্ঞসম তিনি কেন খুজিবেন নারী। সকল জ্ঞানের সিন্ধু হরি অসুরারি ॥
শিববাক্য সদা সত্য, মিথ্যা কভু নয়। শঙ্কর সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞাত সর্ব্ব বিশ্বময় ॥
অপার সংশয়ে দোলে সতীর হৃদয়। সত্যের উদয় বিনা চিত্তস্থির নয় ॥
যদ্যপি ভাষায় কিছু না কহে ভবানী। সকল জানেন শম্ভু সর্ব্ব অন্তর্যামী ॥

নারীর স্বভাব তব শোন ওগো সতি। না ধর হৃদয়ে কভু সংশয় এমতি ॥
যাঁর লীলা গান করে ঋষি ঘটযোনি। ভক্তিকথা মমপাশে শুনিলেন মুনি ॥
ইষ্টদেব সেই মোর রাম রঘুবীর। যাঁহার চরণ সদা সেবে মুনি ধীর ॥
ছঃ—মুনি ধীর, সিদ্ধ, যোগী সকল সময়। যাঁর তত্ত্ব ধ্যান করে বিমল হৃদয় ॥
নেতি নেতি করি বেদ যাঁর স্তুতি গায়। পুরাণে নিগমে যাঁর অন্ত নাহি পায় ॥
সেই রাম সর্ব্ব ব্যাপী ব্রহ্ম সনাতন। আপন মায়াতে সৃজে অনন্ত ভুবন ॥
নিজ ভক্ত হেতু ধরে মানব শরীর। স্বতন্ত্র সে সনাতন প্রভু রঘুবীর ॥

সোঃ—শঙ্কর কহেন কথা পুনঃ পুনঃ, কোনো কথা না মানে ভবানী।
হাসি পুনঃ কহিলেন সবিশেষ হরি মায়া গুরুভার জানি ॥ ৫১

হৃদয়ে এহেন যদি সন্দেহ তোমার। পরীক্ষা করিয়া দেখ গিয়ে একবার ॥
না ফিরিবে মমপাশে তুমি যতক্ষণ। বটতরু ছায়াতলে বসি ততক্ষণ ॥
যেই মতে বিনাশয় মোহভ্রম ভারী। যতন করহ যথা বিহিত বিচারি ॥
শিব আজ্ঞা পেয়ে সতী চলিলা তখন। পথে যেতে ভাবে মনে, কি করি এখন ॥
হেথা শিব মনে মনে করে অনুমান। দক্ষ কুমারীর বুঝি নাহিক কল্যাণ ॥
মোর বাক্যে নাহি দূর হইল সংশয়। বিধাতা হইল বাম, দশা ভাল নয় ॥
রামের বিধান যাহা তাহাই ঘটিবে। বৃথা চিন্তা জাল রচি কি লাভ হইবে ॥
এত বলি শিব বসি জপে রাম নাম। চলিলেন সতী যথা ভ্রমে সুখধাম ॥

দোঃ—করিয়া বিচার সতী বার বার, ধরিলেন জানকীর রূপ।
রহিলেন বসি, পথ আগুলিয়া যেই পথে যান নরভূপ ॥ ৫২

লক্ষ্মণ দেখিল উমাকৃত সীতাবেশ। চকিত হৃদয়ে ভ্রম হইল বিশেষ ॥
গম্ভীর প্রকৃতি কিছু বলিতে না পারে। রামের প্রতাপ ধীর বিদিত অন্তরে ॥
সতীর কপট জানিলেন সুরস্বামী। সমদর্শী প্রভু সর্ব্ব হৃদে অন্তর্যামী ॥
যাঁহার স্মরণে মিটে সকল অজ্ঞান। সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি রাম ভগবান ॥
তাঁর সনে কপটতা অভিলষে সতী। দেখহ বিচারি মনে রমণীর মতি ॥
নিজ মায়া বল চিত্তে বিচার করিয়া। মৃদুবাক্যে রাম কহে হাসিয়া হাসিয়া ॥
কর জোড়ে সতীপদে করিলা প্রণাম। পিতার সহিত প্রভু কহে নিজনাম ॥
জিজ্ঞাসয়ে পুনঃ কোন্‌স্থানে বৃষকেতু। বিজন বিপিনে একা ফের কোন হেতু ॥
দোঃ—রামের বচন মৃদু গূঢ় অতিশয়। শুনিয়া সতীর চিত্ত সঙ্কুচিত হয় ॥
মহেশের কাছে সতী চলে ভয়ে ভয়ে। কার্য্য ভাল হয় নাই ভাবনা হৃদয়ে ॥ ৫৩
চৌঃ—প্রভু শঙ্করের বাক্য আমি না শুনিনু। আপন অজ্ঞান ভার রামে আরোপিণু ॥
শিবের নিকটে আমি কি দিব জবাব। শোকাগ্নি হৃদয়ে জানি আপন স্বভাব ॥
হেথা রাম বিচারেন সতী পেল দুখ। আপন প্রভাব তাহে জানাতে ইচ্ছুক ॥
পথে যেতে সতী দেখে কৌতুক গহন। আগে যায় সীতা সহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥

ফিরে চাহি সচকিতে দেখে প্রভু পাছে। মনোহর বেশ, সীতা লছমন কাছে॥
যথা যথা নেত্র পড়ে দেখে প্রভু বসে। প্রবীণ মুনীশ সিদ্ধ সেবে ভক্তি রসে॥
কত শত বিধি বিষ্ণু শিব বিরাজিত। এক থেকে আন বড় প্রভাব অমিত॥
প্রভুর চরণ বন্দে করে নানা সেবা। নানা বেশে কত দেবগণইবে কেবা॥
দোঃ—শিবানী ব্রহ্মাণী কত লক্ষ্মী অগণিত। দেব অনুরূপ সব দেবী-সুসজ্জিত॥
যেখানে যেখানে দেখে রাম রঘুপতি। সেখানে সকল দেব সহিত শকতি॥ ৫৪
চৌঃ—জীব চরাচর-যত আছয়ে সংসারে। দেখে সতী বিরাজিছে অনেক প্রকারে॥
নানারূপে নানা দেব করে স্তুতি গান। রাম কিন্তু সদা একরূপে বিদ্যমান॥
বহু রঘুপতি হল নয়ন গোচর। সীতাসহ একরূপ না হেরে দোসর॥
সেই রঘুবীর সীতা লক্ষ্মণ সহিত। দেখি সতী ক্রমে পুনঃ অতি ভয়ভীত॥
কম্পিত হৃদয় সতী দেহ বোধ নাই। পথিমধ্যে আঁখি মুদি বসে একঠাঁই॥
পুনঃ দেখে দুই আঁখি করি উন্মীলন। সবশূন্য কিছু নাই, করেন দর্শন॥
পুনঃ পুনঃ প্রণমিয়া রামের চরণ। চলে সতী যথা বসি মদন দহন॥
দোঃ—সতী সমাগত কাছে দেখিয়া মহেশ। হাসিয়া কুশল প্রশ্ন পুছে সবিশেষ॥
রামের পরীক্ষা তুমি করিলে কেমনে। সত্য কথা কহ শুনি দেবি সুনয়নে॥ ৫৫
চৌঃ—রামের প্রভাব সতী হৃদয়ে বুঝিয়া। ভীতি বশে সত্য সতী রাখে লুকাইয়া॥
কিছু না করিনু প্রভু পরীক্ষা তাঁহার। তোমা হেন নিবেদিনু প্রণাম আমার॥
যতেক কহিলে তুমি কিছু মিথ্যা নয়। আমার হৃদয়ে প্রভু হইল প্রত্যয়॥
ধ্যানস্থ হইলা শিব মহা যোগীশ্বর। যে কিছু করিলা সতী হইল গোচর॥
হরিইচ্ছা ভবিতব্য অতীব প্রবল। বিচারি হৃদয়ে শম্ভু জানিল সকল॥
গ্রহণ করিলা সতী রূপ জানকীর। বিশেষ বিষাদ হল হৃদে পিনাকীর॥
সতী সনে পত্নী রূপে যদি করি প্রীতি। ভক্তি পথ ভ্রষ্ট হব ঘটিবে দুর্নীতি॥
দোঃ—গভীর সতীর প্রেম না যায় ত্যজন। প্রেমে সম্ভাষিলে হয় পাতক ভীষণ।
না কহে শঙ্কর কিছু বাক্যে প্রকাশিয়া। সন্তাপেতে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে হিয়া॥৫৬
চৌঃ—শির নত করে শিব রামের চরণে। রামের স্মরণে ভাব উপজিল মনে॥
সঙ্কল্প করিলা শিব অন্তরে আপন। এ শরীরে সতী সঙ্গ করিব বর্জ্জন॥
এরূপ বিচার করি শম্ভু মতি ধীর। চলিল কৈলাসে সোঙরিয়া রঘুবীর॥
পথে যেতে দৈব বাণী হইল সুন্দর। দৃঢ় ভক্তি সংস্থাপিলে জয় মহেশ্বর॥
তোমা বিনা হেন পণ করে কেবা আন। রাম ভক্ত তুমি সম রথ ভগবান॥
সতীর হৃদয়ে শোক শুনি দৈব বাণী। সঙ্কোচ সহিত শিবে জিজ্ঞাসে ভবানী॥
কোন পণ করিয়াছ কহ দয়াময়। সত্য ধাম দীন জনে হইয়া সদয়॥
নানা ভাবে জিজ্ঞাসেন বার বার সতী। প্রত্যুত্তর নাহি করে ত্রিপুর অরাতি॥
দোঃ—অনুমান করে সতী হৃদয় মাঝার। জানিলা সর্ব্বজ্ঞ যত কপট আমার।
শম্ভু সনে কপটতা করিলাম আমি। স্বভাবতঃ অজ্ঞ মূর্খ আমরা কামিনী॥ ৫৭ক

সোঃ—পীরিতের রীতি দেখ বিচার করিয়া। একদামে বিকি জল দুগ্ধেতে মিশিয়া।
কপটতা অম্লরূপী পড়িলে দুগ্ধেতে। দুগ্ধ জল ভিন্ন হয় এক নিমেষেতে ॥ ৫৭খ

চৌঃ—কৃত কর্ম্ম বুঝি সতী কাতর হৃদয়। চিন্তার অবধি তাঁর বর্ণন না হয়॥
কৃপার সাগর শম্ভু পরম গম্ভীর। অপরাধ নাহি করে মুখের বাহির॥
শিবের সঙ্কল্প দৃঢ় বুঝিয়া ভবানী। ত্যজিলেন প্রভু জানি আকুল পরাণী॥
নিজ অপরাধ জানি বচন না সরে। পাঁজার আগুণ সম হিয়া দগ্ধ করে॥
সতীর হৃদয় জ্বালা জানিয়া শঙ্কর। নিবারিতে কহে কথা অতি মনোহর॥
বলিতে বলিতে নানাবিধ ইতিহাস। বিশ্বনাথ উত্তরিলা ভূধর কৈলাস॥
তথা পুনঃ নিজ পণ স্মরিয়া শঙ্কর। বট তলে পদ্মাসনে বসি নিরন্তর॥
নিজের সহজ রূপ করিয়া গ্রহণ। সমাধি সাগরে গর্ভে হইলা মগন॥

দোঃ—কৈলাসেতে বৈসে সতী দুঃখে বুক ফাটে। কে বোঝে মরম যুগ সম দিন কাটে॥ ৫৮

চৌঃ—হৃদয়ে জাগিছে নিত্য নব দুঃখ ভার। ভাবে কবে যাবে দুঃখ সাগরের পার॥
রঘুনাথে অপমান করিয়াছি আমি। পতির বচন আমি মিথ্যা করি মানি॥
মহাপাপ ফল এবে বিধি মোরে দিল। যে কিছু উচিত ছিল সকলি করিল॥
এবে বিধি নাহি হবে তোমার উচিত। শঙ্কর বিমুখ দেহ রাখিতে জীবিত॥
হৃদয়ের গ্লানি ঘোর না হয় বর্ণন। চতুরা ভবানী করে শ্রীরামে স্মরণ॥
সত্য যদি দীন বন্ধু নাম প্রভু ধর। সত্য যদি কহে বেদ তুমি আর্ত্তি হর॥
কর জোড়ে এ মিনতি রাখিবে আমার। ঘুচাও ত্বরিত প্রভু মম দেহ ভার॥
শিবের চরণে যদি মোর দৃঢ় মতি। কায়মনোবাক্যে যদি দেহেতে বিরতি॥

দোঃ—তবে সমদর্শী প্রভু কর সে উপায়। অবিলম্বে যাতে মোর পাপ দেহ যায়।
অনায়াসে দেহপাত করহে আমার। দুঃসহ বিপদে প্রভু করহ নিস্তার॥ ৫৯

এইরূপ দুঃখ সহে দাক্ষায়ণী সতী। নিদারুণ হৃৎশূল বাক্যাতীত অতি॥
এই ভাবে গতবর্ষ সহস্র সাতাশি। সমাধি ত্যজিয়া জাগে শম্ভু অবিনাশী॥
রাম নাম ভোলানাথ কহে মৃদুস্বরে। জগদীশ জাগে সতী জানিলা অন্তরে॥
নিকটে যাইয়া সতী চরণ বন্দিল। সম্মুখেতে দেবী লাগি আসন অর্পিল॥
মুখে হরি কথা শম্ভু কহিছে রসাল। দক্ষ মুখ্য প্রজাপতি হল সেইকাল॥
সর্ব্বভাবে যোগ্য বিধি দক্ষেরে জানিয়া। মুখ্য প্রজাপতি তারে লইল মানিয়া॥
শ্রেষ্ঠ অধিকার দক্ষ পাইল যখন। অভিমানে পূর্ণ মন হইল তখন॥
জগমাঝে জনমিল হেন কোন্‌জন। প্রভুতা পাইয়া মত্ত নহে যার মন॥

দোঃ—মুনি শ্রেষ্ঠগণে দক্ষ আহ্বান করিল। অভিমানভরে মহা যজ্ঞ আরম্ভিল।
যজ্ঞভাগ পায় যত দেবের সংহতি। দক্ষ আভানিল সবে সমাদরে অতি॥ ৬০

চৌঃ—কিন্নর গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ নানা দলে দলে। পরিবার সহ চলে দেবতা সকলে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি চলে চড়িয়া বিমান। বিনা নিমন্ত্রণে শিব যজ্ঞে নাহি যান॥

সতী দেখে নভোপথে রথ সারী সারী। সুন্দর বিচিত্র যায় বিমান বিদারি॥
দেবপত্নীগণ করে কলকণ্ঠে গান। কর্ণেতে পশিলে ধ্বনি মুনি ছাড়ে ধ্যান॥
জিজ্ঞাসিলে সতী শিব কহে বিস্তারিয়া। পিতৃগৃহে যজ্ঞ জানি উল্লসিত হিয়া॥
প্রভু মহেশ্বর যদি মোরে আজ্ঞা করে। এই ছলে কিছু দিন রহি পিতৃঘরে॥
পতি পরিত্যাগ দুঃখে জর জর হিয়া। কহিতে না পারে নিজদোষ বিচারিয়া॥
কোমল মৃদুল বাক্যে মন অভিলাষ। সসঙ্কোচ প্রেমভরে করিলা প্রকাশ॥
দোঃ—পিতৃ গৃহে মহাযজ্ঞ মহোৎসব হয়। আজ্ঞাপেলে দেখিবারে যাই দয়াময়॥ ৬১
চৌঃ—ভাল কথা, কহে শিব সঙ্গত গমন। অনুচিত কিন্তু যাওয়া বিনা নিমন্ত্রণ॥
দক্ষ নিমন্ত্রণ কৈল সব কন্যাগণে। তোমারে বর্জ্জিল বৈর হেতু মম সনে॥
ব্রহ্মার সভাতে ক্রুদ্ধ হল আমা প্রতি। অদ্যাপিও অপমান করিবারে মতি॥
বিনা নিমন্ত্রণে গেলে শুনহ ভবানি। স্নেহ রীতি ভ্রষ্ট হয় মর্য্যাদার হানি॥
যদ্যপি যাইতে পিতৃ মিত্র গুরু গেহ। আহ্বান না লাগে ইথে নাহিক সন্দেহ॥
কিন্তু যদি বৈর ভাব করয়ে পোষণ। গমনে কল্যাণ নাহি বিনা আবাহন॥
নানা ভাবে মহাদেব সতীরে বুঝায়। ভবিতব্য বশে সতী মানিতে না চায়॥
শম্ভু কহে যাও যদি বিনা নিমন্ত্রণে। ভাল নাহি হবে তব হেন লয় মনে॥
দোঃ—নিবারিতে যত্ন বহু করে ত্রিপুরারি। তবু নাহি মানে কথা দক্ষের কুমারী॥
মুখ্যগণ সঙ্গে দিয়া সহ অনুচর। সতীরে বিদায় দেন ভোলা মহেশ্বর॥ ৬২
চৌঃ—পিতৃ গৃহে গিয়া সতী যবে উত্তরিল। দক্ষ ভয়ে কেহ নাহি সম্মান করিল॥
একমাত্র মাতা করে আদরে-গ্রহণ। উপহাসভরে মেলে যত ভগ্নীগণ॥
পিতা দক্ষ অভিমানে না পুছে কুশল। সতীকে দেখিয়া অঙ্গে জ্বলিল অনল॥
যজ্ঞ দেখিবারে সতী ত্বরা করি যায়। শঙ্করের যজ্ঞভাগ দেখিতে না পায়॥
নিজ পতি কথা তবে হৃদয়ে বুঝিয়া। শম্ভু অপমানে রোষে উঠিল জ্বলিয়া॥
যে দুঃখ পাইয়া সতী যজ্ঞেতে আসিল। পতি অপমানে দুঃখ সব বিস্মরিল॥
নানা দুঃখ আছে সত্য অবনী ভিতরে। জ্ঞাতি মাঝে অপমান সবার উপরে॥
বুঝিয়া সতীর হৃদে ক্রোধানল জ্বলে। জননী সান্ত্বনা দেন সতী নাহি টলে॥
দোঃ—শিব অপমান সহ্য না হয় সতীর। প্রবোধ না মানে হিয়া কোপেতে অধীর॥
আচম্বিতে প্রবেশিয়া সভার ভিতরে। কহিতে লাগিল সতী অতি কোপভরে॥ ৬৩
চৌঃ—সভাসদ মুনিবৃন্দ করহ শ্রবণ। যেবা করে যেবা শোনে শিবের নিন্দন॥
সমুচিত ফল তার পাইবে সত্বর। অনুতাপে জনকের জ্বলিল অন্তর॥
শম্ভু বিষ্ণু অপবাদ শুনিবে যথায়। শাস্ত্রের বিধান এই দারুণ তথায়॥
নিন্দুকের শাস্তি দিবে রসনা উপাড়ি। কর্ণরোধ করি কিম্বা যাবে স্থান ছাড়ি॥
জগতের আত্মা পরমেশ ত্রিপুরারি। ভুবনের পিতা সর্ব্বজন হিতকারী॥
মন্দমতি পিতা মোর নিন্দা করে তাঁর। দক্ষের ঔরসে জন্ম হইল আমার॥
ত্বরিতে ত্যজিব দেহ আমি সেই হেতু। হৃদয়ে ধরিয়া চন্দ্রমৌলি বৃষকেতু॥

কহি সতী যোগাগ্নিতে ত্যজিল জীবন। যজ্ঞস্থলে হাহাকার করে সর্ব্বজন॥

দোঃ—সতীর মরণ শুনি যত শম্ভুগণ। যজ্ঞধ্বংস আরম্ভিল ক্রোধোন্মত্ত মন॥
যজ্ঞধ্বংস দেখি ভৃগু করয়ে যতন। মন্ত্রশক্তি বলে যজ্ঞ করিতে রক্ষণ॥ ৬৪

চৌঃ—সতীমৃত্যু সমাচার শঙ্কর পাইয়া। বীরভদ্রে পাঠাইল ক্রোধযুক্ত হিয়া॥
বীরভদ্র গিয়া যজ্ঞ বিনষ্ট করিল। সভ্যগণে সমুচিত কর্ম্ম ফল দিল॥
দক্ষের দুর্গতি কথা জানে জগজন। শঙ্কর বিদ্বেষী সুখী নহে কদাচন॥
দক্ষগতি ইতিহাস বিদিত সংসার। সংক্ষেপেতে কহি কথা না করি বিস্তার॥
মৃত্যুকালে হরি পদে বর মাগে সতী। জন্মে জন্মে শিবপদে অচলা ভকতি॥
তেকারণে হিমালয় গৃহে গিয়া সতী। জনমিয়া পুনঃ নাম ধরিলা পার্ব্বতী॥
হিমাচল গৃহে উমা লইলে জনম। সকল সম্পত্তি সিদ্ধি করে আগমন॥
যথা তথা মুনিগণ রচিলা আশ্রম। হর্ষে হিমাচল সবে করেন রক্ষণ॥

দোঃ—নানাজাতি বৃক্ষগণ সদা ফুল ফল সুশোভিত।
রত্নখনি নানাবিধ শৈলপরে হইল উদিত॥ ৬৫

চৌঃ—তরঙ্গিনী শুচি বারি করয়ে বহন। খগ মৃগ ভৃঙ্গ সুখে ভ্রমে অগণন॥
সহজ শত্রুতা সবে ত্যজি জীবগণ। গিরিরাজ প্রতি সবে অনুরক্ত মন॥
উমার জনমে গিরি শোভিল কেমন। রাম ভক্তি সমুদয়ে সাধক যেমন॥
ভবনেতে নিত্য নব মঙ্গল তাহার। ব্রহ্মা আদি দেবগণ যশ গায় যার॥
দেবর্ষি নারদ সব সমাচার পেয়ে। সকৌতুক গিরিগৃহে আসিলেন ধেয়ে॥
গিরিরাজ করিলেন বহু সমাদর। চরণ প্রক্ষালি দেন আসন সুন্দর॥
সপত্নিক গিরী ঋষি পদে প্রণমিল। চরণ সলিলে সব ভবন সিঞ্চিল॥
নিজের সৌভাগ্য বহু করিল বর্ণন। পার্ব্বতীরে ডাকি পদ করায় বন্দন॥

দোঃ—সর্ব্বজ্ঞ ত্রিকালদর্শী যাতায়াত সর্ব্বত্র তোমার।
কন্যা দোষ গুণ কহ ঋষি হৃদে করিয়া বিচার॥ ৬৬

চৌঃ—হেসে মুনিবর কহে গূঢ় মৃদু বাণী। তনয়া তোমার হবে সর্ব্ব গুণ খনি॥
সুচরিতা সুচতুরা রূপে অতুলিত। অম্বিকা ভবানী উমা নামে সুবিদিত॥
সর্ব্ব সুলক্ষণযুতা তোমার ঝিয়ারী। সতত হইবে কন্যা পতির পিয়ারী॥
পতির সহিত যুক্ত সতত রহিবে। পিতা মাতা কন্যা হেতু সুযশ লভিবে॥
জগতের মাঝে কন্যা সর্ব্ব পূজ্যা হবে। কন্যারে সেবিলে কিছু দুর্লভ না হবে॥
সুলক্ষণা সুতা তবে শুন হিমাচল। কহি এবে দোষ যাহা দেখিনু প্রবল॥
অগুণ অমান অজ পিতৃ মাতৃ হীন। সকল সংশয়াতীত চির উদাসীন॥

দোঃ—শিরে জটাভার যোগী কাম শূন্য মন। সর্ব্ব অমঙ্গল বেশ না পরে বসন।
এইরূপ পতি হবে কন্যার তোমার। বুঝিতেছি হস্ত রেখা করিয়া বিচার॥ ৬৭

চৌঃ—মুনি বাক্য হৃদয়েতে সত্য করি জানি। দম্পতি হৃদয়ে দুঃখ, মুদিতা ভবানী॥
দেবর্ষি ইহার মর্ম্ম না জানে অন্তরে। কেবা দুঃখে কেবা হর্ষে অশ্রুপাত করে॥

গিরিজা গিরীশ সখী সহ গিরি রাণী। অশ্রুপূর্ণ পুলকিত দেখে মহামুনি ॥
দেবর্ষির বাক্য মিথ্যা না হবে কখন। হৃদয়ে আঁকিল উমা ঋষির বচন ॥
শিব পাদ পদ্মে প্রেম উপজিল অতি। মিলন কঠিন হবে শঙ্কিতা পার্ব্বতী ॥
অসময় জানি ভাব হৃদে লুকাইল। সখী অঙ্কপরে গিয়া বসিয়া পড়িল ॥
ঋষিবাক্য মিথ্যা নাহি হবে কদাচন। জানি পিতা মাতা দুঃখী সহ সখীগণ ॥
ধৈরজ ধরিয়া চিতে কহে গিরিরায়। কহ নাথ এবে আমি করি কি উপায় ॥

দোঃ—ঋষিবর কহে শুন হিমালয় বিধির লিখন।
খণ্ডাতে না পারে দেব, রক্ষ, নরনাথ, মুনিগণ ॥ ৬৮

চৌঃ—তথাপি উপায় এক বলি হে তোমারে। বিধি অনুকূল হলে সম্ভবিতে পারে ॥
যাদৃশ পতির কথা কহিনু তোমারে। নিঃসন্দেহ উমা লাভ করিবে তাহারে ॥
বরের যতেক দোষ করিনু বর্ণন। শিবে বিরাজিত সব কহে মোর মন ॥
শিবের সহিত যদি হয় পরিণয়। সর্ব্ব দোষ গুণ সম হইবে নিশ্চয় ॥
অনন্ত শয্যায় হরি করেন শয়ন। তাহাতে করেনা কেহ দোষ দরশন ॥
ভানু, বহ্নি সর্ব্ব রস করয় ভোজন। তথাপি তাদের কেহ না করে নিন্দন ॥
মেধ্যামেধ্য দ্রব্য যত জল বহি আনে। গঙ্গাকে অশুচি বলি কেহ নাহি মানে ॥
সমর্থের দোষ কভু না হয় গণন। যথা রবি সুরধুনি আর হুতাশন ॥

দোঃ—হেন দ্বেষ করে যেই জড়বুদ্ধি নর করি বৃথা অভিমান।
নরকেতে করে কল্প ভরি বাস, জীব নহে শিবের সমান ॥ ৬৯

চৌঃ— গঙ্গাজলে কৃত সুরা হয় যদি জ্ঞান। কখনো কি সাধুগণ করে তাহা পান ॥
গঙ্গাতে পড়িলে সুরা যেমন পাবন। জীবে শিবে জেনো সদা অন্তর তেমন ॥
শঙ্কর সহজ সম রস ভগবান। মিলন তাঁহার সঙ্গে পরম কল্যাণ ॥
আরাধনা মহেশের জীবে সুদুষ্কর। করিলে যতন আশুতোষ মহেশ্বর ॥
শিব লাগি তপ যদি করয়ে কুমারী। বিধি লিপি খণ্ডাইতে পারে ত্রিপুরারি ॥
যদ্যপি জগতে আছে বর বহুতর। শিব বিনা উমা লাগি না আছে অপর ॥
বর দাতা শিব ভক্ত আর্ত্তি বিনাশন। কোটি যোগ জপ লভ্য নহে কদাচন ॥

দোঃ—হেন কহি হরি স্মরি বলে ঋষি আশিসি উমারে।
নিশ্চিত কল্যাণ হবে তজ্য শঙ্কা কহি বারে বারে ॥ ৭০

এত কহি মুনি গেল ব্রহ্মার ভবন। পরে যা ঘটিল তাহা করহ শ্রবণ ॥
একান্তে পাইয়া পতি কহে গিরি রাণী। বুঝিতে না পারি নাথ দেবর্ষির বাণী ॥
ঘর, বর, কুল যদি অনুপম হয়। উমা অনুরূপ মিলে দেও পরিণয় ॥
অন্যথা কুমারী রবে মোর বাছাধন। প্রাণ প্রিয় উমা মোর শুনহ রাজন্ ॥
গিরিজার যোগ্য পতি যদি নাহি মিলে। স্বভাবতঃ জড় গিরি কহিবে সকলে ॥
ইহা বিচারিয়া চিত্তে দিও পরিণয়। পরিণামে অনুতাপে না দহে হৃদয় ॥
এত কহি পদে মাথা রাখে গিরিরাণী। স্নেহের সহিত গিরি কহে মৃদু বাণী ॥

সুধা ত্যজি শশী অগ্নি করিবে বর্ষণ। অন্যথা না হবে তবু ঋষির বচন ॥
দোঃ—শোক পরিহর প্রিয়ে স্মর ভগবান। যে বিধি সৃজিলা উমা করিবে কল্যাণ ॥
কন্যাপরে স্নেহ থাকে কর উপদেশ। শিব লাগি করে তপ, যাতে যাবে ক্লেশ॥ ৭১
নারদ বচন গূঢ় আছে তার হেতু। গুণের সাগর গুণনিধি বৃষকেতু ॥
বিচারিয়া মনে সব শঙ্কা কর দূর। সর্ব্বজ্ঞ কলঙ্কহীন দেব চন্দ্রচূড় ॥
পতির বচন শুনি উঠিয়া ত্বরিত। গিরিজার কাছে চলে হয়ে হরষিত ॥
উমামুখ হেরি রাণী ভাসে অশ্রুধারে। স্নেহ বিগলিত কোলে লইল কন্যারে ॥
বার বার রাণী বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরে। গদ গদ কণ্ঠে, কোন বাক্য নাহি সরে ॥
বিশ্বমাতা উমা সর্ব্বতত্ত্ব করতলে। জননীরে সুখ দিতে মৃদু মন্দ বলে ॥
দোঃ—স্বপ্ন কথা শোনো মাতা কহি যাহা দেখিনু নিশীথে।
সুন্দর সুগৌর বিপ্রবর মোরে লাগিল কহিতে ॥ ৭২
তপস্যা করহ গিয়ে গিরীশ কুমারী। নারদের কথা সত্য হৃদয়ে বিচারি ॥
জনক জননী তব তপ ভাল মানে। দুঃখ নাশ করে তপ সর্ব্বসুখ আনে ॥
তপোবলে বিশ্ব বিধি করিল সৃজন। তপোবলে বিশ্ব বিষ্ণু করেন পালন ॥
তপোবলে শম্ভু করে জগত সংহার। তপোবলে ধরে শেষ ধরনীর ভার ॥
তপস্যা আধার হয় বিশ্ব প্রপঞ্চের। এত জানি অনুষ্ঠান করহ তপের ॥
উমার বচন শুনি মেনকা বিস্মিত। গিরিরাজে ডাকি স্বপ্ন শুনায় ত্বরিত ॥
বহুভাবে প্রবোধিয়া জনক জননী। তপস্যার হেতু হর্ষে চলিলা ভবানী ॥
প্রিয় পরিবার আর জনক জননী। বেদনা বিহ্বল মুখে নাহি সরে বাণী ॥
দোঃ—বেদশিরা ঋষি আসি কহে সকলেরে বুঝাইয়ে।
উমার মহিমা শুনি রহে সবে প্রাণে শান্তি পেয়ে ॥ ৭৩
হৃদয়ে ধরিয়া উমা শিবের চরণ। তপস্যার হেতু বনে করিলা গমন ॥
সুকুমার দেহ নহে যোগ্য তপস্যার। পতিপদ স্মরি ত্যজে আহার বিহার ॥
নিত্য নব প্রেম জাগে শঙ্কর চরণে। তপস্যাতে মন সদা দেহ বিস্মরণে ॥
অযুত বরষ শুধু ফল মূল খায়। শতবর্ষ ভরি শাক খাইয়া গোঁয়ায় ॥
কিছু দিন পান করে সলিল পবন। কিছু দিন করে উমা ঘোর অনশন ॥
শুষ্ক বিল্বপত্র পড়ে ধরণী উপর। তাহা খেয়ে থাকে তিন হাজার বছর ॥
শুষ্কপর্ণ উমা তবে করিল বর্জ্জন। অপর্ণা হইল নাম তাহার কারণ ॥
তপস্যায় ক্ষীণ দেখি উমার শরীর। আচম্বিতে দৈববাণী হইল গম্ভীর ॥
দোঃ—সিদ্ধ হল মনোরথ তব শোন গিরীশ কুমারী।
ত্যজ ক্লেশ নিদারুণ, মিলিবেক পতি ত্রিপুরারি ॥ ৭৪
কত ধীর মুনিজ্ঞানী ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে। উগ্রতপ তোমা হেন কেহ নাহি করে ॥
হৃদয়ে ধরহ এবে ব্রহ্মবর বাণী। সতত পবিত্র সদা সত্য মনে জানি ॥
ঘরে ফিরে যেতে পিতা যখন বলিবে। হট ত্যজি ভবনেতে তখনি চলিবে ॥

সপ্ত মুনীশ্বর আসি মিলিবে যখন। ব্রহ্মবাণী সত্য বলি বুঝিবে যখন॥
বিধাতার দৈববাণী যখন শুনিল। হর্ষভরে পার্ব্বতীর রোমাঞ্চ হইল॥
গাহিলাম পার্ব্বতীর চরিত্র সুন্দর। শম্ভুর চরিত্র এবে শুন মনোহর॥
সতীর দেহান্ত হ'তে শঙ্কর উদাসী। রাম নাম জপে শোনে আঁখি নীরে ভাসি॥
দোঃ—শিবচিদানন্দ, প্রেমানন্দকন্দ, অবনী-বিচরে রাম হৃদে ধ'রে,
অপগত মোহমদ কাম। সর্ব্ববিশ্বপরম আরাম॥ ৭৫

চৌঃ—জ্ঞান উপদেশ কোথা করে মুনিগণে। কোথা রাম গুণ গান করয়ে সঘনে॥
যদ্যপি সকাম সদা শিবভগবান। ভকত বিরহ দুঃখে দুঃখী জ্ঞানবান॥
এইভাবে কতকাল হইল বিগত। নিত্য নব প্রেম রামে বাড়ে অবিরত॥
শিবের নিয়ম প্রেম করি দরশন। অবিচল হৃদে সদা সভক্তি ভজন॥
কৃতজ্ঞ কৃপালু রাম হল আবির্ভূত। রূপ শীল গুণ নিধি তেজঃ পুঞ্জ যুত॥
নানা ভাবে রাম চন্দ্র প্রশংসিল শিবে। তোমা বিনা হেন ব্রত কেবা আচরিবে॥
বহুভাবে প্রভু তবে শিবে বুঝাইল। গিরি গৃহে সতী জন্ম কথা শুনাইল॥
গিরিজার পূত চরিত্রের বিবরণ। বিস্তারিয়া কৃপানিধি করেন কীর্ত্তন॥

দোঃ—স্নেহ যদি থাকে শিব আমার উপরে। মিনতি আমার তবে ধরহ অন্তরে॥
এবে গিয়ে পার্ব্বতীরে কর পরিণয়। এই ভিক্ষা দেহ মোরে হইয়া সদয়॥ ৭৬

চৌঃ—ভিক্ষা মাগি কহা তব শোভা নাহি পায়। অন্যথা তোমার বাক্য করা নাহি যায়॥
শিরে ধরি তব আজ্ঞা অবশ্য পালন। আমার ধরম প্রভু মানি অনুক্ষণ॥
মাতা পিতা গুরু স্বামী যে কহে বচন। শুভজানি অবিচারে করিবে পালন॥
সর্ব্ব ভাবে প্রভু তুমি মম হিতকারী। উচিত তোমার বাক্য পালি শিরে ধরি॥
প্রভুতুষ্ট হল শুনি শিবের বচন। ভকতি বিবেক ধর্ম্ম যুত বিরচন॥
প্রভু কহে ব্রত তব হইল পালন। এবে হৃদে রাখ শিব আমার বচন॥
এত কহি প্রভু রাম হল অন্তর্ধান। শঙ্কর শ্রীরাম মূর্ত্তি হৃদে ধরে ধ্যান॥
সপ্ত ঋষি উপনীত শিব সন্নিধান। সুচারু বচন কহে শিব ভগবান॥

দোঃ—পার্ব্বতীর পাশে গিয়ে কর প্রেম পরীক্ষা গ্রহণ।
পাঠাও ভবনে প্রেরি গিরি, করি সন্দেহ ভঞ্জন॥ ৭৭

চৌঃ—উমাপাশে চলে শিব বাক্যে ঋষিগণ। মূর্ত্তিমতী তপ হেন করে দরশন॥
মুনিগণ বলে শোন গিরীশ কুমারী। কি কারণে আচরিছ হেন তপ ভারী॥
কাহার ভজন কর কিবা অভিলাষ। সত্য করি মর্ম্ম কথা করহ প্রকাশ॥
কহিতে মরম কথা সঙ্কুচিত মন। হাসিবে মূঢ়তা মম শুনি ঋষিগণ॥
মনে জিদ শিক্ষা মোর না করে গ্রহণ। বারি পরে চাহে করে ভিত্তি উত্তোলন॥
নারদের বাক্য আমি মানি সত্যকরে। উড়িতে বাসনা নভে পক্ষ নাহি ধ'রে॥
দেখ মুনি অবিবেক মোর ভয়ঙ্কর। পতি রূপে ভজি আমি সকাম শঙ্কর॥

দোঃ—বিস্মিত হইয়া হাসি কহে মুনি সব। জড় গিরি হতে হল তোমার উদ্ভব।
নারদের উপদেশ কহত শুনিয়া। কেবা নাহি গেল নিজ ভবন ছাড়িয়া॥ ৭৮

চৌঃ—দক্ষসুতগণে ঋষি উপদেশ দিল। উদাসী হইয়া গেল গৃহে না ফিরিল॥
চিত্রকেতু ঘর ঋষি কৈলা ছারখার। হিরণ্যকশিপু পুনঃ লভিল সংহার॥
নারদের শিক্ষা যেবা শোনে নর নারী। সংসার ছাড়িয়া হয় নিশ্চিত ভিখারী॥
কপট হৃদয়, বেশ সজ্জনের মত। সবারে করিতে চাহে উদাসী সতত॥
তাঁহার বচন তুমি করিয়া বিশ্বাস। বরিতে চাহিছ শিবে সহজ উদাস॥
গুণহীন লজ্জাশূন্য কুবেশ কপালী। কুলহীন গৃহছাড়া দিগম্বর ব্যালী॥
কোন্ সুখ হয় বল পেয়ে হেন পতি। ঋষিবাক্য শুনে তব ভ্রষ্ট হল মতি॥
পাঁচজনে বলে শিব সতী বিবাহিয়া। পরাণে মারিল তারে পাছে তেয়াগিয়া॥

দোঃ—নিশ্চিন্তে ঘুমায় শিব কোন দুঃখ নাই। ভিক্ষা করি খায় নিত্য যাহা পায় তাই।
স্বভাবতঃ এককের ভবন মাঝারে। রমণী আনন্দে বাস করিতে কি পারে॥ ৭৯

চৌঃ—অদ্যাপিও বাক্য উমা ধরহ আমার। উপযুক্ত পতি ভেবে রেখেছি তোমার॥
রূপের সাগর শুচি সুখদ সুশীল। যার যশ লীলা গায় আগম অখিল॥
দোষ লেশ শূন্য সর্ব্ব গুণের আকর। ঐশ্বর্য্যের অধিপতি বৈকুণ্ঠেতে ঘর॥
এহেন উত্তম বর দিব আমি আনি। উচ্চহাস্য করি বাক্য কহেন ভবানী॥
কহিয়াছ সত্য গিরিভব এই কায়। পণ না ত্যজিব তবু দেহ যদি যায়॥
শিলা হতে কনকের হইল জনম। অনলেও নাহি ত্যজে স্বভাব আপন॥
কভু না ত্যজিব আমি নারদ বচন। সর্ব্বনাশ হয় যদি রহি বা ভবন॥
সুদৃঢ় প্রতীতি বিনা গুরুর বাক্যেতে। সুলভ না হয় সিদ্ধি সুখ স্বপনেতে॥

দোঃ—দোষের ভবন শিব; বিষ্ণু পুনঃ সর্ব্বগুণধাম।
যারে যার লাগে ভাল তার সনে মাত্র তার কাম॥ ৮০

চৌঃ—প্রথমে তোমার মুনি পেলে দরশন। নত শিরে পালিতাম তোমার বচন॥
জীবন করেছি শম্ভু পদে সমর্পণ। গুণ দোষ বিচারের নাহি প্রয়োজন॥
একান্ত হইলে মন বিবাহ ঘটাতে। ঘটকালি বিনা যদি না পার থাকিতে॥
বিবাহ কৌতুকী কভু অলস না রয়। পাত্র পাত্রী সংসারেতে কম কিছু নয়॥
প্রতিজ্ঞা আমার এই কোটি জন্ম তরে। রহিব কুমারী কিংবা বরিব শঙ্করে॥
কভু না ত্যজিব নারদের উপদেশ। শতবার নিজ মুখে কহিলে মহেশ॥
জগদম্বা কহে ঋষি চরণেতে পড়ি। গৃহে ফিরিবার বহু হইতেছে দেরী॥
প্রেম দেখি সচকিত কহে মুনি জ্ঞানী। জয় জয় জগদম্বা জয় ভব রাণী॥

দোঃ—তুমি মায়া, ভগবান শিব, পিতা মাতা দোঁহে সর্ব্ব অবনীর।
পুলকিত অঙ্গ পুনঃ পুনঃ চলে মুনি পদে নোয়াইয়া শির॥ ৮১

চৌঃ—মুনিগণ গিয়া হিমাচলে পাঠাইল। বিনয় করিয়া গৃহে উমাকে আনিল॥
পুনঃ সপ্ত ঋষি যান শিব সন্নিধান। উমার প্রেমের কথা তাঁহারে শুনান॥

প্রেম শুনি ভোলানাথ আনন্দে মগন। সপ্ত ঋষি করে নিজ আশ্রমে গমন॥
জ্ঞানময় শম্ভু তবে স্থির করি মন। রঘুনাথ পদ ধ্যানে হইল মগন॥
হেনকালে জনমিল তারক অসুর। বাহুবল তেজোবীর্য্য প্রতাপ প্রচুর॥
যতলোক লোকপতি জিনিল সকল। রাজ্যসুখ স্বর্গ ভ্রষ্ট দেবতার দল॥
অজর অমর কেহ জিনিতে না পারে। কৌশল বিবিধ করি দেবগণ হারে॥
দেবগণ উপনীত ব্রহ্মার সদনে। চতুর্ম্মুখ হেরি দুঃখে মগ্ন দেবগণে॥

দোঃ—সকলে বুঝায় বিধি করিয়া যতন। যেমতে হইতে পারে অসুর নিধন।
শম্ভুর ঔরসে যদি জনমে নন্দন। তারক অসুরে পারে করিতে নিধন॥ ৮২

চৌঃ—মোর কথা মত সবে করহ উপায়। কার্য্য সিদ্ধ হবে হলে ঈশ্বর সহায়॥
দক্ষ যজ্ঞ মাঝে সতী শরীর ত্যজিয়া। হিমাচল গৃহে জন্ম লইল আসিয়া॥
উগ্র তপ করে উমা শিবে বিবাহিতে। সব ত্যজি শিব আছে মগ্ন সমাধিতে॥
যদ্যপি বিচারে মানি অসম্ভব ভারী। তথাপি বচন মম শুন অসুরারি॥
পাঠাও কন্দর্পে গিয়া শিব সন্নিধান। যাহাতে শিবের হয় উচাটন প্রাণ॥
তবে আমি গিয়া মহাদেবে প্রণমিয়া। বিবাহ করাব তাঁরে ধরিয়া বাঁধিয়া॥
এই মতে দেবগণ লভিবে মঙ্গল। সাধু সাধু ধ্বনি করে দেবতা সকল॥
দেবগণ প্রেম ভরে করে স্তুতিগান। প্রকট হইল মীনধ্বজ পঞ্চবাণ॥

দোঃ—দেবগণ বিবরিল বিপত্তি যখন। শুনিয়া কন্দর্প তবে ভাবে মনে মন॥
শঙ্কর বিরোধে মোর নাহিক কুশল। হেসে কহে কাম বিচারিয়া নিজ বল॥ ৮৩

চৌঃ—দেবগণ কার্য্য তবু করিব সবার। শ্রুতি কহে ধর্ম্ম সার পর উপকার॥
পরের কল্যাণ হেতু কৈলে প্রাণ দান। সতত সজ্জন করে তার গুণ গান॥
এতবলি চলে কাম প্রণাম করিয়া। ফুল ধনু সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গেতে লইয়া॥
পথে যেতে যেতে কাম করিছে বিচার। শিব বিরোধেতে ধ্রুব মরণ আমার॥
তবে কাম করে নিজ প্রভাব বিস্তার। নিজ বশ ক'রে নিল সকল সংসার॥
ক্রোধান্বিত হল যবে বারিচর কেতু। ক্ষণমাঝে দূরে গেল সবশ্রুতি সেতু॥
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আদি নিয়ম সংযম। বিজ্ঞান বিবেক আর ধৈরয ধরম॥
বিষয়ে বিরাগ জপ যোগ সদাচার। বিবেক কটক সহ ছাড়িল সংসার॥

ছঃ—বিবেক সহায় যত, মহাযোদ্ধা শত শত ধরম পুস্তক রাজে, পর্ব্বত কন্দর মাঝে
রণ ত্যজি করে পলায়ন। ভয়ে করি আত্ম সংগোপন॥
অবশ্য হইবে যাহা কে রোধিতে পারে তাহা দুই শির কেবা নর, ক্রোধকরি যার পর
কোলাহলে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড। কাম ধরে সশর কোদণ্ড॥ ৩

দোঃ—ধরাতলে জীবগ্রাম, রমণী পুরুষ নাম। আপন মর্য্যাদা ত্যজি, উন্মত্তের প্রায় আজি।
চরাচর যেখানে যেমন। কামবশ হইল তখন॥ ৮৪

চিতে যাগে মহোল্লাস, শৃঙ্গারের অভিলাষ উছলিয়া স্রোতস্বতী, ধায় সাগরের প্রতি,
তরু শাখা লতা হেরি নমে। ঝিল বিল পরস্পর রমে॥

জড় যদি করে হেন, কিবা করে সচেতন, পশু পক্ষী জলে স্থলে, কিম্বা নভো পথে চলে,
অসময়ে কামেতে মগন। কাল ভুলি কাম বশ মন ॥
চক্রবাক প্রিয়া সনে, মেলে নিশি নাহি মানে, দেবতা কিন্নর নর, প্রেত নাগ নিশাচর
সবলোক কামান্ধ বেহাল। কামবশ ভূতাদি বেতাল ॥
দশা লবে সমঝিয়া, কি কহিব বিস্তারিয়া, সিদ্ধ যোগী ছিল যত, মহামুনি ত্যাগ রত,
সদাকাল সবে কামবশ। যোগ ছাড়ি কামেতে বিবশ ॥
ছঃ—সবে হল কামবশ, মহাযোগী সুতাপস ব্রহ্মময় চরাচর, ভাবে যারা নিরন্তর।
পামরের দশা কেবা জানে। এবে সব নারীময় মানে ॥
ধরণী পুরুষ ময়, সদা ভাবে নারীচয় দুই দণ্ড কাল ভরি, সকল জগত জুড়ি
নারী পূর্ণ হেরে নর যত। কামক্রীড়া চলে অবিরত ॥ ৪

দোঃ—হরিল কন্দর্প মন সবাকার কেহ নহে স্থির।
রক্ষা পায় সেই কালে যারে শুধু রাখে রঘুবীর ॥ ৮৫

চৌঃ—দুই দণ্ড ধরি চলে কন্দর্পের লীলা। কাম তৎক্ষণে শিব নিকটে চলিলা ॥
শঙ্কর দেখিয়া কাম হইল চকিত। জগত হইল যথা পূর্ব্ব অবস্থিত ॥
ত্বরিত হইল বিশ্ববাসী আনন্দিত। মাতালের নেশা যেন হল অপনীত ॥
রুদ্রেরে দেখিয়া ভয় মানে ফুলবাণ। দুরাধর্ষ সু দুর্গম শিব ভগবান ॥
বিফল ফিরিতে লাজ কহা নাহি যায়। মৃত্যুস্থির জানি কাম রচিল উপায় ॥
মধুর বসন্ত হল ত্বরিত উদয়। কুসুমিত নব নব বিটপী নিচয় ॥
বন উপবন যত বাপিকা তড়াগ। পরম সুন্দর লাগে দিকের বিভাগ ॥
যথা তথা উদ্বেলিত যেন অনুরাগে। দেখিয়া মৃতের মনে মনসিজ জাগে ॥
ছঃ—মৃত প্রাণে জাগে কাম, উপবন শোভাধাম মৃদু আসি দিল দেখা, মদন অনল সখা
সুষমার না হয় বর্ণন। শীতল সুগন্ধ সমীরণ ॥
সরোবরে শতদল, ঘিরি আসি অলিদল, শুক পিক কলহাস, গায় যথা অভিলাষ
সুমধুর করয়ে গুঞ্জন। নাচে গায় দেবকন্যাগণ ॥
দোঃ—ষোলকলা প্রকটিল, রণে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল ক্রোধে কাঁপে মনোভব, মগন রহিল ভব,
কোটি বিধি উপায় রচিয়া। অবিচল সমাধি লইয়া ॥ ৮৬
চৌঃ—আম্রশাখা নিরখিয়া, উপরে উঠিল গিয়া ফুলধণু হাতে নিয়া, ক্রোধে শর সন্ধানিয়া
রতিপতি ক্রোধান্বিতমন। আকর্ণ টানিয়া শরাসন ॥
ছাড়িল কুসুম বাণ, শম্ভুর ছুটিল ধ্যান চঞ্চল অতীব মন, নেত্র করি উন্মীলন
বিষম লাগিল শরাঘাত। চারিদিকে করে দৃষ্টিপাত ॥
সৌরভ পল্লবপরে, নেহারিল কন্দর্পেরে, তৃতীয় নয়ন খুলি, চাহিতে মস্তক তুলি
শিবরোষে ত্রিলোক কম্পিত। কামজ্বলি হল ভস্মীভূত ॥
হাহাকার ভবে ভারি, ভয় ভীত অসুরারী, হৃদে স্মরি কামসুখ, বিষয়ীর মহাদুখ
সুখী হল অসুরের দল। অকণ্টক সাধক সকল ॥

ছঃ—যোগী নিষ্কণ্টক হল, পতিগতি হৃদে এল কাঁদে রতি শোক ভরে, বিবিধ বিলাপ করে
দুঃখে রতি হইল মূর্চ্ছিত। শম্ভুপাশে চলিল ত্বরিত ॥
নানা ভাবে করে স্তুতি, করজোড়ে ভক্তিমতী, প্রভু আশুতোষ হর, অহেতুক কৃপাকর।
শম্ভু অগ্রে দাঁড়াইয়া রহে। নারী হেরি সমুচিত কহে ॥

দোঃ—আজ হতে শোন রতি, কাম তব প্রাণপতি দেহহীন যথা পূর্ব্ব, ব্যাপিবে ভুবন সর্ব্ব,
নাম তার হইবে অনঙ্গ। শুন পতি মিলন প্রসঙ্গ ॥ ৮৭

চৌঃ—যদুবংশে কৃষ্ণ যবে, অবতীর্ণ হবে ভবে তোমার দয়িত তবে, কৃষ্ণের নন্দন হবে।
হরণ করিতে ধরা ভার। বাক্য মিথ্যা না হয় আমার ॥
গৃহে গেল রতি শুনি শঙ্করের কথা। বিস্তারিয়া কহি আগে অপর বারতা ॥
সমাচার দেবগণ পাইল যখন। বৈকুণ্ঠেতে ব্রহ্মা আদি করিল গমন ॥
বিধি বিষ্ণু সঙ্গে লয়ে সব দেবগণ। চলিল যথায় শিব কৃপানিকেতন ॥
জনে জনে শিবে স্তুতি করে দেবগণ। চন্দ্রমৌলী অচিরাৎ হল হৃষ্ট মন ॥
কৃপার সাগর তবে বলে বৃষকেতু। কহ শুনি সুরগণ আগমন হেতু ॥
অন্তর্যামী তুমি প্রভু বিধাতা কহিল। ভক্তিভরে দেবগণ বিনতি করিল ॥

দোঃ—সবদেব হৃদে শম্ভু আছে এই পরম উৎসাহ।
নয়ন ভরিয়া চাহে দেখিবারে তোমার বিবাহ ॥ ৮৮

চৌঃ—উৎসব যেমতে দেখি ভরি দুনয়ন। করহ উপায় কাম মদ বিমর্দ্দন ॥
কন্দর্প হইল ভস্ম বর পেল রতি। কৃপাসিন্ধু শিব ইহা হল ভাল অতি ॥
শাস্তি দিয়া পুনঃ পরে প্রসাদ বিতর। প্রভুর সহজ ভাব ইহা নিরন্তর ॥
পার্ব্বতী করিলা প্রভু তপস্যা অপার। এখন করহ নাথ তারে অঙ্গীকার ॥
শুনিয়া বিধির বাক্য মরম বুঝিয়া। এবমস্তু বলে শম্ভু প্রসন্ন হইয়া
স্বরগে দুন্দুভি তবে দেবগণ হানে। দেব দেব জয় জয় বলিয়া বাখানে ॥
অবসর জানি সপ্ত ঋষি উত্তরিল। ত্বরিত গিরির গৃহে সবে পাঠাইল ॥
ঋষিগণ উপনীত যথায় ভবানী। কপট করিয়া বলে সুমধুর বাণী ॥

দোঃ—কথা না শুনিলে মম নারদের শিক্ষায় তখন।
এবে মিথ্যা হল তব পণ, শম্ভু জ্বালাল মদন ॥ ৮৯

চৌঃ—বাক্য শুনি মৃদু হেসে কহিলা ভবানী। যথার্থ কহিলে মুনিবর মহাজ্ঞানী ॥
তুমি জান শম্ভু এবে কাম ভস্ম কৈল। এতাবৎ সবিকার মহেশ রহিল ॥
আমি জানি মহাদেব নিত্য যুক্ত যোগী। জন্মহীন অনবদ্য অকাম অভোগী ॥
যদি আমি ভজে থাকি শিবে হেন জানি। প্রেমের সহিত সর্ব্ব কায়মনোবাণী ॥
তাহলে আমার পণ শুনহ মুনীশ। করিবেন সত্য কৃপানিধি জগদীশ ॥
তুমি যে কহিলে কাম ভস্ম কৈল হর। জানিবে তোমার ইহা অবিবেক বড় ॥
অনলের হয় এই সহজ প্রকৃতি। হিমের নিকটে যেতে না হয় শকতি ॥
সন্নিধানে গেলে নাশ অবশ্যই পায়। মহেশের সন্নিকটে মন্মথের প্রায় ॥

দোঃ—উমার বচন শুনি মুনি হরষিত। দেখি পার্ব্বতীর প্রেম বিশ্বাস অমিত।
ভবানীর পায়ে মুনি শির নত করি। চলিল ত্বরিত পদে যথা হিম গিরি॥ ৯০

চৌঃ—গিরীশ উমার শুনি কাহিনী বর্ণন। অতি দুঃখ পায় জানি মদন দহন॥
রতির বরের কথা কহে মুনিবর। হিমাচল শুনি কথা প্রফুল্ল অন্তর॥
শম্ভুর মহিমা করি বিচার অন্তরে। মুনিবরে আহ্বানিয়া অতীব আদরে॥
শুভদিন সুনক্ষত্র উত্তম সময়। বেদ বিধি মতে করে সুলগ্ন নির্ণয়॥
শুভলগ্নপত্র সপ্ত ঋষি হস্তে দিল। পদ ধরি গিরি মুনিগণে প্রণমিল॥
লগ্নপত্র নিয়ে ঋষি দিল বিধি করে। পাঠ করি বিধাতার আনন্দ না ধরে॥
লগ্নপত্র পড়ি বিধি সবে শুনাইল। দেবগণ মুনিবৃন্দ আনন্দে ডুবিল॥
দুন্দুভি বাজায় দেব পুষ্প বৃষ্টি করে। সাজায়ে মঙ্গল ঘট দশ দিকে ধরে॥

দোঃ—সুসজ্জিত করে দেব নানাবিধ বিমান বাহন।
গায় দেবাঙ্গনা চারিভিতে শুভপ্রদ সুলক্ষণ॥ ৯১

চৌঃ—শম্ভুগণ মিলি হর শৃঙ্গার করিল। সর্প মৌলী দিয়ে জটা মুকুট রচিল॥
কঙ্কণ কুণ্ডল সব সর্পের গড়িল। অঙ্গেতে মাখিয়া ভস্ম ব্যাঘ্রাম্বর দিল॥
সুন্দর ললাটে শশী গঙ্গা শোভে শিরে। নয়ন ত্রিতয়, সর্প উপবীত ধরে॥
নরশির মালা বক্ষে গরল কণ্ঠেতে। শিবধাম দয়াময় অশিব বেশেতে॥
ত্রিশূল ডমরু দুই করেতে বিরাজে। বলদে চড়িল শিব নানা বাদ্য বাজে॥
দেবাঙ্গনা হাসে দেখি শিবের শৃঙ্গার। এমন বরের যোগ্য পত্নী মেলা ভার॥
চতুর্ম্মুখ নারায়ণ আদি দেবগণ। বরযাত্র চলে সবে চড়িয়া বাহন॥
সুরের সমাজ সর্ব্ব প্রকারে অনুপ। বরযাত্র কিন্তু নহে বর অনুরূপ॥

দোঃ—লোকপাল ডাকি সবে, হেসে বিষ্ণু হেনমতে বলে।
স্বতন্ত্র লইয়া নিজ অনুচর, চলহ সকলে॥ ৯২

চৌঃ—বর অনুরূপ বরযাত্রী নহে ভাই। শুনিবে কি উপহাস পর পুরে যাই॥
বিষ্ণুর বচন শুনি হেসে দেবগণ। নিজগণ নিয়ে করে স্বতন্ত্র গমন॥
মৃদুমন্দ হাসে শিব, মনে মনে ভাবে। হরির বিদ্রূপ বাক্য কখন না যাবে॥
অতি প্রিয় শুনি শম্ভু প্রিয়ের বচন। ভৃঙ্গীরে পাঠায়ে ডাকি নিল নিজগণ॥
শঙ্কর আদেশ পেয়ে সকলে আসিল। প্রভু পাদ পদ্মে সবে শির নোয়াইল॥
বিচিত্র বাহনে এল নানাবিধ বেশে। আপন সমাজ দেখি শিব ওঠে হেসে॥
কেহ মুখহীন কেহ বিরাট বদন। হস্ত পদ শূন্য কেহ কারো অগণন॥
বিশাল নয়ন কেহ কেহ নেত্র হীন। কেহ হৃষ্ট পুষ্ট অতি কেহ অতি ক্ষীণ॥

ছঃ—পবিত্র শরীর কেহ অপবিত্র দেহ। করাল ভূষণ নর ভাল করে কেহ॥
সদ্য রক্তে পূর্ণ পাত্র সব কলেবর। কেহ ধরে শ্বান মুখ কেহ বা শূকর॥
কারো গর্দ্দভের মুখ কারো শৃগালের। সাধ্য নাহি বর্ণি বেশ গণ সকলের॥
বেতাল পিশাচ প্রেত যোগিনী নিচয়। কার সাধ্য বরাতের স্বরূপ বর্ণয়॥

দোঃ—পরম চঞ্চল নাচে গায় গান সব ভুতগণ।
দেখিতে বিকট তথা কহে বাক্য বিচিত্র যেমন ॥ ৯৩

চৌঃ—বরের সদৃশ শোভে বর অনুচর। পথে যেতে হাস্যরস করে পরস্পর ॥
হেথা হিমাচল রচে বিচিত্র বিতান। অতি রম্য কার সাধ্য করয়ে বাখান ॥
ছোট বড় শৈল যত আছে ধরাতলে। মানবের সাধ্য নাই বর্ণিতে সকলে ॥
তড়াগ সাগর অগণিত নদীবন। হিম গিরি সবাকারে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
ইচ্ছা অনুসারে অপরূপ বেশধারী। সমাজ সহিত সঙ্গে নিজ নিজ নারী ॥
সমাগত সবে হিমগিরি নিকেতন। মঙ্গল সঙ্গীত করে স্নেহেতে মগন ॥
প্রথমেই গিরি বহু গৃহ নিরমিল। যথা যোগ্য দেবগণে বাসস্থান দিল ॥
গিরি পুর শোভা দেখি অপূর্ব্ব সুন্দর। বিরিঞ্চি নৈপুণ্য হৃদে লাগে লঘুতর ॥

ছঃ—গিরি পুর শোভা আগে, বিধি সৃষ্টি লঘু লাগে, বনবাগ কূপ সর, তরঙ্গিনী মনোহর,
সত্য সত্য এমনি রচনা। কেবা পারে করিতে বর্ণনা ॥
মঙ্গল তোরণ কত, ধ্বজা যুত শত শত। নগরের নারী নর, সু চতুর মনোহর,
শোভিতেছে প্রতিজন গৃহে। রূপ হেরি মুনিমন মোহে ॥

দোঃ—দেহ ধরি যে নগরে, জগদম্বা অবতরে, ঋদ্ধি সিদ্ধি সমুদয়, ধন বিত্ত সুখচয়,
তার শোভা কহা নাহি যায়। নিত্য নব নব বৃদ্ধি পায় ॥ ৯৪

চৌঃ—নগর নিয়রে যবে বরাত পৌছিল। কোলাহল পূর্ণ পুর অধিক শোভিল ॥
রথ অশ্ব বাহনাদি করি সুসজ্জিত। অভ্যর্থিতে অগ্রে চলে আদর সহিত ॥
দেবসেনা দেখি অতি হরষিত হিয়া। পুলকিত পুরবাসী হরিকে দেখিয়া ॥
শিবের সমাজ সবে করি দরশন। ভয়ভীত বাহনাদি করে পলায়ন ॥
ধৈর্য্য ধরি বুদ্ধিমান রহে অবিচল। প্রাণ নিয়ে গৃহে দৌড়ে বালক সকল ॥
গৃহেতে পৌছিলে জিজ্ঞাসিল পিতামাতা। কহিছে বচন ভয়ে কম্পমান গাতা ॥
কি কহিবে মুখে কিছু বচন না সরে। দেখি বরযাত্র কিম্বা যম অনুচরে ॥
ভাবের পাগল বর বলদ বাহন। ভস্ম সর্প কপালাদি অঙ্গের ভূষণ ॥

ছঃ—বিভূতি ভূষিত অঙ্গ নগ্ন জটাধর। কপাল ভুজঙ্গ মাল অতি ভয়ঙ্কর ॥
যোগিনী পিশাচ ভূত প্রেত অনুচর। বিকট বদন অগণিত নিশাচর ॥
বরাত দেখিয়া যদি প্রাণে বাঁচে কেহ। সত্য সত্য তার পুণ্য পরিপূর্ণ দেহ ॥
উমার বিবাহ শুভ দেখিবে সেজন। গৃহে গৃহে কহি ফেরে যত শিশুগন ॥

দোঃ—মহেশ সমাজ সব বুঝিয়া অন্তরে। জনক জননী যত মৃদুহাস্য করে।
বুঝায় বালক সবে বচনে সুন্দর। ভয় নাই বাছা মোর ভয় পরিহর ॥ ৯৫

চৌঃ—বরাত লইয়া যাবে ফিরে অগ্রগামী। দিব্য বাসস্থান সবে দিল গিরিস্বামী ॥
মঙ্গল আরতি সমাপিলা গিরিরাণী। মঙ্গল সঙ্গীত গায় পুরের কামিনী ॥
কাঞ্চনের থালা শোভে সুন্দর করেতে। আরতি করিতে চলে রাণী হরষেতে ॥

রুদ্রের বিকট বেশ যখন দেখিল। নারীগণ হিয়া মাঝে ভয় উপজিল॥
পালাইয়া গৃহে পশে হৃদে অতি ত্রাস। মহেশ চলিল তথা যথা জনবাস॥
মেনকা হৃদয়ে দুঃখ হল অতি ভারী। ডাকিয়া লইল কাছে গিরীশ কুমারী॥
স্নেহাধিক্যে গিরিজারে বসাইল কোলে। বারিধারা বহে নেত্র নীল শতদলে॥
তোমারে সৌন্দর্য্য দিয়া যে বিধি রচিল। কেমনে তোমার পতি পাগল করিল॥
কেমনে পাগল বর করিল বিধাতা। যে দিল তোমারে মাতঃ হেন সুন্দরতা॥
ছঃ—কল্পবৃক্ষে শোভে যেবা ফল মনোহর। হট বশ রাখে তারে বাবুল উপর॥
গিরি হতে ঝাঁপ দিব লইয়া তোমারে। অনলে পুড়িব কিম্বা ডুবিব পাথারে॥
গৃহ যায় কিম্বা ভবে অপযশ হয়। জীবন থাকিতে নাহি দিব পরিণয়॥
দোঃ—বিকল অবলা সব দেখি গিরি নারী মহা দুঃখেতে মগন।
বিলাপ রোদনে সুতা স্নেহ সামালিয়া কহে মেনকা তখন॥ ৯৬
চৌঃ—নারদের আমি কিবা করিয়াছি ক্ষতি। উজাড় করিল মোর সুখের বসতি॥
হেন উপদেশ কেন দিলেন উমারে! পাগল পতির লাগি তপ করিবারে॥
সত্যই উহার নাহি কোন মোহ মায়া। উদাসীন ধন ধাম নাহি আছে জায়া॥
পর ঘর জ্বালাইতে নাহি লাজ ভয়। প্রসব বেদনা বন্ধ্যা কভু কি বুঝয়॥
বিকল দেখিয়া তবে জননী ভবানী। মধুর বচনে কহে সবিবেক বাণী॥
হেন বিচারিয়া দুঃখ পরিহর মাতা। কে খণ্ডাবে ভাগ্যে যাহা লিখিল বিধাতা॥
কর্ম্মেতে পাগল পতি যদি মা আমার। কত দোষ দিবে বল অপর জনার॥
তোমা লাগি মিটিবে কি বিধাতার অঙ্ক। বৃথা মাতঃ যেন নাহি লইও কলঙ্ক॥
ছঃ—কলঙ্ক নিওনা মাতঃ দুঃখ পরিহর। বিলাপের নহে এই যোগ্য অবসর॥
সুখ দুঃখ যাহা লেখা আছে মম ভালে। মিলিবে যেখানে যাব আমি যথাকালে॥
কোমল বিনীত শুনি উমার বচন। শোকেতে বিহ্বল সব হল নারীগণ॥
বহুভাবে নানা দোষ আরোপি বিধিরে। সবার নয়নযুগ ভাসে আঁখি নীরে॥ ১০
দোঃ—নারদ পৌঁছিয়া হেনকালে সপ্ত ঋষির সহিত।
সংবাদ শুনিয়া হিমগিরি গৃহে চলিলা ত্বরিত॥ ৯৭
চৌঃ—দেবর্ষি নারদ তবে সবে বুঝাইল। পূরব প্রসঙ্গ সব কহি শুনাইল॥
মেনকা শুনহ সত্য সত্যা মমবাণী। জগত জননী তব তনয়া ভবানী॥
অনাদি শকতি অজা নিত্য সনাতনী। সতত শম্ভুর অর্দ্ধ অঙ্গ নিবাসিনী॥
জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিণী। আপন ইচ্ছায় লীলা বিগ্রহ ধারিণী॥
প্রথম জনম নিল দক্ষ গৃহে গিয়া। মনোহর দেহ পেয়ে সতী নাম নিয়া॥
তথায় বিবাহ হয় শঙ্করের সনে। সুবিদিত কথা জানে সব জগজনে॥
একদিন পথে যেতে যেতে শিবসঙ্গে। নিরখিল রঘুকুল কমল পতঙ্গে॥
মোহ উপজিল শিববাক্য উপেক্ষিল। ভ্রমবশ জানকীর বেশ বানাইল॥

ছঃ—সীতারূপ সতী ভ্রমে করিল ধারণ। শঙ্কর ত্যজিল তারে ভক্তির কারণ॥
শঙ্কর বিরহ দুঃখে পিতৃগৃহে চলে। পিতৃ যজ্ঞস্থলে ত্যজে দেহ যোগানলে॥
তার পর তব গৃহে জনম লইল। নিজ পতি লাগি ঘোর তপ আচরিল॥
এত জানি ত্যজ গিরি সকল সংশয়। গিরিজা শঙ্কর প্রিয় সর্ব্বকালে হয়॥

দোঃ—নারদ বচন শুনি, সকলের মিটিল বিষাদ।
ক্ষণমধ্যে পুরে, প্রতি গৃহে এই পৌঁছিল সংবাদ॥ ৯৮

চৌঃ—তবে হিমগিরি ল'য়ে মেনকা আনন্দে। পার্ব্বতীর পদযুগ বার বার বন্দে॥
নারীনর শিশু যুবা বৃদ্ধ জন চিত। নগরের সবাকার অতি হরষিত॥
মঙ্গল সঙ্গীত পুরে হইতে লাগিল। সুবর্ণের নানা ঘট সবে সাজাইল॥
নানা বিধ লেহ্য পেয় হইল ভোজন। সূপশাস্ত্রে যত কিছু আছে বিবরণ॥
অন্নপান যত হল না হয় বর্ণন। অন্নপূর্ণা বিরাজিত ভবনে যখন॥
বরযাত্র সবে ডাকি লইল সাদরে। যতেক দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি ক'রে॥
বিবিধ পংক্তিতে সবে ভোজনে বসিল। দক্ষ সূপকার পরিবেশন করিল॥
পুরাঙ্গনা জানি দেব ভোজনে বসিল। পরিহাসে মৃদুবাক্যে গালি আরম্ভিল॥

ছঃ—মধুর স্বরেতে গালি দেয় নারীগণ। নানা উপহাস দেবে করায় শ্রবণ॥
দেবগণ বহুক্ষণ ভোজন করয়। পরিহাস শুনি সবে মুদিত হৃদয়॥
ভোজন করিতে দেবে যে আনন্দ পায়। কোটি মুখে সে আনন্দ কহা নাহি যায়॥
আচমন দিয়া সবে দিল গুয়াপান। দেবগণ চলে তবে নিজ বাসস্থান॥

দোঃ—হেন কালে মুনিগণ হিমালয়ে লগ্ন শুনাইল।
বিবাহ সময় সমাগত জানি দেবতা ডাকিল॥ ৯৯

চৌঃ—আদরে সকল সুরে ডাকিয়া লইল। বসিবারে যথাযোগ্য সুখাসন দিল॥
বেদবিধি মতে বেদী করিল নির্ম্মাণ। নারীগণ সুমঙ্গল আরম্ভিল গান॥
দিব্য সিংহাসন এক করিল স্থাপন। বিধি নিরমিল যেন না হয় বর্ণন॥
বিপ্রগণে প্রণমিয়া বসিল শঙ্কর। হৃদয়ে স্মরিয়া নিজ ইষ্ট রঘুবর॥
তারপর মুনিগণ ডাকিল উমারে। সাজাইয়া সখীগণ আনিল তাঁহারে॥
দেখিয়া মোহিত হল যত দেবগণ। ভবে কবি নাহি হেন করিবে বর্ণন॥
মনে মনে দেবগণ প্রণাম করিল। জগদম্বা ভবরাণী অন্তরে জানিল॥
জননীর শোভা যদি কোটি মুখে কয়। তথাপি অনুপ রূপ বর্ণন না হয়॥

ছঃ—শ্রুতি শেষ সরস্বতী বর্ণিতে ডরায়। জড়ধী তুলসীদাস কি বর্ণিবে তায়॥
রূপের নিধান মাতা ভবানী চলিল। মণ্ডপের মধ্যস্থলে যথা শিব ছিল॥
পতি পানে নাহি চাহে সলজ্জ অন্তর। চরণ কমলে মগ্ন মন মধুকর॥

দোঃ—গণপতি পূজ শুনি মুনির আদেশ। গণেশে করিল পূজা গিরিজা মহেশ॥
কেহ শুনি মনে যেন না দোল সংশয়ে। দেবতা অনাদি সব জানিবে হৃদয়ে॥১০০

চৌঃ—বিবাহের বিধি যাহা বেদের বিধান। মুনিগণ করাইল হয়ে সাবধান॥
গিরিরাজ কুশ সহ ধরি কন্যাপাণি। শিবে সমর্পিল উমা জানিয়া ভবানী॥
যখন করিল পাণি গ্রহণ মহেশ। হরষিত হৃদয়েতে যতেক সুরেশ॥
বেদমন্ত্র মুনিগণ করে উচ্চারণ। শঙ্করের জয়ধ্বনি করে দেবগণ॥
বিবিধ বিধানে বাজে অনেক বাজন। নভ হতে পুষ্প বৃষ্টি হয় অগণন॥
হর পার্ব্বতীর যবে বিবাহ হইল। আনন্দেতে সমুদয় ভুবন ভরিল॥
দাসদাসী রথ অশ্ব হস্তী অগণন। মণি রত্ন ধেনু সহ বিবিধ বসন॥
কনক ভাজনে অন্ন ভরি ভরি যান। যৌতুক যতেক দিল না হয় বাখান॥

ছঃ—যৌতুক প্রদান করি নানাবিধ গিরি। কহিতে লাগিল পুনঃ দুই কর জুড়ি॥
পূর্ণকাম তুমি শিব কি দিব তোমারে। চরণ পঙ্কজ ধরি আর নাহি ছাড়ে॥
কৃপার সাগর শম্ভু সকল প্রকারে। শ্বশুরের পরিতোষ কৈল বারে বারে॥
মেনকা ধরিল পুনঃ শঙ্কর চরণ। পরিপূর্ণ হল মন প্রেমেতে মগন॥

দোঃ—প্রাণ সম উমা মম নাথ তারে কর নিজ গৃহের কিঙ্করী।
ক্ষমিবে সকল অপরাধ তার, বর মোরে দেহ কৃপাকরি॥ ১০১

বহু ভাবে শাশুড়ীরে শম্ভু বুঝাইল। চরণে প্রণাম করি ভবনে চলিল॥
উমারে তখন মাতা ডাকিয়া লইল। কোলে বসাইয়া তারে নানা শিক্ষা দিল॥
পূজিবে সর্ব্বদা মাগো শঙ্কর চরণ। নারীধর্ম্ম একমাত্র পতির ভজন॥
কহিতে কহিতে বহে নেত্রে অশ্রু ধার। কুমারী লইয়া বক্ষে কহে পুনর্ব্বার॥
কেন বিধি জগমাঝে রমণী সৃজিলা। পরাধীন, স্বপনেও সুখ নাহি দিলা॥
প্রেমেতে বিকল অতি হইলা জননী। ধৈরয ধরিলা চিতে কুসময় গণি॥
বক্ষেতে ধরিয়া পুনঃ চরণেতে পড়ে। বর্ণিতে মায়ের প্রেম কেবা শক্তি ধরে॥
সকল রমণী সনে মিলিলা ভবানী। জননীর কোলে পুনঃ লুটাল আপনি॥

ছঃ—জননীর সনে পুনঃ মিলিয়া চলিল। জনে জনে সমুচিত আশিস করিল॥
ফিরে ফিরে জননীর পানে তাকাইয়া। শিব সন্নিধানে চলে সখীগণ নিয়া॥
যাচকগণেরে তবে শঙ্কর তুষিল। উমা সহ ভোলানাথ ভবনে চলিল॥
সকল অমর হর্ষে বরষে সুমন। অনেক দুন্দুভি তবে বাজিল সঘন॥

দোঃ—পৌছাইতে সঙ্গে চলে হিমালয় অতি স্নেহ হেতু।
বিদায় সন্তুষ্ট করি দিলা নানাভাবে বৃষকেতু॥ ১০২

চৌঃ—সত্বর গিরিশ তবে ভবনে আইল। সকল পর্ব্বত সব ডাকিয়া লইল॥
বহুদান দিল করি আদর বিনয়। বিদায় করিল সবে গিরি হিমালয়॥
শঙ্কর যখন আসি পৌছিল কৈলাসে। দেবগণ চলে তবে নিজ নিজ বাসে॥
জগতের পিতা মাতা শঙ্কর ভবানী। তাঁদের শৃঙ্গার নাহি কহিব বাখানি॥
বিবিধ বিচিত্র ভোগ বিলাস করিল। গণগণ সঙ্গে নিয়ে কৈলাসে রহিল॥
হর গিরিজার নিত্য নূতন বিহারে। বিগত হইল বহুকাল এ প্রকারে॥

তবে জনমিল ষট্ আনন নন্দন। তারক অসুরে যুদ্ধে করিল নিধন ॥
আগম নিগম আর পুরাণে বিখ্যাত। ষড়ানন জন্মকথা ভবে সুবিজ্ঞাত ॥
ছং—ষড়ানন জন্ম কর্ম্ম পুরুষার্থ কথা। জগতে সকলে জানে প্রভাব বারতা ॥
সেই হেতু শিবসুত চরিত কাহিনী। সংক্ষেপ করিয়া কিছু কহিনু বাখানি ॥
উমা শম্ভু পরিণয় শ্রবণ কীর্ত্তন। করিলে আদরে সদা নর নারীগণ ॥
মঙ্গল বিবাহে কিম্বা কল্যাণ কর্ম্মেতে। সদাকাল মহাসুখ পায় অন্তরেতে ॥
দোঃ— গিরিজা রমণ লীলাসিন্ধু বেদে নাহি পায় পার।
বর্ণিবে কেমনে মন্দমতি দাস তুলসী গোঁয়ার ॥ ১০৩

রাম অবতার হেতু

চৌঃ—শঙ্কর চরিত শুনি সরস সুন্দর। ভরদ্বাজ মুনি অতি প্রসন্ন অন্তর।
রাম কথা শ্রবণের লালসা বাড়িল। নয়নেতে বারিধারা, রোমাঞ্চ হইল ॥
প্রেমেতে বিবশ মুখে নাহি সরে বাণী। দশা নেহারিয়া হরষিত মুনি জ্ঞানী ॥
ধন্য ধন্য ধন্য তব জনম মুনীশ। প্রাণ সম প্রিয় অতি তোমার গৌরীশ ॥
শিবের চরণ পদ্মে যার নাহি রতি। স্বপ্নেও শ্রীরামে তার না হয় ভকতি ॥
অকপটে ভজে বিশ্বনাথের চরণ। রাম ভকতের ইহা প্রধান লক্ষণ ॥
শিব সম কেবা রঘুপতি ব্রতধারী। বিনা পাপে তেয়াগিলা সতী সম নারী ॥
পণ করি রঘুপতি ভক্তি নাহি ছাড়ে। শিব সম রাম প্রিয় কে আছে সংসারে ॥
দোঃ—শিব লীলা কহি আগে বুঝিলাম, মরম তোমার।
তুমি শুচি রাম দাস অপগত সকল বিকার ॥ ১০৪
জানিলাম গুণ শীল সকল তোমার। রঘুপতি লীলা কহি শুন এইবার ॥
শুন মুনি আজি তব শুভ আগমনে। কহিতে না পারি মম সুখ যত মনে ॥
শ্রীরাম চরিত অতি অমিত মুনীশ। কহিতে না পারে বিন্দু, অর্ব্বুদ অহীশ ॥
তথাপি শুনিনু যথা কহিব বাখানি। স্মরিয়া গীস্পতি রাম প্রভু ধনুস্পাণি ॥
দারু নারী সম হন দেব সরস্বতী। অন্তর্যামী সূত্রধর রাম তার পতি ॥
যাহার উপরে কৃপা করে ভক্ত জানি। কবির হৃদয় মঞ্চে নৃত্য করে বাণী ॥
প্রণমি কৃপালু সেই বিশ্বপতি রাম। সবিস্তারে বরণিব তাঁর গুণ গ্রাম ॥
পরম সুন্দর ধন্য ভূধর কৈলাস। গিরিজা শঙ্কর যথা সদা করে বাস ॥
দোঃ—সিদ্ধ তপোধন, সুর যোগীজন, করয় বসতি, সকল সুকৃতি,
কিন্নর তাপস বৃন্দ। সেবি শিব সুখকন্দ ॥ ১০৫
চৌঃ—হরিহর পরাম্মুখ ধর্ম্মে নাহি রতি। এ হেন নরের তথা স্বপ্নে নাহি গতি ॥
সেই গিরি পরে বট বিটপী বিশাল। সুন্দর নবীন মনোহর সদাকাল ॥

ত্রিবিধ সমীর বহে ছায়া সুশীতল। শ্রুতি কহে শঙ্করের বিশ্রামের স্থল॥
একদা যাইয়া প্রভু সেই তরুতল। বিটপী হেরিয়া হয়ে আনন্দ বিহ্বল॥
নিজকরে বিছাইয়া নাগ রিপু ছাল। উপবিষ্ট সুখাসনে শঙ্কর দয়াল॥
কুন্দ ইন্দু দর সম ধবল শরীর। দীর্ঘ ভুজদ্বয় পরিহিত মুনি চীর॥
তরুণ অরুণ কঞ্জ সমান চরণ। নখদ্যুতি ভক্ত হৃদি তামস হরণ॥
বিভূতি ভুজঙ্গ সুশোভিত ত্রিপুরারি। আনন শারদ সুধাংশুর শোভা হারী॥

দোঃ—জটার মুকুট মাঝে, রাজে শিরে গঙ্গা নেত্র কমল বিশাল।
নীলকণ্ঠ লাবণ্যের খনি বাল সুধাকর সুশোভিত ভাল॥ ১০৬

সুখাসীন কামরিপু শোভিছে কেমন। শান্তরস দেহ ধরি আসীন যেমন॥
পারবতী অবসর জানিয়া সুন্দর। জননী ভবানী কাছে হন অগ্রসর॥
প্রিয়া জানি শম্ভু অতি আদর করিল। বসিতে আসন নিজ বামভাগে দিল॥
আনন্দিত বসি গৌরী শিব সন্নিধানে। পূরব জনম কথা জাগিল পরাণে॥
পতির হৃদয়ে প্রেম অধিক জানিয়া। প্রিয় বাণী কহে উমা হাসিয়া হাসিয়া॥
রাম কথা যাহা সব লোকহিত কারী। জিজ্ঞাসিতে ব্যগ্র তাহা গিরিশ কুমারী॥
বিশ্বনাথ ত্রিপুরারি দেবতা আমার। ত্রিভুবনে সুবিজ্ঞাত মহিমা তোমার॥
স্থাবর জঙ্গম নাগ সুরগণ নরে। চরণ কমল সেবা করে সমাদরে॥

দোঃ—সর্ব্বজ্ঞ সমর্থ প্রভু সদাশিব কলাগুণ ধাম।
যোগজ্ঞান কলানিধি প্রণতের কল্পতরু নাম॥১০৭

প্রসন্ন আমার প্রতি যদি সুখরাশি। সত্য সত্য জান যদি মোরে নিজদাসী॥
তবে প্রভু কর মোর অজ্ঞান হরণ। রঘু নাথ কথা নানা করিয়া বর্ণন॥
সুরতরু তলে প্রভু ভবন যাহার। দ্রারিদ্র জনিত দুঃখ শোভে কি তাহার॥
শশাঙ্ক শেখর হেন হৃদয়ে বিচারি। অপহর নাথ মম মতি ভ্রম ভারী॥
মুনিগণ যাঁরা সবে পরমার্থ বাদী। শ্রীরামে কহেন ব্রহ্ম ব্যাপক অনাদি॥
সারদা, অনন্ত, যত নিগম পুরাণ। সর্ব্বশাস্ত্র করে রঘুপতি গুণ গান॥
তুমি প্রভু পুনঃ রাম নাম দিবারাতি। সাদরে জপহ নাথ অনঙ্গ অরাতি॥
অযোধ্যা নৃপতি সুত সেই রাম হন। অগুণ অগম অজ কিম্বা অন্য জন॥

দোঃ—নৃপসুত যদি হবে, অব্যয় কেমনে তবে রমণী বিরহে মতি ভোর। মহিমা শুনেছি অতি, চরিত দেখিয়া মতি, ভ্রমিতেছে অতিশয় মোর॥ ১০৮

চৌঃ—অনীহ ব্যাপক বিভু যদি অন্য কেহ। আমারে সে কথা প্রভু বুঝাইয়া দেহ॥
অজ্ঞ জানি হৃদে প্রভু রোষ পরিহর। অজ্ঞান মিটয়ে যাহে তাহা এবে কর॥
রামের প্রভুতা আমি দেখিলাম বনে। ভয়তে বিকল নাহি কহি তোমাসনে॥
তথাপি মলিন মন জ্ঞান নাহি হল। সমুচিত পাইলাম আমি প্রতি ফল॥
অদ্যাপি সংশয় কিছু আছয়ে অন্তরে। কর কৃপা সবিনয়ে কহি জোড় করে॥
প্রভু মোরে বহু ভাবে করিলা প্রবোধ। স্মরিয়া সে সব যেন নাহি কর ক্রোধ॥

তেমন অজ্ঞান এবে নাহিক অন্তরে। রাম কথা পর রুচি মনের মাঝারে॥
রামগুণ গাথা শুচি করহ বর্ণন। দেবদেব মহাদেব ফণীন্দ্র ভূষণ॥
দোঃ—ধরণীতে শিরধরি, চরণ বন্দনা করি, রামের বিশদ যশ, কর গান সুধারস,
সবিনয়ে কহি কর জুড়ি। বেদের সিদ্ধান্ত অনুসরি॥ ১০৯
চৌঃ—যদ্যপি অবলা আমি নাহি অধিকার। কায় মনোবাক্যে দাসী প্রভুগো তোমার॥
গূঢ় তত্ত্ব সাধুজন না করে গোপন। আর্ত্ত অধিকারী যদি মিলয়ে কখন॥
অতি আর্ত্ত দেবদেব কহিগো তোমারে। দয়া করি রঘুপতি লীলা বর্ণিবারে॥
প্রথমে বিচার করি কহ কি কারণ। নির্গুণ সগুণ তনু করেন ধারণ॥
পুনরায় কহ প্রভু রাম অবতার। তারপর কহ বাল চরিত উদার॥
জানকী বিবাহ পরে করহ বর্ণন। কার দোষে রাজ্য ত্যজি অরণ্য গমন॥
বনে বাস করি করে চরিত অপার। কহ নাথ যথা করে রাবণ সংহার॥
সিংহাসনে বসি লীলা করে অগণন। সদানন্দ দেবদেব করহ বর্ণন॥
দোঃ—পুনঃ কহ কৃপাময় সেই অতি অদ্ভুত কাহিনী।
প্রজাসহ নিজধামে গেলা যথা রঘুবংশ মণি॥ ১১০
চৌঃ—পুনঃ সেই তত্ত্ব প্রভু কহহ বাখানি। যে বিজ্ঞান মাঝে মগ্ন রহে মুনি জ্ঞানী॥
পুনরায় ভক্তি জ্ঞান বিজ্ঞান বিরাগ। বর্ণন করহ সব সহিত বিভাগ॥
আর যত আছে রাম রহস্য অনেক। কহ নাথ পরিপূর্ণ বিমল বিবেক॥
যে প্রসঙ্গ নাহি কৈনু আমি উত্থাপন। দয়া ময় করিও না তাহাও গোপন॥
তুমি ত্রিভুবন গুরু নিগম বাখানে। অপর পামর জীব তারা কিবা জানে॥
জিজ্ঞাসা উমার অতি সহজ সুন্দর। ছলহীন শুনি শিবে লাগে মনোহর॥
শিব হৃদে রাম লীলা উদয় হইল। প্রেম পুলকিত, নেত্র সলিলে ভাসিল॥
রঘুনাথ রূপ হৃদে প্রকট হইল। অমিত পরমানন্দ লভিতে লাগিল॥
দোঃ—দণ্ডযুগ ধ্যান রস মগ্ন পুনঃ ব্যুত্থান হইল।
রঘুপতি লীলা তবে হর্ষে শিব কহিতে লাগিল॥ ১১১
চৌঃ—মিথ্যা সত্য সম ভাসে না জানিলে যাঁরে। রজ্জু না জানিলে সর্প ভাসে যে প্রকারে॥
যাঁহারে জানিলে বিশ্ব মিথ্যা হয়ে যায়। জাগরণে স্বপ্ন ভ্রম যেমন মিলায়॥
প্রণমি বালক রূপ সেই প্রভু রাম। সুলভ সকল সিদ্ধি জপি যাঁর নাম॥
মঙ্গল ভবন সব অমঙ্গলহারী। কৃপা কর দশরথ প্রাঙ্গণ বিহারী॥
তবে ত্রিপুরারি রামে প্রণাম করিল। সুধাসম বাক্যে হর্ষে কহিতে লাগিল॥
ধন্য ধন্য ধন্য গিরি নৃপতি কুমারী। তোমার সমান নহে কেহ উপকারী॥
রঘুপতি লীলা কথা কৈলা উত্থাপন। গঙ্গাসম সর্ব্বলোক পাবন কারণ॥
তুমি রঘুবীর পাদপদ্ম অনুরাগী। জিজ্ঞাসা করিলে জগতের হিত লাগি॥
দোঃ—পার্ব্বতি রামের অনুগ্রহে তব মনে স্বপনেতে।
শোক, মোহ, ভ্রম, শঙ্কা নাহি হেন লয় মমচিতে॥ ১১২

চৌঃ—তথাপি সংশয় ভান হইল তোমার। কহিতে শুনিতে হিত হবে সবাকার ॥
হরি কথা নাহি শোনে যাহার শ্রবণ। কর্ণরন্ধ্র তার যেন ভুজঙ্গ ভবন ॥
সাধুজন নাহি দেখে যাহার নয়ন। কেকী পক্ষ চিত্র সম তাহার লোচন ॥
তাহার মস্তক তিক্ত অলাবু সমান। হরি গুরু পাদ মূলে না কৈল প্রণাম ॥
যার হৃদে হরি ভক্তি না হয় উদয়। জীয়ন্তে শবের সম জানিবে নিশ্চয় ॥
রসনা থাকিতে হরি নাম গুণ গান। নাহি করে, তার জিহ্বা ভেকের সমান ॥
কুলিশ কঠোর ক্রূর তাহার হৃদয়। হরি লীলা শুনি যার আনন্দ না হয় ॥
রামের চরিত শোন গিরীশ কুমারী। রক্ষগণ বিমোহন সুর হিতকারী ॥

দোঃ—রামকথা সুরধেনু সম বাঞ্ছা পূর্ণ হয় করিলে শ্রবণ।
সন্তসভা সুরলোক সমজানি কেবা নাহি করয় গমন ॥১১৩

চৌঃ—রামকথা করতালি সুন্দর জানিয়া। সংশয় বিহঙ্গ যায় হৃদয় ছাড়িয়া ॥
রামকথা কলিমল বিটপী কুঠারি। সাদর সুনহ গিরি নৃপতি কুমারী ॥
রাম নাম গুণ লীলা সুন্দর চরিত। গান করে শ্রুতি জন্ম কর্ম্ম অগণিত ॥
ভগবান রাম যথা স্বরূপে অনন্ত। কথাগুণ কীরতির নাহি কোন অন্ত ॥
তথাপি যেমন শ্রুতি, মতি অনুসারে। তব প্রীতি দেখি বর্ণি স্বলপ আকারে ॥
শুন উমা প্রশ্ন তব সহজ সুন্দর। সজ্জন সুখদ মম অতি সুখকর ॥
এক কথা কিন্তু তব ভাল নাহি মানি। যদ্যপি মোহের বশে কহিলা ভবানী ॥
তুমি যে কহিলে রাম অন্য কোন জন। শ্রুতি যাঁরে গায়, ধ্যান করে মুনিগণ ॥

দোঃ—কহে শোনে হেন নরাধম কৈল যারে মোহ পিশাচ আচ্ছন্ন।
পাষণ্ড বিমুখ হরি পদে নাহি জানে সত্য কভু মিথ্যা ভিন্ন ॥ ১১৪

চৌঃ—অজ্ঞ অন্ধ শাস্ত্রজ্ঞান বিহীন অভাগী। বিষয় কর্দ্দম মন মুকুরেতে লাগি ॥
লম্পট কপট অতি কুটিল অন্তর। স্বপ্নে নাহি গেল সন্ত সভার ভিতর ॥
তাহারা কহিবে বেদ অসম্মত বাণী। বুঝিতে অক্ষম যারা নিজ হিত, হানি ॥
নয়ন বিহীন, মন মুকুর মলিন। কেমনে দেখিবে রামরূপ দীনহীন ॥
সগুণ অগুণ নাহি বিবেক যাহার। জল্পনা কল্পনা বহু করে অনিবার ॥
হরি মায়া বশে ভবে করিছে ভ্রমণ। অসম্ভব নহে তাহে এমন বচন ॥
মতিচ্ছন্ন ভূতবশ মদমত্ত মন। সমঝিয়া নাহি করে বাক্য উচ্চারণ ॥
মহামোহ মদ যারা করিয়াছে পান। তাদের বাক্যেতে কভু নাহি দিও কান ॥

সোঃ—হেন বিচারিয়া মনে, ত্যজিয়া সংশয় গণে, গিরি নৃপতি কুমারী, ভ্রম অন্ধকার হারী,
ভজ রঘুনাথের চরণ রবিকর আমার বচন ॥১১৫

চৌঃ—সগুণে নির্গুণে কিছু নাহি আছে ভেদ। সকল পুরাণ গাহে মুনি বুধ বেদ ॥
অরূপ, অলখ অজ স্বরূপে নির্গুণ। ভক্ত প্রেম বশে হয় সেইত সগুণ ॥
গুণের অতীত হয় সগুণ কেমন। সলিল তুষার নহে পৃথক যেমন ॥
নাম যার মোহ ভ্রম তিমির পতঙ্গ। তাঁহাতে কেমনে কহ মোহের প্রসঙ্গ ॥

রঘুনাথ সৎচিৎ আনন্দ দিনেশ। তাঁহাতে নাহিক মোহ নিশা লবলেশ॥
সহজ প্রকাশ রূপ হন ভগবান। কেমনে সম্ভবে তথা বিজ্ঞান বেহান॥
হরষ বিষাদ জ্ঞান পুনশ্চ অজ্ঞান। জীব ধর্ম্ম মাত্র অহঙ্কার অভিমান॥
শ্রীরাম ব্যাপক ব্রহ্ম জানে জগজন। পরম আনন্দ পরমেশ সনাতন॥

দোঃ—প্রসিদ্ধ পুরুষবর, দিব্য জ্যোতি প্রভাকর রঘুকুল শিরোমণি, সেইত আমার স্বামী,
সুপ্রকাশ পরাবর নাথ। কহি শিব নোয়াইল মাথ॥১১৬

চৌঃ—নাহি বোঝে নিজ ভ্রম পরম অজ্ঞানী। প্রভুতে আরোপ দোষ-জ্ঞানহীন মানি॥
গগনে পটল ঘন যেমতি নেহারি। লুকাল তপন হেন কহে অবিচারী॥
অঙ্গুলি লাগায়ে নেত্রে করে নিরীক্ষণ। যুগল চন্দ্রমা তার হয় দরশন॥
মোহ রাম বিষয়ক শুনহ কেমন। তম ধূম ধূলি শোভে আকাশে যেমন॥
বিষয় ইন্দ্রিয় সুর, পুনঃ জীবগণ। এক হতে এক হয় অধিক চেতন॥
পর প্রকাশক সবাকার যেবা হয়। অনাদি অযোধ্যাপতি শ্রীরাম নিশ্চয়॥
জগত প্রকাশ্য তার প্রকাশক রাম। মায়ার অধীশ সর্ব্ব জ্ঞান গুণ ধাম॥
জড় মহামায়া যাঁর সত্যতা লইয়ে। সত্যরূপে ভাসে সদা মোহের আশ্রয়ে॥

দোঃ—শুক্তিতে রজত ভাসে, রবি করে জল। তিনকালে মিথ্যা তবু বিভ্রম প্রবল॥ ১১৭

চৌঃ—এইরূপ হরি অধিষ্ঠানে জীব রহে। অসৎ যদ্যপি সদা সুখেদুঃখে দহে॥
মস্তক কাটিয়া নিল দেখিলে স্বপনে। দুঃখদূর নাহি হয় বিনা জাগরণে॥
যাঁহার কৃপায় এই ভ্রম দূরে যায়। গিরিজা কৃপালু সেই প্রভু রঘুরায়॥
আদি অন্ত যাঁর কভু কেহ নাহি পায়। মতি অনুসারে বেদ এই মত গায়॥
চরণ বিহীন চলে বিনা কর্ণে শোনে। নানা কার্য্য করে পুনঃ করের বিহনে॥
আনন রহিত কিন্তু সর্ব্বরস ভোগী। বাণী বিনা কহে বাক্য অতিশয় যোগী॥
নয়ন বিহীন দেখে, স্পর্শে তনু বিনে। ভুঞ্জয় অশেষ গন্ধ নাসিকা বিহনে॥
এইরূপ অলৌকিক সকল রকম। যাহার মহিমা কভু না হয় বর্ণন॥

দোঃ—বেদ বুধ গায় হেন মুনিগণ যাঁরে ধরে ধ্যান।
দশরথ সুত সেই কোশলের পতি ভগবান॥ ১১৮

চৌঃ—কাশীতে মরিতে জীব জন্তু অবলোকি। যাঁর নাম দিয়ে করে সকলে বিশোকী॥
সেই প্রভু মোর সর্ব্ব চরাচর স্বামী। রঘুবর সবাকার হৃদে অন্তর্যামী॥
বিবশ হয়েও যদি রাম নাম স্মরে। অনেক জনমার্জ্জিত পাপভস্ম করে॥
সাদরে স্মরণ যেবা করে রাম নাম। ভবনদী পার হয় গোষ্পদ সমান॥
পরমাত্মা হন প্রভু শ্রীরাম ভবানি। তাহে ভ্রমশঙ্কা অতি অবিহিত জানি॥
হৃদয়ে আনিলে কভু এমন সংশয়। বিজ্ঞান বৈরাগ্য সব গুণ নষ্ট হয়॥
ভ্রমহারী শিব বাক্য করিয়া শ্রবণ। কুতর্ক রচনা সব কৈল পলায়ন॥
রঘুনাথ পদে প্রীতি প্রতীতি হইল। দারুণ সংশয় শঙ্কা সকলি মিটিল॥

দোঃ—প্রভু পাদপদ্ম ধরি শিরে বার বার। পঙ্করুহ পাণি জুড়ি ভবানী আবার ॥
কহিল সুন্দর বাক্য শুনি মনে হয়। প্রেমরসে ডুবাইয়া যেন উচ্চারয় ॥ ১১৯

চৌঃ—শশিকর সম বাক্য শুনিয়া তোমার। শরত আতপ মোহ কাটিল আমার ॥
কৃপালু হরিলে তুমি সকল সংশয়। রামের স্বরূপে মোর হইল প্রত্যয় ॥
প্রভুর কৃপায় এবে বিগত বিষাদ। আনন্দ লভিনু পেয়ে চরণ প্রসাদ ॥
এখন আমারে নিজ কিঙ্করী জানিয়া। যদ্যপি সহজে জড় অজ্ঞ নারী হিয়া ॥
প্রথম করিনু প্রশ্ন করহ উত্তর। প্রসন্ন হইয়া নাথ আমার উপর ॥
চিন্ময় পরম ব্রহ্ম, রাম অবিনাশী। সকল রহিত সব উরপুর বাসী ॥
নর তনু ধরে ব্রহ্ম 'বল কিবা হেতু। বুঝাইয়া দেও মোরে সব বৃষকেতু ॥
শুনিয়া উমার বাক্য পরম বিনীত। রাম কথাপরে শুচি প্রীতি সমন্বিত ॥

দোঃ—আনন্দিত কাম অরি স্বভাবে চতুর। কৃপাময় কহে উমা প্রশংসি প্রচুর ॥১২০ক

সোঃ—শ্রীরাম চরিত কথা শুন উমা মানস বিমল।
ভূশণ্ডী কহিল শোনে খগপতি গরুড় অমল। ১২০খ

সোঃ—পশ্চাতে কহিব যথা হল সেই সংবাদ উদার।
পরম পবিত্র লীলা এবে শোন রাম অবতার ॥ ১২০গ

সোঃ—হরি গুণ, নাম, কথা অগণিত, অমিত অপার।
সাদরে শুনহ উমা, কহি নিজ মতি অনুসার ॥ ১২০ঘ

চৌঃ—হরির শুনহ উমা সুন্দর চরিত। বিপুল বিশদ বেদ আগমে কীর্ত্তিত ॥
হরি অবতীর্ণ যেবা কারণে ধরায়। এই হেতু জন্ম ইহা কহা নাহি যায় ॥
মন বুদ্ধি তর্ক বাণী সবার অতীতে। শ্রীরাম, ভবানি মোর হেন লয় চিতে ॥
তথাপি সজ্জন মুনি আগম পুরাণ। অনুমানি যথামতি করে কিছু গান ॥
তেমনি সুমুখি কিছু শুনাব তোমারে। জনমের হেতু যাহা বুঝিনু বিচারে ॥
যখন যখন ঘটে ধরমের গ্লানি। অসুর অধম বাড়ে অতি অভিমানী ॥
দারুণ দুর্নীতি করে না হয় বর্ণন। দুঃখ পায় সুর, ধেনু, ধরণী ব্রাহ্মণ ॥
বিবিধ শরীর প্রভু করিয়া ধারণ। কৃপাময় সন্তদুঃখ করেন হরণ ॥

দোঃ—দেবগণে রক্ষে, করি অসুর নিধন। শ্রুতির মর্য্যাদা প্রভু করেন রক্ষণ ॥
জগতে বিশদ যশ বিস্তারে আপন। রাম জনমের এই প্রথম কারণ ॥ ১২১

চৌঃ—কীর্ত্তন করিয়া যশ ভক্ত ভবে তরে। কৃপাসিন্ধু ভক্তত্রাণ তরে তনু ধরে ॥
রাম জনমের হেতু আছয় অনেক। পরম বিচিত্র সবে এক হতে এক ॥
দুই এক বাখানিব জনম কারণ। সুমতি ভবানি তুমি শুন দিয়া মন ॥
হরিপ্রিয় দ্বারপাল ছিল দুইজন। নামেতে বিজয়, জয় জানে সর্ব্বজন ॥
ব্রাহ্মণের শাপে তারা দুই সহোদর। তামস শরীর পেয়ে হ'ল নিশাচর ॥

হিরণ্যকশিপু আর কনক লোচন। জগতবিদিত ইন্দ্র মদ বিভঞ্জন ॥
সমরবিজয়ী বীর জগতে বিখ্যাত। বরাহ রূপেতে একে করিল নিপাত ॥
নৃসিংহ মূরতি ধরি দ্বিতীয়ে বধিল। ভকত প্রহ্লাদ যশ ভবে বিস্তারিল ॥

দোঃ—পুনঃ নিশাচর হ'ল দোঁহে অতি বলী মহাবীর।
জগতে বিখ্যাত সুরজয়ী কুম্ভকর্ণ, দশশির ॥ ১২২

চৌঃ—যদ্যপি বধিল রাম মুক্তি না লভিল। তিন জন্ম ভোগ হবে বিপ্রশাপ ছিল ॥
একবার তাহাদের উদ্ধারের লাগি। ধরিলা শরীর হরি ভক্ত অনুরাগী ॥
কশ্যপ অদিতি তথা ছিল পিতামাতা। জননী কৌশল্যা হেথা দশরথ পিতা ॥
এক কল্পে এই ভাবে নিয়ে অবতার। পবিত্র চরিত্র করি তারিলা সংসার ॥
এককল্পে দেবগণ হইল দুঃখিত। জলন্ধর সনে যুদ্ধে হ'য়ে পরাজিত ॥
শঙ্কর করিল তবে সংগ্রাম অপার। মহাবল নিশাচর না হ'ল সংহার ॥
পতিব্রতা সতী ছিল রক্ষপতি নারী। সেই বলে জিতিবারে নারিল পুরারি ॥

দোঃ—ছলে ব্রত ভাঙ্গি হরি সুরকার্য্য কৈলা। মরম জানিয়া সতী ক্রোধে শাপ দিলা ॥ ১২৩

চৌঃ—তার শাপ বরি হরি করিলা প্রমাণ। কৌতুক সাগর কৃপাময় ভগবান ॥
মরি জলন্ধর পুনঃ রাবণ হইল। যুদ্ধে মারি তারে রাম মুক্তি পদ দিল ॥
এক জন্ম ধারণের ইহাই কারণ। যার লাগি নর তনু করিলা ধারণ ॥
প্রতি অবতার কথা শুনি মুনি সনে। বিস্তার করিয়া বরণিল কবিগণে ॥
নারদ প্রভুরে শাপ দিলা একবার। এক কল্পে তেকারণে প্রভু অবতার ॥
গিরিজা চকিত হল শুনিয়া সে বাণী। নারদ বিষ্ণুর ভক্ত মহামুনি জ্ঞানী ॥
কিবা হেতু মুনিবর শাপ তাঁকে দিল। কিবা অপরাধ রমাপতি করেছিল ॥
আমাকে প্রসঙ্গ সেই কহ ত্রিপুরারি। মুনি মনে মোহ লাগে বিসময় ভারী ॥

দোঃ—হাসিয়া কহেন শিব, মূর্খ, জ্ঞানী ভবে কেহ নয়।
শ্রীরাম যাহারে যবে, যাহা করে, সেই তাহা হয় ॥ ১২৪ক

সোঃ—রামগুণ গাথা কহি ভরদ্বাজ শুনহ সাদরে।
তুলসী ভজহ রাম ভবহারী, মদ মান ছেড়ে ॥১২৪খ

চৌঃ—অতি শুচি এক হিমালয়ের গহ্বর। নিকটে বহিছে গঙ্গা অতীব সুন্দর ॥
পরম পবিত্র তপোবন সুখকর। দেখি নারদের মনে লাগে মনোহর ॥
হেরিয়া সরিত শৈল বিপিন বিভাগ। রমাপতি পদে উপজিল অনুরাগ ॥
হরির স্মরণে শাপগতি * রুদ্ধ হৈল। সহজ বিমল মনে সমাধি লাগিল ॥
মুনি গতি দেখি ভীত হইল সুরেশ। ডাকিয়া কন্দর্পে মান করিল বিশেষ ॥
সহিত সহায় কাম যাও মম হেতু। আনন্দিত মনে চলে জলচর কেতু ॥
শচীপতি মনোমাঝে উপজিল ত্রাস। দেব ঋষি চাহে বুঝি মম পুরে বাস ॥

* নারদের শিক্ষায় দক্ষ পুত্রগণ বিরাগী হন, তজ্জন্য দক্ষ নারদকে শাপ দিয়াছিলেন যে চারি দণ্ডের বেশী কোথাও অবস্থান করিতে পারিবেন না।

জগ মাঝে যেই জন কামী অতিশয়। কুটিল কাকের মত সবে করে ভয় ॥

দোঃ—মৃগরাজে দেখি যথা কুকুর দুর্ম্মতি। শুষ্ক অস্থি লয়ে ভাগে অতি দ্রুতগতি ॥
মনে ভয় পাছে লয় আহার কাড়িয়া। তেমনি শরম শূণ্য সুরপতি হিয়া ॥ ১২৫

চৌঃ—নারদ আশ্রমে যবে পৌঁছিল মদন। নিজ মায়া বলে সৃজে বসন্ত তখন ॥
কুসুমিত নানা তরুবর বহু রঙ্গ। কোকিল কূজন করে গুঞ্জরয় ভৃঙ্গ ॥
বহিল সুন্দর অতি ত্রিবিধ পবন। কাম অগ্নি যাহে হয় শীঘ্র উদ্দীপন ॥
রম্ভাদিক যত সুর রমণী নবীনা। সকল কুসুম শর কলাতে নিপুণা ॥
সঙ্গীত করয় নানা সুতান তরঙ্গে। নানাবিধ ক্রীড়া করে দু'পাণি পতঙ্গে ॥
দেখিয়া সহায় কাম আনন্দিত মন। পুনঃ মায়াজাল নানা করয় সৃজন ॥
কাম কলা মুনিবরে কিছু না ব্যাপিল। পাপী মনোভব হৃদে ভীতি উপজিল ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘিতে পারে কেহ কি তাহার। রমাপতি হেন শ্রেষ্ঠ রক্ষক যাহার ॥

দোঃ—সহায় সহিত ভীত কাম হার মানি মনে মনে।
আর্ত্ত বাক্য কহে মনোভব পড়ি মুনির চরণে ॥ ১২৬

চৌঃ—নারদের মনে নাহি উপজিল রোষ। প্রিয় বাক্য কহি করে কামে পরিতোষ ॥
শির নোয়াইয়া পদে আদেশ পাইয়া। সহায় সহিত কাম চলিল ফিরিয়া ॥
মুনি সুশীলতা পুনঃ আপন করণী। সুরপতি সভামাঝে বর্ণিল আপনি ॥
শুনিয়া সবার মনে বিস্ময় লাগিল। মুনিরে প্রশংসি সবে হর্ষে প্রণমিল ॥
নারদ চলিল তবে শিব সন্নিধান। কাম জিনিয়াছে মনে অতি অভিমান ॥
কন্দর্প চরিত মহাদেবে শুনাইল। অতি প্রিয়জানি হর মুনিরে কহিল ॥
বার বার সবিনয় কহি মুনি তোরে। যেমন কামের কথা শুনাইলা মোরে ॥
তেমন কখন নাহি হরিকে শুনাবে। কথা উত্থাপন হলে চাপিয়া যাইবে ॥

দোঃ—ভাল নাহি লাগে নারদের শম্ভু হিত উপদেশ।
বলবান হরি ইচ্ছা, শুন মুনি কৌতুক বিশেষ ॥১২৭

রাম যাহা করে ইচ্ছা সেই সদা হয়। অন্যথা করিবে হেন সাধ্য কারো নয় ॥
মুনির শঙ্কর বাক্য ভাল না লাগিল। ব্রহ্মলোক পানে তবে দেবর্ষি চলিল ॥
এক বার করতলে লয়ে নিজ বীণ। হরিগুণ গানে মুনি পরম প্রবীণ ॥
ক্ষীর সিন্ধু তটে উপনীত মুনিরায়। শ্রীনিবাস বেদশিরা রহেন যথায় ॥
আনন্দে উঠিয়া মিলে রমা নিকেতন। ঋষি সহ কৈল পুনঃ আসন গ্রহণ ॥
চরাচর নাথ তবে হাসিয়া কহিলা। বহুদিন পরে মুনি দরশন দিলা ॥
কামের চরিত সব নারদ বর্ণিল। যদ্যপি মহেশ তারে নিষেধ করিল ॥
রঘুপতি মায়া বলবতী অতিশয়। কোন্ জন হেন ভবে মোহিত না হয় ॥

দোঃ—বিরষ বদনে মৃদু বাক্যে তবে বলে ভগবান।
তোমার স্মরণে ঋষি মেটে মোহ মায়া মদ মান ॥১২৮

চৌঃ—শুন মুনি মোহ হয় অন্তরে তাহার। হৃদয়ে বৈরাগ্য জ্ঞান নাহিক যাহার ॥

ব্রহ্মচর্য্য ব্রতরত তুমি মতি ধীর। পারে কি তোমারে কাম করিতে অস্থির॥
নারদ কহিল তবে করি অভিমান। সকলি তোমার কৃপা প্রভু ভগবান॥
কৃপানিধি দেখিলেন হৃদয়ে বিচারি। অঙ্কুরিত হৃদি মাঝে গর্ব্ব তরু ভারী॥
ফেলিব সত্বর তাহা সমূলে উপাড়ি। প্রতিজ্ঞা আমার সদা ভক্তহিতকারী॥
মুনির হইবে হিত কৌতুক আমার। অবশ্য করিব আমি উপায় তাহার॥
হরি পদে প্রণমিয়া নারদ তখন। অহঙ্কার পূর্ণ হৃদে করেন গমন॥
শ্রীপতি নিজের মায়া করিলা প্রেরণ। শুনহ কঠিন তাঁর কার্য্য আয়োজন॥

দোঃ—বিরচিল পথি মাঝে পুরী শত যোজন বিস্তার।
বৈকুণ্ঠ হইতে পুরী সুশোভিত বিচিত্র প্রকার॥ ১২৯

চৌঃ—নগরের নর নারী অতীব সুন্দর। বহু রতি কাম যেন নিল কলেবর॥
সে নগরে বাস করে শীলনিধি রাজ। অগণিত বাজী গজ সৈনিক সমাজ॥
শত সুরেশ্বর সম বৈভব বিলাস। রূপ, তেজ, বল, নীতি সকল নিবাস॥
বিশ্ববিমোহিনী নামে তাহার কুমারী। লক্ষ্মী বিমোহিত যার সুষমা নেহারি॥
সর্ব্বগুণ খনি কন্যা হরির মায়ায়। অপরূপ শোভা তার কহা নাহি যায়॥
নৃপবালা স্বয়ম্বর কৈলা আয়োজন। সমাগত অগণিত মহীপতি গণ॥
কৌতুকের বশে মুনি নগরে পশিল। পুরজনে জিজ্ঞাসিয়া বৃত্তান্ত জানিল॥
সকল চরিত শুনি নৃপগৃহে যায়। পূজা করি নরপতি মুনিরে বসায়॥

দোঃ—নারদে দেখায় আনি রাজার নন্দিনী। কহে, কুমারীর দোষ গুণ কহ শুনি॥ ১৩০

রূপ দেখি মুনিরাজ বিরতি ভুলিল। বহুক্ষণ ধরি' কর রেখা নিরখিল॥
লক্ষণ দেখিয়া তার মনোমুগ্ধকর। বাহিরে না কহে কিছু প্রফুল্ল অন্তর॥
যাহাকে বরিবে কন্যা অমর হইবে। সমর অঙ্গনে তারে কেহ না জিনিবে॥
সব চরাচর সেবা করিবে তাহারে। শীলনিধি রাজ কন্যা বরিবে যাহারে॥
লক্ষণ বিচারি সব রাখিল অন্তরে। কল্পনা করিয়া কিছু কহে মহীপেরে॥
সুতা সুলক্ষণা, কহি রাজার গোচর। নারদ চলিল চিন্তা মগন অন্তর।
যতন করিব সেই হৃদয়ে' বিচারি। যে প্রকারে বরে মোরে রাজার ঝিয়ারী॥
জপ তপ কিছু নহে সম্ভব এখনে। হে বিধি কুমারী মোর মিলিবে কেমনে॥

দোঃ—এ সময় চাহি শোভা অতিশয়, অপরূপ রূপ।
কুমারী পরাবে জয়মাল্য দেখি সৌন্দর্য্য অনুপ॥ ১৩১

চৌঃ—সৌন্দর্য্য মাগিব আমি হরির সদন। বিলম্ব হইবে গেলে বৈকুণ্ঠ ভবন॥
হিতকারী নাহি মোর কেহ হরি সম। এ সময়ে হরি হোন্ সহায়ক মম॥
বিনয় করিল ঋষি বহু সেই কাল। প্রকটিত হল প্রভু কৌতুকী কৃপাল॥
নয়ন জুড়ানো রূপ প্রভুর দেখিয়া। কার্য্য সিদ্ধ জানি মুনি আনন্দিত হিয়া॥
আর্ত্তভাবে সব কথা নারদ শুনায়। করহ করুণা প্রভু হইয়া সহায়॥
নিজ রূপ যদি প্রভু না দেও আমারে। অন্য কোন রূপে নাহি পাইব কন্যারে॥

যে প্রকারে নাথ হিত হইবে আমার। শীঘ্র কর তাই, আমি সেবক তোমার॥
মায়াবল সুবিশাল আপন হেরিল। অন্তরে হাসিয়া দীন দয়াল কহিল॥
দোঃ—যে মতে পরম হিত হবে শুন নারদ তোমার।
তেমন করিব কভু মিথ্যা নহে বচন আমার॥ ১৩২
চৌঃ—কুপথ্য চাহিলে রোগ বেয়াকুল রোগী। বৈদ্য নাহি দেয় তাহা শুন মুনি যোগী॥
এমত করিব তব মঙ্গল বিধান। এত বলি প্রভু তবে হল অন্তর্ধান॥
মায়াতে বিবশ মুনি হইল বিমূঢ়। বুঝিতে নারিল হরি বচন নিগূঢ়॥
ত্বরিত নারদ ঋষি তথায় চলিল। স্বয়ম্বর ভূমি রাজা যথা বিরচিল॥
নৃপতি সকল উপবিষ্ট নিজ স্থানে। সমাজ সহিত সাজি বিবিধ বিধানে॥
আমি বড় রূপবান হর্ষ মুনি মনে। ভুলে না বরিবে আমা বিনা অন্যজনে॥
মুনির মঙ্গল লাগি করুণা নিধান। না যায় বর্ণন হেন রূপ কৈলা দান॥
সেরূপ অপরে লক্ষ্য করিতে নারিল। দেবর্ষি জানিয়া সবে শির নোয়াইল॥
দোঃ—দুই রুদ্রগণ তথা, মর্ম্ম তারা জানিল সকল।
ফেরে দেখি দেখি ব্রাহ্মণের বেশে কৌতুক বিহ্বল॥ ১৩৩
চৌঃ—যে সমাজে মুনিবর বসিল যাইয়া। রূপের গরবে মনে অভিমানী হিয়া॥
মহেশের গণ যুগ সেখানে বসিল। বিপ্রবেশে কেহ নাহি স্বরূপ জানিল॥
নারদে শুনায়ে দোঁহে করে উপহাস। হরি দিলা কিবা রূপ সাবাস সাবাস॥
রূপ হেরি রাজকন্যা পড়িবে প্রেমেতে। হরি জানি বরমাল্য পরাবে গলেতে॥
পরবশ মুনি মহা মোহ নিমগন। প্রফুল্ল অন্তরে হাসে দুই রুদ্র গণ॥
যদ্যপি শুনয়ে মুনি বিদ্রূপ বচন। বুঝিতে না পারে কিছু মোহ মুগ্ধ মন॥
মুনির অদ্ভুত রূপ কেহ না দেখিল। রাজকন্যা মাত্র মুনি স্বরূপ হেরিল॥
মর্কট বদন মুনি দেহ ভয়ঙ্কর। দেখিয়া ক্রোধেতে জ্বলে কুমারী অন্তর॥
দোঃ—কুমারী সখীর সঙ্গে চলে রাজ মরালীর মত।
জয় মাল্য কর পদ্মে দেখি ফেরে মহীপাল যত॥ ১৩৪
যে দিকে বসিয়া ছিল নারদ ফুলিয়া। সেই দিকে রাজ কন্যা না চাহে ভুলিয়া॥
পুনঃ পুনঃ ব্যগ্র মুনি উসখুস করে। দশা দেখি রুদ্রগণ হাসে মৃদু স্বরে॥
নৃপতনু ধরি তথা গেলেন কৃপাল। আনন্দে কুমারী গলে দিলা জয়মাল॥
কুমারী লইয়া গেল কমলা নিবাস। নৃপতি সমাজ যত হইল নিরাশ॥
মোহে নষ্ট মতি মুনি অতীব বিকল। মণি যেন পড়ে গেছে হইতে অঞ্চল॥
তবে রুদ্রগণ কহে হাসিয়া হাসিয়া। মুকুরে আপন মুখ দেখ মুনি গিয়া॥
এত কহি রুদ্রগণ ভয়ে পালাইল। জলাশয়ে গিয়া মুনি মুখ নিরখিল॥
বেশ বিলোকিয়া মুনি ক্রোধান্ধ হইল। ঘোর অভিশাপ মুনি রুদ্রগণে দিল॥
দোঃ—ঘোর নিশাচর হও, গিয়ে ছলী মহাপাপী তোমরা দুজনে।
মম উপহাস ফল লহ, হাসিবেনা পুনঃ কভু মুনিগণে॥ ১৩৫
চৌঃ—জল মাঝে দেখে মুনি সরূপ পাইল। তথাপি দেবর্ষি মনে সন্তোষ নহিল॥

মনো মাঝে কোপাবিষ্ট কম্পিত অধর। কমলা পতির পাশে চলিল সত্বর ॥
অভিশাপ দিব কিম্বা ত্যজিব জীবন। জগতে করিলা মোরে বিদ্রূপ ভাজন ॥
পথিমধ্যে দেখে অগ্রে চলে দনুজারি। সঙ্গে রমা সহ চলে নৃপতি কুমারী ॥
মধুর বচনে কহে দেবতার পতি। মুনি কোথা চলিয়াছ বেয়াকুল মতি ॥
বাক্য শুনি হৈলা মুনি ক্রোধেতে অনল। মায়া বশে মতি বুদ্ধি বিহ্বল বিকল ॥
পরের সম্পদ তুমি না পার দেখিতে। ঈর্ষা কপটতা আছে বিশেষ তোমাতে ॥
সমুদ্র মন্থনে শিবে করিলা পাগল। দেবগণে প্রেরি ভুঞ্জাইলে হলাহল ॥

দোঃ—অসুরে বারুণী, রুদ্রে বিষ, নিজে নিলা রমা কৌস্তুভ রতন।
স্বার্থের সাধক তুমি সদা কুটিলতাময় তব আচরণ ॥ ১৩৬

চৌঃ—পরম স্বতন্ত্র কেহ নাহি শিরপরে। তাই কর যাহা ভাল ভাবহ অন্তরে ॥
ভাল কে করহ মন্দ, উত্তম মন্দেরে। সুখ দুঃখ কিছু তব মনে নাহি ধরে ॥
একে একে প্রতারণা করিলে সবারে। অশঙ্ক অত্যন্ত, সদা উৎসাহ অন্তরে ॥
শুভাশুভ কর্ম্মে তব নাহি কোন বাধা। অদ্যাবধি কারো হাতে না হইলে সিধা ॥
ভাল মানুষের হাতে পড়েছ এবার। উচিত করম ফল পাবে আপনার ॥
আমাকে বঞ্চিলে তুমি যে দেহ ধরিয়া। মম অভিশাপে সেই দেহ ধর গিয়া ॥
আমারে করিলে তুমি কপির আকার। কপিগণ করিবেক সাহায্য তোমার ॥
আমার করেছ তুমি মহা অপকার। রমণী বিরহে দুঃখ লভিবে অপার ॥

দোঃ—শিরে ধরি হর্ষে শাপ, প্রভু বহু বিনয় করিলা।
নিজমায়া প্রবলতা কর্ষি কৃপানিধি সম্বরিলা ॥ ১৩৭

চৌঃ—হরি মায়া যবে প্রভু কৈলা নিবারণ। কোথা রমা কোথা রাজ কুমারী তখন ॥
ভয় ভীত হয়ে মুনি হরির চরণ। ধরি কহে, রক্ষা কর আরতি হরণ ॥
মিথ্যা হোক্ অভিশাপ আমার কৃপাল। মম ইচ্ছা কহে প্রভু, দীনে সুদয়াল ॥
দুর্ব্বচন বহু আমি কহিনু তোমারে। কহ প্রভু পাপ মম মিটে কি প্রকারে ॥
জপ কর গিয়া শঙ্করের শত নাম। হৃদয়ে ত্বরিতে তুমি লভিবে বিশ্রাম ॥
শিব সম প্রিয় মম কেহ নাহি হয়। ভুলে না ত্যজিবে কভু এ হেন প্রত্যয় ॥
যাহারে পুরারি নাহি করুণা করিবে। আমাতে ভকতি মুনি তাহার নহিবে ॥
অন্তরে জানিয়া হেন মহী বিচরিবে। মম মায়া তবপাশে কভু না আসিবে ॥

দোঃ—প্রবোধিয়া মুনিবরে বহু ভাবে প্রভু তবে হল অন্তর্ধান।
নারদ চলিল ব্রহ্মলোকে হৃষ্টচিত্তে করি রাম গুণ গান ॥ ১৩৮

চৌঃ—পথে যেতে মুনিবরে দেখি হরগণ। মোহ অপগত অতি হরষিত মন ॥
অতি ভীত নারদের সমীপে আসিল। পদধরি আর্ত্ত বাক্য দোঁহে শুনাইল ॥
কহে বিপ্র নহে মুনি মোরা হরগণ। মহাপাপ কৈনু ফল পাইনু তেমন ॥
শাপ অনুগ্রহ এবে করহ কৃপাল। উত্তর করিল ঋষি দীনেতে দয়াল ॥
নিশাচর হয়ে জন্ম লহ দুই জন। বিপুল বৈভব তেজ বল বিলক্ষণ ॥

ভুজ বলে বিশ্বজয় করিবে যখন। নরতনু বিষ্ণু তবে করিবে ধারণ ॥
হরি হস্তে যুদ্ধে মৃত্যু হইবে তোমার। মুক্ত হয়ে যাবে পুনঃ না হবে সংসার ॥
মুনিপদে প্রণমিয়া দুজন চলিল। যথা কালে নিশাচর হয়ে জনমিল ॥

দোঃ—এক কল্পে এ কারণে নিলা প্রভু নর অবতার।
সজ্জন সুখদ সুর সুখদাতা ভঞ্জন ভূভার ॥ ১৩৯

চৌঃ—হরির জনম কর্ম্ম জানিবে এমন। সুখদ বিচিত্র মনোহর অগণন ॥
কল্পে কল্পে নিয়ে প্রভু নানা অবতার। অপরূপ লীলা করে বিবিধ প্রকার ॥
সেই সেই লীলা কথা মুনীশ্বরগণ। বিবিধ প্রবন্ধ করি করেন কীর্ত্তন ॥
অনুপম পরসঙ্গ বিবিধ রচয়। চতুর শুনিয়া তাহে বিস্মিত না হয় ॥
শ্রীহরি অনন্ত, অন্তহীন লীলা তাঁর। সাধু বেদ কহে শোনে অনেক প্রকার ॥
শ্রীরাম চন্দ্রের লীলা অতি মনোরম। কোটি কল্পে গান তার নহে সমাপন ॥
প্রসঙ্গ বর্ণন এই করিনু ভবানি। হরি মায়া মুগ্ধ করে মহামুনিজ্ঞানী ॥
লীলাময় প্রভু প্রণতের হিতকারী। সেবিলে সুলভ সব দুঃখ তাপ হারী ॥

সোঃ—সুর নর মুনি নাহি কেহ যাহে নাহি মোহে মায়া অতিবল।
হেন বিচারিয়া হৃদে ভজ মহামায়া পতি ছাড়ি মোহ ছল ॥ ১৪০

চৌঃ—অপর কারণ শুন শৈলেশ কুমারি। কহিব বিচিত্র কথা সকল বিস্তারি ॥
যে কারণে ব্রহ্ম অজ অগুণ অরূপ। অবতীর্ণ ভবে হয়ে অযোধ্যার ভূপ ॥
যে প্রভু দেখিলে তুমি ভ্রমিতে কাননে। মুনিবেশ পরিহিত অনুজের সনে ॥
যাঁহার বিচিত্র লীলা দেখিয়া ভবানি। সতী দেহে হয়েছিলে ভ্রমে পাগলিনী ॥
আজিও যাহার ছায়া মেটেনি তোমার। ভ্রমরোগ হারী শোন চরিত তাঁহার ॥
যে লীলা করিলা প্রভু সেই অবতারে। সকল কহিব মম মতি অনুসারে ॥
শোন ভরদ্বাজ, শুনি শঙ্করের বাণী। সঙ্কুচিত মৃদু হাসে সপ্রেম ভবানী ॥
বলিতে লাগিল পুনঃ দেব বৃষকেতু। রামরূপে অবতীর্ণ হইলা যে হেতু ॥

দোঃ—তোমারে কহিব সব, মুনিবর, কর অবধান।
হরি কলি মল করে কথা সব কল্যাণ প্রদান ॥ ১৪১

চৌঃ—স্বায়ম্ভুব মনু ; পত্নী শতরূপা যার। যাহা হতে হল নর বংশের বিস্তার ॥
দম্পতি ব্যাপৃত ছিল ধর্ম্ম আচরণে। অদ্যাপি যাদের যশ আগম বাখানে ॥
নৃপতি উত্তানপাদ তাহার তনয়। যার পুত্র হরিভক্ত ধ্রুব মহাশয় ॥
কনিষ্ঠ তনয় নাম প্রিয় ব্রত যার। বেদ পুরাণেতে গাহে সুযশ তাহার ॥
দেবহুতি নামে ছিলা মনুর কুমারী। ভাগ্যবতী মুনি কর্দ্দমের প্রিয় নারী ॥
আদি দেব প্রভু যিনি দীনে দয়াশীল। জঠরে উদিত তাঁর কৃপালু কপিল ॥
সাংখ্য শাস্ত্র করিলেন যিনি প্রণয়ন। ভগবান তত্ত্ব বিচারেতে বিচক্ষণ ॥
বহুকাল সেই মনু রাজত্ব করিল। শিরে ধরি প্রভু আজ্ঞা অনেক পালিল ॥

সোঃ—বিষয়ে বৈরাগ্যহীন গৃহে বসি জরা সমাগত।
হরি ভক্তি বিনে জন্ম গেল, চিত্তে সন্তাপ সতত॥ ১৪২

চৌঃ—জোর করি রাজ্য দিয়ে আপন নন্দনে। রাণী সহ স্বায়ম্ভুব চলিলেন বনে॥
নৈমিষ অরণ্য নামে তীর্থ সুবিখ্যাত। সাধকের সিদ্ধি দাতা শুচি সুবিজ্ঞাত॥
বাস করে যথা মুনি সিদ্ধের সমাজ। আনন্দিত মনে তথা চলে মনুরাজ॥
পথে যেতে জায়াপতি শোভে মতি ধীর। জ্ঞান ভক্তি দোঁহে যেন ধরেছে শরীর॥
গোমতী নদীর তীরে গিয়া উত্তরিল। আনন্দে নির্ম্মল নীরে সিনান করিল॥
মিলিল আসিয়া যত সিদ্ধ মুনি জ্ঞানী। ধর্ম্ম ধুরন্ধর খ্যাত নৃপ ঋষি জানি॥
যেখানে যেখানে ছিল তীরথ সুন্দর। মুনিগণ সব তীর্থ করাল সাদর॥
কৃশ তনু মুনি পট করি পরিধান। সাধুর সভায় নিত্য শোনেন পুরাণ॥

দোঃ—দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র জপে অনুরাগে। বাসুদেব পাদ পদ্মে দুঁহু মন লাগে॥ ১৪৩

চৌঃ—আহার করেন মাত্র শাক ফল কন্দ। স্মরণ করেন ব্রহ্ম সচ্চিৎ আনন্দ॥
হরির লাগিয়া পুনঃ তপ আরম্ভিল। সলিল আহার ; ফল মূল তেয়াগিল॥
নিরন্তর অভিলাষ জাগে এই মনে। পরম প্রভুরে কবে দেখিব নয়নে॥
অগুণ অখণ্ড ব্রহ্ম অনন্ত অনাদি। যাঁহারে ধিয়ায় নিত্য পরমার্থবাদী।
নেতি নেতি কহি বেদ করে নিরূপণ। চিদানন্দ নিরুপাধি, যিনি অনুপম॥
শঙ্কর বিরিঞ্চি বিষ্ণু ভগবান কত। তাঁহার অঙ্গেতে উপজয় শত শত॥
হেন প্রভু সেবকের অধীন হইয়া। ভক্ত হেতু লীলা তনু আসেন ধরিয়া॥
সত্য যদি হয় এই শ্রুতির বচন। তবে মম অভিলাষ হইবে পূরণ॥

দোঃ—ছ'হাজার বর্ষ গেল করি শুধু সলিল গ্রহণ।
সহস্র সম্বত সপ্ত রহে করি অনিল সেবন॥ ১৪৪

চৌঃ—সহস্র সম্বত দশ তাহাও ত্যজিল। একপদে দুইজন দাঁড়ায়ে রহিল॥
বিধি হরি হর দেখি তপস্যা অপার। মনুর সমীপে আইলেন বহুবার॥
বর মাগো বহুভাবে কৈলা প্রলোভিত। অতি ধীর চালাইলে নহে বিচলিত॥
শরীর হইল মাত্র অস্থি অবশেষ। তথাপি মনেতে নাহি দুঃখ লবলেশ॥
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তবে নিজ দাস জানি। অনন্য উপায় উগ্রতপা নৃপ রাণী॥
বর মাগো বর মাগো হল নভোবাণী। পরম গম্ভীর বাণী সুধারস জিনি॥
মৃত সঞ্জীবনী দৈব বচন সুন্দর। শ্রবণ রন্ধ্রেতে যবে পশিল অন্তর॥
হৃষ্ট পুষ্ট হল নৃপ শরীর সুন্দর। মনে হয় এইমাত্র ত্যজিলেন ঘর॥

দোঃ—কর্ণ সুধাসম বাক্য শুনি পুলকিত প্রফুল্লিত কলেবরে।
দণ্ডবত করি কহে মনু; প্রেমবেগ অতি না ধরে অন্তরে॥ ১৪৫

চৌঃ—শোন সেবকের সুর তরু সুর ধেনু। বিধি হরি হর সুপূজিত পদরেণু॥
সেবক সুলভ সব আনন্দ দায়ক। প্রণত পালক চর অচর নায়ক॥
অনাথের বন্ধু যদি আমা পরে স্নেহ। প্রসন্ন হইয়া তবে এই বর দেহ॥

যে রূপেতে থাক তুমি শিবের অন্তরে। যার লাগি মুনিগণ সদা যত্ন করে ॥
কাক ভূশণ্ডীর মন মানস মরাল। অগুণ সগুণ শ্রুতি গাহে গুণজাল ॥
সেরূপ দেখিব আমি ভরিয়া নয়ন। কৃপা কর প্রণতের আরতি হরণ ॥
লাগিল পরম প্রিয় দম্পতি বচন। মৃদুল বিনীত স্নেহ রস নিমগন ॥
ভকত বৎসল প্রভু করুণা নিধান। জগত নিবাস প্রকটিল ভগবান ॥

দোঃ—নীল সরোরুহ নীলমণি নীর ধর তনু শ্যাম।
অঙ্গ শোভা হেরি পায় লাজ শত শত কোটি কাম ॥ ১৪৬

চৌঃ—শারদ ময়ঙ্ক জিনি ছবিশেষ মুখ। দরগ্রীবাধর চারু কপোল চিবুক ॥
অধর অরুণ রদ নাসা মনোহর। হাসিতে মলিন শশী কিরণ নিকর ॥
তরুণ অম্বুজ দুই অম্বক সুন্দর। চাহনি ললিত চারু মনোমুগ্ধকর ॥
কামের কামান জিনি ভ্রূভঙ্গী সুন্দর। তিলক ললাটে শোভে শশী দ্যুতিকর ॥
মস্তকে মুকুট কানে মকর কুণ্ডল। চাচর কুন্তল শোভে যেন অলিদল ॥
শ্রীবৎস লাঞ্ছিত উর বনমালা গলে। হীরকের হার মণি বিভূষণ দোলে ॥
সিংহের সমান স্কন্ধে যজ্ঞ উপবীত। বাহুযুগ মনোহর ভূষণ শোভিত ॥
করি কর সম শোভে যুগ ভুজদণ্ড। কটিতে তূণীর হস্তে সায়ক কোদণ্ড ॥

দোঃ—পীত পট শোভা, নিন্দে ক্ষণ প্রভা, নাভির সুগর্ত্ত, যমুনা আবর্ত্ত
উদরে ত্রিবলী শোভে। জিনি ভক্ত মন লোভে ॥ ১৪৭

চৌঃ—পদ কমলের শোভা না হয় বর্ণন। মধুপ সমান যাহে বসে মুনি মন ॥
বামভাগে শোভে আদি শক্তি অনুকূল। শোভার সাগর সব জগতের মূল ॥
উদ্ভূত যাহার অংশে সর্ব্ব গুণ খনি। অগণিত উমা রমা ব্রহ্মার ঘরণী ॥
ভ্রূকুটি বিলাসে যার উপজে ভুবন। বামভাগে শোভে সেই সীতা অনুপম ॥
ছবির সাগর হরি রূপ নিরখিয়া। নয়ন রহিল চাহি নিমেষ ভুলিয়া ॥
অনুপম রূপ দোঁহে হেরে দু নয়নে। মনু শতরূপা চিত্ত তৃপ্তি নাহি জানে ॥
আনন্দ বিহ্বল দেহ সম্বিত ভুলিয়া। দণ্ডবত হ'য়ে পড়ে চরণ ধরিয়া ॥
শিরে পরশিলা প্রভু নিজ কর কঞ্জ। ত্বরিত উঠায়ে ধরি করুণার পুঞ্জ ॥

দোঃ—করুণানিধান বলে মোরে অতি সুপ্রসন্ন জানি।
মনোমত বর মাগো মোরে মহা দানী অনুমানি ॥ ১৪৮

চৌঃ—প্রভুর বচন শুনি জুড়ি যুগ পাণি। ধৈরয ধরিয়া বলে মঞ্জু মৃদু বাণী ॥
দরশন করি পদ কমল তোমার। এখন পূরিল সব কামনা আমার ॥
এক অভিলাষ বড় হৃদে উপজয়। সুগম অগম কিছু কহন না যায় ॥
তুমি দিলে দিতে পার, প্রভু অনায়াসে। নিজ কৃপণতা বশ, অসম্ভব ভাসে ॥
কল্পতরু পেয়ে দীনদরিদ্র যেমন। যাচিতে বিপুল ধন সঙ্কুচিত মন ॥
তরুর প্রভাব নহে বিদিত তাহার। তেমন সংশয় প্রভু হৃদয়ে আমার ॥
বাসনা আমার তুমি জান অন্তর্যামী। পরিপূর্ণ কর মম মনোরথ স্বামি ॥

সঙ্কোচ ত্যজিয়া নৃপ মাগো সেই বর। তোমারে অদেয় কিছু নাহি আছে মোর ॥

দোঃ—করুণা নিধান দানী শিরোমণি কহি সত্য ক'রে।
তনয় তোমার মত চাই কিবা লুকাব তোমারে॥ ১৪৯

চৌঃ—পিরীতি দেখিয়া শুনি অমূল্য বচন। এবমস্তু কৃপানিধি কহিলা তখন॥
আমার সদৃশ কারে খুজিয়া পাইব। তোমার তনয় হয়ে আপনি আসিব॥
শতরূপা দাঁড়াইয়া আছে জুড়ি কর। প্রভু কহে দেবি মাগো মনোমত বর॥
চতুর নৃপতি প্রভো মাগিল যে বর। লাগিল আমার কাছে অতি মনোহর॥
পরন্তু ধৃষ্টতা বড়, লাগে অসম্ভব। যত্তপি ভকতি বশ অভিমত তব॥
ব্রহ্মাদি সকল ভুবনের তুমি স্বামী। নির্গুণ পরম ব্রহ্ম হৃদে অন্তর্যামী॥
এতেক বিচারি মোর হৃদয়ে সংশয়। তোমার বচন পুনঃ মিথ্যা নাহি হয়॥
তোমার চরণে যার ভক্তি অতিশয়। তাহার যেমন সুখ, যেবা গতি হয়॥

দোঃ—সেই ভক্তি, সেই সুখ, সেই গতি, সেই পদে স্নেহ।
বিবেক, রহনি সেই দয়াময় কৃপা করি দেহ॥ ১৫০

চৌঃ—শুনি মৃদু গূঢ় বর রচনা সুন্দর। মৃদু বাক্যে বলে প্রভু করুণা সাগর॥
যে বাসনা বশ মাতঃ তোমার হৃদয়। সব পুরাইব আমি না কর সংশয়॥
মাতঃ অলৌকিক এই বিবেক তোমার। সদা জাগরূক রবে কৃপায় আমার॥
চরণ-বন্দিয়া মনু কহে আর বার। অন্য এক নিবেদন শুনহ আমার॥
পুত্ররূপে হোক তব চরণে ভকতি। লোকে বলে ক্ষতি নাই মোরে মূঢ়মতি॥
মণি বিনা ফণী যথা, জল বিনা মীন। আমার জীবন হোক্ তোমার অধীন॥
এমত মাগিয়া বর, পদ ধরি রহে। তাহাই হইবে তবে কৃপানিধি কহে॥
এবে তুমি মম বাক্য শিরেতে ধরিয়া। সুরপতি রাজধানী বসহ যাইয়া॥

সোঃ—সুখ ভোগ ক'রে তথা গেলে কিছু কাল। সুত পাবে মোরে হয়ে অযোধ্যা ভূপাল॥ ১৫১

চৌঃ—ইচ্ছাময় নরবেশ করিয়া ধারণ। প্রকট হইব নৃপ তোমার ভবন॥
নর দেহ ধরি তাত অংশের সহিত। ভক্ত সুখকর সব করিব চরিত॥
শুনিয়া সাদরে যাহা নর বড় ভাগী। সংসারে তরিবে মদ মমতা তেয়াগী॥
আদ্যা শক্তি যাহা হতে জগত সৃজন। মম মায়া নর তনু করিবে ধারণ॥
পূরাইব আমি নৃপ বাসনা তোমার। সত্য সত্য সত্য জেনো বচন আমার॥
বার বার আশ্বাসিয়া করুণা নিধান। অন্তর্ধান হইলেন প্রভু ভগবান॥
কৃপাময়ে ভক্তি করি হৃদে কিছুকাল। তপোবনে বাস কৈলা সস্ত্রীক ভূপাল॥
কালক্রমে ত্যজি দেহ দোঁহে অনায়াসে। প্রস্থান করিলা সুর পতির আবাসে॥

দোঃ—উমারে কহয় শুচি ইতিহাস দেব বৃষ কেতু।
অপর শুনহ ভরদ্বাজ, রাম জনমের হেতু॥ ১৫২

পুরাতন কথা শুচি শুনি পুনঃ মুনি। গিরিজা সমীপে শম্ভু কহিল বাখানি॥
জগতে বিখ্যাত এক কেকয় প্রদেশ। সত্য কেতু নামে বাস করিত নরেশ॥

ধর্ম্ম ধুরন্ধর রাজা অতি বলবান। তেজস্বী প্রতাপী শীল নীতির নিধান ॥
তাহার হইল পুত্র দুই মহাবীর। সবগুণ ধাম পুনঃ মহা রণধীর ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যেশ্বর হইল তাহার। জগতে প্রতাপ ভানু শুভ নাম যার ॥
অপর তনয় অরিমর্দ্দন নামেতে। অনুপম ভুজবল অচল রণেতে ॥
দুভাই পরম মিত্র ছিল পরস্পর। প্রেম পূর্ণ ছলদোষ বর্জ্জিত অন্তর ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্রে রাজ্যভার করিয়া অর্পণ। হরির ভজন লাগি চলিলা কানন ॥

দোঃ—প্রতাপ হইলে নৃপ, ফিরে গেল সেদেশে দোহাই।
বেদ বিধি মতে পালে প্রজা, কোথা অঘলেশ নাই ॥ ১৫৩

নৃপ হিতকারী ছিল মন্ত্রী বুদ্ধিমান। নামে ধর্ম্মরুচি কর্ম্মে শুক্রের সমান ॥
বুদ্ধিমান মন্ত্রী আর ভ্রাতা মহাবীর। আপনি প্রতাপ পুঞ্জ রণেতে সুধীর ॥
চতুরঙ্গ সেনা পুনঃ অসংখ্য অপার। অমিত সুসৈন্য সবে রণজয়ী যার ॥
সেনা বিলোকিয়া রাজা হরষিত মন। রণবাদ্য বাজে পুনঃ গভীর সঘন ॥
দিগ্বিজয় হেতু রাজা কটক রচিয়া। বাদ্য বাজাইয়া চলে সুদিন দেখিয়া ॥
যথা যথা মহাযুদ্ধ হইল ভীষণ। বাহু বলে জয় কৈল সব রাজগণ ॥
সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা নিজ বশ করি। দণ্ড ল'য়ে নৃপগণে রাজ্য দিল ছাড়ি ॥
সকল অবনী তলে ছিল সেইকাল। সম্রাট প্রতাপ ভানু এক মহীপাল ॥

দোঃ—বাহুবলে বিশ্বজিনি করি তবে স্বপুরে প্রবেশ।
ধর্ম্ম অর্থ-কাম সেবে যথাযোগ্য সময়ে নরেশ ॥ ১৫৪

নৃপতি প্রতাপভানু সহায় পাইয়া। কামধেনু সম ভূমি উঠিল হইয়া ॥
বর্জ্জিত সকল দুঃখ প্রজা সুখী ভারী। ধার্ম্মিক সুন্দর রাজ্যে যত নর নারী ॥
মন্ত্রীবর ধর্ম্মরুচি হরি পদে প্রীতি। রাজার মঙ্গল হেতু শিখায় সুনীতি ॥
গুরু সুর সন্ত পিতৃগণ মহীদেবে। সতত সবারে নৃপ সমাদরে সেবে ॥
রাজধর্ম্ম বেদে যাহা করয়ে বর্ণন। আদরে সকল পালে আনন্দিত মন ॥
প্রতিদিন নানা বিধ করে বহু দান। ধর্ম্মশাস্ত্র শোনে নিত্য আগম পুরাণ ॥
সর বাপী কূপ আদি বিবিধ তড়াগ। কুসুম বাটিকা আর সুশোভন বাগ ॥
বিপ্রগৃহ মনোহর দেবের মন্দির। সর্ব্ব তীর্থে নিরমিল বিচিত্র রুচির ॥

দোঃ—পুরাণে শ্রুতিতে আছে বিহিত যে যাগ। করিল সহস্রবার সহ অনুরাগ ॥ ১৫৫

হৃদয়ে না রাখে কোন ফলের সন্ধান। বিবেকী নৃপতি অতিশয় বুদ্ধিমান ॥
কায় মনোবাক্যে রাজা যে করে ধরম। জ্ঞানী বাসুদেবে সব করে সমর্পণ ॥
একবার আরোহণ করি অশ্ববরে। সমাজ সহিত চলে মৃগয়ার তরে ॥
বিন্ধ্য পর্ব্বতের ঘন কাননে পশিল। পবিত্র অনেক মৃগ শিকার করিল ॥
ভ্রমিতে বিপিনে এক বরাহ দেখিল। শশী গ্রাসি রাহু যেন বনে লুকাইলা ॥
বড় বিধু নাহি ধরে মুখের গহ্বরে। ক্রোধবশ নাহি আনে মুখের বাহিরে ॥
শূকরের ঘোর দ্রংষ্ট্রা করিনু বর্ণন। অতি স্থূল দেহ সুবিশাল আয়তন ॥

ঘর্ ঘর্ করি অশ্ব পদ ধ্বনি শুনে। উৎকর্ণ চমকি চাহে সর্ব্বত্র সঘনে ॥
দোঃ—নীল মহীধর শৃঙ্গ সম দেখি বিপুল বরাহ।
বেত্রাঘাতে চলে অশ্ব, কহে রাজা, না হবে নির্ব্বাহ ॥ ১৫৬

চৌঃ—স্পষ্টতর শব্দে অশ্ব আসিছে দেখিয়া। মরুতের বেগে চলে বরাহ ভাগিয়া ॥
ত্বরিত করিল নৃপ সায়ক সন্ধান। মহীতে মিলিয়া গেল, আসে দেখি বাণ ॥
লক্ষ্য করি করি বাণ মহীপ চালায়। বরাহ করিয়া ছল শরীর বাঁচায় ॥
ক্ষণে দৃশ্য, পুনঃ ধায় ক্ষণে নাহি দেখে। ক্রোধে নৃপ অশ্ব পৃষ্ঠে পাছে ধায় হেঁকে ॥
গহন কাননে দূরে বরাহ পশিল। হস্তী অশ্ব সে দুর্গমে যাইতে নারিল ॥
একান্ত একাকী নৃপ বহুতর ক্লেশ। তথাপি বরাহ-পথ না ত্যজে নরেশ ॥
বরাহ দেখিয়া মহারাজা অতি ধীর। পালায়ে প্রবেশে গিরি গহ্বর গভীর ॥
অগম দেখিয়া নৃপ অতীব দুঃখিত। ফিরি মহাবনে, পথ ভ্রমেতে পতিত ॥
দোঃ—শ্রান্ত ক্ষুধা তৃষ্ণাতুর রাজা অশ্ব সহ অতিশয়।
নদী সর খোঁজে ব্যস্ত, জল বিনে প্রাণ যায় যায় ॥ ১৫৭

চৌঃ—আশ্রম দেখিল এক ভ্রমিতে কাননে। মুনি বেশে শঠ নৃপ বসিয়া আসনে ॥
যুদ্ধেতে যাহার দেশ হরিয়া লইল। সমরে ত্যজিয়া সেনা পলাইয়া গেল ॥
প্রতাপ ভানুর শুভ সময় জানিয়া। আপনার অসময় হৃদয়ে ভাবিয়া ॥
গৃহে না ফিরিল নৃপ, মনে অতি গ্লানি। ধরা নাহি দিল নৃপে, অতি অভিমানী ॥
হৃদয়ে চাপিয়া ক্রোধ দীন হীন বেশে। তাপসের বেশে রাজা কাননে নিবসে ॥
তাহার সমীপে রাজা করিল গমন। নৃপতি প্রতাপরবি চিনিল তখন ॥
তৃষিত নৃপতি নৃপে চিনিতে নারিল। মুনিবেশ দেখি মহা তপস্বী ভাবিল ॥
অশ্ব হতে অবতরি করিল প্রণাম। পরম চতুর নাহি কহে নিজ নাম ॥
দোঃ—তৃষিত দেখিয়া নৃপ সরোবর করে প্রদর্শন।
স্নান পান অশ্ব সহ, করি নৃপ, আনন্দিত মন ॥ ১৫৮

চৌঃ—শ্রম অপনীত রাজা আনন্দিত মন। নিজ তপোবনে নিয়া চলিল তখন ॥
অর্পিয়া আসন, সূর্য্য অস্তমিত জানি। কহিতে লাগিল মুনিবর মৃদু বাণী ॥
কেবা তুমি কি কারণে বিচর কাননে। সুন্দর যুবক মায়া নাহি কি জীবনে ॥
রাজচক্রবর্ত্তী চিহ্ন অঙ্গেতে তোমার। দেখিয়া পরম দয়া লাগিছে আমার ॥
বিদিত প্রতাপ ভানু নামে অবনীশ। তাহার সচিব আমি শুনহ মুনীশ ॥
মৃগয়া করিতে বনে পথ হারাইনু। বহুভাগ্যে তব পদ দর্শন পাইনু ॥
তোমার দর্শন মুনি দুর্লভ আমার। জানিলাম শুভ কিছু আছে ঘটিবার ॥
মুনি কহে শুন হ'ল অতি অন্ধকার। সত্তর যোজন দূর নগর তোমার ॥
দোঃ—গহন কানন, নিশি ঘোর, পন্থা অজ্ঞাত ধীমান।
বিচারিয়া আজ রহি হেথা প্রাতে করিও প্রস্থান ॥ ১৫৯ক

দোঃ—ভণয় তুলসী, যথা ভাবী, মিলে তেমন সহায়।
নিজে যদি নাহি মিলে ভবিতব্য তথা লয়ে যায়॥ ১৫৯খ

চৌঃ—ভালই কহিলে নাথ আজ্ঞা ধরি শিরে। বৃক্ষে অশ্ব বাঁধি নৃপ বসিল নিয়রে॥
বহুভাবে মহারাজা তারে প্রশংসিল। প্রশংসি আপন ভাগ্য পদে প্রণমিল॥
পুনশ্চ কহিল মৃদু মধুর বচন। ধৃষ্টতা করিব জানি জনক আপন॥
মুনীশ আমাকে সুত সেবক জানিয়া। নিজ নাম মোরে প্রভু কহ প্রকাশিয়া॥
তাহাকে জানেনা রাজা রাজাকে সে জানে। ভূপ সহৃদয় মুনি ধূর্ত্ত শঠ প্রাণে॥
ক্ষত্রিয় নৃপতি পুনঃ অরাতি আপন। ছলেবলে চাহে কার্য্য করিতে সাধন॥
রাজ সুখ বুঝি চিতে, দুঃখিত অরাতি। পাঁজার অনলে যেন জ্বলিতেছে ছাতি॥
রাজার সরল বাক্য করিয়া শ্রবণ। শত্রুতা সাধিবে ভেবে হরষিত মন॥

দোঃ—মৃদুল বচন ছল মাখি কহে যুকতি সমেত।
ভিখারী আমার নাম এবে ধন রহিত নিকেত॥ ১৬০

কহে নৃপ যারা সাধু বিজ্ঞান নিধান। তোমা সম যাহাদের ক্ষীণ অভিমান॥
আপনা লুকায়ে সদা করেন বসতি। ঐশ্বর্য্য ঢাকিয়া ধরি দীনবেশ অতি॥
শ্রুতিসন্ত কহে তাই অতি উচ্চৈঃস্বরে। অতি অকিঞ্চন প্রিয় হরির অন্তরে॥
তোমার সমান নিঃস্ব ভিক্ষু অনিকেতে। দেখি শঙ্কা হয় শিব বিরিঞ্চির চিতে॥
যে হও সে হও তুমি প্রণাম তোমারে। করুণা করহ প্রভু আমার উপরে॥
সহজ পিরীতি মুনি রাজার দেখিয়া। বিশ্বাস নিজের পরে অতীব লখিয়া॥
সকল প্রকারে নৃপে করিয়া আপন। কহিল অধিক স্নেহ করি প্রদর্শন॥
সত্যকরি কহি তুমি শুন মহীপাল। এখানে বসতি করি হ'ল বহুকাল॥

দোঃ—কারো সঙ্গে নাহি মিশি, কেহ নাহি মিশে আমা সনে।
লোকমান্য অগ্নিসম দগ্ধ করে তপস্যা কাননে॥ ১৬১ক

সোঃ—তুলসী সুবেশ দেখি ভুলে মূঢ়, না ভুলে চতুর।
বাক্য দেখ সুধাসম সর্পভুক্ সুন্দর ময়ূর॥ ১৬১খ

তাই লুকাইয়া থাকি জগত হইতে। হরি বিনা অন্য কিছু না চাহি জগতে॥
নাহি জানাইলে প্রভু জানেন সকল। লোকেরে বাসিয়া ভাল আছে কিবা ফল॥
পবিত্র সুমতি অতি প্রিয় মম। আমাতে প্রতীতি প্রীতি আছে অনুপম॥
তোমা হতে যদি করি আত্ম সংগোপন। দোষ হবে তাতে মোর অতীব ভীষণ॥
তাপস কহিছে যত বচন উদাস। ততই নৃপতি তাহে করিছে বিশ্বাস॥
দেখিয়া নৃপতি বশ কায়মনোবাণী। তাপস বলিল তবে তাহে বকধ্যানী॥
একতনু শুন ভাই মম শুভ নাম। পুনরায় কহে নৃপ করিয়া প্রণাম॥
নামের সদর্থ মুনি কহহ বাখানি। আপন সেবক মোরে অতিশয় জানি॥

দোঃ—সৃষ্টির প্রারম্ভে যবে আমি ভবে জন্ম লভিলাম।
দুই তনু নাহি হল, তাই মম একতনু নাম॥ ১৬২

আশ্চর্য্য মনেতে নাহি কর অনুভব। তপস্যা হইতে কিছু নহে অসম্ভব॥
তপস্যার বলে ব্রহ্মা করিল সৃজন। তপস্যার বলে বিষ্ণু করিছে পালন॥
তপস্যার বলে শম্ভু করেন সংহার। অসাধ্য নাহিক কিছু ভবে তপস্যার॥
শুনি নৃপতির অতি ভকতি হইল। পুরাতন কথা মুনি কহিতে লাগিল॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম ইতিহাস প্রভৃতি অনেক। নিরূপণ কৈল পুনঃ বিরতি বিবেক॥
উদ্ভব পালন আর প্রলয়ের কথা। কহিতে লাগিল বহু অদ্ভুত বারতা॥
শুনিয়া নৃপতি বশ মুনির হইল। আপনার নাম তবে প্রকাশ করিল॥
কহিল তাপস নৃপ, জানি আমি তোরে। কপট করিলা ভাল লাগিল অন্তরে॥

দোঃ—এই নীতি শোন নৃপ, যথা তথা রাজা নিজ নাম নাহি কহে।
চতুরতা বিচারিয়া, তোর প্রতি অতি প্রীতি আমার হৃদয়ে॥ ১৬৩

চৌঃ—তব নাম শুন রাজা প্রতাপ দিনেশ। সত্য কেতু ছিল তব জনক নরেশ॥
গুরুর প্রসাদে সব জানি মহারাজ। প্রকাশ না করি জানি নিজের অকাজ॥
দেখি তাত তব স্বভাবের সরলতা। পিরীতি প্রতীতি আর নীতিতে দক্ষতা॥
মমতা সঞ্চার হল আমার অন্তরে। আপন জানিয়া কথা কহিনু তোমারে॥
প্রসন্ন হইনু এবে না কর সংশয়। প্রার্থনা করহ যাহা মনোগত হয়॥
মুনি বাক্য শুনি নৃপ আনন্দিত হিয়া। বিনয় করিল বহু চরণ ধরিয়া॥
কৃপার সাগর মুনি দর্শনে তোমার। পদারথ চতুষ্টয় করেতে আমার॥
তথাপি প্রভুকে অতি প্রসন্ন বিলোকি। মাগিব অগম বর হইতে বিশোকী॥

দোঃ—জরা মৃত্যু দুঃখহীন কলেবর, কেহ নাহি জিনিবে সমরে।
একচ্ছত্র রাজ্য অকণ্টক রবে ধরাতলে শত কল্প ভরে॥ ১৬৪

চৌঃ—তাপস কহিল নৃপ হইবে তেমন। কঠিন নিয়ম এক করিলে পালন॥
শমন নোয়াবে শির তোমার চরণে। একমাত্র নরনাথ, ব্রাহ্মণ বিহনে॥
তপোবলে বিপ্রকুল সদা বলবান। ব্রাহ্মণের রোষ হতে নাহি পরিত্রাণ॥
ব্রাহ্মণে করিলে বশ শুনহ নরেশ। তব বশ হবে বিষ্ণু বিরিঞ্চি মহেশ॥
ছল বল নাহি চলে ব্রাহ্মণ সজ্জনে। দুবাহু তুলিয়া সত্য কহি তব সনে॥
বিপ্রশাপ বিনে তব শুন মহীপাল। বিনাশ সম্ভব নাহি হবে কোনো কাল॥
মুনির বচনে নৃপ হরষিত মন। ভাবে নাশ নাহি হবে মম কদাচন॥
তোমার প্রসাদে প্রভু করুণা নিধান। হইবে আমার সব কালেতে কল্যাণ॥

দোঃ—কুটিল কপট মুনি, এবমস্তু কহি কহে, এক কথা ভাই।
দেখা মম সনে, তব পথ ভ্রম, প্রকাশিলে, মম দোষ নাই॥ ১৬৫

চৌঃ—এই হেতু প্রকাশিতে করিনু বারণ। কহিলে সকল পণ্ড, দুঃখের কারণ॥
ষট্ কর্ণে পশে যদি এ সব কাহিনী। সর্ব্বনাশ হবে তব, সত্য মম বাণী॥
বিপ্রশাপ কিম্বা হলে মন্ত্রণা প্রকাশ। শুনহ প্রতাপভানু হবে তব নাশ॥
অন্য কোনো ভাবে তব নাহিক নিধন। হরিহর যদি হয় ক্রোধান্বিত মন॥

সত্য নাথ, পদ ধরি, কহিল নৃপতি। দ্বিজ গুরু কোপে রাখে কাহার শকতি ॥
বিধাতা করিলে কোপ গুরুদেব তারে। গুরু বিরোধিরে কেহ রাখিবারে নারে ॥
কথা অনুসারে নাহি চলিলে তোমার। নাহি খেদ, হয় যদি বিনাশ আমার ॥
এক মাত্র ভয় হয় অন্তরেতে মোর। মহীদেব শাপ প্রভু অতিশয় ঘোর ॥

দোঃ—বিপ্রবশ কিসে হবে কহ প্রভু তাহা কৃপা করে।
তোমা বিনা দীনবন্ধো নাহি কেহ যেবা হিত করে ॥ ১৬৬

চৌঃ—শোন নৃপ নানা পন্থা আছে এই ভবে। কষ্ট সাধ্য পুনঃ সিদ্ধ হবে কি না হবে ॥
এক বটে আছে অতি সুগম উপায়। পরন্তু দারুণ এক কঠিনতা তায় ॥
শুন নৃপ যুক্তি সেই অধীন আমার। অসম্ভব যাত্রা মম পুরেতে তোমার ॥
অদ্যাবধি যতদিন হইল জনম। কাহারো গৃহেতে নাহি করিনু গমন ॥
যদি নাহি যাই তব হইবে অকাজ। দ্বিধাগ্রস্ত বড় নৃপ হইলাম আজ ॥
শুনিয়া মহীপ কহে কোমল বচন। শাস্ত্রে হেন নীতি কিন্তু করেছে বর্ণন ॥
উচ্চ সদা স্নেহ করে লঘুর উপরে। সতত ভূধর তৃণ নিজ শিরে ধরে ॥
অগাধ অম্বুধি বক্ষে লঘু ফেন ধরে। ধূলিকণা যথা মহী ধরে শির পরে ॥

দোঃ—এত কহি পদ ধরি কহে নৃপ কৃপা কর মোরে।
মোর লাগি সহ দুঃখ, সাধুজন কৃপালু অন্তরে ॥ ১৬৭

চৌঃ—রাজারে জানিয়া মুনি আপন অধীন। কহিল তাপস পুনঃ কপটী প্রবীণ ॥
সত্য কহি শোন নৃপ কল্যাণে তোমার। জগ মাঝে নহে কিছু অসাধ্য আমার ॥
অবশ্য করিব আমি করম তোমার। কায়মনোবাক্যে তুমি ভকত আমার ॥
যোগ যুক্তি মন্ত্র তপ সিদ্ধ কদাচন। নাহি হয় যদি সব না রহে গোপন ॥
নিজ হস্তে আমি নৃপ করিলে রন্ধণ। পরিবেশ তুমি, আমি রহিব গোপন ॥
যতজন সেই অন্ন করিবে ভোজন। তোমার আদেশ সদা করিবে পালন ॥
পুনঃ তার গৃহে যেবা করিবে আহার। শোন রাজা সেও হবে অধীন তোমার ॥
গৃহে গিয়া কর তুমি সব আয়োজন। সম্বত ভরিয়া কর সঙ্কল্প গ্রহণ ॥

দোঃ—নূতন অযুত বিপ্রবর নিত্য সহ পরিবার।
সঙ্কল্প সাধন লাগি নিত্য ভোজ্য করিব তৈয়ার ॥ ১৬৮

চৌঃ—এ প্রকারে ভূপ অতি অলপ আয়াসে। আসিবে সকল বিপ্র তোমার স্ববশে ॥
যজ্ঞ হোম সেবা সদা করিবে ব্রাহ্মণ। এমতে সহজে হবে বশ দেবগণ ॥
আর এক কথা কহি তুমি লক্ষ্য কর। এই বেশে নাহি যাব তোমার নগর ॥
পুরোহিত তব এক আছে নৃপরায়। তাহাকে হরিয়া লব নিজের মায়ায় ॥
তপোবলে করি তারে আমার সদৃশ। আশ্রমে রাখিব তারে পূর্ণ এক বর্ষ ॥
ধরিয়া তাহার বেশ শুনহ রাজন্। সকল করম তব করিব সাধন ॥
অধিক হইল নিশি করহ শয়ন। তৃতীয় দিবসে পুনঃ হইবে মিলন ॥
তপোবলে তোমা আমি তুরঙ্গ সমেত। নিদ্রা গেলে পৌঁছাইব আপন নিকেত ॥

দোঃ—আসিলে সেবেশে তুমি চিনিবে আমারে।
একান্তে ডাকিলে সব শোনাব তোমারে॥ ১৬৯

চৌঃ—আদেশ মানিয়া নৃপ শয়ন করিল। তত্ত্বজ্ঞানী তবে নিজ আসনে বসিল॥
শ্রমিত নৃপতি শীঘ্র হইল নিদ্রিত। কেমনে যাইবে নিদ্রা অধিক চিন্তিত॥
কালকেতু নিশাচর তখন আসিল। বরাহ আকারে যেবা নৃপে ভুলাইল॥
পরম বান্ধব সেই তাপস রাজার। বহুমায়া সুবিদিত আছিল যাহার॥
তাহার শতেক সুত আর দশ ভাই। অজেয় কপট অতি দেব দুঃখদায়ী॥
সর্ব্বাগ্রে সমরে সবে মারিল নৃপতি। সাধু বিপ্র সবে দেখি খেদযুক্ত অতি॥
সেই খল পূরবের বৈর বিস্মরিল। তাপস নৃপতি সহ মন্ত্র বিচারিল॥
নাশিতে আপন রিপু করিল উপায়। ভাবীবশ কিছু নাহি জানিল রাজায়॥

দোঃ—একাকী তেজস্বী রিপু, লঘু নাহি করিবে গণন।
শির অবশেষ রাহু গ্রাসে আজো চন্দ্রমা তপন॥ ১৭০

চৌঃ—তাপস নৃপতি নিজ সখারে দেখিয়া। উঠি আলিঙ্গিল অতি হরষিত হিয়া॥
মিত্রেরে কহিয়া সব কথা শুনাইল। আনন্দিত যাতুধান বলিতে লাগিল॥
এবে শত্রু বিনাশিব শুনহ নরেশ। পালিলে যখন তুমি, মম উপদেশ॥
চিন্তা পরিহরি তুমি থাকহ শয়নে। ব্যাধি বিনাশিল বিধি ভেষজ বিহনে॥
কুল সহ রিপু করি সমূলে নিধন। চতুর্থ দিবসে আসি মিলিব রাজন্॥
নানা ভাবে মুনিনৃপে করি পরিতোষ। চলিল কপটী অতি করি মহারোষ॥
প্রতাপ ভানুরে তার অশ্বের সমেত। নিদ্রাঘোরে পৌঁছাইল আপন নিকেত॥
রাজারে রাণীর পার্শ্বে করাল শয়ন। অশ্ব শালে রাজ অশ্ব করিল বন্ধন॥

দোঃ—রাজ পুরোহিতে হরি নিল পুনরায়। মায়াতে হরিয়া জ্ঞান রাখিল গুহায়॥ ১৭১

চৌঃ—পুরোহিত বেশ তবে করিয়া গ্রহণ। অনুপ শয্যাতে তার করিল শয়ন॥
নিশি না হইতে ভোর নৃপতি জাগিল। শায়িত দেখিয়া গৃহে বিস্মিত হইল॥
মুনির মহিমা হৃদি মাঝে অনুমানি। গমন করিল উঠি, না জানিল রাণী॥
সেই অশ্ব চড়ি পুনঃ কাননে চলিল। নগরের নর নারী কেহ না জানিল॥
যামযুগ দিবা গত আইলা নৃপতি। আনন্দের বাদ্য বাজি উঠে গৃহ প্রতি॥
পুরোহিতে যবে নৃপ করিল দর্শন। চকিত বিলোকি কার্য্য করিয়া স্মরণ॥
যুগ সম নৃপতির কাটে তিন দিন। কপটী মুনির পদে চিত্ত করি লীন॥
সময় জানিয়া সমাগত পুরোহিত। রাজারে সকল তত্ত্ব করিল বিদিত॥

দোঃ—গুরুকে চিনিয়া রাজা আনন্দেতে হল হতজ্ঞান।
অযুত ব্রাহ্মণ, পরিবার সহ, করিলা আহ্বান॥ ১৭২

চৌঃ—পুরোহিত সব ভোজ্য করিল রন্ধন। ছয় রস চতুর্বিধ শাস্ত্রেতে যেমন॥
অনেক ব্যঞ্জন কেবা করিবে গণন। মায়াময় বহু দ্রব্য করিল রন্ধন॥
নানা বিধ মৃগ মাংস রন্ধন করিল। বিপ্রমাংস তার মধ্যে মিশাইয়া দিল॥

ভোজন করিতে সব ব্রাহ্মণে ডাকিল। পদ ধোয়াইয়া সমাদরে বসাইল ॥
ভূপাল যখন পরিবেশন করিল। আকাশেতে সেই কালে দৈববাণী হৈল ॥
বিপ্রবৃন্দ উঠি সবে নিজ গৃহে যাও। মহাহানি হবে যদি এই অন্ন খাও ॥
ব্রাহ্মণের মাংসযোগে রন্ধন হইল। বিশ্বাস করিয়া সবে উঠিয়া চলিল ॥
নৃপতি বিকলমতি বুদ্ধিভ্রংশ হৈল। ভাবীবশ মুখে কোন বাক্য না সরিল ॥

দোঃ—ক্রুদ্ধ বিপ্রগণ কহে, কিছু নাহি করিলা বিচার।
নিশাচর হও গিয়ে, নরপতি, সহ পরিবার ॥ ১৭৩

ক্ষত্রাধম ব্রাহ্মণেরে কৈলা নিমন্ত্রণ। পরিবার সহ সবে করিতে নিধন ॥
ঈশ্বর রাখিল ধর্ম্ম আমা সবাকার। উচ্ছন্ন যাইবে নৃপ সহ পরিবার ॥
বছরের মধ্যে যেন সর্ব্বনাশ হয়। জল দিতে বংশে যেন কেহ নাহি রয় ॥
শাপ শুনি নৃপ অতি বিকল তরাসে। দৈববাণী পুনরায় হইল আকাশে ॥
অবিচারে নৃপে বিপ্র অভিশাপ দিলা। অপরাধ ভূপ নাহি কিছু মাত্র কৈলা ॥
দৈববাণী শুনি সব ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত। রন্ধন শালাতে ভূপ চলিলা ত্বরিত ॥
ভোজ্য নাই, নাহি আছে বিপ্র সুপকার। ফিরিল নৃপতি মনে সন্তাপ অপার ॥
সকল বৃত্তান্ত বিপ্রগণে শুনাইল। আকুল হইয়া ভয়ে ভূমে লোটাইল ॥

দোঃ—অবশ্য হইবে ভাবী, দোষ যদি কিছু নহে তোর।
অন্যথা না হবে নৃপ ব্রহ্মশাপ অতীব কঠোর ॥ ১৭৪

এতকহি বিপ্রগণ ভবনে চলিল। পুরবাসী সবে তবে সংবাদ পাইল ॥
দুঃখ করি সবে দোষ বিধাতারে দিল। হংস বিরচিতে যেবা কাক বানাইল ॥
পুরোহিতে নিজ গৃহে করিয়া প্রেরণ। রাক্ষস তাপসে সব করাল শ্রবণ ॥
শঠ নৃপ সব নৃপে পত্র পাঠাইল। সৈন্য সাজাইয়া সব নৃপতি আসিল ॥
রণ বাদ্য সহ সৈন্য নগর ঘিরিল। নানাবিধ যুদ্ধ নিত্য হইতে লাগিল ॥
বীরোচিত ভাবে সব সৈনিক যুঝিল। ভ্রাতা সহ নৃপ রণভূমে লোটাইল ॥
সত্য কেতু কুলে কেহ না বাঁচিল প্রাণে। ব্রাহ্মণের শাপ ব্যর্থ হইবে কেমনে ॥
শত্রু জিনি রিপু পুর করি অধিকার। যশ লভি ফিরে সবে পুরে আপনার ॥

দোঃ—ভরদ্বাজ শোন বিধি যার পরে যবে হয় বাম।
ধূলি মেরু, পিতা যম সম হয়, সর্প হয় দাম ॥ ১৭৫

যথা কালে শুন পুনঃ সেই মহাবীর। রাক্ষস হইল লয়ে সকল সমাজ ॥
দশ শির হল তার বিশ ভুজদণ্ড। রাবণ নামেতে বীর হইল প্রচণ্ড ॥
নৃপতি অনুজ অরি মরদন নাম। হল কুম্ভকর্ণ সেই মহাবল ধাম ॥
ধর্ম্ম রুচি নামে মন্ত্রী যে ছিল তাহার। হল বৈমাত্রেয় ভাই রাক্ষস রাজার ॥
বিভীষণ নামে তারে জানিল সংসার। বিজ্ঞান নিধান ভক্তি বিষ্ণুতে অপার।

অদ্ভুত রামায়ণে বিভীষণ রাবণের বৈমাত্রেয় ভাই বলিয়া বর্ণিত, যদিও বাল্মীকি রামায়ণে বিভীষণ ভীষণ ও নিকসা নন্দন বলিয়াই লিখিত আছে।

নৃপের সেবক সুত ছিল যত জন। সকলে হইল গিয়া রাক্ষস ভীষণ ॥
কামরূপ খল অতি কুবেশ জানিল। বিগত বিবেক ঘোর-দর্শন কুটিল ॥
মহাপাপী কৃপাহীন হিংসাপরায়ণ। বিশ্ব দুঃখদায়ী যার না হয় বর্ণন ॥

দোঃ—জনম পুলস্ত্য কুলে সুপবিত্র অমল অনুপ।
বিপ্রশাপ বশে সবে জনমিল অতি অঘরূপ ॥ ১৭৬

বিবিধ তপস্যা উগ্র ভাই তিন জন। করিল সাধন যার না হয় বর্ণন ॥
বিধাতা তাদের পাশে করি আগমন। কহে বর লহ তাত তুষ্ট মম মন ॥
বিনয় করিয়া পদ ধরি দশশীব। কহিল বচন শুন প্রভু জগদীশ ॥
কাহারো হস্তেতে প্রভু মরিবনা মুই। বানর মানব মাত্র ছাড়ি জাতি দুই ॥
এবমস্তু, তপ তুমি কৈলা বহুতর। আমি ব্রহ্মা আসি তাই দিনু এই বর ॥
কুম্ভকর্ণ পাশে প্রভু গমন করিল। তাহারে দেখিয়া ব্রহ্মা বিস্মিত হইল ॥
এই খল যদি করে প্রত্যহ আহার। অচিরে হইবে তবে সংসার উজাড় ॥
সারদারে পাঠাইয়া মতি ফিরাইল। ছয় মাস নিদ্রা যাব, এই বর নিল ॥

দোঃ—বিভীষণ সনে গিয়া কহে পুত্র তুমি বর মাগ।
সে মাগিল ঈশ্বরের পাদপদ্মে শুদ্ধ অনুরাগ ॥ ১৭৭

চৌঃ—বর দিয়া যবে ব্রহ্মা অন্তর্ধান হৈল। আনন্দিত সবে নিজ ভবনে আসিল ॥
ময় দানবের সুতা নামে মন্দোদরী। রমণী ললামভূতা পরমা সুন্দরী ॥
তাহাকে বিবাহ দিল রাবণেরে আনি। রাক্ষসের রাজা হবে ময় হৃদে জানি ॥
সুন্দরী রমণী পেয়ে আনন্দ হইল। দুই ভাই পুনঃ গিয়া বিবাহ করিল ॥
ত্রিকূট পর্ব্বত এক সাগরের মাঝে। বিধির নির্ম্মিত দুর্গ দুর্গম বিরাজে ॥
চৌঃ—ময় দৈত্য পুনঃ কৈল উপরে তাহার। কনক রচিত মণি ভবন অপার ॥
অহিকুল রসে যথা পুর ভোগবতী। নগর অমরাবতী ইন্দ্রের বসতি ॥
তাহা হতে রম্য অতি গড় দৃঢ়তর। জগতে বিখ্যাত নাম স্বর্ণ লঙ্কাগড় ॥

দোঃ—সুগভীর সিন্ধু খাদ আছে তার ঘিরে চারিধার।
বর্ণনীয় নহে দৃঢ়, স্বর্ণ রত্ন খচিত প্রাকার ॥ ১৭৮ক
দোঃ—হরির ইচ্ছায় কল্পে কল্পে যেবা হয় যবে যাতুধান পতি।
প্রতাপী অতুল বল মহাবীরগণ সহ করয় বসতি ॥ ১৭৮খ

চৌঃ—নিশাচর বীর তথা ছিল যতজন। সমরে দেবতা সবে করিল নিধন ॥
ইন্দ্রের আদেশে তথা নিবসে তখন। কুবেরের অনুচর কোটি যক্ষগণ ॥
দশানন হেন বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ। সৈন্য সাজাইয়া গড় ঘিরিল তখন ॥
বিপুল কটক যোদ্ধা বিকট দেখিয়া। যক্ষগণ পালাইল জীবন লইয়া ॥
ভ্রমিয়া নগর তবে দেখি দশানন। শোক দূরে গেল হল হরষিত মন ॥
সহজ অগম সুশোভিত অনুমানি। রাবণ করিল লঙ্কা নিজ রাজধানী ॥
যথাযোগ্য গৃহ সবে করিল বন্টন। হইল সকলে সুখী নিশাচরগণ ॥

একবার কুবেরের নগরে ধাইল। পুষ্পক বিমান জিতি লইয়া আসিল॥

দোঃ—কৌতুকে কৈলাস পুনঃ কৈল গিয়া করে উত্তোলন।
বাহুবল পরিখিয়া যেন চলে অতি ফুল্ল মন॥ ১৭৯

চৌঃ—সম্পত্তি সহায় সুত সুখ সৈন্যচয়। প্রতাপ প্রভাব আর বল বুদ্ধি জয়॥
নিত্য নব নব সব লাগিল বাড়িতে। লালসা বাড়য় যথা প্রতি লাভ হতে॥
অতি বলী কুম্ভকর্ণ সম সহোদর। সমকক্ষ যোদ্ধা নাহি জগত ভিতর॥
সুরাপান করি নিদ্রা যায় ছয় মাস। জাগিলেই হয় অতি ত্রিভুবনে ত্রাস॥
প্রতিদিন করে যদি রাক্ষস আহার। স্বল্প দিনে হইবেক উজাড় সংসার॥
সমরে অচল অতি না হয় বর্ণন। বলবান তার সম নাহি ত্রিভুবন॥
মেঘনাদ নামে সুত প্রথম তাহার। যোদ্ধামাঝে সর্ব্ব অগ্রে উল্লেখ যাহার॥
রণে সম্মুখীন যার কেহ নাহি হয়। সুর পুর ধায় নিত্য যে জন হেলায়॥

দোঃ—কুমুখ কুলিশ, রদ, অকম্পন, ধূম্রকেতু তথা অতিকায়।
প্রত্যেকে জিনিতে পারে বিশ্বচরাচর হেন সুভট নিকায়॥ ১৮০

চৌঃ—ইচ্ছামত রূপ ধরে জানে বহু মায়া। স্বপনে ও চিতে যার নাহি ধর্ম্ম দয়া॥
দশানন বৈসে সভামাঝে একবার। দেখিয়া অমিত নিজ সব পরিবার॥
তনয় সমূহ জন পরিজন নাতি। কে গণিতে পারে সব নিশাচর জাতি॥
স্বভাবতঃ অভিমানী সেনা বিলোকিয়া। কহিল বচন ক্রোধ, মদ মিশাইয়া॥
শ্রবণ করহ সব নিশাচর দল। আমার পরম রিপু দেবতা সকল॥
সম্মুখ সমর নাহি করে দেবগণ। বলবান রিপু দেখি করে পলায়ন॥
তাদের মরণ আছে একই উপায়ে। শ্রবণ করহ সবে কহি বুঝাইয়ে॥
মখ, হোম শ্রাদ্ধ আর ব্রাহ্মণ ভোজন। তাহে সবে কর গিয়ে বিঘ্ন উৎপাদন॥

দোঃ—ক্ষুধা ক্ষীণ বলহীন দেবগণ সহজে মিলিবে।
মারিবে, অধীন ক'রে কিম্বা পুনঃ ছেড়ে সবে দিবে॥ ১৮১

চৌঃ—হাঁকদিয়া মেঘনাদে রাবণ আনিল। বলে বৈর বৃদ্ধি হেতু উপদেশ দিল॥
সমরে দেবতা যেবা ধীর বলবান। সংগ্রাম করিতে যারা রাখে অভিমান॥
সমরে জিতিয়া আন করিয়া বন্ধন। উঠি পিতৃ আজ্ঞা সুত করিল পালন॥
এই মত সকলেরে আদেশ করিয়া। আপনি চলিল গদা হস্তেতে লইয়া॥
কম্পিতা মেদিনী দশানন পদভরে। সুর নারী গরজনে গর্ভপাত করে॥
রাবণ আসিল ক্রোধে করিয়া শ্রবণ। মেরু গিরিগুহা খোজে যত দেবগণ॥
দিক্‌পালগণলোকে করিয়া প্রবেশ। দশানন গিয়ে পায় শূন্য সব দেশ॥
পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিয়া ভীষণ। দেবগণে করে উচ্চ গালি বরিষণ॥
রণমদে মত্ত সারা ভুবন বেড়ায়। সমকক্ষ যোদ্ধা তার কোথাও না পায়॥
পবন বরুণ শশী রবি ধনধারী। অগ্নি কাল যম আদি সব অধিকারী॥
মনুজ কিন্নর, সব নাগ সুরগণে। সকলের পিছে লাগে কারণ বিহনে॥

ব্রহ্মার সৃষ্টিতে যত আছে তনুধারী। দশানন বশ কৈল সব নর নারী॥
আদেশ পালন করে সবে ভয় ভীত। প্রত্যহ প্রণাম করে চরণে বিনীত॥

দোঃ—বিশ্ববশ করি বাহুবলে নিজ তন্ত্র নাহি রাখিল কাহারে।
মণ্ডলের মণি দশানন নিজ ইচ্ছামত রাজকার্য্য করে॥ ১৮২ক

দোঃ—গন্ধর্ব্ব কিন্নর দেব, যক্ষ নর রাজার কুমারী।
বাহুবলে জিতি বরে বহু রূপবতী বরনারী॥ ১৮২খ

ইন্দ্রজিতে যাহা যাহা করিল আদেশ। মনে হয় আগে হতে করেছিল শেষ॥
সবার প্রথমে যারে করিল আদেশ। তাহার চরিত্র কৃতি শুন সবিশেষ॥
দেখিতে ভীষণ রূপ সব মহাপাপী। নিশাচর সমুদয় দেব পরিতাপী॥
অসুরের দল নানা উপদ্রব করে। নানামায়া করে সবে নানারূপ ধরে॥
যাহাতে জগতে হয় ধরম নির্ম্মূল। সব আচরণ করে বেদ প্রতিকূল॥
যেখানে যেখানে বিপ্র ধেনু আদি পায়। নগরাদি গ্রাম পুরে আগুণ লাগায়॥
শুভ আচরণ কভু কোথাও না হয়। বেদ বিপ্র গুরু আর কেহ না মানয়॥
হরিভক্তি নাহি, নাহি যজ্ঞ তপোদান। স্বপনেও নাহি শোনে বেদাদি পুরাণ॥

ছঃ—তপস্যা বিরাগ যোগ যজ্ঞ আদি পশিলে শ্রবণে।
রহিতে না পারে নিজে দশানন ধায় সেই ক্ষণে॥
ধ্বংসিবে সকল ক্রোধে, ত্রিসংসার হেন ভ্রষ্টাচার।
ধর্ম্ম আচরণ শোনে যদি কানে, নাহিক নিস্তার॥
বহুবিধ ভীতি করি প্রদর্শন, করে বহিষ্কার।
বেদ পুরাণের কথা মুখে কভু শোনা যাবে যার॥

সোঃ—রাক্ষস অনীতি ঘোর কহন না যায়। হিংসাতে অতীব প্রীতি পাপ মাপা দায়॥ ১৮৩

চৌঃ—বহুখল চোর আর বাড়িল জুয়ারী। লম্পট হরয় পরধন পরনারী॥
পিতামাতা দেবদেবী কিছু নাহি গণে। সেবা লয় যত সবে সাধুগণ সনে॥
যার আচরণ এই প্রকার ভবানি। তাহারে জানিবে নিশাচর সম প্রাণী॥
ধরমের অতি গ্লানি করি নিরীক্ষণ। বসুন্ধরা হল অতি আকুলিত মন॥
গিরি নদী সিন্ধু ভার না হয় তেমন। এক পরদ্রোহী ভার আমার যেমন॥
সকল ধরম ধরা দেখে বিপরীত। কহিতে না পারে রাবণের ভয়ে ভীত॥
ভাবি মনে ধেনুরূপ করিয়া ধারণ। গমন করিল যথা সব মুনিগণ॥
নিজের সন্তাপ কাঁদি সকলে কহয়। কেহ হতে কোন কিছু কাজ নাহি হয়॥

ছঃ—বিরিঞ্চির লোকে গেল সুরমুনি গন্ধর্ব্ব মিলিয়া।
গোরূপা ধরণী চলে সঙ্গে শোকে বিকল হইয়া॥
সব জানি বিধি কহে হাত কিছু নাহিক আমার।
তুমি যাঁর দাসী সেই অবিনাশী সহায় সবার॥

সোঃ—স্মরি হরি পদ কহে বিধি ধৈর্য্য করহ ধারণ।
দারুণ বিপত্তি হরিবেন হরি ভকত পীড়ন॥ ১৮৪

চৌঃ—বসিয়া সকল দেব করিছে ভাবনা। কোথায় পাইব প্রভু শুনাতে বেদনা॥
যাইতে বৈকুণ্ঠ পুরী কহে কোনজন। ক্ষীরোদ সাগরে যেতে কহে অন্যজন॥
যাহার হৃদয়ে ভক্তি যেমন পিরীতি। তথায় প্রকট হন ঈশ্বরের রীতি॥
সভায় গিরিজা আমি ছিলাম তখন। অবসর পেয়ে এক কহিনু বচন॥
সর্ব্বব্যাপী হরি হন সর্ব্বত্র সমান। প্রেমেতে প্রকটে প্রভু এই মোর জ্ঞান॥
দেশকাল দশদিক বিদিকের মাঝে। কহ কোথা যথা প্রভু নাহিক বিরাজে॥
অগজগময় সব রহিত উদাস। অগ্নিসম দারুমাঝে, প্রেমেতে প্রকাশ॥
আমার বচন সবে উত্তম মানিল। সাধু সাধু বলি ব্রহ্মা প্রশংসা করিল॥

দোঃ—শুনিয়া বিধির মনে হর্ষ, তনু পুলকিত নেত্রে বহে নীর।
কর জোড় করি আরম্ভিল স্তুতি সাবধানে, বিধি মতি ধীর॥ ১৮৫

ছঃ—বিবুধ নায়ক জয়, সুখীকর ভক্তচয়, গো ব্রাহ্মণ হিতকারী, জয় জয় অসুরারি,
প্রণত পালক ভগবান। রমাপতি প্রাণের সমান।
বিবুধ ধরণী পাল, অদ্ভুত করম জাল, সহজ করুণাময়, দীনে দয়া অতিশয়,
মর্ম্ম তার নাহি জানে কেহ। কৃপা ভিক্ষা সেই মোরে দেহ॥ ২০

চৌঃ—জয় জয় অবিনাশী, সব ঘট ঘটবাসী, অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়াতীত, তব পূত সুচরিত
বিশ্বব্যাপী পরম আনন্দ। মায়ালেশ রহিত মুকুন্দ॥
বিরাগী যাহার লাগি, অতিশয় অনুরাগী, ধিয়ায় দিবস নিশি, গায় তব যশোরাশি
অপগত মোহ মুনিবৃন্দ। জয় জয় সচ্চিৎ আনন্দ॥
কল্পিয়া উপায় সব, ত্রিবিধ সৃজিছ ভব, পাতক তিমির হর, আমার উপায় কর,
নিরপেক্ষ একক আপনি। অন্য ভক্তি কিছু নাহি জানি॥
ভব ভয় বিভঞ্জন, সুখী কর মুনিগণ, কায়মনোবাক্যে ছল, ত্যজি দেবতার দল
ভঞ্জন সঙ্কট শত শত। তব পদে শরণ আগত॥
সরস্বতী শ্রুতি শেষ, ঋষি যোগী সবিশেষ, দীন হীনে কর প্রীতি, গাহে সব শ্রুতি স্মৃতি,
নাহি জানে যাঁহার সন্ধান। কৃপাসিন্ধু তুমি ভগবান॥
ভবসিন্ধু-সুমন্দর, সর্ব্বগুণ রত্নাকর, ঋষি মুনি সিদ্ধ সুর, দুষ্ট দর্পে ভয়াতুর,
সর্ব্ব শুভাশুভ সুখ খনি। নমি তব পদনখমণি॥

দোঃ—ত্রাসিত দেবতা জানি, লাঞ্ছিতা ধরণী রাণী, হইল আকাশ বাণী, বিশ্ব ভারাক্রান্ত মানি
বিকম্পিত গিরি বন বীথি। হরিবারে সব দুঃখ ভীতি॥ ১৮৬

চৌঃ—মাভৈঃ মাভৈঃ সিদ্ধ মুনি না ডর সুরেশ। ধরিব ভকত লাগি আমি নর বেশ॥
অংশের সহিত নিব নর অবতার। জনমিব দিনকর বংশেতে উদার॥
কশ্যপ অদিতি কৈল তপস্যা মহান্। তাদের করিনু আমি পূর্ব্বে বরদান॥
পাইয়া কৌশল্যা আর দশরথ রূপ। অযোধ্যা পুরেতে প্রকটিত নরভূপ॥

তার গৃহে অবতীর্ণ হইব যাইয়া। চারিভাই রঘুকুল তিলক হইয়া॥
নারদের বাক্য সব সফল করিব। পরমা শকতি সহ আসি জনমিব॥
সকল ভূমির ভার করিব হরণ। নির্ভয় অন্তর হও সব দেবগণ॥
নভে দৈববাণী কর্ণে শ্রবণ করিয়া। শীতল অন্তরে দেব চলিল ফিরিয়া॥
তখন বিরিঞ্চি ধরণীরে বুঝাইল। আনন্দিত হল হৃদে ভরসা পাইল॥

দোঃ—নিজলোকে গেল বিধি দেবগণে ইহা শিখাইয়া।
কপিতনু ধরি ধরণীতে হরি পদ সেব গিয়া॥ ১৮৭

চৌঃ—সকল দেবতা গেল নিজ নিজ ধাম। ভূমির সহিত মনে পাইয়া বিশ্রাম॥
যাহা যাহা ব্রহ্মা যারে আদেশ করিল। আনন্দে দেবতা বিনা বিলম্বে সাধিল॥
বনচর দেহ ধরি ধরণী মাঝার। অতুল প্রতাপ বল দেহে সবাকার॥
গিরি তরু নখ অস্ত্র ধারী সব বীর। হরিপথ নিরখয়ে কপি রণ ধীর॥
গিরি বনে যথা তথা রচিয়া ভবন। নিজ দল লয়ে বাস করে কপিগণ॥
এ সব মধুর লীলা করিনু বর্ণন। পুনঃ শোন মধ্যে যাহা হ'ল সঙ্ঘটন॥
রঘুকুলমণি নৃপ অযোধ্যাতে ধাম। বেদেতে বিদিত যার দশরথ নাম॥
ধর্ম্ম ধুরন্ধর গুণ নিধি জ্ঞানবান। হৃদয়ে শারঙ্গ পাণি করে সদা ধ্যান॥

দোঃ—কৌশল্যাদি প্রিয় নারী, আচরণে, পবিত্র সকলে।
পতি অনুকূল প্রেমবতী হরি চরণ কমলে॥ ১৮৮

রামের জন্ম।

চৌঃ—একদা ভূপতি ভাবে আপন অন্তরে। না হইল পুত্র মোর দুঃখে চিত্ত ভরে॥
গুরুগৃহে মহীপাল গেল শীঘ্রগতি। চরণে প্রণমি করে অশেষ বিনতি॥
নিজ সুখ দুঃখ গুরুদেবে শুনাইল। বশিষ্ঠ নৃপেরে নানাভাবে প্রবোধিল॥
ধৈর্য্য ধর হইবার আছে সুত চারি। ত্রিভুবনে সুবিদিত ভক্ত ভয়হারী॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবরে তবে আনাইল। পুত্রের কারণে শুভ যজ্ঞ আরম্ভিল॥
ভক্তির সহিত নৃপ পূর্ণাহুতি দিল। চরু করে নিয়ে অগ্নি প্রকট হইল॥
বশিষ্ঠ হৃদয়ে যাহা করিলা বিচার। অগ্নি কহে সব সিদ্ধ হইল তোমার॥
হবি নিয়ে যাও নৃপ দেও ভাগ করে। যথা যোগ্যভাবে নিজ মহিষী ভিতরে॥

দোঃ—অদৃশ্য হইল অগ্নি, সব সভাসদে বুঝাইয়ে।
পরম আনন্দ মগ্ন নৃপ, হর্ষ ধরেনা হৃদয়ে॥ ১৮৯

চৌঃ—তখন নৃপতি সব রাণীরে ডাকিল। কৌশল্যাদি রাণী তথা চলিয়া আসিল॥
অর্দ্ধভাগ হবি রাজা কৌশল্যারে দিল। অবশিষ্ট অর্দ্ধ দুই ভাগেতে বাটিল॥
কৈকেয়ীরে রাজা তার এক ভাগ দিল। অপর অংশকে পুনঃ দুভাগ করিল॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী নিজ হস্তেতে ধরিয়া। সুমিত্রাকে দিল মন প্রসন্ন করিয়া॥

এইভাবে গর্ভবতী হল সব নারী। হৃদয়ে আনন্দ সুখ হল অতি ভারী॥
মন্দিরে বিরাজে সব নৃপের রমণী। সৌন্দর্য্য শীলতা আর তেজগুণ খনি॥
এইভাবে কিছুকাল আনন্দে কাটিল। প্রভুর প্রকট কাল আগত হইল॥

দোঃ—যোগ, লগ্ন, গ্রহ, বার, তিথি সব হল অনুকূল।
চরাচর আনন্দিত, নৃপতির জন্ম সুখ মূল॥ ১৯০

চৌঃ—শুচি মধুমাস তিথি নবমী উদিত। শুক্লপক্ষ তারা হরি প্রিয় অভিজিত॥
মধ্যাহ্ন সময় নহে শীত উষ্ণ অতি। পবিত্র সময় সব করমে বিরতি॥
শীতল সুগন্ধ মন্দ বহিছে পবন। সজ্জন, দেবতাগণ হরষিত মন॥
বন কুসুমিত গিরি মণি বিভূষিত। অমৃতের ধারা বহে সকল সরিত॥
জন্ম অবসর যবে বিরিঞ্চি জানিল। বিমানে সাজায়ে সব দেবতা চলিল॥
বিমল গগনে সমবেত দেবগণ। গন্ধর্ব্ব সকল গুণ করয় কীর্ত্তন॥
অঞ্জলি ভরিয়া সুর পুষ্পবৃষ্টি করে। গগন দুন্দুভি বাজে গম্ভীর সুস্বরে॥
নাগ মুনিগণ স্তুতি করে দেবগণ। বহু বিধ সেবা লয় আপন আপন॥

দোঃ—বিনয় করিয়া সুরগণ যায় নিজ নিজ ধাম।
প্রকটে জগন্নিবাস প্রভু সর্ব্ব লোকের বিশ্রাম॥ ১৯১

ছঃ—প্রকটে কৃপাল, সুদীর্ন দয়াল, মাতা হরষিত, হেরিয়া অমিত,
কৌশল্যার হিতকারী। শোভা মুনি মনোহারী॥
নয়নাভিরাম, তনু ঘনশ্যাম, গলে বনমাল, নয়ন বিশাল,
নিজায়ুধ ভুজ চারি। শোভা সাগর খরারি॥
কহে জুড়ি কর, হে জগদীশ্বর, মায়া গুণ জ্ঞান, অতীত অমান,
কেমনে করিব স্তুতি। গাহে পুরাণাদি শ্রুতি॥
করুণা সাগর, কৃপা গুণাকর, জন অনুরাগী, মমহিত লাগি,
যাঁরে গাহে শ্রুতি সন্ত। প্রকটিলা রমাকান্ত॥
তব মায়া বলে, ব্রহ্মাণ্ড সকলে, মম উরবাসী, শুনি উপহাসি,
রাজে রোমে বেদ কহে। ধীর মতি স্থির নহে॥
জ্ঞান পরকাশে, প্রভু মৃদু হাসে, মাতৃ মুখ পানে, চাহি সুধা ভানে,
লীলা বিভাবিত মন। মাতা স্নেহ নিমগন॥
প্রীতি পরিপূর, ক'ন সুমধুর, শিশু মূর্ত্তি ধর, মোর প্রিয়তর,
ত্যজ বাছা ঈশ 'ভাব। মহানন্দ করি লাভ॥
বচন শুনিয়া, উঠিল কাঁদিয়া, চরিত যে গায়, হরি পদ পায়,
শিশু হল সুর ভূপ। তরে যায় ভব কূপ॥

দোঃ—বিপ্র সুর ধেনু সন্ত হিতে নিলা নর অবতার।
স্বেচ্ছাকৃত তনু মায়া গুণাতীত ইন্দ্রিয়ের পার॥ ১৯২

চৌঃ—শিশুর রোদন শুনি অতি প্রিয় ধ্বনি। আইল ত্বরিত যত নৃপের ঘরনী॥
আনন্দিত যথা তথা ধায় দাস দাসী। হরষ মগন আজি সব পুর বাসী॥
দশরথ, পুত্রজন্ম শুনিয়া শ্রবণে। হৃদয়ে আনন্দ ব্রহ্মানন্দ সমগণে॥
মনেতে পরম প্রেম পুলকে শরীর। উঠিতে যাইয়া বসে হৃদয় অধীর॥
নামের স্মরণে যাঁর সর্ব্ব শুভ হয়। সেই প্রভু মম গৃহে হইলা উদয়॥
পরম আনন্দ পরি পূর্ণ নরপতি। বাদ্যোদ্যম কর কহে সেবকের প্রতি॥
গুরুদেব বশিষ্ঠেরে ডাকিতে কহিল। দ্বিজগণ সহ মুনি দ্বারেতে আসিল॥
অনুপম শিশুরূপে নেত্র ঝলসায়। রূপগুণ রাশি নাহি কহিলে ফুরায়॥

দোঃ—নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করি জাতকর্ম্ম নৃপ সমাপিল।
বস্ত্র ধেনু স্বর্ণ মণি বহুতর দ্বিজগণে দিল॥ ১৯৩

চৌঃ—তোরণ পতাকা ধ্বজে নগর ছাইল। কহা নাহি যায় যেই রূপে সাজাইল॥
আকাশ হইতে হয় কুসুম বর্ষণ। পুরবাসী সবে ব্রহ্ম আনন্দে মগন॥
দলে দলে নারীগণ চলিতে লাগিল। সহজ শৃঙ্গার করি উঠি দৌড়াইল॥
কনক কলসী থালে মাঙ্গল্য ধরিয়া। রাজ দ্বারে আসে সবে মঙ্গল গাহিয়া॥
আরতি করিয়া সবে দেয় বহু দান। বার বার করে শিশু চরণে প্রণাম॥
মাগধ গায়ক আর সূত বন্দীজন। রঘুনাথ শুচি যশ করয়ে কীর্ত্তন॥
সকল বৈভব দান নরনারী কৈল। যেজন পাইল যাহা তাহা না রাখিল॥
কস্তুরী চন্দন আর কুঙ্কুম সিঞ্চনে। কর্দ্দমাক্ত অলি গলি হল স্থানে স্থানে॥

দোঃ—গৃহে গৃহে বাজে বাদ্য অবতীর্ণ হল সুখকন্দ।
যথা তথা সুখমগ্ন নগরের নর নারী বৃন্দ॥ ১৯৪

চৌঃ—সুমিত্রা, কেকয় সুতা রাণী দুই জন। প্রসব করিল ক্রমে সুন্দর নন্দন॥
তখন যে হ'ল সুখ সম্পত্তি সমাজ। কহিতে অক্ষম সরস্বতী অহিরাজ॥
তখন অযোধ্যা শোভা হইল এমনি। প্রভুকে মিলিতে যেন আগত রজনী॥
ভানুকে দেখিয়া যেন নিশি সঙ্কুচিত। তথাপি আগত সন্ধ্যা হয় অনুমিত॥
অগর ধূপের ধূয়া যেন অন্ধকার। আবির উড়িছে যেন লালিমা সন্ধ্যার॥
মন্দিরের মণিগণ তারকা অপার। প্রাসাদ কলসী যেন সুধাংশু উদার॥
ভবনে ভবনে বেদ ধ্বনি মৃদুবাণী। বিহঙ্গ কাকলি মঞ্জু গোধুলির মানি॥
কৌতুক দেখিয়া ভানু ভুলিয়া রহিল। একমাস পথ যেতে রবি বিস্মরিল॥

দোঃ—এক মাসে হল দিন গূঢ় মর্ম্ম কেহ নাহি জানে।
রথ সহ স্তব্ধ রবি, নিশি বল হইবে কেমনে॥ ১৯৫

চৌঃ—মরম কাহারো এর নাহি হল জ্ঞান। দিন মণি চলে করি রাম গুণ গান॥
দেখিয়া উৎসব মহা সুর মুনি নাগ। চলিল ভবন কহি কহি নিজ ভাগ॥
আর এক কহি তোমা চুরি আপনার। শুনহ গিরিজা মতি সুদৃঢ় তোমার॥
কাক ভূশণ্ডির সঙ্গে আমিও তখন। মনুষ্য রূপেতে নাহি জানে কোনজন॥

পরম আনন্দ প্রেম সুখেতে ফুলিয়া। মগ্ন ফিরি অলি গলি আপন ভুলিয়া ॥
এ সব চরিত্র মাত্র জানে সেই নর। রামের করুণা হয় যাহার উপর ॥
সেই অবসরে যেবা যে ভাবে আইল। যার যাহা মনোমত তাহাকে তা দিল॥
গজ রথ অশ্ব হীরা গাভী আর সোনা। নৃপতি করিল দান বসনাদি নানা ॥

দোঃ—মনের আনন্দে যথা তথা সবে করিছে আশিস।
চির জীবী হোক্ সুত সব দাস তুলসীর ঈশ ॥ ১৯৬

চৌঃ—কিছু দিন এই ভাবে হইল অতীত। দিন রাত্রি যায় কেহ না হয় বিদিত॥
নাম করণের দিন সমাগত জানি। নৃপতি ডাকিয়া পাঠাইল মুনিজ্ঞানী ॥
চরণ পূজিয়া নৃপ কহে মুনিবরে। শুভ নাম রাখ যাহা গুণেছ অন্তরে ॥
ইহার অনেক নাম অনন্ত অনুপ। কহিব নৃপতি মম মতি অনুরূপ ॥
আনন্দ অম্বুধি যিনি নিত্য সুখময়। যাঁহার আনন্দে ত্রিভুবন সুখী হয় ॥
সুখের নিধান যিনি রাম তাঁর নাম। অখিল লোকেরে দেন সতত বিশ্রাম॥
বিশ্বের ভরণ আর পোষণ যে করে। ভরত নামেতে খ্যাত হবে চরাচরে ॥
যাঁহার স্মরণে হয় সর্ব্ব রিপু নাশ। শত্রুঘ্ন তাহার নাম বেদেতে প্রকাশ ॥

দোঃ—লক্ষণের ধাম রাম প্রিয় সর্ব্ব জগত আধার।
বশিষ্ঠ রাখিল শুভ নাম তার লক্ষ্মণ উদার ॥ ১৯৭

চৌঃ—গুরুদেব নাম রাখে হৃদয়ে বিচারি। নৃপতি বেদের তত্ত্ব তব সুত চারি ॥
মুনিজন একধন শিবের জীবন। বাল কেলি রস সুখে মগ্ন তার মন ॥
নিজ হিত পতি জানি শিশুকাল হতে। রামের চরণে রতি লক্ষ্মণের চিতে ॥
ভরত শত্রুঘ্ন এই ভাই দুই জনে। দাস ভাবে রত রবে রামের চরণে ॥
শ্যাম গৌর মনোহর সুত দুই জোড়। হেরিয়া জননী রবে বাৎসল্যে বিভোর ॥
চারি পুত্র হবে শীল রূপ গুণ ধাম। সুখের সাগর তবু অধিক শ্রীরাম ॥
হৃদি মাঝে অনুগ্রহ সুধাংশু প্রকাশ। কিরণ সূচনা করে মনোহর হাস ॥
কখন পালঙ্কে কভু কোলেতে রাখিয়া। জননী ললনা কহে আদর করিয়া ॥

দোঃ—ব্যাপক নির্গুণ ব্রহ্ম নিরঞ্জন লীলা পরপার।
প্রেমভক্তি বশে করে কৌশল্যার কোলেতে বিহার ॥ ১৯৮

চৌঃ—কাম কোটি জিনি ছবি শ্যামল শরীর। সুনীল কমল নব বারিদ গম্ভীর ॥
অরুণ চরণ পদ্ম আগে নখ জ্যোতি। কমল দলের মাঝে শোভে যেন মতি ॥
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ আদি চারি চিহ্ন শোভে। নুপুরের ধ্বনি শুনে মুনি মন লোভে ॥
উদরে ত্রিবলী শোভে কিঙ্কিণী কটিতে। নাভি সুগভীর জানে যে পায় হেরিতে ॥
আজানুলম্বিত ভুজে বিবিধ ভূষণ। বক্ষেতে ব্যাঘ্রের নখ বিরাজে শোভন ॥
হৃদয়ে হীরক মণি হারের কি শোভা। ভৃগুপদ চিহ্ন তাহে নেত্র মন লোভা ॥
কম্বু কণ্ঠ অতিশয় চিবুক সুন্দর। অমিত মদন ছবি বদন উপর ॥
দশন যুগল শোভে রক্তিমা অধরে। নাসাতে তিলক শোভা কে বর্ণনি করে ॥

সুন্দর শ্রবণ যুগ সুচারু কপোল। অতি প্রিয় সুমধুর আধ আধ বোল॥
নীল কঞ্জ সম দুই নয়ন বিশাল। তেরছ ভ্রূযুগ শিরে শোভে কেশজাল॥
গর্ভের কুন্তল রাজি চাচর কুঞ্চিত। বিবিধ বিধানে মাতৃহস্ত বিরচিত॥
অঙ্গে অঙ্গরাখা পীত মাতা পরাইলে। হামাগুড়ি দিয়ে চলে, মম মন ভোলে॥
শ্রুতি, শেষ নারে রূপ করিতে বর্ণন। সে জানে, স্বপনে যেবা কৈলা দরশন॥

দোঃ—সুখপুঞ্জ মোহপর, বাক্যজ্ঞান ইন্দ্রিয় অতীত।
দম্পতি পরম প্রেম বশ করে শিশুর চরিত॥ ১৯৯

চৌঃ—এই ভাবে রাম জগতের পিতামাতা। কোশল নগর বাসী জন সুখ দাতা॥
রঘুনাথ শ্রীচরণে যার রতি মতি। ভবানি প্রকট তার এই মত গতি॥
শ্রীরাম বিমুখ জন কোটি যত্ন করি। সংসার বন্ধন নাহি পারে যেতে তরি॥
জীব চরাচর মায়া বশীভূত রহে। প্রভুর সহিত মায়া ভয়ে বাক্য কহে॥
ভ্রূকুটি বিলাসে যাঁর মায়া নৃত্য করে। তাঁহারে ত্যজিয়া কেন ভজিব অপরে॥
ছলছাড়ি যদি ভজে কায়োবাক্য মন। রঘুনাথ কৃপা তারে করে অনুক্ষণ॥
এই ভাবে বাল লীলা রঘুনাথ কৈল। নগরের নারী নরে মহাসুখ দিল॥
কভু কোলে প্রভু কভু ক্রোড়াতে মাতায়। দোলনায় রাখি কভু প্রভুরে দোলায়॥

দোঃ—কৌশল্যা প্রেমেতে মগ্ন, নিশিদিন যায় নাহি জানে।
সুত স্নেহ বশ বাললীলা গান করে মাতৃগণে॥ ২০০

চৌঃ—একদা জননী রামে স্নান করাইয়া। দোলায় শোয়ায়ে দিল কেশ বানাইয়া॥
নিজ কুল ইষ্টদেব ঈশ্বর লাগিয়া। পূজাহেতু নানাদ্রব্য রাখিল বাঁধিয়া॥
অর্চ্চন করিয়া মাতা নৈবেদ্য চড়ায়ে। রন্ধন শালাতে নিজে প্রবেশেন গিয়ে॥
পুনশ্চ তথায় মাতা চলিয়া আসিল। পুত্রেরে ভোজন আসি করিতে দেখিল॥
শিশুর নিকটে মাতা চলে ভয়ভীত। দেখিল সেখানে শিশু রয়েছে নিদ্রিত॥
ফিরিয়া আসিয়া দেখে শিশু পূজাঘর। দেখি মন স্থির নহে কম্পিত অন্তর॥
এখানে সেখানে দুই বালক দেখিল। মতিভ্রম মোর কিম্বা অন্য সংঘটিল॥
রঘুনাথ জননীরে ব্যাকুল দেখিয়া। মৃদুমন্দ স্বরে তবে উঠিল হাসিয়া॥

দোঃ—মাতারে দেখাল রূপ অদ্ভুত অখণ্ড। প্রতি রোমে বিরাজিত অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড॥ ২০১

চৌঃ—অগণিত রবি শশী ব্রহ্মা পঞ্চানন। বহু গিরি সিন্ধু মহী সরিত কানন॥
কালকর্ম্ম গুণ দোষ স্বভাব প্রকৃতি। শোনেনি যেমন রামে দেখিল তেমতি॥
দেখি মায়া সব ভাবে অতি ঘোরতর। সভয়ে জননী, দাঁড়াইল জুড়ি কর॥
সে মায়া দেখিল যাহা জীবেরে নাচায়। ভকতি দেখিল যাহা মায়াকে তরায়॥
তনু পুলকিত মুখে বাক্য নাহি সরে। নয়ন মুদিয়া পদে শির নত করে॥
বিস্ময় সাগরে মগ্ন দেখিয়া জননী। খরারি শিশুর রূপ ধরিল অমনি॥
স্তব স্তুতি নাহি সরে ভয়ভীত মন। জগত পিতারে জানি তনয় আপন॥
বহুভাবে বুঝাইল শ্রীরাম মাতারে। শোন মাতঃ ইহা নাহি কহিও কাহারে॥

দোঃ—বার বার জুড়ি কর করে বহু কৌশল্যা বিনয়।
তব মায়া প্রভু যেন কভু মোরে নাহিক ব্যাপয়॥ ২০২

চৌঃ—নানাভাবে প্রভু বাল চরিত করিল। পরম আনন্দ সব দাসগণে দিল॥
কিছুকাল গত হলে সব ভ্রাতৃগণ। বড় হ'ল পরিজন আনন্দিত মন॥
গুরু আসি তবে চূড়াকরণ করিল। দ্বিজগণ বহুতর দক্ষিণা পাইল॥
পরম সুমনোহর চরিত অপার। করিয়া নগরে ফেরে চারি সুকুমার॥
কায় মনোবচনের অগোচর যেই। দশরথ আঙ্গিনাতে নাচে প্রভু সেই॥
ভোজন করিতে যবে বলে মহারাজ। ত্যজিয়া নাহিক আসে বালক সমাজ॥
কৌশল্যা যখন বলে আয় বাছা আয়। দুপ দাপ করি প্রভু পালাইয়া যায়॥
নেতি কহে বেদ যাঁর অন্ত নাহি পেয়ে। স্ববলে ধরিতে মাতা যায় তাঁরে ধেয়ে॥
ধূলি ধূসরিত অঙ্গ আইল ধাইয়া। ভুপতি বসায় কোলে হাসিয়া হাসিয়া॥

দোঃ—খাইতে খাইতে দুষ্টমতি যদি অবসর পায়।
দধি অন্ন মেখে মুখে কিলকিল করিয়া পালায়॥ ২০৩

প্রভুর সরল বাল চরিত সুন্দর। বাণী শেষ শম্ভু শ্রুতি গাইল বিস্তর॥
এসব চরিত যার নাহি লাগে মনে। বিধাতা বঞ্চিত করি রেখেছে সেজনে॥
ভ্রাতৃগণ সবে যবে হইল কুমার। যজ্ঞসূত্র দিল গুরু পিতামাতা আর॥
গুরু গৃহে রঘুরায় গেল পড়িবার। স্বল্প কালে সব বিদ্যা কৈল অধিকার॥
যাঁহার সহজ শ্বাসে হল শ্রুতি চারি। সে হরি পড়য় শাস্ত্র মজা অতি ভারী॥
গুণ শীল ধাম নত নিপুণ বিদ্যায়। রাজা রাজা সব ভাই মিলিয়া খেলায়॥
করতলে ধনুর্ব্বাণ শোভে অতিশয়। রূপদেখি চরাচর বিমোহিত হয়॥
যে পথে বিহরে মিলি ভ্রাতা চারিজন। বিস্মিত হইয়া রহে নর নারীগণ॥

দোঃ—অযোধ্যা নগরবাসী নর নারী বৃদ্ধ আর বাল।
সবা সনে প্রাণ হতে লাগে প্রিয় শ্রীরাম দয়াল॥ ২০৪

চৌঃ—বন্ধু সখা সবে সঙ্গে ডাকিয়া লইয়া। মৃগয়া করয় নিত্য বনে বনে গিয়া॥
হৃদয়ে জানিয়া মারে পবিত্র হরিণ। আনিয়া দেখায় নৃপতিরে প্রতিদিন॥
রামের সায়কে মরে যেই মৃগগণ। তনুত্যজি সুরলোকে করয় গমন॥
অনুজ, সখার সনে করয় ভোজন। মাতৃপিতৃ আজ্ঞা সদা করেন পালন॥
পুরজন আনন্দিত হয় যেই মত। করুণাসাগর তাহা করেন সতত॥
বেদ পুরাণাদি রাম শোনে মন দিয়ে। অনুজ গণেরে সব কহে বুঝাইয়ে॥
উষাকালে জাগরিত হয়ে রঘুরায়। মাতাপিতা গুরুপদে মস্তক নোয়ায়॥
আদেশ মাগিয়া করে নগরের কাজ। দেখিয়া চরিত আনন্দিত মহারাজ॥

দোঃ—ব্যাপক অনীহ অজ অদ্বিতীয় নাহি নামরূপ।
ভক্ত লাগি করে সদা নানাবিধ চরিত অনুপ॥ ২০৫

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষা

চৌ—বাল্য লীলা কথা আমি করিনু কীর্ত্তন। পরে যা হইল তাহা শোন দিয়া মন ॥
বিশ্বামিত্র নামে ছিল মহামুনি জ্ঞানী। বিপিনে নিবসে শুভ তপোবন জানি ॥
জপ যজ্ঞ যোগ মুনি করেন কাননে। মারীচ সুবাহু হেতু ভয় মনে মনে ॥
যজ্ঞ ধূম দেখিতেই নিশাচর ধায়। উপদ্রব করে মুনি মহাদুঃখ পায় ॥
ভাবনা ব্যাপিল গাঁধি সুতের অন্তরে। হরি বিনা নিশাচর পাপী নাহি মরে ॥
তবে মুনিবর মনে করিলা বিচার। অবতীর্ণ হল প্রভু হরিতে ভূভার ॥
এই উপলক্ষে প্রভু পদ নেহারিব। বিনয় করিয়া দুই ভ্রাতারে আনিব ॥
জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সব গুণের অয়ন। দেখিব প্রভুরে সেই ভরিয়া নয়ন ॥

দোঃ—বহু মনোরথ নিয়ে যেতে দেরী না করিল আর।
স্নান করি নীরে সরযূর চলে ভূপ দরবার ॥ ২০৬

চৌঃ—মুনি আগমন নৃপ যখন শুনিল। ব্রাহ্মণ সমাজ নিয়ে মিলিতে চলিল ॥
দণ্ডবত করি রাজা মুনি সম্মানিল। নিজ সিংহাসনে আনি তাঁহে বসাইল ॥
চরণ ধোয়ায়ে বহু করিল অর্চ্চন। ধন্য কেবা আছে আজি আমার মতন ॥
নানাদ্রব্য মুনিবরে করাল ভোজন। মুনি বিশ্বামিত্র অতি হরষিত মন ॥
চারি পুত্র আনি পুনঃ পদে সমর্পিল। রামে দেখি মুনি নিজ দেহ বিস্মরিল ॥
মুখ শোভা দেখি মুনি হইল মগন। রাকা শশী হেরি লুব্ধ চকোর যেমন ॥
হরষিত রাজা তবে কহিল বচন। হেন কৃপা মুনি নাহি করিলে কখন ॥
কি কারণে হল তব শুভ আগমন। কিবা আজ্ঞা কহ মুনি পালিব এখন ॥
অসুর সমূহ মোরে করে জ্ব'লাতন। সাহায্য যাচিতে তব কৈনু আগমন ॥
অনুজ সহিত রামে দেও নৃপবর। রাক্ষস বধিলে হব নির্ভয় অন্তর ॥

দোঃ—দেও নৃপ সুখী মনে, মোহ মায়া ত্যজিয়া অজ্ঞান।
তোমার সুযশ ধর্ম্ম, পুনঃ হবে এদের কল্যাণ ॥ ২০৭

চৌঃ—অপ্রিয় বচন অতি শুনিয়া নৃপতি। হৃদয় কাঁপিল ম্লান হল মুখদ্যুতি ॥
বৃদ্ধকালে লভিলাম আমি সুত চারি। বচন নাহিক মুনি কহিলে বিচারি ॥
যাচ ভূমি, ধেনু মুনি, চাও ধনকোষ। সর্ব্বস্ব ত্যজিব আমি সহিত সন্তোষ ॥
দেহ প্রাণ হতে প্রিয় আর কিছু নাই। নিমেষের মাঝে মুনি দিতে পারি তাই ॥
সব সুত প্রিয় মোর প্রাণের মতন। রামে দিতে প্রভু নাহি পারিব কখন ॥
কোথা নিশাচর অতি ভীষণ কঠোর। কোথায় সুন্দর সুত পরম কিশোর ॥
প্রেমসিক্ত নৃপ বাক্য করিয়া শ্রবণ। জ্ঞানী মুনি হল অতি হরষিত মন ॥
বশিষ্ঠ নৃপেরে বহুভাবে বুঝাইল। নৃপের সংশয় তবে বিনষ্ট হইল ॥
আদরে নৃপতি দুই তনয়ে ডাকিল। বক্ষেতে লইয়া বহু উপদেশ দিল ॥
দুই সুত হয় প্রভু পরাণ আমার। তুমি এবে পিতৃসম নাহি কেহ আর ॥

দোঃ—ঋষিরে সপিল সুত আশীর্ব্বাদ করি বহুতর।
মাতৃ গৃহে গিয়া নমি পদে প্রভু চলিল সত্বর॥ ২০৮ক
সোঃ—হরিতে মুনির ভয়, হর্ষে চলে নরসিংহ দুই রঘুবীর।
অখিল জগত হেতু, নিয়ামক করুণার সিন্ধু মতিধীর॥ ২০৮ খ

চৌঃ—অরুণ নয়ন উর বাহু সুবিশাল। নীল সরোরুহ তনু শ্যামল তমাল॥
কটিতে বসন পীত তূণ লম্বমান। রুচির শোভিছে দুই হস্তে ধনুর্ব্বাণ॥
সুন্দর শ্যামল গৌর নিয়ে দুই ভাই। বিশ্বামিত্র চলে যেন মহা নিধি পাই॥
ব্রহ্মণ্য দেবতা প্রভু হল মোর জ্ঞান। মোর লাগি পিতা মাতা ত্যজে ভগবান॥
পথে যেতে মুনিবর দিল দেখাইয়া। তাড়কা শুনিয়া ক্রোধে আসিল ধাইয়া॥
একবাণে তাড়কার জীবন হরিল। দীন জানি তারে প্রভু নিজপদ দিল॥
তবে ঋষি নিজ নাথে হৃদয়ে চিনিল। বিদ্যার সাগরে পুনঃ বিদ্যা শিখাইল॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি লাগে পথে যেতে যেতে। অতুলিত তেজ, বল প্রকাশে দেহেতে॥

দোঃ—সকল আয়ুধ অর্পি প্রভুদ্বয়ে আনিয়া আশ্রমে।
কন্দমূল ফল দিল, ভক্ত হিত কারী জেনে রামে॥ ২০৯

চৌঃ—প্রাতঃকালে রঘুরায় মুনি সনে কয়। যাও মুনি যজ্ঞ কর নির্ভয় হৃদয়॥
মুনিগণ যবে হোম করিতে লাগিল। আপনি যজ্ঞের রক্ষা করিতে রহিল॥
শুনিয়া মারীচ নিশাচর ক্রোধান্বিত। মুনি দ্রোহী ধায় নিজ সহায় সহিত॥
ফলাহীন শর রাম তারে নিক্ষেপিল। শতেক যোজন সিন্ধু তটেতে পড়িল॥
অগ্নিবাণ ছেড়ে রাম সুবাহুকে মারে। নিশাচর সৈন্য দলে অনুজ সংহারে॥
অসুর মারিয়া দ্বিজে করিলা নির্ভয়। সুর মুনিগণ সবে করয় বিনয়॥
তথায় কতক দিন থাকি পুনরায়। বিপ্রবরে অনুগ্রহ করে রঘুরায়॥
ভক্তি হেতু নানাবিধ কথা পুরাতন। যদ্যপি জানেন প্রভু কহে দ্বিজগণ॥
তখন সাদরে মুনি কহে বুঝাইয়া। অদ্ভুত কৌতুক এক চল দেখি গিয়া॥

অহল্যা উদ্ধার

ধনুর্যজ্ঞ হবে শুনি রঘু কুল নাথ। আনন্দিত মনে চলে মুনিবর সাথ॥
আশ্রম দেখিল এক প্রভু পথ মাঝে। খগমৃগ জীবজন্তু কিছু নাহি রাজে॥
মুনিরে জিজ্ঞাসে প্রভু পাষাণ দেখিয়া। সব কথা কহে মুনি বিস্তার করিয়া॥

দোঃ—গৌতমের নারী, শাপবশ শিলারূপ ধরি ধীর।
চরণ কমল রজ যাচে কৃপা কর রঘুবীর॥ ২১০

ছঃ—চরণ পরশে পূত, শোক করি পরিভূত, রঘু নায়কেরে হেরি, ভক্তজন সুখকারী,
তপঃ পুঞ্জ প্রকট হইল। কর জুড়ি অগ্রে দাঁড়াইল॥
প্রেমেতে বিহ্বল চিত, দেহ লতা পুলকিত, অতিশয় বড় ভাগী, রামের চরণে লাগি,
বদনে বচন নাহি সরে। দুনয়নে বারি ধারা ঝরে॥

ধৈরয ধরিল প্রাণে, প্রভুকে চিনিয়া মনে, নির্ম্মল বচনে অতি, আরম্ভিল স্তবস্তুতি,
ভক্তি লভি রামের কৃপায়। জ্ঞান গম্য জয় রঘুরায়॥
অশুচি রমণী আমি, প্রভু জগতের স্বামী, রাজীব লোচন জয়, বিমোচন ভব ভয়,
রাবণারি জয় সুখদাতা। শরণ আগত জন ত্রাতা॥
মুনি শাপ দিল ঘোর, অতি ভাল কৈল মোর, দেখিনু নয়ন ভরি, ভব বিমোচন হরি,
পরম করুণা মানি মনে। পশুপতি যাহা লাভ গণে॥
প্রভু মোর এ মিনতি, আমি অতি মন্দমতি, পাদপদ্ম পরাগেতে, অনুরাগ যুতচিতে,
অন্য বরে বাঞ্ছা নাহি মোর। মনভৃঙ্গ পানে রহু ভোর॥
যে চরণে সুরধুনি, জনমিয়া সুপাবনী, চরণ সরোজ সেই, বিরিঞ্চি পূজয়ে যেই,
অবতীর্ণ শিব শির পরে। মম শিরে ধর কৃপা করে॥
গৌতমের প্রিয়নারী, হেন রূপে স্তুতি করি, পেয়ে অভিমত বর, ফুল্ল মন কলেবর,
বার .বার চরণে পড়িল। পতি লোকে গমন করিল॥
দোঃ—অহেতুক কৃপাসিন্ধু, পতিত জনের বন্ধু, শুনরে তুলসী শঠ, ভজ রামে অকপট,
কেবা আছে শ্রীরাম বিহনে। জঞ্জাল ত্যজিয়া শুদ্ধমনে॥ ২১১

ধনুর্যজ্ঞে গমন

চৌঃ—শ্রীরাম লক্ষ্মণ মুনি সঙ্গেতে চলিল। ভুবন পাবনী গঙ্গা তীরে উত্তরিল॥
অনুজ সহিত প্রভু করিল প্রণাম। বহু সুখ হৃদয়েতে লভিল শ্রীরাম॥
গাঁধির তনয় সব কথা শুনাইল। যে প্রকারে সুরধুনী ধরাতে আসিল॥
তবে প্রভু ঋষি সহ স্নান সমাপিল। নানাবিধ দান মহী দেবগণে দিল॥
হর্ষে চলে প্রভু মুনিগণের সহিত। বিদেহ নগর বেগে হ'ল সন্নিহিত॥
পুরের রম্যতা রাম দেখিল যখন। অনুজ সহিত হ'ল পুলকিত মন॥
বাপী কূপ সরোবর বিবিধ সরিত। সুধাসম বারি মণি সোপান শোভিত॥
রসেতে বিভোর মঞ্জু গুঞ্জরিছে ভৃঙ্গ। কূজয় ললিত বহু বরণ বিহঙ্গ॥
বরণ বরণ বিকশিত জলজাতা। ত্রিবিধ সমীর বহে সদা সুখদাতা॥
দোঃ—কুসুম বাটিকা, বাগবন বহু বিহঙ্গের বাস।
পল্লব কুসুম ফল সুশোভিত পুরী চারি পাশ॥ ২১২
চৌঃ—নগরের শোভা নাহি বর্ণিতে জুয়ায়। যে দিকে ফিরাও মন তথা মুগ্ধ প্রায়॥
সুন্দর বাজারে শোভে বিপণীর শ্রেণী। মণিময় বিধি যেন রচিল আপনি॥
ধনিক বণিকবর ধনদ সমান। আসীন দ্রব্যাদি নিয়ে বিবিধ বিধান॥
সুন্দর চৌরাস্তা গলি অতি সুশোভন। সতত সুগন্ধ বারি করিছে সিঞ্চন॥
মন্দির মঙ্গলময় সকল জনার। অঙ্কিল কন্দর্প যেন হয়ে চিত্রকার॥

সুভগ নগর নর নারী শুচি সন্ত। ধর্ম্মনিষ্ঠ সবে জ্ঞানবান গুণবন্ত॥
অতি অনুপম শোভে জনক নিবাস। চকিত বিবুধ দেখি বৈভব বিলাস॥
দেখিয়া গড়ের শোভা চিত্ত চমকিত। সকল ভুবন শোভা যেন সম্মিলিত॥

দোঃ—শ্বেত ধাম, মণি স্বর্ণ পট সুগঠিত নানাকারে।
সুরম্য সীতার বাস, বরণিতে শোভা মন হারে॥ ২১৩

চৌঃ—কুলিশ কঠোর সব সুন্দর কবাট। মাগধ, নৃপতি দ্বারে কত নট ভাট॥
বিরচিত সুবিশাল গজ অশ্বশালে। অশ্ব গজ রথ পরিপূর্ণ সবকালে॥
সৈনিক সচিব সেনাপতি বহুতর। নৃপতি প্রাসাদ সম সবাকার ঘর॥
পুরের বাহিরে সর সরিত সমীপ। সমাকীর্ণ সমাগত অসংখ্য মহীপ॥
অনুপ দেখিয়া এক বাগিচা সুন্দর। সুবিধা সকলভাবে, শোভা মনোহর॥
কৌশিক কহিল মোর ভাল লাগে মনে। সুবোধ শ্রীরাম মোরা রহি এইখানে॥
উত্তম কহিলে, কহে কৃপা নিকেতন। রহিল তথায় সহ সব মুনিগণ॥
বিশ্বামিত্র মহামুনি হল সমাগত। সংবাদ মিথিলা পতি পাইল ত্বরিত॥

দোঃ—শুচি মন্ত্রী, বহু সৈন্য, বিপ্র গুরু জ্ঞাতির সহিত।
মুনিনাথে মিলিবারে নরপতি চলিল ত্বরিত॥ ২১৪

চৌঃ—পদে শির রাখি রাজা প্রণাম করিল। আনন্দিত মুনীশ্বর আশীর্ব্বাদ দিল॥
বন্দিল সাদরে বিপ্রবৃন্দের চরণ। বহুভাগ্য জানি নৃপ হরষিত মন॥
কুশল জিজ্ঞাসা করি তবে বার বার। বিশ্বামিত্র নৃপতিরে কহে বসিবার॥
সেই অবসরে দুই ভাই সমাগত। কুসুম বাটিকা হেরি সদ্য প্রত্যাগত॥
শ্যামল গৌরাঙ্গ মৃদু বয়সে কিশোর। লোচন সুখদ সব বিশ্ব চিত চোর॥
রঘুপতি আগমনে সবে দাঁড়াইল। বিশ্বামিত্র দুই ভা'য়ে পাশে বসাইল॥
দুই ভাই নিরখিয়া সবে আনন্দিত। নয়নে বহিছে ধারা অঙ্গ রোমাঞ্চিত॥
মূরতি মধুর মনোহর নেহারিয়া। বিদেহ বিদেহ হল বিশেষ করিয়া॥

দোঃ—প্রেমমগ্ন জানি মন বিচারিয়া নৃপ ধরি ধীর।
মুনি পদে প্রণমিয়া কহে বাক্য গদ্গদ গম্ভীর॥ ২১৫

চৌঃ—কহ নাথ মনোহর যুগল বালক। মুনিকুলমণি কিম্বা ভূপাল তিলক॥
ব্রহ্ম, নেতি নেতি করে বেদে যাঁরে গায়। দুইরূপ ধরি কিবা আগত ধরায়॥
সহজে বিরক্ত মন নাম রূপে মোর। চকিত সুধাংশু দেখি যেমন চকোর॥
তাহাতে জিজ্ঞাসি প্রভু অতি সদ্ভাবে। সত্য করি কহ প্রভু নাহি লুকাইবে॥
ইহারে দেখিয়া উপজিল অনুরাগ। বিবশ মানস করে ব্রহ্ম সুখ ত্যাগ॥
হাসি কহে মুনি নৃপ কহিলে সঠিক। বচন তোমার কভু না হয় অলীক॥
যাঁরে প্রিয় লাগে যথা যে আছে পরাণী। সেই রাম, মৃদু হাসে নৃপ, শুনি বাণী॥
রঘুকুল মণি দশরথের নন্দন। মম হিতে নৃপ রামে করিল প্রেরণ॥

দোঃ—শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা রূপশীল বলধাম।
যজ্ঞ রক্ষা কৈল, জানে জগ, জিনি অসুর সংগ্রাম॥ ২১৬

চৌঃ—নৃপ কহে মুনি তব চরণ নেহারি। পুণ্যের প্রভাব মোর কহিবারে নারি॥
সুন্দর শ্যামল গৌর ভাই দুইজন। আনন্দেরে ভূমানন্দ করে বিতরণ॥
পরস্পর ভ্রাতৃ প্রীতি এদের দোঁহার। কহা নাহি যায় হৃদে সুখদ অপার॥
শুনহ মুনীশ কহে মুদিত বিদেহ। ব্রহ্মজীব মাঝে যথা স্বাভাবিক স্নেহ॥
পুনঃ পুনঃ প্রভু মুখ দেখে নরনাথ। মনেতে উৎসাহ অতি পুলকিত গাত॥
মুনিরে প্রণমি পদে নোয়াইয়া শির। নগরে লইয়া চলে পতি অরনীর॥
সুন্দর সদন সব কালে সুখকর। নিয়া বাসস্থান দিল তথা নরবর॥
সেবা করি সব ভাবে করিয়া অর্চ্চন। বিদায় লইয়া গেল নৃপতি ভবন॥

দোঃ—ঋষি সঙ্গে রঘুবংশমণি করি ভোজন বিশ্রাম।
বসিল ভ্রাতার সঙ্গে প্রভু, দিন ছিল একযাম॥ ২১৭

শ্রীরামলক্ষ্মণের নগর ভ্রমণ।

চৌঃ—বিশেষ লালসা এক লক্ষ্মণ অন্তরে। জনক নগর আসে দরশন করে॥
প্রভু প্রীতি, মুনিবর সঙ্কোচের বশে। প্রকট না কহে মনে মনে মৃদু হাসে॥
অনুজের মনোভাব শ্রীরাম জানিয়া। ভক্ত বাৎসল্য হৃদে ওঠে উথলিয়া॥
পরম বিনীত, সঙ্কোচেতে মৃদু হাসে। গুরুর আদেশ পেয়ে রঘুনাথ ভাষে॥
লক্ষ্মণ জনকপুর চাহে নেহারিতে। সঙ্কোচের তরে নাহি পারে প্রকাশিতে॥
প্রভুর আদেশ যদি হয় আমা প্রতি। দেখায়ে নগর তারে আনি শীঘ্রগতি॥
শুনিয়া মুনীশ কহে বচন সপ্রীতি। কেননা শ্রীরাম তুমি মানিবে সুনীতি॥
ধর্ম্মসেতু তুমি তাত রক্ষ সর্ব্বক্ষণ। প্রেমবশে ভক্তে সুখ দেও অনুক্ষণ॥

দোঃ—নগর দেখিয়া তবে, এস গিয়ে, ভাই দুইজন।
শ্রীমুখ দেখায়ে কর সবাকার সফল নয়ন॥ ২১৮

চৌঃ—মুনি পাদপদ্ম তবে বন্দি দুই ভ্রাতা। চলে জনগণ লোচনের সুখদাতা॥
বালকের দল দেখি শোভা অতিশয়। সঙ্গে সঙ্গে চলে রূপে মোহিত হৃদয়॥
কটিতে বসন পীত তূনীর লম্বিত। চারু চাপ শর দুই করেতে শোভিত॥
চন্দন তিলক শোভে বর্ণ অনুসারি। বরণ শ্যামল গৌর মনোহর জুড়ি॥
কেশরী জিনিয়া স্কন্ধ বাহু সুবিশাল। হৃদয়ে রুচির অতি নাগমণিমাল॥
সুভগ শ্রবণ সরোরুহ বিলোচন। সুধাংশু বদন তাপ ত্রয় বিমোচন॥
কর্ণেতে কনক পুষ্প সুন্দর শোভয়। চাহনি হৃদয় যেন চুরি করি লয়॥
ভ্রূকুটি বঙ্কিম, স্নিগ্ধ চারু বিলোকন। তিলকের রেখা শোভা করয় বেষ্টন॥

দোঃ—চতুষ্কোণ টুপী শিরে মনোহর কেশদাম ভ্রমর কুঞ্চিত।
আপাদমস্তক অপরূপ রূপ দুহু ভাই সর্ব্বাঙ্গ শোভিত॥ ২১৯

চৌঃ—নগর দেখিতে ভূপ তনয় আইল। সমাচার সব পুরবাসীরা পাইল॥
গৃহকর্ম্ম পরিহরি সকলে ধাইল। মনে হয় নিঃস্ব যেন রতন লুটিল॥
সহজ সুন্দর ভ্রাতৃদ্বয়ে নিরখিয়া। সুখী হল সবে নেত্র সফল জানিয়া॥
ভবন গবাক্ষে রহে যুবতী লাগিয়া। নিরখে কুমার রূপ অনুরাগী হিয়া॥
সপ্রীতি বচন তারা কহে পরস্পর। কাম কোটি জিনি সখি এরা মনোহর॥
সুর নর রক্ষ নাগ মুনির ভিতরে। শুনি নাই কভু কেহ হেন রূপ ধরে॥
বিষ্ণু ধরে ভুজ চারি, বিধি মুখ চারি। বিকট স্বরূপ পঞ্চ আনন পুরারি॥
অপর দেবতা হেন কেবা আছে আর। রূপ তুলনীয় হয় সঙ্গেতে ইহার॥

দোঃ—বয়সে কিশোর, লাবণ্যের গেহ, শ্যামগৌর যুগ সুখ ধাম।
প্রতি অঙ্গ হেরি লাজে সঙ্কুচিত কোটি কোটি অনঙ্গ সুঠাম॥ ২২০

চৌঃ—কহ সখি কেবা আছে হেন তনুধারী। মোহিত না হয় যেবা ওরূপ নেহারি॥
প্রেমের সহিত কেহ কহে মৃদুবাণী। যাহা আমি শুনিলাম শুনহ ভামিনী॥
দশরথ নৃপতির যুগল তনয়। বাল মরালের জুড়ি এই ভ্রাতৃদ্বয়॥
কৌশিক মুনির যজ্ঞ করিল রক্ষণ। রণাঙ্গণে নিশাচর করিয়া নিধন॥
শ্যামল শরীর নীলকঞ্জ বিলোচন। মারীচ সুবাহু রক্ষ মদ বিমোচন॥
কৌশল্যা তনয় ওই নেত্রসুখ খনি। নাম রাম, ধনুর্ব্বাণ ধৃত যুগ্ম পাণি॥
কিশোর বয়স হেম বরণ সুসাজে। শরচাপ করে, চলে শ্রীরামের পাছে॥
লক্ষ্মণ উহার নাম রাম লঘু ভ্রাতা। শুনহ সুমিত্রা সখি নামে যার মাতা॥

দোঃ—বিপ্রকাজ করি দুই ভাই পথে মুনি বধূ করিয়া উদ্ধার।
চাপ মখ দেখিবারে সমাগত, শুনি সবে মুদিত অপার॥ ২২১

চৌঃ—রামরূপ নিরখিয়া কহে একজনে। যোগ্যবর জানকীর হেন লয় মনে॥
ওরূপ দেখিলে সখি ধ্রুব নরনাথ। পণত্যজি পরিণয় দিবে তার সাথ॥
কেহ কহে ভাল জানে উহারে ভূপতি। মুনির সহিত নিল সমাদরে অতি॥
কিন্তু সখি পণ রাজা কভু না ত্যজিবে। বিধিবশ অজ্ঞানের অধীন রহিবে॥
কেহ কহে অতিশয় চতুর বিধাতা। শুনি সবাকার সমুচিত ফলদাতা॥
তাহলে সীতার বর মিলিবে কুমার। না আছে ইহাতে কিছু মাত্র শঙ্কা আর॥
যদি বিধিবশ হয় দোঁহার মিলন। কৃতকৃত্য হবে সব পুরবাসী জন॥
এই হেতু অতি আর্ত্তি হৃদয়ে আমার। আসিবে সম্পর্কে এই কভু একবার॥

দোঃ—নতুবা মোদের সখি নাহি ঘটে হেন দরশন।
বহু পুণ্য ফলে কভু কারো ভাগ্যে হয় সংঘটন॥ ২২২

চৌঃ—অপরা কহিল সখি কহিলা উচিত। বিবাহ সকলে চাহে ইহার সহিত॥
কেহ কহে শঙ্করের কোদণ্ড কঠোর। সুকুমার মৃদু পাত্র শ্যামল কিশোর॥
সন্দেহ ইহাতে আছে, সখি বুদ্ধিমতী। ইহা শুনি কহে অন্য মৃদুস্বরে অতি॥
কোনো কোনো সখী হেন কহে অকপটে। প্রভাব অমিত, দরশনে লঘু বটে॥

চরণ পঙ্কজ ধুলি পরশে তাঁহার। তরিল অহল্যা মহা পাপে আপনার॥
হরধনু ভঙ্গ রাম করিবে নিশ্চয়। ভুলেও ছেড়োনা সখি এহেন প্রত্যয়॥
যে বিধাতা জানকীরে পেরেছে সৃজিতে। রচিল শ্যামল বর বিচারিয়া চিতে॥
তাহার বচন শুনি সবে হরষিত। মৃদুস্বরে কহে যেন হয় এইমত॥

দোঃ—হরষে বরষে ফুল রূপবতী সুলোচনী বৃন্দ।
দুই ভাই যথা যায় তথা তথা পরম আনন্দ॥ ২২৩

চৌঃ—পূরব দিকেতে পুনঃ দুভাই চলিল। ধনু মখ লাগি যথা ভূমি বিরচিল॥
সুবিস্তীর্ণ সানবাঁধা অঙ্গন উপর। বিমল বেদিকা রচিয়াছে মনোহর॥
চারিদিকে কাঞ্চনের মঞ্চ সুবিশাল। বসিবে আসিয়া তথা যত মহীপাল॥
তাহার পশ্চাতে সন্নিকটে চারিপাশ। অগণিত সুশোভিত মঞ্চের বিলাস॥
অনতি উচ্চেতে সব প্রকারে সুন্দর। যথায় বসিবে পুরবাসী নারী নর॥
তাহার সমীপে সুবিশাল মনোহর। নানাবর্ণে বিরচিল ভবন সুন্দর॥
দেখিবে যথায় বসি পুর নর নারী। যথাযোগ্য নিজ নিজ মর্য্যাদা বিচারি॥
পুরের বালক সব মধুর বচনে। রচনা দেখায় রামে অতি সযতনে॥

দোঃ—প্রেমবশ সব শিশু এই ছলে পরশিছে অঙ্গ মনোহর।
তনু পুলকিত, মন হরষিত, দেখি দেখি দুভাই সুন্দর॥ ২২৪

চৌঃ—রামে প্রেমবশ জানি সব শিশুগণ। সপ্রেমে দেখায় সবে আপন ভবন॥
নিজ রুচি অনুসারে ডাকিয়া দেখায়। প্রীতির সহিত সঙ্গে দুই ভাই যায়॥
অনুজে দেখায় রাম সব আয়োজন। কহি মৃদু মনোহর মধুর বচন॥
লব নিমিষের মধ্যে সকল ভুবন। যাঁর আজ্ঞা মত মায়া করয়ে সৃজন॥
ভক্তের লাগিয়া প্রভু দীনেতে দয়াল। চকিতে দেখিছে যেন ধনুর্যজ্ঞশাল॥
কৌতুক দেখিয়া গুরু সন্নিধানে যায়। বিলম্ব হইল জানি চিতে ত্রাস পায়॥
যাঁহার ত্রাসেতে ভয় নিজে ভয় পায়। সেই প্রভু ভজনের প্রভাব দেখায়॥
সুন্দর সুমিষ্ট মৃদু বচন কহিয়া। শিশুগণে দিল প্রভু বিদায় করিয়া॥

দোঃ—সপ্রেম বিনীত ভীত সঙ্কোচের সহ দুই ভাই।
গুরু পাদপদ্মে নমি বসে গুরু দেব আজ্ঞা পাই॥ ২২৫

চৌঃ—সমাগত নিশি জানি গুরু আজ্ঞা দিল। সকলে যাইয়া সন্ধ্যা বন্দনা করিল॥
ইতিহাস পুরাণের প্রসঙ্গের রসে। দ্বিপ্রহর নিশি গত হইল হরষে॥
মুনিবর তবে গিয়া শয়ন করিল। দুইভাই পদ সেবা করিতে লাগিল॥
যাঁহার যুগল পদ সরোরুহ লাগি। নানাবিধ জপযোগ করয় বিরাগী॥
প্রেমেতে বাঁধিল যেন ভাই দুই জন। ভক্তিতে দুজনে করে পাদ সম্বাহন॥
বার বার মুনিবর আদেশ পাইয়া। শ্রীরাম শয়ন তবে করিল যাইয়া॥
চরণ চাপিয়া বক্ষে রাখিল লক্ষ্মণ। সভয়ে সপ্রেমে অতি হরষিত মন॥
পুনঃ পুনঃ কহে প্রভু নিদ্রা যাও তাত। লক্ষ্মণ শুইল বক্ষে পদ জলজাত॥

দোঃ—অরুণ শিখের ধ্বনি শুনি, জানি নিশিশেষ, জাগিল লক্ষ্মণ।
গুরুর অগ্রেতে জগদীশ জাগে সুচতুর শ্রীরাম তখন॥ ২২৬

পুষ্পোদ্যানে সীতা সন্দর্শন

চৌঃ—প্রাতঃ কৃত্য করি প্রভু স্নান সমাপিল। নিত্যক্রিয়া করি গুরু পদে প্রণমিল॥
সময় জানিয়া গুরু আদেশ পাইয়া। কুসুম চয়নে গেল দু' ভাই চলিয়া॥
নৃপতির পুষ্পোদ্যান কৈল দরশন। ঋতু রাজ যথা সদা রহে লুব্ধ মন॥
বিরাজে বিটপী তথা নানা মনোহর। বরণ বরণ বেলি বিতান সুন্দর॥
নবীন পল্লব ফল কুসুম সুন্দর। সম্পদে লজ্জিত যথা সুর তরুবর॥
চাতক কোকিল তোতা চকোর প্রচুর। কূজয় বিহঙ্গ, নাচে সুন্দর ময়ূর॥
উদ্যান মাঝারে শোভে সর সুখকর। মণির সোপান তাহে অতি মনোহর॥
বিমল সলিল নানা বর্ণের কমল। জল খগ গাহে, গুঞ্জরয় অলিদল॥

দোঃ—উদ্যান তড়াগ দেখি প্রভু ফুল্ল লক্ষ্মণের সনে।
আরাম পরম রম্য যাহা হেরি প্রভু সুখী মনে॥ ২২৭

চৌঃ—চাহি চারি ভিতে জিজ্ঞাসিয়া মালীগণে। কুসুম পল্লব তোলে হরষিত মনে॥
সেই অবসরে সীতা সেখানে আসিল। গিরিজা পূজিতে তারে মাতা পাঠাইল॥
সুন্দরী চতুরা সব বান্ধবী বেড়িয়া। আনিল সীতারে গান মধুর গাহিয়া॥
সরসী সমীপে গিরিজার গৃহ শোভে। বর্ণন না হয় দেখি চিত্ত মন লোভে॥
মজ্জন করিয়া সবে সখীর সহিত। গৌরীর মন্দিরে চলে আনন্দিত চিত॥
অতি অনুরাগ ভরে দেবীরে পূজিল। নিজ অনুরূপ বর সুন্দর মাগিল॥
এক সখী সীতা সঙ্গ করি পরিহার। পুষ্প উদ্যানের শোভা হেরে চারিধার॥
তথা দুই ভাই সখী করি বিলোকন। সীতা সন্নিধানে ধায় প্রেম মগ্ন মন॥

দোঃ—সজল নয়ন, পুলকিত তনু, দশা হেরি, কহে সখীগণে।
আনন্দের হেতু কিবা, সহচরি, জিজ্ঞাসিলা কোমল বচনে॥ ২২৮

চৌঃ—উদ্যান দেখিতে এল দুভাই সুন্দর। বয়সে কিশোর রূপ অতি মনোহর॥
শ্যাম গৌর সখি, বাক্যে কেমনে বাখানি। বাক্য অনয়ন, নয়নের নাহি বাণী॥
শুনি হরষিতা সুচতুরা সখীগণ। অত্যুৎকণ্ঠিত জানি জানকীর মন॥
এক কহে বুঝি সখি সেই নৃপ সুত। মুনি সঙ্গে শুনি কাল হল সমাগত॥
আপন রূপের মোহ তুলি বুলাইয়া। পুর নর নারী নিল স্ববশ করিয়া॥
যথা তথা করে সবে রূপের বর্ণন। দেখিবার যোগ্য ধ্রুব করিবে দর্শন॥
তার বাক্য অতি প্রিয় লাগিল সীতার। দরশ লাগিয়া নেত্র আকুল তাহার॥
সখীরে করিয়া অগ্রে জানকী চলিল। পুরাতন প্রীতি কেহ লক্ষ্য না করিল॥

দোঃ—নারদের বাক্য স্মরি, সুপবিত্র প্রেম উপজিল।
শিশু মৃগী হেন সীতা, চারিভিতে, চমকি চাহিল॥ ২২৯

চৌঃ—কঙ্কণ কিঙ্কিণী নুপুরের ধ্বনি শুনি। লক্ষণে কহেন রাম হৃদয়েতে গুণি॥
মনোভব মনে হয় দুন্দুভি হানিল। বিশ্ব বিজয়ের বাঞ্ছা মনে বা জাগিল॥
এত কহি সেই দিকে ফিরিয়া চাহিল। সীতা মুখ চন্দ্রে নেত্র চকোর হইল॥
চারু বিলোচন স্বর হল অচঞ্চল। সঙ্কুচিত নিমি যেন ত্যজে দৃগঞ্চল॥
নিরখিয়া সীতা শোভা সুখী রাম মনে। হৃদয়ে প্রশংসে বাক্য না সরে বদনে॥
মনে হয় আপনার সব নিপুণতা। প্রকট করিয়া বিশ্বে দেখালেন ধাতা॥
সৌন্দর্য্যেরে আরো যেন সুন্দর করিল। দিব্য গৃহ শোভা যথা দীপ উজলিল॥
যতেক উপমাস্থল দেহের ভাবিল। বিদেহ কুমারী যোগ্য কিছু না লাগিল॥

দোঃ—সীতা শোভা হৃদে বর্ণি প্রভু নিজ দশা বিসরিল।
শুচি মনে অনুজেরে কালোচিত বচন কহিল॥ ২৩০

চৌঃ—জনক তনয়া ভ্রাতঃ দেখ অনন্তরে। ধনুর্যজ্ঞ অনুষ্ঠান যার তরে করে॥
গৌরী পূজিবারে আসি সঙ্গে সহচরী। ফুলবনে ফেরে রূপে আলোকিত করি॥
অলৌকিক শোভা তার হেরিয়া নয়নে। সহজ পবিত্র মম ক্ষোভ হল মনে॥
তাহার কারণ সব জানেন বিধাতা। স্ফুরিছে দক্ষিণ অঙ্গ পুনঃ শোন ভ্রাতা॥
রঘুবংশীয়ের এই সহজ প্রকৃতি। কুপথে চরণ কভু নাহি দেয় মতি॥
আছে অতিশয় মনে আমার প্রতীতি। স্বপনেও নাহি চায় পর নারী প্রতি॥
পৃষ্ঠ ভঙ্গ নাহি কভু দেয় যেবা রণে। পর নারী নাহি ভাবে, না হেরে নয়নে॥
যাচকেরে প্রত্যাখ্যান না করে কখন। জগ মাঝে নরবর বিরল তেমন॥

দোঃ—বাক্য কহে অনুজের সনে, সীতা রূপ লুব্ধ মন।
মুখপদ্ম মকরন্দ পান করে মধুপ যেমন॥ ২৩১

চৌঃ—চকিত নয়ন পাত করে চারি ভিতে। নৃপতি কিশোর কোথা, চিন্তাযুতচিতে॥
যেদিকে বিলোকে মৃগ শাবক নয়নী। কর্ষে যেন তথা শ্বেত কমলের শ্রেণী॥
লতার আড়ালে সখী করায় দর্শন। কিশোর শ্যামল গৌর কুমার দুজন॥
রূপ দেখি তৃষাতুর হইল লোচন। হারা নিধি পেয়ে যথা হরষিত মন॥
রঘুপতি রূপ দেখি চকিত নয়ন। পলক ফেলিতে ক্ষণে হয় বিস্মরণ॥
স্নেহের হিল্লোলে দেহ শিথিল হইল। শরতের শশী যেন চকোর হেরিল॥
নয়নের পথে রামে আনিয়া অন্তরে। পলক কবাট সীতা দিল রুদ্ধ করে॥
প্রেম বশ জানকীরে দেখি সখীগণ। কহিতে না পারে কিছু, সঙ্কুচিত মন॥

দোঃ—হেন কালে লতা কুঞ্জ হতে হল প্রকট দুভাই।
যুগল বিমল বিধু হাসে ঘন পটল সরাই॥ ২৩২

চৌঃ—শোভার অবধি মনোহর দুই বীর। নীল পীত সরোরুহ বরণ শরীর॥
কৃষ্ণ কাকপক্ষ শিরে শোভে মনোহর। কুসুম কলির গুচ্ছ খচিত-অন্তর॥
ললাটে তিলক শ্রম বিন্দু শোভা পায়। সুভগ ভূষণ কর্ণে সুষমা ছড়ায়॥
বঙ্কিম ভ্রূযুগ কেশ কুঞ্চিত চিক্কণ। নব সরসিজ সম অরুণ লোচন॥

চিবুক কপোল চারু নাসা মনোহর। হাস্যের বিলাস চুরি করয় অন্তর॥
মুখছবি বরণিতে আমি নাহি পারি। দেখিয়া অনেক কাম লজ্জা পায় ভারি॥
বক্ষে মণি মালা কম্বু গ্রীবা সুললিত। বাল করিকর ভুজ, শক্তি অতুলিত॥
পুষ্পসহ দোনা শোভে বাম কর পর। শ্যামল কুমার সখি অতি মনোহর॥

দোঃ—সিংহ কটি পীতপট শোভাশীল, সুষমা ভবন।
ভানুকুল মণি হেরি আত্মহারা হল সখীগণ॥ ২৩৩

চৌঃ—চতুরা জনৈক সখী ধীর ধরি মনে। হস্তধরি মৃদু বাক্যে কহে সীতা সনে॥
গিরিজার ধ্যান সখি পশ্চাতে করহ। নৃপতি কিশোর কেন দেখে নাহি লহ॥
সঙ্কুচিতা সীতা তবে নয়ন মেলিল। রঘুকুল সিংহ দুই সম্মুখে হেরিল॥
আপাদ মস্তক রামরূপ নিরখিয়া। মনে ক্ষোভ হল পিতৃ প্রতিজ্ঞা স্মরিয়া॥
পরবশ জানকীরে লখি সখীগণ। বিলম্ব হইল অতি কহে ভীত মন॥
কালি পুনঃ এই বেলা আসিবে ফিরিয়া। মনে মনে হাসে সখী এতেক কহিয়া॥
গূঢ় বাক্য শুনি সীতা হয়ে সঙ্কুচিত। বিলম্ব হইল কহে মাতৃভয়ে ভীত॥
ধৈরয ধরিয়া চিতে, হৃদে রামে আনি। ফেরে সীতা আপনারে পিতৃবশ জানি॥

দোঃ—খগ মৃগ তরু দেখিবার ছলে সীতা চায় ফিরি বার বার।
রঘুবীর রূপরাশি দেখি দেখি উথলিল পিরীতি অপার॥ ২৩৪

চৌঃ—কঠোর শিবের ধনু হয়ে বিস্মরণ। চলে শ্যাম মূর্ত্তি হৃদে করিয়া ধারণ॥
চলিল জানকী প্রভু মনে মনে গণি। আনন্দ সনেহ শোভা সব গুণ খনি॥
পরম প্রেমের মৃদু মসী বানাইল। চিত্তপটে চারু চিত্র আঁকিয়া লইল॥
ভবানী মন্দিরে পুনঃ জানকী চলিল। চরণ বন্দিয়া কর জুড়িয়া কহিল॥
জয় জয় জয় গিরি নৃপতি কিশোরী। জয় মহেশ্বর মুখ চন্দ্রমা চকোরী॥
গজেন্দ্র বদন ষড়াননের জননী। বিদ্যুৎ বরণী জয় বিশ্ব প্রসবিনী॥
নাহি তব আদি মধ্য কিম্বা অবসান। অমিত প্রভাব নাহি শ্রুতির সন্ধান॥
বিশ্বের উদ্ভব স্থিতি সংহার কারিণী। বিশ্ব বিমোহিনী নিজ ইচ্ছা বিহারিণী॥

দোঃ—পতিদেব সতীগণ মাঝে মাতঃ স্থান তব সবার উপরে।
সহস্র সারদা শেষ অতুলিত যশ তব বরণিতে ডরে॥ ২৩৫

চৌঃ—সেবিলে তোমারে সুখে মিলে ফলচারি। বরদাত্রী তুমি মাগো পুরারি পিয়ারী॥
পূজিয়া তোমার দেবি চরণ কমল। সুখী হয় সুর নর তাপস সকল॥
মনোরথ সবিশেষ জানহ আমার। উরপুরে বাস তুমি কর সবাকার॥
সে কারণে নাহি কহি প্রকাশ করিয়া। চরণ বৈদেহী ধরে এতেক কহিয়া॥
সপ্রেম বিনয় বশ হইল ভবানী। খসিয়া পড়িল মালা হাসে মুখখানি॥
সাদরে প্রসাদ সীতা মস্তকে ধরিল। হর্ষ পূর্ণ চিতে গৌরী কহিতে লাগিল॥
শোন সীতে সত্য সত্য আশিস আমার। মনের বাসনা পূর্ণ হইবে তোমার॥
নারদের বাক্য সদা শুচি সত্য হবে। যে বর বিচারো মনে সে বর মিলিবে॥

ছঃ—মনে বাঞ্ছা কৈলে যেই শ্যামল কুমার। সহজ সুন্দর বর মিলিবে তোমার॥
করুণা নিধান রাম অতি বিচক্ষণ। শীল স্নেহ তব ভাল জানে তাঁর মন॥
হেন মতে গিরিজার আশিস শুনিয়া। সখীর সহিত সীতা হরষিত হিয়া॥
ভবানীরে পুনঃ পুনঃ করিয়া অর্চ্চন। তুলসী, চলিল গৃহে আনন্দিত মন॥

সোঃ—গৌরী অনুকূল জানি মহানন্দ সীতার অন্তরে।
মঞ্জুল মঙ্গল মূল বাম অঙ্গ সুখে নৃত্য করে॥ ২৩৬

চৌঃ—প্রশংসি সীতার রূপ আপন অন্তরে। গুরুর সমীপে চলে দু ভাই সত্বরে॥
কৌশিকের সনে রাম কহে সব কথা। সরল স্বভাব নাহি জানে ছল ছূতা॥
কুসুম পাইয়া মুনি অর্চ্চনা করিল। ভ্রাতৃদ্বয়ে পুনঃ শুভ আশীর্ব্বাদ দিল॥
মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে তোমার। রাম লক্ষ্মণের শুনি আনন্দ অপার॥
ভোজন করিয়া তবে মুনিবর জ্ঞানী। কহিতে লাগিল কিছু কথা পুরাতনী॥
দিবা অবসানে মুনি আদেশ পাইয়া। দুই ভাই স্বায়ং সন্ধ্যা করিল যাইয়া॥
সুন্দর সুধাংশু পূর্ব্ব দিকে সমুদিত। সীতা মুখ সমতুল দেখি আনন্দিত॥
পুনশ্চ বিচার করি দেখিল অন্তরে। সীতার বদন শোভা নাহি হিমকরে॥

দোঃ—সাগরে জনম, বিষ সহোদর, দিবাভাগে ম্লান সকলঙ্ক।
সীতার বদন নহে চন্দ্র সম, দীন নিশাপতি অতিরঙ্ক॥ ২৩৭

চৌঃ—হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে বিরহিনী দুঃখ দায়ী। গ্রাস করে রাহু পুনঃ সুসময় পাই॥
চক্রবাকে দেয় দুঃখ কমলে শুকায়। দোষের অবধি নাই চন্দ্রমা তোমায়॥
সীতা মুখ শশী, শশি তব সম নয়। কহিলে অনেক দোষ, অনুচিত হয়॥
শশী নিন্দা ছলে সীতা মুখ প্রশংসিয়া। গুরুপাশে চলে নিশি অধিক জানিয়া॥
মুনির চরণ পদ্মে করিয়া প্রণাম। আদেশ পাইয়া তবে করিল বিশ্রাম॥
নিশি অবসানে রঘুনায়ক জাগিল। ভ্রাতারে দেখিয়া হেন কহিতে লাগিল॥
অরুণ উদয় হল চেয়ে দেখ তাত। আনন্দিত চক্রবাক, লোক, জলজাত॥
লক্ষ্মণ কহিল তবে জুড়ি যুগপাণি। প্রভুর প্রভাব বিবরিয়া মৃদুবাণী॥

দোঃ—অরুণ উদয়ে সঙ্কুচিত কুমুদিনী, তারাগণ জ্যোতি হীন।
তব আগমন শুনি, নৃপগণ, সবে যথা শকতি বিহীন॥ ২৩৮

চৌঃ—জ্যোতিষ্মান্ নৃপ সব তারকার সম। অক্ষম করিতে দূর চাপ ঘন তম॥
কমল মধুপ চক্রবাক খগ গণ। নিশা অবসানে সবে হরষিত মন॥
হেন মতে প্রভু তব ভক্ত সমুদয়। ধনু ভঙ্গ কৈলে হবে প্রফুল্ল হৃদয়॥
ভাস্কর উদয়ে অনায়াসে তম নাশে। নক্ষত্র স্তিমিত করে জগত প্রকাশে॥
রবির উদয় ছলে শোন রঘুরায়। তোমার প্রভাব সব নৃপেরে দেখায়॥
তব ভুজবল মহা মহিমা উদ্ঘাটি। ধনু বিভঞ্জন প্রকাশিবে পরিপাটি॥
ভ্রাতার বচন শুনি প্রভু মৃদু হাসে। সহজ পবিত্র, স্নান করি মল নাশে॥
নিত্য ক্রিয়া করি চলে গুরু সন্নিধান। মুনি পদে প্রণমিল করুণা নিধান॥

শতানন্দে তবে নৃপ জনক ডাকিল। কৌশিক মুনির পাশে শীঘ্র পাঠাইল ॥
জনক বিনয় মুনিবরে শুনাইল। হরষিত মুনি দুই ভ্রাতা আভানিল ॥
দোঃ—শতানন্দ পদ বন্দি প্রভু, গুরু পাশে তবে আসন লইল।
জনক ডাকিল, চল তাত, মুনিবর তবে দোঁহারে কহিল ॥ ২৩৯

হরধনু ভঙ্গ

চৌঃ—চল গিয়ে দেখি জানকীর স্বয়ম্বর। বড়াই কাহারে দেন দেখহ ঈশ্বর ॥
লক্ষ্মণ কহিল সেই যশের ভাজন। তুমি নাথ কৃপা যারে কর বিতরণ ॥
আনন্দিত মুনি শুনি সুন্দর ভাষণ। সবারে আশিস দিল আনন্দিত মন ॥
মুনিবৃন্দ সঙ্গে নিয়ে কৃপালু তখন। দেখিতে ধনুষ যজ্ঞ করিল গমন ॥
রঙ্গভূমি দুই ভাই কৈলা আগমন। খবর পাইল সব পুরবাসী জন ॥
চলিল সকলে গৃহ করম বিসারি। বালক যুবক বৃদ্ধ যত নর নারী ॥
দেখিয়া জনক ভিড় হল অতিশয়। বিশ্বস্ত সেবক বৃন্দে ডাকাইয়া কয় ॥
ত্বরিত সকল সভ্য সন্নিধানে যাও। যথোচিত সুখাসনে সবারে বসাও ॥
দোঃ—বিনীত বচনে মৃদু বসাইল তারা নর নারী।
উত্তম মধ্যম নীচ নিজ নিজ মর্য্যাদা বিচারি ॥ ২৪০
চৌঃ—সমাগত সেইক্ষণ নৃপতি কুমার। সুষমা সকল তনু ব্যাপিয়া যাঁহার ॥
গুণের সাগর সুচতুর মহাবীর। মনোহর শ্যাম গৌর বরণ শরীর ॥
নৃপতি সমাজে দুই কুমার বিরাজে। যুগ পূর্ণ শশী যেন তারাগণ মাঝে ॥
যাহার হৃদয়ে ভাব আছিল যেমন। প্রভুর মূরতি তারা দেখিল তেমন ॥
নৃপগণ দেখে যেন মহারণধীর। মনে হয় বীর রস ধরেছে শরীর ॥
কুটিল নৃপতি ভীত প্রভুকে নেহারি। মূরতি দেখিল যেন ভয়ঙ্কর ভারী ॥
নৃপতির ছলবেশে ছিল যে অসুর। মূর্ত্তিমান্ কালরূপ দেখিল প্রভুর ॥
পুরবাসী নর নারী দেখে দুই ভাই। মনুজ ভূষণ নয়নের সুখদায়ী ॥
দোঃ—রমণী বিলোকে হর্ষে নিজ নিজ রুচি অনুরূপ।
শোভিছে শৃঙ্গার যেন ধরি দিব্য মূরতি অনুপ ॥ ২৪১
চৌঃ—জ্ঞানীগণ দেখে প্রভু বিরাট শরীর। অনেক লোচন কর পদ মুখ শির ॥
জনকের জ্ঞাতি বর্গ দেখিছে কেমন। অতি প্রিয় লাগে যথা আপনার জন ॥
জনক সহিত দেখে রাণী সুনয়না। আপনার শিশু সম, না হয় বর্ণনা ॥
পরতত্ত্বরূপে ভাসে যোগীর নয়নে। শুদ্ধ শান্ত সম দীপ্ত আপন কিরণে ॥
হরিভক্তগণ নিরখিছে দুই ভ্রাতা। ইষ্টদেব সম সর্ব্বজন সুখদাতা ॥
যেভাবে শ্রীরামে সীতা কৈল দরশন। সেসুখ পিরীতি মুখে না হয় বর্ণন ॥
অনুভবে সীতা, মুখে কহিতে না পারে। কোন্ কবি শক্তি ধরে তাহা বর্ণিবারে ॥

হেন মতে যার মনে যে যে ভাব ছিল। কোশল কুমারে তারা তেমন দেখিল ॥
দোঃ—রাজ সভা মাঝে রাজে কোশলের নৃপতি কিশোর।
সুন্দর শ্যামল গৌর কলেবর বিশ্ব নেত্র চোর ॥ ২৪২
চৌঃ—সহজ সুন্দর দুই ভ্রাতার মূরতি। কোটি কাম ছবি হয় লঘু উপমিতি ॥
শারদ চন্দ্রমা জিনি বদনের শোভা। নীরজ নয়ন অতি নেত্র মনোলোভা ॥
মধুর চাহনি কন্দর্পের দর্প হরে। বর্ণন না হয় বাক্যে সুখদ অন্তরে ॥
ললিত কপোল, দোলে কর্ণেতে কুণ্ডল। চিবুক, অধর চারু মৃদুমন্দ বোল ॥
কুমুদ বান্ধবে নিন্দে হাসির লহর। ভ্রূযুগ বঙ্কিম নাসা অতি মনোহর ॥
উন্নত ললাটে শোভে তিলক উজ্জ্বল। কৃষ্ণ কেশ হেরি লজ্জা পায় অলিদল ॥
শিরেতে বিরাজে টুপি চৌকোনা সুন্দর। মাঝে মাঝে কুসুমের কলি মনোহর ॥
কম্বু সম চারু গ্রীবা ত্রিবলী অঙ্কিত। ত্রিভুবন শোভা যেন হল সম্মিলিত ॥
দোঃ—গজ মুক্তাহার কণ্ঠে, বক্ষে শোভে মাল্য তুলসীর।
বলিষ্ঠ বিশাল বাহু বৃষস্কন্ধ, ঠাম কিশোরীর ॥ ২৪৩
চৌঃ—কটিতে তূণীর পীত পট পরিহিত। করে শর, বামস্কন্ধে ধনু বিলম্বিত ॥
যজ্ঞ উপবীত পীত বক্ষেতে সুন্দর। নখশিখ মনোহর শোভার আকর ॥
সবলোক আনন্দিত রামরূপ হেরে। অনিমেষ আঁখি তারা ফিরালে না ফেরে ॥
জনক দুভাই হেরি হরষিত মনে। প্রণাম করিল মুনিবরের চরণে ॥
বিনয় করিয়া নিজ কথা শুনাইল। রঙ্গ ভূমি সব মুনিবরে দেখাইল ॥
যেখানে যেখানে যায় কুমার যুগল। সেই দিক্‌পানে চায় চকিত সকল ॥
নিজরুচি অনুসারে শ্রীরামে দেখিল। ইহার বিশেষ মর্ম্ম কেহ না বুঝিল ॥
সুন্দর রচনা মুনি নৃপেরে কহিল। মুদিত নৃপতি মহা হরষিত হৈল ॥
দোঃ—এক মঞ্চ সব হতে মনোহর বিশদ বিশাল।
মুনিসহ দুই ভা'য়ে তথা বসাইল মহীপাল ॥ ২৪৪
চৌঃ—প্রভুকে দেখিয়া মনে হারে নৃপগণ। পূর্ণ শশী সমুদয়ে নক্ষত্র যেমন ॥
এ হেন প্রতীতি জাগে হৃদয়ে সবার। ভাঙ্গিবে ধনুক রাম শঙ্কা নাহি তার ॥
যদ্যপি না ভাঙ্গে হর ধনুক বিশাল। জানকী রামের গলে দিবে জয় মাল ॥
এতেক বিচারি ভাই চলে যাও গৃহে। প্রতাপ বিজয় বল তেজ হত হয়ে ॥
হাসিল অপর ভূপ শুনি হেন বাণী। অবিবেকী ছিল যারা অন্ধ অভিমানী ॥
বিবাহ কঠিন, কৈলে ধনুক ভঞ্জন। না ভাঙ্গিয়া পরিণয় করে কোন জন ॥
কাল কেন নাহি হোক্ আমি এক বারে। সীতা লাগি রণে জয় করিব তাহারে ॥
ইহা শুনি মৃদু হাসে অপর ভূপতি। ধর্ম্মশীল হরি ভক্ত বুদ্ধিমান অতি ॥
সোঃ—সীতা বিবাহিবে রাম নৃপগণ গর্ব্ব করি চূর।
কে পারে জিনিতে রণে দাশরথী রণে সুচতুর ॥ ২৪৫
চৌঃ—বৃথা যেন নাহি মর গাল বাজাইয়া। ক্ষুধা নাহি যাবে মনোমোদক খাইয়া ॥

পরম পবিত্র শোন মম উপদেশ। জগদম্বা সীতা হৃদে জেনো সবিশেষ॥
জগতের পিতা রঘুপতিরে বিচারি। নয়ন ভরিয়া রূপ লহহ নেহারি॥
সুন্দর সকল সুখ দাতা সুখরাশি। এই দুই ভাই জেনো শম্ভু উরবাসী॥
সমীপে অমৃত সিন্ধু তাহা বিস্মরিয়া। কোথায় মরিবে মৃগ তৃষ্ণিকা খুজিয়া॥
যার যাহা লাগে ভাল করহ তেমন। সার্থক হইল আজ আমার জীবন॥
এতেক কহিয়া নৃপ শুদ্ধ অনুরাগে। অনুপ শ্রীরাম রূপ নিরখিতে লাগে॥
দেখে সুরগণ নভে চড়িয়া বিমান। পুষ্পবৃষ্টি করি করে মনোহর গান॥

দোঃ—সময় জানিয়া শুভ, জানকীরে জনক ডাকিল।
সুন্দর চতুর সখী সব প্রীতি সহিত আনিল॥ ২৪৬

চৌঃ—বর্ণনা না হয় কভু সীতার শোভার। জগত জননী রূপ গুণের আধার॥
যতেক উপমা মোর কাছে লঘু লাগে। প্রাকৃত নারীর অঙ্গ বরণিল আগে॥
সীতার বর্ণনে উহা করি ব্যবহার। অপযশ কেবা লবে কবির মাঝার॥
উপমা সীতার দিব নারীর সহিতে। কমনীয়া নারী-হেন কে আছে মহীতে॥
সারদা মুখরা, অর্দ্ধ অঙ্গিনী ভবানী। অনঙ্গ জানিয়া পতি রতি বিষাদিনী॥
গরল, বারুণী প্রিয় সহোদর যার। কেমনে চলিব রমা সমান সীতার॥
ছবি যদি হয় কভু সুধার সাগর। পরম রূপেতে পূর্ণ কুর্ম্মের উপর॥
শোভা রজ্জু মন্থনের শৃঙ্গার মন্দার। মথে কর সরোরুহে অবতরি মার॥

দোঃ—এই ভাবে হয় যদি লক্ষ্মীর উদ্ভব। সৌন্দর্য্য আনন্দ যথা একত্র সম্ভব॥
তথাপি সঙ্কোচ সহ কহে কবিগণ। সীতা সম যদি হয় রূপ অনুপম॥ ২৪৭

চৌঃ—সুচতুরা সখী চলে সঙ্গেতে লইয়া। মধুর সুস্বরে কল সঙ্গীত করিয়া॥
তরুণ অঙ্গেতে শোভে মনোহর শাড়ী। জগত জননী শোভা অতুলিত ভারী॥
সকল শোভন অঙ্গে সুন্দর ভূষণ। প্রতি অঙ্গে বিরচিল সীতা সখীগণ॥
রঙ্গ ভূমে যবে সীতা কৈলা পদার্পণ। রূপ হেরি নর নারী বিমোহিত মন॥
আনন্দে বিবুধগণ দুন্দুভি বাজায়। পুষ্পবৃষ্টি করি সব দেবাঙ্গনা গায়॥
জয় মাল্য শোভা পায় শ্রীকর কমলে। স্তম্ভিত হইয়া রহে নৃপতি সকলে॥
রাম পানে সীতা চায় সচকিত মন। তাহা দেখি মোহবশ হল নৃপগণ॥
মুনির সমীপে দেখি ভাই দুইজন। লুব্ধ নেত্র অনিমেষ, পেয়ে হারাধন॥

দোঃ—গুরুগণ সভামাঝে, অন্তরেতে লজ্জা জানকীর।
সুখী প্রতি অঙ্গ হেরি হৃদে ভাবে রাম রঘুবীর॥ ২৪৮

চৌঃ—রাম রূপ সহ সীতা সুষমা নেহারি। পলক ত্যজিল যত পুর নর নারী॥
চিন্তান্বিত সবে নারে সঙ্কোচে কহিতে। মিনতি বিধাতা সনে করে নিজ চিতে॥
জনক জড়তা বিধি শীঘ্র অপহর। মোদের সমান মতি দেও মনোহর॥
অবিচারে ত্যজি পণ যেন নরনাথ। বিবাহ সীতারে দেন শ্রীরামের সাথ॥
জগত কহিবে ভাল সুখী হবে সবে। হট্ যদি কর তবে অন্তে জালা হবে॥

লালসা জাগিছে মনে সকল জনার। জানকীর যোগ্যবর শ্যামল কুমার॥
বন্দীজন তবে নৃপ জনক ডাকিল। রাজকুল কীর্ত্তি গাহি চলিয়া আসিল॥
কহে নৃপ কহ গিয়া প্রতিজ্ঞা আমার। চলে ভাট হৃদয়েতে আনন্দ অপার॥

দোঃ—বন্দী কহে, শোন বাক্য, সমাগত সব মহীপাল।
বিদেহের পণ কহি, দুই বাহু তুলিয়া বিশাল॥ ২৪৯

চৌঃ—শিব চাপ রাহু, বিধু নৃপ ভুজবল। কেমন কঠোর, গুরু বিদিত সকল॥
মহাভট দশানন বাণ, অতিকায়। শরাসন দেখি সবে ভয়েতে পালায়॥
পুরারির সেই অতি কঠোর কোদণ্ড। নৃপতি সমাজে যেবা করিবে দুখণ্ড॥
ত্রিভুবন জয় সহ বিদেহ কুমারী। বরিবে তাহারে ধ্রুব কিছুনা বিচারি॥
শুনি পণ অভিলষে সকল নৃপতি। বীর অভিমানী হৃদে ক্রোধাতুর অতি॥
কটিবদ্ধ হয়ে সবে হইল অধীর। চলে ইষ্টদেব পদে নোয়াইয়া শির॥
ক্রোধভরে লক্ষ্য করে, হর ধনু ধরি। উঠাতে না পারে শত কোটি চেষ্টা করি॥
যাহার বিচার কিছু আছে নিজ প্রাণে। সে নৃপতি নাহি যায় চাপ সন্নিধানে॥

দোঃ—মূঢ় নৃপ দন্ত চাপি ধরে ধনু, নাহি উঠে, চলে হইয়া লজ্জিত।
মনে হয় পেয়ে নৃপ বাহুবল ভার হয় ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত॥ ২৫০

চৌঃ—নৃপতি সহস্র দশ এক এক বারে। উঠাইতে করে চেষ্টা নাড়িতে না পারে॥
শম্ভু শরাসন নাহি চলিছে কেমন। কামী প্ররোচনে সতী হৃদয় যেমন॥
উপহাস পাত্র হল সব নৃপগণ। সন্ন্যাসী বৈরাগ্য হীন হইলে যেমন॥
বীরতা বিজয় কীর্ত্তি যার যত ছিল। চাপ সন্নিধানে এসে সব হত হৈল॥
শ্রীহত হইয়া মনে হারি নৃপগণ। নিজ নিজ দলে স্থান করিল গ্রহণ॥
জনক বিফল যত্ন হেরি রাজগণ। বলিল বচন কোপে মাখিয়া যেমন॥
দ্বীপ দ্বীপ হতে অগণিত নৃপগণ। আইল শুনিয়া আমি করিনু যে পণ॥
দেবতা দানব ধরি মানুষ শরীর। আইল অনেক বীর মহা রণধীর॥

দোঃ—সুন্দরী কুমারী, জয় সুমহান, কীর্ত্তি কমনীয়।
পাত্র বিধি নাহি কৈল, হরধনু নহে দমনীয়॥ ২৫১

চৌঃ—হেন লাভ কার বল নাহি লাগে ভাল। শঙ্কর কোদণ্ডে গুণ কেহ না চড়াল॥
জ্যারোপণ দূর হোক্, পুনশ্চ ভঞ্জন। তিল মাত্র ভূমি হতে নহে উত্তোলন॥
বীর মানি কেহ যেন ক্রোধ নাহি করে। বীরশূন্যা বসুন্ধরা জানিনু অন্তরে॥
আশা পরিহরি সবে যাও নিজ গৃহে। বৈদেহী বিবাহ বিধি অভিপ্রেত নহে॥
সুকৃতি যাইবে যদি পণ পরিহরি। কুমারী অনূঢ়া রহে উপায় কি করি॥
জানিতাম বীরশূন্যা যদি বসুমতী। হাসি নাহি লভি, পণ করিয়া এমতি॥
জনক বচন শুনি নর নারীগণ। জানকীরে দেখি হল বিষাদিত মন॥
কোপেতে ভ্রূভঙ্গী করি কহিল লক্ষ্মণ। ওষ্ঠাধর কম্পমান রক্তিম নয়ন॥

দোঃ—কহিতে অক্ষম রঘুবীর ভয়ে, বাক্য হৃদে লাগে যেন বাণ।
রামপাদপদ্মে নত করি শির কহে তবে বচন প্রমাণ॥ ২৫২

চৌঃ—রঘুবংশী মাঝে কেহ যথায় বিরাজে। হেন বাক্য নাহি সাজে সে বীর সমাজে॥
রঘুকুলমণি হেথা বিদ্যমান জানি। জনক কহিলা হেন অনুচিত বাণী॥
ভানুকুলকঞ্জ ভানু শুনহ বচন। নহে অভিমান, করি যথার্থ ভাষণ॥
তোমার আদেশ প্রভু আমি যদি পাই। কন্দুক সমান এই ব্রহ্মাণ্ড উঠাই॥
কাঁচা মৃৎ ঘট সম চূরমার করি। মূলার মতন মেরু ভাঙ্গি হস্তে ধরি॥
মহিমা প্রতাপ তব কোথা ভগবান। কোথায় বেচারা হর পিনাক পুরাণ॥
প্রভুর আদেশ যদি আমা প্রতি হয়। করিব কৌতুক সবে মানিবে বিস্ময়॥
কমলের নাল সম গুণ চড়াইয়া। শতেক যোজন লয়ে যাইব ধাইয়া॥

দোঃ—ভেক ছত্র সম চূর্ণ নাহি করি হরধনু প্রতাপে তোমার।
তোমার শপথ, হস্তে ধনুতূণ কভু আমি, না লইব আর॥ ২৫৩

চৌঃ—সকোপ বচন বলে লক্ষ্মণ যখন। কাঁপিল মেদিনী দোলে দিক্ গজগণ॥
সকল ভুবন, সব নৃপতি ডরায়। সঙ্কোচে জনক, সীতা হর্ষে মগ্ন প্রায়॥
গুরু, রঘুপতি, সব মুনি মনে মনে। আনন্দে মগন, দেহ পুলকে সঘনে॥
সঙ্কেতে শ্রীরাম লক্ষ্মণেরে নিবারিল। প্রেমের সহিত নিজ পার্শ্বে বসাইল॥
বিশ্বামিত্র শুভক্ষণ সমাগত জানি। বলিলেন স্নেহ মাখা সুকোমল বাণী॥
ভঞ্জন করহ রাম উঠি ভব চাপ। দূর কর তাত জনকের পরিতাপ॥
গুরুর বচন শুনি পদে প্রণমিল। হরষ বিষাদ কিছু হৃদয়ে নহিল॥
সহজ সুন্দর ভাবে যবে দাঁড়াইল। ভঙ্গী দেখি সিংহ যুবা লজ্জিত হইল॥

দোঃ—উদয় অচল মঞ্চে সমুদিত রাঘব পতঙ্গ।
সন্তকঞ্জ বন প্রকাশিল, হরষিত নেত্র ভৃঙ্গ॥ ২৫৪

চৌঃ—নৃপগণ আশা নিশি করিয়া বিনাশ। আস্ফালন তারা প্রভা করি অপ্রকাশ॥
মহীপ কুমুদ মানী মুদ্রিত হইল। পেচক কপটি নৃপগণ লুকাইল॥
চক্রবাক মুনি সুর প্রফুল্ল হইল। পুষ্প বৃষ্টি করি নিজ সেবা জানাইল॥
অনুরাগ ভরে গুরু চরণ বন্দিল। মুনিগণ সনে রাম আদেশ মাগিল॥
সহজে চলিল সব জগতের স্বামী। মঞ্জু মত্ত মনোহর করিবরগামী॥
রাম অগ্রসর দেখি পুর নারী নর। পুলকে পূরিল তনু প্রফুল্ল অন্তর॥
পিতৃ সুর বন্দি স্মরে পুণ্য আপনার। পুণ্যের প্রভাব কিছু থাকিলে আমার॥
শঙ্কর কোদণ্ড যেন মৃনালের সম। গণেশ গোসাঁই খণ্ড খণ্ড করে রাম॥

দোঃ—রামে নেহারিয়া প্রেমে সখীগণে সমীপে ডাকিয়া।
প্রেমবশ সীতা মাতা কহে বাক্য ব্যাকুল হইয়া॥ ২৫৫

চৌঃ—কৌতুক দেখিছে মোর যত সখীগণ। হিতকারী বলে যারা করে আস্ফালন॥
গুরুসনে বুঝাইয়া কেহ নাহি কহে। বালক রামের হেন হট্ ভাল নহে॥

লঙ্কেশ রাবণ, বাণ নাহি ছোয় চাপ। ধনুক হরিল সব নৃপতির দাপ॥
সেই ধনু দেয় রাজ কুমারের হাতে। পারে বালহংস কভু মন্দর উঠাতে॥
ভূপতির চতুরতা সব নষ্টপ্রায়। বিধি গতি সখি কিছু জানা নাহি যায়॥
চতুরা সজনী তবে কহে মৃদু বাণী। তেজস্বীরে ছোট মনে না ভাবিও রাণি॥
কোথা ঘটযোনি কোথা অম্বুধি অপার। শুষিয়া সুযশে পূর্ণ করিল সংসার॥
ভাস্কর মণ্ডল দেখিবারে ক্ষুদ্র লাগে। হইলে উদয় ত্রিভুবন তম ভাগে॥

দোঃ—অতি লঘু মন্ত্রে বিধি, হরি, হর, সুর, হয় বশ।
মহামত্ত গজরাজে করে লঘু অঙ্কুশ বিবশ॥ ২৫৬

চৌঃ—কাম করি ফুল ধনু সায়ক গ্রহণ। আপন অধীন কৈল সকল ভুবন॥
সংশয় ত্যজহ দেবি এ সকল জানি। ভাঙ্গিবে ধনুক রাম ধ্রুব জেনো রাণি॥
সখীর বচন শুনি হইল প্রতীতি। বিষাদ মিটিল উপজিল অতি প্রীতি॥
রামে নেহারিয়া তবে বিদেহ কুমারী। সবারে বিনয় করে মনে ভীতি ভারী॥
মনে মনে মানে সীতা হইয়া আকুল। মহেশ ভবানী দোঁহে হও অনুকূল॥
সফল করহ তব সেবন পূজন। দয়া করি কর চাপ গুরুত্ব হরণ॥
গণের অধীশ সর্ব্ব সিদ্ধি কর দান। তব সেবা করিলাম আজ পেতে ত্রাণ॥
মিনতি শুনিয়া মোর আজ বারংবার। অতি লঘু কর প্রভু কোদণ্ডের ভার॥

দোঃ—রাম তনু পানে চাহি দেবতারে মানে ধরি ধীর।
প্রেম অশ্রু পূর্ণ নেত্র, পুলকিত সকল শরীর॥ ২৫৭

চৌঃ—নেত্র ভরি দেখি শোভা হরষিত মন। মনে পুনঃ হয় ক্ষোভ স্মরি পিতৃ পণ॥
হায় হায় পিতা পণ কঠোর করিলে। লাভ ক্ষতি আপনার কিছু না বুঝিলে॥
ভয়েতে সচিবগণ শিক্ষা নাহি দিল। পণ্ডিত সমাজে বড় অনীতি হইল॥
কুলিশ হইতে কোথা কোদণ্ড কঠোর। কোথা মৃদু গাত্র পুনঃ শ্যামল কিশোর॥
ধৈরয হৃদয়ে বিধি ধরিব কেমনে। বিঁধিতে পারে কি হীরা শিরীষ প্রসূনে॥
মতি ভ্রম হল যদি সকল সভার। শম্ভু চাপ এবে তুমি শরণ আমার॥
আপন জড়তা সব জনে সমর্পিয়া। অতি লঘু হও চাপ রামে নিরখিয়া॥
অতি পরিতাপ জাগে সীতার অন্তরে। যুগ সম কাটে লব নিমেষ সুধীরে॥

দোঃ—চাহি প্রভুপানে, মহী পানে চায়, নেত্র শোভে সুচঞ্চল।
সুধাংশু মণ্ডল মাঝে মনসীজ মীন যুগ যেন দেয় দোল॥ ২৫৮

চৌঃ—বচন ভ্রমর মুখ পঙ্কজে রোধিল। রজনী দেখিয়া লাজে প্রকট নহিল॥
নয়নের বারি রুদ্ধ নয়নের কোণে। সোনা বাঁধি রাখে যথা কৃপণ বসনে॥
সঙ্কুচিল ব্যাকুলতা জানি চিত্তে অতি। ধৈরয ধরিল হৃদে আনিয়া প্রতীতি॥
কায়মনোবাক্যে যদি সত্য মোর পণ। রঘুনাথ পাদপদ্মে অনুরক্ত মন॥
তবে ভগবান সব অন্তর নিবাসী। করিবে অবশ্য মোরে রঘুবীর দাসী॥
যার প্রতি যার হয় অকপট স্নেহ। সেজন মিলয় তার, নাহিক সন্দেহ॥

প্রভু তনু লখি প্রেম পণ দৃঢ় কৈল। করুণা নিধান রাম অন্তরে জানিল ॥
সীতা হেরি রাম ধনু দেখিছে কেমন। লঘু সর্প পানে চাহে গরুড় যেমন ॥

দোঃ—লক্ষ্মণ দেখিল রাম নিরখিছে শিবের কোদণ্ড।
পুলকিত কহে বাক্য পদে দৃঢ় চাপিয়া ব্রহ্মাণ্ড ॥ ২৫৯

চৌঃ—বরাহ কমঠ অহি দিক্‌গজগণ। অকম্পিত ধৈর্য্যে মহী করহ ধারণ ॥
রাম চলে হর ধনু করিতে ভঞ্জন। অবহিত হয়ে আজ্ঞা করহ পালন ॥
চাপ পার্শ্বে রাম যবে গমন করিল। নর নারী নিজ পুণ্য দেবেরে মানিল ॥
সবার সন্দেহ আর সবার অজ্ঞান। মন্দ নৃপতির যত বৃথা অভিমান ॥
গুরুত্ব সহিত ভৃগুপতি অহঙ্কার। মুনিবর কাতরতা দেবতার আর ॥
জানকীর চিন্তা, জনকের অনুতাপ। দারুণ দাবাগ্নি সম রাণীর সন্তাপ ॥
শঙ্কর কোদণ্ড বড় জাহাজ পাইয়া। চড়িল সকলে গিয়া একত্র হইয়া ॥
রঘুবর বাহুবল সমুদ্র অপার। কাণ্ডারী নাহিক মিলে যেতে চায় পার ॥

দোঃ—চিত্রার্পিত সম সব নর নারী দেখি ভগবান।
বিশেষ বিকল হেরি জানকীরে করুণা নিধান ॥ ২৬০

চৌঃ—অতীব বিকল দেখি বিদেহ কুমারী। নিমেষ কল্পের মত কাটিছে নেহারি ॥
তৃষিত সলিল বিনা কৈলে তনুত্যাগ। মৃতজনে কি করিবে সুধার তড়াগ ॥
বরষার কিবা কাজ কৃষি শুকাইলে। গ্লানিতে কি ফল শুভযোগ হারাইলে ॥
এতেক জানিয়া হৃদে সীতাকে দেখিয়া। প্রভু পুলকিত সীতা প্রণয় জানিয়া ॥
মনে মনে গুরুপদে প্রণাম করিল। অনায়াসে হরধনু তুলিয়া লইল ॥
দামিনী চমকি যেন মেঘে লুকাইল। আকাশ মণ্ডল সম কোদণ্ড হইল ॥
তুলিতে, চড়াতে গুণ, রোপিতে সজোরে। কেহ না দেখিল সবে স্তম্ভিত নেহারে ॥
মধ্য দেশে ধনু রাম করিল ভঞ্জন। ভুবন ভরিয়া হল কঠোর নিস্বন ॥

ছঃ—ভুবন ভরিয়া ঘোর, ধ্বনি হল সুকঠোর দিকগজ দিশেহারা, কম্পমান বসুন্ধরা,
রবিবাজী মার্গ ছাড়ি চলে। অহি কোল কূর্ম্ম কলমলে ॥
দেবতা অসুর মুনি, কর্ণে হাত দেয় শুনি শিবের কোদণ্ড রাম, করিয়াছে খান খান,
বেয়াকুল সকলে বিচারে। জয় জয় তুলসী উচ্চারে ॥

দোঃ—রঘুবর বাহুবল পয়োনিধি, শঙ্করের ধনুক জাহাজ।
মোহবশে অগ্রে আরোহিল, যারা জল মগ্ন সকল সমাজ ॥ ২৬১

চৌঃ—দ্বিখণ্ডিত চাপ প্রভু ফেলিল মহীতে। সকল লোকের হর্ষ দেখি অতি চিতে ॥
বিশ্বামিত্র পয়োনিধি পরম পাবন। রাম প্রেম সলিলেতে পূর্ণ অণুক্ষণ ॥
রামরূপ রাকাশশী হেরিয়া নয়নে। পুলক তরঙ্গী ওঠে হিল্লোলি সঘনে ॥
আকাশেতে গহ গহ বাজিছে নিশান[1]। দেব বধূগণ নাচে করে কল গান ॥

১—দুন্দুভি

ব্রহ্মা আদি সুরগণ সিদ্ধ মুনি ঈশ। প্রশংসি প্রভুরে সবে দেয় শুভাশিস॥
নানা বরণের পুষ্প মালা বৃষ্টি করে। রসাল সঙ্গীত করে যতেক কিন্নরে॥
উঠিল ভুবন ভরি জয় জয় সোর। নাহি শোনা যায় ধনুভঙ্গ ধ্বনি ঘোর॥
আনন্দে সর্ব্বত্র কহে পুর নরনারী। ভাঙ্গিল শ্রীরাম চাপ পিনাকীর ভারী॥

দোঃ—সকল মাগধ বন্দী, সূত গাহে যশ মতিধীর।
দান করে লোক সব হস্তী অশ্ব ধন মণি চীর॥ ২৬২

চৌঃ—বাজিছে মৃদঙ্গ শঙ্খ সানাই মধুর। ভেরী ঢোল ঝাঁঝ কত দুন্দুভি প্রচুর॥
নানা বাদ্য বাজিতেছে মনোহর অতি। যথা তথা সুমঙ্গল গাহিছে যুবতী॥
সখীগণ সহ হরষিত রাণীগণ। শুষ্ক ধান্যে হল যেন বারি বরিষণ॥
জনক ত্যজিয়া শোক প্রফুল্ল হইল। সন্তরণে প্রান্ত যেন ভূমি পরশিল॥
ধনুক ভাঙ্গিল দেখি শ্রীহত নৃপতি। দিবাভাগে জ্যোতিহীন প্রদীপ যেমতি॥
কেমনে বর্ণিব সীতা হল কত সুখী। স্বাতির সলিল যেন পাইল চাতকী॥
লক্ষ্মণ শ্রীরাম প্রতি চাহিছে কেমন। চকোর কিশোর হেরে চন্দ্রমা যেমন॥
শতানন্দ আজ্ঞা তবে করিল প্রদান। জানকী চলিল সুখে রাম সন্নিধান॥

দোঃ—সুন্দরী বান্ধবী সঙ্গে, করি গান মঙ্গল আচার।
চলে বাল রাজহংসী হেন, অঙ্গে সুষমা অপার॥ ২৬৩

চৌঃ—সখীগণ মধ্যে সীতা শোভিছে কেমন। ছবিগণ মধ্যে দিব্য ছবির মতন॥
কর সরোজেতে জয়মাল্য শোভমান। বিশ্ববিজয়ের শোভা করিছে প্রদান॥
তনু সঙ্কুচিত মনে পরম উল্লাস। গূঢ়প্রেম কারো কাছে না হল প্রকাশ॥
সমীপে যাইয়া রামরূপ নেহারিয়া। কুমারী রহিল চিত্র সম দাঁড়াইয়া॥
সুচতুরা সখী দেখি কহে বুঝাইয়া। রাম গলে জয়মাল্য দেও পরাইয়া॥
শুনিয়া যুগল করে মাল্য উঠাইল। প্রেমেতে বিবশ কণ্ঠে পরাতে নারিল॥
যুগল কমল যেন মৃণাল সহিত। জয় মালা শশীগলে দেয় ভয় ভীত॥
ছবি নিরখিয়া সখী আরম্ভিল গান। রাম গলে জয়মাল্য সীতা কৈল দান॥

সোঃ—রাম গলে দেখি জয়মালা দেবগণ হর্ষে বরষে সুমন।
সঙ্কুচিত নৃপবৃন্দ কুমুদিনীগণ যথা হেরিয়া তপন॥ ২৬৪

চৌঃ—নগরে আকাশে নানাবিধ বাদ্য বাজে। মলিন হইল খল সাধু ফুল্ল রাজে॥
সুরনর নাগ যত কিন্নর মুনীশ। জয় জয় জয় কহি করিল আশিস॥
গন্ধর্ব্বের বাল বধু গাহে, নৃত্য করে। স্বর্গ হতে অবিরল পুষ্প মাল্য ঝরে॥
যথা তথা বেদধ্বনি করে দ্বিজগণ। বিরুদ আবলী বন্দী করে উচ্চারণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে সুযশ ব্যাপিল। ধনুর্ভঙ্গ করি রাম সীতা বিবাহিল॥
আরতি করিছে যত পুর নর নারী। দান করে অকাতরে সম্পদ বিসরি॥
যুগল শ্রীরাম সীতা হল শোভমান। শৃঙ্গার সৌন্দর্য্য এক যাহে বিদ্যমান॥
সখী কহে প্রভু পদে প্রণমহ সীতা। চরণ স্পর্শিতে নারে অতি ভয় ভীতা॥

12

দোঃ—স্মরি মুনি পত্নী গতি, পদ নাহি স্পর্শে সীতা পাণি।
হাসে রঘুবংশমনি, প্রীতি অতি অলৌকিক জানি॥ ২৬৫

পরশুরাম-রাম সংবাদ

চৌঃ—সীতা দেখি বাঞ্ছা করে সকল নৃপতি। দুরাশয় ক্রূর মনে ক্রোধান্বিত অতি॥
উঠি উঠি নিজ নিজ বর্ম্ম অঙ্গে পরে। যথা তথা তারস্বরে গাল বাদ্য করে॥
সীতারে কাড়িয়া লব কহে কোনজন। ধরিয়া কুমার দ্বয়ে করিব নিধন॥
ধনুক ভাঙ্গিলে দাবী না হবে পূরণ। জীবন থাকিতে সীতা কে করে বরণ॥
বিদেহ যদ্যপি কিছু সহায়তা করে। দুই ভাই সহ তারে জিনিব সমরে॥
বচন শুনিয়া বলে সজ্জন নৃপতি। রাজগণে দেখি লজ্জা লজ্জা পায় অতি॥
নিজের প্রতিষ্ঠা বল শৌর্য বীর্য্য যত। পিনাকীর ধনু সহ সব হল গত॥
সেই শৌর্য্য এবে কোথা হইতে মিলিল। হেন বুদ্ধি, তাই বিধি মুখে মসী দিল॥
দোঃ—ঈর্ষা মদ ক্রোধ ত্যজি রাম রূপ হের সবে ভরিয়া নয়ন।
লক্ষ্মণের রোষানলে বৃথা নাহি পুড়ে মরি শলভ যেমন॥ ২৬৬.

চৌঃ—গরুড়ের বলি যথা চাহে মূঢ় কাগ। শশক আকাঙ্খা করে কেশরীর ভাগ॥
অকারণ ক্রোধী যথা যাচয় কল্যাণ। শিবদ্রোহী চাহে যথা ধন জন মান॥
লোলুপ বিষয়ী লোভী যথা কীর্ত্তি চায়। কলঙ্ক হীনতা কামী কখনো কি পায়॥
ঈশ্বর বিমুখ চায় পরম সুগতি। তেমন লালসা তব শোন নরপতি॥
কোলাহল শুনি সীতা সশঙ্ক হইল। সখীগণ রাণীপাশে শীঘ্রগতি নিল॥
স্বচালে শ্রীরাম যায় গুরু সন্নিধানে। জানকীর স্নেহ বরণিয়া মনে মনে॥
রাণীগণ সহ সীতা শোক সমাচ্ছন্ন। না জানি বিধাতা কিবা করিল আসন্ন॥
নৃপগণ বাক্য শুনি ইথি উথি চায়। লক্ষ্মণ রামের ভয়ে কিছু নাহি কয়॥
দোঃ—কুটিল ভ্রূভঙ্গী করি রক্ত নেত্রে ক্রোধে হেরে নৃপতি সকল।
কেশরী কিশোর সোৎসাহ যথা নিরখিয়া মত্ত গজ দল॥ ২৬৭

চৌঃ—কোলাহল শুনি নর রমণী বিকল। গালি দেয় নৃপগণে মিলিয়া সকল॥
সেই অবসরে শুনি হরধনু ভঙ্গ। সমাগত ভৃগু কুল কমল পতঙ্গ॥
দেখিয়া মহীপ সব সঙ্কুচিত অতি। বাজ দেখি পক্ষী ছানা পালায় যেমতি॥
গৌরবর্ণ দেহ শোভে বিভূতি ভূষিত। ত্রিপুণ্ড্র বিশাল ভালোপরে বিরাজিত॥
শিরে জটাভার মুখ চন্দ্র সুশোভন। রোষভরে অরুণাভ হয়েছে যেমন॥
ভ্রূকুটি কুটিল নেত্র রোষ কষায়িত। স্বভাব চাহনি যেন ক্রোধ প্রজ্বলিত॥
বৃষস্কন্ধ বাহু উরু অতি সুবিশাল। যজ্ঞ উপবীত মালা আর মৃগছাল॥
কটিতে মুনির পট যুগল তূণীর। সুন্দর কুঠার হস্তে, সব্যে ধনু তীর॥
দোঃ—তপস্বীর বেশ, ঘোর কর্ম্মা অতি, কেবা পারে বর্ণিতে স্বরূপ।
শরীর ধরিয়া বীর রস যেন সমাগত যথা সব ভূপ॥ ২৬৮

চৌঃ—ভৃগুপতি বেশ দেখি অতীব করাল। দাঁড়াইল সবে ভয় বিকল ভূপাল॥
পিতার সহিত কহি নিজ নিজ নাম। করিতে লাগিল সবে দণ্ড পরণাম॥
যার প্রতি মুনি করে শুভ দৃষ্টিপাত। মনে ভাবে হল বুঝি তার মুণ্ডপাত॥
জনক আসিয়া পুনঃ শির নোয়াইল। জানকীরে ডাকি প্রণিপাত করাইল॥
আশীর্ব্বাদ দিলে মুনি সখী হরষিত। নিজপংক্তি মাঝে নিল সীতারে ত্বরিত॥
বিশ্বামিত্র আসি পুনঃ মুনি সহ মেলে। দুই ভাই প্রণমিল পদ শতদলে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দশরথের নন্দন। আশীর্ব্বাদ কৈল মুনি যুগল শোভন॥
রামে নিরখিয়া স্থির হইল নয়ন। অপরূপ রূপ মার মদ বিমোচন॥

দোঃ—চাহিয়া বিদেহ পানে কহে মুনি কেন এত ভিড়।
অজ্ঞান সমান জিজ্ঞাসিয়া ক্রোধে ব্যাপিল শরীর॥ ২৬৯

চৌঃ—সমাচার কহি তবে নৃপ শুনাইল। যে কারণে নরপতি সকল আইল॥
বচন শুনিয়া মুনি চাহে আনভিতে। দেখে দ্বিখণ্ডিত চাপ পড়িয়া মহীতে॥
ক্রোধ ভরে কটু বাক্য বলিতে লাগিল। বলহ জনক কেবা ধনুক ভাঙ্গিল॥
দেখাইয়া দেও শীঘ্র না হইলে আজ। উল্টাইব মহী যদবধি তব রাজ॥
মনে মহা ভয় নৃপ না দেয় উত্তর। কুটিল নৃপতি সব হরষ অন্তর॥
সুর মুনি নাগ নগরের নর নারী। চিন্তান্বিত সবে হৃদে ত্রাস অতি ভারী।
দুঃখিত অন্তর অতি জানকীর মাতা। সামালিয়া কর্ম্ম পণ্ড করিল বিধাতা॥
শুনিয়া জানকী ভৃগুপতির প্রকৃতি। কল্পসম নিমেষার্দ্ধ হইল প্রতীতি॥

দোঃ—সন্ত্রস্ত বিলোকি লোক, অতিশয় ভয় জানকীর।
হরষ বিষাদ বিরহিত চিত্তে চলে রঘুবীর॥ ২৭০

চৌঃ—শঙ্কর কোদণ্ড নাথ যে কৈল ভঞ্জন। হইবে তোমার কোনো দাস একজন॥
কি আজ্ঞা তাহার প্রতি বলহ আমারে। শুনি ক্রোধী মুনিবর কহে কোপভরে॥
সেবক সেজন যেবা করয় সেবন। শত্রু কার্য্য যেবা করে তার সনে রণ॥
শোন রাম হরধনু যে কৈল ভঞ্জন। সহস্র বাহুর সম শত্রু সেই জন॥
দাঁড়াক্ স্বতন্ত্র হয়ে সমাজ ছাড়িয়া। নতুবা সকল রাজা যাইবে মরিয়া॥
শুনিয়া মুনির বাক্য হাসিল লক্ষ্মণ। কহিল পরশুধরে অবজ্ঞা বচন॥
ভাঙ্গিনু * অনেক ধনু বালক বয়সে। কভু না কহিলে হেন, প্রভু ক্রোধবশে॥
হরধনু পরে মায়া কহ কিবা হেতু। শুনি ক্রোধ ভরে কহে ভৃগুকুল কেতু॥

দোঃ—কালবশ নৃপ শিশু বাক্যে তোর নাহিক সংযম।
সকল ধনুক কিবা খ্যাত ভবে হরধনু সম? ২৭১

চৌঃ—লক্ষ্মণ কহিল হাসি মম জ্ঞাত মতে। সব ধনু শোন মুনি সমান জগতে॥

* পৃথ্বী স্ত্রী বেশে শেষকে পুত্ররূপে লইয়া পরশুরামের সেবায় এই সর্ত্তে নিয়োজিত হন যে দুরন্ত বালকের অপরাধ লইবেনা। শেষ পরশুরাম সংগৃহীত সব ধনু ভাঙ্গে তখন পণ হেতু রাগ করে নাই। ধরাভার দূর করিবার জন্য এই কার্য্য করিয়াছিল।

লাভ ক্ষতি কিবা জীর্ণ ধনুর ভঞ্জনে। ধরেছিল রাম করে নব ভেবে মনে ॥
ছুইতে ভাঙ্গিল ধনু রামের কি দোষ। অকারণ মুনিবর কর কত রোষ ॥
পরশুর পানে চাহি বলে মুনিবর। আমার স্বভাব নহে তোমার গোচর ॥
বালক বলিয়া নাহি বধিলাম তোরে। মুনি মাত্র বলি মূর্খ জানিস কি মোরে ॥
বাল ব্রহ্মচারী তাতে ক্রোধী অতিশয়। ক্ষত্রকুলদ্রোহী ভবে মম পরিচয় ॥
ভুজবলে ভূপহীন করিয়া ভুবন। বহুবার মহীদেবে করিনু অর্পণ ॥
সহস্র বাহুর বাহু ছেদন কারক। কুঠার নেহার মোর নৃপতি বালক ॥

দোঃ—মাতাপিতা শোকবশ করিওনা নৃপতি কিশোর।
ভ্রূণ হত্যাকারী দেখ হস্তে মোর পরশু কঠোর ॥ ২৭২

চৌঃ—হাসিয়া লক্ষ্মণ কহে মৃদু মন্দ বাণী। অহহ মুনীশ মহা বীর অভিমানী ॥
বার বার মোরে কেন দেখাও কুঠার। ফুঁকিয়া উড়াতে বুঝি চাহিছ পাহাড় ॥
কোমল কুষ্মাণ্ড হেথা নাহি কোন জন। হেরিয়া তর্জ্জনি যেবা ত্যজিবে জীবন ॥
দেখিয়া কুঠার স্কন্ধে করে ধনুর্ব্বাণ। আমি কিছু বলিলাম সহ অভিমান ॥
ভৃগুবংশী বুঝিলাম উপবীত হেরি। যে কিছু কহিলে সহি কোপ রোধ করি ॥
দেব দ্বিজ হরিভক্ত আর ধেনু প্রতি। মম বংশে নাহি করে প্রয়োগ শকতি ॥
বধিলে পাতক অপকীর্ত্তি পরাজয়ে। মারিলেও মোরা সদা পড়ি বিপ্র পায়ে ॥
শত কোটি বজ্র সম বচন তোমার। বৃথা ধর হস্তে ধনু সায়ক কুঠার ॥

দোঃ—বেশ হেরি বলে থাকি অনুচিত, ক্ষম মতিধীর।
শুনি ক্রুদ্ধ ভৃগুবংশমণি বলে বচন গম্ভীর ॥ ২৭৩

চৌঃ—শুনহ কৌশিক অতি মন্দ এ বালক। শঠ, কালবশ, নিজ বংশ বিনাশক ॥
ভানু বংশ পূর্ণিমার শশীর কলঙ্ক। অতিশয় নিরঙ্কুশ নিষ্ঠুর অশঙ্ক ॥
ক্ষণকাল মধ্যে যাবে কালের কবলে। ডাকি কহি দোষ মোরে না দিও সকলে ॥
সরাইয়া লও যদি বাঞ্ছহ উদ্ধার। কহি বল, রোষ আর প্রতাপ আমার ॥
কৌশিক কহিল দোষ করহ মার্জ্জন। বাল দোষ গুণ সাধু না করে গ্রহণ ॥
লক্ষ্মণ কহিল মুনি সুযশ তোমার। জীবিত রহিতে প্রভু, বর্ণে সাধ্য কার ॥
আপন মুখেতে মুনি নিজের করম। নানা ভাবে বহু বার করিলে বর্ণন ॥
সন্তোষ না হয়ে থাকে পুনঃ কিছু কহ। রোষ সম্বরিয়া ঘোর দুঃখ নাহি সহ ॥
বীরবৃত্তি তুমি ধীর অক্ষোভ হৃদয়। তিরস্কার করা তব যুক্ত নাহি হয় ॥

দোঃ—রণাঙ্গনে করে কীর্ত্তি, বীর দাপ নাহি করে মুখে।
করয় প্রলাপ ভীরু রিপুদল পাইয়া সম্মুখে ॥ ২৭৪

চৌঃ—যমে যেন ডাকি তুমি আনিবে আপনি। আমার নিমিত্ত যত হাঁকিছ এখনি ॥
শুনি মুনি লক্ষ্মণের বচন কঠোর। শানিয়া পরশু ধরে নিজ করে ঘোর ॥
মোর দোষ যেন লোক নাহি দেয় আর। কটু বাদী বধযোগ্য নৃপতি কুমার ॥
বালক বলিয়া বাঁচাইনু বহুক্ষণ। সত্য সত্য এবে এর নিকট মরণ ॥

অকারণ ক্রোধী আমি করেতে কুঠার। অপরাধী গুরু দ্রোহী সম্মুখে আমার ॥
প্রত্যুত্তর দিতে নাহি লইনু জীবন। কেবল কৌশিক তব শীলের কারণ ॥
নতুবা কাটিয়া একে কঠোর কুঠারে। গুরু ঋণ শুধিতাম অল্প শ্রম দ্বারে ॥

দোঃ—মনে হাসি বিশ্বামিত্র কহে অরি বুঝিছ হরিরে।
ইক্ষুসম ভাঙ্গে হরধনু, তত্ত্ব না বোঝ অন্তরে ॥ ২৭৫

চৌঃ—কহিল লক্ষ্মণ মুনি স্বভাব তোমার। কেবা নাহি জানে, ভাল বিদিত সংসার ॥
মাতৃ পিতৃঋণ মুক্ত হলে ভাল মতে। গুরুঋণ বড় দুঃখ আছে অন্তরেতে ॥
তাহা যদি রেখে থাক মম শির পরে। বহু দিন গত সুদ গেছে বহু বেড়ে ॥
পোদ্দার জনৈক এবে আনহ ডাকিয়া। থলি খুলি শীঘ্র ঋণ দিতেছি শুধিয়া ॥
শুনিয়া কঠোর বাক্য কুঠার শানায়। সভাশুদ্ধ সবলোক করে হায় হায় ॥
ভৃগুবর দেখা'তেছ কুঠার আমারে। নৃপদ্রোহি নাহি বধি ব্রাহ্মণ বিচারে ॥
রণধীর যোদ্ধা নাহি করিলা দর্শন। গৃহ মধ্যে বীর মানী দেবতা ব্রাহ্মণ ॥
অনুচিত উচ্চৈঃস্বরে কহে সব জনে। রঘুপতি ইঙ্গিতেতে নিবারে লক্ষ্মণে ॥

দোঃ—লক্ষ্মণ উত্তর ঘৃতাহুতি ভৃগুবর কোপ অনল সমান।
বৃদ্ধি দেখি রঘুকুল ভানু কহে মৃদুবাক্য সলিল প্রমাণ ॥ ২৭৬

চৌঃ—করহ করুণা নাথ বালক উপর। ব্যর্থ রোষ, দুগ্ধ মুখ সরল অন্তর ॥
স্বভাব যদ্যপি কিছু জানিত তোমার। তোমা সনে বাক্ যুদ্ধ করিত কি আর ॥
বালক যদ্যপি কভু অসঙ্গত কহে। গুরু পিতা মাতা শুনি সুখে সব সহে ॥
করহ করুণা শিশু অনুচর জানি। সমতা নিধান তুমি ধীর মুনি জ্ঞানী ॥
রামের বচন শুনি হৃদয় জুড়ায়। লক্ষ্মণ হাসিয়া শ্লেষ করে পুনরায় ॥
সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিল ক্রোধ হাসিতে দেখিয়া। বড় পাপী তোর ভ্রাতা কহিল রাগিয়া ॥
গৌরবর্ণ দেহ, মন মধ্যে ঘন শ্যাম। বিষমুখ শিশু নহে, পয়োমুখ রাম ॥
সহজ কুটিল নহে তব অনুসারি। মূর্খ নাহি দেখে মোরে মৃত্যুরূপধারী ॥

দোঃ—লক্ষ্মণ হাসিয়া কহে শোন মুনি ক্রোধ পাপ মূল।
যাতে পাপ করে লোক সমাচরে বিশ্ব প্রতিকূল ॥ ২৭৭

চৌঃ—মুনিরায় শোন আমি তব অনুচর। কোপ পরিহরি এবে মোরে কৃপা কর ॥
কোপ যদি কর ভাঙ্গা ধনু না জুড়িবে। আসন গ্রহণ কর পায়ে ব্যথা হ'বে ॥
অতি ভাল বাস যদি করহ উপায়। কারিগর ডেকে আন যদি জোড়া যায় ॥
লক্ষ্মণের বাক্য শুনি জনকের ভয়। চুপকর অনুচিত কহা ভাল নয় ॥
থর থর কাঁপে সব পুর নর নারী। কনিষ্ঠ কুমার দেখি দুষ্ট অতি ভারী ॥
ভৃগুপতি মুনি শুনি ভয় হীন বাণী। কোপেতে জ্বলয় তনু হয় বলহানি ॥
বলিল, রামেরে করি অতি অনুনয়। ছোটভাই তব ব'লে এবে প্রাণ রয় ॥
অন্তর মলিন তনু সুন্দর কেমন। কালকুট পূর্ণ স্বর্ণ কলসী যেমন ॥

দোঃ—শুনি লছমন হাসে পুনঃ নেত্র হানিল শ্রীরাম।
গুরু পাশে চলে সঙ্কুচিত পরি হরি বাক্য বাম॥ ২৭৮

চৌঃ—বিশেষ বিনীত মৃদু সুশীতল বাণী। কহিল শ্রীরাম তবে জুড়ি যুগ পাণি॥
শুন নাথ তুমি হও স্বতঃ বুদ্ধিমান। বালকের বাক্যে কভু নাহি দিও কান॥
উন্মাদ বালক সম স্বভাব দুজন। সজ্জন কাহারো দোষ না করে গ্রহণ॥
কার্য্য হানি নাহি কিছু করিল বালক। তোমা প্রতি অপরাধ করিনু একক॥
কৃপা, কোপ, বন্ধ, বধ, যাহা ইচ্ছা কর। দাস জ্ঞানে আমা প্রতি যথেচ্ছ আচর॥
শীঘ্র কহ যে উপায়ে ক্রোধ দূর হয়। মুনি নাথ তাহা আমি করিব নিশ্চয়॥
কহ রাম ক্রোধ মম যাইবে কেমনে। এখনো তোমার ভাই তাকায় যেমনে॥
না করিনু কণ্ঠে এর কুঠার আঘাত। কোপ করে কি করেছি কার্য্যের ব্যাঘাত॥

দোঃ—নৃপ বধূ গর্ভপাতকারী কুঠারের গতি ঘোর।
পরশু অক্ষত, প্রাণে বেঁচে বৈরী ভূপতি কিশোর॥ ২৭৯

চৌঃ—হাত নাহি চলে ক্রোধে জ্বলিতেছে ছাতি। কুণ্ঠিত কুঠার আজ হল নৃপঘাতী॥
বিধাতা হইল বাম প্রকৃতি ফিরিল। আমার হৃদয়ে কেন কৃপা উপজিল॥
নিদারুণ দুঃখ আজি দেব সহাইল। হাসিয়া সৌমিত্রি শুনি শির নোয়াইল॥
বহিছে কৃপার বায়ু মূর্ত্তি অনুকূল। বচন কহিছে বৃক্ষে ঝরে যেন ফুল॥
কৃপাতে শরীর যদি জ্বলে মুনিবর। ক্রোধ হলে বিধি যেন রাখে কলেবর॥
বাঁকা হেরি সবাকার মনে হয় ত্রাস। বক্র চন্দ্রে কভু নাহি করে রাহু গ্রাস॥
জেদ করি দেখ দেখ নৃপতি জনক। যমপুরে চাহে বাস অজ্ঞান বালক॥
সত্বর করহ শিশু নয়ন আড়াল। লঘু দেহ অতি দুষ্ট নৃপতির বাল॥
হাসিয়া লক্ষ্মণ পুনঃ কহে মুনিপানে। নয়ন মুদিলে কেহ নাহি কোনখানে॥

দোঃ—রাম প্রতি কহে রাম বচন সক্রোধ। হর ধনু ভেঙ্গে শঠ দিতেছ প্রবোধ॥ ২৮০

চৌঃ—কটু কহে ভ্রাতা তব মত অনুসরে। কপট বিনয় তুমি কর জোড় করে॥
পরিতোষ কর মোরে করিয়া সংগ্রাম। নতুবা বর্জ্জন কর নিজ রাম নাম॥
ছল ত্যজি শিবদ্রোহী করহ সমর। ভ্রাতৃসহ পাঠাইব নৈলে যম ঘর॥
ভৃগুপতি কহে করি কুঠার উদ্যত। মনে মৃদু হেসে রাম শির করে নত॥
দোষ লক্ষ্মণের, কর আমা প্রতি রোষ। সরলতা দেখি কভু হয় বড় দোষ॥
রাম কহে ক্রোধ ত্যাগ করহ মুনীশ। করেতে কুঠার তব, অগ্রে মম শীষ॥
কোপ শান্ত হয় যাতে তাই কর স্বামি। জানিয়া আমাকে প্রভু তব অনুগামী॥

সোঃ—প্রভু ভৃত্যেরণ অশোভন ত্যজ বিপ্রবর রোষ।
বেশ হেরি কৈলা বাক্ যুদ্ধ বালকের নহে দোষ॥ ২৮১

চৌঃ—কুঠার সহিত দেখি ধনুর্ব্বাণ ধারী। বালক করিল রোষ বীরেন্দ্র বিচারি॥
নাম শুনিয়াছে তব কভু না দেখিল। বংশের স্বভাব বশে উত্তর করিল॥
আসিতে যদ্যপি নাথ মুনিবর বেশে। পদরজ প্রভু শিশু ধরিত শিরেসে॥

ক্ষমা কর অপরাধ অজ্ঞ বালকের। ভূরি কৃপা থাকা চাই হৃদে ব্রাহ্মণের ॥
আমাতে তোমাতে প্রভু না হয় সমতা। কহ প্রভু কোথা পদ কোথা পুনঃ মাথা॥
রাম মাত্র লঘু নাম বিদিত আমার। পরশু সহিত রাম শ্রীনাম তোমার ॥
এক গুণ মাত্র দেব ধনুকে আমার। পরম পবিত্র নবগুণ আপনার ॥
সকল প্রকারে হারি আছি তব সনে। মম অপরাধ বিপ্র ক্ষম নিজগুণে ॥

দোঃ—বার বার মুনি, বিপ্রবর কহে রাম সনে রাম।
ক্রোধে ভৃগুপতি বলে রাম তুমি বন্ধু সম বাম ॥ ২৮২

চৌঃ—এ কান্তই বিপ্র বলে জানহ আমারে। কেমন ব্রাহ্মণ আমি শুনাই তোমারে ॥
স্রূপ চাপ, শর তাহে জানিবে আহুতি। কৃশাণু আমার পুনঃ ক্রোধ ঘোর অতি ॥
সমিৎ সৈনিক চতুরঙ্গ সুশোভন। পশু হয়ে কত রাজা কৈল আগমন ॥
এই পরশুতে কাটি কৈনু বলিদান। কোটি কোটি রণ যজ্ঞ কৈনু সমাধান ॥
আমার প্রভাব নহে বিদিত তোমার। অবজ্ঞা করিয়া বিপ্র কহ বার বার ॥
ভাঙ্গিয়া শিবের ধনু গর্ব্ব হল অতি। অভিমান বিশ্ব জয় করিলে সম্প্রতি ॥
রাম কহে কহ মুনি করিয়া বিচার। ক্রোধ অতি, দোষ লঘু অতীব আমার ॥
ছুইতে ভাঙ্গিল হর পিনাক পুরাণ। কি কারণ বল মোর হবে অভিমান ॥

দোঃ—বিপ্র বলি নিন্দা কৈনু, সত্য কহি শুন ভৃগুনাথ।
কেহেন জগতে বীর যার ভয়ে নোয়াইব মাথ ॥ ২৮৩

চৌঃ—দেবতা দানব ভূপ যোদ্ধা বহুতর। সমবল ধরে কিম্বা অতি শক্তি ধর ॥
রণে যদি কেহ মোরে আহ্বান করয়। সুখে রণ দেই তারে যম যদি হয় ॥
ক্ষত্রিয় শরীর ধরি ডরায় সমর। কুলের কলঙ্ক সেই অতীব পামর ॥
কুলের প্রশংসা নহে, স্বভাব বর্ণন। রঘু বংশী নাহি ডরে যমে দিতে রণ ॥
ব্রাহ্মণ বংশের হেন মহিমা আছয়। যে জন তাঁহারে ডরে সে হয় অভয় ॥
রঘুপতি মৃদু গূঢ় বচন শুনিয়া। পরশু ধরের মতি গেল পালটিয়া ॥
করে লহ রাম রমা পতির ধনুক। জ্যারোপণ কর মম সন্দেহ মিটুক ॥
হাতে নিতে ধনু, গুণ আপনি চড়িল। পরশু রামের মন বিস্ময়ে ডুবিল ॥

দোঃ—রামের প্রতাপ জানি হর্ষে পুলকিত কলেবর।
প্রেম নাহি ধরে হৃদে বলে বাক্য জুড়ি দুই কর ॥ ২৮৪

চৌঃ—জয় রঘু বংশ কঞ্জ কাননের ভানু। গহন দনুজ বন দহন কৃশানু ॥
জয় জয় সুর ধেনু বিপ্র হিতকারী। জয় জয় মদ মোহ ক্রোধ ভ্রমহারী ॥
বিনয় করুণা শীল গুণের সাগর। জয় বাক্য বিন্যাসেতে অতীব নাগর ॥
সেবক সুভগ চারু সকল প্রত্যঙ্গ। জয় দেহছবি সম অনন্ত অনঙ্গ ॥
প্রশংসা করিতে তব এক মুখে নারি। জয় রাজহংস হর মানস বিহারী ॥
কহিলাম অনুচিত না জানি মহিমা। দুভাই ক্ষমার গৃহ মোরে কর ক্ষমা ॥
কহি জয় জয় জয় রঘুকুলকেতু। ভৃগুপতি গেল বনে তপস্যার হেতু ॥

কুটিল মহীপ সব ভয় ভীত হৈয়া। যথা তথা ভীরু পাল গেল পালাইয়া॥

দোঃ—দুন্দুভি বাজায়ে সুর প্রভুপর বরষিল ফুল।
হর্ষে সব নর নারী মিটে গেল মোহ ভয় শূল॥ ২৮৫

রামের বিবাহের বরযাত্র আগমন।

চৌঃ—গভীর নিস্বনে বাদ্য বাজিতে লাগিল। মনোহর শুভ সাজে সকলে সাজিল॥
দলে দলে মিলি রূপবতী সুনয়নী। মঙ্গল কোকিল কণ্ঠী গাহিছে রমণী॥
বিদেহ রাজের সুখ না হয় বর্ণন। আজন্ম দরিদ্র নিধি পাইলে যেমন॥
বিগত সন্ত্রাস সীতা হরষিতা ভারী। সুধাংশু উদয়ে যথা চকোর কুমারী॥
জনক করিল মুনি কৌশিকে প্রণাম। প্রভুর প্রসাদে ধনু ভাঙ্গিল শ্রীরাম॥
মোরে কৃত কৃত্য প্রভু করিলা দুভাই। সময় উচিত এবে করহ গোসাঁই॥
মুনি কহে শুন নর নায়ক প্রবীণ। বিবাহ রহিল হর ধনুর অধীন॥
ভাঙ্গিতেই হরধনু বিবাহ হইল। সুর নর নাগ আদি সকলে জানিল॥

দোঃ—তথাপি যাইয়া নৃপ কর এবে তব নিজ বংশ ব্যবহার।
জিজ্ঞাসিয়া কুল বৃর্দ্ধ গুরু দ্বিজগণে বেদ বিহিত আচার॥ ২৮৬

চৌঃ—অযোধ্যাপুরেতে দূত করহ প্রেরণ। নৃপ দশরথে আন করি আমন্ত্রণ॥
হর্ষি ভূপ কহে ভাল কহিলে কৃপাল। দূত ডাকি নৃপ তারে প্রেরে তৎকাল॥
মহাজনগণে পুনঃ নৃপতি ডাকিল। আসিয়া সাদরে সবে শির নোয়াইল॥
হাট বাট গৃহ আর দেবতার বাস। সুসজ্জিত কর নগরের চারি পাশ॥
আনন্দেতে সবে নিজ ভবনে চলিল। কর্ম্মচারী সমুদয়ে নৃপ ডাকাইল॥
বিচিত্র মণ্ডপ সব করহ রচন। শিরে ধরি বাক্য হর্ষে করিল গমন॥
ডাকাইয়া পাঠাইল নানা গুণী জন। নিপুণ করিতে যারা বিতান রচন॥
বিধাতা বন্দিয়া সবে কার্য্য আরম্ভিল। কনক কদলী খাম্বা বহু বিরচিল॥

দোঃ—হরিত মণিতে পত্রফল পদ্মরাগে নানা কুসুম রচিল।
বিচিত্র রচনা বিলোকিয়া বিধাতার মন মোহিত হইল॥ ২৮৭

চৌঃ—হরিত মণির বেণু করিল রচনা। সরল সপর্ব্ব সব নাহি যায় চেনা॥
কনকের কলি পান লতা বসাইল। মনোর পত্র তাহে কেহ না চিনিল॥
তাহা ঘুরাইয়া লতা বেষ্টনী করিল। মধ্যে মধ্যে মুকুতার ঝালর রচিল॥
মরকত হীরা আর মাণিক ফিরোজ। চিরিয়া কুচায়ে কত বানাল সরোজ॥
বানাইল ভৃঙ্গ, বহু বর্ণের বিহঙ্গ। কূজয়, গুঞ্জরে হলে পবন প্রসঙ্গ॥
দেবতা প্রতিমা স্তম্ভে খোদাই করিল। মাঙ্গলিক দ্রব্য শিরে দাঁড়ায়ে রহিল॥
আলিপনা নানাবিধ করিল অঙ্কন। গজ মণি ময় সব সহজ শোভন॥

দোঃ—আমের পল্লব অতিশয় মনোহর কৈল নীলমণি কুরি।
স্বর্ণ বৌল মরকত থোকা ঝুলাইল দিয়ে রেশমের ডুরি॥ ২৮৮

চৌঃ—রুচির মালার জাল বহু বিরচিল। মনে হয় মনোভব পাশ নিরমিল ॥
মঙ্গল কলসী নিরমিল বহুতর। সুন্দর পতাকা ধ্বজা পর্দ্দাদি চামর ॥
মনোহর মণিময় দীপ কত শত। বিচিত্র বিতান আর বরণিব কত ॥
বিদেহ কুমারী পাত্রী রাজে যে বিতানে। কোন্ কবি মতি তাহা সক্ষম ব্যাখ্যানে ॥
পাত্র রাম সর্ব্বরূপ গুণের সাগর। তাঁহার মণ্ডপ তিন লোক উজাগর ॥
জনক ভবন শোভা ধরয়ে যেমন। পুরে প্রতি গৃহ হ'ল দেখিতে তেমন ॥
ত্রিহুতি তখন যেবা কৈল দরশন। তার কাছে লঘু দশ চতুর ভুবন ॥
নীচজন গৃহে যত সম্পদ রাজয়। শোভা হেরি বাসবের মোহ উপজয় ॥

দোঃ—কপট রমণী বেশে লক্ষ্মী রাজে যে পুর মাঝারে।
সঙ্কুচিত শেষ, সরস্বতী তার শোভা বর্ণিবারে ॥ ২৮৯

চৌঃ—দূত উপনীত পূত অযোধ্যা নগর। হরষিত নিরখিয়া পুর মনোহর ॥
নৃপ দ্বারে গিয়া তারা পাঠাল খবর। দশরথ নৃপ ডাকি লইল সত্বর ॥
প্রণাম করিয়া দূত নৃপে পত্র দিল। মুদিত মহীপ নিজে উঠি পত্র নিল ॥
আঁখি নীরে ভাসে নৃপ পত্র পাঠ করে। পুলকিত অঙ্গ, আনন্দেতে বক্ষ ভরে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হৃদে, শুভ পত্র করে। ভাল মন্দ নাহি কহে বাক্য নাহি সরে ॥
পুনঃ ধৈর্য্য ধরি রাজা পত্রিকা পড়িল। কথা সত্য জেনে সভা প্রফুল্ল হইল ॥
ক্রীড়ারত দুই ভাই সংবাদ পাইয়া। ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে আসিল ছুটিয়া ॥
সঙ্কুচিত হৃদে অতি স্নেহে জিজ্ঞাসিল। কহ তাত কোথা হতে পত্রিকা আইল ॥

দোঃ—কোন দেশে কুশলেতে আছে প্রিয় ভাই দুইজন।
পুনঃ পত্র পড়ে নৃপ স্নেহ মাখা শুনিয়া বচন ॥ ২৯০

চৌঃ—পত্র শুনি দুই ভাই অতি হরষিত। স্নেহের আধিক্যে সর্ব্ব শরীর প্লাবিত ॥
ভরতের শুদ্ধ প্রীতি করি দরশন। সবিশেষ আনন্দিত সভাসদগণ ॥
দূতেরে নৃপতি তবে পার্শ্বে বসাইল। মনোহর সুমধুর বাক্য উচ্চারিল ॥
কহ ভ্রাতঃ কুশলে তো আছে দু'কুমার। দেখিয়াছ ভাল করে নয়নে তোমার ॥
শ্যামল গৌরাঙ্গ ধরে ধনুক তূনীর। বয়সে কিশোর সঙ্গে কৌশিক মুনির ॥
চেনকি তাদেরে তুমি কহহ প্রকৃতি। প্রেমবশ পুনঃ পুনঃ পুছয় নৃপতি ॥
যেদিন হইতে মুনি সঙ্গে বাহিরিল। তদবধি আজ সত্য সংবাদ মিলিল ॥
বিদেহ তাদের বল কেমনে চিনিল। প্রিয় বাক্য শুনি দূত মধুর হাসিল ॥

দোঃ—মহীপ মুকুট মণি শোন তোমা সম ধন্য কেহ নাই আর।
যুগল তনয় বিশ্ব বিভূষণ রাম আর লক্ষ্মণ যাঁহার ॥ ২৯১

চৌঃ—জিজ্ঞাসার যোগ্য নহে তনয় তোমার। পুরুষ কেশরী তিন লোক উজিয়ার ॥
যাহার সুযশ আর প্রতাপের আগে। সুধাংশু মলিন রবি তেজহীন লাগে ॥
তাঁহারে জিজ্ঞাস নাথ চিনিলে কেমনে। প্রদীপ লইয়া কেহ দেখে কি তপনে ॥
সীতা স্বয়ম্বর লাগি নৃপতি অনেক। মিলিত হইল বীর এক হতে এক ॥

শম্ভু শরাসন কেহ নাড়িতে নারিল। মহাবলী বীরগণ সকলে হারিল॥
ত্রিভুবনে ছিল যত বীর অভিমানী। সব শক্তি পরাজিল হর ধনু খানি॥
সুমেরু পর্ব্বত বাণ, অসুর তুলিল। হৃদে হারি প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিল॥
শিব শৈল' কৌতুকে যে উঠাইল হাতে। সেও পরাভূত হল জনক সভাতে॥
দোঃ—রঘু বংশ মনি রাম, শুন তথা মহা মহীপাল।
অনায়াসে ভাঙ্গে ধনু করিবর যথা পদ্মনাল॥ ২৯২

চৌঃ—শুনিয়া সরোষ ভৃগু নায়ক আসিল। বহু ভাবে কত মুনি চক্ষু রাঙাইল॥
পরীক্ষিতে রামে তবে নিজ ধনু দিল। অনেক বিনতি করি কাননে চলিল॥
অতুল শকতি নৃপ রামের যেমন। তেজের নিধান পুনঃ লক্ষ্মণ তেমন॥
যাহাকে দেখিলে ভয়ে কাঁপে নৃপগণ। দেখিয়া কেশরী শিশু কুঞ্জর যেমন॥
নরপতি হেরি তব যুগল কুমার। অবনীতে চোখে কিছু নাহি লাগে আর॥
দূতের বচন ভঙ্গী লাগিল মধুর। বীর রস পরতাপ প্রেম ভরপুর॥
সভাসদ সহ নরপতি অনুরাগে। নানা দান দূতবরে সবে দিতে লাগে॥
সমুচিত নহে কহি শ্রবণ মুদিল। ধর্ম্ম বিচারিয়া সবে আনন্দ লভিল॥
দোঃ—নৃপতি উঠিয়া পত্রী দিল তবে বশিষ্ঠের করে।
দূত ডাকি সব কথা মুনিবরে শুনাল আদরে॥ ২৯৩

চৌঃ—শুনিয়া বলিল গুরু অতি সুখ পেয়ে। পুণ্য পুরুষের ভবে সুখ যায় ছেয়ে॥
তরঙ্গিনী সব যথা চলে সিন্ধু পানে। যদ্যপি কামনা লেশ নাহি তার প্রাণে॥
আনন্দ বৈভব তথা বিনা আমন্ত্রণে। স্বভাবতঃ যায় পুণ্য শীলের ভবনে॥
তুমি গুরু বিপ্র ধেনু সুরগণ সেবী। তেমন পবিত্র রাণী শ্রীকৌশল্যা দেবী॥
পুণ্যবান জগমাঝে তোমার সমান। কেহ নাই, হয় নাই, হইবেনা আন॥
তোমার অধিক পুণ্য আছে আর কার। রামের সদৃশ নৃপ তনয় যাঁহার॥
মহাবীর সুবিনীত ধর্ম্ম ব্রতধারী। গুণের সাগর নৃপ বাল বর চারি॥
সকল সময় ভূপ কল্যাণ তোমার। বরাত সাজাও হান দামামা এবার॥
দোঃ—শীঘ্র যাও গুরু আজ্ঞা শুনি, ভাল কহি, পদে, নত করি শির।
দূতের নিবাস দিয়ে নরপতি তবে চলে আপন মন্দির॥ ২৯৪

চৌঃ—অন্তঃপুরে গিয়া রাজা মহিষী ডাকিল। জনকের পত্র সবে পড়ি শুনাইল॥
শুনিয়া সন্দেশ সবে আনন্দিত মন। সব কথা বিস্তারিয়া কহেন রাজন॥
প্রেম প্রফুল্লিত শোভে তথা সব রাণী। শিখীগণ যথা শুনি বারিদের ধ্বনি॥
মুদিত আশিস দেয় গুরু পত্নীগণ। জননী সকল মহানন্দে নিমগন॥
পরস্পর হস্তে অতি প্রিয় লিপি নিয়ে। শীতল করয় বক্ষ, লাগায়ে হৃদয়ে॥
রাম লক্ষ্মণের সব কীরিতি করম। ভূপবর বার বার করয় বর্ণন॥
মুনির প্রসাদ কহি নৃপদ্বারে যায়। রাণীগণ তবে সব ব্রাহ্মণে ডাকায়॥
আনন্দ সহিত দিল সবে বহু দান। আশিস করিয়া সবে করিল প্রস্থান॥

দোঃ—যাচক ডাকিয়া তবে বহুবিধ দান সবে অকাতরে দিল।
চির জীবি হোক্ চক্রবর্ত্তী-দশরথ চারি সুতে, আশিসিল॥ ২৯৫

চৌঃ—কহি চলে পরি পরি বিচিত্র বসন। আনন্দে বাজিল তবে বিবিধ বাজন॥
পুরবাসীগণ যবে সংবাদ পাইল। ঘরে ঘরে নানাবিধ বাজনা বাজিল॥
ভুবন চতুরদশ ভরিল উৎসাহে। জনক সুতার সহ রামের বিবাহে॥
শুভ কথা শুনি লোক ভরে অনুরাগে। গৃহপথ গলি সব সাজাইতে লাগে॥
যদ্যপি অযোধ্যাপুরী সদাই সুন্দর। মঙ্গল সদন শুচি রামের নগর॥
তথাপি প্রীতির এই রীতি সনাতন। মঙ্গল রচনা সবে করয় সৃজন॥
পর্দ্দা পতাকা ধ্বজা চামর বাহার। পরম বিচিত্র কৈল ছাইয়া বাজার॥
কনক কলসী দ্বারে মণিময় জাল। হরিদ্রা অক্ষত দূর্ব্বা দধি ফুল মাল॥

দোঃ—নিজ নিজ গৃহে সব পুরবাসী মঙ্গল রচিল।
চারি গন্ধ বারি সিঞ্চি সব বীথি, দ্বারে আলপনা দিল॥ ২৯৬

চৌঃ—দলে দলে যথা তথা মিলিয়া ভামিনী। ষোড়শ বিধানে সাজি জিনিয়া দামিনী॥
সুধাংশু বদনী মৃগ শাবক নয়নী। রূপের ঝলকে রতি মন বিমোহিনী॥
মধুর বচনে গায় মঙ্গল সঙ্গীত। শুনিয়া আনন্দ ধ্বনি কোকিলা লজ্জিত॥
নৃপতি ভবন শোভা না হয় বর্ণন। বিতান রচিল বহু বিশ্ব বিমোহন॥
মঙ্গল সামগ্রী নানা রাজে মনোহর। নাগারা টিকারা আদি বাজিছে সুন্দর॥
কোনো স্থানে বংশ গুণ গায় ভাটগণ। উচ্চারিছে স্থানে স্থানে নিগম ব্রাহ্মণ॥
সুন্দরী সকলে করে মাঙ্গলিক গান। লইয়া লইয়া রাম জানকীর নাম॥
উৎসাহ বিপুল, রাজ ভবন সঙ্কীর্ণ। চারিভিতে উথলিয়া হ'তেছে বিস্তীর্ণ॥

দোঃ—দশরথ ধাম শোভা কোন্ কবি বর্ণি পায় পার।
সব সুর শিরোমণি রাম যথা নিলা অবতার॥ ২৯৭

চৌঃ—ভরতে ভূপতি পুনঃ কহিল ডাকিয়া। হস্তী অশ্ব রথ সব সাজাও যাইয়া॥
রঘুবীর বরযাত্র চালাও সত্বর। শুনিয়া দুভাই পুলকিত কলেবর॥
অশ্বশালা অধিকারী ভরত ডাকিল। আজ্ঞা পেয়ে হর্ষে সবে উঠিয়া ধাইল॥
রুচির সুন্দর জিনে অশ্ব সাজাইল। নানাবর্ণে সুশোভিত অশ্বগণে কৈল॥
সুন্দর সকল অতি চঞ্চল গমন। ধরা যেন তপ্ত লৌহ রাখিতে চরণ॥
নানাজাতি অশ্ব কত করিব বর্ণন। উড়ে যেতে চায় যেন জিনিয়া পবন॥
তদুপরি সুশোভিত কৈল আরোহণ। ভরত সদৃশ সব নৃপতি নন্দন॥
সকলে সুন্দর সবে অলঙ্কারধারী। ধনুর্ব্বাণ হস্তে, কটিতটে তূণ ভারী॥

দোঃ—কৃশ তনু মনোহর অভিনব বেশে। মহাবীর সুচতুর তরুণ বয়সে।
প্রতি অশ্বারোহী সহ যুগ পদচারী। অসি চালনাতে যারা সুনিপুণ ভারী॥ ২৯৮

চৌঃ—রণেতে নিপুণ যারা খ্যাত চরাচরে। সাজিয়া দাঁড়াল সবে বাহির নগরে॥
নানা চালে অশ্বগণ চালায় চতুর। পণব নাগারা শুনি আনন্দ প্রচুর॥

সারথী বিচিত্র সাজে রথ সাজাইল। মণির ভূষণ, ধ্বজা পতাকা রোপিল॥
সুচারু চামর শোভে, হয় ঘণ্টা ধ্বনি। রথ সমুজ্জ্বল অতি রবিরথ জিনি॥
শ্যামকর্ণ অগণিত অশ্ব যত ছিল। সারথী সকল নানা স্যন্দনে জুড়িল॥
সুন্দর সকল অলঙ্কৃত শোভা পায়। যাহা হেরি মুনি মন মুগ্ধ হয়ে যায়॥
জলেতে চলিতে পারে স্থলের মতন। ক্ষুর নাহি ডোবে বেগ অধিক এমন॥
অস্ত্র শস্ত্র সব সাজ সজ্জা বিরচিয়া। সারথী আনিল সব রথী আভানিয়া॥

দোঃ—নগর বাহিরে বরযাত্র রথচড়ি সবে মেলে।
সব সুলক্ষণ হয় সবে নিজ নিজ কার্য্যে গেলে॥ ২৯৯

চৌঃ—মনোহর করিবর পরি আস্তরণ। সজ্জিত হইল সবে না হয় বর্ণন॥
মত্তগজ চলে, গলে গলঘণ্টা বাজে। মনে হয় শ্রাবণের ঘন ঘোর গাজে॥
অপর বাহন সাজে অনেক বিধান। সুন্দর শিবিকা সুখাসন বহু যান॥
তাহাতে চড়িয়া চলে বিপ্র বর বৃন্দ। তনু ধরি চলে যেন যত শ্রুতিছন্দ॥
সুত, বন্দী আদি গুণগান পরায়ণ। যথাযোগ্য যান চড়ি করিল গমন॥
বৃষভ খচ্চর উষ্ট্র জীব বহুতর। অগণিত বস্তু লয়ে চলে পৃষ্ঠপর॥
কোটি কোটি ভার লয়ে চলিল কাহার। বিবিধ সামগ্রী পূর্ণ নহে বর্ণিবার॥
সমুদয় সেবাকারী সদলে চলিল। নিজ সাজ সরঞ্জাম সঙ্গে সবে নিল॥

দোঃ—অপার হরষ সবাকার হৃদে, পুলকেতে ছাইল শরীর।
নয়ন ভরিয়া কতক্ষণে নেহারিবে রাম লক্ষ্মণ দু'বীর॥ ৩০০

চৌঃ—গজের গর্জ্জন ঘোর ঘণ্টাধ্বনি সনে। রথের ঘর্ঘর মেলে হ্রেষার নিস্বনে॥
মেঘের গর্জ্জন জিনি নাগারা বাজায়। নিজের পরের কথা নাহি শোনা যায়॥
নৃপতির দ্বারে সবে মহাভিড় করে। পায়ের ঘর্ষণে শিলা ধূলা হয়ে উড়ে॥
অট্টালিকা চড়ি যাত্রা দেখে সব নারী। মঙ্গল আরতি থালা নিয়ে সারি সারি॥
বিবিধ সঙ্গীত সবে মনোহর গায়। আনন্দের আতিশয্য কহা নাহি যায়॥
তখন সুমন্ত্র দুই রথ সাজাইল। রবি হয় জিনি অশ্ব তাহাতে জুড়িল॥
রুচির যুগল রথ নৃপ আগে ধরে। ভারতী রথের শোভা বরণিতে হারে॥
এক রথে রাজোচিত সজ্জার সম্ভার। তেজ-পুঞ্জ অন্য এক অতি শোভা যার॥

দোঃ—বশিষ্ঠেরে সেই রথে হরষিত চড়ায় নরেশ।
রথে ওঠে নিজে, স্মরি হরগুরু গিরিজা গণেশ॥ ৩০১

চৌঃ—বশিষ্ঠ সহিত নৃপ শোভিছে কেমন। সুরগুরু সহ শোভে বাসব যেমন॥
করি কুলরীতি, বেদ বিধান নরেশ। সকলের সাজ সজ্জা দেখি সবিশেষ॥
শ্রীরাম স্মরিয়া, গুরু আদেশ পাইয়া। চলিল অবনীপতি শঙ্খ বাজাইয়া॥
বরযাত্র দেখি হরষিত দেবগণ। সুমঙ্গল দাতা বহু বরষে সুমন॥
কোলাহল অতি ভারি অশ্বগজ গাজে। বরযাত্র বাদ্য সহ নভে বাদ্য বাজে॥
সুর, নর নারী সব সুমঙ্গল গায়। সরস রাগিণী বহু সানাই বাজায়॥

ঘণ্টা ঘন্টি ধ্বনি নাহি পারে বর্ণিবারে। পতাকা পদাতি হস্তে ফরফর করে॥
বিবিধ কৌতুক করে বিদূষক দল। হাস্য রস কল গানে কুশল সকল॥
দোঃ—মৃদঙ্গ নাগারা তালে নাচে অশ্ব কুমার গণের।
বিস্মিত নাগর নট, তাল ভঙ্গ নাহি নর্ত্তনের॥ ৩০২
চৌঃ—বরযাত্র শোভা কার সাধ্য বর্ণিবারে। শুভ সুলক্ষণ প্রকাশিত চারি ধারে॥
নীলকণ্ঠ বামে লয় আপন শাবক। মনে হয় সর্ব্ববিধ মঙ্গল সূচক॥
দক্ষিণে বায়স ডাকে অতি শুভস্থানে। নকুলের দরশন পায় সর্ব্বজনে॥
অনুকূলে প্রবাহিত ত্রিবিধ সমীর। সশিশু সুনারী আসে কুম্ভে ভরি নীর॥
বার বার করে শিবা দরশন দান। সুরভি করায় নিজ বৎসে দুগ্ধ পান॥
মৃগপাল ফিরে যায় দক্ষিণ দিকেতে। সব সুমঙ্গল যেন দেখাইয়া দিতে॥
ক্ষেমঙ্করী কহে শুভ বিশেষ করিয়া। শ্যামা বামদিকে শুভ তরুতে বসিয়া॥
সম্মুখে আইল তবে দধি আর মীন। পুস্তক হস্তেতে যুগ ব্রাহ্মণ প্রাচীন॥
দোঃ—মঙ্গল কল্যাণে বাঞ্ছা পূর্ণকারী আর। চিহ্ন সত্য হতে যেন আসে বার বার॥৩০৩
চৌঃ—সুলভ সকল শুভ লক্ষণ তাঁহার। সুন্দর সগুণ ব্রহ্ম তনয় যাঁহার॥
জানকী সদৃশ পাত্রী রাম সম বর। বৈবাহিক দশরথ জনক অপর॥
এ মত বিবাহ শুনি নাচে সুলক্ষণ। বিধি মাস বারে সত্য করিল এখন॥
এই ভাবে বরযাত্র প্রস্থান করিল। কুঞ্জর তুরঙ্গ গর্জ্জে, দামামা হানিল॥
আসিতেছে জানি নৃপ ভানুকুল কেতু। জনক নদীর পরে বিরচিল সেতু॥
পথি মধ্যে স্থানে স্থানে আবাস রচিল। সুরপুর সম সব সম্পদে ভরিল॥
অশন শয়ন বর সুন্দর বসন। পায় সবে নিজ নিজ মনের মতন॥
প্রত্যহ নূতন সুখ পেয়ে অনুকূল। নিজগৃহ বরাতের হয়ে গেল ভুল॥
দোঃ—বিপুল বরাত সমাগম জানি বাজে শুনি নাগারা সঘন।
পদাতি তুরঙ্গ হস্তী রথ লয়ে চলে সবে দিতে অভ্যর্থন॥ ৩০৪
চৌঃ—কনক কলসী ভরি, পারাতাদি আর। সুন্দর বাসন, থালা বিবিধ প্রকার॥
পক্ক দ্রব্য সুধাসম পাত্র ভরে ভরে। নানা রকমের সব বর্ণনা কে করে॥
বহুবিধ ফল স্বাদু সামগ্রী সুন্দর। নৃপতির লাগি পাঠাইল নৃপবর॥
ভূষণ বসন মণি বহু মূল্যবান। খগ মৃগ হস্তী অশ্ব বহুবিধ যান॥
মাঙ্গলিক দ্রব্য আর সুগন্ধ সুন্দর। নানা প্রকারের পাঠাইল নৃপবর॥
দধি চিড়া আদি বহু দ্রব্য উপহার। ভার ভার বাঁকে নিয়ে চলিল কাহার॥
আগুয়ান যবে নিরখিল বরযাত্র। হৃদয়ে আনন্দ অতি পুলকিত গাত্র॥
সাজসজ্জা সহ আগুয়ান নিরখিল। আনন্দিত বরযাত্র দামামা হানিল॥
দোঃ—মিলন লাগিয়া হর্ষে এলোমেলো কেহ কেহ চলে।
যুগল আনন্দ সিন্ধু নিজ তট ছাড়ি যেন মেলে॥ ৩০৫
চৌঃ—পুষ্প বৃষ্টি করি নভে সুর নারী গায়। আনন্দিত সুরগণ দুন্দুভি বাজায়॥

সামগ্রী সকল রাখি নৃপতির আগে। বিনয় করিল তারে বহু অনুরাগে ॥
সাদরে নৃপতি সব করি অঙ্গীকার। যাচকে করিল দান, ভৃত্যে পুরস্কার ॥
পূজা করি বহুমানে সহিত গৌরব। বরযাত্রী বাসে তবে নিয়ে চলে সব ॥
বিচিত্র বসন পদতলে বিছাইল। দেখিয়া কুবের ধনমদ তেয়াগিল ॥
সুন্দর অতীব দিল বর যাত্রাবাস। মিটিল সবার যাহে বিরামের আশ ॥
জানকী জানিয়া পুরে বরাত আসিল। আপন মহিমা কিছু প্রকট করিল ॥
হৃদয়ে স্মরিয়া সব সিদ্ধি আভানিল। রাজার আতিথ্য কর, সবে আজ্ঞা দিল ॥

দোঃ—সিদ্ধি সবে সীতা আজ্ঞা শুনি চলে বর যাত্রাবাস।
সকল সম্পদ সুখ বিরচিল স্বর্গের বিলাস ॥ ৩০৬

চৌঃ—বরযাত্রী নিরখিল নিজ নিজ বাসে। সুরপুর ভোগ সুখ মিলে অনায়াসে ॥
বৈভব রহস্য নাহি জানে কোনোজন। জনকের খ্যাতি সবে করে অনুক্ষণ ॥
সীতার মহিমা রঘুনন্দন জানিয়া। হরষিত হিয়া অতি প্রেম নিরখিয়া ॥
দুই ভাই শুনি পিতা আসিল নগরে। আনন্দ উথলে অতি হৃদয়ে না ধরে ॥
সঙ্কোচের বশে নাহি কহে গুরুসনে। পিতৃ দরশন বাঞ্ছা জাগে মনে মনে ॥
বিশ্বামিত্র মুনিবর দেখিয়া বিনয়। আনন্দেতে পরিপূর্ণ হইল হৃদয় ॥
হরষিত দুই ভা'য়ে করে আলিঙ্গন। অঙ্গ পুলকিত, জলে পূরিল নয়ন ॥
বরযাত্রাবাসে চলে দশরথ পাশ। সরোবর ধায় যেন মিটাতে পিয়াস ॥

দোঃ—নৃপতি দেখিল যবে সুত সহ মুনিরে আসিতে।
ফুল্ল উঠি সুখ সিন্ধু মাঝে যেন চায় ঠাই পেতে ॥ ৩০৭

চৌঃ—মুনিবরে দণ্ডবত করিলা মহীশ। বার বার পদরজ ধরে নিজ শীষ ॥
মুনিবর নৃপতিরে আলিঙ্গন কৈল। আশীর্ব্বাদ করি মুনি কুশল পুছিল ॥
দুই ভাই পুনঃ নৃপে দণ্ডবত করে। দেখি ভূপতির মনে আনন্দ না ধরে ॥
সুত বক্ষে নিয়ে নিদারুণ দুঃখ যায়। মৃতদেহ পুনঃ যেন নিজ প্রাণ পায় ॥
বশিষ্ঠের পদে পুনঃ শির নত কৈল। প্রেমানন্দে মুনিবর দোঁহে বক্ষে নিল ॥
বিপ্রবৃন্দে তার পরে দুভাই বন্দিল। হৃদয়ের অভিমত আশিস লভিল ॥
সানুজ ভরত তবে করিল প্রণাম। উঠাইয়া বক্ষে দোঁহে ধরিল শ্রীরাম ॥
হরষে লক্ষ্মণ পুনঃ দুই ভাই হেরে। প্রেমপূর্ণ পরস্পর আলিঙ্গন করে ॥

দোঃ—পুর জন পরিজন, জাতি জন, ভিক্ষু মিত্র সচিব সহিত।
যথাবিধি মিলে সব সনে প্রভু অতিশয় কৃপালু বিনীত ॥ ৩০৮

চৌঃ—রামে দেখি জুড়াইল বর যাত্রীগণ। পিরীতের রীতি কিছু না হয় বর্ণন ॥
নৃপতি সমীপে শোভে পুত্রগণ চারি। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যেন তনুধারী ॥
সুত সহ দশরথ নৃপতি দেখিয়া। পুর নর নারী অতি আনন্দিত হিয়া ॥
পুষ্পবৃষ্টি করি সুর দুন্দুভি বাজায়। অপ্সরা সকল হর্ষে নভে নাচে গায় ॥
শতানন্দ আর বিপ্র, সচিব সকল। মাগধ বিদূষকাদি সুত বন্দীদল ॥

বরযাত্র সহ সবে নৃপে সম্মানিল। আজ্ঞা পেয়ে আগুয়ান নগরে ফিরিল॥
লগ্নের অগ্রেতে পুরে বরাত পৌঁছিল। নগরে অধিক তাতে আনন্দ হইল॥
লোক সব ব্রহ্মানন্দ হৃদয়ে লভিল। দীর্ঘ দিবানিশি বিধি নিকটে যাচিল॥

দোঃ—রাম সীতা শোভা সীমা, পুণ্য সীমা দুই নরনাথ।
যথা তথা কহে লোক, নর নারী মিলি এক সাথ॥ ৩০৯

চৌঃ—জনক সুকৃতি মূর্ত্তিমতী সীতারূপে। দশরথ পুণ্য মূর্ত্ত শ্রীরাম স্বরূপে॥
এদের সমান শিব কেহ না পূজিল। ভজনের ফল হেন কেহ না লভিল॥
তাদের সমান ভবে আর কোথা পাই। হইবেনা আর কভু আর হয় নাই॥
আমরা সকলে ধ্রুব সুকৃতির রাশি। জনমি হইনু ভবে মিথিলা নিবাসী॥
সীতা রাম রূপ নেত্রে দেখিল যাহারা। কেবা ভবে পুণ্যবান যেমন আমরা॥
রামের বিবাহ পুনঃ নয়নে দেখিব। নয়নের লাভ ভাল ভাবেতে লভিব॥
কোকিল নিস্বনে কহে যতেক রমণী। এ হেন বিবাহে বড় লাভ সুবরণী॥
বড় ভাগ্য বিধি আমা আশা পুরাইল। নয়ন অতিথি রূপে দুভাই প্রেরিল॥

দোঃ—স্নেহবশে জানকীরে নৃপ আভানিবে বার বার।
কোটি কাম ছবি দুই ভাই মোরা দেখিব আবার॥ ৩১০

চৌঃ—নানা ভাবে মহারাজ করিবে যতন। কার প্রিয় নহে হেন শ্বশুর ভবন॥
তখন লক্ষ্মণ রামে করি দরশন। পুরজন হবে সবে আনন্দে মগন॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সখি যুগল যেমন। নৃপতি সহিত এক যুগল তেমন॥
শ্যাম গৌর প্রতি অঙ্গ অতি মনোহর। কহিল যাহারা কৈল নয়ন গোচর॥
কহে এক আমি আজি কৈনু দরশন। বিধাতা স্বহস্তে যেন করিল সৃজন॥
ভরত হুবহু সখি রামের মতন। সহসা বুঝিতে নাহি পারে কোনোজন॥
শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ পুনঃ হয় এক রূপ। নখ হতে শিখা সব প্রত্যঙ্গ অনুপ॥
মনে ভাল লাগে সুখ না হয় বর্ণন। উপমার স্থল নাই ভরি ত্রিভুবন॥

ছঃ—ভনয় তুলসীদাস নাহিক উপমা। কার সনে করে কবি কোবিদ তুলনা॥
বিদ্যা, বল, শীল, রূপ, বিনয় সাগর। এদের সমান আর কে আছে অপর॥
নগরের নারী নর প্রসারি অঞ্চল। কহে বিধাতারে ধরি চরণ কমল॥
বিবাহিত হোক চারি ভাই এ নগরে। ধন্য হই মোরা গাহি মঙ্গল সুস্বরে॥

সোঃ—সজল নয়ন পুলকিত অঙ্গে কহে নারীগণ পরস্পর।
করিবে পুরারি সব, জেনো সখি পুণ্য সিন্ধু যুগ ভূপবর॥ ৩১১

শ্রীরামের বিবাহ

চৌঃ—এইরূপ মনে মনে সবে বাঞ্ছা করে। আনন্দ উথলি উঠে মন প্রাণ ভরে॥
আইল নৃপতি যারা সীতা স্বয়ম্বরে। ভ্রাতৃ চতুষ্টয় হেরে মুদিত অন্তরে॥

বিপুল বিমল যশ রামের কহিয়া। নৃপগণ গেল নিজ ভবনে চলিয়া॥
এইরূপে হল গত কয়েক দিবস। বরযাত্রী পুরজন হৃদয়ে হরষ॥
বিবাহের শুভ দিন লগ্ন সমাগত। হিম ঋতু মার্গশীর্ষ মাস অভিমত॥
শুভ গ্রহ, তিথি, তারা, যোগ, শুভ বার। লগ্ন নিরূপিল বিধি করিয়া বিচার॥
নারদের সনে দিল পাঠাইয়া সেই। জনকের গণকেরা নিরূপিল যেই॥
শুনিয়া সকল লোক এহেন বারতা। কহে জ্যোতির্বিদ যেন অপর বিধাতা॥

দোঃ—বিমল গোধূলি বেলা সমাগত সুমঙ্গল মূল।
বিপ্র কহে নৃপ সনে হেরি সুলক্ষণ অনুকূল। ৩১২

চৌঃ—পুরোহিতে কহে তবে বিদেহ রাজন। বিলম্ব এখন আর কিসের কারণ॥
শতানন্দ তবে সব সচিবে ডাকিল। মঙ্গল কলসী সহ সকলে আসিল॥
নাগারা পণব শঙ্খ বাজিতে লাগিল। মঙ্গল কলসে মাঙ্গলিক সাজাইল॥
মঙ্গল সঙ্গীত সীমন্তিনীগণ করে। বিপ্রগণ বেদমন্ত্র পড়ে উচ্চৈঃস্বরে॥
সাদরে এমতে বর আনিতে চলিল। বর যাত্রাবাসে সবে গিয়া উত্তরিল॥
কোশল পতির সাজ দেখিয়া সমাজ। অতি লঘু লাগে তাঁর কাছে সুররাজ॥
সময় আগত, কর শুভ পদার্পণ। বার্ত্তা শুনি আরম্ভিল নাগারা নিস্বন॥
গুরু আজ্ঞা লয়ে করি রীতি মহারাজ। চলে সঙ্গে লয়ে মুনি সজ্জন সমাজ॥

দোঃ—অযোধ্যা পতির ভাগ্য বৈভব দেখিয়া। ব্রহ্মা আদি সুরগণ মনে বিচারিয়া॥
প্রশংসে সহস্র মুখে অকপট হিয়া। বৃথা জন্ম নিজ নিজ সংসারে জানিয়া॥ ৩১৩

চৌঃ—শুভ অবসর জানি যত দেবগণ। বাজায় দুন্দুভি পুষ্প করে বরিষণ॥
শঙ্কর বিরিঞ্চি আদি দেবতা সকল। চড়িয়া বিমানে সঙ্গে অনুচর দল॥
প্রেম পুলকিত তনু, হৃদয়ে উৎসাহ। চলিল দেখিতে সবে রামের বিবাহ॥
জনক নগর দেখি সুর অনুরাগে। সবার আপন লোক অতি লঘু লাগে॥
চমকিত হেরি সব বিচিত্র বিতান। অতি অলৌকিক নানা দেখিয়া নির্ম্মাণ॥
নগরের নর নারী রূপের নিধান। ধার্ম্মিক সুশীল গুণখানি বুদ্ধিমান॥
তাদের হেরিয়া সুর, সুর নারীগণ। ম্লান, দীপ্ত চন্দ্র হেরি তারকা যেমন॥
বিধির হইল পুনঃ বিস্ময় বিশেষ। কোথাও না হেরি নিজ সৃষ্টি লবলেশ॥

দোঃ—শঙ্কর বুঝায় দেবে না হও বিস্মিত। রামের বিবাহ জানি স্থির কর চিত॥৩১৪

চৌঃ—লইলে যাঁহার নাম এ ভব সংসারে। সব অমঙ্গল নাশে নিমেষ মাঝারে॥
করতল গত হয় পুরুষার্থ চারি। সেই সীতা রাম জেনো, কহেন কামারি॥
হেন রূপে শম্ভু সব দেবে বুঝাইল। নন্দীরে সবার অগ্রে তবে চালাইল॥
নৃপ দশরথ যায় দেখে দেবগণ। পুলকিত কলেবর হরষিত মন॥
সাধুর সমাজ চলে সহ বিপ্রগণ। সেবে যেন দেব দেহ করিয়া ধারণ॥
সহিত সুন্দর সুত শোভিতেছে চারি। অপবর্গ চতুষ্টয় যেন তনুধারী॥
স্বর্ণ মরকত বর্ণ সুন্দর যুগল। দেখি দেবগণ সব আনন্দে বিহ্বল॥

রাম চন্দ্রে বিলোকিয়া হরষিত মন। নৃপে প্রশংসিয়া তারা বরষে সুমন ॥

দোঃ—নখ হতে শিখা অতি মনোহর রামরূপ বার বার হেরি।
পুলকিত কলেবর অশ্রু পূর্ণ নেত্র উমা সহিত পুরারি ॥ ৩১৫

চৌঃ—কেকী কণ্ঠ দ্যুতি শ্যাম রঘুবর অঙ্গ। কটিতে তড়িত নিন্দি বসন সুরঙ্গ ॥
বিবাহ ভূষণে সর্ব্ব অঙ্গ বিভূষিত। সকল মঙ্গল ময় শোভা সম্মিলিত ॥
শারদ বিমল বিধু জিনিয়া আনন। লজ্জিতা নলিনী নব হেরি দুনয়ন ॥
অলৌকিক অপরূপ সব সুন্দরতা। হরে মন, প্রকাশিতে না পারে বারতা ॥
মনোহর ভ্রাতৃগণ শোভিতেছে সঙ্গে। নাচাইয়া চলে পথে চপল তুরঙ্গে ॥
নৃপতি কুমার বর তুরঙ্গ নাচায়। বংশ প্রশংসক কীর্ত্তি গাহিয়া শুনায় ॥
যে অশ্ব উপরে প্রভু রঘুরাজ রাজে। গতির দেখিয়া বেগ খগপতি লাজে ॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বাজী না হয় বর্ণন। কাম যেন অশ্বরূপ করিল ধারণ ॥

ছঃ—বাজী বেশ বানাইয়া যেন ফুলশর। রামের কারণ শোভে অতি মনোহর ॥
আপন বয়স বল, রূপ, গুণ, গতি। মিলায়ে ভুবনে সবে মুগ্ধ কৈল অতি ॥
চমকে জড়োয়া জিনে মতি সমুজ্জ্বল। মণি মাণিক্যাদি তাহে করে ঝলমল ॥
সুন্দর ঘুঁঘুর আর লাগাম ললিত। বিলোকি বিবুধ নর মুনীশ চকিত ॥

দোঃ—প্রভু মনে মন লীন করি চলি বাজী শোভা পায়।
নক্ষত্র বিজলি যুত ঘন যেন শিখীরে নাচায় ॥ ৩১৬

চৌঃ—যে সুন্দর অশ্বে রাম কৈল আরোহণ। সারদা করিতে নারে তাহার বর্ণন ॥
শঙ্করের রাম রূপে অতি অনুরাগে। পঞ্চদশ বিলোচন অতি প্রিয় লাগে ॥
সপ্রেমে রামের রূপ বিষ্ণু যবে হেরে। রমাসহ রমাপতি মুগধ অন্তরে ॥
নিরখি রামের রূপ বিরিঞ্চি মুদিত। অষ্ট নেত্র মাত্র জানি হৃদয়ে দুঃখিত ॥
ষড়ানন হিয়া মাঝে আনন্দ অপার। বিধি হতে দেড় গুণ নেত্র লাভ তার ॥
চতুর সুরেশ রামে নিরখি নয়নে। গৌতমের অভিশাপ বর সম গণে ॥
দেবতা সকল সুরেশ্বরে হিংসা করে। পুরন্দর সম আজ কেবা চরাচরে ॥
রামরূপ হেরি সুরগণ হরষিত। নৃপতি সমাজ যুগ বিশেষ নন্দিত ॥
দু'রাজ সমাজ অতি আনন্দিত মন। নাগারাদি বাদ্যভাণ্ড বাজিছে সঘন ॥
আনন্দে সুমন বৃষ্টি করে দেবগণ। জয় রঘুকুল মণি করি উচ্চারণ।
হেনমতে জানি বরযাত্র আগমন। বাজিয়া উঠিল হর্ষে বিবিধ বাজন।

দোঃ—সাজায়ে আরতি দ্রব্য নানা ভাবে, মাঙ্গলিক সব গুছাইয়া।
বরণ করিতে চলে গজগতি বরনারী হর্ষযুত হিয়া ॥ ৩১৭

চৌঃ—সুধাংশু বদনী মৃগ শাবক লোচনী। নিজ তনু ছবি রতি মদ বিমোচনী ॥
পরিধান করি নানা বরণের চীর। সকল ভূষণে করি সজ্জিত শরীর ॥
অঙ্গে অঙ্গে ধরি সব সুমঙ্গল সাজ। গায় সুরনারী কলকণ্ঠ পায় লাজ ॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী মঞ্জু নুপুর নিক্কণ। কামগজ পায় লাজ দেখিয়া গমন ॥

বাজন বাজিছে ঘন বিবিধ প্রকার। চলিছে নগরে নভে মঙ্গল আচার॥
শারদা, ভবানী, রমা, শচী আদি কত। দেবতার নারী শুচি বুদ্ধিমতী যত॥
কপট রমণী বর বেশ বানাইয়া। রাজ অন্তঃপুরে সবে মিলিল আসিয়া॥
করিছে মধুর গান মঙ্গল বচনে। আনন্দে বিভোর তত্ত্ব কিছু নাহি জানে॥

ছঃ—কেবা জানে কা'রা সব হরষিত মতি। ব্রহ্ম বরে আসে ধেয়ে করিতে আরতি॥
মধুর নাগারা বাজে হয় কল গান। পুষ্প বর্ষি সুর করে শোভা রাশি দান॥
আনন্দ নিধান বর করি দরশন। সবার হৃদয় অতি হরষে মগন॥
নয়ন কমল হতে ঝরে প্রেম নীর। পুলকে ছাইল নর নারীর শরীর॥

দোঃ—যে সুখ হইল মনে, হেরি বর বেশে রামে, সীতার মাতার।
সহস্র সারদা শেষ, শতকল্প, ভরি তাহা নারে বর্ণিবার॥ ৩১৮

চৌঃ—শুভকাল জানি অশ্রু করি সম্বরণ। বরণ করেন রাণী পুলকিত মন॥
বেদেতে বিহিত আর কুলের আচার। সুষ্ঠুরূপে সমাপিল সব ব্যবহার॥
পঞ্চশব্দ, পঞ্চধ্বনি * সুমঙ্গল গান। পাদ পট বিছাইল অশেষ বিধান॥
করিয়া আরতি রাণী অর্ঘ্য কৈলে দান। বিবাহ মণ্ডপে রাম করিলা প্রয়াণ॥
দশরথ সহ সব সমাজ বিরাজে। বিভব বিলোকি সব লোকপতি লাজে॥
ক্ষণে ক্ষণে দেবগণ বরষিছে ফুল। শান্তি মন্ত্র পড়ে বিপ্রগণ অনুকূল॥
কোলাহল পূর্ণ হল গগন নগর। কথা নাহি পশে কর্ণে নিজ কিম্বা পর॥
এরূপে শ্রীরাম আসি মণ্ডপে পশিল। অর্ঘ্যদান করি রামে বরাসন দিল॥

ছঃ—আসনে বসায়ে করি আরত্রিক বর হেরি অতি সুখ পায়।
ভূষণ বসন মণি দান করি বহু, নারী সুমঙ্গল গায়॥
ব্রহ্মা আদি দেবশ্রেষ্ঠ বিপ্র বেশ ধরি সবে কৌতুক দেখিছে।
রঘুকুল রবি ছবি নিরখিয়া নিজ জন্ম সফল মানিছে॥

দোঃ—নাপিত গণিকা ভাট নট রাম অঙ্গ স্পৃষ্ট দান দ্রব্য পেয়ে।
আনন্দে আশিস করে, প্রণমিয়া, মহানন্দ না ধরে হৃদয়ে॥ ৩১৯

চৌঃ—দশরথে প্রীতিভরে মিলে মিথিলেশ। লৌকিক বৈদিক রীতি করে সবিশেষ॥
দুই মহারাজ দোঁহে ধরে আলিঙ্গনে। লাজে কবি নাহি পায় উপমা ভুবনে॥
তুলনা না পেয়ে ভবে মনে হার মানে। ইহার তুলনা ইহা মনে শেষে জানে॥
বৈবাহিকযুগ দেখি দেব অনুরাগে। পুষ্প বৃষ্টি করি যশ গাহিবারে লাগে॥
বিধি বিরচিল বিশ্ব যখন হইতে। দেখিনু শুনিনু বহু বিবাহ ঘটিতে॥
ভাবে বিধি সম সাজ সমান সমাজ। সম বৈবাহিক যুগ দেখিলাম আজ॥
দৈববাণী শুনি সত্য সুরম্য সরল। অপূর্ব্ব আনন্দে দুই সমাজ বিহ্বল॥

* পঞ্চশব্দ যথা—তন্ত্রী, তাল, ঝাঁঝ, নাগারা, টিকারার শব্দ। পঞ্চধ্বনি যথা—বেদধ্বনি, বন্দীধ্বনি, জয়ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি এবং হুলুধ্বনি॥

পাদ পট পাতি নৃপে অর্ঘ্য করি দান। সাদরে জনক করে মণ্ডপে আহ্বান ॥

ছঃ—বিচিত্র রচনা মণ্ডপের দেখি রুচিরতা মুনি মন হরে।
চতুর জনক নিজ করে ধরি বসাইয়া সিংহাসন পরে ॥
কুল ইষ্ট সম পূজি, বশিষ্ঠেরে স্তুতি করি আশীর্ব্বাদ লয়।
কৌশিকে অর্চ্চিল প্রেমে অতিশয়, রীতি সেই কার সাধ্য কয় ॥

দোঃ—বামদেব আদি ঋষিবরে পূজে মুদিত মহীশ।
আসন অর্পিল দিব্য, সব মুনি করিল আশিস ॥ ৩২০

চৌঃ—কোশল পতিরে পুনঃ করিল অর্চ্চন। ইষ্ট সম, অন্যভাব করিয়া বর্জ্জন ॥
করজোড়ে স্তুতি নতি করে বহুতর। কহি নিজ ভাগ্য আর গৌরব বিস্তর ॥
পূজিল ভূপতি সব বরযাত্র গণে। বৈবাহিক সম সমাদরে সযতনে ॥
সবাকার সমুচিত অর্পিল আসন। সমুৎসাহ এক মুখে না হয় বর্ণন ॥
জনক সকল বরযাত্রে সম্মানিল। বিনীত মধুর বাক্যে দান মান দিল ॥
বিধি হরিহর দিক পতি দিবাকর। শ্রীরামের প্রভাব জানে যাদের অন্তর ॥
কপট ব্রাহ্মণ বেশ করিয়া ধারণ। প্রেম ভরে সবে করে কৌতুক দর্শন ॥
জনক পূজিল জানি বিবুধ সমান। না চিনিয়া করে সবে সুখাসন দান ॥

ছঃ—চিনিবে জানিবে কেবা, আত্মহারা হল সর্ব্বজন।
বিলোকি আনন্দ কন্দ বরে সবে হর্ষ নিমগন ॥
দেবগণ দেখি রামে, পূজে দিয়ে হৃদয় আসন।
প্রভুর স্বভাব শীল দেখি সবে আনন্দিত মন ॥

দোঃ—রামচন্দ্র মুখ চন্দ্র ছবি, নেত্র সুন্দর চকোর।
সমাদরে করি পান সবে অতি আনন্দে বিভোর ॥ ৩২১

চৌঃ—লগ্ন সমাগত দেখি বশিষ্ঠ ডাকিল। সমাদরে শতানন্দ মুণীশ আসিল ॥
অবিলম্বে পাত্রী এবে আনহ যাইয়া। আনন্দে চলিল মুনি আদেশ পাইয়া ॥
শুনি সুনয়না পুরোহিতের বচন। প্রমুদিতা সঙ্গে নিয়ে নিজ সখীগণ ॥
বিপ্রবধূ কুলবৃদ্ধা করিল আহ্বান। করি কুলরীতি করে সুমঙ্গল গান ॥
নারীবেশে সমাগত সুরবর বামা। স্বভাব সুন্দরী সবে মনোহরা শ্যামা ॥
সবারে দেয়িখা সুখ পায় নারীগণে। প্রাণ হতে প্রিয় লাগে আলাপ বিহনে ॥
বার বার সবাকারে সম্মানিছে রাণী। উমা, রমা, সরস্বতী সম মনে জানি ॥
সহচরী গণ শুভ শৃঙ্গার করিয়া। মণ্ডপে সীতাকে সবে চলিল লইয়া ॥

ছঃ—সীতারে লইয়া চলে, সমাদরে শুভ সাজে সাজিয়া ভামিনী।
ষোড়শ শৃঙ্গারে সাজে বরনারী সবে মত্ত কুঞ্জর গামিনী ॥
কল গান শুনি ধ্যান ত্যজে মুনি কলকণ্ঠ অতি লাজ পায়।
নূপুর কঙ্কণ কলতান তালে সুমধুর মঞ্জীর বাজায় ॥

দোঃ—বনিতা বৃন্দের মাঝে শোভে সীতা স্বভাব সুন্দরী।
শোভিছে সুষমা যেন নারীছবি মাঝে দেহ ধরি ॥ ৩২২

চৌঃ—সীতার সুষমা নাহি বর্ণিতে শকতি। অশেষ মাধুরী কবি অতি লঘু মতি ॥
বরযাত্রীগণ দেখি আসিতেছে সীতা। রূপ রাশি সম, সর্ব্ব ভাবে অতি পূতা ॥
মনে মনে সবলোক করিল প্রণাম। সীতারে দেখিয়া রাম মানে পূর্ণকাম ॥
সুত সহ দশরথ হরষিত মন। হৃদয়ে আনন্দ যত কে করে বর্ণন ॥
প্রণমিয়া সুরগণ বরষিল ফুল। আশীর্ব্বাদ করে মুনি মঙ্গলের মূল ॥
সঙ্গীত নাগারা বাদ্য কোলাহল ভারী। আনন্দে প্রেমেতে পূর্ণ পুর নর নারী ॥
এরূপে মণ্ডপে সীতা কৈলা আগমন। শান্তি পড়ে মুনিরায় আনন্দিত মন ॥
সেই অবসরে করি কুল ব্যবহার। দুই কুল গুরু সমাপিল কুলাচার ॥

ছঃ—লোকাচার করি গুরু, গৌরী, গণপতি বিপ্র আনন্দে পূজিল।
আবির্ভূত দেবগণ পূজা লয়ে মহানন্দে আশিস করিল ॥
মধুপর্ক, মাঙ্গলিক মনে মনে যাহা চাহে মুনি যে সময়।
কনক কলসী স্বর্ণ পরাতাদি ভরি ভৃত্য করে ধরি রয় ॥
কুল রীতি প্রীতি সহ কহে রবি, পুরোহিত সাদরে করিল।
পূজি দেবে হেন মতে, জানকীরে মনোহর সিংহাসন দিল ॥

ছঃ—সীতা রাম দেখে পরস্পরে, প্রেম কারো নাহি হইল গোচর।
মন বুদ্ধি বাক্য অগোচর, প্রকাশিতে নারে কোনো কবিবর ॥

দোঃ—হোমকালে তনুধরি অগ্নি অতি প্রীতিভরে আহুতি লইল।
বিপ্রবেশ ধরি বেদ বিবাহের বিধি সব আপনি কহিল ॥ ৩২৩

চৌঃ—জনকের পাটরাণী বিদিতা ভুবনে। জানকীর মাতা কবি বর্ণিবে কেমনে ॥
সুযশ, সুকৃতি, সুখ, রূপ মনোহর। একত্র করিয়া বিধি স্বজিল সুন্দর ॥
সময় হইল জানি ডাকে মুনিবর। শুনি সীমন্তিনীগণ আনিল সত্বর ॥
জনকের বাম ভাগে শোভে সুনয়না। শোভে যেন হিমগিরি সহিত ময়না ॥
কনক কলসী দিব্য মণির পরাতে। সুগন্ধ পবিত্র জল ভরিয়া তাহাতে ॥
নিজ করে হরষিত রাজা আর রাণী। রামের সম্মুখে দোঁহে রক্ষা কৈল আনি ॥
মঙ্গল বচনে মুনি বেদ উচ্চারয়। দেবতা বর্ষিল ফুল জানিয়া সময় ॥
জামাতা দেখিয়া জায়াপতি অনুরাগে। পবিত্র সলিলে পদ পাখালিতে লাগে ॥

ছঃ—প্রক্ষালিতে পাদ পদ্ম লাগে যবে প্রেমে তনু পুলকে ছাইল।
নাগারা সঙ্গীত জয় ধ্বনি নভে পুরে চারিদিকে উথালিল ॥
চরণ কমল যেই কামারির হৃদিসরে সতত বিরাজে।
সকৃৎ স্মরণ শুদ্ধ মন হতে কলিমল ছাড়ে অতি লাজে ॥

ছঃ—পাপমগ্না মুনি পত্নী, পরশিয়া যাহা, সদ্য লভিলা সুগতি।
মকরন্দ যার শিরে ধরে শম্ভু সুরগণ মানি শুচি অতি॥
মুনি যোগীজন মনে মধুকর করি যাতে পরা গতি পায়।
জনক পাখালে সেই পদ ভাগ্যবান সবে জয় গান গায়॥
বরকনে পানিতল জুড়ি দুই গুরু করে শাখা উচ্চারণ।
পাণিগ্রহ হল দেখি বিধি সুর মুনি নর আনন্দিত মন॥
সুখ মূল বর হেরি জায়া পতি পুলকিত উল্লসিত হিয়া।
নৃপতি ভুষণ কৈলা কন্যাদান লোক বেদ বিধান করিয়া॥
গিরীশ উমারে যথা দিল হরে, সিন্ধু লক্ষ্মী হরিরে অর্পিল।
জনক তেমন অর্পি সীতা রামে নব কীর্ত্তি অর্জ্জন করিল॥
বিদেহ বিনয় কিবা করে, শ্যামরূপ তারে বিদেহ করিল।
হোমকরি বিধিমতে গাঁট বাঁধি সাত পাক সখী ঘুরাইল॥

দোঃ—নাগারা মঙ্গল গান বেদ, বন্দী জয়ধ্বনি চৌদিকে ছাইল।
সুচতুর সুর শুনি হর্ষে পারিজাত পুষ্প বর্ষিতে লাগিল॥ ৩২৪

চৌঃ—সাত পাক ঘোরে তবে কুমারী কুমার। সমাদরে নেত্র লাভ নেয় সবাকার॥
বরণিতে নাহি শক্তি সুন্দর যুগল। উপমা যতেক কহ সব হীনবল॥
শ্রীরাম সীতার প্রতিবিম্ব মনোহর। মণি খাম্বা মাঝে ঘন চমকে সুন্দর॥
মনে হয় রতি কাম ধরি বহু রূপ। দেখিতেছে সীতারাম বিবাহ অনুপ॥
দেখিতে লালসা মনে ভয় কম নয়। পুনঃ পুনঃ প্রকটিয়া পুনঃ লীন হয়॥
মগন হইল সব, দর্শক যাহারা। জনকের মত সবে হল আত্মহারা॥
প্রমুদিত মুনিগণ প্রদক্ষিণ করে। যথা রীতি যাবতীয় নিয়ম আচরে॥
সীতার সিঁথিতে রাম সিন্দুর লাগায়। শোভা অপরূপ তার কহা নাহি যায়॥
অরুণ পরাগ রক্ত কমলে জড়িত। শশী ভালে দেয় অহি সুধালুব্ধ চিত॥
পুনঃ বশিষ্ঠের অনুশাসন পাইয়া। বরকনে একাসনে দিল বসাইয়া॥

ছঃ—রামসীতা বসে বরাসনে দেখি দশরথ হল হরষিত।
আপন সুকৃতি কল্পতরু ফল দেখি তনু ঘন পুলকিত॥
আনন্দ ভুবন ভরি; কহে সবে, রামসীতা পরিণয় হল।
কিরূপে সম্যক বরণিবে এক জিহ্বা সেই মহা সুমঙ্গল॥
বশিষ্ঠের আজ্ঞা পেয়ে বিবাহের আয়োজন সাজান হইল।
মাণ্ডবী উর্ম্মিলা শ্রুতকীর্ত্তি সব কুমারীরে নৃপ ডাকাইল॥
গুন, শীল, সুখ, শোভাময়ী কুশধ্বজ কন্যা প্রথমে আনিল।
প্রীতি সহ করি সব রীতি ভরতের সনে পরিণয় দিল॥

ছঃ—সীতার কনিষ্ঠা ভগ্নী, শিরোমণি সব রূপবতির জানিয়া।
জনক বিবাহ দিল লক্ষ্মণের সহ সর্ব্বরূপে সম্মানিয়া॥
শ্রুতকীর্ত্তি নাম যার সুলোচনী সর্ব্বগুণ আকর, সুন্দরা।
শত্রুঘ্নে অর্পিল তারে রূপশীলে সমুজ্জ্বলানৃপতি আদরি॥
অনুরূপ বরকনে হেরি পরস্পর সঙ্কুচিত ফুল্ল মন।
সৌন্দর্য্য প্রশংসে সবে পুষ্প বৃষ্টি হর্ষে করে স্বর্গবাসীগণ॥
সুন্দর বরের সনে রূপবতী কন্যা এক মণ্ডপে বিরাজে।
দশা* চতুষ্টয় নিজ প্রভু সহ যেন রাজে জীব হিয়া মাঝে॥

দোঃ—অযোধ্যা নৃপতি হর্ষমগ্ন সুত চতুষ্টয় সবধূ নেহারি।
ভূপ শিরোমণি লভিয়াছে যেন ক্রিয়া সহা† পুরুষার্থ চারি॥ ৩২৫

চৌঃ—রামের বিবাহ যথা করিনু বর্ণন। কুমার গণের হল বিবাহ তেমন॥
যৌতুক অধিক এত না হয় গণন। মণ্ডপ করিল পূর্ণ কনক রতন॥
বসন বিচিত্র শত রেশম পশম। নানা প্রকারের বহু, মূল্য নহে কম॥
দাস দাসী হস্তী রথ আর তুরঙ্গম। অলঙ্কৃতা ধেনু বহু কামধেনু সম॥
সামগ্রী অনেক দিল গণিব কেমনে। সেই জানে দরশন কৈল যেই জনে॥
হেরি লোকপতি সব নৃপে প্রশংসিল। অযোধ্যা নৃপতি সুখে স্বীকার করিল॥
যাচকে অর্পিল বস্তু যা চাহিল তাহা। আবাসে আসিল অবশিষ্ট রৈল যাহা॥
জনক জুড়িয়া কর তবে মৃদুবাণী। কহিল সকল বরযাত্রে সম্মানি॥

ছঃ—সমাদরে, দানে বরযাত্রী গণে সম্মানিয়া বিনয় করিল।
প্রমুদিত মহামুনি বৃন্দে বন্দি পূজি পদ প্রেম নিবেদিল॥
প্রণমিয়া দেবগণে সবসনে কর জোড়ে নৃপমণি বলে।
সুর সাধু ভারগ্রাহী সিন্ধু তুষ্ট নাহি হয় অঞ্জলির জলে॥
কোশল পতিরে পুনঃ কর জোড়ে ভ্রাতৃসহ জনক নৃপতি।
মনোহর স্নেহ মাখা বাক্যে কহে পুনঃ তবে সাধুভাবে অতি॥
সম্বন্ধ করিয়া নৃপ সনে সব ভাবে মোর গৌরব বাড়িল।
জানিবে এ রাজ সসমাজ বিনামূল্যে তব সেবক হইল॥
সমর্পিতা কন্যাগণে দাসীজ্ঞানে কৃপাময় করিবে পালন।
ধৃষ্টতা করিয়া পাঠাইনু ডাকি, দোষ নাহি করিবে গ্রহণ॥
ভানুকুল বিভূষণ সম্মানিল বৈবাহিকে সকল প্রকারে।
বিনয় করিল যত প্রেমভরে পরস্পরে, নারি বর্ণিবারে॥

* ৪ দশা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয়—তত্তৎ প্রভু—বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, ব্রহ্ম।
† যজ্ঞ, শ্রদ্ধা, যোগ, জ্ঞান – ৪ ক্রিয়া—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—৪ ফল।

ছঃ—দেবগণ বর্ষে পুষ্প, বরযাত্রী বাসে নৃপ দশরথ চলে।
বেদ জয় ধ্বনি দুন্দুভির শব্দে পুর নভ পূর্ণ কুতুহলে॥
মুনি আজ্ঞা পেয়ে তবে সখীগণ মিলি গায় সুমঙ্গল গান।
সুন্দরী লইয়া বরকনে কুলদেব গৃহে করিল প্রস্থান॥
দোঃ—পুনঃ পুনঃ সীতা চাহে রামপানে সসঙ্কোচ শঙ্কা শূন্য মন।
মনোহর মীন শোভা হরে প্রেম পিপাসিত সীতার নয়ন॥ ৩২৬

চৌঃ—শ্যামল শরীর স্বভাবতঃ মনোহর। শোভা হেরি কোটি কাম লজ্জিত অন্তর॥
যাবক সংযুত পদ কমল সুন্দর। যাহে ছেয়ে রহে মুনি মন মধুকর॥
পবিত্র সুন্দর পীত পরিহিত ধুতি। হরে হের বাল রবি দামিনীর দ্যুতি॥
কটিতে কিঙ্কিণী কল সূত্র মনোহর। বিশাল বাহুতে ধরে ভূষণ সুন্দর॥
পীত উপবীত মরি কিবা শোভা ধরে। করের অঙ্গুরী শোভা চিত্ত মন হরে॥
বিবাহ সজ্জায় সব অঙ্গ সুশোভিত। বিশাল হৃদয়ে বিভূষণ বিলম্বিত॥
উপবীত সম স্কন্ধে দুপট্টা সুন্দর। উভয় অঞ্চলে মণি খচিত বিস্তর॥
শ্রবণে কুণ্ডল চারু কমল নয়ন। নিখিল রূপের যেন নিধান বদন॥
মনোহর নাসা অতি চারু ভ্রূবিলাস। ললাটে তিলক রাজে সুষমা নিবাস॥
শিরোপরি মনোহর মুকুট শোভিত। মাঙ্গলিক মণি রত্ন মুকুতা খচিত॥

ছঃ—মুকুট জড়িত মহামণি শোভাময় সর্ব্ব অঙ্গ চিত্ত হরে।
নগর বিবুধ নারী বর হেরি চমকিত তৃণ ছেড়ে করে॥
ভূষণ বসন রত্ন উৎসর্গ করি, গাহি করয়ে আরতি।
পুষ্প বর্ষে দেবগণ সুত বন্দীজন গাহে বংশের কীরিতি॥
দেবগৃহে আনি বর কনে সীমন্তিনীগণ মহাসুখ পায়।
করিয়া লৌকিক রীতি প্রীতিভরে সবে মিলি সুমঙ্গল গায়॥
পরস্পরে গ্রাস দিতে, গৌরী রামে, জানকীরে সারদা শিখায়।
হাস্যরসে রসাবেশে অন্তঃপুরে নারীগণ জন্মফল পায়॥
নিজ পাণি মণি মাঝে রূপ নিধানের প্রতিবিম্ব নেহারিয়া।
নাহি নাড়ে সীতা ভুজ লতা দরশন বিরহেতে ডরাইয়া॥
কৌতুক বিনোদানন্দ জানে সখী, অসম্ভব তাহার বর্ণন।
সুরূপা সখীরা লয়ে বর কনে জনবাসে করিল গমন॥
আনন্দ নগরে নভে যথা তথা আশীর্ব্বাদ ধ্বনি শোনা যায়।
চিরজীবি হোক্ চারি জায়া পতি হৃষ্টচিত্তে জনে জনে গায়॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র সিদ্ধ সুর, প্রভু বিলোকিয়া দুন্দুভি হানিল।
বর্ষি পুষ্প জয়ধ্বনি করি নিজ নিজ লোকে সকলে চলিল॥

দোঃ—বধূগণ সহ রাজপুত্রগণ সমাগত জনকের পাশে।
মঙ্গল, আনন্দ, শোভা পূর্ণ হয়ে উথলিয়া ওঠে জনবাসে॥ ৩২৭

চৌঃ—বহুবিধ ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া। বরযাত্রে পাঠাইল জনক ডাকিয়া॥
পথে বিছাইল বহু বসন অনুপ। সুতগণ সহ কৈল পদার্পণ ভূপ॥
সমাদরে সকলের পদ ধোয়াইল। যথাযোগ্য সুখাসনে সবে বসাইল॥
অযোধ্যাপতির পদ জনক ধোয়ায়। শীলতা সনেহ বাক্যে কহা নাহি যায়॥
চরণ পঙ্কজ পুনঃ রামের ধোয়ায়। হর হৃদিপদ্মে যাহা নিত্য শোভা শায়॥
রামের সমান অন্য তিন ভাই জানি। জনক ধোয়ায় পদ দিয়ে নিজ পাণি॥
সুযোগ্য আসন নৃপ সবাকারে দিয়া। সূপকারগণে তবে নিল আভানিয়া॥
ভোজ্যপাত্র বরযাত্র আগে তবে ধরে। মণিপাত স্বর্ণখিলে যুক্ত ক'রে ক'রে॥

দোঃ—সূপোদন, গব্যঘৃত স্বাদু শুচি মনোহর আর।
ক্ষণমধ্যে সব পাতে যত্নে পরিবেশে সূপকার॥ ৩২৮

চৌঃ—পঞ্চগ্রাস নিয়ে সবে করয় ভোজন। গালি গান অনুরাগে করিয়া শ্রবণ॥
বহু প্রকারের ভোজ্য হয়েছে রন্ধন। অমৃত সদৃশ স্বাদু না হয় বর্ণন॥
সুচতুর লাগে পরিবেশিতে ব্রাহ্মণ। বিবিধ ব্যঞ্জন নাম জানে কোন জন॥
চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভোজ্য চতুষ্টয়। প্রতি প্রকারের বহু বর্ণন না হয়॥
ষড় রস যুত বহু প্রকার ব্যঞ্জন। প্রতি রসে বহুবিধ কৈল আয়োজন॥
ভোজন সময় গালি দেয় মনোহর। রমণী পুরুষ নাম নিয়ে পরস্পর॥
কালোচিত সুরসাল গালি বিরচিল। শুনি সসমাজ নৃপ হাসিতে লাগিল॥
এরূপে সকলে সুখে করিয়া ভোজন। সমাদরে বরযাত্র কৈল আচমন॥

দোঃ—সসমাজ দশরথে নৃপবর তাম্বুলে অর্চ্চিল।
ভূপ শিরোমণি সুখে বরাবাসে গমন করিল॥ ৩২৯

সবধূ অযোধ্যা প্রত্যাগমন

চৌঃ—পুরে হয় নিত্য সব কর্ম্ম শুভঙ্করী। কাটিছে নিমেষ সম দিবা বিভাবরী॥
প্রত্যূষে জাগিল নৃপতির শিরোমণি। যাচক গাহিছে গুণ মৃদু মন্দ ধ্বনি॥
সবধূ কুমারগণে করে নিরীক্ষণ। কেমনে কহিব কত আনন্দিত মন॥
প্রাতঃ ক্রিয়া করি নৃপ গুরু সন্নিধানে। চলে মহানন্দে, প্রেম খেলিছে পরাণে॥
প্রণাম অর্চ্চনা করি রহে জোড় করে। সুধাসিক্ত বাক্য নৃপ কহে মৃদুস্বরে॥
তোমার কৃপাতে শোন মুনি মহারাজ। পরিপূর্ণ হল আজি মোর সব কাজ॥
এবে প্রভু বিপ্রগণে আনি আভানিয়া। ধেনু দান কর সর্ব্বভাবে সাজাইয়া॥
শুনি গুরু মহীপালে ধন্যবাদ দিয়া। নিমন্ত্রিতে মুনিগণে দিল পাঠাইয়া॥

দোঃ—বামদেব, দেবঋষি, সমাগত, বাল্মীকি, জাবালি।
মুনীশ বৃন্দের সহ বিশ্বামিত্র মুনি তপশালী॥ ৩৩০

চৌঃ—সবারে নৃপতি দণ্ড প্রণাম করিল। সপ্রেম পূজিয়া বরাসন সবে দিল॥
আনাইয়া চারিলক্ষ শ্রেষ্ঠ ধেনুগণ। কামধেনু সম সুশ্রী স্বভাব শোভন॥
সর্ব্বভাবে অলঙ্কারে করিয়া ভূষিত। বিপ্রগণে দিল নৃপ হয়ে হরষিত॥
বহুবিধ নরনাথ বিনয় করিল। জগতে জনম আজি সার্থক মানিল॥
মুনীশ আশিস পেয়ে নৃপতি আনন্দে। ডাকিয়া আনিল যত ভিক্ষাজীবী বৃন্দে॥
হস্তী অশ্ব রথ মণি কনক বসন। রুচি বুঝি দিল রবি কুলের নন্দন॥
পরিয়া চলিল সবে গাহি গুণ গ্রাম। জয় দিনকর কুল পতি যশোধাম॥
বিবাহ উৎসব রামের হইল এ মতি। বর্ণিতে সহস্র মুখে নাহিক শকতি॥

দোঃ—বিশ্বামিত্র পদ, শিরে নিয়ে বার বার কহে দশরথ রায়।
সব সুখ মুনিরাজ তব কৃপা দৃষ্টিপাতে সম্ভব আমায়॥ ৩৩১

চৌঃ—জনক আদর আপ্যায়ন আয়োজন। বিভূতি প্রশংসে নৃপ সহ সঙ্গীগণ॥
প্রতিদিন উঠি নৃপ মাগেন বিদায়। অনুরাগ ভরে রাখে জনক তাঁহায়॥
নিত্য নব সমাদর সমধিক করে। আতিথ্য সহস্র ভাবে করে নৃপবরে॥
আনন্দ উৎসাহ নিত্য নবীন নগরে। দশরথ যান, কেহ না চাহে অন্তরে॥
এই ভাবে বহুদিন হইল বিগত। স্নেহ রজ্জু বদ্ধ যেন বরযাত্রী যত॥
বিশ্বামিত্র শতানন্দ নৃপ পাশে গিয়া। বিদেহ নৃপেরে তবে কহে বুঝাইয়া॥
এবে দশরথে আজ্ঞা দেহ নৃপ যেতে। ছাড়িতে যদ্যপি স্নেহ নাহি পার চিতে॥
আচ্ছা প্রভু, কহি রাজা সচিবে ডাকিল। জয় জীব কহি মন্ত্রী শির নোয়াইল॥

দোঃ—অযোধ্যা নৃপতি চা'ন গৃহে যেতে, অন্তঃপুরে কর বিজ্ঞাপন।
বিপ্র সভাসদ রাজা হল প্রেমবশ সবে শুনিয়া বচন॥ ৩৩২

চৌঃ—বরযাত্রী যাবে শুনি পুরবাসীগণ। পরস্পর করে সেই বার্ত্তা আলাপন॥
সত্যই যাইবে শুনি উদাস হইল। মনে হয় সন্ধ্যা দেখি কমল মুদিল॥
আগমন কালে যথা বিশ্রাম করিল। তথা তথা খাদ্য আদি পাঠাতে লাগিল॥
বহুবিধ ফল নানা পক্ক দ্রব্য আর। ভোজনের সাজ বর্ণে সাধ্য আছে কার॥
বলদ, কাহার পৃষ্ঠে ভরি ভরি ভার। জনক পাঠাল বহু শয্যা দ্রব্য আর॥
লাখ অশ্ব রথ চলে হাজার পঁচিশ। পরিপূর্ণ সুসজ্জিত নখ হতে শীষ॥
সাজিল সহস্র দশ মত্ত গজরাজ। যাহা দেখি দিকগজ গণ পায় লাজ॥
কনক বসন মণি ভরি ভরি যান। মহিষী, সুরভি, বস্তু বিবিধ বিধান॥

দোঃ—অমিত যৌতুক কত কহা নাহি যায় দিল বিদেহ নৃপতি।
যাহা দেখি তুচ্ছ মানে নিজ নিজ বৈভবাদি যত লোকপতি॥ ৩৩৩

চৌঃ—হেন মতে দ্রব্যজাত বহু সাজাইয়া। জনক অযোধ্যাপুরে দিল পাঠাইয়া॥
বরাত চলিল শুনি পুরে সব রাণী। স্বল্প জলে মীন হেন আকুল পরাণী॥
পুনঃ পুনঃ জানকীরে কোলে তুলে নিল। আশীর্ব্বাদ সহ কত উপদেশ দিল॥
স্বামী সোহাগেতে থাক্ চির অধিকার। এয়োতি অক্ষয় হোক্ আশিস আমার॥

শ্বশুর শাশুড়ী গুরুজনে সেবা কর। পতি ইচ্ছা লক্ষ্য করি আজ্ঞা অনুসর ॥
অতি স্নেহবশে বুদ্ধিমতী সখীগণে। নারী ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় মধুর বচনে ॥
কুমারীগণেরে সমাদরে বুঝাইয়া। রাণী বার বার বক্ষে লইছে তুলিয়া ॥
বার বার কন্যাসনে মিলি রাণীগণ। কহে বিধি নারী কেন করিলা সৃজন ॥
দোঃ—হেনকালে ভ্রাতৃগণ সহ রাম ভানুকুল কেতু।
জনক মন্দিরে চলে হর্ষে সবে বিদায়ের হেতু ॥ ৩৩৪
চৌঃ—সহজ সুন্দর সব ভ্রাতৃ চতুষ্টয়। দেখিবারে চলে পুর নর নারী চয় ॥
অদ্যই যাইতে চাহে কহে কেহ কেহ। বিদায়ের সাজ সজ্জা করিলা বিদেহ ॥
নয়ন ভরিয়া রূপ লহহ নেহারি। অতিথি প্রাণের প্রিয় ভূপ সুত চারি ॥
কেবা জানে কোন্ পুণ্যফলে সখী জ্ঞানী। নয়ন অতিথি বিধি করিলেন আনি ॥
মুমূর্ষু পাইল যেন অমৃতের পুর। কল্পতরু লভে যেন চির ক্ষুধাতুর ॥
নারকীর পক্ষে হরি দর্শন যেমন। ইহাদের দরশন মোদের তেমন ॥
নিরখি রামের শোভা মূর্ত্তি হৃদে ধরে। নিজ মন ফণী শিরে মণি সম করে ॥
হেনমতে দিতে দিতে সবে নেত্র ফল। রাজ নিকেতনে গেল কুমার সকল ॥
দোঃ—ভ্রাতৃগণ রূপ সিন্ধু দেখি অন্তঃপুর হল হরষ মগন।
আরতি করয় দিয়ে নানা দান শ্বশ্রুগণ আনন্দিত মন ॥ ৩৩৫
চৌঃ—দেখি রাম রূপ অতিশয় অনুরাগে। প্রেমবশ বার বার পাদপদ্মে লাগে ॥
লজ্জা দূরে গেল প্রীতি ছাইল হৃদয়। সহজ সনেহ অতি বর্ণন না হয় ॥
অভ্যঙ্গ করিয়া করি স্নান সমাপন। ছয় রসযুত দিল বিবিধ ভোজন ॥
বলিল শ্রীরাম যোগ্য অবসর জানি। সঙ্কোচ সহিত প্রেম মাখা মৃদু বাণী ॥
নৃপতি অযোধ্যাপুরে ইচ্ছুক যাইতে। পাঠাইলা সব সনে বিদায় লইতে ॥
হরষিত মনে মাতা যেতে আজ্ঞা দেহ। বালক জানিয়া নিত্য করিবেক স্নেহ ॥
শুনিয়া বচন দুঃখ সমাকুল রাণী। প্রেমে হল কণ্ঠরোধ নাহি সরে বাণী ॥
সব কুমারীরে তবে হৃদয়ে ধরিয়া। বিনয় করিল পতি করে সমর্পিয়া ॥
ছঃ—বিনয় করিয়া সীতা সমর্পিয়া রামে কহে পুনঃ জোড় করে।
বলিহারি যাই রাম, জ্ঞাত মনোগতি সব, থাকিয়া অন্তরে ॥
পরিবার, পুরজন প্রাণপ্রিয় সীতা মোর, নৃপের জানিবে।
তুলসীর প্রভু শীল স্নেহ জানি নিজ দাসী সমান মানিবে ॥
সোঃ—পূর্ণকাম তুমি জ্ঞানী শিরোমণি ভাবগ্রাহী রাম।
দলি দোষ কৃপাময় ভকতের লহ গুণগ্রাম ॥ ৩৩৬
চৌঃ—এত কহি রামপদ ধরিলেন রাণী। প্রেম পঙ্ক মাঝে যেন রুদ্ধ হল বাণী ॥
শুনি স্নেহ পরিপূর্ণ বচন মধুর। শ্বশ্রূগণে সম্মানিলা শ্রীরাম প্রচুর ॥
করজোড়ে রাম তবে মাগিলা বিদায়। পুনঃ পুনঃ রাখে শির শ্বশ্রূগণ পায় ॥
আশীর্ব্বাদ পেয়ে পুনঃ নোয়াইয়া শির। ভ্রাতৃগণ সঙ্গে গৃহে চলে রঘুবীর ॥

মধুর মূরতি মঞ্জু হৃদি মাঝে আনি। স্নেহেতে শিথিল অঙ্গ হল সব রাণী ॥
ধৈর্য্য ধরি পুনঃ আভানিয়া কন্যাগণে। বার বার বদ্ধ সবে করে আলিঙ্গনে ॥
পৌছাইতে আসি পুনঃ করে আলিঙ্গন। পরস্পরে প্রীতি বাড়ে অতি অনুপম ॥
জনে জনে সখীগণে করে আলিঙ্গন। বৎস সনে যেন ধেয়ে মেলে ধেনুগণ ॥
দোঃ—সব নারী নর সখী সহ রাণীগণ প্রেম বিবশ হইল।
করুণা, বিরহ যেন বিদেহের পুরে নিজ আবাস রচিল ॥ ৩৩৭

চৌঃ—শুক সারী পক্ষী যত জানকী পালিত। কনক পিঞ্জরে রাখি বুলি শিখাইত ॥
কোথা সীতা বলি সবে করে আর্ত্তনাদ। শুনিয়া ভাঙ্গেনা কার ধৈরযের বাঁধ ॥
পশু পক্ষী এইরূপ আকুল যথায়। মানুষের দশা কিছু কহা নাহি যায় ॥
সহোদর সহ তবে জনক আইল। প্রেম উথলিয়া নেত্রে জল উছলিল ॥
সীতারে দেখিয়া নৃপ ধৈর্য্য হারাইল। বিরাগীর শিরোমণি অভিমান ছিল ॥
জানকীরে ধরি নৃপ বক্ষে তুলে নিল। জ্ঞানের মর্য্যাদা আজ অতলে ডুবিল ॥
সুচতুর মন্ত্রীগণ বুঝায় রাজারে। অসময় জানি রাজা হৃদয়ে বিচারে ॥
বার বার নন্দিনীরে করে আলিঙ্গন। সুন্দর শিবিকা তবে করে আনয়ন ॥
দোঃ—বিবশ প্রেমেতে সব পরিবার, জানি শুভ লগন নরেশ।
পাল্কীতে বসাল জানকীরে নৃপ হৃদে স্মরি সিদ্ধিদ গণেশ ॥ ৩৩৮

চৌঃ—নানা ভাবে রাজা তবে কন্যারে বুঝায়। নারী ধর্ম্ম কুল রীতি সকল শিখায় ॥
দাসদাসী বহুতর সীতা সঙ্গে দিল। সুসেবক যারা প্রিয় জানকীর ছিল ॥
জানকী চলিল দেখি দুঃখী পুরবাসী। সর্ব্ব শুভ সুলক্ষণ হল দশ দিশি ॥
ব্রাহ্মণ সচিব সহ লইয়া সমাজ। পৌছাইতে জানকীরে চলে মহারাজ ॥
সময় জানিয়া বহু বাজনা বাজিল। রথ গজ অশ্ব বরযাত্রী সাজাইল ॥
দশরথ বিপ্রগণে করিয়া আহ্বান। সম্মানিয়া সবে দিল বহুবিধ দান ॥
চরণ সরোজ ধুলি শিরে নৃপ ধরে। আশিস পাইয়া রাজা মুদিত অন্তরে ॥
স্মরি গজাননে নৃপ করিল প্রস্থান। মঙ্গল শকুন হ'ল বিবিধ বিধান ॥
দোঃ—পুষ্প বৃষ্টি করে সুর হরষিত নাচে গায় অপ্সরা সকল।
চলিল অযোধ্যা অযোধ্যার পতি বাদ্যোদ্যমে আনন্দ বিহ্বল ॥৩৩৯

চৌঃ—বিনয়ে নৃপতি ফিরাইল মহাজনে। যাচক বৃন্দেরে রাজা ডাকে সযতনে ॥
বসন ভূষণ গজ অশ্ব দান দিল। আদরে তুষিয়া সবে নিবৃত্ত করিল ॥
বংশের কীরিতি গাথা গাহি বার বার। ফিরে রাখি রামে সবে হৃদয় মাঝার ॥
পুনঃ পুনঃ দশরথ কহে ফিরিবারে। প্রেমবশ মিথিলেশ ফিরিতে না পারে ॥
পুনরায় কহে রাজা সুন্দর বচন। ফের নৃপ বহুদূর কৈলে আগমন ॥
যান ছাড়ি দশরথ ভূমে দাঁড়াইল। প্রেমাশ্রু নয়নে বেগে বহিতে লাগিল ॥
বিদেহ বলেন বাক্য দুহাত জুড়িয়া। স্নেহ সুধা সিন্ধু মাঝে যেন ডুবাইয়া ॥
ভাষা নাহি বিনয়ের যাহা যোগ্য তব। মহারাজ প্রদানিলে আমারে গৌরব ॥

দোঃ—কোশল নৃপতি সদাশয় বৈবাহিকে করে প্রচুর সম্মান।
মিলন বিনয় পরস্পর প্রীতি হৃদে নাহি হয় সঙ্কুলান ॥ ৩৪০

চৌঃ—জনক মুনীশ বৃন্দে প্রণাম করিল। সবার নিকট শুভ আশিস লভিল ॥
সাদরে মিলিল পুনঃ সকল জামাতা। রূপ শীল গুণ নিধি সম সব ভ্রাতা ॥
কর শতদল জুড়ি যুগল সুন্দর। বাক্য কহে প্রেমে আর্দ্র গদগদস্বর ॥
কেমনে প্রশংসা তব করি রঘুবর। হংস সম মুনি, হর মানসে বিহর ॥
যাঁর লাগি যোগী যোগ করেন সাধন। মোহ মায়া মদ ক্রোধ করিয়া বর্জ্জন ॥
সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নিরালম্ব অবিনাশী। চিদানন্দ গুণাতীত, ধর গুণ রাশি ॥
মনসহ বাণী যারে নারে পরশিতে। তর্কে যাহে নাহি মেলে, না মেলে যুক্তিতে ॥
নেতি নেতি করি যাঁরে শ্রুতিগণ কহে। ত্রিকালেতে একরস যেই তত্ত্ব রহে ॥

দোঃ—নয়ন গোচর মম হল সেই সর্ব্ব সুখ মূল।
জীবের সুলভ সব, হয় যদি ঈশ অনুকুল ॥ ৩৪১

চৌঃ—গৌরব আমার সব ভাবে বাড়াইলা। নিজ জন জানি মোরে আত্মসাৎ কৈলা ॥
অনন্ত সহস্র দশ সহ বীণাপাণি। কল্পকোটি লেখে যদি লইয়া লেখনী ॥
মোর ভাগ্য, পুনঃ তব সব গুণ গ্রাম। লিখিতে নারিবে শুন রাম গুণধাম ॥
মুই কিছু কহি এক ভরসা অন্তরে। স্বল্প স্নেহে তুষ্ট তুমি ভকত উপরে ॥
বার বার মাগি বর জুড়ি দুই কর। ভুলেও না ত্যজে পদ আমার অন্তর ॥
প্রেমেমাখা শুনি বাক্য নৃপের মধুর। পূর্ণ কাম রাম হল হর্ষে ভরপুর ॥
বিবিধ বিনয়ে রাম শ্বশুরে সম্মানে। বশিষ্ঠ কৌশিক পিতা সম হৃদে জানে ॥
ভরতের সনে পুনঃ বিনয় করিল। প্রেমে আলিঙ্গিয়া শুভ আশীর্ব্বাদ দিল ॥

দোঃ—লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নে মিলি শুভাশিস দিলেন মহীশ।
প্রেমবশ পরস্পর পুনঃ পুনঃ নোয়াইল শীষ ॥ ৩৪২

চৌঃ—বিনয় করিয়া করে স্তুতি বহুতর। ভ্রাতৃগণ সঙ্গে রাম চলে অতঃপর ॥
জনক পড়িল পুনঃ কৌশিক চরণে। পদরেণু শিরে ধরি লাগায় নয়নে ॥
শুনহ মুনীশবর তব দরশনে। অগম না রহে কিছু আস্থা মম মনে ॥
আনন্দ সুকীর্ত্তি যাহা লোকপতি চায়। মনোরথ বিজ্ঞাপিতে মনে লজ্জা পায় ॥
সে সুখ সুযশ স্বামি সুলভ আমার। তব অনুগামী সিদ্ধি সকল প্রকার ॥
বিনয় করিল পুনঃ পুনঃ প্রণমিয়া। ফিরিল মহীপ মুনি আদেশ পাইয়া ॥
চলিল বরাত নাগারাদি বাজাইয়া। ছোট বড় সবে সুখে শির নোয়াইয়া ॥
রামে নিরখিয়া গ্রাম্য নর নারীগণ। নয়ন সার্থক জানি আনন্দিত মন ॥

দোঃ—করিয়া বিশ্রাম পথিমধ্যে গ্রাম্য লোকে সুখ দিয়া।
অযোধ্যা সমীপে পুণ্য দিনে সবে উত্তরিল গিয়া ॥ ৩৪৩

চৌঃ—নাগারা টিকারা হানে ঢোল বহু বাজে। ভেরীশঙ্খ ধ্বনি হয় অশ্ব গজ গাজে ॥
বাজিছে মৃদঙ্গ ঝাঁজ ডিমি ডিমি ভাই। সরস রাগিনী করে আলাপ সানাই ॥

পুরজন শুনি ফিরে বরাত আইল। আনন্দিত মন অঙ্গে পুলক ছাইল॥
আপন ভবন সবে করিল শোভিত। ঘাট বাট পুরদ্বার চৌমুরি সহিত॥
অগুরু চন্দন অলি গলিতে সিঞ্চিল। সর্ব্বত্র সুন্দর সব আলিপনা দিল॥
বাজার সাজাল যত না হয় বর্ণন। বিতান পতাকা ধ্বজা বিরচি তোরণ॥
সফল গুবাক আর কদলী রসাল। রোপিল বকুল পুনঃ কদম্ব তমাল॥
ধরণী স্পর্শিতে তরু বাঁচিয়া উঠিল। মনি ময় আলবাল বিচিত্র রচিল॥

দোঃ—মঙ্গল কলসী নানা গৃহে গৃহে রাখিল রচিয়া।
প্রশংসে ব্রহ্মাদি দেব রঘুবীর পুর নিরখিয়া॥ ৩৪৪

চৌঃ—নৃপতি ভবন শোভা সেই অবসরে। দেখি সুরচনা কন্দর্পের মন হরে॥
মঙ্গল শকুন, বিরচন মনোহর। ঋদ্ধি সিদ্ধি সুখ আদি সম্পদ সুন্দর॥
উৎসাহ সকল যেন সহজ সুন্দর। তনুধরি সমাগত দশরথ ঘর॥
শ্রীরাম জানকী শোভা করিতে দর্শন। কার বল নাহি হয় হৃদে আকিঞ্চন॥
যূথ যূথ মিলি চলে যত সীমন্তিনী। লজ্জা পায় রূপ দেখি কন্দর্প মোহিনী॥
সকল মঙ্গল সাজে সাজায়ে আরতি। বহু বেশে চলে যেন গাহিয়া ভারতী॥
ভূপতি ভবনে বহু হল কোলাহল। অক্ষম কালের সুখ বর্ণিতে সকল॥
কৌশল্যা প্রভৃতি রাম জননী সকল। প্রেমবশে আত্মহারা আনন্দে বিহ্বল॥

দোঃ—বিপ্রে বহু দান দিল পূজা করি গণেশ পুরারি।
আনন্দিত অতি নিঃস্ব পেয়ে যথা পুরুষার্থ চারি॥ ৩৪৫

চৌঃ—সব মাতা প্রেমানন্দে বিহ্বল হইল। চলেনা চরণ অঙ্গ সমস্ত শিথিলি॥
রাম দরশন লাগি সবে অনুরাগে। বরণের দ্রব্য সব সাজাইতে লাগে॥
বিবিধ বিধান বাদ্য নগরে বাজিছে। মুদিতা সুমিত্রা মাঙ্গলিক সাজাইছে॥
হরিদ্রা পল্লব দূর্ব্বা দধি দুগ্ধ ফুল। তাম্বুল গুবাক আদি সুমঙ্গল মূল॥
অক্ষত যবের শীষ লাজ গোরোচন। তুলসী মঞ্জরী মঞ্জু নয়ন শোভন॥
চিত্রিত সুবর্ণ ঘট সহজ সুন্দর। মদন বিহ্বল যেন কৈল বাসাঘর॥
মাঙ্গলিক দ্রব্য গন্ধ আদি কত কব। মঙ্গল সাজেতে সাজে মহারাণী সব॥
বিবিধ প্রকারে আরত্রিক সাজাইল। আনন্দে মঙ্গল গান সবে আরম্ভিল॥

দোঃ—কনক থালাতে ভরি মাঙ্গলিক, পদ্ম হস্তে লইয়া জননী।
বরণ করিতে পুলকিত গাত্রে চলে নিয়ে পুরের রমণী॥ ৩৪৬

চৌঃ—ধূপ ধূমে নভে ঘোর আঁধার হইল। শ্রাবণের মেঘ যেন আকাশ ছাইল॥
কল্পতরু পুষ্পমাল্য দেবতা বর্ষয়। বলাকা সমূহ সম চিত্ত আকর্ষয়॥
মণিময় সুবিচিত্র বন্দন বার। মনে হয় ইন্দ্রধনু রচিল আবার॥
অট্টালিকা পরে রাজে লুকায় ভামিনী। সুন্দর চপল যেন চমকে দামিনী॥
দুন্দুভির ধ্বনি যেন ঘন গরজন। চাতক ময়ূর ভেক সম ভিক্ষুগণ॥
সুগন্ধ সলিল শুচি সুর বর্ষে বারি। শস্য সম সুখী যত পুর নর নারী॥

শুভক্ষণ জানি গুরু আদেশ করিল। রঘুকুলমণি পুরীমধ্যে প্রবেশিল॥
স্মরিয়া গিরিজা শম্ভু দেব গণপতি। সহিত সমাজ হর্ষে চলে মহীপতি॥

দোঃ—সুলক্ষণ হয় সুর বর্ষি পুষ্প দুন্দুভি বাজায়।
আনন্দে অপ্সরা নাচে মনোহর সুমঙ্গল গায়॥ ৩৪৭

চৌঃ—মাগধ নাগর সুত বন্দী নট সব। ত্রিলোকে উজ্জ্বল গায় বংশের গৌরব॥
সুবিমল বেদগান আর জয়ধ্বনি। সুমঙ্গলময় দশদিকে সদা শুনি॥
সদাই বাজিছে পুরে বিপুল বাজন। নভে সুর, পুরে লোক আনন্দিত মন॥
সুসজ্জিত বরযাত্র না হয় বর্ণন। আনন্দ না ধরে চিতে হরষ মগন॥
পুরবাসী আসি নৃপতিরে প্রণমিল। দেখি রাম মুখ সবে হরষে ডুবিল॥
মণিগণ সুবসন করি বিতরণ। সর্ব্বাঙ্গে পুলক, অশ্রু সিক্ত বিলোচন॥
মুদিত আরতি করে পুর নর নারী। হরষিত হেরি সুকুমার বর চারি॥
মনোহর শিবিকার পর্দা সরাইয়া। হরষিত চিত বধুগণে নেহারিয়া॥

দোঃ—হেন ভাবে করি সুখী সর্ব্বজনে সমাগত নৃপতির দ্বার।
আনন্দে বরণ করে মাতৃগণ বধূগণ সহিত কুমার॥ ৩৪৮

চৌঃ—আরতি করিছে মাতা সুখে বারবার। প্রেমানন্দ কহিবারে কেবা পায় পার॥
বসন ভূষণ মণি বিবিধ বিধান। অঙ্গস্পৃষ্ট অগণিত দেয় নানা দান॥
বধূগণ সহ দেখি পুত্র চতুষ্টয়। পরম আনন্দে মগ্ন মাতা সমুদয়॥
পুনঃ পুনঃ সীতারাম রূপ নেহারিয়া। আনন্দিত জন্ম ভবে সফল জানিয়া॥
সখীগণ সীতামুখ দেখে বার বার। গান করে পুণ্য প্রশংসিয়া আপনার॥
ক্ষণে ক্ষণে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ। নৃত্য গীত ছলে করে সেবা নিবেদন॥
অতি মনোহর বিলোকিয়া চারি জুড়ি। উপমা খুঁজিয়া বিশ্ববাণী দেখে ঘুরি॥
না মেলে তুলনা, সব অতি লঘু লাগে। নির্নিমেষে রহে চাহি রূপ অনুরাগে॥

দোঃ—বেদ নীতি কুল রীতি সমাপিয়া মাতৃগণ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
বরণ করিয়া বধূ সহ সুতগণে সবে চলে গৃহে নিয়া॥ ৩৪৯

চৌঃ—চারি সিংহাসন পাতে সহজ শোভন। কাম যেন নিজ হস্তে করেছে রচন॥
বসায়ে তাহার পরে কুমার কুমারী। সাদরে চরণ ধোয় দিয়া পূত বারি॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্যেতে বেদের বিধানে। পূজে বধূ বর রূপে মঙ্গল নিধানে॥
বার বার আরত্রিক করে স্নেহ ভরে। চামর ব্যজন চারু ডোলে শিরপরে॥
অঙ্গ স্পৃষ্ট বহু বস্তু করে বিতরণ। সব জননীর হর্ষ পরিপূর্ণ মন॥
পরতত্ত্ব দরশন কৈল যেন যোগী। অমৃত লভিল যেন দৈবে চিররোগী॥
জনম নির্ধন যেন পাইল পরশ। অন্ধজন লভে যেন সুন্দর দরশ॥
মূকের বদনে যেন সারদা বসিল। বীর যেন রণাঙ্গনে বিজয় লভিল॥

দোঃ—সে আনন্দ হতে শত কোটি গুণ লভে সব জননী আনন্দ।
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে বধূ সহ গৃহে ফিরে এলে রঘুকুলচন্দ॥ ৩৫০ক

দোঃ—জননী করিছে লোকাচার বর কন্যা অতি সঙ্কুচিত হয়।
আনন্দ প্রবাহ দেখি সবাকার, রাম হৃদে হাস্য উথলয়॥ ৩৫০খ

চৌঃ—দেব পিতৃগণ পূজি বিবিধ বিধানে। বাসনা পূরিল সব যাহা ছিল প্রাণে॥
সবারে বন্দিয়া মাগে এই বরদান। ভ্রাতৃগণ সহ হয় রামের কল্যাণ॥
অন্তর্হিত দেবগণ আশীর্ব্বাদ করে। অঞ্চল ভরিয়া লয় মাতা হর্ষ ভরে॥
নর নাথ বরযাত্রী গণে আভানিল। বসন ভূষণ মণি যান সমর্পিল॥
আদেশ পাইয়া হৃদে রাখিয়া শ্রীরাম। আনন্দে গমন করে নিজ নিজ ধাম॥
পুর নর নারীগণে বসন অর্পিল। গৃহে গৃহে বহুবিধ বাজনা বাজিল॥
যাচক সকল চাহে যে যে জন যাহা। নৃপতি সকলে সুখে দিল তাহা তাহা॥
ভৃত্যগণ আর নানা বাদ্যকার গণে। দান মানে সম্মানিল নৃপ সযতনে॥

দোঃ—শুভাশিস করি প্রণমিয়া যায় রামগুণ করি সবে গান।
গুরু বিপ্রগণ সহ রঘুনাথ গৃহে তবে করিল প্রস্থান॥ ৩৫১

চৌঃ—বশিষ্ঠের সব অনুশাসন মানিয়া। লোক বেদ বিধি করে আদর করিয়া॥
বহু বিপ্র সমাগত দেখি সব রাণী। দাঁড়াইল শ্রদ্ধা ভরে বহু ভাগ্য মানি॥
পদ প্রক্ষালিয়া সবে করাইয়া স্নান। করাল ভোজন নৃপ বিবিধ বিধান॥
দানে সমাদরে প্রেমে তুষিল সকলে। আশীর্ব্বাদ করি করি সবে গৃহে চলে॥
গাঁধি সুতে করি বহু বিধানে পূজন। কহে নাথ মম সম ধন্য কে এমন॥
প্রশংসা অশেষ বিধ নৃপতি করিল। রাণীগণ সহ তাঁর পদধূলি নিল॥
মনোহর বাসগৃহ পুরী মধ্যে দিল। রাণীগণ সহ নৃপ সেবাতে রহিল॥
গুরু পাদ পদ্ম পুনঃ করিয়া অর্চ্চন। বিনয় করিল অতি প্রীতি পূর্ণ মন॥

দোঃ—বধূগণ সহ রাজ পুত্রগণ, রাণীগণ সহিত মহীশ।
গুরুর চরণ বন্দে পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করিল মুনীশ॥ ৩৫২

চৌঃ—বিনয় করিল নৃপ অতি অনুরাগে। সম্পত্তি তনয় সব ধরি দিয়ে আগে॥
আপন দক্ষিণা মুনি যাচিয়া লইল। নানা ভাবে সবাকারে আশিস করিল॥
সীতা সহ রামে করি হৃদয়ে ধারণ। আনন্দেতে গৃহে গুরু করিল গমন॥
বিপ্রবধূগণে তবে ভূপ আভানিল। ভূষণ বসন চারু সবে পরাইল॥
সীমন্তিনীগণে পুনঃ আহ্বান করিল। রুচি অনুসারে সবে পরিধান দিল॥
বিত্তাগণ নিজ নিজ প্রাপ্য বুঝি নিল। রুচি অনুসারে ভূপ সবে সন্তোষিল॥
প্রিয় অভ্যাগত পূজ্য যাহারে জানিল। ভূপতি সকলে বহু সম্মান করিল॥
দেবগণ দেখি রঘু বীরের বিবাহ। করিয়া সুমন বৃষ্টি প্রশংসে উৎসাহ॥

দোঃ—দুন্দুভি বাজায়ে দেব সুখে চলে নিজ নিজ পুরে।
কহি পরস্পরে রাম যশ, হর্ষ হৃদয়ে না ধরে॥ ৩৫৩

চৌঃ—নরনাথ সমাদর করি সবাকার। হৃদয় হইল পূর্ণ আনন্দে অপার॥
অন্তঃপুরে মহারাজ কৈলা পদার্পণ। বধূসহ পুত্রগণে করিলা দর্শন॥

শুভক্ষণ জানি গুরু আদেশ করিল। রঘুকুলমণি পুরীমধ্যে প্রবেশিল ॥
স্মরিয়া গিরিজা শম্ভু দেব গণপতি। সহিত সমাজ হর্ষে চলে মহীপতি ॥
দোঃ—সুলক্ষণ হয় সুর বর্ষি পুষ্প দুন্দুভি বাজায়।
আনন্দে অপ্সরা নাচে মনোহর সুমঙ্গল গায় ॥ ৩৪৭

চৌঃ—মাগধ নাগর সুত বন্দী নট সব। ত্রিলোকে উজ্জ্বল গায় বংশের গৌরব ॥
সুবিমল বেদগান আর জয়ধ্বনি। সুমঙ্গলময় দশদিকে সদা শুনি ॥
সদাই বাজিছে পুরে বিপুল বাজন। নভে সুর, পুরে লোক আনন্দিত মন ॥
সুসজ্জিত বরযাত্র না হয় বর্ণন। আনন্দ না ধরে চিতে হরষ মগন ॥
পুরবাসী আসি নৃপতিরে প্রণমিল। দেখি রাম মুখ সবে হরষে ডুবিল ॥
মণিগণ সুবসন করি বিতরণ। সর্ব্বাঙ্গে পুলক, অশ্রু সিক্ত বিলোচন ॥
মুদিত আরতি করে পুর নর নারী। হরষিত হেরি সুকুমার বর চারি ॥
মনোহর শিবিকার পর্দা সরাইয়া। হরষিত চিত বধূগণে নেহারিয়া ॥
দোঃ—হেন ভাবে করি সুখী সর্ব্বজনে সমাগত নৃপতির দ্বার।
আনন্দে বরণ করে মাতৃগণ বধূগণ সহিত কুমার ॥ ৩৪৮

চৌঃ—আরতি করিছে মাতা সুখে বারবার। প্রেমানন্দ কহিবারে কেবা পায় পার ॥
বসন ভূষণ মণি বিবিধ বিধান। অঙ্গস্পৃষ্ট অগণিত দেয় নানা দান ॥
বধূগণ সহ দেখি পুত্র চতুষ্টয়। পরম আনন্দে মগ্ন মাতা সমুদয় ॥
পুনঃ পুনঃ সীতারাম রূপ নেহারিয়া। আনন্দিত জন্ম ভবে সফল জানিয়া ॥
সখীগণ সীতামুখ দেখে বার বার। গান করে পুণ্য প্রশংসিয়া আপনার ॥
ক্ষণে ক্ষণে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ। নৃত্য গীত ছলে করে সেবা নিবেদন ॥
অতি মনোহর বিলোকিয়া চারি জুড়ি। উপমা খুঁজিয়া বিশ্ব বাণী দেখে ঘুরি ॥
না মেলে তুলনা, সব অতি লঘু লাগে। নির্নিমেষে রহে চাহি রূপ অনুরাগে ॥
দোঃ—বেদ নীতি কুল রীতি সমাপিয়া মাতৃগণ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
বরণ করিয়া বধূ সহ সুতগণে সবে চলে গৃহে নিয়া ॥ ৩৪৯

চৌঃ—চারি সিংহাসন পাতে সহজ শোভন। কাম যেন নিজ হস্তে করেছে রচন ॥
বসায়ে তাহার পরে কুমার কুমারী। সাদরে চরণ ধোয় দিয়া পূত বারি ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্যেতে বেদের বিধানে। পূজে বধূ বর রূপে মঙ্গল নিধানে ॥
বার বার আরত্রিক করে স্নেহ ভরে। চামর ব্যজন চারু ডোলে শিরপরে ॥
অঙ্গ স্পৃষ্ট বহু বস্তু করে বিতরণ। সব জননীর হর্ষ পরিপূর্ণ মন ॥
পরতত্ত্ব দরশন কৈল যেন যোগী। অমৃত লভিল যেন দৈবে চিররোগী ॥
জনম নির্ধন যেন পাইল পরশ। অন্ধজন লভে যেন সুন্দর দরশ ॥
মূকের বদনে যেন সারদা বসিল। বীর যেন রণাঙ্গনে বিজয় লভিল ॥
দোঃ—সে আনন্দ হতে শত কোটি গুণ লভে সব জননী আনন্দ।
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে বধূ সহ গৃহে ফিরে এলে রঘুকুলচন্দ ॥ ৩৫০ক

দোঃ—জননী করিছে লোকাচার বর কন্যা অতি সঙ্কুচিত হয়।
আনন্দ প্রবাহ দেখি সবাকার, রাম হৃদে হাস্য উথলয়॥ ৩৫০খ

চৌঃ—দেব পিতৃগণ পূজি বিবিধ বিধানে। বাসনা পূরিল সব যাহা ছিল প্রাণে॥
সবারে বন্দিয়া মাগে এই বরদান। ভ্রাতৃগণ সহ হয় রামের কল্যাণ॥
অন্তর্হিত দেবগণ আশীর্ব্বাদ করে। অঞ্চল ভরিয়া লয় মাতা হর্ষ ভরে॥
নর নাথ বরযাত্রী গণে আভানিল। বসন ভূষণ মণি যান সমর্পিল॥
আদেশ পাইয়া হৃদে রাখিয়া শ্রীরাম। আনন্দে গমন করে নিজ নিজ ধাম॥
পুর নর নারীগণে বসন অর্পিল। গৃহে গৃহে বহুবিধ বাজনা বাজিল॥
যাচক সকল চাহে যে যে জন যাহা। নৃপতি সকলে সুখে দিল তাহা তাহা॥
ভৃত্যগণ আর নানা বাদ্যকার গণে। দান মানে সম্মানিল নৃপ সযতনে॥

দোঃ—শুভাশিস করি প্রণমিয়া যায় রামগুণ করি সবে গান।
পুরু বিপ্রগণ সহ রঘুনাথ গৃহে তবে করিল প্রস্থান॥ ৩৫১

চৌঃ—বশিষ্ঠের সব অনুশাসন মানিয়া। লোক বেদ বিধি করে আদর করিয়া॥
বহু বিপ্র সমাগত দেখি সব রাণী। দাঁড়াইল শ্রদ্ধা ভরে বহু ভাগ্য মানি॥
পদ প্রক্ষালিয়া সবে করাইয়া স্নান। করাল ভোজন নৃপ বিবিধ বিধান॥
দানে সমাদরে প্রেমে তুষিল সকলে। আশীর্ব্বাদ করি করি সবে গৃহে চলে॥
গাঁধি সুতে করি বহু বিধানে পূজন। কহে নাথ মম সম ধন্য কে এমন॥
প্রশংসা অশেষ বিধ নৃপতি করিল। রাণীগণ সহ তাঁর পদধূলি নিল॥
মনোহর বাসগৃহ পুরী মধ্যে দিল। রাণীগণ সহ নৃপ সেবাতে রহিল॥
গুরু পাদ পদ্ম পুনঃ করিয়া অর্চ্চন। বিনয় করিল অতি প্রীতি পূর্ণ মন॥

দোঃ—বধূগণ সহ রাজ পুত্রগণ, রাণীগণ সহিত মহীশ।
গুরুর চরণ বন্দে পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করিল মুনীশ॥ ৩৫২

চৌঃ—বিনয় করিল নৃপ অতি অনুরাগে। সম্পত্তি তনয় সব ধরি দিয়ে আগে॥
আপন দক্ষিণা মুনি যাচিয়া লইল। নানা ভাবে সবাকারে আশিস করিল॥
সীতা সহ রামে করি হৃদয়ে ধারণ। আনন্দেতে গৃহে গুরু করিল গমন॥
বিপ্রবধূগণে তবে ভূপ আভানিল। ভূষণ বসন চারু সবে পরাইল॥
সীমন্তিনীগণে পুনঃ আহ্বান করিল। রুচি অনুসারে সবে পরিধান দিল॥
বিত্তাগণ নিজ নিজ প্রাপ্য বুঝি নিল। রুচি অনুসারে ভূপ সবে সন্তোষিল॥
প্রিয় অভ্যাগত পূজ্য যাহারে জানিল। ভূপতি সকলে বহু সম্মান করিল॥
দেবগণ দেখি রঘু বীরের বিবাহ। করিয়া সুমন বৃষ্টি প্রশংসে উৎসাহ॥

দোঃ—দুন্দুভি বাজায়ে দেব সুখে চলে নিজ নিজ পুরে।
কহি পরস্পরে রাম যশ, হর্ষ হৃদয়ে না ধরে॥ ৩৫৩

চৌঃ—নরনাথ সমাদর করি সবাকার। হৃদয় হইল পূর্ণ আনন্দে অপার॥
অন্তঃপুরে মহারাজ কৈলা পদার্পণ। বধূসহ পুত্রগণে করিলা দর্শন॥

আনন্দ সহিত সবে বক্ষে তুলে নিল। কে বর্ণিবে প্রাণে যত সুখ উপজিল॥
বধূগণে স্নেহ ভরে কোলে বসাইল। বার বার হর্ষ ভরে আদর করিল॥
সমাজ দেখিয়া আনন্দিত রাণীগণ। আনন্দ সবার হৃদে করিল ভবন॥
ভূপতি কহিল বিবাহের বিবরণ। শুনি হরষিত হল সবাকার মন॥
জনক রাজের গুণ শীল উদারতা। প্রীতি রীতি মনোহর বৈভবের কথা॥
ভাটসম মহারাজ করিল বর্ণন। কার্য্য বিবরণে হরষিত রাণীগণ॥

দোঃ—সুতগণ সহ স্নান করি নৃপ গুরু জ্ঞাতি ডাকিয়া লইল।
ভোজন করিতে বহুবিধ দ্রব্য, পাঁচ দণ্ড রজনী হইল॥ ৩৫৪

চৌঃ—সুমঙ্গল গান করে যতেক ভামিনী। সুখ মূল মনোহর হইল যামিনী॥
আচমন করি সবে তাম্বুল সেবিল। মালা চন্দনাদি পরিশোভিত হইল॥
রামে নেহারিয়া নর পতি আজ্ঞা পেয়ে। নিজ নিজ গৃহে চলে শির নোয়াইয়ে॥
প্রমোদ বিনোদ প্রেম বৈভবের কথা। বিবাহ সমাজ শুভ কাল মধুরতা॥
কহিতে না পারে শত বাণীআর শেষ। বিধি, বেদগণ কিম্বা গণেশ মহেশ॥
কেমনে করিব আমি সে সব বর্ণন। ভূমিনাগ শিরে ধরা করে কি ধারণ॥
সবারে সকল ভাবে সম্মান করিয়া। মৃদু বাক্য কহে নৃপ রাণীকে ডাকিয়া॥
বধূরা বালিকা সবে, এল পরঘর। নয়নে পলক সম সবে রক্ষা কর॥

দোঃ—শ্রান্ত পুত্রগণ নিদ্রাবশ, শীঘ্র গিয়া সবে করাও শয়ন।
এত কহি গেল নৃপ শয়নের ঘরে ভাবি রামের চরণ॥ ৩৫৫

চৌঃ—স্বভাব সুন্দর বাক্য নৃপের শুনিয়া। মণি বিজড়িত স্বর্ণ পালঙ্ক পাতিয়া॥
সুন্দর সুরভি ফেন ধবল বরণ। বিছাইল সুকোমল বহু আস্তরণ॥
মনোহর উপাধান কে বর্ণিবে বল। সুগন্ধে মালাতে মণি মন্দির উছল॥
চারু চন্দ্রাতপ রত্ন প্রদীপ শোভন। যে দেখিল জানে সেই না হয় বর্ণন॥
রুচির রচিয়া শয্যা রামে উঠাইল। প্রেমের সহিত পালঙ্কেতে শোয়াইল॥
পুনঃ পুনঃ ভ্রাতৃগণে রাম আজ্ঞা দিল। নিজ শয্যা পরে সবে শয়ন করিল॥
দেখিয়া মঞ্জুল শ্যাম মৃদুল শরীর। স্নেহ বাক্যে কহে মাতা নয়ন সনীর॥
ভীষণ রাক্ষসী, রাম যেতে যেতে পথে। তাড়কা বধিলে তাত বল কোন মতে॥

দোঃ—ঘোর নিশাচর যোদ্ধা ভয়ঙ্কর, রণে নাহি কাহারেও গণে।
মারীচ সুবাহু খল সহচর সহ রাম বধিলে কেমনে॥ ৩৫৬

চৌঃ—মুনির প্রসাদে তাত যাই বলিহারি। বহু বিঘ্ন মহেশ্বর দিল অপসারি॥
যজ্ঞের রক্ষণ করি ভাই দুই জন। গুরু বরে সব বিদ্যা করিলে অর্জ্জন॥
মুনিপত্নী পদধূলি পাইয়া তরিল। সুকীর্ত্তিতে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ভরিল॥
বজ্র, কূর্ম পৃষ্ঠ, শৈল হইতে কঠোর। নৃপতি সমাজে ভাঙ্গি শিব ধনু ঘোর॥
বিশ্বজয় কীর্ত্তি সহ জানকী পাইলে। বিবাহ করিয়া সবে ভবনে ফিরিলে॥
অলৌকিক যত শুভ করম তোমার। একমাত্র ফল মানি কৌশিক কৃপার॥

জগতে জনম আজ সফল আমার। নেহারিয়া বাছা চন্দ্র বদন তোমার ॥
যত দিন গেল তোমা না হেরি নয়নে। ততদিন যেন বিধি আয়ুতে না গণে ॥
দোঃ—মাতৃগণে সন্তোষিয়া কহে মৃদু বিনয় বচন।
শম্ভু বিপ্র গুরুপদ স্মরি নিদ্রাবশ দুনয়ন॥ ৩৫৭
চৌঃ—নিদ্রাতে সুন্দর মুখ শোভিছে কেমন। সন্ধ্যাকালে শোভে স্বর্ণ কমল যেমন ॥
রাত্রি জাগরণ করে সবে ঘর ঘর। সুমঙ্গল গালি নারী দেয় পরস্পর ॥
রাণী কহে দেখ দেখ প্রাণের সজনী। পুরী শোভা বাড়াইল দ্বিগুণ রজনী ॥
শাশুড়ী সুন্দর বধূগণ বক্ষে নিয়ে। শায়িতা ফণিনী যেন মণি লুকাইয়ে ॥
জাগরিত প্রভু পূত প্রভাত জানিয়া। ডাকিছে অরুণ শিখ থাকিয়া থাকিয়া॥
মাগধ সহিত বন্দী গুণ গণ গায়। পুরজন রাজদ্বারে প্রণমিতে ধায় ॥
বন্দি বিপ্র সুরগণ গুরু পিতামাতা। আশিস পাইয়া আনন্দিত সব ভ্রাতা ॥
সাদরে জননী সব বদন নেহারে। নৃপ সনে ভ্রাতৃগণ চলে বহির্দ্বারে ॥
দোঃ—স্বভাব পবিত্র, সব শৌচ অন্তে নদী নীরে স্নান সমাপিয়া।
চলে চারি ভাই পিতৃ সন্নিধানে করি নিজ নিজ প্রাতঃ ক্রিয়া ॥ ৩৫৮
চৌঃ—দেখিয়া নৃপতি বক্ষে করিল ধারণ। আজ্ঞাপেয়ে আনন্দেতে লইল আসন ॥
দেখি রামমুখ সভা হইল শীতল। হৃদে অনুমানি ভবে নয়ন সফল ॥
কৌশিক বশিষ্ঠ মুনি কৈল আগমন। বসিবারে দিল অতি সুন্দর আসন ॥
সুরগণ সহ পূজি পরশে চরণ। রামে দেখি গুরুদ্বয় প্রেমপূর্ণ মন ॥
বশিষ্ঠ কহিতে লাগে ধর্ম্ম ইতিহাস। শুনে নরপতি রাণীগণ লয়ে পাশ ॥
বিশ্বামিত্র কার্য্য মুনিগণের অগম। বিস্তারি বশিষ্ঠ কহে আনন্দে পরম ॥
বামদেব কহে কথা সত্য অতিশয়। ছাইল অতুল কীর্ত্তি ত্রিভুবন ময় ॥
সবার আনন্দ অতি হইল শুনিয়া। সমধিক ফুল্ল রাম লক্ষ্মণের হিয়া ॥
দোঃ—আনন্দ মঙ্গলোৎসব নিত্য নব, দিন হয় এই ভাবে গত।
আনন্দ উছলি বহে অযোধ্যায় প্রতিদিন বাড়িয়া সতত ॥ ৩৫৯
চৌঃ—শুভদিন দেখি তবে কঙ্কণ খুলিল। আমোদ প্রমোদ স্রোত বহিয়া চলিল ॥
নিত্য নব সুখ দেখি দেব হিংসা করে। চাহে অযোধ্যাতে জন্ম বিধাতা নিয়রে ॥
বিশ্বামিত্র নিত্য চাহে যেতে তপোবন। রামের বিনয় বশ রহে তপোধন ॥
প্রতিদিন শত গুণ নৃপতি আদর। দেখিয়া প্রশংসে বিশ্বামিত্র মুনিবর ॥
বিদায় মাগিলে, নরপতি অনুরাগে। সুতগণ সহ দাঁড়াইল মুনি আগে ॥
তোমার অধীন সব সম্পত্তি আমার। সুত নারী সহ আমি সেবক তোমার ॥
স্নেহদৃষ্টি দিবে সদা সুতগণ পরে। মাঝে মাঝে দরশন দিবে এসে ঘরে ॥
এতেক কহিয়া নৃপ সহ সুত রাণী। পড়িলা চরণে মুখে নাহি সরে বাণী ॥
আশিস করিল মুনি বিবিধ প্রকারে। চলিল পিরীতি নীতি বর্ণিতে কে পারে ॥
সপ্রেমে শ্রীরাম সঙ্গে লয়ে ভ্রাতৃগণ। আজ্ঞা পেয়ে ফেরে করি প্রত্যুদ্গমন ॥

দোঃ—রামরূপ, ভূপতির ভক্তি, পরিণয়ের আনন্দ।
প্রশংসিয়া মনে মনে পথে যায় গাঁধিকুল চন্দ ॥ ৩৬০

চৌঃ—বামদেব, রঘুকুল গুরু জ্ঞানময়। গাঁধি সুত কথা পুনঃ কহি প্রশংসয় ॥
মুনির সুযশ শুনি নৃপ মনে মন। পুণ্যের প্রভাব নিজ করয় চিন্তন ॥
নৃপ আজ্ঞা পেয়ে লোক গৃহেতে চলিল। সুতগণ সহ নৃপ ভবনে পশিল ॥
রাম বিবাহের কথা সর্ব্বত্র ধ্বনিছে। পবিত্র সুযশ ক্রমে ত্রিলোক ছাইছে ॥
বিবাহ করিয়া যবে ফিরিল গৃহেতে। অযোধ্যা আনন্দ গৃহ সেদিন হইতে ॥
আনন্দ হইল যত প্রভু পরিণয়ে। ভুজঙ্গেশ সারদার সাধ্য নাহি কহে ॥
কবিকুল জানি জীবনের সুপাবন। গায় রামসীতা যশ মঙ্গল কারণ ॥
সেই হেতু আমি কিছু কহিনু বাখানি। করিবার আশে শুচি মম নিজবাণী ॥

ছঃ—পবিত্র করিতে নিজ বাণী রামকথা কিছু তুলসী কহিল।
অপার বারিধি রঘুবীর কথা, কোন্ কবি সীমান্ত লভিল ॥
বিবাহ উৎসব সুমঙ্গল উপবীত শোনে, সমাদরে গায়।
রামের প্রসাদে, কহে লোক বেদ, সব সুখ সম্পদাদি পায় ॥

সোঃ—সীতারঘুবীর বিবাহের কথা প্রেমসহ শোনে সমাদরে।
মঙ্গল আলয় রামকীর্ত্তি, সদা মহোৎসব থাকে তার ঘরে ॥ ৩৬১

রামচরিতের কথা অমৃত লহরী।
বীর কহে শুনি নর যাবে ভব তরি ॥

ইতি শ্রীরামচরিত মানসের সকল কলিকলুষ নাশন বালকাণ্ড সমাপ্ত।

ওঁ গুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীসীতারামৌ বিজয়তেতরাম্

বাংলা রামচরিত মানস

অযোধ্যাকাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

শ্লোক—অঙ্কে গিরিসুতা, সুরধুনী বহে শিরে। বাল বিধু ভালে, অহিরাজ বক্ষ পরে ॥
কণ্ঠে হলাহল, অঙ্গে বিভূতি ভূষণ। সর্ব্বগত সর্ব্বাধীপ সংসার মোচন ॥
সুরবর, শশী সম ধবল বরণ। শ্রীশঙ্কর শিব মোরে রক্ষ অনুক্ষণ ॥১
প্রসন্ন না হল যাহা রাজ্য অভিষেকে। বিষন্ন না হল যাহা বনবাস দুঃখে ॥
হেন মুখ পদ্মশোভা রঘুনন্দনের। মঞ্জুল মঙ্গল প্রদা হোক্ জীবনের ॥২
নীলাম্বুজ শ্যাম সুকোমল কলেবর। বামভাগে সুশোভিতা সীতা মনোহর ॥
সুতীক্ষ্ণ সায়ক চারু চাপ ধৃত কর। রঘুবংশ নাথ জয় রাম রঘুবর ॥৩

রাম রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব

দোঃ—শ্রীগুরু চরণ শতদল রজে করি মন মুকুর মার্জ্জন।
বর্ণিব বিমল রঘুবর যশ চারিফল যাহাতে অর্জ্জন ॥

চৌঃ—বিবাহ করিয়া রাম গৃহেতে আসিল। নিত্যনব মাঙ্গলিক আনন্দ বহিল ॥
ভুবন চতুরদশ মহীধর ভারী। পুণ্যমেঘ চলে বরষিয়া সুখবারি ॥
ঋদ্ধি সিদ্ধি বৈভবাদি সরিত সুন্দর। উথলিয়া মিলে আসি অযোধ্যা সাগর ॥
রতন নিচয় শ্রেষ্ঠ, পুর নারী নর। অমূল্য, পবিত্র সব ভাবেতে সুন্দর ॥
নগর বিভূতি কিছু না হয় বর্ণনা। মনে লয় বিধাতার নিখিল রচনা ॥
সর্ব্বভাবে পুরবাসীগণ মহাসুখী। রঘুনায়কের মুখচন্দ্রমা নিরখি ॥
সখী সহচরী সহ মাতৃগণ সুখী। মনোরথ বেলি এবে ফলিত বিলোকি ॥
রাম রূপ গুণ শীল স্বভাব দেখিয়া। মুনিবর, মহারাজ আনন্দিত হিয়া ॥

দোঃ—সবার অন্তরে জাগে এক অভিলাষ। মহেশে মিনতি করে পুরাইতে আশ ॥ ১

চৌঃ—মহারাজ থাকিতেই সুস্থ কলেবরে। যুবরাজ পদে রামে অভিষেক করে ॥
একদিন সমুদয় লইয়া সমাজ। রাজসভাগৃহে বিরাজিত রঘুরাজ ॥
সকল সুকৃতি মূর্ত্তিমান নরপতি। রামের সুযশ শুনি উল্লসিত অতি ॥
যতেক নৃপতি করে কৃপা অভিলাষ। লোকপতি আজ্ঞা বহে করি প্রীতি আশ ॥

ত্রিভুবনে ত্রিকালেতে মহা ভাগ্যবান। দশরথ সম ভবে নাহি কেহ আন ॥
মঙ্গলের মূল রাম পুত্র হল যাঁর। সকল প্রশংসা লঘু সম্বন্ধে তাঁহার ॥
স্বভাবতঃ নৃপ হস্তে মুকুর লইল। মুখ হেরি মুকুটের সম সূত্র কৈল ॥
শ্রবণ সমীপে হেরি শুভ্র হল কেশ। মনে হল জরা হেন করে উপদেশ ॥
শ্রীরামেরে যুবরাজ করি নৃপবর। জীবন জনম কেন সফল না কর ॥

দোঃ—বিচারিয়া হেন হৃদি মাঝে শুভদিন শুভ সুযোগ পাইয়া।
গুরুকে শুনায় নৃপ পুলকিত অঙ্গে, হর্ষ পরিপূর্ণ হিয়া ॥ ২

চৌঃ—শোন শোন মুনি নাথ কহে নরপতি। সর্ব্বভাবে রাম আজি সমরথ অতি ॥
সেবক সচিব আর সব পুরবাসী। অরি, মিত্র যেবা মোর, অথবা উদাসী ॥
সকলের প্রিয় রাম যেমন আমার। তনু ধরে শোভে যেন আশিস তোমার ॥
পরিবার সহ প্রভু যত বিপ্রগণ। স্নেহ করে রামে সবে তোমার মতন ॥
গুরুর চরণ রেণু শিরে যেবা ধরে। সকল বৈভব সেই নিজ বশ করে ॥
আমার সমান ইহা কেহ না বুঝিল। পূত পদরজ পুজি সকল মিলিল ॥
এক অভিলাষ মম জাগিছে অন্তরে। তব অনুগ্রহে নাথ পূরিবে সত্বরে ॥
প্রসন্ন দেখিয়া মুনি স্বাভাবিক স্নেহ। কহে কিবা বাঞ্ছা নৃপ, রাজ আজ্ঞা দেহ ॥

দোঃ—তব নাম যশ পূর্ণ করে অভিমত। ফল অনুগামী রাজা তব মনোরথ ॥ ৩

চৌঃ—সব ভাবে সুপ্রসন্ন গুরু হৃদে জানি। হাসিয়া বলেন নৃপ সুমধুর বাণী ॥
কৃপা করি কর নাথ রামে যুবরাজ। অনুমতি কর যদি ডাকিব সমাজ ॥
অক্ষত শরীরে মোর হৈলে মহোৎসব। নয়নের সার্থকতা পাবে লোক সব ॥
প্রভুর প্রসাদে শিব সব নির্ব্বাহিবে। এই অভিলাষ মোর অন্তরে জানিবে ॥
তার পরে দেহ মোর যাবে কিম্বা রবে। কিছুতেই চিত্তে মোর ক্ষোভ নাহি হবে ॥
মঙ্গল আনন্দ মূল সুন্দর বচন। শুনিয়া রাজার, মুনি হরষিত মন ॥
যাঁরে না ভজিলে নৃপ তাপ নাহি যায়। যাঁহাতে বিমুখ জীব সদা দুঃখ পায় ॥
তোমার তনয় সেই হন্ শোন স্বামী। পবিত্র প্রেমের রাম সদা অনুগামী ॥

দোঃ—বিলম্ব না কর রাজা, শীঘ্র কর আয়োজন সব অভিষেক সাজ।
শুভ লগ্ন, দিন সেই যবে রাম অভিষিক্ত হবে যুবরাজ ॥ ৪

চৌঃ—আনন্দিত মহীপতি মন্দিরে আইল। সচিব সুমন্ত্র, দাসগণে আভানিল ॥
জয় জীব, বলি মন্ত্রী শির নোয়াইল। মঙ্গল সংবাদ তাহে নৃপ শুনাইল ॥
পাঁচজন যদি ভাল বিচারে অন্তরে। রামের তিলক কর মহানন্দ ভরে ॥
প্রিয় বাক্য শুনি মন্ত্রী আনন্দিত হল। বাসনা অঙ্কুরে যেন বরষিল জল ॥
সচিব বিনতি করে করি জোড় কর। বেঁচে থাক মহারাজ শতেক বছর ॥
জগত মঙ্গল শুভ কাজ বিচারিলে। বিলম্ব না কর, ভাল শীঘ্র সমাপিলে ॥
সচিব সুবাক্য শুনি নৃপ সুখী হৈল। নবীন বল্লরী যেন সুশাখা লভিল ॥

দোঃ—ভূপ কহে মুনিরাজ যে আজ্ঞা করিবে। রাম অভিষেক লাগি সত্বর সাধিবে ॥ ৫

চৌঃ—আনন্দে মুনীশ কহে মধুর বচন। সকল স্থতীর্থ বারি কর আনয়ন ॥
ওষধি কুসুম, পত্র আর মূল ফল। মাঙ্গলিক দ্রব্যগণি কহিল সকল ॥
চামর অজিন উন রেশমী বসন। নানা বিধ বস্ত্র তার না হয় গণন ॥
নানা মণি রত্ন মাঙ্গলিক দ্রব্য আর। রাজ অভিষেকে ভবে যার ব্যবহার ॥
কহিয়া সকল মুনি বেদের বিধান। কহিল রচিতে পুরে বিবিধ বিতান ॥
সফল রসাল গুয়া কলা ঘন ঘন। পুরবীথি চারি ধারে করহ রোপণ ॥
মঞ্জু মণি আলপনা রচহ সুন্দর। সাজা'তে কহিল শীঘ্র বাজার বন্দর ॥
গুরু গণপতি কুলদেবের অর্চ্চন। সব ভাবে কর ভূমি-সুরের সেবন ॥

দোঃ—তোরণ পতাকা ধ্বজা,ঘট, অশ্ব রথ হস্তী কর সুশোভিত।
শিরে ধরি মুনি বাক্য নিজ নিজ কার্য্যে সবে লাগহ ত্বরিত ॥ ৬

চৌঃ—যাহারে আদেশ মুনি যাহা লাগি দিল। সর্ব্বাগ্রে সাধিতে তাহা যতন করিল ॥
সাধু বিপ্র সুর নিজে নৃপতি পূজিল। রাম লাগি মাঙ্গলিক নানা আচরিল ॥
রাজ্য অভিষেক শুভ রামের শুনিয়া। অযোধ্যায় নানা বাদ্য উঠিল বাজিয়া ॥
রাম সীতা অঙ্গে দেখা দিল সুলক্ষণ। শুভ অঙ্গ, নিজ নিজ হইল স্ফূরণ ॥
পুলকিত প্রেমে দোঁহে করে আলাপন। সূচনা করিছে ভরতের আগমন ॥
বহুদিন গত মনে মিলিতে বাসনা। প্রিয় সম্মিলন করে শকুন সূচনা ॥
ভরত সদৃশ প্রিয় কে আছে জগতে। শকুনের ফল অন্য নহে কোন মতে ॥
ভরতের চিন্তা রাম করয়ে সতত। ডিম্ব লাগি চিন্তা কূর্ম্ম করে যেইমত ॥

দোঃ—হেনকালে অন্তঃপুর উল্লসিত অতি। মঙ্গল সংবাদ তথা পশিল যেমতি।
চন্দ্র বৃদ্ধি দরশনে জলধি মাঝারে। তরঙ্গ বিলাস যথা দিনে দিনে বাড়ে ॥ ৭

চৌঃ—প্রথম যাইয়া যেবা সুসংবাদ দিল। বসন ভূষণ তার অনেক মিলিল ॥
প্রেম পুলকিত অঙ্গ মন অনুরাগে। মঙ্গল কলসী সবে সাজাইতে লাগে ॥
সুমিত্রা রচিল আলপনা মনোহর। মণিময় নানাবিধ অতীব সুন্দর ॥
রামের জননী আনন্দেতে ভরপুর। দ্বিজগণে ডাকি দান করিল প্রচুর ॥
গ্রাম্য দেব দেবী সুর নাগ আরাধিল। কার্য্যান্তে পূজিব পুনঃ মানস করিল ॥
মিনতি যাহাতে হয় রামের কল্যাণ। দয়া করি দেহ সবে সেই বর দান ॥
সুমঙ্গল গান করে কোকিল বয়নী। শশাঙ্কবদনী মৃগ শাবক নয়নী ॥

দোঃ—রাম রাজ্য অভিষেক শুনি হরষিত নর নারী।
সুমঙ্গল বেশে সাজে সবে, বিধি দক্ষিণ বিচারি ॥ ৮

চৌঃ—তবে নরপতি গুরু বশিষ্ঠে ডাকিয়া। শিক্ষা দিতে রাম গৃহে দিল পাঠাইয়া ॥
গুরু আগমন রাম শুনিয়া শ্রবণে। দ্বারে আসি শির রাখে গুরুর চরণে ॥
সমাদরে অর্ঘ্য দিয়া ভবনে আনিল। ষোড়শোপচারে পূজি তাহে সম্মানিল ॥
জানকী সহিত পদ করিল ধারণ। পদ্মহস্ত জুড়ি রাম কহিল বচন ॥
সেবক সদনে করে প্রভু আগমন। অমঙ্গল হরে, হয় মঙ্গল কারণ ॥

সপ্রীতি কার্য্যেতে দাসে ডাকিতে উচিত। শাস্ত্রের বিধান এই আছে প্রচলিত॥
প্রভুতা ত্যজিয়া গুরু প্রকাশিলা স্নেহ। সুপবিত্র হল আজ সেবকের গেহ॥
যে আজ্ঞা করিবে প্রভু করিব পালন। সেবা অধিকার দাসে করহ অর্পণ॥
দোঃ—স্নেহ বাক্য শুনি মুনি রামেরে প্রশংসে। হেনবাক্য যোগ্য হংস বংশ অবতংসে॥ ৯
চৌঃ—শ্রীরামের গুণ শীল স্বভাব বর্ণিয়া। মুনিবর কহে প্রেমে পুলকিত হিয়া॥
অভিষেক হেতু নৃপ কৈলা আয়োজন। যুবরাজ হও তুমি এই আকিঞ্চন॥
সর্ব্বভাবে আজি রাম সংযমে রহিবে। কার্য সিদ্ধি বিধি যাতে কুশলে করিবে॥
শিক্ষা দিয়া গেলা গুরু নৃপ সন্নিধানে। শ্রীরাম বিস্মিত অতি ভাবে মনে প্রাণে॥
একসঙ্গে জন্মিলাম ভাই চারিজন। একসঙ্গে ছেলেখেলা, শয়ন, ভোজন॥
কর্ণবেধ উপবীত অন্তেতে বিবাহ। একসঙ্গে সুসম্পন্ন সকল উৎসাহ॥
বিমল বংশের এই অনুচিত এক। জ্যেষ্ঠ্যের, অনুজে ত্যজি, রাজ্যে অভিষেক॥
প্রেমের বিষাদ এই রামের সুন্দর। ভক্ত কুটিলতা যেন হরে নিরন্তর॥
দোঃ—সেই অবসরে সমাগত লছমন প্রেম আনন্দে মগন।
রঘুকুল কুমুদিনী শশী রাম সমাদরে কহিল বচন॥ ১০
চৌঃ—নানাবিধ বাদ্য বাজে নগর মাঝারে। পুরের আনন্দ সাধ্য নাহি বর্ণিবারে॥
সবে বাঞ্ছা করে ভরতের আগমন। ত্বরিত আসিলে হবে সফল নয়ন॥
হাট বাট গৃহ গলি, সভার ভিতর। নর নারী এই কথা কহে পরস্পর॥
কতক্ষণে স্থির কালি হইল লগন। বিধি বাঞ্ছা আমাদের পূরাবে যখন॥
স্বর্ণ সিংহাসনে সীতা লইয়া বামেতে। বসিবেন রাম দেখি সুখী হব চিতে॥
সকলে কহিছে কাল হবে কতক্ষণে। বিঘ্ন বাঞ্ছা করে স্বার্থরত দেবগণে॥
অযোধ্যার হর্ষ নহে দেবের বাঞ্ছিত। জোছনা দেখিয়া যথা তস্কর দুঃখিত॥
শারদারে আভানিয়া করিছে মিনতি। বার বার পায়ে পড়ি করে স্তুতি নতি॥
দোঃ—মোদের বিপদ অতি দেখি মাগো করহ উপায়।
রাজ্য ত্যজি, দেব কার্য্য তরে যেন রাম বনে যায়॥ ১১
চৌঃ—দেবের বিনয় শুনি দুঃখী বীণপাণি। হইনু কমল বনে শিশির যামিনী॥
দেবী দ্বিধা দেখি পুনঃ করে অনুনয়। জননি ইহাতে তব দোষ কিছু নয়॥
রঘুবর সদা হর্ষ বিমর্ষ রহিত। সুবিদিত আছ তুমি রামের চরিত॥
নিজ কর্ম্ম ফলে জীব সুখ দুঃখ ভাগী। অযোধ্যা গমন কর দেব হিত লাগি॥
পুনঃ পুনঃ পায়ে পড়ে, দেবী সঙ্কুচিল। দুষ্ট মতি দেবে ভাবি, অযোধ্যা চলিল॥
উচ্চে বাস করি সদা নীচ কার্য্য করে। পরের ঐশ্বর্য্য নারে সহিতে অন্তরে॥
ভবিষ্যৎ ফল পুনঃ বিচার করিয়া। শ্রেষ্ঠ কবি প্রশংসিবে হৃদয়ে চিন্তিয়া॥
মুদিত অন্তরে করে অযোধ্যা গমন। দুঃখদায়ী দুষ্ট গ্রহ শনির মতন॥
দোঃ—কৈকেয়ীর দাসী নামে মন্থরা দুর্ম্মতি। কলঙ্কের ডালি কৈলা ফিরাইয়া মতি। ১২

কৈকেয়ী মন্থরা সংবাদ

চৌঃ—মন্থরা দেখিল পুরী সজ্জিত সুন্দর। মঙ্গল বাজনা বহু বাজে মনোহর ॥
সবারে জিজ্ঞাসে পুরে উৎসব কিসের। হৃদয় জ্বলিল শুনি তিলক রামের ॥
মনে বিচারিছে চেড়ী কুবুদ্ধি কুজাতি। কার্য্যে বিঘ্ন হয় কিসে না পোহাতে রাতি ॥
কুটিল কিরাতি যথা মধু দেখি চাকে। মধু লইবার হেতু যোগ্য ঘাত তাকে ॥
ভরত মাতার কছে অধীরা চলিল। কেন উন্মনা রাণী হাসিয়া কহিল ॥
উত্তর না দেয় চেড়ী দীর্ঘ শ্বাস লয়। কপটাশ্রু ঢেলে নারী চরিত নাটয় ॥
হাসি কহে রাণী তোর মুখে বড় জোর। লছমন শিক্ষা দিল, লয় মনে মোর ॥
তথাপি উত্তর নাহি করিল পাপিনী। ফোঁস্ ফোঁস্ করে যেন কাল ভুজঙ্গিনী ॥

দোঃ—সভয় কহিছে রাণী কহ কুশলেতে আছে রাম, মহীপাল।
লক্ষণ, ভরত, শত্রুহন্ শুনি কুবরীর হৃদে বেঁধে শাল ॥ ১৩

চৌঃ—কহ ভাই কত আমি তোমা শিখাইব। কার জোরে আর আমি গাল বাজাইব ॥
কাহার কুশল বল রাম বিনে আজ। নরেশ করিবে যারে কাল যুবরাজ ॥
বিধি সুপ্রসন্ন অতি কৌশল্যা উপরে। অহঙ্কার কৌশল্যার হৃদয়ে না ধরে ॥
সাজ সজ্জা চারিদিকে কর দরশন। যাহা দেখি অতি দুঃখে ক্ষুব্ধ মোর মন ॥
তনয় বিদেশে তব দুঃখ নাহি মনে। প্রাণপতি বশ তব মনে মনে জেনে ॥
পালঙ্কে শয্যায় ভাল বাস নিদ্রা যেতে। ভূপতির চতুরতা না দেখ চোখেতে ॥
প্রিয় বাক্য শুনি রাণী জানি নীচ মন। ঝঙ্কারিয়া কহে চুপ কর এইক্ষণ ॥
ঘর ভাঙ্গাবার কথা বলিলে আবার। জিহ্বা উপাড়িয়া আমি ফেলিব তোমার ॥

দোঃ—কানা খোড়া কুব্জা জানি স্বভাবতঃ কুচালি কুটিল।
বিশেষতঃ দাসী নারী, কহি মৃদু কৈকেয়ী হাসিল ॥ ১৪

চৌঃ—সুপ্রিয় বাদিনী শিক্ষা দিলাম তোমারে। স্বপনেও কোপ নাই তোমার উপরে ॥
মঙ্গলদায়ক মানি সেই শুভক্ষণ। তোমার বচন সত্য হইবে যখন ॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভু, দাস লঘু ভ্রাতৃগণ। দিনকর কুল রীতি আছে সুশোভন ॥
সত্যই রামের টিকা হয় যদি কালি। মনোমত পুরস্কার চেয়ে নিও আলি ॥
কৌশল্যা সমান সব জননীরে গণে। স্বভাবতঃ রাম ভাল বাসে সর্ব্বজনে ॥
বিশেষতঃ স্নেহ পুনঃ আমার উপরে। প্রেমের পরীক্ষা আমি দেখিয়াছি ক'রে ॥
কৃপা করি জন্ম যদি বিধি দেন আর। সীতা রাম বধূ, পুত্র হউক আমার ॥
প্রাণের অধিক প্রিয় শ্রীরাম আমার। তোর চিত্ত কেন ক্ষুব্ধ তিলকে তাহার ॥

দোঃ—ভরত শপথ, সত্য কহি ছাড়ি কপট ছলনা।
সুখের সময় দুঃখ কেন, মোরে কারণ বলনা ॥ ১৫

চৌঃ—একবার কহি আশ পুরিল আমার। অন্য জিহ্বা বানাইয়া কহি কিছু আর ॥
ফাটাবার যোগ্য মোর অভাগা কপাল। মন্দ মানে রাণী আমি কহি যদি ভাল ॥
মিথ্যা সত্য বানাইয়া কহে যেবা বাণী। সেই প্রিয় তব, মুই অপ্রিয় বাদিনী ॥

খোসামুদে কথা এবে আমিও কহিব। অন্যথা দিবস রাতি নীরব রহিব॥
কুরূপা করিলা বিধি, পরাধীন হৈনু। যাহা বুনি তাহা কাটি, পাব যাহা দিনু॥
যেহোক সেহোক্ রাজা মোর কিবা হানি। চেড়ী ভিন্ন আমি এবে নাহি হব রাণী॥
জ্বলিবার যোগ্য ঠিক স্বভাব আমার। সহ্য নাহি হয় দেখি অহিত তোমার॥
তাহাতে কতক বাক্য কহিনু তোমারে। বড় দোষ হল দেবি ক্ষমহ আমারে॥

দোঃ—প্রিয় গূঢ় ছল পূর্ণ বাক্য শুনি অল্প বুদ্ধি রাণী।
শত্রুরে সুহৃদ, সুরমায়া .বশ বিশ্বাসিলা জানি॥ ১৬

চৌঃ—সমাদরে বার বার তারে জিজ্ঞাসিল। শবরীর গানে যেন মৃগী মুগ্ধ হৈল॥
ভবিতব্যে আছে যাহা তেমন ঘটিল। আনন্দিত চেড়ী, জানি ঔষধ ধরিল॥
জিজ্ঞাসিছ তুমি আমি ডরাই কহিতে। ঘর ভাঙ্গা নাম মোরে আরম্ভিলা দিতে॥
বিশ্বাস জন্মায়ে কহে ভাঙ্গি গড়ি ছলে। দুষ্টা সরস্বতী যেন অযোধ্যার বলে॥
সীতারাম তব প্রিয়, তুমি কহ রাণী। তুমিও রামের প্রিয় অতি সত্য বাণী॥
প্রথমে যেদিন ছিল গিয়াছে বহিয়া। মিত্র, শত্রু হয় গেলে সময় সরিয়া॥
কমলের বন পোষে সতত তপন। জল শুকাইলে তারে করয়ে দহন॥
সপত্নী সমূলে চাহে তোমারে নাশিতে। যোগ্য জল সিঞ্চি কর উপায় রোধিতে॥

দোঃ—সোহাগের বলে তব চিন্তা নাহি মনে। জানিছ নৃপতি আছে তোমার অধীনে।
হৃদয় মলিন, মিষ্ট বচন রাজার। একান্ত সরল দেবি স্বভাব তোমার॥ ১৭

চৌঃ—চতুর গম্ভীর অতি জননী রামের। অবসর পেয়ে কার্য্য সাধিল নিজের॥
ভরতে পাঠাল নৃপ দিদিমার কাছে। জানিবে ইহাতে মত কৌশল্যার আছে॥
সকল সপত্নী তারে সেবে আদরেতে। গর্ব্বিতা ভরতমাতা স্বামীর বলেতে॥
কৌশল্যা বিরূপ মাতঃ আছে একারণে। কপট, চতুর তাহা কেহ নাহি জানে॥
রাজার বিশেষ প্রেম তোমার উপরে। সপত্নী স্বভাবে ইহা না সহে অন্তরে॥
ছলে নৃপতিরে তাই করিয়া আপন। রামের তিলক হেতু ধরাল লগন॥
রাম অভিষেক রঘুকুলে সমুচিত। আমারো লাগিছে ভাল সবে হরষিত॥
ভবিষ্যৎ ভাবি ভয় অন্তর মাঝারে। পালটিয়া ফল বিধি যেন দেয় তারে॥

দোঃ—কোটি কূট কথা রচি তারে মিথ্যা সত্য বুঝাইল।
সপত্নী কাহিনী কহি শত শত দ্বেষ বাড়াইল॥ ১৮

চৌঃ—ভাবী বশ হৃদে তার প্রত্যয় হইল। নিজের শপথ দিয়া পুনঃ জিজ্ঞাসিল॥
জিজ্ঞাসিছ কিবা তুমি এখনো না জানো। নিজ ভাল মন্দ বোঝে পশুরা অজ্ঞানো॥
পক্ষদিন হল সব চলিতেছে সাজ। সংবাদ শুনিলে তুমি আমা হতে আজ॥
খাই পরি থাকি আমি রাজ্যেতে তোমার। সত্যকথা বলি দোষ নাহিক আমার॥
অসত্য যদ্যপি কিছু কহি বানাইয়া। বিধান করিবে শাস্তি বিধি বিচারিয়া॥
রামের তিলক কাল হলে সমাপন। বিপত্তির বীজ বিধি করিল বপন॥
দৃঢ় করি বলি, রেখা করিয়া অঙ্কিত। দুগ্ধের মক্ষিকা তুমি হইবে নিশ্চিত॥

তনয় সহিত সেবা সপত্নীর ক'রে। উপায় হইবে তবে রহিতে এ ঘরে ॥
দোঃ—কদ্রু যথা দুঃখ দিল বিনতা সতীনে। কৌশল্যা তোমারে দুঃখ দিবে দিনে দিনে ॥
ভরতের ভাগ্যে আছে রাজ কারাগার। লক্ষ্মণ পাইবে পুনঃ মন্ত্রী অধিকার ॥১৯
চৌঃ—কেকয় তনয়া কটু বচন শুনিয়া। বিহ্বল হইল, গেল মুখ শুকাইয়া ॥
ঘর্ম্মাক্ত শরীর কাঁপে কলাপাত সম। দন্ত চাপি চেড়ী জিহ্বা করিল সংযম ॥
বিস্তার করিয়া কোটি কপট কাহিনী। ধৈর্য্য ধর বলি চেড়ী বুঝাইল রাণী ॥
করম ফিরিল, ভাল লাগিল কুচাল। বকেরে প্রশংসে রাণী ভাবিয়া মরাল ॥
শুনহ মন্থরা বাক্য সত্য বুঝি তোর। দক্ষিণ নয়ন নিত্য নৃত্য করে মোর ॥
প্রতিদিন রজনীতে দেখি কুস্বপন। তোরে কিছু নাহি কহি মোহেতে আপন ॥
সরল স্বভাব সখি উপায় কি করি। দক্ষিণ বামেতে ভেদ কহিতে না পারি ॥
দোঃ—অদ্যাবধি সাধ্যমত নাহি কৈনু মুঁই কারো অহিত সাধন।
কিবা পাপে একেবারে দৈব দুঃখ দেয় মোরে দুঃসহ এমন ॥ ২০
চৌঃ—রহিব পিতার গৃহে জনম ভরিয়া। তথাপি সতীন সেবি না রব বাঁচিয়া ॥
অরি বশ দৈব যারে করে জীবনেতে। তাহার মরণ ভাল জীবন হইতে ॥
করুণ বচন কহে বহুবিধ রাণী। শুনিয়া মন্থরা কহে নারী মায়া ঠানি ॥
বিষাদিত হয়ে বাক্য কেন কহ দীন। দ্বিগুণ সোহাগ সুখ হবে দিন দিন ॥
রাণীর অহিত যেবা চাহিল সাধিতে। সমুচিত ফল তার হইবে পাইতে ॥
যখন কুবুদ্ধি মুই শুনিনু স্বামিনি। দিনে ক্ষুধা নাহি মোর বিনিদ্র যামিনী ॥
জিজ্ঞাসিনু গণকেরে, কহে রেখা টানি। ভরত হইবে রাজা ইহা সত্য মানি ॥
ভামিনী করহ যদি, কহিব উপায়। সেবাতে তোমার বশ আছে নৃপরায় ॥
দোঃ—তোমার বাক্যেতে কূপে পারি পড়িবারে। স্বামী পুত্র আদি সব পারি ত্যজিবারে ॥
অতি দুঃখ দেখি মোর যে কহিবে বাণী। কেন না করিব তাহা নিজ হিত জানি ॥ ২১
চৌঃ—কৈকেয়ীরে তবে চেড়ী কুবলি করিয়া। কপট ছুরিকা হৃদে লয় শানাইয়া ॥
সন্নিকট দুঃখ, রাণী না দেখে কেমন। বলি পশু খায় তৃণ সবুজ যেমন ॥
শুনিতে মধুর বাক্য, অন্তে ভয়াবহ। তীব্র হলাহল যথা দেয় মধু সহ ॥
কহে চেড়ী মনে তব আছে কিম্বা নাই। স্বামিনি কহিলে কথা তুমি মম ঠাঁই ॥
দুইবর জানি প্রাপ্য আছে ভূপস্থল। মাগি লও আজি বক্ষ করহ শীতল ॥
ভরতেরে যৌবরাজ্য রামে বন বাস। নিয়ে, দিয়ে কর ভোগ সপত্নী উল্লাস ॥
রামের শপথ রাজা করিবে যখন। তখন মাগিও যাতে অটল বচন ॥
অকাজ হইবে নিশি হলে অবসান। মম বাক্য প্রাণ হতে প্রিয় বলে মান ॥
দোঃ—বিষম আঘাত করি কহিল পাপিনী। কোপ গৃহে গিয়ে এবে রহ মহারাণী ॥
সাবধানে হয়ে সব কাজ সমাপিবে। সহসা বচন নাহি বিশ্বাস করিবে ॥ ২২
চৌঃ—মন্থরাকে প্রাণ প্রিয় জানি তবে রাণী। বার বার কহে তার সুবুদ্ধি বাখানি ॥
তোমা হেন হিতকারী কে মোর সংসারে। আশ্রয় হইলে দেখি ভাসিতে আমারে ॥

মনোরথ যদি মম পূর্ণ হয় কালি। নয়ন পুতলী করি রাখিব হে আলি ॥
বহু ভাবে সমাদর চেড়ীরে করিয়া। কৈকেয়ী কোপের গৃহে প্রবেশিল গিয়া ॥
বিপত্তির বীজ তাহে বর্ষা ঋতু চেড়ী। কৈকেয়ী কুমতি ভূমি মাঝারেতে পড়ি ॥
কপট স্নেহের জলে অঙ্কুর জন্মিল। বর দুই দল, দুঃখ কুফল ফলিল ॥
কোপ সাজে সাজি তবে কৈকেয়ী শুইল। নিজ বুদ্ধি দোষে রাজ্য পাট হারাইল ॥
কোলাহল ভারী রাজ পুরেতে উঠিল। রাণীর কুচাল কেহ কিছু না জানিল ॥
দোঃ—পুর নর নারী যত প্রমুদিত মন। সাজাইল সবে সব মঙ্গলাচরণ ॥
কেহ যায় পুরে কেহ হইছে বাহির। রাজ দরবারে লেগে আছে মহা ভিড় ॥ ২৩
চৌঃ—বাল্যসখা শুনি বার্ত্তা আনন্দিত মনে। রামের নিকটে আসে দশ পাঁচ জনে।
প্রেমিক জানিয়া প্রভু আদর করিল। মৃদু বচনেতে ক্ষেম কুশল পুছিল ॥
ভবনে ফিরিল প্রিয় অনুমতি পাই। করি পরস্পরে সবে রামের বড়াই ॥
শ্রীরাম সদৃশ বল কে আছে সংসারে। প্রেমের সম্মান করে মিষ্ট ব্যবহারে ॥
কর্ম্মবশে যে যে যোনি করি বিচরণ। তথা তথা বিধি বাঞ্ছা করুণ পুরণ ॥
আমরা সেবক হই, প্রভু রঘুবর। জন্মে জন্মে এ সম্বন্ধ থাক্ বরাবর ॥
এই অভিলাষ সর্ব্ব জনের নগরে। দুঃসহ দারুণ দুঃখ কৈকেয়ী অন্তরে ॥
কুসঙ্গেতে বল কেবা নষ্ট নাহি পায়। নীচের সংসর্গে বুদ্ধি জ্ঞান না হারায় ॥
দোঃ—সন্ধ্যাকালে গেল নৃপ কৈকেয়ীর ঘরে। স্নেহ, নিষ্ঠুরতা পাশে যেন রূপ ধরে ॥ ২৪

কৈকেয়ীকে বরদান।

চৌঃ—সঙ্কুচিত নৃপ রাণী কোপ গৃহে জেনে। চরণ চলেনা আগে ভয় হেতু মনে ॥
সুর পতি রাজ্য করে যার বাহু বলে। অভিরুচি অনুসরে নৃপতি সকলে ॥
পত্নী রোষ শুনি সেও গেল শুকাইয়া। কন্দর্প প্রতাপ সবে দেখহ ভাবিয়া ॥
ত্রিশূল, কুলিশ, অসি হেসে বক্ষে ধরে। কন্দর্পের পুষ্প শরে হেন বীর পড়ে ॥
ভয়ে ভয়ে নৃপ ধীরে প্রিয়া পাশে চলে। দশা দেখি নিদারুণ দুঃখে হিয়া জ্বলে ॥
ভূলুণ্ঠিতা জীর্ণ মোটা বসন পরিয়া। অঙ্গের ভূষণ সব ফেলেছে ছুড়িয়া ॥
কুবুদ্ধি কুবেশ কেন করেছে ধারণ। করে যেন বেশ আশু বৈধব্য সূচন ॥
নিকটে যাইয়া রাজা কহে মৃদুবাণী। কোন্ হেতু প্রাণ প্রিয়ে হলে অভিমানী ॥
ছঃ—ক্রোধাতুর হলে রাণী কিসের কারণ। পতি পরশিতে পাণি করে নিবারণ ॥
মনে হয় ক্রুদ্ধ কাল ফণিনী যেমন। রোষ কষায়িত নেত্রে করে নিরীক্ষণ ॥
ইচ্ছাযুগ দুই জিহ্বা, দন্ত দুই বর। মর্ম্ম স্থান দেখে যেন করিয়া ঠাহর ॥
ভণয় তুলসী, নৃপ ভবিতব্য বশে। কন্দর্পের লীলা যেন দেখিছে হরষে ॥
দোঃ—বার বার কহে রাজা শুন সুলোচনি। কোকিল মধুর কণ্ঠী সুধাংশুবদনি ॥
গজেন্দ্র গামিনী মোরে করাও শ্রবণ। বিস্তারিয়া আপনার কোপের কারণ ॥ ২৫
চৌঃ—অহিত তোমার কেবা কৈল আচরণ। দুই শির কার, যাবে শমন ভবন ॥
কোন্ দীনহীনে চাও করিতে নরেশ। কোন্ নৃপে ছাড়াইতে চাহ নিজ দেশ ॥

অমর হ'লেও রিপু মারিবারে পারি। কোন্ ছার কীট সম যত নর নারী ॥
বরোরু স্বভাব তুমি জ্ঞাত আছ মোর। তবমুখ চন্দ্র, মোর নয়ন চকোর ॥
নিজ প্রাণ প্রিয় সুত, সর্ব্বস্ব আমার। পরিজন প্রজা প্রিয় অধীন তোমার ॥
কপট করিয়া যদি কিছু কহি আমি। শ্রীরামের শত শত শপথ ভামিনী ॥
হাসিয়া চাহিয়া লও মনোমত বর। ভূষণে শোভিত কর গাত্র মনোহর ॥
অসময় এসময় দেখ বিচারিয়া। কুবেশ ছাড়হ প্রিয়ে ত্বরিত যাইয়া ॥

দোঃ—শপথ ভীষণ শুনি, মনেতে দেখিয়া গুনি, অঙ্গেতে ভূষণ পরে, মৃগ দরশন করে,
মন্দমতি সাজে সুহাসিনী। ফাঁদ যেন পাতে কিরাতিনী ॥ ২৬

চৌঃ—সুহৃদ হৃদয়ে জেনে, রাজা পুলকিত মনে, গৃহে গৃহে পুর মাঝে, সুমঙ্গল বাদ্য বাজে,
কহে মৃদু সুমধুর বাণী। বাঞ্ছা পূর্ণ হইল ভামিনী ॥
ধরহ মঙ্গল সাজ, রাম হবে যুবরাজ, কঠিন হৃদয় বটে, শুনিয়া চমকি উঠে,
আজ নিশি প্রভাত হইলে। লোম ফোট যেমন ছুইলে ॥
হাঁসিয়া এমন ব্যথা, চোর নারী কান্না যথা, না লক্ষিল নৃপমণি, কুটিলের শিরোমণি,
হৃদিতলে রাখে লুকাইয়া। শঠ গুরু গেল পাঠ দিয়া ॥
যদিও সুদক্ষ অতি, নীতি জ্ঞানে নরপতি, প্রণয়ের ছল করি, নয়ন বদন মোরি,
নারী হিয়া অতল পাথার। হাসি বাক্য কহিল আবার ॥

দোঃ—মাঁগ মাঁগ বল বটে, ভাগ্যে কিছু নাহি ঘটে, বলেছিলে দুই বর, দিবে মোরে নৃপবর,
না দিলে, না লইলাম কিছু। পাই কিনা শঙ্কা এবে বহু ॥ ২৭

চৌঃ—মর্ম্ম বুঝি হেসে কয়, তোমার স্বভাব হয়, গছিত রাখিলে ধন, না চাহিলে কদাচন,
ভালবাস হাস্য পরিহাস। ভোলা আমি সদা ভ্রমদাস ॥
মিথ্যা দোষারোপ যেন মোরে নাহি কর। মাঁগি লও দুই স্থলে বরং চারি বর ॥
রঘুকুল রীতি ইহা হয় সনাতন। প্রাণান্তেও মিথ্যা কভু না করে বচন ॥
কোটি গুঞ্জা মিলি কভু নহে গিরিসম। কোটি অঘ মিলি নহে অসত্য যেমন ॥
সর্ব্ব সুকৃতির সত্য দৃঢ় মূল হয়। পুরাণে কীর্ত্তিত ইহা শ্রুতি স্মৃতি কয় ॥
তদুপরি করিয়াছি রামের শপথ। স্নেহ সুকৃতির পরাকাষ্ঠা রঘুনাথ ॥
বাক্য দৃঢ় করি হেসে কুমতি কহিল। শিকারী বাজের যেন মুখোশ খুলিল ॥

দোঃ—ভূপতি সুন্দর মনোরথ বন মাঝে। নানা সুখ অভিলাষ বিহঙ্গ বিরাজে ॥
কৈকেয়ী ব্যাধিনী সম, ছাড়িতে উদ্যত। বাক্য ভয়ঙ্কর বাজ, শিকারীর মত ॥ ২৮

চৌঃ—শুন প্রাণপতি মোর ইচ্ছা হৃদয়ের। একবর দেহ রাজটিকা ভরতের ॥
অন্যবর মাগি প্রভু করি কর জোড়। পূর্ণ কর প্রাণ নাথ মনোরথ মোর ॥
ধরিয়া তাপস বেশ বিশেষ উদাসী। চতুর্দ্দশ বর্ষ রাম হোক্ বনবাসী ॥
স্নিগ্ধ বাক্য শুনি রাজা শোকেতে মগন। চক্রবাক্ শশীকর পরশে যেমন ॥
শুকাইয়া গেল রাজা বচন না সরে। শাবকের মাঝে যেন বাজ উড়ি পড়ে ॥
বিশুষ্ক বিবর্ণ অতি হইল ভূপাল। অশনি আঘাতে যেন বৃক্ষরাজ তাল ॥

শিরে হাত দিয়ে রাজা মুদে দুনয়ন। মূর্ত্তি ধরি শোক যেন করিছে রোদন ॥
মনোরথ সুরতরু পুষ্পিত হইল। না ফলিতে ছিন্নমূল করিণী করিল ॥
কৈকেয়ী অযোধ্যা পুরী উজাড় করিলা। স্থির বিপত্তির দৃঢ় ভিত্তি নিরমিলা ॥
দোঃ—কোন্ কুসময়ে নারী করিনু বিশ্বাস। সিদ্ধিকালে মায়া যেন কৈল যতি নাশ ॥ ২৯
চৌঃ—এ প্রকারে মহারাজা দুঃখ মগ্নমন। বেগতিক দেখি রাণী ক্রোধে হুতাশন ॥
ভরত কি মহারাজ পুত্র তব নয়। ক্রীতদাসী মাত্র মুই কহ মহাশয় ॥
আজি কেন বাক্য তব লাগে শেল সম। সামালিয়া বাক্য কেন না কহ প্রথম ॥
অস্বীকার কর কিম্বা কর প্রত্যুত্তর। সত্যসন্ধ তুমি রঘুকুল ধুরন্ধর ॥
দিবে বলে এবে নাহি কর বরদান। সত্য ভ্রষ্ট হবে ভবে কলঙ্কী মহান্ ॥
বর দেবে বলেছিলে সত্য প্রশংসিয়া। ভেবে ছিলে বুঝি ছোলা লইব মাগিয়া ॥
শিবি, বলি, দধীচ্যাদি যে কিছু বলিলা। দেহ ধন পরিহরি বচন রাখিলা ॥
কৈকেয়ী অতীব কটু বচন কহিল। পোড়া ঘায়ে লবণের ছিটা যেন দিল ॥
দোঃ—ধৈর্য্য ধরি আঁখি মেলি ধর্ম্ম ধুরন্ধর। দীর্ঘশ্বাস লয় ঘন শিরে হানি কর ॥
মহারাজ কহে শুন বচন আমার। কুস্থানে আঘাত কৈলে দিয়া তরবার ॥ ৩০
চৌঃ—সম্মুখেতে দেখে রাণী ক্রোধে যেন জ্বলে। ক্রোধ তরবারী যেন খাপ হতে খোলে ॥
কুবুদ্ধি অসির মুষ্টি নিষ্ঠুরতা ধার। নিরমিয়া শান দিল মন্থরা তাহার ॥
দেখি মহারাজ অসি করাল কঠোর। বলে সত্য প্রাণ আজি লইবে কি মোর ॥
হৃদয় কঠিন করি বলে রঘুরায়। নৃপের বিনয় বাক্য শোভা নাহি পায় ॥
কুবচন কেন প্রিয়ে কহ এ প্রকার। প্রতীতি পিরীতি রীতি করিয়া সংহার ॥
ভরত শ্রীরাম মোর দুই আঁখি সম। শিব সাক্ষী সত্য সত্য সত্য বাক্য মম ॥
প্রাতঃকালে দূত আমি পাঠাব নিশ্চিত। বাক্য শুনি দুই ভাই আসিবে ত্বরিত ॥
শুভদিন দেখি সব যোগাড় করিয়া। ভরতেরে রাজ্য দিব বাদ্য বাজাইয়া ॥
দোঃ—রাজ্যলোভ কিছুমাত্র নাহিক রামের। ভরতের প্রতি প্রীতি দৃঢ় অন্তরের ॥
বিচারিয়া বড় ছোট রীতি অনুসার। স্থির করিলাম দিব রামে রাজ্যভার ॥ ৩১
চৌঃ—রামের শপথ শত করি বলি তোরে। রাম মাতা কোন কিছু না বলিল মোরে ॥
নাহি জিজ্ঞাসিয়া তোমা কৈনু আয়োজন। মনোরথ মম নাহি হইল পূরণ ॥
রোষ পরিহরি এবে ধর শুভ সাজ। ভরত হইবে কিছুদিনে যুবরাজ ॥
এক বাক্যে অতিশয় দুঃখী মম মন। মাগিলে দ্বিতীয় বর অতি অশোভন ॥
এখনো দুঃখেতে সেই জ্বলিছে অন্তর। পরিহাস, ক্রোধ কিম্বা সত্য মাগ বর ॥
ক্রোধ ত্যজি বল দোষ কিবা শ্রীরামের। সবে বলে রাম শিরোমণি সজ্জনের ॥
তুমিও করিতে স্নেহ প্রশংসা অশেষ। বাক্য শুনি এবে জাগে সন্দেহের লেশ ॥
সব অরি মিত্র হল স্বভাবে যাহার। প্রতিকূল সে কি করে আপন মাতার ॥
দোঃ—হাস্যরস প্রাণপ্রিয়ে কর পরিহার। বর মাগো ভাল মন্দ করিয়া বিচার ॥
যাহাতে দেখিতে পারি ভরিয়া নয়ন। ভরতের অভিষেক থাকিতে জীবন ॥ ৩২

চৌঃ—সলিল বিহীন বরং ধরে প্রাণ মীন। মণি বিনা জিয়ে সর্প হ'য়ে দুঃখী দীন॥
আমার স্বভাব কহি ছলহীন মনে। মোর প্রাণ নাহি রবে রামের বিহনে॥
সমঝিয়া দেখ প্রিয়ে বুদ্ধিতে প্রবীণ। আমার জীবন রাম দর্শন অধীন॥
মৃদু বাক্য শুনি কোপে জ্বলিলা দুর্ম্মতি। অনলে পড়িল যেন ঘৃতের আহুতি॥
যে কহ সে কহ, কোটি পন্থা অনুসর। ব্যর্থ হবে নৃপ মায়া আমার উপর॥
দেও বা দিবেনা বলি লহ অপযশ। বেশী ভাড়া ভাড়ি মোর না লাগে সরস॥
রাম সাধু, তুমি সাধু, বুদ্ধির সাগর। রাম মাতা ভাল আছে আমার গোচর॥
কৌশল্যা আমার যত করিল মঙ্গল। আচ্ছা করে দেব আমি তার প্রতিফল॥

দোঃ—প্রভাত হইতে নিশি, মুনিবেশ ধরি রাম, নাহি গেলে বনে।
তোমার কলঙ্ক রাজা, কৈকেয়ীর মৃত্যু, ধ্রুব জেনে রেখো মনে॥ ৩৩

চৌঃ—এত বলি দুষ্ট মতি ওঠে দাঁড়াইয়া। মনে হয় রোষ নদী উঠিল কাঁপিয়া॥
পাপের পাহাড় হতে লইয়া..জনম। ক্রোধজল ভরি বক্ষে বিকট দর্শন॥
দুইবর দুই কুল জেদ খর ধার। ঘূর্ণিপাক তাহে বাক্য বাণ মন্থরার॥
তীর তরু মূল নৃপ নদী উপড়িয়া। বিপদ সমুদ্র পানে চলিল ধাইয়া॥
কথা সব সত্য লক্ষ্য করি নৃপবর। ভাবে পত্নী রূপে মৃত্যু নাচে শিরপর॥
পদ ধরি বসাইয়া কহিল আবার। ভানু বংশ ধ্বংস হেতু না হও কুঠার॥
শির চাহ দিব কাটি তোমারে এখন। শ্রীরাম বিরহ শোকে না বধ জীবন॥
যে কোন উপায়ে রামে ভবনে রাখিবে। নতুবা জনম ভরি বক্ষ জ্বলে যাবে॥

দোঃ—ব্যাধির না দেখি শেষ, ভূমে পড়ি অবধেশ, কহিতে লগিল পুনঃ, আর্ত্ত বাক্য সকরুণ,
শিরেতে করিয়া করাঘাত। হা রাম হা রাম রঘুনাথ॥ ৩৪

চৌঃ—ব্যাকুল শিথিল অঙ্গ, করিণী করিলি ভঙ্গ, কণ্ঠ হল শুষ্ক প্রায়, বাক্য নাহি বাহিরায়,
কল্প তরু, হৃদয় কঠিন। দীন যথা বারি বিনা মীন॥
কঠোর কর্কশ বাণী, কহিছে কৈকেয়ী রাণী, অন্তে হেন আচরণ, করিবারে যদি মন,
ক্ষতে বিষ মাখে আনি যেন মাগিতে কহিলে বল কেন॥
দুই কার্য্য এক সাথ, হয় কিহে নর নাথ, দানী নাম প্রচারিবে, দিতে কুণ্ঠা দেখাইবে,
অট্টহাসি গাল ফুলা আর। ক্ষেম, শুভ হয় কি রাজার॥
নিজ পণ পরিহর, অথবা ধৈরয ধর, কামিনী নন্দন গেহ, রাজ্য ধন নিজ দেহ,
বিলাপ না কর নারী হেন। মানে সত্য সন্ধ তৃণ যেন॥

দোঃ—দুঃসহ বচন শুনি, দশরথ নৃপমণি, পিশাচের রূপ ধরি, তব কণ্ঠে ভর করি,
কহে দোষ নাহিক তোমার। কহিতেছে মরণ আমার॥ ৩৫

চৌঃ—ভরত ভুলের বশে, রাজ্য নাহি অভিলষে, পাপ ফল সব মম, অসময়ে মৃত্যু সম,
দৈবে তোর হৃদয়ে কুমতি। রাম হল বিধি মোর প্রতি॥
অযোধ্যা নগর পুনঃ, হবে অতি সুশোভন, ভ্রাতৃগণ সবে মিলে, সেবি রামে কুতুহলে,
রাজা হবে রাম গুণধাম। তিন লোকে ঘোষিবে সুনাম॥

তোমার কলঙ্ক ঘোর, মিটিবেনা গ্লানি মোর, যাহা ভাল সমঝিবে, মুখ ঢেকে রহ এবে,
মরিলে ও রহিবে সুস্থির। বস গিয়ে নয়ন বাহির ॥
যত দিন প্রাণ ধরি, কহি তোমা কর জুড়ি, অভাগিনী অন্তকালে, ভাসিবি নয়ন জলে,
আর কিছু না কহিবে মোরে। গোবধ করি তন্ত তরে ॥
দোঃ—ভূমিতে নৃপতি পড়ে, কোটিক মিনতি করে, কপট কুবুদ্ধি রাণী, মুখে নাহি কহে বাণী,
কুল নাশ কর কি কারণে। সিদ্ধি হেতু বসিলা শ্মশানে ॥ ৩৬
চৌঃ—রাম রাম করি ধ্বনি, বিকল ভূপতি মণি, ভোর যেন নাহি হয়, নৃপতি অন্তরে কয়,
পক্ষহীন বিহঙ্গ যেমন। রাম নাহি শোনে নির্ব্বাসন ॥
রঘু কুল গুরু রবে, আর না উদিত হবে, রাজার পরম প্রীতি, রাণীর নিষ্ঠুর মতি,
দুঃখ দিবে দশা অযোধ্যার। বিধি সীমা রচিল দোঁহার ॥
কাঁদে রাজা দশরথ, নিশি হল অপগত, স্তুতি পড়ে ভাটগণ, বন্দী আনন্দিত মন,
বীণা বেণু শঙ্খ বাজে দ্বারে। শর সম হৃদয় বিদারে ॥
ভাল নাহি লাগে আজ, যতেক মঙ্গল সাজ, যামিনী প্রভাত হল, কেহ নিদ্রা নাহি গেল,
সহ মৃতা ভূষণ সমান। রামে হেরে ইচ্ছা বলবান ॥
দোঃ—সেবক সচিব যত, রাজ দ্বারে সমাগত, হইল এতেক বেলা, মহারাজ না জাগিলা,
সূর্য্যোদয় দেখি সবে বলে। কি কারণ জিজ্ঞাসে সকলে ॥ ৩৭

কৈকেয়ী রাম দশরথ সংবাদ।

চৌঃ—চতুর্থ প্রহর নিশি রাজা নিত্য জাগে। আজি এত বেলা, বড় অসম্ভব লাগে ॥
সচিব সুমন্ত্র যাও রাজারে জাগাও। আদেশ জানিয়া সবে কার্য্যে লেগে যাও ॥
সুমন্ত্র তখন করে প্রাসাদে প্রবেশ। ভীষণ আকারে হল ভয়ের আবেশ ॥
খা খা করে পুরী যেন চাও'য়া নাহি যায়। বিষাদ বিপত্তি যেন নিবসে তথায় ॥
জিজ্ঞাসয় প্রশ্ন কেহ না দেয় উত্তর। উত্তরিল গিয়া যথা কৈকেয়ী নৃবর ॥
জয় জীব কহি বসে নত করি শির। শুকাইল মুখ, দেখি দশা নৃপতির ॥
বিকল বিবর্ণ শোকে মহীতে লোটায়। ছিন্নমূল হলে যথা কমল শুকায় ॥
সচিব সভয় কিছু জিজ্ঞাসিতে নারে। কৈকেয়ী অশুভ মূর্ত্তি বচন উচারে ॥
দোঃ—রজনীতে মহারাজ, বিনিদ্র রহিল আজ, রাম রাম রাম করি, পোহাইল বিভাবরী,
কি কারণ জানে জগদীশ। মর্ম্ম কিছু না কহে মহীশ ॥ ৩৮
চৌঃ—যাও মন্ত্রী আন রামে ত্বরিত ডাকিয়া। সমাচার তবে নৃপে জিজ্ঞাস আসিয়া ॥
নৃপ অভিপ্রায় জানি সুমন্ত্র চলিল। কুচাল চালিল রাণী দেখিয়া বুঝিল ॥
শোকেতে বিকল পথে পদ নাহি চলে। রামেরে ডাকিলে রাজা কি জানি কি বলে ॥
ধৈর্য্য ধরি উত্তরিল রামের দুয়ারে। উন্মনা দেখিয়া সবে জিজ্ঞাসে তাহারে ॥
সকল প্রশ্নের মন্ত্রী দিয়ে সদুত্তর। উত্তরিল যথা ভানু কুল ধুরন্ধর ॥
সুমন্ত্র আসিছে দেখি রাম রঘুমণি। সমাদর করে নিজ পিতৃ সম গণি ॥
রাজার আদেশ কহে মুখ নিরখিয়া। রঘুকুল দীপে যায় সঙ্গেতে লইয়া ॥

সচিবের সঙ্গে রাম কুভাবেতে যায়। দেখি লোক দুঃখী অতি যথায় তথায়॥

দোঃ—রঘু বংশ মণি রাম, দেখে গিয়া সন্নিধান, সিংহিনীরে দেখি যেন, হেরি রাম বুঝিলেন,
নরপতি অতীব কুসাজ। মুহ্যমান বৃদ্ধ গজরাজ॥ ৩৯

চৌঃ—বিশুষ্ক অধর নৃপ জ্বলিছে সর্ব্বাঙ্গ। মণি হীন যথা দীন মলিন ভুজঙ্গ॥
ক্রোধান্বিতা কৈকেয়ীরে নিকটে দেখিয়া। মনে হয় কাল, কাল দেখিছে গণিয়া॥
রামের স্বভাব হয় মৃদু সকরুণ। দেখিল প্রথম দুঃখ অতি নিদারুণ॥
যদিও অশ্রুত দুঃখ, ধৈরয ধরিয়া। মায়েরে জিজ্ঞাসে কাল বিচার করিয়া॥
মাতা মোরে বল পিতা কেন হেন দুখী। যতন করিব যাহে হন্ পিতা সুখী॥
শোন রাম দুঃখ হেতু তোমার পিতার। তোমার উপর স্নেহ অধিক রাজার॥
দুই বর দিতে পণ করিলা আমারে। মনোমত বর আমি মাগিনু তাঁহারে॥
বর শুনে মহারাজা হইলা দুঃখিত। তোমার সঙ্কোচে তাঁর হিয়া আন্দোলিত॥

দোঃ—এক দিকে বাক্য, পুত্র স্নেহ দিকে আর, সঙ্কটে পড়েছে রাজা কে করে উদ্ধার।
পার যদি শিরে ধর পিতার আদেশ, ঘোর ক্লেশ মুক্ত হবে পিতা অবধেশ॥ ৪০

চৌঃ—অসঙ্কোচে কহে রাণী কর্কশ বচন। কঠিনতা শুনে হয় আকুলিত মন॥
তীক্ষ্ণ বাক্য শর সম, কামান রসনা। নৃপতির বক্ষ যেন কোমল নিশানা॥
কঠোরতা মনে হয় ধরিয়া শরীর। ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দেয় যেন মহাবীর॥
সকল প্রসঙ্গ রাণী শুনায় রামেরে। কঠিনতা সমাসীন যেন দেহ ধরে॥
মনে মৃদু হাস্য করে ভানুকুল ভানু। সহজে শ্রীরাম হন চিদানন্দ তনু॥
সর্ব্ব দোষহীন রাম কহেন বচন। কোমল মঞ্জুল যেন বাক্ বিভূষণ॥
শুন মাতঃ ভাগ্যবান সেই ত নন্দন। শ্রদ্ধা ভরে শিরে ধরে পিতার বচন॥
জননী জনকে তুষ্ট করে যে তনয়। সংসারে দুর্লভ সেই জন অতিশয়॥

দোঃ—বিশেষতঃ মুনিগণ সহ সম্মিলন। অরণ্য করিবে মোর কল্যাণ সাধন॥
তোমার সম্মতি সহ পিতার আদেশ। হইবে পালিত পুনঃ মাতঃ সবিশেষ॥ ৪১

চৌঃ—ভরত পাইবে রাজ্য প্রাণ সমতুল। সর্ব্বভাবে আজি মোরে বিধি অনুকূল॥
সাধিতে করম হেন নাহি যাই বন। মূর্খ মধ্যে হবে মোর প্রথম গণন॥
কল্পতরু ত্যজি যেবা এরণ্ড সেবয়। অমিয় ত্যজিয়া বিষ মাগিয়া যে লয়॥
লভিয়া সুযোগ হেন সেও নাহি ত্যজে। বিচার করিয়া মাতঃ দেখ মনোমাঝে॥
মহাদুঃখ এক অম্ব আমার অন্তরে। একান্ত বিকল দেখিতেছি নৃপবরে॥
অলপ কারণে পিতা দুঃখী অতিশয়। জননী আমার মনে প্রতীতি না হয়॥
মহারাজ ধৈর্য্য, গুণ সমুদ্র অগাধ। কৈনু পদে ধ্রুব আমি মহা অপরাধ॥
যে কারণে বাক্য নাহি কহেন আমারে। আমার শপথ মাতা কহ সত্য করে॥

দোঃ—সহজ সরল বাক্য রাম ব্যবহরে। কুমতি কুটিল করে কদর্থ অন্তরে॥
সলিল যদ্যপি হয় সমান সর্ব্বথা। বক্রগতি তবু তাহে জোক চলে যথা॥ ৪২

চৌঃ—রামের সম্মতি জানি আনন্দিত রাণী। কপট সনেহ মেখে কহে মৃদু বাণী॥

তোমার শপথ আর ভরত দোহাই। অপর কারণ কিছু মোর জানা নাই॥
অপরাধ তুমি তাত করিতে না পার। জনক জননী বন্ধু সুখদ সবার॥
যে কিছু কহিলে রাম সত্য জানি আমি। তুমি সদা পিতৃ মাতৃ বাক্য অনুগামী॥
বুঝাও রাজারে বলি তেমন বচন। বৃদ্ধকালে নিন্দা যেন না করে অর্জ্জন॥
যে পুণ্য বলেতে পুত্র তোমা হেন পায়। তার অনাদর নাহি করিতে জুয়ায়॥
কুমুখে সুন্দর বাক্য শুনায় কেমন। মগধ দেশেতে তীর্থ গয়াদি যেমন॥
রাম ভাল মানে মাতৃ বচন সকল। গঙ্গার বক্ষেতে যথা অপবিত্র জল॥
দোঃ—মূর্চ্ছাভঙ্গ হেনকালে হইল রাজার। পাশ ফিরে রাম রাম কহে বার বার॥
সুমন্ত্র শুনায় নৃপে রাম আগমন। কালোচিত বিনয়াদি করি প্রদর্শন॥ ৪৩
চৌঃ—ভূপাল শুনিয়া তবে রাম আগমন। ধৈর্য্য ধরি নেত্র দ্বয় করে উন্মীলন॥
সচিব ধরিয়া নৃপে যত্নে বসাইল। চরণ ধরিতে নৃপ রামেরে দেখিল॥
স্নেহেতে বিকল রাজা রামে বক্ষে নিল। মণি হারা ফণী হেন রতন লভিল॥
নরনাথ রাম মুখ হেরিতে লাগিল। দুনয়নে বারি ধারা বহিয়া চলিল॥
শোকেতে বিবশ মুখে বচন না সরে। বার বার নরপতি রামে বক্ষে ধরে॥
মনে মনে বিধাতারে করে অনুনয়। রাম যেন বনবাসী কভু নাহি হয়॥
মহেশ স্মরণ করি করয়ে আকুতি। সদাশিব শোন মোর আকুল মিনতি॥
আশুতোষ তুমি প্রভু অকুণ্ঠিত দানী। আরতি হরহ মোর দীন জন জানি॥
দোঃ—হৃদয়ে প্রেরণা তুমি দেও সবাকার। এইরূপ মতি দেও রামের মাঝার॥
বচন না মানি যেন রাম রহে ঘরে। নিজ স্নেহ শীল আদি পরিত্যাগ করে॥ ৪৪
চৌঃ—হোক্ অপযশ কিম্বা কীর্ত্তির বিনাশ। স্বর্গচ্যুত হয়ে করি নিরয়ে নিবাস॥
দুঃসহ যতেক দুঃখ সব দেও মোরে। নয়ন আড়াল নাহি করিও রামেরে॥
মনে বিচারিছে হেন, বাক্য নাহি বলে। পিপ্পলের পত্র হেন নৃপ মন দোলে॥
রঘু নাথ জনকেরে প্রেম বশ জানি। পুনঃ কটু কহে মাতা মনে অনুমানি॥
দেশ কাল অবসর আদি অনুসারে। বিচারি বিনীত বাক্য শ্রীরাম উচ্চারে॥
ধৃষ্ঠতা করিয়া পিতা করি নিবেদন। শিশু জানি অপরাধ করিবে মার্জ্জন॥
সামান্য কারণে পিতঃ গুরুদুঃখ পাও। সর্ব্বাগ্রে আমারে কেন কথা না জানাও॥
প্রভুকে বিকল দেখি মায়ে জিজ্ঞাসিয়া। শরীর শীতল হল প্রসঙ্গ শুনিয়া॥
দোঃ—স্নেহ বশীভূত হয়ে মঙ্গল সময়। শোক পরিহর পিতঃ হইয়া সদয়॥
পুলকিত গাত্রে পুনঃ কহে রঘুবর। আদেশ করহ মোরে প্রফুল্ল অন্তর॥ ৪৫
চৌঃ—তাহার জনম ধন্য-জগত মাঝার। পিতা আনন্দিত শুনি চরিত্র যাহার॥
পুরুষার্থ চতুষ্টয় করতল তার। জনক জননী প্রাণ সম প্রিয় যার॥
জনম সফল করি আজ্ঞা অনুসরি। অনুমতি দেও পিতঃ শীঘ্র আসি ঘুরি॥
মাতার নিকটে আসি বিদায় লইয়া। কাননে চলিব পুনঃ পদে প্রণমিয়া॥
এতেক কহিয়া রাম গমন করিল। শোকবশ নরপতি উত্তর না দিল॥

নিদারুণ বাণী সারা নগর ব্যাপিল। শুনি সব দেহে যেন বৃশ্চিক দংশিল॥
নর নারী শুনি সবে ভয়েতে বিকল। বৃক্ষ লতা যথা ম্লান দেখি দাবানল॥
যে যেখানে শোনে শিরে করাঘাত করে। বিষম বিষাদ সাধ্য নাহি ধৈর্য্য ধরে॥

দোঃ—শুষ্কমুখ দুনয়নে বহে বারি ধার। উথলিল শোক সিন্ধু হৃদয়ে অপার।
সুকরুণ রস যেন কটক সহিত। দামামা বাজায়ে অযোধ্যাতে উপনীত॥ ৪৬

চৌঃ—পণ্ড কৈলা করি বিধি শুভ আয়োজন। যথা তথা কৈকেয়ীরে করয় ভর্ৎসন॥
পাপমতি কৈকেয়ীর কি বুদ্ধি হইল। আচ্ছাদিত গৃহোপরি বহ্নি লাগাইল॥
দেখিবারে চাহে করে উপাড়ি নয়ন। সুধা ত্যজি বিষ চাহে করে আস্বাদন॥
অভাগিনী দুষ্ট মতি কঠোর কুটিল। রঘু বংশ বেণু বনে অনল হইল॥
বিটপী কাটিল বসি পত্রের উপর। সুখের মাঝারে ডাকে দুঃখের সাগর॥
শ্রীরাম ইহার ছিল পরাণ সমান। কোন্ হেতু কুটিলতা করিল মহান্॥
নারীর স্বভাব সত্য কহে কবিগণ। অগম সকল ভাবে অগাধ গহন॥
মুকুরের মুখবিম্ব বরং ধরা যায়। নারীর চরিত্র তবু অজ্ঞাত সদায়॥

দোঃ—কি আছে পদার্থ অগ্নি না করে দহন। কোন্ বস্তু জলনিধি না করে ধারণ।
কুপিতা অবলা কিবা না করিতে পারে। কাল নাশ নাহি করে কি আছে সংসারে॥৪৭

চৌঃ—কিবা শুনাইয়া বিধি কিবা শুনাইল। কি দেখাতে চাহি পুনঃ কিবা দেখাইল॥
এক কহে নরপতি ভাল না করিল। বর দিতে কুমতিরে নাহি বিচারিল॥
হট্ করি হৈল সব দুঃখের ভাজন। নারীবশ নষ্ট যেন জ্ঞান গুণ গণ॥
এক কহে, জ্ঞাত যেই ধর্ম্মের প্রমাণ। নৃপতিরে দোষ নাহি দিবে বুদ্ধিমান॥
দধীচি, হরিশ্চন্দ্র, শিবির কাহিনী। এক অপরের সনে কহয় বাখানি॥
ভরতের মত আছে কহে একজন। অন্য উদাসীন রহে করিয়া শ্রবণ॥
কানে হাত দিয়া জিহ্বা কাটিয়া দশনে। অলীক বচন ইহা কহে অন্যজনে॥
সুকৃতি বিনষ্ট হবে কহিলে এমন। প্রিয় রাম ভরতের প্রাণের মতন॥

দোঃ—হিমকর পারে অগ্নি করিতে বর্ষণ। অমৃত হইতে পারে বিষের মতন॥
ভরত কদাপি কিছু স্বপন মাঝারে। রঘুনাথ প্রতিকূল আচরিতে নারে॥ ৪৮

চৌঃ—এক বিধাতারে দোষ করয় অর্পণ। সুধা দেখাইয়া বিষ দিল যেই জন॥
হাহাকার নগরেতে, কাঁদে প্রজাগণ। আনন্দ মিটিল প্রাণে দুঃসহ দহন॥
বৃদ্ধ বৃদ্ধ কুল মান্যা বিপ্র বধূগণ। কৈকেয়ীর যারা ছিল প্রেমের ভাজন॥
প্রশংসি স্বভাব, সবে উপদেশ করে। কৈকেয়ী হৃদয় যেন বিদ্ধ করে শরে॥
ভরত না হয় প্রিয় রামের মতন। কহিতে সতত তুমি জানে জগ জন॥
স্বাভাবিক স্নেহ তব রঘুনাথ প্রতি। কোন্ দোষে তারে বনে পাঠাও সম্প্রতি॥
নাহি আচরিলে কভু সপত্নী বিদ্বেষ। প্রণয় প্রতীতি তব জানে সব দেশ॥
কৌশল্যা সম্প্রতি তব কি ক্ষতি করিলা। যে কারণে পুরে তুমি অশনি হানিলা॥

দোঃ—সীতা কি ছাড়িবে প্রিয় সঙ্গ কদাচন। রাম হীন পুরে কভু রবে কি লক্ষ্মণ॥
ভরত কি লবে কভু রাজ্য অযোধ্যার। রামের বিরহে প্রাণ রবে কি রাজার॥ ৪৯

চৌঃ—হৃদয়ে বিচারি হেন, রোষ পরিহর। না হইও যেন নিন্দা শোকের আকর॥
ভরত অবশ্য তব হবে যুবরাজ। বনে পাঠাইতে রামে কিবা আছে কাজ॥
শ্রীরাম কদাপি নহে রাজ্য অভিলাষী। ধর্ম্ম ধুরন্ধর সদা বিষয়ে উদাসী॥
গুরু গৃহে রবে রাম ত্যজি রাজ গৃহ। রাজার নিকটে এই অন্য বর লহ॥
ভাল নাহি লাগে যদি মোদের বচন। পরিণামে হস্তে কিছু না পাবে কখন॥
পরিহাস ছলে যদি থাক কিছু করে। প্রকাশিয়া সেই কথা বলহ সত্বরে॥
বনবাস যোগ্য নহে রাম হেন সুত। কি কহিবে শুনি লোক বচন অদ্ভুত॥
উঠ রাণী কর গিয়ে উপায় ত্বরিত। অপযশ শোক যাহে হয় অন্তর্হিত॥

ছঃ—শোক অপযশ যায়, কর গিয়ে সে উপায়, জোর করে গৃহে রাখো, বনে যেতে দিও নাকো,
যাতে হয় কুলের পালন। অন্যচালে চলহ এখন॥
ভাস্কর বিহীন দিন, কলেবর প্রাণহীন; তুলসীর প্রভু হীন; অযোধ্যানগর দীন,
চন্দ্র বিনে যেমন যামিনী। হৃদে বুঝি দেখহ ভামিনী॥

সোঃ—উপদেশ আমাদের, সুমধুর শ্রবণের, কৈকেয়ী না দেয় কান, মন্থরা দিয়াছে জ্ঞান,
পরিণামে অতি হিতকর। কুটিল প্রবোধ মনোহর॥ ৫০

চৌঃ—ক্ষুধার্ত্ত বাঘিনী যথা, মৃগী হেরে রাণী তথা বেয়াধি অসাধ্য হেরি, কহি মন্দ দ্বিজ নারী,
ক্রুদ্ধ নিরুত্তর নৃপে হেরে। অভাগিনী ভাবি ঘরে ফেরে॥
সুখে ছিল রাজ্যেশ্বরী, দৈবে নিল অপহরি, এইমত পুর নারী, বিলাপ করয়ে ভারী,
করে যাহা অন্যে নাহি করে। বর্ষে গালি কুচালি উপরে॥
বিষম জ্বরেতে জ্বলে, ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে, দারুণ বিরহানলে, বেয়াকুল প্রজাদলে,
রাম বিনে জীয়ে কোন্‌জন। শুষ্ক নীরে যথা মীনগণ॥
বিষাদিত নর নারী, চলে প্রভু ধৈর্য্য ধারী, সুখেতে প্রফুল্ল মন, বাঞ্ছা তীব্র যেতে বন,
নিজ মাতা আছেন যথায়। নিঃসংশয়, নাহি রাখে রায়॥

দোঃ—নবীন গজেন্দ্র জিনি, রঘুকুল শিরোমণি কানন গমন শুনি, বন্ধন টুটিল গণি
রাজ্যভার অলান সমান। হৃদয়েতে আনন্দ মহান্॥ ৫১

শ্রীরাম কৌশল্যা সংবাদ

চৌঃ—রঘুকুলমণি রাম জুড়ি দুই কর। আনন্দে রাখেন শির মাতৃ পদোপর॥
আশীর্ব্বাদ করি মাতা রামে বক্ষে নিল। ভূষণ বসন বহু উৎসর্গ করিল॥
বার বার করে মাতা বদন চুম্বন। অঙ্গ পুলকিত বারি সিক্ত দুনয়ন॥
বসাইয়া কোলে বক্ষে চাপে বারবার। প্রেমবশ পয়োধর ঝরে শতধার॥
কহা নাহি যায় তাঁর সনেহ প্রমোদ। নির্ধন পাইল যেন কুবেরের পদ॥
আনন্দে সুন্দর মুখ করি নিরীক্ষণ। জননী বলেন মৃদু মধুর বচন॥
বলিহারি যাই বাছা, কহহ কখন। আনন্দ মঙ্গল কারী ধরিলা লগন॥

পুণ্য, শীল, সুখ পরাকাষ্ঠা মনোরম। জন্মফল লাভ মম হবে শ্রেষ্ঠতম ॥

দোঃ—যাহা চাহে নর নারী সমুদয় অতিশয় ব্যাকুল তেমন।
চাতক চাতকী তৃষাতুর বারি শরতের স্বাতির যেমন ॥ ৫২

চৌঃ—বলিহারি যাই বাছা শীঘ্র স্নান করে। মিষ্টদ্রব্য খাও কিছু যাহা মনে ধরে ॥
পিতার সমীপে বাছা যাও ত্বরা করি। বলিহারি যায় মাতা হল বড় দেরী ॥
মাতার বচন শুনি অতি অনুকূল। স্নেহ সুরতরু যেন বরষিছে ফুল ॥
সুখ মকরন্দ ভরা, বৈভবের মূল। রাম মন অলি দেখি না হল ব্যাকুল ॥
ধর্ম্ম ধুরন্ধর রাম ধর্ম্ম গতি জানি। মাতার সহিত কহে অতি মৃদু বাণী ॥
পিতা দিয়াছেন মোরে কাননের রাজ। নানাবিধ আছে তথা মোর বড় কাজ ॥
আদেশ করহ মাতঃ আনন্দিত মনে। আনন্দ মঙ্গল লাভ করি গিয়ে বনে ॥
স্নেহবশে মাতা যেন নাহি কর ভয়। তব অনুগ্রহে হবে আনন্দ নিশ্চয় ॥

দোঃ—পিতৃবাক্য পালি চৌদ্দবর্ষ রহি বনে। চরণ দেখিব দুঃখ নাহি কর মনে ॥ ৫৩

চৌঃ—বিনীত মধুর বাক্য কহে রঘুবর। শরসম লাগি ফাটে মায়ের অন্তর ॥
অধীর বিশুষ্ক শুনি শীতল বচন। বরষার বারি পাতে জবাস যেমন ॥
মনের বিষাদ কিছু না হয় বর্ণন। সিংহনাদ শুনি দুঃখী হরিণী যেমন ॥
নয়ন সজল অঙ্গ কাঁপে থর থর। মজ্জা খেয়ে মীনদেহ যথা জরজর ॥
ধৈর্য্য ধরি সুতমুখ করি নিরীক্ষণ। গদ গদ স্বরে মাতা উচ্চরে বচন ॥
পুত্র তুমি প্রাণ প্রিয় তোমার পিতার। হরষিত সদা দেখি চরিত্র তোমার ॥
দেখি শুভদিন রাজ্য দিবেন বলিয়া। কোন্ অপরাধে বনে দেন পাঠাইয়া ॥
কিসের কারণ পুত্র কেবা শুনি বল। ভানুবংশ জ্বালাইতে হইল অনল ॥

দোঃ—সচিবের পুত্র রাম অভিপ্রায় জেনে। বুঝাইয়া কহে কেন রাম যান বনে ॥
প্রসঙ্গ শুনিয়া রাণী মূক সম রয়। রাণীর যা হল দশা বর্ণন না হয় ॥ ৫৪

চৌঃ—যেতে বলিবারে নারে অক্ষম রাখিতে। দুই দিকে সম দুঃখ নিদারুণ চিতে ॥
চন্দ্রমা লিখিতে বসি রাহু লিখে ফেলে। সব তরে বিধিগতি বাম দিকে হেলে ॥
স্নেহ, ধর্ম্ম দুই আসি বুদ্ধিকে ঘিরিল। সর্প ছুছুন্দর গতি রাণীর হইল ॥
যেতে নাহি দেই সুতে করি অনুরোধ। ধর্ম্মহানি হয় আর অনুজ বিরোধ ॥
বনে যেতে বলি যদি হয় বড় হানি। বিকল সঙ্কট শোকে হইলেন রাণী ॥
সতীধর্ম্ম ভাবি পুনঃ বুদ্ধিমতী রাণী। শ্রীরাম ভরত দুই সুত সম জানি ॥
সরল স্বভাব অতি রামের জননী। ধৈর্য্য ধরি অতিশয় কহিলেন বাণী ॥
ভালই করেছ বাছা, বলিহারি যাই। পিতৃ আজ্ঞা পালনের সম ধর্ম্ম নাই ॥

দোঃ—রাজ্য দিব বলি রাজা পাঠাইলা বনে। বিন্দুমাত্র দুঃখশোক নাহি মোর মনে।
প্রজাবৃন্দ নৃপবর ভরত সহিত। বিরহে হইবে তব একান্ত দুঃখিত ॥ ৫৫

চৌঃ—কেবল জনক যদি আদেশ করিতা। মাতৃ আজ্ঞা বড় জেনে বনে না যাইতা ॥
পিতামাতা উভয়ের আজ্ঞা বনে যেতে। বন শতগুণে ভাল অযোধ্যা হইতে ॥

পিতাসম বনদেব, মাতা বনদেবী। খগমৃগ হবে তব পাদপদ্ম সেবী ॥
বৃদ্ধকালে বনে বাস নৃপের উচিত। বয়স, বিচারি হয় হৃদয় দুঃখিত ॥
বড় ভাগ্যবান বন, অযোধ্যা অভাগী। রঘুবংশ মণি যারে যাইতেছে ত্যাগি ॥
যদি বলি তব সঙ্গে আমারে লইবে। মম আজ্ঞা নাই হৃদে সন্দেহ হইবে ॥
অতিশয় প্রিয় পুত্র তুমি সবাকার। জীবন জীবন সম সর্ব্ব জীবাধার ॥
এহেন নন্দন বলে যাই মাতঃ বনে। বাক্য শুনি গৃহে বসি ভাসি দুনয়নে ॥

দোঃ—ইহা বিচারিয়া জিদ নাহি করি, হৃদে মিথ্যা স্নেহ বাড়াইয়া।
মাতার সম্বন্ধ মানি, যাই বলিহারি, নাহি রহিবে ভুলিয়া ॥ ৫৬

চৌঃ—গোসাঁই তোমারে দেবগণ পিতৃগণ। করুণ পালন যথা পলক নয়ন ॥
অবধি জানিবে বারি, পরিজন মীন। করুণা আকর তুমি ধরম ধুরীণ ॥
ইহা বিচরিয়া তুমি উপায় করিবে। বাঁচিয়া রহিতে সবে আসিয়া মিলিবে ॥
বলিহারি যাই পুত্র সুখে যাও বনে। অনাথ করিয়া পুরজন পরিজনে ॥
সবাকার পুণ্যফল হইল অতীত। হইল করাল কাল এবে বিপরীত ॥
বিলাপ করিয়া নানা লুটায় চরণে। অতি অভাগিনী জানি আপনারে মনে ॥
দারুণ দুঃসহ দুঃখ ব্যাপিল হৃদয়। বিলাপ কলাপ সীমা বর্ণন না হয় ॥
শ্রীরাম মায়েরে বক্ষে উঠাইয়া নিল। মধুর বচন কহি পুনঃ বুঝাইল ॥

দোঃ—সমাচার শুনি, হেনকালে সীতা অতিশয় ব্যাকুল হইল।
শ্বশ্রূ কাছে গিয়া, প্রণমিয়া পদে নত শিরে বসিয়া রহিল ॥ ৫৭

চৌঃ—মধুর বচনে শ্বশ্রূ আশিস করিল। অতি সুকুমারী দেখি আকুল হইল ॥
নতমুখে বসি চিন্তা নিমগন সীতা। রূপরাশি, পতিপ্রেমে অতি উদ্ভাসিতা ॥
কানন যাইতে চাহে মোর প্রাণ নাথ। কোন্ পুণ্যফলে আমি যাব তাঁর সাথ ॥
শুধু প্রাণ নিয়ে কিম্বা শরীর সহিত। বিধাতার লিপি কিছু না আছে বিদিত ॥
চারু পদ নখে লেখে ধরণী উপর। কবি কহে, মৃদু স্বরে নুপুর মুখর ॥
কহে প্রেম বশে যেন করিয়া বিনয়। সীতা পদ কভু যেন মোরে না ত্যজয় ॥
সুন্দর নয়নে করে অশ্রু বরিষণ। রামের জননী দেখি কহেন বচন ॥
অতি সুকুমারী সীতা শুনহ নন্দন। শ্বশুর শাশুড়ী ভালবাসে পরিজন ॥

দোঃ—জনক জনক নরপতি শিরোমণি। শ্বশুর ভাস্কর কুলে সম দিনমণি ॥
পতি বিধু রবি কুল কৈরব কাননে। আকর সদৃশ ধরে রূপগুণ গণে ॥ ৫৮

চৌঃ—আমি পুনঃ পেয়ে পুত্র বধূ মনোহর রূপরাশি, গুণবতী, স্বভাব সুন্দর ॥
নয়ন পুতলী করি প্রীতি বাড়াইয়া। রাখিনু সীতারে প্রাণ সমান করিয়া ॥
কল্পলতা সম যত্নে করিয়া লালন। স্নেহ বারি সিঞ্চি সীতা করিনু পালন ॥
পুষ্প ফল দানকালে বিধি হৈল বাম। কেবা জানে কি হইবে এর পরিণাম ॥
পালঙ্ক, দোলনা ছাড়ি কোল সিংহাসন। কঠোর ভূমিতে সীতা না দিল চরণ ॥
সঞ্জীবন মূল সম ছিলাম দেখিতে। কভু না বলিনু তারে দিয়া বাতি দিতে ॥

এহেন জানকী চাহে যেতে বনে সাথ। আদেশ তোমার বল কিবা রঘুনাথ ॥
চন্দ্রমা কিরণ রস রসিক চকোরী। রবির কিরণ পানে চাহিবে কি করি ॥
দোঃ—সিংহ হস্তী নিশাচর দুষ্ট জন্তু বহু তর বিচরে কাননে।
সঞ্জীবনী মূল কভু শোভা নাহি পায় বিষ বিটপীর বনে॥ ৫৯
চৌঃ—বন লাগি কোল আর কিরাত কিশোরী। বিধি বিরচিল ভোগে উদাসীন করি ॥
পাষাণের কীট সম প্রকৃতি কঠিন। কানন মাঝারে থাকে দুঃখ লেশ হীন ॥
বনবাস যোগ্যা মুনি তাপসের নারী। তপস্থার তরে রহে ভোগ পরিহরি ॥
কহ তাত বনে সীতা রহিবে কেমনে। বানরের চিত্র হেরি ভয় পায় মনে ॥
রম্য সুরসর পদ্ম বনেতে বিচরি। ডোবাতে কি পায় সুখ মরাল কিশোরী ॥
সকল বিচারি যাহা করহ বিধান। সীতারে তেমন শিক্ষা করিব প্রদান ॥
মাতা কহে সীতা যদি ভবনেতে রয়। আমাদের প্রাণ পায় পরম আশ্রয় ॥
রঘুবীর মাতৃ বাক্য করিয়া শ্রবণ। শীল, স্নেহ সুধা মাখা অপূর্ব্ব ভাষণ ॥
দোঃ—জ্ঞান গর্ভ প্রিয় বাক্যে মায়েরে তুষিয়া। বন দোষ গুণ কহে সীতা প্রবোধিয়া॥ ৬০
চৌঃ—রামের, মায়ের কাছে, সংকোচ কহিতে। সময় বিচারি পুনঃ লাগিলা বলিতে ॥
রাজার কুমারী মোর উপদেশ ধর। অন্য কিছু না আনিও আপন অন্তর ॥
তোমার আমার হিতকামী যদি হও। আমার বচন মানি গৃহে তুমি রও ॥
মম আজ্ঞা পালি, সেব জননীরে মম। ভামিনি সকল ভাবে গৃহ সর্ব্বোত্তম ॥
ইহা হতে শ্রেষ্ঠতর নাহিক ধরম। সাদরে শ্বশুর শ্বশ্রূ চরণ সেবন ॥
যখন জননী মোরে স্মরণ করিয়া। আত্মহারা হবে প্রেমে অধীর হইয়া ॥
তখনি শুনাবে কহি কথা পুরাতন। মায়েরে বুঝাবে কহি সুমিষ্ট বচন ॥
শপথ শতেক মম কহি সত্য করে। তোমাকে ভবনে রাখি মাতৃহিত তরে ॥
দোঃ—গুরু, বেদ মতে নারী পায় ধর্ম্ম ফল। অক্লেশে সেবিয়া শ্বশ্রূ চরণ কমল ॥
হঠবশে সবে সহে সঙ্কট অশেষ। তপস্বী গালব* আর নহুষ† নরেশ ॥ ৬১
চৌঃ—আমি পুনঃ পিতৃ সত্য পালন করিয়া। চতুরে সুমুখি শীঘ্র আসিব ফিরিয়া ॥
দিবস যাইতে দেরী না হবে সুন্দরী। শুনি উপদেশ মম দেখ চিন্তা করি ॥
প্রেমবশে হঠ যদি বামা তুমি কর। পরিণামে দুঃখলাভ করিবে বিস্তর ॥
কানন কঠিন জেনো অতি ভয়ঙ্কর। শীতাতপ বর্ষা বায়ু আছে ঘোরতর ॥
কুশের কণ্টক পুনঃ কঙ্কর পথেতে। বিনা পদত্রাণে সীতে কষ্ট হবে যেতে ॥
চরণ কমল তব মৃদুল সুন্দর। দুর্গম বিষম পথে উত্তুঙ্গ ভূধর ॥
গহ্বর কন্দর নদনদী নালা আর। দেখিতে অন্তর কাঁপে, অগাধ অপার ॥
সিংহ ভালু ফেরে সর্প বৃক ব্যাঘ্রগণ। ধৈর্য্য না রহিবে শুনি বিকট গর্জ্জন ॥

*গালব-বিশ্বামিত্রের শিষ্য, গুরুর নিষেধ সত্ত্বেও গুরু দক্ষিণা দিতে গিয়া নানা সঙ্কট সহিয়াছিলেন।
† নহুষ ইন্দ্রপদ পেয়ে জেদের বশে শচী লাভ আশে মুনি বাহিত যানে চড়িয়া শচী সম্ভাষণে যাইতে শাপ গ্রস্ত হইয়া সর্প যোনি লাভ করেন ॥

দোঃ—ভূমিতে শয়ন, বল্কল বসন, তাও সবদিন, মিলন কঠিন,
খাদ্য কন্দ ফল মূল। বিনা কাল অনুকূল॥ ৬২

চৌঃ—নিশাচর নর নারী করয় ভোজন। ছদ্মবেশ বহুবিধ করিয়া ধারণ॥
পাহাড়ের জল দেহে না হয় সহন। বিপিন বিপত্তি যত না হয় বর্ণন॥
বিকট বিহঙ্গ ব্যাল বনে ঘোরতর। নর নারী চোর ফেরে যত নিশাচর॥
কাননের কথা ভেবে বীর ডরে মনে। স্বভাবতঃ ভীরু তুমি কুরঙ্গ নয়নে॥
মরাল গামিনি তব নাহি শোভে বন। অযশ ঘোষিবে শুনি মোর সর্ব্বজন॥
মানস অমৃত বারি পানে প্রাণ ধরে। বাঁচে কি মরালি কভু লবণ সাগরে॥
নবীন রসাল বনে বিচরণ শীলা। *করিল বিপিনে কভু শোভে কি কোকিলা॥
গৃহে রহ এ সকল করিয়া বিচার। শশাঙ্ক বদনি দুঃখ কাননে অপার॥

দোঃ—সহজ সুহৃদ গুরু, স্বামী শিক্ষা বাণী। পালন না করে যেবা হিতকর জানি॥
অন্তরে তাহার হয় অশেষ গলানি। অবশ্যই মঙ্গলের হয় তার হানি॥ ৬৩

চৌঃ—প্রিয়ের মধুর মৃদু শুনিয়া বচন। সীতার অশ্রুতে ভাসে কমল নয়ন॥
কেমনে দাহক হল শীতল শিক্ষণ। শরত জোছনা রাতি চকোরে যেমন॥
বিকল বৈদেহী মুখে না সরে বচন। ত্যজিতে চাহিছে পতি স্নেহ শুচিমন॥
জোর করি নিবারিয়া নয়নের বারি। হৃদে ধৈর্য্য ধরি কহে অবনী কুমারী॥
শাশুড়ীরে প্রণমিয়া কহে জোড়করে। অবিনয় মম দেবি ক্ষমহ অন্তরে॥
প্রাণ পতি দিল মোরে সেই উপদেশ। যাহাতে হইবে মোর কল্যাণ অশেষ॥
বুঝিয়া দেখিনু মনে দুঃখ পুনর্ব্বার। পতির বিরহ সম ভবে নাহি আর॥
এত কহি ধরি রঘুপতির চরণ। প্রেম রস সিক্ত বাক্য করে নিবেদন॥

দোঃ—প্রাণনাথ তুমি হও করুণা নিধান। সুন্দর চতুর সবে কর সুখদান॥
রঘুকুল কুমুদের বন বিধু বিনে। নরক সমান স্বর্গ হেন লয় মনে॥ ৬৪

চৌঃ—পিতা মাতা সহোদর ভাই ভগ্নী প্রিয়। পরিজন বর্গ আর মিত্র সমুদয়॥
শাশুড়ী শ্বশুর গুরু সুন্দর স্বজন। সুশীল সুখদ অতি সুন্দর নন্দন॥
সম্বন্ধী বান্ধব নাথ যে আছে জগতে। পতি বিনা নারী জানে তপ্ত ভানু হতে॥
তনুধন, ধাম পুনঃ রাজত্ব ধরার। শোকের কারণ শুধু পতি বিহীনার॥
ভোগ রোগ সম লাগে, অলঙ্কার ভার। যমপুর সম জ্বালা প্রদানে সংসার॥
প্রাণনাথ তোমা বিনে জগত মাঝার। সুখ দেয় হেন জন নাহিক আমার॥
প্রাণহীন দেহ সম, নদী বারিহীন। তেমনি রমণী নাথ পুরুষ বিহীন॥
শরত বিমল বিধু বদন দেখিলে। পাইব সকল সুখ সঙ্গেতে চলিলে॥

দো—খগ মৃগ পরিজন, নগর সদৃশ বন, তোমার সঙ্গেতে যাব, স্বর্গ সম সুখ পাব,
বল্‌কল বিমল দুকূল। পর্ণশালা হবে সুখমূল॥ ৬৫

চৌঃ—বনদেব বনদেবী সহজ উদার। শ্বশুর শাশুড়ী সম রক্ষক আমার॥

* তিক্ত ফল বিশিষ্ট বৃক্ষ।

কুশ কিশলয়ে গড়া মাদুর সুন্দর। প্রভু সঙ্গে গদি সম হবে মনোহর॥
কন্দ ফলমূল হবে অমৃত আহার। অযোধ্যার শত শৌধ সমান পাহাড়॥
ক্ষণে ক্ষণে প্রভুপদ কমল হেরিব। দিনে চক্রবাকী সম আনন্দে রহিব॥
বনদুঃখ বহুতর করিলে বর্ণন। বিষাদ সন্তাপ ভয় বনে অগণন॥
প্রভুর বিরহ লবলেশের সমান। সবে মিলে না হইবে করুণা নিধান॥
এতেক জানিয়া জ্ঞানী শিরোমণি প্রভু। আমাকে লইবে সঙ্গে, না ছাড়িবে কভু॥
বিনয় অধিক আর কি করিব স্বামি। করুণা আকর সব হৃদে অন্তর্যামী॥

দোঃ—সুন্দর সুখদ দীনবন্ধু শীল স্নেহের নিধান।
অবধি অবধি রাখ অযোধ্যাতে, নাহি রবে প্রাণ॥ ৬৬

চৌঃ—পথে যেতে কোনোমতে না যাইব হারি। ক্ষণে ক্ষণে তব পদ কমল নেহারি॥
সকল ভাবেতে প্রিয় তোমারে সেবিব। পথ ভ্রমণের শ্রম সকল হরিব॥
পদ প্রক্ষালিয়া বসি তরুর ছায়ায়। ব্যজন করিব প্রভু মুদিত হিয়ায়॥
শ্রমকণ সুশোভিত শ্যাম অঙ্গ দেখি। দুঃখের সময় কোথা, তব মুখ পেখি॥
ভূমিপরে কিশলয় তৃণ বিছাইব। সারানিশি প্রভু তব চরণ সেবিব॥
মধুর মূরতি তব দেখি বার বার। উত্তপ্ত পবন নাহি লাগিবে আমার॥
প্রভু সঙ্গে মোর পানে কে পারে চাহিতে। শশক শৃগাল, সিংহী পারে কি দেখিতে॥
বন যোগ্য তুমি প্রভু আমি সুকুমারি। তপ যোগ্য তব দেহ আমি ভোগী নারী॥

দোঃ—হৃদয় না ফাটে হেন কঠোর বচনে। বিষম বিরহ সবে পাপিষ্ঠ জীবনে॥ ৬৭

চৌঃ—এতেক কহিয়া সীতা বিকল হইল। বিয়োগের কথামাত্র সহিতে নারিল॥
দশা দেখি রঘুপতি জানিলেন মনে। হটে সঙ্গে নাহি নিলে মরিবে জীবনে॥
কৃপাময় কহে তবে ভানু কুল নাথ। পরিহর শোক সীতা বলে চল সাথ॥
বিষাদ করিতে আজ নাহি অবসর। বন যাত্রা আয়োজন করহ সত্বর॥
সীতারে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া। আশিস লইল মাতৃচরণে পড়িয়া॥
শীঘ্র আসি প্রজাদের দুঃখ কর দূর। ভুলে নাহি যাবে তব জননী নিঠুর॥
দশা কি ফিরাবে বিধি হইয়া সদয়। হেরিব যুগল মুখ শোভা সুখময়॥
শুভদিন শুভ ক্ষণ হইবে কখন। মুখ শশী নিরখিব রহিতে জীবন॥

দোঃ—রঘুবীর রঘুপতি কহি বাছা তাত। বক্ষে ধরি হর্ষে লালা নিরখিব গাত॥ ৬৮

চৌঃ—মাতারে হেরিয়া প্রভু স্নেহেতে বিহ্বল। বচন না সরে প্রাণ হইল বিকল॥
নানা ভাবে রাম কহে প্রবোধ বচন। প্রেমাবেশ সময়ের না হয় বর্ণন॥
শাশুড়ীরে প্রণমিয়া জনক নন্দিনী। বলে শোন আমি মাতঃ বড় অভাগিনী॥
সেবার সময় মোরে দৈবে দুঃখ দিল। মোর মনোরথ কিছু সফল নহিল॥
ক্ষোভ পরিহর মাতঃ না ছাড়িও স্নেহ। কঠিন করম মোর, দোষী নহে কেহ॥
সীতার বচন শুনি আকুল শাশুড়ী। তার দশা কোন রূপে বরণিতে নারি॥
বার বার জানকীরে বক্ষে তুলে নিল। ধৈর্য্য ধরি শিক্ষা আর আশীর্ব্বাদ দিল॥

তোমার এয়োতি থাক্ তাবৎ অচল। যাবৎ যমুনা গঙ্গা ধরে বক্ষে জল॥
দোঃ—শাশুড়ী সীতারে পুনঃ আশীর্ব্বাদ বহু ভাবে দিল।
নমি প্রেমে পাদ পদ্মে বার বার জানকী চলিল॥ ৬৯

জানকী লক্ষ্মণ সহ রামের বন গমন।

চৌঃ—সমাচার যেই মাত্র লক্ষ্মণ পাইল। ব্যাকুল বিশুষ্ক মুখে অমনি ধাইল॥
শরীরে পুলক কম্প, নয়ন সনীর। ধরিল চরণ প্রেমে হইয়া অধীর॥
কহিতে না পারে কিছু এক দৃষ্টে চায়। বারি হতে উত্তোলিত দীন মীন প্রায়॥
হৃদে চিন্তা ভাবে বিধি কিচাহে করিতে। সুখ পুণ্য শেষ মোর এখন হইতে॥
আমারে না জানি কিবা কহে রঘুনাথ। ভবনে রাখিবে কিম্বা নিয়ে যাবে সাথ॥
শ্রীরাম দেখিছে ভাই আছে কর জোড়ে। তৃণ সম দেহ গেহ সরবস ছেড়ে॥
নীতিতে নিপুণ তবে কহে রঘুবর। স্নেহ সরলতা শীল সুখের সাগর॥
প্রেম বশে ভ্রাতঃ যেন না হও কাতর। পরিণাম বুঝি হও প্রফুল্ল অন্তর॥
দোঃ—জনক জননী গুরু স্বামীর বচন। শিরে ধরি আনন্দেতে যে করে পালন॥
সার্থক জগতে হয় তাহার জনম। নতুবা সংসারে তার বৃথা আগমন॥ ৭০
চৌঃ—এত জানি হৃদয়েতে মম বাক্য ধর। জনক জননী পাদ পদ্ম সেবা কর॥
ভরত শত্রুঘ্ন কেহ নাহি ভবনেতে। রাজা বৃদ্ধ, আমা লাগি দুঃখী অন্তরেতে॥
আমি বনে যাই যদি তোমা নিয়া সাথ। অযোধ্যা সকল ভাবে হইবে অনাথ॥
গুরু পিতা মাতা প্রজা আর পরিবার। পড়িবে সবার পরে মহা দুঃখ ভার॥
গৃহে থাকি সবাকার কর পরিতোষ। নতুবা হইবে ভ্রাতঃ অতিশয় দোষ॥
যার রাজ্যে প্রিয় প্রজা সহে দুঃখ ভার। নরকেতে সে রাজার ধ্রুব অধিকার॥
গৃহে রহ ভ্রাতঃ বিচারিয়া রাজনীতি। ব্যাকুল লক্ষ্মণ শুনি হইলেন অতি॥
শীতল বচনে মুখ শুকাল কেমন। তুহিন পরশে শীর্ণ কমল যেমন॥
দোঃ—প্রেমবশে বাক্য কিছু না সরে বদনে। লক্ষ্মণ আকুল হ'য়ে পড়িল চরণে॥
আমি দাস তুমি হও প্রভু, স্বামী মোর। ত্যজিলে ভবনে মোর কিবা আছে জোর॥ ৭১
চৌঃ—উপদেশ মোরে প্রভু দিয়াছ উত্তম। নিজ কাতরতা হেতু লাগিছে অগম॥
ধর্ম্ম ধুরন্ধর যেবা নর অতি ধীর। অধিকারী সেই মাত্র বেদের বিধির॥
আমি শিশু প্রভু তুমি পালিলা সস্নেহে। মরাল মন্দার ভার সাধ্য কিবা বহে॥
গুরু পিতামাতা আমি অন্য নাহি জানি। বিশ্বাস করহ প্রভু সত্য মম বাণী॥
বান্ধবতা স্নেহ নাথ যতদূর যায়। পিরীতি প্রতীতি বেদ যতভাবে গায়॥
তুমিই সকল মোর একমাত্র স্বামী। দীনবন্ধু জান সব হৃদে অন্তর্যামী॥
তাহারে করিও প্রভু ধর্ম্ম উপদেশ। কীর্ত্তি, ভূতি প্রিয় যার সুগতি বিশেষ॥
কায়মনোবাক্যে তব পদে অনুগত। কৃপাসিন্ধু তারে ত্যাগ না হয় সঙ্গত॥
দোঃ—দয়াময় শুনি ভ্রাতৃ বচন বিনীত। বক্ষে লয়ে প্রবোধয় জানি স্নেহ ভীত॥৭২
চৌঃ—মাতার নিকটে গিয়া বিদায় লইয়া। কাননে চলহ সঙ্গে সত্বর আসিয়া॥

রঘুবীর বাণী শুনি লক্ষ্মণ মুদিত। মহা হানি দূরে গেল হল অতি হিত ॥
হরষিত মনে মাতৃ সমীপে চলিল। মনে হয় অন্ধ যেন লোচন পাইল ॥
জননী চরণে গিয়া নোয়াইল শির। শ্রীরাম জানকী যথা তথা মন স্থির ॥
জননী জিজ্ঞাসে মন মলিন দেখিয়া। লক্ষ্মণ সকল কথা কহে বিবরিয়া ॥
কঠোর বচন শুনি অধীরা জননী। চারিদিকে দাবানলে যেমন হরিণী ॥
লক্ষ্মণ ভাবিল হল অনরথ আজ। স্নেহবশে মাতা বুঝি করিবে অকাজ ॥
বিদায় মাগিল সসঙ্কোচ ভয়ে ভয়ে। বিধি জানে সঙ্গে যেতে কহে কি না কহে ॥

দোঃ—সুমিত্রা বুঝিয়া সীতা রামের চরিত। সুশীল যেমন দোঁহে সুন্দর অমিত ॥
নৃপস্নেহ জানি করে শিরে করাঘাত। পাপিনী হানিছে বুকে বিষম আঘাত ॥ ৭৩

চৌঃ—কুসময় জানি ধৈর্য্য করিয়া ধারণ। সহজ সুহৃদ, কহে কোমল বচন ॥
জননী বৈদেহী তব শুনহ লক্ষ্মণ। জনক শ্রীরাম অতি স্নেহ পরায়ণ ॥
তথায় অযোধ্যা যথা রাম করে বাস। দিবস তথায় যথা ভানুর প্রকাশ ॥
শ্রীরাম জানকী যদি বনে চলে যায়। কিছুমাত্র কাজ তব নাহি অযোধ্যায় ॥
গুরু পিতা মাতা বন্ধু সুর স্বামী যত। সেবিবে সকলে নিজ জীবনের মত ॥
প্রাণ সম প্রিয় রাম প্রাণ জীবনের। স্বার্থ গন্ধহীন সখা সকল জীবের ॥
প্রিয়তম পূজনীয় যে আছে জগতে। সকল সম্বন্ধ জেনো শ্রীরাম হইতে ॥
হৃদয়ে জানিয়া ইহা সঙ্গে যাও বনে। অবনীতে জন্মফল লভহ জীবনে ॥

দোঃ—আমা সহ ভাগ্যবান তুমি, বাছা বলিহারি যাই।
অকপটে নিল যবে, মন তব রামপদে ঠাঁই ॥ ৭৪

চৌঃ—সেই নারী পুত্রবতী জগত মাঝার। রঘুবীর ভক্ত পুত্র হইল যাহার ॥
নতুবা প্রসব মিথ্যা বন্ধ্যা ভাল জানি। শ্রীরাম বিমুখ পুত্র হতে হিত হানি ॥
তোমার ভাগ্যেতে পুত্র, রাম যায় বনে। দ্বিতীয় কারণ নাই ইহার বিহনে ॥
সকল পুণ্যের সর্ব্বোত্তম ফলে কেহ। সীতারাম পদে লভে সহজ সনেহ ॥
রাগ দ্বেষ ঈর্ষ্যা মোহ আর অহঙ্কার। স্বপনেতে বশ কভু না হবে ইহার ॥
বিকার সকলবিধ করিয়া বর্জ্জন। কায় মনোবাক্যে পদ করিবে সেবন ॥
আরাম সকল ভাবে কাননে তোমার। পিতামাতা রামসীতা সঙ্গেতে যাহার ॥
যে প্রকারে বনে রাম নাহি পায় ক্লেশ। তাহাই করিবে, এই মম উপদেশ ॥

ছঃ—উপদেশ তব প্রতি এই মাত্র হবে। রাম সীতা বনে যেন সদা সুখ লভে ॥
পিতামাতা, পুরসুখ, প্রিয় পরিজন। বনে না করিবে কভু কাহারো স্মরণ ॥
ভণয় তুলসী, হেন উপদেশ দিয়া। প্রভুরে আদেশ দিল পুনঃ আশিসিয়া ॥
রঘুবর পদে রতি হোক্ নিতি নিতি। অবিরল সুবিমল নিত্য নব প্রীতি ॥

দোঃ—শির অবনত করি মায়ের চরণে। লক্ষ্মণ চলিল শীঘ্র শঙ্কাযুত মনে ॥
সুকঠোর পাশ ভাগ্যবলে ছাড়াইয়া। মনে হয় মৃগ যেন চলে পালাইয়া ॥ ৭৫

চৌঃ—উপনীত লছমন যথা সীতানাথ। হইল প্রফুল্ল মন পেয়ে প্রিয় সাথ ॥

প্রণমি সুন্দর সীতারামের চরণ। সঙ্গ নিয়ে, নৃপগৃহে করে আগমন॥
নগরের নর নারী কহে পরস্পর। অন্তে বিধি বিনাশিল রচনা সুন্দর॥
কৃশতনু দুঃখ মনে বদন মলিন। হরিয়া লইলে মধু যথা মক্ষী দীন॥
হস্ত মলি শির হানি করয় ক্রন্দন। পক্ষহীন আকুলিত বিহঙ্গ যেমন॥
অসংখ্য লোকের ভিড় নৃপতির দ্বারে। অপার বিষাদ সিন্ধু কে বর্ণিতে পারে॥
সচিব যতন করি নৃপে বসাইল। মধুর বচনে কহে শ্রীরাম আইল॥
তনয় যুগল দেখি সীতার সহিত। হইল ধরণীপতি অতীব দুঃখিত॥
দোঃ—ব্যাকুল দেখিয়া সীতা সহ দুই সুন্দর তনয়।
স্নেহবশ বার বার নৃপ দোঁহে বক্ষে তুলি লয়॥ ৭৬
চৌঃ—না পারে বলিতে কিছু বিকল নৃপতি। শোক হেতু বক্ষ দহে নিদারুণ অতি॥
অতি অনুরাগে পদে শির নোয়াইল। রঘুনাথ দাঁড়াইয়া বিদায় মাগিল॥
আজ্ঞা দেহ পিতা মোরে কর আশীর্ব্বাদ। আনন্দের কালে কত করহ বিষাদ॥
প্রিয়ে প্রেম হেতু পিতঃ করিলে প্রমাদ। কীর্ত্তি নাশ হয়ে ভবে হবে অপবাদ॥
শুনি স্নেহবশে নৃপ উঠিয়া বসিল। বাহু আকর্ষিয়া রঘুনাথে বসাইল॥
শোন তাত মুনিগণ যে কহে তোমারে। শ্রীরাম নায়ক এই অখিল সংসারে॥
শুভাশুভ কর্ম্মাকর্ম্ম করিয়া বিচার। কর্ম্মফল দেও সবে কার্য্য অনুসার॥
কর্ম্ম অনুসারে জীব কর্ম্মফল পায়। বেদের বিধান ইহা সর্ব্বলোকে গায়॥
দোঃ—কেহ করে অপরাধ অন্য কেহ ভোগে পাপফল।
কে জানিতে পারে ঈশ্বরের অতি বিচিত্র কৌশল॥ ৭৭
চৌঃ—মহারাজ রামে গৃহে রাখিবার লাগি। অনেক উপায় কৈল কপটতা ত্যাগি॥
সুচতুর ধীর রাম ধর্ম্ম ধুরন্ধর। ভাব দেখি বুঝে নৃপ না রহিবে ঘর॥
তখন নৃপতি বক্ষে সীতারে লইল। প্রেমভরে নানাবিধ উপদেশ দিল॥
দুঃসহ কানন দুঃখ কহি শুনাইল। জনক শ্বশুর শ্বশ্রূ সুখ বুঝাইল॥
অনুরাগী রাম পদে জানকীর মন। না লাগিল গৃহ ভাল, বিষম কানন॥
বুঝাইল জানকীরে অন্য সবজন। কাননে বিপত্তি ঘোর করিয়া বর্ণন॥
মন্ত্রী পত্নী গুরু পত্নী সবে সুচতুর। স্নেহভরে কহে বাক্য অতি সুমধুর॥
তোমারে তো বনবাস আজ্ঞা নাহি দিল। কর যাহা গুরু শ্বশ্রূ শ্বশুর কহিল॥
দোঃ—মধুর শীতল মৃদু হিতকারী শিক্ষা সীতা না মানে শোভন।
চক্রবাকী যথা বেয়াকুল হেরি শারদীয় চন্দ্রমা কিরণ॥ ৭৮
চৌঃ—সঙ্কোচ বশেতে সীতা না দিল উত্তর। শুনিয়া কৈকেয়ী গর্জ্জি উঠিল সত্বর॥
আনাইয়া মুনিপট ভূষণ ভাজন। আগে ধরি ধীরে ধীরে কহিল বচন॥
নৃপতির প্রাণ প্রিয় তুমি রঘুবীর। শীল স্নেহ না ছাড়িবে ভয়েতে অধীর॥
সুকৃতি সুযশ নষ্ট, স্বর্গ ভ্রষ্ট হবে। তোমাকে যাইতে বনে কেহ নাহি কবে॥
ভাল যাহা লাগে প্রাণে কর বিচারিয়া। সুখী রাম জননীর বচন শুনিয়া॥

নৃপতির বক্ষে বাক্য লাগে যেন বাণ। হায়রে অভাগা প্রাণ না করে প্রয়াণ॥
বিকল সকল লোক নৃপতি মূর্চ্ছিত। কেহ না বুঝিতে পারে কিবা সমুচিত॥
মুনি বেশ রঘুনাথ সত্বর ধরিয়া। জনক জননী পদে চলে প্রণমিয়া॥

দোঃ—অনুজ লক্ষ্মণ সীতা সহ বনবাস সজ্জা করিয়া ধারণ।
বন্দি গুরু বিপ্র পদ চলে প্রভু সকলেরে করি অচেতন॥ ৭৯

চৌঃ—পুরী ছাড়ি বশিষ্ঠের দ্বারে দাঁড়াইলা। বিরহ আগুণে সব জ্বলিছে দেখিলা॥
মধুর বচন কহি সবে বুঝাইয়া। বিপ্র বৃন্দে রঘুবীর নিলা আভানিয়া॥
গুরু বাক্যে সম্বৎসরের খাদ্য দিল। আদরে বিনয়ে সবে স্ববশ করিল॥
দানে মানে যাচকেরে করিয়া সন্তোষ। পূত প্রেমে বন্ধুগণে করি পরিতোষ॥
দাস দাসী গণে পুনঃ ডাকিয়া লইল। গুরুকে সপিয়া কর জুড়িয়া কহিল॥
জনক জননী সহ সকলের ভার। বহিবে কৃপাতে প্রভু মিনতি আমার॥
বার বার জুড়ি প্রভু দুই পদ্ম পাণি। সব সনে কহে পুনঃ সুমধুর বাণী॥
হিত কারী সেই মোর সকল প্রকারে। সুখ দান যেবা করে সতত রাজারে॥

দোঃ—মম বিরহেতে মাতৃগণ যাহে নাহি হয় অতি দুঃখী দীন।
করহ উপায় সেই সব পুরজন মিলি পরম প্রবীণ॥ ৮০

চৌঃ—এই ভাবে রঘুনাথ সবে বুঝাইল। গুরু পাদপদ্মে হর্ষে প্রণাম করিল॥
গণেশ গিরীশ গৌরী স্মরণ করিয়া। রঘুরায় চলে বনে আশিস পাইয়া॥
চলে রাম, অতিশয় হইল বিষাদ। শোনা নাহি যায় নগরের আর্ত্তনাদ॥
কুলক্ষণ লঙ্কাপুরে, অযোধ্যাতে শোক। আনন্দ বিষাদ বশ হ'ল সুরলোক॥
মূর্চ্ছা ভঙ্গে হেন কালে ভূপতি জাগিল। সুমন্তে ডাকিয়া হেন কহিতে লাগিল॥
শ্রীরাম চলিল বনে নাহি যায় প্রাণ। কি সুখ লাগিয়া দেহে আছে বিদ্যমান॥
ইহা হতে কোন দুঃখ আছে বলবান। যে দুঃখ পাইলে দেহ ছাড়িবে পরাণ॥
ধৈর্য্য ধরি পুনরায় কহে নরনাথ। রথ নিয়া সখা তুমি যাও সাথ সাথ॥

দোঃ—সুন্দর কুমার দুই অতি সুকুমার। সুকোমল দেহলতা জনক সুতার॥
রথে চড়াইয়া সবে দেখাইয়া বন। দিন চারি গতে গৃহে কর আনয়ন॥ ৮১

চৌঃ—ঘরে নাহি ফেরে যদি দুই ভাই ধীর। সত্যসন্ধ দৃঢ়ব্রত অতি রঘুবীর॥
বিনয় করিয়া তবে তুমি কর জুড়ি। ফিরাইবে মিথিলার নৃপতি কিশোরী॥
সীতা যবে পাবে ভয় কানন দেখিয়া। মম শিক্ষা শুনাইও সুযোগ পাইয়া॥
তোমারে শ্বশুর শ্বশ্রূ পাঠাল সন্দেশ। গৃহে ফের পুত্রি বনবাসে বহু ক্লেশ॥
কভু পিতৃ গৃহে কভু শ্বশুর আগার। রহিবে যথায় ইচ্ছা যখন তোমার॥
এ প্রকারে বহুবিধ উপায় করিবে। সীতা ফিরে এলে প্রাণ আশ্রয় পাইবে॥
নতুবা অবশ্য মোর মৃত্যু পরিণাম। নিরুপায়, কি করিব বিধি মোর বাম॥
দেখাও শ্রীরাম সীতা লক্ষ্মণে আনিয়া। কহি ভূমে পড়ে নৃপ মূর্চ্ছিত হইয়া॥

দোঃ—রাজাজ্ঞা পাইয়া, নোয়াইয়া শির, শীঘ্র করি স্যন্দন সাজাই।
নগর বাহিরে উত্তরিল তথা, যথা সীতা সহিত দুভাই ॥ ৮২

চৌঃ—সুমন্ত্র তখন নৃপ আজ্ঞা শুনাইল। মিনতি করিয়া রামে রথে চড়াইল ॥
সীতা সনে দুই ভাই স্যন্দনে চড়িয়া। চলিল অন্তরে অযোধ্যারে প্রণমিয়া ॥
রামেরে যাইতে দেখি অযোধ্যা অনাথ। বিকল হইয়া লোক চলে সাথ সাথ ॥
কৃপাসিন্ধু রাম বহু ভাবেতে বুঝায়। গৃহে ফেরে, পুনঃ ফিরে সঙ্গে সঙ্গে ধায় ॥
অযোধ্যানগরী লাগে মহা ভয়ঙ্কর। কাল নিশি তম যেন ঘিরিল নগর ॥
হিংস্র জন্তু সম যেন ফেরে নর নারী। ভয় পায় একজন অপরে নেহারি ॥
শ্মশান সদৃশ গৃহ পরিজন ভূত। সুত মিত মনে হয় যেন যম দূত ॥
বাগানে বিটপী লতা গেল শুকাইয়া। নদী সরোবর দেখা না যায় চাহিয়া ॥

দোঃ—হস্তী অশ্ব কোটি কোটি কেলি মৃগচয়। চাতক ময়ূর গৃহ পশু সমুদয় ॥
চক্রবাক পিক আর যত শুক সারী। সারস মরাল পুনঃ চকোর চকোরী ॥ ৮৩

চৌঃ—শ্রীরাম বিরহে সবে বিকল স্তম্ভিত। যথা তথা দাঁড়াইয়া যেন চিত্রার্পিত ॥
নগর সফল অতি গহন কানন। খগ মৃগ পূর্ণ নারী নর অগণন ॥
কৈকেয়ীরে কিরাতিনী বিধাতা করিল। দুঃসহ দাবাগ্নি চারিদিকে জ্বালাইল ॥
রঘুবীর বিরহাগ্নি সহিতে নারিল। দেশান্তরে সব লোক ভাগিয়া চলিল ॥
সিদ্ধান্ত অন্তর মাঝে করিল সবাই। শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বিনা সুখ নাই ॥
যথা রাম তথা হয় সকল সমাজ। রঘুবর বিনা অযোধ্যাতে নাহি কাজ ॥
সঙ্গে সঙ্গে চলে মন সুদৃঢ় করিয়া। দেবতা দুর্ল্লভ গৃহ সুখ তেয়াগিয়া ॥
রাম পাদপদ্ম প্রিয় যাহার অন্তরে। তাহারে বিষয়ভোগ বশ নাহি করে ॥

দোঃ—গৃহ ছেড়ে বাল বৃদ্ধ সব লোক চলে সাথ সাথ।
প্রথম দিবস তমসার তীরে রহে রঘুনাথ ॥ ৮৪

গুহ সম্মিলন।

চৌঃ—রঘুপতি প্রেমবশ দেখি প্রজাগণে। সদয় হৃদয় দুঃখী হল অতি মনে ॥
জিতেন্দ্রিয় রঘুনাথ করুণা আকর। পরপীড়া হৃদয়েতে প্রবেশে সত্বর ॥
সুমিষ্ট সপ্রেম মৃদু বাক্য শুনাইল। বহুভাবে পুরজনে রাম বুঝাইল ॥
ধর্ম্ম উপদেশ সবে বহুভাবে করে। প্রেমবশ প্রজা ঘরে ফিরেও না ফেরে ॥
আপন স্বভাব স্নেহ ছাড়িতে না পারে। দুচিত হইল রাম হৃদয় মাঝারে ॥
জনগণ হল শোক, শ্রমবশ অতি। দেব মায়া কিছু কিছু মুগ্ধ কৈল মতি ॥
দ্বিপ্রহর নিশি যবে হইল অতীত। মন্ত্রীবরে কহে রাম প্রীতির সহিত ॥
নিশ্চিহ্ন করিয়া তাত শীঘ্র হাঁক রথ। অন্যথা সফল নাহি হবে মনোরথ ॥

দোঃ—শ্রীরাম লক্ষ্মণ শম্ভু পদে প্রণমিয়া। বসিল উঠিয়া রথে সীতা সঙ্গে নিয়া ॥
সচিব চালায় রথ অতি শীঘ্রগতি। রথ চিহ্ন 'নিবারিয়া চলে ইথি উথি ॥ ৮৫

চৌঃ—সকলে জাগিল যবে নিশি হল ভোর। রঘুনাথ চলে গেছে পড়ে গেল সোর ॥

রথের চাকার চিহ্ন কোথাও না পায়। রাম রাম কহি সবে চৌদিকে দৌড়ায়॥
সাগরের মাঝে যথা ডুবিলে জাহাজ। ভয়েতে বিহ্বল হয় বণিক সমাজ॥
একজন অন্যজনে করে উপদেশ। মোদের ত্যজিলা রাম দেখি অতি ক্লেশ॥
মীনেরে প্রশংসে, নিন্দা করে আপনার। শ্রীরাম বিহীন প্রাণে ধিক শতবার॥
প্রিয়ের বিরহ যদি বিধি ঘটাইল। মিনতি শুনিয়া কেন মৃত্যু নাহি দিল॥
এইরূপে করে বহু বিলাপ কলাপ। অযোধ্যা আসিল ফিরে নিয়ে পরিতাপ॥
বিষম বিয়োগ দুঃখ না হয় বর্ণন। অবধির আশে সবে রাখিল জীবন॥
দোঃ—রাম দরশন লাগি ব্রত আচরণ। নিয়ম পালন করে নর নারীগণ॥
রবি বিনে চকাচকী কমলের ন্যায়। দীন হীন রঘুমণি বিহীন সবায়॥ ৮৬
চৌঃ—জানকী সচিব সঙ্গে লয়ে দুই ভাই। শৃঙ্গবের পুরে সবে পহুছিল যাই॥
গঙ্গা দেখি নামে রাম স্যন্দন হইতে। দণ্ডবত করে অতি আনন্দিত চিতে॥
লক্ষ্মণ সচিব সীতা করিল প্রণাম। সকল সহিত সুখী হইল শ্রীরাম॥
জাহ্নবী সকল সুখ মঙ্গলের মূল। সব সুখ করি দান হরে সব শূল॥
কহি কহি বহু কোটি বচন প্রসঙ্গ। রঘুনাথ নেহারিছে গঙ্গার তরঙ্গ॥
সচিব অনুজ আর সীতার সকাশে। বিবুধ নদীর মহা মহিমা প্রকাশে॥
মজ্জন করিয়া হল পথ শ্রম দূর। পূত বারি পান করি আনন্দ প্রচুর॥
যাঁহার স্মরণে কাটে জন্ম মৃত্যু ভার। তার শ্রম কথা মাত্র লোক ব্যবহার॥
দোঃ—শুদ্ধ সৎ চিদানন্দ কন্দ রাম ভানু কুল কেতু।
নরবৎ লীলা করে, বিরচিতে ভব সিন্ধু সেতু॥ ৮৭
চৌঃ—সংবাদ যখন গুহ নিষাদ পাইল। আনন্দেতে বন্ধুগণে ডাকিয়া লইল॥
ফল ফুল ভেট লয়ে ভরি ভরি ভার। মিলিতে চলিল হৃদে আনন্দ অপার॥
দণ্ডবত করি ভেট ধরি দিল আগে। প্রভুরে নিরখে গুহ অতি অনুরাগে॥
সহজ স্নেহের বশ রাম রঘুরায়। কুশল জিজ্ঞাসি গুহে নিকটে বসায়॥
কুশল হইল হেরি পঙ্কজ চরণ। ভাগ্যবান ভক্ত মাঝে হইল গণন॥
রাজ্য ধন ধাম দেব সকলি তোমার। আমি অতি হীনজন সহ পরিবার॥
কৃপা করি ধর পুরে চরণ কমল। দাসের প্রতিষ্ঠা হিংসা করুক সকল॥
সকল কহিলে সত্য সখে বুদ্ধিমান। অন্য বিধ আজ্ঞা মোরে পিতা কৈলা দান॥
দোঃ—চতুর্দ্দশ বর্ষ ব্যাপি রহিব কানন। মুনি ভোজ্য, ব্রত, বেশ করিয়া গ্রহণ॥
গ্রামে বাস সমুচিত না হবে শুনিয়া। গুহের হৃদয় দুঃখে উঠিল ভরিয়া॥ ৮৮
চৌঃ—শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা রূপ নেহারিয়া। গ্রাম্য নর নারী প্রেমে কহে ফুকারিয়া॥
কহ সখি পিতা মাতা এদের কেমন। বনবাসে পাঠাইল বালক এমন॥
এক কহে নরপতি ভালই করিল। নয়ন লাভের ফল মো সবারে দিল॥
তখন নিষাদ পতি ভাবয় অন্তর। শিশু তরু আছে এক অতি মনোহর॥
রঘু নাথে সঙ্গে করি স্থানে দেখাইল। রাম কহে সব ভাবে সুন্দর হইল॥

পুরজন প্রণমিয়া গেল নিজঘর। সন্ধ্যা সমাপিতে তবে যান রঘুবর॥
কুশ কিশলয় যত্নে গুহ বিছাইয়া। কোমল করিয়া দিল শয্যা বিরচিয়া॥
শুচি ফল মূল মৃদু মধুর বাছিয়া। দোনা ভরি ভরি সব রাখিল আনিয়া॥
দোঃ—সুমন্ত্র লক্ষ্মণ সীতা সঙ্গেতে লইল। প্রভু কন্দ মূল ফল ভোজন করিল॥
রঘুকুল মণি তবে করিল শয়ন। পাদ সম্বাহন করে অনুজ লক্ষ্মণ॥ ৮৯
চৌঃ—নিদ্রাগত জানি প্রভু উঠিল লক্ষ্মণ। মৃদু কহে সচিবেরে করিতে শয়ন॥
কিছু দূরে গিয়া সাজি বাণ শরাসনে। লক্ষ্মণ রহিল জাগি বসি বীরাসনে॥
প্রহরী ডাকিয়া গুহ বিশ্বাস ভাজন। স্থানে স্থানে প্রেম ভরে করিল স্থাপন॥
আপনি লক্ষ্মণ পার্শ্বে যাইয়া বসিল। কটিতে তূনীর, হস্তে ধনুর্ব্বাণ নিল॥
দেখিয়া নিষাদ প্রভু হয়েছে নিদ্রিত। প্রেমবশে হল হৃদে অতীব দুঃখিত॥
পুলকিত তনু অশ্রু বহে দুনয়নে। সপ্রেম বচন কহে লক্ষ্মণের সনে॥
নৃপতি ভবন অতি স্বভাব সুন্দর। সুরপতি গৃহ জিনি অতি মনোহর॥
মণিময় সুরচিত চৌতারা শোভন। নিজ হাতে কাম যেন কৈল বিরচন॥
দোঃ—পরম বিচিত্র পূত সুখাকর পুষ্প গন্ধ যুক্ত মনোহর।
পালঙ্ক মঞ্জুল, মণি দীপ যথা সর্ব্ববিধ সুযোগ সুন্দর॥ ৯০
চৌঃ—বিবিধ বসন শয্যা দুগ্ধ ফেণ নিভ। কিংখাব তাকিয়া গদি কোমল অতীব॥
তথা সীতা রাম করে নিশিতে শয়ন। নিজ রূপে রতিকাম গর্ব্ব বিনাশন॥
হেন রাম সীতা শুয়ে কুশ শয্যাপরে। শ্রমিত বসনহীন দুঃখে যাই ম'রে॥
পিতা মাতা পরিজন পুরবাসীগণ। সখা দাস দাসী সব সুশীল সুজন॥
প্রাণের সমান সদা যাঁর সেবা করে। অকাম শ্রীরাম শুয়ে ধরণী উপরে॥
জনক জনক যার খ্যাত ত্রিভুবনে। শ্বশুর সুরেশ যাঁকে সখা হেন গণে॥
এ হেন জানকী, পতি যাঁহার শ্রীরাম। ভূমিতে শায়িতা বিধি কাহে নহে বাম॥
কাননের যোগ্য কিবা সীতা রাম হয়। বিধি লিপি বলবতী সত্য সবে কয়॥
দোঃ—কুমতি কেকয় সুতা কুটিলতা কঠোর করিল।
কৌশল্যানন্দন জানকীরে সুখ কালে দুঃখ দিল॥ ৯১
চৌঃ—দিনকর কুলতরু কুঠার হইল। সকল ব্রহ্মাণ্ড দুঃখ সাগরে ডারিল॥
রামজানকীরে দেখি ভূমিতে শয়ান। বিপুল বিষাদে ফাটে নিষাদের প্রাণ॥
লক্ষ্মণ মধুর মৃদু উচ্চারয় বাণী। বিরতি বিজ্ঞান আর ভক্তি রস ছানি॥
অপরে না হয় কভু সুখ দুঃখ দাতা। নিজ নিজ কর্ম্ম ফল ভোগে সব ভ্রাতা॥
সংযোগ বিয়োগ ভোগ যত মন্দ ভাল। ইষ্টানিষ্ট মিশ্র সব ভ্রমের জঞ্জাল॥
জনম মরণাবধি যাহা ভব জাল। সম্পত্তি বিপত্তি আর কর্ম্মাকর্ম্ম কাল॥
গৃহ বাটী রাজ্য ধন পুর পরিবার। স্বরগ নরকাবধি যত ব্যবহার॥
দেখ শোন মনে ভাব জানিবে নিশ্চয়। মায়ার সৃজন সব পরমার্থ নয়॥

দোঃ—স্বপনে ভিখারী নৃপ, ভিক্ষু কভু হয় স্বর্গপতি।
জাগরণে যথা তথা, বিশ্ব প্রপঞ্চের এই গতি॥ ৯২

চৌঃ—হেন বিচারিয়া হৃদে না করিও রোষ। কাহারো উপরে মিথ্যা নাহি দিও দোষ॥
মোহ রজনীতে সবে থাকি নিদ্রাগত। বহু বিধ স্বপ্ন জীব দেখিছে সতত॥
সংসার যামিনী মাঝে সদা জাগে যোগী। পরমার্থ পরায়ণ প্রপঞ্চ বিয়োগী॥
তখনি জানিবে জীব হয়েছে সজাগ। বিষয় বিলাসে যদা পরম বিরাগ॥
বিবেক উদয়ে, হলে মোহ ভ্রম ত্যাগ। রঘুনাথ পদে তবে হবে অনুরাগ॥
পরম পুরুষ অর্থ জেনো সখা হৃদে। কায়মনো বাক্যে প্রেম রঘুনাথ পদে॥
শ্রীরাম পরম ব্রহ্ম বিগ্রহ স্বরূপ। অবিগত লক্ষ্যাতীত অনাদি অনুপ॥
বিকার বিহীন যাতে নাহি কোন ভেদ। নেতি নেতি কহি যারে নিত্য গায় বেদ॥

দোঃ—ভক্ত ভূমি দ্বিজ ধেনু দেব হিত লাগি দয়াময়।
লীলা করে ধরি নর তনু, শুনি মেটে ভব ভয়॥ ৯৩

চৌঃ—বিচারিয়া ইহা সখে মোহ পরি হর। সীতা রঘুবীর পাদ পদ্মে রতি কর॥
রামগুণ কহি নিশি হইল প্রভাত। ভুবন মঙ্গল দাতা জাগে রঘুনাথ॥
সর্ব্ব শৌচ করি প্রভু স্নান সমাপিয়া। শুচি সুধী বটক্ষীর আনাল মাগিয়া॥
অনুজ সহিত শিরে জটা বানাইল। দেখি সুমন্ত্রের নেত্রে সলিল বহিল॥
হৃদয়ে দারুণ দাহ বদন মলিন। কর জোড়ে কহে বাক্য অতি দীনহীন॥
হেন আজ্ঞা দিল মোরে অযোধ্যার নাথ। রথ লয়ে যাও তুমি শ্রীরামের সাথ॥
বন দেখাইয়া স্নান করি গঙ্গা নীরে। দুই ভাই নিয়ে তুমি শীঘ্র এস ফিরে॥
ফিরায়ে আনহ রাম জানকী লক্ষ্মণ। সঙ্কোচ সংশয় সব করি বিসর্জ্জন॥

দোঃ—নৃপ আজ্ঞা এই মত, বলি হারি, প্রভু আজ্ঞা করিব পালন।
সবিনয়ে পায়ে পড়ি বালকের সম মন্ত্রী করয় রোদন॥ ৯৪

চৌঃ—কৃপা করি নাথ এবে কর সেই মত। অনাথ না হয় প্রভু অযোধ্যা যেমত॥
সচিবে প্রবোধি রাম উঠায় ত্বরিত। ধর্ম্ম পথ তাত তব সকল বিদিত॥
নৃপ হরিশ্চন্দ্র শিবি দধীচি ব্রাহ্মণ। ধর্ম্ম লাগি কোটি ক্লেশ করিল সহন॥
রন্তিদেব বলি রাজা অতি বুদ্ধিমান। ধর্ম্ম রক্ষা কৈল সহি সঙ্কট মহান॥
ধর্ম্ম নাহি অন্য কোন সত্যের সমান। নিগম পুরাণ বেদ সবে করে গান॥
সেই সত্য ধর্ম্ম আমি পাইনু সুলভে। তেয়াগিলে ত্রিজগতে অপযশ হবে॥
সম্ভাবিত জন যদি অপযশ লভে। কোটি মৃত্যু সম ক্লেশ ধ্রুব তার হবে॥
তোমা সনে তাত মুই কি কহিব আর। প্রত্যুত্তর দিলে হবে পাতক অপার॥

দোঃ—পিতৃ পদ ধরি, কোটি নতি করি, সবিনয়ে কহ কর জোড়ে।
ভুলেও কখন মোর লাগি যেন পিতা কিছু চিন্তা নাহি করে॥ ৯৫

চৌঃ—তুমি মম পিতা সম অতি হিতকারী। বিনয় করিয়া তাত কহি কর জুড়ি॥
সব ভাবে ইহা তব করা সমুচিত। মম শোকে পিতা যেন না হয় দুঃখিত॥

রঘুনাথ সচিবের শুনিয়া সংবাদ। পরিবার সহ হল বিকল নিষাদ ॥
পুনঃ কিছু কটু উক্তি করিল লক্ষ্মণ। অনুচিত জানি প্রভু করিলা বারণ ॥
নিজের শপথ দিয়ে কহে সঙ্কোচেতে। লক্ষ্মণ চাপল্য নাহি কহ কোন মতে ॥
সুমন্ত্র কহিল পুনঃ রাজার সন্দেশ। জানকী সহিতে কভু নারে বন ক্লেশ ॥
অযোধ্যায় ফিরি সীতা যায় মোর সাথ। তোমার কর্ত্তব্য তাহা করা রঘুনাথ ॥
অন্যথা একান্ত নৃপ আশ্রয় বিহীন। প্রাণে না বাঁচিবে যথা বারি বিনা মীন ॥

দোঃ—শ্বশুর আলয়ে সুখ, সুখ পিতৃ গৃহে, মন যথা যবে চায়।
তথায় রহিবে সীতা যদবধি দুঃখ মহানিশি না পোহায়॥ ৯৬

চৌঃ—যে প্রকারে মহারাজা করিলা বিনতি। কহা নাহি যায় সেই পিরীতি আরতি ॥
পিতার সন্দেশ শুনি করুণা নিধান। কোটি ভাবে জানকীরে করে শিক্ষাদান ॥
শ্বশুর শাশুড়ী গুরু প্রিয় পরিবার। ফিরিলে মিটিবে সকলের দুঃখ ভার ॥
কহিল জানকী শুনি পতির বচন। প্রাণপতি প্রেমময় করহ শ্রবণ ॥
পরম বিবেকী তুমি প্রভু দয়াময়। কায়া ছেড়ে ছায়া দূরে কখন কি রয় ॥
রবিকে ছাড়িয়া রশ্মি রহে কি কখন। জোছনা চন্দ্রমা ছেড়ে করে কি গমন ॥
প্রেমময় সুবিনয় শুনায়ে পতিরে। সুন্দর বচন পুনঃ কহে সচিবেরে ॥
তুমি তাত হও মম শ্বশুর সমান। অনুচিত হয় মম প্রত্যুত্তর দান ॥

দোঃ—এসেছি সম্মুখে, পড়ি অতি দুঃখে অন্য তাত নাহি ভাবো মনে।
বিফল সম্বন্ধ আর্য্য যুত যুগ পদ শতদলের বিহনে ॥ ৯৭

চৌঃ—দেখিয়াছি জনকের বিলাস বৈভব। নৃপতি মুকুট মণি পদে নত সব ॥
সুখের নিলয় মোর 'পিতার ভবন। প্রিয় হীন ভাল নাহি লাগে কদাচন ॥
শ্বশুর কোশল নৃপ রাজ চক্রবর্ত্তী। চতুর্দ্দশ লোক জুড়ি যাঁর প্রতিপত্তি ॥
অগ্রগামী সুরপতি যার অভ্যর্থনে। বসায় যাঁহারে ইন্দ্র অর্দ্ধ সিংহাসনে ॥
শ্বশুর এহেন, বাস অযোধ্যা ভবন। মাতৃ সম শ্বশ্রূ আর প্রিয় পরিজন ॥
রঘুপতি পাদপদ্ম পরাগ বিহীন। মোর মনে ভাল নাহি লাগে কোনদিন ॥
অগম মারগ বন কানন পাহাড়। হস্তী সিংহ সরোবর সরিত অপার ॥
কুরঙ্গ কিরাত কোল সহিত বিহঙ্গে। সকল লাগিবে ভাল প্রাণপতি সঙ্গে ॥

দোঃ—আমা লাগি সবিনয়ে নিবেদিবে, পড়ি পায়ে শ্বশ্রূ শ্বশুরের।
বারিবে করিতে শোক মম তরে, আছি বনে সুখে অন্তরের ॥ ৯৮

চৌঃ—প্রাণনাথ সঙ্গে মোর স্নেহের দেবর। ধনুক তূণীর ধারী বীর ধুরন্ধর ॥
পথ শ্রম নাহি, দুঃখ নাহিক অন্তরে। ভুলে মম তরে যেন শোক নাহি করে ॥
সীতার শীতল বাক্য সুমন্ত্র শুনিল। মণি হারা ফণী সম বিকল হইল ॥
না শোনে শ্রবণ কিছু না দেখে নয়ন। কহিতে পারেনা কথা আকুলিত মন ॥
বহুভাবে রঘুনাথ করেন সান্ত্বনা। তথাপি হৃদয় তার শীতল হলনা ॥
সঙ্গী হইবার যত্ন অনেক করিল। সমুচিত প্রত্যুত্তর রঘুনাথ দিল ॥

রামের আদেশ কভু না হয় লঙ্ঘন। কঠিন করম গতি কি সাধ্য আপন ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা পদে প্রণমিয়া। মূল হারা যায় যেন বণিক্ ফিরিয়া ॥
দোঃ—সুমন্ত্র হাঁকিল রথ, হিহি ধ্বনি করি। অশ্বগণ রাম পানে চায় ফিরি ফিরি ॥
দেখিয়া নিষাদ কাঁদে কর হানি শিরে। বিষাদে গ্লানিতে মন গেছে তার ঘিরে ॥ ৯৯
চৌঃ—যাঁহার বিয়োগে পশু বিকল এমন। কেমনে বাঁচিবে মাতাপিতা প্রজাগণ ॥
জোর ক'রে সুমন্ত্রেরে রাম পাঠাইল। জাহ্নবীর তীরে আসি ত্বরা উত্তরিল ॥
তরণী তরণী হাঁকে, কেবট না আনে। তোমার মরম মোর জানা আছে প্রাণে ॥
চরণ কমল রজে সর্ব্বজন কহে। মানুষ করণী মূল ধ্রুব কিছু রহে ॥
পরশে পাথর হ'ল রূপবতী নারী। পাষাণ হইতে কাষ্ঠ শক্ত নহে ভারী ॥
তরণী হইয়া গেলে মুনির ঘরণী। আকাশে উড়িলে হবে পারাপারে হানি ॥
তরণী পালন করে সব পরিবার। অপর করম কিছু নাহি জানি আর ॥
প্রভু যদি পার হতে একান্তই চাও। পদ পাখালিতে মোরে অনুমতি দাও ॥
ছঃ—পাদপদ্ম ধুয়ে প্রভু নৌকায় চড়াব। পার হেতু কড়ি আমি কিছু নাহি লব ॥
দশরথ নৃপ আর তোমার দোহাই। সত্য করি কহি প্রভু কিছু মিথ্যা নাই ॥
শরাঘাতে লছমন বধুক জীবন। যাবৎ চরণ নাহি করি প্রক্ষালন ॥
তাবৎ তুলসী প্রভু দয়ার পাথার। কদাপি নৌকায় মুই না করিব পার ॥
সোঃ—কেবটের নম্র রুক্ষ প্রেম মাখা বাক্য শুনি কানে।
হাসে কৃপাগৃহ চাহি সীতা আর লক্ষ্মণের পানে ॥ ১০০
চৌঃ—কৃপাসিন্ধু কেবটেরে হেসে হেসে কয়। কর সেই যাহে তব তরণী না যায় ॥
ধোয়াও চরণ জল আনি শীঘ্রগতি। দেও শীঘ্র পার করি দেরী হ'ল অতি ॥
স্মরিলে যাঁহার নাম নর একবার। সুখে পার হয় ভব অম্বুধি অপার ॥
কেবটেরে সেই প্রভু অনুনয় করে। ত্রিচরণ ত্রিজগতে যাঁর নাহি ধরে ॥
চরণ নখর হেরি সদা হরষিত। প্রভুর বচন শুনি মোহ ছাড়ে চিত ॥
কেবট রামের রাজ আদেশ পাইয়া। সলিল আনিল গিয়া সেউতি ভরিয়া ॥
প্রশংসে দেবতা পুষ্প করে বরিষণ। এর সম পুণ্যবান নহে কোন জন ॥
আনন্দে ভরিল হৃদি অতি অনুরাগে। চরণ কমল যুগে ধোয়াইতে লাগে ॥
দোঃ—শ্রীচরণ ধুয়ে, পাদোদক পিয়ে, পূরব পুরুষে, তরায়ে হরষে,
নেয়ে সহ পরিবার। প্রভুরে করিল পার ॥ ১০১

বনে বনে ভ্রমণ।

চৌঃ—পার হয়ে বালি পরে রহে দাঁড়াইয়া। শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা গুহকে লইয়া ॥
কেবট নামিয়া তীরে করে প্রণিপাত। কিছু নাহি দিয়ে সঙ্কুচিত রঘুনাথ ॥
প্রিয়ের মনের ভাব জানকী জানিয়া। মণির অঙ্গুরী হর্ষে দিলেন খুলিয়া ॥
লহহ পারের কড়ি কৃপালু কহিল। কেবট আকুল হয়ে চরণে পড়িল ॥
প্রভু লাভ আজি মোর কি নাহি হইল। দোষ দুঃখ দারিদ্র্যের আগুণ নিভিল ॥

মুজুরী করিনু মুই বহু কাল ধরে। আজ বিধি দিল মোরে ভরপুর করে॥
হে দীন দয়াল প্রভু কৃপায় তোমার। অন্য কিছু এবে মুই নাহি চাহি আর॥
ফিরিবার কালে যাহা দিবে দয়া করে। শিরে ধরি নিব প্রভু প্রসাদ সাদরে॥

দোঃ—জানকী লক্ষ্মণ কহে বার বার কিছু নাহি নাবিক লইল।
বিমল ভকতি বর দিয়া দয়াময় তারে বিদায় করিল॥ ১০২

চৌঃ—রঘুকুল নাথ তবে করিয়া মজ্জন। পার্থিব শিবের পুনঃ করিল অর্চ্চন॥
জানকী কহিল জাহ্নবীরে কর জুড়ে। জননী আমার যেন মনোরথ পূরে॥
কুশলে আসিয়া পতি, দেবর সহিতে। পারি যেন পুনঃ তব চরণ পূজিতে॥
সপ্রেম বিনীত বাক্য জানকীর শুনি। বিমল সলিল হতে হৈল বর বাণী॥
রঘুবীর প্রিয়ে শুন বিদেহ নন্দিনি। তোমার মহিমা জ্ঞাত সকল ধরণী॥
করুণা দৃষ্টিতে তব লোকপতি হয়। কর জোড়ে সর্ব্ব সিদ্ধি তোমারে সেবয়॥
তুমি যে আমার এই করিলা বিনতি। কৃপা করে মোরে মাতঃ বাড়াইলা অতি॥
তথাপি তোমারে দেবি দিতেছি আশিস। সফল করিতে নিজ বচনের ঈশ॥

দোঃ—দেবর সহিত নিয়ে নিজপতি কুশলেতে কোশল নগরে।
ফিরিবে স্বধাম, পূর্ণ মনস্কাম, যশ ছাবে ত্রিভুবন ভরে॥ ১০৩

চৌঃ—জাহ্নবী বচন শুনি সুমঙ্গল মূল। আনন্দিতা সীতা জানি গঙ্গা অনুকূল॥
গুহকে কহিল প্রভু যাও নিজ ঘরে। শুষ্ক মুখ শুনি গুহ বিষন্ন অন্তরে॥
জোড় করে কহে গুহ বিনীত বচন। রঘুকুল মণি মোর শোন নিবেদন॥
সাথে রহি নাথ, পথ করি প্রদর্শন। দিন দুই চারি সেবি যুগল চরণ॥
যে বনেতে বাস হেতু রবে রঘুবর। পরণ কুটীর মুই রচিব সুন্দর॥
তার পরে যাহা মোরে আদেশ করিবে। তোমার শপথ দাস তাহাই পালিবে॥
সখার সহজ স্নেহ করি বিলোকন। সঙ্গেতে লইল পুনঃ আনন্দিত মন॥
গুরু জ্ঞাতি সবে গুহ লইল ডাকিয়া। বিদায় করিল সবে সন্তুষ্ট করিয়া॥

দোঃ—করিয়া প্রণতি, শিব গণ পতি, করিলা গমন, শ্রীরাম কানন,
জাহ্নবীরে প্রণমিয়া। সীতা ভ্রাতা সখা নিয়া॥ ১০৪

চৌঃ—সেদিন হইল বাস মহীরুহ তল। লছমন গুহ কৈল প্রবন্ধ সকল॥
প্রাতঃ কৃত্য করি পথে চলে রঘুরাজ। দর্শন করিলা গিয়া সবে তীর্থ রাজ॥
যাঁহার সচিব সত্য, শ্রদ্ধা প্রিয় নারী। মাধব সদৃশ মিত্র সর্ব্ব হিতকারী॥
চারি পুরুষার্থে পূর্ণ যাঁহার ভাণ্ডার। দেশ চারু সুপবিত্র প্রদেশ মাঝার॥
সুদৃঢ় সুন্দর গড়, ক্ষেত্র সুদুর্গম। স্বপনেও ব্যর্থ অরি প্রবেশ উদ্যম॥
তীরথ সকল বীর, দুরন্ত সৈনিক। রণধীর দলে যত কলুষ অনীক॥
সঙ্গম সুন্দর সুশোভিত সিংহাসন। অক্ষয় বটের ছত্র মোহে মুনিমন॥
চামর দুলায় গঙ্গা যমুনা তরঙ্গ। দরশনে হয় দুঃখ দরিদ্রতা ভঙ্গ॥

দোঃ—সেবিয়া চরণ সাধু পুণ্যবান লভে মনস্কাম।
নিগম পুরাণ বন্দীজন সম গাহে গুণ গ্রাম॥ ১০৫

চৌঃ—প্রয়াগ প্রভাব কেহ না পারে বর্ণিতে। কেশরী কলুষ পুঞ্জ কুঞ্জর দলিতে॥
এ হেন তীরথ পতি দেখিয়া সুন্দর। আনন্দিত রঘুবর সুখের সাগর॥
প্রয়াগ মহিমা রাম বর্ণে নিজ মুখে। লক্ষ্মণ জানকী গুহ শোনে মনোসুখে॥
প্রণাম করিয়া দেখে যত বাগ বন। অতি অনুরাগে করি মহিমা বর্ণন॥
ত্রিবেণী দেখিয়া প্রভু এহেন প্রকার। সর্ব্ব সুমঙ্গল দায়ী স্মরণ যাহার॥
আনন্দে করিয়া স্নান করি শিব সেবা। যথাবিধি পূজা কৈল যত তীর্থ দেবা॥
তবে প্রভু ভরদ্বাজ আশ্রমে আসিল। দণ্ডবত প্রণমিতে মুনি বক্ষে নিল॥
মুনির আনন্দ মুখে সাধ্য কার কয়। ব্রহ্মানন্দ রাশি হল অন্তরে উদয়॥

দোঃ—করিল আশিস, হৃদয়ে মুনীশ, লোচন গোচর, বিধি মনে কর,
আনন্দে বিহ্বল হল। কৈল নিজ পুণ্যফল॥ ১০৬

চৌঃ—কুশল জিজ্ঞাসি দিল বসিতে আসন। প্রেমেতে পূজিয়া হল আনন্দ মগন॥
কন্দ ফুল ফল আনি সুন্দর অঙ্কুর। দিল প্রভু আগে যেন সুধা রসপুর॥
সেবক সহিত রাম জানকী লক্ষ্মণ। তৃপ্তি সহ ফল মূল করিল ভোজন॥
শ্রম দূর হল রাম আনন্দিত মন। ভরদ্বাজ মৃদু মন্দ কহিল বচন॥
সফল হইল আজি তীর্থবাস ত্যাগ। সিদ্ধ হ'ল জপ যোগ সহিত বিরাগ॥
সফল সকল শুভ যতেক সাধন। শ্রীরাম তোমারে আজি করি দরশন॥
লাভ সীমা, সুখসীমা অন্য নাহি রাম। তোমার দর্শনে পূর্ণ সব মনস্কাম॥
এবে কৃপা করি প্রভু এই বর দেহ। চরণ কমলে লভি সহজ সনেহ॥

দোঃ—করম বচনে, ছল হীন মনে, তাবৎ স্বপনে, সুখ নাহি মনে,
না হলে তোমার জন। কোটি যত্নে সযতন॥ ১০৭

চৌঃ—মুনির বচন শুনি রাম সঙ্কুচিত। ভাব ভক্তি আনন্দেতে মন উদ্বেলিত॥
তবে রঘুবর মুনি সুযশ সুন্দর। কোটিভাবে শুনাইল সবে বহুতর॥
গুণ গণ গৃহ সেই, সেই অতি বড়। মুনীশ্বর তুমি যাঁরে কর সমাদর॥
তবে মুনি রঘুবর নমে পরস্পর। অনুভবে সুখ দোঁহে বাক্য অগোচর॥
সংবাদ পাইল যবে প্রয়াগ নিবাসী। বহু সিদ্ধ মুনি ধায় তাপস উদাসী॥
আইল সকলে ভরদ্বাজ তপোবনে। দর্শন করিতে দশরথের নন্দনে॥
শ্রীরাম প্রণাম করে সব মুনিগণে। সার্থক লোচন ভেবে আনন্দিত মনে॥
পরম আনন্দ পেয়ে আশিস করিল। সৌন্দর্য্য প্রশংসি সবে আশ্রমে ফিরিল॥

দোঃ—নিশিতে বিশ্রাম করি ত্রিবেণীতে প্রাতে রাম সমাপিয়া স্নান।
জানকী লক্ষ্মণ গুহ সহ নমি মুনিপদে করিল প্রস্থান॥ ১০৮

চৌঃ—সপ্রেমে শ্রীরাম কহে মুনি সন্নিধান। কহ নাথ কোন্ পথে করিব প্রস্থান॥
মনে মনে হেসে মুনি কহে রাম সনে। সুগম সকল পথ তোমার গমনে॥

রাম সঙ্গে যেতে মুনি ডাকে শিষ্যগণ। জনা পঞ্চাশেক আসে আনন্দিত মন ॥
শ্রীরাম চরণে প্রেম সবার অপার। সবে বলে পথ সব বিদিত আমার ॥
চারি বটু তবে মুনি রাম সঙ্গে দিল। বহুজন্ম ধরি যারা পুণ্য করেছিল ॥
প্রণাম করিতে মুনি আশিস করিল। আনন্দিত মনে তবে শ্রীরাম চলিল ॥
গ্রামের নিকটে যবে করিল গমন। দরশন লাগি ধায় নর নারীগণ ॥
পাইয়া জনম ফল হইল সনাথ। দুঃখিত হইয়া ফেরে, মন চলে সাথ ॥

দোঃ—বিদায় করিল করি সুবিনয়, গৃহে ফেরে হয়ে পূর্ণকাম।
যমুনা সরিতে সমাপিয়া স্নান, বর্ণ যার তনু সম শ্যাম ॥ ১০৯

চৌঃ—তীরবাসী নর নারী ধাইল শুনিয়া। নিজ নিজ গৃহ ত্যজি করম ভুলিয়া ॥
জানকী লক্ষ্মণ রাম সুষমা নেহারি। আপন ভাগ্যেরে সবে যায় বলিহারি ॥
লালসা প্রবল জাগে সবার মনেতে। নাম ধাম জিজ্ঞাসিতে, নারে সঙ্কোচেতে॥
সবামাঝে বয়োবৃদ্ধা বুদ্ধিমতী ছিল। যুক্তি করি করি মনে রামেরে চিনিল ॥
সকল কাহিনী কহি সবে শুনাইল। পিতৃআজ্ঞা পেয়ে রাম কাননে চলিল॥
শুনিয়া সকলে হল বিষম দুঃখিত। বলে রাজা রাণী নাহি কৈলা সমুচিত ॥
তাপস আগত এক সেই অবসর। অলপ বয়স তেজোপুঞ্জ কলেবর ॥
কবি নাহি জানে গতি বেশেতে বৈরাগী। কায়মনোবাক্যে রামপদে অনুরাগী ॥

দোঃ—সজল নয়ন, পুলকিত তনু নিজ ইষ্টদেব জানি মনে।
ধরণী উপরে, পড়ে দণ্ড সম, দশা কবি বর্ণিবে কেমনে ॥ ১১০

চৌঃ—পুলকিত রাম, প্রেমে বক্ষে ধরি নিল। অতি নিঃস্ব যেন স্পর্শ রতন লভিল ॥
মনে হয় যেন প্রেমপরমার্থ দ্বয়। মিলিল মূরতি ধরি সর্ব্বজনে কয় ॥
পুনরায় লক্ষ্মণের পায়েতে পড়িল। অনুরাগ ভরে তারে বক্ষে তুলে নিল॥
সীতা পদধূলি পুনঃ মস্তকে লইল। জননী সন্তান জানি আশিস করিল ॥
নিষাদ তাহারে তবে দণ্ডবত কৈল। রাম ভক্ত জানি তাহে আলিঙ্গন দিল ॥
নেত্রপুটে রূপামৃত সুখে করে পান। ক্ষুধিত পাইল যেন সুঅশন দান ॥
কহ সখি পিতামাতা ইহার কেমন। বনে পাঠাইল যারা বালক এমন ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা রূপ নিরখিয়া। নর নারী সবে রৈল স্তম্ভিত হইয়া ॥

দোঃ—অনেক প্রকারে তবে রঘুবীর সবে শিক্ষা দিল।
রাম আজ্ঞা শিরে ধরি সবে গৃহে গমন করিল ॥ ১১১

চৌঃ—শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা পুনঃ কর জোড়ে। যমুনা নদীরে করে নতি ভক্তি ভরে ॥
জানকী সহিত চলে সুখে দুই ভাই। রবি তনয়ার পথে করিয়া বড়াই ॥
পথে যেতে যেতে বহু পথিক মিলিল। দুই ভাই দেখি প্রেমে কহিতে লাগিল॥
রাজ সুলক্ষণ যুত তোমা অঙ্গ হেরে। বিষম সন্তাপ হয় মোদের অন্তরে ॥
পথেতে চলেছ সবে বিনা পদত্রাণ। জ্যোতিষ গণনা মিথ্যা হল মোর জ্ঞান ॥
মারগ অগম গিরি বন অতি ভারী। তোমাদের সঙ্গে পুনঃ নারী সুকুমারী ॥

কুঞ্জর কেশরী বনে চলা নাহি যায়। আমরা সঙ্গেতে যাই যদি আজ্ঞা হয় ॥
তোমরা যাইবে যথা তথা পৌছাইয়া। ফিরিয়া আসিব মোরা শির নোয়াইয়া ॥
দোঃ—হেনরূপে পুছে প্রেমবশ, গাত্র পুলকিত, সজল নয়ন।
কৃপাসিন্ধু ফিরাইল, সবে কহি সবিনয়ে, মধুর বচন ॥ ১১২
চৌঃ—পুরে গ্রামে যথা রাম পথেতে নিবসে। নাগলোক সুরলোকে তাহারে প্রশংসে ॥
কোন্ পুণ্যবান গ্রাম বসাল কখন। পরম সুন্দর ধন্য পুণ্যের ভাজন ॥
যথা যথা চলে যায় রামের চরণ। ইন্দ্রপুরী কভু নহে তাহার মতন ॥
পুণ্য পুঞ্জ পথিপার্শ্বে যারা করে বাস। সুরপুরবাসী করে সাবাস সাবাস ॥
যাহারা নয়ন ভরি বিলোকিল রামে। জানকী লক্ষ্মণ সহ নবঘন শ্যামে ॥
নদী সরোবরে যথা রাম করে স্নান। জাহ্নবী মানস সর তারে দেয় মান ॥
যে যে তরুতলে প্রভু বৈসে পথ পাশে। কল্পতরু তার মহা মহিমা প্রকাশে ॥
শ্রীরাম চরণ রেণু করি পরশন। ভূরি ভাগ্য ধরাতল গণয় আপন ॥
দোঃ—ছায়া দান করে ঘন, দেবগণ হর্ষে করে পুষ্প বরিষণ।
দেখি গিরি খগ মৃগ বনপথে রাম করে সুখে বিচরণ ॥ ১১৩
চৌঃ—শ্রীরাম জানকী আর লক্ষ্মণ সহিত। গ্রামের নিকটে যবে হ'ল উপনীত ॥
শুনিয়া সকল বাল বৃদ্ধ নর নারী। ত্বরিত চলিল সব গৃহ কর্ম্ম ছাড়ি ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা রূপ নেহারিয়া। আনন্দিত হল নেত্র সফল জানিয়া ॥
দুনয়নে বারি ধারা পুলক শরীর। প্রেমেতে মগন সবে দেখি দুই বীর ॥
তাহাদের দশা কেবা করিবে বর্ণন। দরিদ্র লভিল যেন পরশ রতন ॥
উপদেশ দেয় অন্যজনে একজন। নয়ন সার্থক কর এই শুভক্ষণ ॥
শ্রীরামে দেখিয়া এক অতি অনুরাগে। দেখিতে দেখিতে সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগে ॥
নয়ন পথেতে ছবি এক হৃদে আনি। হইল শিথিল অঙ্গ কায়মনো বাণী ॥
দোঃ—এক দেখি বটছায়া ভাল, পাতি সযতনে মৃদু তৃণ পাত।
কহে ক্ষণকাল কর শ্রম দূর, যাবে আজ অথবা প্রভাত ॥ ১১৪
চৌঃ—কলসী ভরিয়া বারি আনি অন্যজনে। কহে আচমন কর, মধুর বচনে ॥
মধুর বচন শুনি দেখি অতি প্রীতি। পরম কৃপালু, স্নিগ্ধ ব্যবহার অতি ॥
শ্রমিত জানিয়া প্রভু অন্তরে সীতায়। ক্ষণেক বিলম্ব কৈলা বটের ছায়ায় ॥
আনন্দিত নর নারী দেখি মুখ শোভা। অনুপম রূপ রাশি নেত্র মন লোভা ॥
চারিভিতে শোভা করি বসি নির্নিমেষে। রাম চন্দ্রে হেরে যথা চকোর নিশেশে ॥
তরুণ তমাল জিনি দেহের বরণ। দেখিয়া মদন কোটি বিমোহিত মন ॥
বিজলী বরণ শোভে সুন্দর লক্ষ্মণ। আপাদমস্তক অতি মন বিমোহন ॥
মুনিপট দৃঢ় বদ্ধ কটিতে তূণীর। কর কমলেতে শোভে শরাসন তীর ॥
দোঃ—জটার মুকুট শিরে মনোহর, বক্ষ বাহু, নয়ন বিশাল।
শারদ পূর্ণিমা বিধু মুখে শোভে ঘন ঘন স্বেদ কণাজাল ॥ ১১৫

চৌঃ—মনোহর জুড়ি কার বর্ণিতে শকতি। সুষমা অমিত আমি অল্প মতি অতি ॥
সীতারাম রূপ রাশি সহিত লক্ষ্মণ। নিরখয়ে সবে দিয়ে বুদ্ধি চিত্ত মন ॥
নারী নর সব প্রেম পিয়াসে চকিত। মৃগ মৃগী যথা হেরি দীপ প্রজ্বলিত ॥
সীতার নিকটে যায় গ্রাম্য নারীযত। অতি স্নেহে জিজ্ঞাসিতে সঙ্কুচিত চিত ॥
বার বার প্রণময় সীতার চরণে। সরল মধুর কহে সুন্দর বচনে ॥
বিনয়ের বশে শোন রাজার নন্দিনী। স্ত্রী স্বভাবে কিছু নিবেদিতে ভয় গণি ॥
স্বামিনি মোদের ক্ষমা কর অবিনয়। গ্রাম্যবালা যেন আন না আনো হৃদয় ॥
স্বভাব সুন্দর দুই রাজ পুত্র হতে। লভিল বুঝি বা দ্যুতি স্বর্ণ মরকতে ॥
দোঃ—শ্যামল সুগৌর, কিশোর সুন্দর, শরত চন্দ্রমা মুখ মাধুরিমা।
সুষমা অয়ন যেন। নয়ন কমল হেন ॥ ১১৬
চৌঃ—কোটি মনোভব রূপে লজ্জা পায় যার। কহহ সুন্দরি তব কি হয় কুমার ॥
শুনি স্নেহময় মৃদু বাক্য মনোহর। সঙ্কোচে হাসিছে মৃদু সীতার অন্তর ॥
রাম পানে চেয়ে অবনীর পানে চায়। সরমে সঙ্কোচে রাম সীতা দুজনায় ॥
সঙ্কোচে সপ্রেমে বাল কুরঙ্গ নয়নী। কোকিল কণ্ঠেতে সীতা কহে মিষ্ট বাণী ॥
সরল স্বভাব গৌর বরণ সুন্দর। লক্ষ্মণ উহার নাম, আমার দেবর ॥
পুনঃ চাঁদমুখ সীতা ঢাকিয়া বসনে। প্রিয় পতি পানে চায় তেরছ নয়নে ॥
খঞ্জন নয়নে মঞ্জু তেরছ চাহিয়া। সঙ্কেতে আপন স্বামী দিল জানাইয়া ॥
আনন্দিত হল সব গ্রাম্য বধূগণ। দরিদ্র লুটিল যেন রাশীকৃত ধন ॥
দোঃ—সীতার চরণে প্রেম ভরে নমি, আশীর্ব্বাদ করে।
স্বামীসোহাগিনী রহ যত দিন ধরা অহি পরে ॥ ১১৭
চৌঃ—পারবতি সম হও পতি সোহাগিনী। স্নেহ না ছাড়িবে দেবি মোরা অভাগিনী ॥
পুনঃ পুনঃ সবিনয়ে কহে জুড়ি কর। এই পথে যাও যদি অযোধ্যা নগর ॥
দরশন দিও সবে জানি নিজ দাসী। সীতা নিরখিল সবে প্রেমের পিয়াসী ॥
মধুরবচন কহি সবে পরিতোষে। চন্দ্রমা কিরণ যথা কুমুদিনী পোষে ॥
তখন লক্ষ্মণ রাম অভিপ্রায় জানি। পথ জিজ্ঞাসয় কহি সুমধুর বাণী ॥
শুনি নারীনর অতি হইল দুঃখিত। অশ্রুসিক্ত বিলোচন অঙ্গ পুলকিত ॥
আনন্দ মিটিল মুখ মলিন হইল। নিধি দিয়ে বিধি যেন পুনঃ হরি নিল ॥
কর্ম্মগতি সমুঝিয়া ধৈরয ধরিল। শোধিয়া সুগম পথ তাহারে কহিল ॥
দোঃ—লক্ষ্মণ জানকী সহ চলে রঘুনাথ। মিষ্ট বাক্যে ফিরাইয়া, মন নিয়ে সাথ ॥ ১১৮
চৌঃ—ফিরে নর নারী নিয়ে দুঃখ ভরা মন। মনে মনে বিধাতারে করয় ভর্ৎসন ॥
বিষাদ সহিত সবে কহে পরস্পর। বিধাতার কার্য্য বিপরীত নিরন্তর ॥
নিরঙ্কুশ বিধি অতি নিঠুর নিঃশঙ্ক। বিধানে সরুজ যার শশী সকলঙ্ক ॥
বৃক্ষ কৈল কল্পতরু, সাগর লবণ। সেই পাঠাইল রাজ কুমারে কানন ॥
হেন জনে বিধি যদি দিলা বনবাস। বৃথা সিরজিল ভোগ বিবিধ বিলাস ॥

এরা যদি পথে চলে বিনা পদ ত্রাণ। বৃথাই রচিল বিধি নানাবিধ যান ॥
শুইলে মহীতে এরা পাতি কুশ পাতা। সুন্দর বিছানা কেন রচিল বিধাতা ॥
তরু তলে বাস যদি ইহাদের দিল। শ্বেত সৌধ নিরমিয়া বৃথা শ্রম কৈল ॥

দোঃ—মুনিপট পরি, শিরে জটা ধরি, চলে যদি সুন্দর কুমার।
বিবিধ ভূষণ বস্ত্র মনোহর অতি ব্যর্থ সৃষ্টি বিধাতার ॥ ১১৯

চৌঃ—কন্দ মূল ফল এরা করিলে ভোজন। বৃথা রাজে জগ মাঝে অমিয় অশন ॥
সহজ, সুন্দর এরা কেহ বা কহিল। আপনি প্রকট হল বিধি না রচিল ॥
বেদ কহে যাহা কিছু বিধি নিরমিল। শ্রবণ নয়ন মন গোচর করিল ॥
চতুর্দ্দশ লোক দেখ করি অন্বেষণ। কোথা আছে হেন নারী পুরুষ এমন ॥
রূপ দেখি অনুবাগ হল বিধাতার। রচিতে চেষ্টিল কিছু স্থল উপমার ॥
করিল অনেক শ্রম, এক না পারিল। ঈর্ষ্যা বশে এসবারে বনে লুকাইল ॥
এক কহে বেশী কিছু আমি নাহি জানি। আপনারে মহা ধন্য ধন্য করে মানি ॥
আমার বিচারে পুনঃ পুণ্য পুঞ্জ তারা। দেখেছে, দেখিল পুনঃ দেখিবে যাহারা ॥

দোঃ—প্রিয় বাক্য কহি হেন, কহে শোক ভরে সবে লোচন সনীর।
কেমনে চলিবে সুদুর্গম পথে, অতিশয় কোমল শরীর ॥ ১২০

চৌঃ—সনেহ বিকল নারী স্বভাবে আপন। সন্ধ্যার সময় চক্র বাকীর মতন ॥
পাদ পদ্ম মৃদু, মার্গ সুকঠিন জানি। গদ গদ কণ্ঠে কহে সুমধুর বাণী ॥
পরশ করিতে মৃদু রক্তিম চরণ। সঙ্কুচিত হবে ধরা হেন লয় মন ॥
জগদীশ হেন জনে যদি বনে দিল। কুসুম বিছায়ে পথ কেন না রচিল ॥
বিধাতা করয় যদি প্রার্থনা পূরণ। নয়নের মাঝে সখি রাখি হেন জন ॥
নারী নর না পৌঁছিল হেন অবসর। সীতারাম না হইল নয়ন গোচর ॥
স্বরূপ শুনিয়া পুছে আকুল হইয়া। এতক্ষণে কতদূরে গিয়াছে চলিয়া ॥
সমর্থ ধাইয়া গিয়া আসিল দেখিয়া। আনন্দিত ফেরে জন্ম সফল করিয়া ॥

দোঃ—দুঃখ করে নারীগণ, অতি শিশু বৃদ্ধজন, তথাকার জনগণ, প্রেমে হল নিমগন,
হস্তে হস্তে ঘর্ষণ করিয়া। রাম গেল যে পথ ধরিয়া ॥ ১২১

চৌঃ—প্রতি গ্রামে গেল লোক আনন্দে ডুবিয়া। ভানুকুল কুমুদের চন্দ্র নেহারিয়া ॥
সমাচার কিছু কিছু যাহারা শুনিল। নৃপতি রাণীরে সবে দোষ আরোপিল ॥
এক কহে নরনাথ অতি ভাল কৈল। লোচন লাভের ফল মোসবারে দিল ॥
নর নারী সবে মিলি কহে পরস্পর। সরল সনেহ মাখা বচন সুন্দর ॥
জনক জননী ধন্য যারা জন্ম দিল। ধন্য সে নগর যথা হইতে আসিল ॥
ধন্য সেই দেশ গ্রাম পর্ব্বত কানন। ধন্য সেই স্থান যথা করে পদার্পণ ॥
বিধাতা পাইল সুখ রচিয়া তাহারে। সর্ব্ব ভাবে ভালবাসে যে জন ইহারে ॥
জানকী লক্ষ্মণ রাম কাহিনী শোভন। ছাইয়া রহিল সব মারগ কানন ॥

দোঃ—এই ভাবে রঘুকুল কমল ভাস্কর। সুখ দিয়া সবে যায় পথি পার্শ্বে ঘর ॥
চলে যায় পথবন দেখিতে দেখিতে। জনক নন্দিনী আর লক্ষ্মণ সহিতে ॥ ১২২

চৌঃ—আগে আগে চলে রাম, লছমন পাছে। তাপসের বেশে দোঁহে ভাল সাজিয়াছে॥
উভয়ের মধ্যে সীতা শোভিছে কেমন। জীব ব্রহ্ম মাঝে মায়া বিরাজে যেমন॥
পুনরায় কহি শোভা কিবা মনে হয়। বসন্ত কন্দর্প মাঝে রতি বিরাজয় ॥
উপমা বিচারি পুনঃ কহি মনে গণি। বুধ চন্দ্র মাঝে যেন বিরাজে রোহিনী॥
প্রভু পদ রেখা মাঝে ফেলিয়া চরণ। সন্তর্পণে সীতা পথে করিছে গমন ॥
সীতা রাম পদরেখা সযত্নে এড়ায়ে। লক্ষ্মণ ফেলিছে পদ ডা'নে আর বায়ে॥
সীতারাম লক্ষণের পিরীতি সুন্দর। কেমনে বর্ণিবে তাহা বাক্য অগোচর ॥
রূপ দেখি খগ মৃগ হইল মগন। চিত্ত চুরি করি রাম করিছে গমন ॥

দোঃ—সীতা সহ দুই ভাই প্রিয় পথিকেরে যেবা দরশন করে।
অগম সংসার সিন্ধু তারা সবে আনন্দেতে অনায়াসে তরে ॥ ১২৩

চৌঃ—যেবা দরশন পায় আজিও স্বপনে। সীতারাম সহ প্রিয় পথিক লক্ষ্মণে ॥
রামধাম পথ পাবে নিশ্চয় সেজন। কোনো মুনি যেই পথ লভে কদাচন॥
রঘুবর পথ শ্রান্তা দেখিয়া জানকী। নিকটে শীতল জল বটতরু লখি॥
তথা বসি কন্দ ফুল ফল সবে খায়। প্রাতঃ স্নান করি পুনঃ চলে রঘুরায় ॥

বাল্মীকি সম্মিলন।

চৌঃ—বন, সর শৈল দেখি দেখি মনোহর। বাল্মীকি আশ্রমে উপনীত রঘুবর॥
শ্রীরাম দেখিল তপোবন মনোহর। পাবন সলিল গিরি কানন সুন্দর॥
সরোবরে পদ্ম, বনে বৃক্ষে শোভে ফুল। রস ভুলি গুঞ্জরিছে মঞ্জু অলিকুল॥
খগ মৃগ নানাবিধ করিছে নিঃস্বন। বৈর ভুলি আনন্দেতে করে বিচরণ॥

দোঃ—সুন্দর পাবন, হেরি তপোবন, রাম আগমন, করিয়া শ্রবণ
কমলাখি প্রীত অতি। চলে ঋষি শীঘ্রগতি ॥ ১২৪

চৌঃ—মুনিপদে রামচন্দ্র দণ্ডবত কৈলা। বিপ্রবর রঘুনাথে আশীর্ব্বাদ দিলা॥
নয়ন জুড়ানো রাম রূপ নেহারিয়া। আশ্রমে আনিল মুনি সম্মান করিয়া॥
প্রাণ প্রিয় অভ্যাগত পেয়ে মুনিবর। বসিতে আসন দিল শোভন সুন্দর॥
মিষ্ট কন্দ ফল মূল মুনি আনাইল। সৌমিত্রী জানকী রাম ভোজন করিল॥
বাল্মীকি হৃদয়ে হল সুখোদয় অতি। দেখিয়া মঙ্গলময় রামের মূরতি॥
তবে রঘুরায় কর কমল জুড়িল। কর্ণ সুখকর বাক্য কহিতে লাগিল॥
ত্রিকাল দরশী তুমি হও মুনিনাথ। ভুবন বদরী সম আছে তব হাত॥
এতকহি সব কথা বিস্তারি কহিল। কৈকেয়ী যেমন করে বনবাস দিল॥

দোঃ—সন্তোষিতে জননীরে পিতৃ বাক্য তরে। রাজ্য দিয়ে প্রাণ সম ভাই ভরতেরে॥
কাননে করিনু তব দরশন লাভ। সকল জানিনু মোর পুণ্যের প্রভাব ॥ ১২৫

চৌঃ—মুনিরায় তবপদ করি দরশন। সকল সুকৃতি মম সফল এখন॥

এবে মুনিনাথ তব যাহা আজ্ঞা হয়। উদ্বেগ তাপসগণ যাহে না লভয় ॥
যাহা হতে মুনি তাপসেতে দুঃখ পায়। নরেশ পাবক বিনা স্বতঃ জ্বলে যায় ॥
সব মঙ্গলের মূল বিপ্র পরিতোষ। কোটি কুল দগ্ধ করে মহীসুর রোষ ॥
এতেক বিচারি হৃদে কহ সেই স্থান। সৌমিত্রী জানকী সহ করিয়া প্রয়াণ ॥
পরম সুন্দর পর্ণশালা বিরচিব। মুনিবর তথা কিছুকাল নিবসিব ॥
সহজ সুন্দর শুনি রঘুবর বাণী। সাধু সাধু হরষিত বলে মুনি জ্ঞানী ॥
কেননা কহিবে হেন রঘুকুলকেতু। সতত পালন তুমি কর শ্রুতি সেতু ॥
ছ—শ্রুতি সেতু পাল তুমি রামজগদীশ। তব ইচ্ছা ক্রমে তব মায়া কৃপাধীশ ॥
সতত করিছে স্থিতি উদ্ভব সংহার। সেই মায়া ছায়া সম জানকী তোমার ॥
সহস্র মস্তক মহী যেকরে ধারণ। চরাচর নাথ প্রভু সেইত লক্ষ্মণ ॥
নৃপতির বেশ ধরি দেব কার্য্য ছলে। দলিতে চলেছ দুষ্ট নিশাচর দলে ॥
সোঃ—রঘুনাথ বাক্যাতীত স্বরূপ তোমার। বুদ্ধি পরপারে স্থিত অকথ অপার ॥
জানিতে অক্ষম বেদ কহে বার বার। ইহা নহে ইহা নহে স্বরূপ তোমার ॥১২৬
চৌঃ—সংসার প্রপঞ্চ দৃশ্য, তুমি দ্রষ্টা তার। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নাচে নির্দ্দেশে তোমার ॥
তারা ও তোমার মর্ম্ম জানিতে না পারে। অপরের সাধ্য কিবা জানিতে তোমারে ॥
যাহারে জানাও তুমি সে জানিতে পায়। তোমারে জানিলে জীব তুমি হয়ে যায় ॥
তোমার কৃপায় ভক্ত হে রঘুনন্দন। জানিছে তোমায় ভক্ত হৃদয় চন্দন ॥
চিদানন্দময় প্রভু বিগ্রহ তোমার। জানে অধিকারী তুমি রহিত বিকার ॥
সন্ত সুর কাজে তুমি নর তনু ধর। প্রাকৃত নৃপতি সম সব কহ, কর ॥
দেখিয়া শুনিয়া রাম চরিত তোমার। জড় হয় মোহাবিষ্ট জ্ঞানী সুখী আর ॥
কহ, কর যাহা তুমি সব ঠিক কর। তেমন চরিত চাই যেই রূপ ধর ॥
দোঃ—জিজ্ঞাসিলে মোরে তুমি রহিবে কোথায়। সঙ্কুচিত পুনঃ প্রশ্ন করিতে তোমায় ॥
কহহ সে স্থান রাম যথা তুমি নাই। তবে দেখাইব আমি রহিবার ঠাঁই ॥১২৭
চৌঃ—মুনির বচন শুনি সিক্ত প্রেমরসে। সঙ্কুচিত রাম মনে মনে মৃদু হাসে ॥
মুনীশ বাল্মীকি কহে তখন হাসিয়া। মধুর বচন সুধারসে ডুবাইয়া ॥
শুন রাম এবে তব কহি নিকেতন। যথা বাস কর লয়ে জানকী লক্ষ্মণ ॥
সমুদ্র সমান রাম শ্রবণ যাহার। নানা নদী সম বাক্য অমৃত তোমার ॥
নিরন্তর পশে কর্ণে না হয় পূরণ। তাহার হৃদয় তব শ্রেষ্ঠ নিকেতন ॥
চাতক সমান যেবা নেত্র করে রাখে। জলধর দরশন অভিলাষে থাকে ॥
সাগর সরিত সব করি অনাদর। রূপ বিন্দু জলে হয় প্রফুল্ল অন্তর ॥
রঘুনাথ হৃদে তার তোমার সদন। সুখদাতা বস লয়ে জানকী লক্ষ্মণ ॥
দোঃ—শুভ সুবিমল যশ মানসে তোমার। হংসিনী সমান হয় রসনা যাহার ॥
গুণগণ মুক্তাফল পরম অশন। তাহার হৃদয়ে বাস কর অনুক্ষণ ॥ ১২৮

চৌঃ—প্রসাদের তব শুচি সুবাস সুন্দর। নাসা যার সদা লয় করি সমাদর॥
তোমারে নিবেদি অন্ন করয় গ্রহণ। প্রসাদী ভূষণ বস্ত্র করয়ে ধারণ॥
সুর গুরু দ্বিজ দেখি শির নত করে। পরম বিনয় সহ অতি সমাদরে॥
নিতি নিতি করে তব চরণ অর্চ্চন। রামের ভরসা হৃদে, ছাড়ি সর্ব্বজন॥
রামতীর্থে চলে যায় যাহার চরণ। তার মন মাঝে রাম কর নিকেতন॥
নিত্য জপে মন্ত্র রাজ শ্রীনাম তোমার। তোমার অর্চ্চনা করে সহ পরিবার॥
নানাবিধ হোম আর করে যে তর্পণ। ভোজন করায়ে দ্বিজে দেয় বহুধন॥
তোমার অধিক করে গুরুকে যে জানে। সর্ব্ব ভাবে সেবা করে অতীব সম্মানে॥

দোঃ—একমাত্র ফল সব করমের চায়। রামের চরণে যাহে শুদ্ধারতি পায়॥
হৃদয় মন্দিরে তার রহ অনুক্ষণ। সীতার সহিত দোঁহে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ ১২৯

চৌঃ—কাম ক্রোধ মদ মোহ অভিমান আর। লোভ ক্ষোভ রাগ দ্বেষ নাহি চিত্তে যার॥
কপটতা দম্ভ মায়া বিহীন অন্তর। তাহার হৃদয়ে বাস কর রঘুবর॥
সর্ব্বপ্রিয় সর্ব্ব হিতকারী যেই জন। নিন্দায় স্তুতিতে সুখে দুঃখে সম মন॥
সত্য, প্রিয় কহে বাক্য করিয়া বিচার। নিদ্রাজাগরণে তুমি শরণ যাহার॥
তোমা ছাড়া অন্য গতি নাহিক যাহার। শ্রীরাম বসতি কর হৃদয়ে তাহার॥
জননী সমান যেই জানে পরনারী। পরের সম্পত্তি মানে বিষ হতে ভারী॥
পরের উন্নতি দেখে হয় হরষিত। পরের বিপদে হয় বিশেষ দুঃখিত॥
জীবন সমান প্রিয় শ্রীরাম যাহার। তাহার হৃদয়ে শুভ সদন তোমার॥

দোঃ—তুমি সখা তুমি পিতা তুমি মাতা আর। তুমি স্বামী তুমি গুরু সর্ব্বস্ব যাহার।
হৃদয় মন্দিরে তার থাক অনুক্ষণ। জানকী সহিত তাত ভাই দুই জন॥ ১৩০

চৌঃ—অবগুণ ত্যজি গুণ ধরে সবাকার। বিপ্র ধেনু লাগি সহে সঙ্কট অপার॥
নীতিতে চতুর যার জগতে সম্মান। তাহার হৃদয় তব দিব্য বাসস্থান॥
নিজ দোষ জানে বোঝে তব গুণ আর। সকল রকমে তুমি ভরসা যাহার॥
রামের ভকত প্রিয় লাগে যার মনে। তাহার হৃদয়ে থাক বৈদেহীর সনে॥
জাতি কুল ধন আর ধর্ম্ম অভিমান। প্রিয় পরিবার সুখদায়ী বাসস্থান॥
সব ত্যজি তোমারেই থাকে হৃদে লয়ে। রঘু রায় বাস কর তাহার হৃদয়ে॥
স্বরগ নরক মুক্তি মানে যে সমান। সর্ব্বত্র নেহারে ধনুর্বাণ ধারী রাম॥
কায়মনোবাক্যে শিষ্য যে হয় তোমার। তাহার হৃদয়ে রাম করহ আগার॥

দোঃ—কভু কিছু নাহি চাহে, করে স্বতঃ স্নেহ। সদা বাস কর তথা, সেই তব গেহ॥ ১৩১

চৌঃ—এ প্রকারে মুনিবর দেখাল ভবন। সপ্রেম বচনে রাম হরষিত মন॥
মুনি কহে শুন ভানু কুলের নায়ক। কহিব আশ্রম এবে সুখ প্রদায়ক॥
চিত্রকূট গিরিবরে গিয়ে বাস কর। তথা সব ভাবে তব সুযোগ সুন্দর॥
সুন্দর ভূধর আর শোভন কানন। করী সিংহ মৃগ পক্ষী করে বিচরণ॥
সরিত পবিত্র আছে পুরাণে বর্ণন। অতি প্রিয়া তপোবনে কৈল আনয়ন॥

জাহ্নবীর ধারা নাম ধরে মন্দাকিনী। পাপ পুঞ্জ শিশুগণ নাশিনী ডাকিনী॥
অত্রি আদি মুনিগণ নিবসে তথায়। যোগ জপ তপে সদা কর্ষে নিজ কায়॥
সকলের শ্রম গিয়া সফল করহ। পদার্পণে গিরিবরে গৌরব অর্পহ॥

চিত্রকূটে রাম

দোঃ—মহামুনি চিত্রকূট মহিমা অমিত। গাহিলে, দুভাই চলে সীতার সহিত॥
চিত্রকূট পাদবাহী মন্দাকিনী জলে। স্নান করি মহা. সুখী হইল সকলে॥ ১৩২

চৌঃ—রঘুবীর কহে স্থান অতীব শোভন। লক্ষ্মণ বসতি স্থল কর নির্ব্বাচন॥
চলিছে উত্তরে নদী দেখিল লক্ষ্মণ। ধনুর আকারে গিরি করিয়া বেষ্টন॥
নদী যার গুণ, সম দম দান, শর। কলির কলুষ রাশি বধ্য বহুতর॥
অচল কিরাত বেশ চিত্রকূট ধরে। লক্ষ্যভ্রষ্ট নাহি হয় মারে এক শরে॥
এত কহি স্থান দিল দেখায়ে লক্ষ্মণ। স্থল দেখি রঘুপতি হরষিত মন॥
দেবগণ জানে স্থান রামের ঈপ্সিত। সুরপতি অগ্রে করি চলিল ত্বরিত॥
কিরাত কোলের বেশ ধরিয়া আসিল। তৃণ পত্রে মনোহর কুটির রচিল॥
মঞ্জু দুই পর্ণশালা না হয় বর্ণন। এক ছোট এক বড় সুন্দর শোভন॥

দোঃ—পর্ণ নিকেতনে, প্রভু সীতা সনে, মুনি বেশ ধরি, রতি সঙ্গে করি
বিরাজিত সহিত লক্ষ্মণ। শোভে যেন বসন্ত মদন॥ ১৩৩

চৌঃ—অমর কিন্নর নাগ দিক্‌পালগণ। চিত্রকূটে উপস্থিত হইল তখন॥
শ্রীরাম প্রণাম কৈল সবার চরণ। তুষ্ট দেবগণ জানি সার্থক নয়ন॥
পুষ্প বৃষ্টি করি কহে দেবের সমাজ। হে নাথ সনাথ সবে হইলাম আজ॥
বিনয় করিয়া দুঃখ দুঃসহ কহিল। হরষিত নিজ নিজ ধামেতে চলিল॥
চিত্রকূট শৈলে রঘুনন্দন আগত। সমাচার শুনি আসে মুনিগণ যত॥
আনন্দিত মুনিগণ দেখি সমাগত। রঘুকুলচন্দ্র করে সবে দণ্ডবত॥
মুনিগণ রঘুনাথে আলিঙ্গন দিল। সফল করিতে বাক্য আশিস করিল॥
শ্রীরাম সৌমিত্রী সীতা রূপ নেহারিয়া। সকল সাধন লয় সফল মানিয়া॥

দোঃ—যথাযোগ্য সম্মানিয়া প্রভু মুনীশ্বরবৃন্দে বিদায় করিল।
সচ্ছন্দে আশ্রমে নিজ জপ তপ যোগ যাগ সবে আরম্ভিল॥ ১৩৪

চৌঃ—সমাচার যবে কোল কিরাত পাইল। হর্ষে, যেন নবনিধি ঘরেতে মিলিল॥
কন্দমূল ফল সবে ভরি ভরি দোনা। চলিল দরিদ্র যেন লুটিবারে সোনা॥
তার মধ্যে যারা দুই ভ্রাতারে দেখিল। অপর পথিক তারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিল॥
কত ভাল রঘুবীর কহিয়া শুনিয়া। সকলে আসিল দুই ভ্রাতারে দেখিয়া॥
প্রণাম করিয়া ভেট ধরি দিয়ে আগে। প্রভুকে বিলোকে সবে অতি অনুরাগে॥
চিত্রার্পিত সম যথা তথা দাঁড়াইল। পুলকিত অঙ্গ, নেত্রে সলিল বহিল॥
সনেহ মগন রাম সব জনে জানি। প্রিয় বাক্য কহে সবাকারে সম্মানি॥
পুনঃ পুনঃ নিরখিয়া, প্রভু প্রণমিয়া। বিনয় বচন কহে দুহাত জুড়িয়া॥

দোঃ—এবে মোরা নাথ, হইনু সনাথ, মোদের ভাগ্যেতে, আইলা বনেতে,
নিরখিয়া প্রভু পায়। আপনি কোশল রায়॥ ১৩৫

চৌঃ—ধন্য পথ, ধন্য ভূমি, পর্ব্বত কানন। যথা যথা কৈলা প্রভু চরণ অর্পণ॥
জনম সফল হল বদন নেহারি। ধন্য পশু পক্ষী ধন্য কানন বিহারী॥
আমরা সকলে ধন্য সহ পরিবার। নয়ন ভরিয়া করি দর্শন তোমার॥
নিবাস করিলা ভালস্থান বিচারিয়া। সব ঋতু রবে হেথা আনন্দিত হিয়া॥
সব ভাবে মোরা তব চরণ সেবিব। সিংহ হস্তী অহি ব্যাঘ্র হ'তে বাঁচাইব॥
গহন অরণ্য খাঁদ পর্ব্বত কন্দর। প্রতিপদ সবাকার নয়ন গোচর॥
মৃগয়া করিবে প্রভু যেখানে যেখানে। নির্ঝর দেখাব সব মোরা সবস্থানে॥
আমরা সেবক তব স্বজন সহিতে। নাকর সঙ্কোচ প্রভু কভু আজ্ঞা দিতে॥

দোঃ—বেদ বাক্য, মুনি মন অগোচর করুণা অয়ন।
কিরাত বচন পিতা সম প্রভু করিছে শ্রবণ॥ ১৩৬

চৌঃ—প্রেম মাত্র অতি প্রিয় শ্রীরামের হয়। জেনে লও যার ইচ্ছা জানিতে নিশ্চয়॥
সব বনচরে রাম সন্তুষ্ট করিল। মধুর বচনে প্রেমে আপ্যায়িত কৈল॥
শ্রীরাম বিদায় দিলে চলে প্রণমিয়া। গৃহে আসে প্রভু গুণ কহিয়া শুনিয়া॥
এই রূপে সীতা সনে বনে দুই ভাই। বাস করে সুর মুনিগণ সুখদায়ী॥
রঘুনাথ যদবধি রহে কাননেতে। মঙ্গল দায়ক বন সেই দিন হতে॥
নানাবিধ ফুল ফল ধরে তরুগণ। লতার বিতান শোভে মঞ্জুল মোহন॥
স্বভাব সুন্দর সব সুর তরু মত। নন্দন কানন ত্যজি যেন সমাগত॥
অলিকুল সুমধুর করিছে গুঞ্জন। মৃদু মন্দ সুবাসিত বহিছে পবন॥

দোঃ—নীলকণ্ঠ কলকণ্ঠ চাতক চকোর। চক্রবাক শুক আদি বিহগ সুন্দর॥
নানা ভাবে ডাকে গায় শ্রবণ মধুর। শুনি মুগ্ধ হয় চিত্ত রস ভরপুর॥ ১৩৭

চৌঃ—কপি কোল করী আর কেশরী কুরঙ্গে। বৈর ভুলি বিচরণ করে এক সঙ্গে॥
আনন্দেতে মৃগ বৃন্দ চাহে ফিরি ফিরি। কাননে মৃগয়া রত রাম রূপ হেরি॥
অবনীতে স্বর্গ পুরে আছে যত বন। হিংসা করে সবে দেখি রামের কানন॥
ভাগীরথী সরস্বতী দিনকর কন্যা। মেকল দুহিতা আর গোদাবরী ধন্যা॥
সাগর সরিত নদ সরোবর যত। প্রশংসিতে মন্দাকিনী সকলে নিরত॥
উদায়স্ত গিরি আর ভূধর কৈলাস। মন্দর সুমেরু যথা সুর করে বাস॥
হিমাচল আদি শৈল যে আছে যেখানে। চিত্রকূট যশোরাশি সকলে বাখানে॥
আনন্দিত বিন্ধ্য সুখে উথলে অন্তর। অনায়াসে মিলিয়াছে মহত্ত্ব বিস্তর॥

দোঃ—চিত্রকূট পশু পক্ষী তরু তৃণ লতা। পুণ্য পুঞ্জ ধন্য সদা প্রশংসে দেবতা॥ ১৩৮

চৌঃ—চক্ষুষ্মান্ রাম চন্দ্র শ্রীমুখ দেখিয়া। নয়ন সফল মানে বীত শোক হৈয়া॥
পদ রজ পরশিয়া অচর হর্ষিত। মোক্ষ ধামে অধিকার হইল নিশ্চিত॥
স্বভাব সুন্দর সেই পর্ব্বত কানন। সুমঙ্গলময় অতি পাবন পাবন॥

মহিমা কহিব কোন্ প্রকারে তাহার। নিবাস করিল যথা আনন্দ পাথার॥
ক্ষীরোদ সাগর আর অযোধ্যা ত্যজিয়া। শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা রহিল আসিয়া॥
কহিতে পারে না সেই কানন সুষমা। সহস্র সহস্র মুখ দিতে নারে সীমা॥
কেমনে বলিব বল মহিমা তাহার। ডোবার কচ্ছপ পৃষ্ঠে লবে কি মন্দার॥
কায় মনোবাক্যে সেবা করিছে লক্ষ্মণ। ব্যবহার, স্নেহ তার না হয় বর্ণন॥
দোঃ—ক্ষণে ক্ষণে সীতারাম চরণ হেরিয়া। নিজের উপরে স্নেহ দোহার জানিয়া॥
স্বপনে ও লছমন না ভাবে অন্তরে। জনক জননী গৃহ ভ্রাতা সহোদরে॥ ১৩৯
চৌঃ—রাম সহ সীতাদেবী রহে ফুল্ল মন। হৃদয়ে না ভাবে কভু পুর পরিজন॥
ক্ষণে ক্ষণে প্রিয় চন্দ্র বদন নেহারি। প্রমুদিত সীতা যথা চকোর কুমারী॥
প্রভু স্নেহ নিত্য বাড়ে করি বিলোকন। দিনে চক্রবাকী সম হরষিত মন॥
সীতার হৃদয়ে রাম পদে অনুরাগে। সহস্র অযোধ্যা সম বন প্রিয় লাগে॥
পাতার কুটির প্রিয়, প্রিয়তম সঙ্গে। প্রিয় পরিবার মানে কুরঙ্গ বিহঙ্গে॥
মুনিপত্নী মুনিবর শাশুড়ী শ্বশুর। কন্দ মূল ফল খাদ্য সুধা রসপুর॥
কুশ মাদুরের শয্যা প্রাণ পতি সনে। পুষ্প শয্যা হতে ভাল লাগে শতগুণে॥
লোকপতি হয় যাঁর শুভ দৃষ্টি পাতে। বিষয় বিলাস তারে পারে কি ভুলাতে॥
দোঃ—রামের স্মরণে ভক্ত ত্যজে তৃণ সম। বিষয় বিলাস যত ভোগ আয়তন॥
রাম প্রিয়া সীতা যিনি জগত জননী। ত্যজিবে বিষয় ইথে বিস্ময় না গণি॥ ১৪০
চৌঃ—জানকী লক্ষ্মণ সুখী হয় যেই মত। যাহা বলে তাহা করে শ্রীরাম সতত॥
পুরাণের কথা রাম কহে বিবরিয়া। লক্ষ্মণ জানকী শোনে আনন্দিত হিয়া॥
অযোধ্যার কথা যবে করেন স্মরণ। অশ্রু পূর্ণ হয় তবে রামের লোচন॥
মাতা পিতা পরিজন ভ্রাতারে স্মরিয়া। ভরতের স্নেহ শীল সেবা বিচারিয়া॥
কৃপার সাগর প্রভু বিচলিত মন। অসময় জানি ধৈর্য্য করেন ধারণ॥
বিকল লক্ষ্মণ সীতা রাম দশা হেরে। কায়ার সহিত ছায়া যেন সদা ফেরে॥
প্রিয় বন্ধু ভাব দেখি কৌশল্যা নন্দন। ধীর প্রভু ঢালে ভক্ত হৃদয়ে চন্দন॥
পবিত্র কাহিনী কিছু লাগেন কহিতে। শুনিয়া লক্ষ্মণ সীতা সুখ লভে চিতে॥
দোঃ—পর্ণ শালে শোভে সীতা রাম বন্ধু সনে। বাসব জয়ন্ত শচী ত্রিদিবে যেমনে॥ ১৪১

দশরথের স্বর্গারোহন।

চৌঃ—সীতা, অনুজের প্রভু রক্ষিছে কেমন। পলক বাঁচায় নেত্র গোলক যেমন॥
লছমন সীতা রামে সেবিছে কেমন। অবিবেকী নর সেবে শরীর যেমন॥
এই ভাবে প্রভু বনে বাস করে সুখে। খগ মৃগ সুর মুনিগণ হিত দেখে॥
কহিনু রামের বন গমন সুন্দর। শোন মন্ত্রী যথা আসে অযোধ্যা নগর॥
প্রভুকে পেঁছায়ে ফিরি নিষাদ আসিল। সচিব সহিত আসি রথ নিরখিল॥
সচিবে বিকল দেখি দুঃখিত নিষাদ। কার সাধ্য বর্ণিবারে সে ঘোর বিষাদ॥
রাম রাম সীতা রাম লক্ষ্মণ ফুকারি। ভূমিতলে লোটাইল বেয়াকুল, ভারী॥

দক্ষিণ দিকেতে চেয়ে কাঁদে অশ্বগণ। পক্ষহীন পক্ষীগণ ব্যাকুল যেমন॥
দোঃ—তৃণজল নাহি ছোয় নয়নেতে বারি। ব্যাকুল নিষাদ রাম তুরঙ্গ নেহারি॥ ১৪২
চৌঃ—ধৈরয ধরিয়া তবে কহিল নিষাদ। পরিত্যাগ কর এবে সচিব বিষাদ॥
পরম পণ্ডিত তুমি পরমার্থ জ্ঞাতা। ধৈর্য্য ধর জানি বাম মোদেরে বিধাতা॥
বিবিধ কাহিনী কহি কহি মৃদু বাণী। জোড় করে রথোপরে বসাইল আনি॥
শোকেতে শিথিল রথ হাঁকিতে না পারে। রামের বিরহ দুঃখে হৃদয় বিদরে॥
লম্ফ ঝম্ফ করে অশ্ব নাহি চলে পথে। মনে হয় বন্য পশু জুড়িয়াছে রথে॥
দাঁড়ায় হোঁচট খেয়ে, ফিরে ফিরে চায়। রামের বিরহে যেন প্রাণ ফেটে যায়॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা কৈলে উচ্চারণ। প্রেমে হ্রেষা রবে তারে করে দরশন॥
অশ্বের বিরহ গতি কহিব কেমনে। ভুজঙ্গ বিকল যথা মণির বিহনে॥
দোঃ—সচিব তুরঙ্গে হেরি নিষাদ দুঃখিত। চারি সুসেবক দিল সারথী সহিত॥ ১৪৩
চৌঃ—সারথী পৌছায়ে গুহ করে আগমন। বিরহ বিষাদ কভু না হয় বর্ণন॥
রথ লয়ে অযোধ্যাতে নিষাদ চলিল। ক্ষণে ক্ষণে বিষাদের সাগরে ডুবিল॥
সুমন্ত্র বিকল শোকে দুঃখে অতি দীন। ধিক্ ধিক্ প্রাণ মোর শ্রীরাম বিহীন॥
রহিবেনা অন্তে এই অধম শরীর। ম'রে যশ লভিলনা ছাড়ি রঘুবীর॥
লয়ে অপযশ পাপ ভাজন পরাণ। কোন্ হেতু দেহ ছেড়ে না কর প্রয়াণ॥
সুযোগ হারানু মুই ওরে মন্দ মন। দুখণ্ড এখনো মোর না হল জীবন॥
হস্ত মলে, কাঁদে শিরে করাঘাত করে। বণিক হারায়ে মূল গৃহে যেন ফেরে॥
বীর খ্যাতি নিয়ে বীর করি আস্ফালন। মহাযোদ্ধা যায় যেন ছাড়ি রণাঙ্গন॥
দোঃ—সাধু বিপ্র বেদবিৎ সুবিবেকী সজ্জন ব্রাহ্মণ।
ভুলে মদ খেয়ে কাঁদে যথা, কাঁদে সচিব তেমন॥ ১৪৪
চৌঃ—কুলীন অঙ্গনা যথা সাধ্বী বুদ্ধিমতী। কায়মনোবাক্যে সেবি দেবজ্ঞানে পতি॥
কর্ম্মবশে কাঁদে রহি পরিহরি পতি। তেমন দারুণ দুঃখ সচিবের অতি॥
অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্র ক্ষীণ দৃষ্টি অতি। শ্রবণে না শোনে কিছু ভ্রমাচ্ছন্ন মতি॥
বিশুষ্ক অধর মুখে হাঁপায় সঘন। অবধি কবাট হৃদে, না যায় জীবন॥
বিবর্ণ হইল দেহ দেখা নাহি যায়। মনে হয় পিতা কিম্বা বধেছে মাতায়॥
হানি পরিতাপ অতি ব্যাপিল অন্তর। পাপী যথা কাঁদে দুঃখে যেতে যমঘর॥
বাক্য নাহি সরে মুখে হৃদয়ে বেদন। অযোধ্যায় গিয়া কিবা করি দরশন॥
রাম বিরহিত রথ যখন দেখিবে। মোর পানে তাকাইতে সবে সঙ্কোচিবে॥
দোঃ—নগরের নর নারী বিকল হইয়া। জিজ্ঞাসিবে মোরে যবে ধাইয়া আসিয়া॥
তখন সকলে আমি উত্তর কি দিব। কুলিশ কঠিন হিয়া কেমনে করিব॥ ১৪৫
চৌঃ—দীন দুঃখী সম যবে জিজ্ঞাসিবে মাতা। উত্তর করিব কিবা তাদেরে বিধাতা॥
লক্ষ্মণ জননী যবে সুধাবে আমারে। সুখের সংবাদ কোন্ কহিব তাঁহারে॥
রামের জননী যবে আসিবে ধাইয়া। সুরভি ব্যাকুল যথা বৎস সোঙরিয়া॥

জিজ্ঞাসিবে মোরে যবে কহিব কি তারে। বনে বিসর্জ্জিনু রাম লক্ষ্মণ সীতারে ॥
যেজন পুছিবে তারে সেইত কহিব। অযোধ্যা যাইয়া আমি এই যশ নিব ॥
রাজা জিজ্ঞাসিবে যবে হয়ে দুঃখী দীন। যাঁহার জীবন সদা রামের অধীন ॥
কোন্ মুখে হেন বাক্য কহিব তাঁহারে। কুশলে কাননে দিয়ে আসিনু কুমারে ॥
শুনিতেই সীতা রাম লক্ষ্মণ সন্দেশ। তৃণসম দেহত্যাগ করিবে নরেশ ॥

দোঃ—হিয়া নাহি ফাটে পঙ্ক যথা শুকাইলে প্রিয় নীর।
জানিনু বিধাতা দিল মোরে এই যাতনা শরীর ॥ ১৪৬

চৌঃ—হেনমতে পথে পথে বিলাপ করিয়া। তমসার তীরে রথে উত্তরিল গিয়া ॥
বিনয় করিয়া করে নিষাদে বিদায়। বিকল বিষাদ দুঃখে ফিরে পড়ি পায় ॥
সঙ্কুচিত মন্ত্রীবর পশিতে নগরে। বিপ্র গুরু গাভী যেন এল বধ করে ॥
বসিয়া বিটপীতলে দিন গোঁয়াইল। সন্ধ্যা সমাগত দেখি সুযোগ বুঝিল ॥
অযোধ্যায় প্রবেশিল ঘোর অন্ধকারে। গৃহে প্রবেশিল, রথ রাখিয়া দুয়ারে ॥
রথ আগমন বার্ত্তা যাহারা শুনিল। দেখিবারে রাজদ্বারে অমনি ছুটিল ॥
রথ চিনি অশ্বদ্বয় বিকল দেখিয়া। রৌদ্রে শিল সম দেহ পড়িল গলিয়া ॥
নগরের নারী নর বিকল কেমন। বারি শুকাইতে হেরি যথা মীনগণ ॥

দোঃ—মন্ত্রী আগমন, শুনিল যখন, নৃপতি ভবন, লাগিছে ভীষণ,
অন্তঃপুর আকুলিত। যেন প্রেত নিষেবিত ॥ ১৪৭

চৌঃ—আকুলি বিকুলি সব জিজ্ঞাসিছে রাণী। না আসে উত্তর যেন রুদ্ধ হল বাণী ॥
শ্রবণে না শোনে কিছু না দেখে নয়নে। কোথা নৃপ, কোথা নৃপ পুছে জনে জনে ॥
দাসীগণ সচীবেরে বিকল দেখিয়া। কৌশল্যার গৃহে তারে লইল চলিয়া ॥
যাইয়া সুমন্ত্র নৃপে দেখিল কেমন। অমিয় রহিত ম্লান চন্দ্রমা যেমন ॥
আসন শয়ন ছাড়ি, বিভূষণ হীন। লোটায় ধরণী তলে একান্ত মলিন ॥
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে শোক মগন তেমতি। স্বর্গভ্রষ্ট পড়ে যথা যযাতি নৃপতি ॥
বলে রাম রাম রাম শ্রীরাম সনেহি। পুনঃ কহে কোথা রাম লক্ষ্মণ বৈদেহী ॥
দীর্ঘশ্বাস নেয় ঘন ঘন ভরি ছাতি। পক্ষদগ্ধ হয়ে যেন পড়েছে সম্পাতি ॥

দোঃ—দেখিয়া সচিব, কহি জয় জীব, নৃপতি শুনিয়া, ব্যাকুল উঠিয়া,
নৃপে করে পরণাম। কহে মন্ত্রী কোথা রাম ॥ ১৪৮

চৌঃ—নৃপতি সুমন্ত্রে ধরি কোলেতে করিল। ডুবিতে ডুবিতে যেন আশ্রয় পাইল ॥
স্নেহের সহিত তারে নিকটে বসাল। অশ্রু পরিপূর্ণ নেত্রে জিজ্ঞাসে ভূপাল ॥
রামের কুশল বন্ধু করাও শ্রবণ। কোথা রঘুনাথ কোথা বৈদেহী লক্ষ্মণ ॥
আনিলে ফিরায়ে কিম্বা গেল বনবাসে। বচন শুনিয়া মন্ত্রী আঁখিনীরে ভাসে ॥
শোকেতে বিকল পুনঃ জিজ্ঞাসে নরেশ। কহ সীতা রাম আর লক্ষ্মণ সন্দেশ ॥
রাম রূপ গুণ শীল স্বভাব স্মরিয়া। রাজার হৃদয়ে শোক উঠে উথলিয়া ॥
রাজ্য দিব বলে তারে দিনু বনবাস। শুনিয়া রামের নাহি বিষাদ উল্লাস ॥

হেন পুত্রশোকে নাহি ত্যজিলাম প্রাণ। জগতে পাতকী নাহি আমার সমান ॥

দোঃ—সখে রামসীতা, লছমন যথা নতুবা জীবন, যাইবে এখন
তথায় পোঁছাও মোরে। কহি তোমা সত্য করে ॥ ১৪৯

চৌঃ—মহারাজা সচিবেরে কহে বারে বারে। পুত্রের সংবাদ প্রিয় শুনাও আমারে ॥
ত্বরা করি সখা কর উপায় তেমন। দুনয়নে হেরি রাম জানকী লক্ষ্মণ ॥
সচিব ধরিয়া ধৈর্য্য কহে মৃদু বাণী। মহারাজ তুমি হও সুপণ্ডিত জ্ঞানী ॥
বীর ধুরন্ধর তুমি দেবতা যেমন। সাধুর সমাজ করো সেবা অনুক্ষণ ॥
জনম মরণ সব সুখ দুঃখ ভোগ। হানি লাভ প্রিয়জন মিলন বিয়োগ ॥
কাল আর কর্ম্মবশে হয় সংঘটন। অবশে গোসাঁই দিবা রজনী যেমন ॥
সুখে উল্লসিত, মূর্খ দুঃখে ব্যথা পায়। সুখ দুঃখে সম ধীর জ্ঞানীর হৃদয় ॥
ধৈরয ধরহ নৃপ বিবেক বিচারি। শোক পরিহর দেব সর্ব্ব হিতকারী ॥

দোঃ—প্রথম রজনী তমসার তীরে, পরে গঙ্গাতীর।
স্নান জল পান করি রহে সীতাসহ দুই বীর ॥ ১৫০

চৌঃ—নিষাদ বিবিধ সেবা যতন করিল। সে রজনী শৃঙ্গবের পুরেতে রহিল ॥
প্রাতঃকালে বটক্ষীর আনিল মাগিয়া। জটার মুকুট শিরে নিল বানাইয়া ॥
রাম সখা তবে আনে পারের তরণী। প্রিয়ারে চড়ায়ে তবে চড়ে রঘুমণি ॥
লক্ষ্মণ ধনুক শর দু হাতে লইয়া। প্রভু আজ্ঞা পেয়ে বৈসে নৌকাতে উঠিয়া ॥
বিকল দেখিয়া তবে মোরে রঘুবীর। মধুর বচনে বলে মনে ধরি ধীর ॥
পিতাকে জানাবে তাত মম নমস্কার। চরণ কমল তাঁর ধরি বার বার ॥
বিনয় করিয়া পুনঃ চরণে পড়িবে। ভাবিতে আমার লাগি নিষেধ করিবে ॥
বন পথে সুমঙ্গল কুশল আমার। কৃপা, অনুগ্রহ আর পুণ্যেতে তাঁহার ॥

ছঃ—তাঁহার কৃপাতে, কাননে যাইতে, আদেশ পালিয়া, কুশলে আসিয়া
পাইনু সকল সুখ। দেখিব চরণ মুখ ॥
জননী সকল, চরণ কমল, তুলসী, যতন, করহে তেমন,
ধরিয়া বিনয় ক'রে। যাতে রাজা ধৈর্য্য ধরে ॥

সোঃ—গুরু কাছে যাবে, সংবাদ জানাবে করো উপদেশ, যেন না নরেশ
পাদ পদ্ম ধরি করে। আমা লাগি শোক করে ॥ ১৫১

চৌঃ—পুরজন পরিজনে সকলে কহিবে। মম নিবেদন সবিনয়ে শুনাইবে ॥
হিতকারি সেই মোর সকল প্রকারে। আনন্দে রাখিবে যারা কোশল রাজারে ॥
ভরত আসিলে পুনঃ কহিবে সন্দেশ। নীতি যেন নাহি ত্যজে হইয়া নরেশ ॥
কায়মনোবাক্যে সব প্রজারে পালিবে। সমান জানিয়া সব মাতারে সেবিবে ॥
সৌভ্রাত্র পালিবে সহ সব ভ্রাতৃগণ। জনক জননী সেবি নিজ পরিজন ॥
সেই ভাবে সদা ভাই রেখো জনকেরে। মোর লাগি শোক পিতা যাহাতে না করে ॥
লক্ষ্মণ কহিল কিছু কঠোর বচন। মম অনুরোধে তাহা করিবে বর্জ্জন ॥

নিজের শপথ রাম দিয়ে বারবার। লক্ষ্মণ চাপল্য কহে বজ্জিতে আবার॥
দোঃ—জানকী প্রণমি কিছু কহিতে চাহিল। স্নেহেতে তাঁহার অঙ্গ শিথিল হইল॥
বচন হইল রোধ লোচন সজল। পুলকে শিহরি দেহলতা টলমল॥ ১৫২
চৌঃ—রঘুবর অভিপ্রায় জেনে ততক্ষণ। তরণীতে পারি ধরে কেবট সুজন॥
রঘুকুল শিরোমণি চলে এইমতে। দেখিনু চাহিয়া বজ্র কঠিন বক্ষেতে॥
কোন্ মুখে কহি মুঁই আপনার ক্লেশ। জীবন্ত ফিরিনু নিয়ে রামের সন্দেশ॥
এতকহি সচিবের বাক্য রোধ হল। অতি শোক অনুতাপে হইল বিহ্বল॥
নৃপতি শ্রবণ করি সুমন্ত্রবচন। ভূমিতে পড়িল বক্ষে দারুণ দহন॥
ছট্‌ফট্ করে রাজা মোহমত্ত মন। ঘোলাজল খেয়ে মীন ব্যাকুল যেমন॥
বিলাপ করিয়া কাঁদে সব রাণীগণ। মহাবিপত্তির সেই না হয় বর্ণন॥
বিলাপ শুনিয়া দুঃখ হইল দুঃখিত। ধৈর্য্যের ধীরতা সব হল অন্তর্হিত॥
দোঃ—অযোধ্যায় কোলাহল, উঠিল কান্নার রোল পক্ষীপূর্ণ বনমাঝ পড়ে যদি রাত্রে বাজ
রাজারাণী ক্রন্দন শুনিয়া। পাখী যথা উঠে আকুলিয়া॥ ১৫৩
চৌঃ—কণ্ঠাগত প্রাণ শুনি হইল ভূপাল। মণি হারাইয়া ফণী যেমন বেহাল॥
ইন্দ্রিয়নিচয় ভারী হইল বিকল। সরোবরে পদ্মবন যথা বিনা জল॥
নৃপতিরে অতি ম্লান কৌশল্যা দেখিল। রবিকুলরবি অস্ত হতেছে বুঝিল॥
ধৈরজ ধরিয়া চিতে রামের জননী। কহিতে লাগিল কাল অনুসারী বাণী॥
বুঝিয়া হৃদয়ে নাথ করহ বিচার। শ্রীরাম বিরহ মহা বারিধি অপার॥
তুমি মাত্র কর্ণধার, অবধি জাহাজ। আরোহিল প্রিয় সব প্রজার সমাজ॥
ধৈরয ধরিলে চিতে যাইবে ওপার। নতুবা ডুবিবে সহ প্রজা পরিবার॥
মিনতি হৃদয়ে যদি ধরহ আমার। শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা মিলিবে আবার॥
দোঃ—প্রিয়ার বচন শুনি, মৃদু গূঢ় নৃপমণি, বারিহীন যথা মীন, ছট্‌ফট্ করে দীন,
চেয়ে দেখে মেলিয়া নয়ন। হর্ষে, বারি করিলে সিঞ্চন॥ ১৫৪
চৌঃ—ধৈরয ধরিয়া নৃপ উঠিয়া বসিল। কোথা কৃপাময় রাম সুমন্ত্রে পুছিল॥
কোথায় লক্ষ্মণ সীতা শ্রীরাম সনেহী। কোথা পুত্রবধূ মোর স্নেহের বৈদেহী॥
বিবিধ বিলাপ করে বিকল নৃপতি। যুগ সম দীর্ঘ হ'ল না পোহায় রাতি॥
অন্ধ তাপসের শাপ স্মরণ হইল। কৌশল্যারে পূর্ব্বকথা নৃপ শুনাইল॥
হইল বিকল বরণিতে ইতিহাস। শ্রীরাম রহিত ধিক্ জীবনের আশ॥
সে তনু রাখিয়া আমি কি করিব আর। প্রেমপণ নিরবাহ না হলে আমার॥
হে রঘুনন্দন মম প্রাণ প্রিয় ধন। তোমা বিনা বহুদিন রহিল জীবন॥
হা জানকী হা লক্ষ্মণ হা হা রঘুবর। কোথা পিতৃচিত্ত চাতকের জলধর॥
দোঃ—রাম রাম কহি রাজা কহি রাম রাম। পুত্রশোকে তনু ত্যজি গেলা স্বর্গধাম॥ ১৫৫

ভরত আগমন।

চৌঃ—জন্ম মৃত্যু ফল ভাল নৃপতি পাইল। অনেক ব্রহ্মাণ্ড ভরি সুযশ ছাইল॥

জীবনে শ্রীরামচন্দ্র মুখ নেহারিয়া। শ্রীরাম বিরহে মরে মরণ জিনিয়া॥
শোকেতে বিহ্বল হয়ে কাঁদে সব রাণী। রূপ শীল বল তেজ রাজার বাখানি॥
বিলাপ করিছে সবে অনেক প্রকার। আছাড়িয়া ভূমিতলে পড়ে বার বার॥
বিকল বিলাপ করে যত দাস দাসী। ঘরে ঘরে কান্নাকাটি করে পুরবাসী॥
অস্তমিত আজি ভানুকুল অংশুমান। ধর্ম্ম পরায়ণ রূপ গুণের নিধান॥
সবে কৈকেয়ীরে করে গালি বরষণ। নয়ন বিহীন যেই করিল ভুবন॥
বিলাপ করিতে নিশি প্রভাত হইল। মহামুনি, জ্ঞানী সবে দ্বারেতে আইল॥
দোঃ—কালোচিত ইতিহাস বশিষ্ঠ কহিয়া। নিবারিল শোক নিজ জ্ঞানালোক দিয়া॥ ১৫৬
চৌঃ—তৈলপূর্ণ নৌকামাঝে নৃপ তনু রাখি। আদেশ করিল পুনঃ মুনি দূত ডাকি॥
ত্বরিত ধাইয়া যাও ভরতের কাছে। নৃপতির তনুত্যাগ তথা কহ পাছে॥
সবে মাত্র কহ গিয়া ভরতের স্থানে। গুরু পাঠাইলা নিতে ভাই দুইজনে॥
মুনির বচনে দূত ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়। বেগ দেখি অশ্ববর মহা লাজ পায়॥
অযোধ্যাতে আরম্ভিল অনর্থ যখন। ভরত নয়নে সদা ভাসে কুলক্ষণ॥
নিশিযোগে দেখে নিত্য অতি দুঃস্বপন। জাগিয়া বসিয়া করে কোটি কুচিন্তন॥
ভোজন করায় বিপ্রে দেয় নানা দান। শিব অভিষেক করে বিবিধ বিধান॥
শম্ভুপাশে মনে মনে করে আকিঞ্চন। ভাল রহে পিতা মাতা আর পরিজন॥
দোঃ—ভরত যখন, ভাবিছে এমন, গুরুর শাসন, করিয়া শ্রবণ,
দূত আসি উত্তরিল। শিব স্মরি বাহিরিল॥ ১৫৭
চৌঃ—বায়ুবেগে অশ্ব তবে চলিতে লাগিল। ঘোর বন নদী গিরি সরিত লঙ্ঘিল॥
হৃদয়ে ভাবনা, কিছু ভাল নাহি লাগে। মনে হয় উড়ে যাই বিহঙ্গের আগে॥
নিমেষ হইল দীর্ঘ বছরের মত। এমতে নগর পার্শ্বে পৌঁছিল ভরত॥
নগরে পৌঁছিতে দেখে নানা কুলক্ষণ। কুস্থানে কুস্বরে ডাকে কৃষ্ণ কাকগণ॥
গর্দ্দভ শৃগাল যত ডাকে প্রতিকূল। শুনি ভরতের হৃদে বাজে যেন শূল॥
শ্রীহত সরিত সরোবর বাগবন। নগর বিশেষ মনে লাগিছে ভীষণ॥
পশু পক্ষী হস্তী অশ্ব দেখন না যায়। শ্রীরাম বিরহ রোগে শুষ্ক কাষ্ঠ প্রায়॥
নগরের নারী নর দুঃখী অতিশয়। সর্ব্বস্ব খোয়াল যেন হেন মনে লয়॥
দোঃ—পুরজন দেখা হলে কিছু না কহিয়া। নিজ পথে চ'লে যায় প্রণাম করিয়া॥
কুশল পুছিতে নারে ভরত কাহারে। বিষম বিষাদ ভয় মনের মাঝারে॥ ১৫৮
চৌঃ—হাট বাট পানে দৃষ্টি দে'য়া নাহি যায়। পুর দশদিশি জ্বলে দাবাগ্নির প্রায়॥
তনয় আসিল শুনি কেকয় নন্দিনী। হাসিল ভাস্কর কুল কমল চাঁদিনী॥
আরতি সাজায়ে উঠি আনন্দে ধাইল। দ্বারে দেখা হতে পুত্রে ভবনে আনিল॥
পরিবার অতি দুঃখী ভরত দেখিল। কমলের বনে যেন তুহিন হানিল॥
কৈকেয়ীরে হৃষ্ট দেখে তখন কেমন। দাবাগ্নি লাগায়ে সুখী কিরাতি যেমন॥
পুত্রেরে চিন্তিত দেখি অপ্রসন্ন মন। শুধায় কেমন আছে পিতৃ পরিজন॥

সবার কুশল কহি ভরত শুনাল। জিজ্ঞাসে হেথায় সবে আছে কিনা ভাল ॥
কহ কোথা পিতা মোর কোথা মাতৃগণ। কোথা সীতারাম প্রিয় অনুজ লক্ষ্মণ ॥
দোঃ—স্নেহময় পুত্র বাক্য কৈকেয়ী শুনিয়া। কপট নয়ন নীর দিল বহাইয়া ॥
ভরত শ্রবণ মনে শূল সম লাগে। পাপিণী কহিল যাহা ভরতের আগে ॥ ১৫৯
চৌঃ—সুষ্ঠু সমাপিনু আমি সব আয়োজন। মন্থরা সাহায্য কৈল যথা প্রয়োজন ॥
কিছু কাজ মধ্যে বিধি দিল পালটিয়া। ভূপতি বৈকুণ্ঠ পুরে গেলেন চলিয়া ॥
শুনিয়া ভরত হল বিকল বিষাদে। হস্তী ভীত হয় যথা কেশরী নিনাদে ॥
হা তাত হা তাত বলি হাহাকার করি। ভরত পড়িয়া ভূমে করে গড়াগড়ি ॥
মরণ সময় নাহি দেখিনু তোমারে। রামের করেতে নাহি সঁপিলে আমারে ॥
সামালিয়া উঠি ধৈর্য্য করিয়া ধারণ। জিজ্ঞাসিল জনকের মৃত্যুর কারণ ॥
পুত্রের বচন শুনি কৈকেয়ী কহিল। ক্ষত ধুয়ে যেন তীব্র হলাহল দিল ॥
পূর্ব্বাপর যাহা কিছু কৈকেয়ী করিল। কঠোর কুটিল মতি হরষে কহিল ॥
দোঃ—ভরত ভুলিয়া গেল পিতার মরণ। রাম বনবাস কথা করিয়া শ্রবণ ॥
কানন গমন হেতু আপনি জানিয়া। স্তম্ভিত ভরত রহে অবাক হইয়া ॥ ৬০
চৌঃ—বিকল বিলোকি সুত কৈকেয়ী বুঝায়। পোড়া ঘায়ে মনে হয় লবণ ছিটায় ॥
শোকযোগ্য নহে তাত নৃপতি কখন। বিপুল সুযশ পুণ্য করিলা অর্জ্জন ॥
জীবনে জনম ফল সকল লভিয়া। দেহান্তে অমরাবতী গেলেন চলিয়া ॥
হৃদয়ে বিচারি ইহা শোক পরিহর। সমাজ সহিত অযোধ্যায় রাজ্য কর ॥
শুনিয়া বিহ্বল হল নৃপতি কুমার। পাকা ঘায়ে মনে হয় লাগাল অঙ্গার ॥
ধৈরজ ধরিয়া লয় ঘন দীর্ঘশ্বাস। করিলি পাপিণী সর্ব্ব ভাবে কুলনাশ ॥
কুরুচি এমন যদি আছিল অন্তরে। কেন না বধিলি মোরে সূতিকার ঘরে ॥
বিটপী কাটিয়া তুমি পল্লব সিঞ্চিলে। মীন জিয়াইতে সব সলিল ছেঁচিলে ॥
দোঃ—সূর্য্য বংশ, দশরথ পিতা, ভ্রাতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তুমি মা হইলে মাতা, বিধি লিপি লঙ্ঘে কোন জন ॥ ১৬১
চৌঃ—কুমতি যখন হেন হৃদে নিল স্থান। হৃদয় না হল কেন কেটে খান্ খান্ ॥
বর নিতে প্রাণে তব বেদনা নহিল। জিহ্বা না খসিল, মুখে পোকা না পড়িল ॥
তোমারে কেমনে ভূপ বিশ্বাস করিল। আসন্ন মরণে বিধি মতি হরি নিল ॥
রমণী হৃদয় গতি বিধি নাহি জানে। ছল অঘ দোষ সব রহে এক স্থানে ॥
সরল সুশীল ধর্ম্মরত রঘুবর। কেমনে জানিবে খল রমণী অন্তর ॥
জীব জন্তু কেবা হেন ধরণীতে আছে। রঘুনাথ প্রাণ প্রিয় নহে যার কাছে ॥
হেন রঘুনাথ হল অপ্রিয় তোমার। সত্য করি কহ তুমি কে বট আমার ॥
যে হও সে হও মসি মাখিয়া বদনে। উঠে বস গিয়ে যেন না দেখি নয়নে ॥
দোঃ—শ্রীরাম বিমুখ দেহ হতে বিধি জন্ম হায় দিলেন আমারে।
পাতকী আমার মত কেবা ভবে বৃথা সব কহিনু তোমারে ॥ ১৬২

চৌঃ—শত্রুঘ্ন শুনিয়া মাতৃ ছলের কাহিনী। ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে, সহে পরবশ জানি॥
এহেন সময় চেড়ী আসিল সেখানে। সাজি বিচিত্র অতি বসন ভূষণে॥
লক্ষ্মণ অনুজ দেখি ক্রোধেতে পূরিল। ঘৃতা হুতি পেয়ে যেন অনল বাড়িল॥
কুবরীর কুঁজে লাথি মারে লম্ফ দিয়া। হাহাকার করে কুজী ভূমিতে পড়িল॥
বসিল কুঁজীর কুঁজ, কপাল ফাটিল। দশন ভাঙ্গিয়া মুখে রুধির ছুটিল॥
হে বিধাতঃ আমি এর কি ক্ষতি করিনু। মঙ্গল সাধিতে ফল বিষম পাইনু॥
নখশিখ খলে পুনঃ শত্রুঘ্ন দেখিয়া। ঘষিতে লাগিল মুখ কেশ আকর্ষিয়া॥
ভরত করুণা সিন্ধু দিল ছাড়াইয়া। কৌশল্যা সমীপে গেল দুভাই চলিয়া॥

দোঃ—বিকল বিবর্ণ, জীর্ণ বস্ত্র, কৃশ তনু দুঃখ ভারে।
সুন্দর কনক কল্প লতা যেন হানিল তুষারে॥ ১৬৩

চৌঃ—ভরতে দেখিয়া মাতা ধাইল উঠিয়া। মূর্চ্ছিতা পড়িলা ভূমে মস্তক ঘুরিয়া॥
দেখিয়া ভরত অতি বিকল হইল। দেহ দশা ভুলি মাতৃ চরণে পড়িল॥
কোথায় জনক মাতা করাও দর্শন। কোথা দুই ভাই প্রিয় শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
কৈকেয়ী সংসার মাঝে কেন জনমিল। জনমিল যদি বন্ধ্যা কেন না রহিল॥
কুলের কলঙ্ক তার গর্ভে জনমিনু। প্রিয় জন দ্রোহী নিন্দা ভাজন হইনু॥
অভাগিয়া আমা সম কে আছে ভুবনে। হেন দশা তব মাতঃ যাহার কারণে॥
পিতা সুরপুরে, বনে রঘুকুল কেতু। একমাত্র আমি সব অনরথ হেতু॥
ধিক্ মোরে বেণু বনে হইনু অনল। দোষ ভাগী দাহ দুঃখ সহিতে প্রবল॥

দোঃ—ভরত বচন শুনি সুকোমল মাতা তবে সামালিয়া ওঠে।
ধরিয়া হৃদয়ে উঠাইয়া লৈল দুনয়নে বারি ধারা ছোটে॥ ১৬৪

চৌঃ—সরল স্বভাবে মাতা বক্ষেতে লইল। অতি স্নেহে ভাবে রাম ফিরিয়া আইল॥
লক্ষ্মণ অনুজে পুনঃ আলিঙ্গন করে। উথলিল স্নেহ, শোক হৃদয়ে না ধরে॥
দেখিয়া স্বভাব বলা বলি করে সবে। রামের জননী কেন এহেন না হবে॥
ভরতে লইয়া কোলে জননী বসিল। মুছাইয়া আঁখিজল কহিতে লাগিল॥
বলিহারি যাই যাদু এবে ধৈর্য্য ধর। কুসময় সমঝিয়া শোক পরিহর॥
দুঃখ অনুতাপ কিছু না কর অন্তরে। কাল কর্ম্ম গতি কার সাধ্য রোধ করে॥
কাহারেও যেন তাত দোষ নাহি দিও। সব ভাবে বিধি বাম আমার জানিও॥
এত দুঃখে বিধি যদি রাখিল জীবন। নাহি জানি আর কিবা করিল রচন॥

দোঃ—পিতৃবাক্যে রঘুবীর ত্যজি রাজ বসন ভূষণ।
সুখ দুঃখহীন চিত্তে অঙ্গে ধরি বল্কল বসন॥ ১৬৫

চৌঃ—সুপ্রসন্ন মুখ, মনে নাহি দুঃখ রোষ। সকল রকমে সবে করি পরিতোষ॥
কাননে চলিল, শুনি সীতা সঙ্গ নিল। রামপদ অনুরাগে গৃহে না রহিল॥
শুনিয়া লক্ষ্মণ পুনঃ চলে সাথে সাথ। যদ্যপি রাখিতে যত্ন কৈলা রঘুনাথ॥
তবে রঘুনাথ সবে প্রণাম করিয়া। চলিল অনুজ সীতা সঙ্গেতে লইয়া॥

বনে প্রবেশিল সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ। না চলিনু সঙ্গে নাহি ত্যজিনু জীবন॥
নয়ন সমক্ষে মোর এসব ঘটিল। অভাগা জীবন তবু দেহ না ছাড়িল॥
লজ্জাহীনা আমি পুত্রস্নেহ নাহি জানি। রাম হেন পুত্র, মাতা আমি অভাগিনী॥
মরণ বাঁচন ভাল জানেন নৃপতি। আমার হৃদয় দৃঢ় কুলিশ যেমতি॥

দোঃ—কৌশল্যা বচন শুনি, ভরতের সহ অন্তঃপুর।
বিলাপে ব্যাকুল হল সব পুরী শোকে ভরপুর॥ ১৬৬

চৌঃ—ব্যাকুল দুভাই যায় ভেসে আঁখি জলে। কৌশল্যা ধরিয়া দোহে তুলে নিল কোলে॥
ভরতে করেন বহু সান্ত্বনা প্রদান। কহি সুমধুর কথা সহিত বিজ্ঞান॥
ভরত মাতারে পুনঃ করয় সান্ত্বনা। কহিয়া পুরাণ আর শ্রুতি কথা নানা॥
সরল সুন্দর শুচি ছলহীন বাণী। কহিল ভরত ধীরে জুড়ি দুই পাণি॥
যে পাতক পিতা মাতা গুরুকে বধিলে। যে পাতক গো দ্বিজের গৃহ জ্বালাইলে॥
যতেক পাতক উপপাতকাদি আছে। কায়, মন, বাক্যোদ্ভব কবি বর্ণিয়াছে॥
সব পাপ যেন বিধি মম শিরে আসে। মম মত থাকে যদি রাম বনবাসে॥

দোঃ—হরি হর পদ ত্যজি যেই জন সেবে ভূত ঘোর।
তার গতি দিক্ বিধি যদি তাতে মত থাকে মোর॥ ১৬৭

চৌঃ—বেদধর্ম্ম বিনিময়ে করে উপার্জ্জন। পিশুন পরের পাপ করয় বর্ণন॥
কলঙ্কী কুটিল শঠ অতিশয় ক্রোধী। বেদ বিদূষক আর জগত বিরোধী॥
লম্পট লোলুপ যার সর্ব্বস্ব আচার। পরধনে পরদারে কুদৃষ্টি যাহার॥
পাই যেন তাহাদের গতি মুই ঘোর। রাম বনবাসে মাতঃ যদি মত মোর॥
অনুরাগ নাহি যার সজ্জন সঙ্গেতে। অভাগা বিমুখ সদা পরমার্থ পথে॥
নর তনু পেয়ে যেবা হরিনাহি ভজে। হরি হর গুণ গানে চিত্ত নাহি মজে॥
বেদ মার্গ পরিহরি বাম পথে চলে। মিথ্যা বেশ বানাইয়া জগজনে ছলে॥
শঙ্কর তাহার গতি দেন যেন মোরে। ভেদ জ্ঞাত থাকি যদি মুই ঘুণাক্ষরে॥

দোঃ—ভরত বচন শুনি মাতা সত্য সরল শোভন।
কহে তাত রাম প্রিয় অতি তব কায় বুদ্ধিমন॥ ১৬৮

চৌঃ—পরাণ হইতে রাম পরাণ তোমার। প্রাণ প্রিয় হও তুমি রামের আমার॥
তুহিন বর্ষিবে অগ্নি বিষ সুধাকর। সলিল বিরাগী হবে যত জলচর॥
জ্ঞানোদয়ে নাহি বরং মিটিবে অজ্ঞান। রাম প্রতিকুল নাহি হবে তব প্রাণ॥
তব মত ছিল যেবা জগতে কহিবে। স্বপনে সুগতি সুখ কভু না লভিবে॥
এত কহি ভরতেরে মাতা বক্ষে নিল। স্তন্যে ক্ষীর ধারা নেত্রে সলিল বহিল॥
বিপুল বিলাপ হেন করিতে করিতে। সারা নিশি গেল কেটে বসিতে বসিতে॥
আসিল বশিষ্ঠ মুনি বামদেবে নিয়ে। মন্ত্রী মহাজন সবে নিল আভানিয়ে॥
ভরতেরে মুনি বহু উপদেশ দিল। পরমার্থ বাক্য সব সুন্দর কহিল॥

দোঃ—ধৈর্য্য ধরি তাত হৃদে কর গিয়া যাহা কিছু করণীয় আজ।
সম্মত ভরত উঠে, গুরু বাক্য শুনি করিবারে সব কাজ॥ ১৬৯

চৌঃ—নৃপতনু বিধি মতে স্নান করাইল। পরম বিচিত্র এক রথ বিরচিল॥
মাতৃগণে পায়ে ধরি ভরত রাখিল। রাম দরশন আশে সতী না হইল॥
অগুরু চন্দন বহু আনে ভারে ভার। সুন্দর সুগন্ধ ভূরি অনেক প্রকার॥
রচিল সুন্দর চিতা তীরে সরযূর। বিচিত্র সোপান যেন যেতে স্বর্গপুর॥
এই মতে দাহ ক্রিয়া সমাপ্ত করিল। স্নান সমাপিয়া পুনঃ তিলাঞ্জলি দিল॥
জানিয়া পুরাণ স্মৃতি বেদের বিধান। ভরত করিল দশ গাত্র সমাধান॥
যেখানে যেমন আজ্ঞা মুনিবর দিল। সহস্র প্রকারে তাহা তেমন করিল॥
পবিত্র হইল দিয়া বহুবিধ দান। অশ্ব গজ ধেনু রথ বিবিধ বিধান॥

দোঃ—পালঙ্ক ভূষণ বস্ত্র অন্ন ভূমি আর ধন ধাম।
ভরত ব্রাহ্মণে দিল, পেয়ে সবে হ'ল পূর্ণ কাম॥ ১৭০

চৌঃ—পিতার লাগিয়া যাহা ভরত করিল। লক্ষ মুখে সে সবার বর্ণন নহিল॥
শুভদিন দেখি তবে আসি তপোধন। ডাকিল সচিব সহ সব মহাজন॥
রাজসভা মাঝে গিয়া বসিল সবাই। ডাকিয়া পাঠাল তবে ভরত দুভাই॥
বশিষ্ঠ ভরতে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া। নীতি ধর্ম্মময় বাক্য কহে বিবরিয়া॥
আদিতে বশিষ্ঠ সব কথা বরণিল। কৈকেয়ী কুটিল মতি যে সব করিল॥
ভূপ সত্য ধর্ম্মব্রত মুনি প্রশংসিল। তনু ত্যজি যেবা প্রেম নির্ব্বাহ করিল॥
শ্রীরাম স্বভাব গুণ শীল বরণিয়া। সজল নয়ন মুনি ওঠে শিহরিয়া॥
পুনশ্চ লক্ষ্মণ সীতা সনেহ বাখানি। স্নেহ শোক মগ্ন মন হল মুনিজ্ঞানী॥

দোঃ—শুনহ ভরত ভাবী অতি বলবান। বিচারিয়া মুনিনাথ কহে ম্রিয়মান॥
জীবন মরণ হানি লাভ যাহা হয়। যশ অপযশ বিধি বিধান নিশ্চয়॥১৭১

চৌঃ—হেন বিচারিয়া পরে নাহি দিও দোষ। অযথা কাহারো পরে নাহি কর রোষ॥
বিচার করিয়া দেখ আপন হৃদয়। শোক যোগ্য দশরথ নৃপ কভু নয়॥
বিপ্র শোক যোগ্য যদি বেদ জ্ঞানহীন। ত্যজি নিজ ধর্ম্ম রহে বিষয়েতে লীন॥
সেই নৃপ শোচ্য যার নাহি নীতি জ্ঞান। প্রজাগণ নহে যার প্রাণের সমান॥
বৈশ্য শোক যোগ্য যেবা ধনাঢ্য কৃপণ। শঙ্কর অতিথি ভক্ত নহে যেই জন॥
শূদ্র শোক যোগ্য যদি বিপ্রে নাহি মানে। মান প্রিয় বহুবালাপী জ্ঞানের গুমানে॥
শোক পাত্র হয় পতি প্রতারক নারী। কুটিল কলহ প্রিয় নিজ ইচ্ছাচারী॥
শোচ্য বটু নিজ ব্রত যদি পরিহরে। গুরুর আদেশ পুনঃ নাহি অনুসরে॥

দোঃ—গৃহী শোচ্য, মোহবশ করে যদি কর্ম্মপথ ত্যাগ।
সন্ন্যাসী প্রপঞ্চরত অপগত বিবেক বিরাগ॥ ১৭২

চৌঃ—বান প্রস্থী সেই হয় শোকের ভাজন। তপস্যা ত্যজিয়া করে ভোগের চিন্তন॥
নিন্দুক শোকের যোগ্য অকারণে ক্রোধী। জনক জননী গুরু স্বজন বিরোধী॥

সর্ব্বভাবে শোচ্য জেনো পর অপকারী। নিজতনু পোষে, পরে দয়াহীন ভারী॥
সব ভাবে শোচনীয় হয় সেই জন। ছল ছাড়ি নাহি করে হরির ভজন॥
শোচনীয় কভু নহে কোশল নৃপতি। চতুর্দ্দশ লোক ব্যাপি যাহার সুখ্যাতি॥
হয় নাই, নাহি আছে, না হবে কখন। ভরত তোমার পিতা ছিলেন যেমন॥
বিধি হরি হর সুরপতি দিশাপতি। দশরথ গুণ গান করে হৃষ্ট মতি॥

দোঃ—কহ তাত কোন্ ভাবে করি বহু বড়াই তাঁহার।
শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ, রাম তুমি পূত তনয় যাঁহার॥ ১৭৩

চৌঃ—সকল প্রকারে নরপতি বড় ভাগী। অযথা বিবাদ নাহি কর তার লাগি।
বুঝিয়া শুনিয়া তুমি শোক পরিহর। নৃপতি আদেশ শিরে ধরি অনুসর॥
রাজপদ নৃপ তোমা করিল অর্পণ। সত্য করা সমুচিত পিতার বচন॥
যে সত্য পালন লাগি রামে বনে দিল। বিরহ অনলে নিজ তনু তেয়াগিল॥
রাজার বচন প্রিয়, নহে প্রিয় প্রাণ। করহ ভরত পিতৃ বচন প্রমাণ॥
শিরোধার্য্য করি পাল আদেশ রাজার। সর্ব্বভাবে হবে ভাল তাহাতে তোমার॥
পালিল পরশুরাম পিতার বচন। মাতৃহত্যা করি, সাক্ষী তার জগজন॥
যৌবন তনয় নিজ যযাতিরে দিল। পিতার আজ্ঞাতে পাপ, নিন্দা না হইল॥

দোঃ—অবিচারে পালে যেবা পিতার বচন। সুখ যশ লভি যায় সুরেন্দ্র ভবন॥ ১৭৪

চৌঃ—অবশ্য নরেশ বাক্য করহ পালন। শোক পরিহর, কর প্রজার রঞ্জন॥
স্বর্গ লোকে বসি নৃপ পাবে পরিতোষ। তোমার সুকৃতি যশ, নাহি হবে দোষ॥
বেদের বিধান পুনঃ সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়। পিতা যারে দেয় রাজ্য সেই রাজ্য পায়॥
গ্লানি পরিহরি রাজ্য করহ পালন। মঙ্গল জানিয়া, শোন আমার বচন॥
শ্রীরাম বৈদেহী সুখী হবে ইহা জানি। অনুচিত না কহিবে সুপণ্ডিত জ্ঞানী॥
কৌশল্যাদি আছে তব যতেক জননী। সন্তুষ্ট হইবে সবে প্রজা সুখ গণি॥
তোমার রামের প্রেম জানি পুনরায়। সকল রকমে ভালবাসিবে তোমায়॥
রাম ফিরে এলে রাজ্য করি সমর্পণ। সেবা যদি কর প্রেম হবে সুশোভন॥

দোঃ—মন্ত্রী কহে করযোড়ে পিতৃবাক্য এবে অনুসর।
ফিরে এলে রঘুপতি পুনঃ যাহা সমুচিত কর॥ ১৭৫

চৌঃ—ধৈরয ধরিয়া মাতা কৌশল্যা কহয়। পালনীয় তাত গুরু আদেশ নিশ্চয়॥
সমাদরে কর তাহা সুমঙ্গল মানি। শোক পরিহার কর কালগতি জানি॥
বনে রঘুপতি, নৃপ অমর নগর। এই ভাবে তুমি পুনঃ হইলে কাতর॥
পরিজন প্রজা মন্ত্রী সব মাতৃগণ। পুত্র তুমি একমাত্র করাবলম্বন॥
কাল কঠিনতা বিধি বামতা নেহারি। ধৈর্য্য ধর তাত মাতা যায় বলিহারি॥
শিরে ধরি পিতৃ আজ্ঞা পালন করহ। প্রজা পালি পুরবাসী সন্তাপ হরহ॥
গুরুর অনুজ্ঞা সচিবের সমর্থন। ভরত হৃদয়ে যেন অর্পিল চন্দন॥
মাতার সুন্দর বাক্য করিল শ্রবণ। সরল সরস প্রেমসিক্ত সুবচন॥

ছঃ—সরলতা মাখা বাক্য মায়ের শুনিয়া। ভরতের প্রাণ ওঠে আকুল হইয়া॥
নয়ন কমল হতে সিঞ্চিতে সলিল। বিরহ অঙ্কুর পুনঃ নব উপজিল॥
সে দশা দেখিয়া সবে সেই অবসরে। দেহ বোধ ভুলে দুঃখে আপনা পাসরে॥
ভণয় তুলসী সীমা সহজ স্নেহের। সাদরে প্রশংসে সবে রামের মায়ের॥

দোঃ—ভরত কমল কর জুড়ি ধর্ম্ম ধুরন্ধর ধৈরয ধরিয়া।
উচিত উত্তর দিল সবে কহি বাক্য যেন সুধাতে সিঞ্চিয়া॥ ১৭৬

চৌ—ভাল উপদেশ গুরু মোরে প্রদানিলা। সচিব সহিত সর্ব্বজনে সমর্থিলা॥
সমুচিত আজ্ঞা পুনঃ মাতা দিলা যাহা। পালন কর্ত্তব্য মোর শিরে ধরি তাহা॥
গুরু পিতা মাতা স্বামী হিত উপদেশ। আনন্দে কর্ত্তব্য জানি কল্যাণ বিশেষ॥
সমুচিত, অনুচিত করিলে বিচার। ধর্ম্মহানি হয়, শিরে পড়ে পাপ ভার॥
তোমরা সরল শিক্ষা করিলে প্রদান। আচরিলে যাহা মোর হইবে কল্যাণ॥
যদ্যপি উচিত বুঝি করিয়া বিচার। চিত্তের সন্তোষ তবু না হল আমার॥
বিনয় আমার এবে লও শুনি সবে। সমুচিত উপদেশ দেও মোরে তবে॥
প্রত্যুত্তর অপরাধ করিবে মার্জ্জন। দুঃখিতের দোষ সাধু না করে গ্রহণ॥

দোঃ—পিতা স্বর্গে, বনে সীতারাম, মোরে দিতে চাহ রাজ।
ইহাতে জানিছ হিত মোর, সবাকার ভাল কাজ॥ ১৭৭

চৌঃ—সীতাপতি সেবা শুভ পরম আমার। মাতৃ কুটিলতা হরি নিল অধিকার॥
জগমাঝে দেখিলাম করিয়া বিচার। অপর উপায়ে হিত নাহিক আমার॥
না হেরি লক্ষ্মণ, সীতা রামের চরণ। অযোধ্যা সাম্রাজ্য সব শোকের কারণ॥
বসন বিহীন যথা অলঙ্কার ভার। বিফল বিরতি বিনা বেদান্ত বিচার॥
সরুজ শরীরে যথা ব্যর্থ বহু ভোগ। হরিভক্তি বিনা যথা বৃথা জপ যোগ॥
প্রাণ বিনা বৃথা যথা সুন্দর শরীর। আমার সকল ব্যর্থ বিনা রঘুবীর॥
রামের নিকট যাই দেও অনুমতি। তাতে মম হিত এক লক্ষ্য দৃঢ় অতি॥
মোরে রাজা করি চাও হিত আপনার। সনেহ, জড়তা বশ কহ বার বার॥

দোঃ—কুটিল কৈকেয়ী সুত, রামদ্রোহরত, গত লাজ।
মোহ বশ চাহ সুখ, মো অধমে সমর্পিয়া রাজ॥ ১৭৮

চৌঃ—সত্য কহি শুনি সবে করহ প্রত্যয়। নৃপের হওয়া চাই ধার্ম্মিক নিশ্চয়॥
হট করি মোরে যদি দেও সিংহাসন। রসা রসাতলে তবে যাবে সেইক্ষণ॥
পাতক নিবাস কেবা আমার মতন। সীতারাম বনবাসী যাহার কারণ॥
মহারাজ শ্রীরামেরে পাঠায়ে কাননে। স্বর্গপুর গেল শোকে রামের বিহনে॥
মুই শঠ সব অনরথের কারণ। বসি শুনিতেছি নাহি হই অচেতন॥
রামহীন রাজ পুরী করি দরশন। জগ উপহাস সহি রহিল জীবন॥
শ্রীরাম পবিত্র অতি বিষয়ে বিরাগী। লোলুপ নৃপতি হয় ভোগ অনুরাগী॥
হৃদয় কাঠিন্য মুই কত কহি মোর। গৌরব লইল জিনি কুলিশ কঠোর॥

দোঃ—কারণ হইতে কার্য্য সুকঠিন, দোষ নহে মোর।
বজ্র অস্থি হতে দৃঢ়, শিলা হতে অয়স কঠোর ॥ ১৭৯

চৌঃ—কৈকেয়ী উদ্ভব দেহে মুই অনুরাগী। পামর পরাণ মোর পরম অভাগী ॥
প্রিয়ের বিরহে যদি প্রাণ প্রিয় লাগে। দেখিতে শুনিতে বহু হবে গিয়ে আগে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বনে পাঠাইলা। সুর পুরে পাঠাইয়া পতি হিত কৈলা ॥
বৈধব্য, কলঙ্ক নিজে করিলা বরণ। প্রজাগণে দিলে দুঃখ শোকের দহন ॥
আমারে অর্পিলা সুখ সুযশ সুরাজ। কৈকেয়ী করিলা ভাল সবাকার কাজ ॥
ইহা হতে ভাল আর কি আছে আমার। তার পরে দিতে চাও তিলক রাজার ॥
কৈকেয়ী জঠরে জন্ম লভিয়া ধরাতে। ইহা কিছু অনুচিত নহেক আমাতে ॥
মোর হিত সব কিছু করিলা বিধাতা। প্রজা পঞ্চায়েৎ দিবে কোন সহায়তা ॥

দোঃ—গ্রহ পীড়া, সন্নিপাত, তাহে পুনঃ বৃশ্চিক দংশন।
তাহারে বারুণী পান, করাইলে বাঁচে কি কখন ॥ ১৮০

চৌঃ—কৈকেয়ী সুতের যাহা হয় সমুচিত। চতুর বিরিঞ্চি মোরে অর্পিল নিশ্চিত ॥
দশরথ সুত পুনঃ রাম লঘু ভাই। বৃথা বিধি দিলা মোরে এহেন বড়াই ॥
রাজ টিকা দিতে সবে চাহ পুনর্বার। সকলেই কহ, মান্য আদেশ রাজার ॥
কোন্ ভাবে কারে মুই দেই প্রত্যুত্তর। কহ সবে যাহা রুচি হরষ অন্তর ॥
আমি আর মাতা ভিন্ন আর কোন্‌জন। কহ ভাল কহিবেক ব্যবস্থা এমন ॥
আমা বিনা কেবা আছে এই চরাচরে। সীতারাম প্রিয় নহে যাহার অন্তরে ॥
মহা ক্ষতি যাহা তাহে সবে মান লাভ। দোষ কারো নহে মম ভাগ্যের প্রভাব ॥
সংশয় স্বভাব প্রেম বশীভূত হয়ে। সকলি উচিত এবে যেবা যাহা কহে ॥

দোঃ—রামের জননী শুদ্ধ সরল অন্তর। অতিশয় স্নেহ শীল আমার উপর ॥
সহজ সনেহ বশ কহেন বচন। আমার দীনতা মাতা করি দরশন ॥ ১৮১

চৌঃ—বিবেক সাগর গুরু বিদিত জগতে। ভুবন বদরী সম যাহার করেতে ॥
তিনিও চাহেন দিতে রাজত্ব আমারে। বিধি বাম হলে সব বিমুখ সংসারে ॥
সীতারাম পরিহরি জগত মাঝার। কে কহিবে মত নাই ইহাতে আমার ॥
সে কথা শুনিব আমি, সহিব হরষে। সলিল যথায়, পঙ্ক তথা পরিশেষে ॥
জগত কহিবে মন্দ তাতে নাহি ডর। পরলোক যাবে নহে দুঃখিত অন্তর ॥
দুঃসহ দাবাগ্নি এক আমার অন্তরে। সীতারাম ঘোর দুঃখ সহে মোর তরে ॥
জীবনের লাভ ভাল লক্ষ্মণ লভিল। সব ত্যজি রাম পদে মন সমর্পিল ॥
রাম বনবাস তরে আমার জনম। অভাগিয়া বৃথা শোক করি কি কারণ ॥

দোঃ—আপন দারুণ দৈন্য কহি মুই সবে নতশিরে।
মনোব্যথা নাহি যাবে রাম পাদপদ্ম নাহি হেরে ॥ ১৮২

চৌঃ—অপর উপায় মোর নাহি ভাসে মনে। অন্তর জানিবে কেবা শ্রীরাম বিহনে ॥
মনোমাঝে এক মাত্র সঙ্কল্প আমার। প্রভাতে প্রভুর কাছে যাত্রা করিবার ॥

যদ্যপি অসৎ মুই মহা অপরাধী। ঘটিল আমার লাগি সকল উপাধি॥
তথাপি শরণাগত সম্মুখে দেখিয়া। কৃপা করিবেন রাম সকল ক্ষমিয়া॥
শীল সরলতা কৃপা সঙ্কোচের ঘর। স্নেহের ভবন প্রভু রাম রঘুবর॥
অরির অহিত কভু নাহি করে রাম। বালক সেবক মুই হইলে ও বাম॥
তোমরা সকলে এতে মোর ভাল মানি। আশিস, আদেশ দেও কহিয়া সুবাণী॥
শুনিয়া বিনয় যাতে নিজ জন জানি। ফিরিয়া আসেন রাম নিজ রাজধানী॥

দোঃ—দোষিও যদ্যপি মুই, জন্ম লভিলাম পুনঃ কুমাতা উদরে।
আপন জানিয়া নাহি ত্যজিবেন রাম, মম ভরসা অন্তরে॥ ১৮৩

চৌঃ—সবার লাগিল প্রিয় ভরত বচন। রাম স্নেহ সুধা মাঝে ডুবানো যেমন॥
বিষম বিয়োগ দুঃখে লোক জর জর। সঞ্জীবন মন্ত্রে যেন জাগিল সত্বর॥
জননী সচিব গুরু পুর নর নারী। সনেহ বিকল সবে হল অতি ভারী॥
প্রশংসি ভরতে সবে কহে বার বার। রাম প্রেম মূর্ত্তিমান শরীরে ইহার॥
কেন নাহি হবে তাত ভরত এমন। শ্রীরামের প্রিয় তুমি প্রাণের মতন॥
পামর অধম যেবা নিজ জড়তায়। জননীর কুটিলতা আরোপে তোমায়॥
সহস্র পুরুষ সহ সেই খলমতি। শত কল্প করিবেক নরকে বসতি॥
ফণী অবগুণ, অঘ, মণি নাহি ধরে। দরিদ্রতা, বিষ, দুঃখ নিজ গুণে হরে॥

দোঃ—চলহ কাননে রাম আছে যথা, যুক্তি ভাল ভরত করিল।
ডুবিতে সকলে শোক সিন্ধু মাঝে কর অবলম্বন পাইল॥ ১৮৪

চৌঃ—হইল সবার মনে আনন্দ প্রচুর। ঘনধ্বনি শুনি যথা চাতক ময়ুর॥
প্রভাতে গমন শুনি সিদ্ধান্ত উত্তম। ভরত সবার হল প্রিয় প্রাণসম॥
মুনিকে বন্দিয়া পুনঃ প্রণমি ভরতে। বিদায় হইয়া সবে চলে ভবনেতে॥
ভরত জীবন ধন্য ধন্য অবনীতে। শীল স্নেহ ভরতের প্রশংসে যাইতে॥
কহে পরস্পর আজি হল বড় কাজ। সকলে সংগ্রহ করে যাইবার সাজ॥
যাহারে রাখিল গৃহে প্রহরী করিয়া। গলা কেটে মনে ভাবে রাখিল মারিয়া॥
কেহ কহে কাহা কেওনা কহ রহিতে। জীবনের লাভ কেবা না চায় পাইতে॥
কার প্রিয় নহে সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ। দেখিতে ইচ্ছুক সবে জীবনের ধন॥

দোঃ—সম্পত্তি, সদন, সুখ, বন্ধু, পিতা, মাতা আর ভ্রাতা।
জ্বলে যাক্ রাম দরশনে নাহি কৈলে সহায়তা॥ ১৮৫

চৌঃ—ঘর ঘর নানা জাতি সাজায় বাহন। প্রভাতে গমন ভাবি হরষিত মন॥
ভরত যাইয়া গৃহে করিছে বিচার। নগর তুরঙ্গ গজ ভবন ভাণ্ডার॥
সকল সম্পত্তি রঘুনাথের নিশ্চয়। বিনা যত্নে পরিহরি যদি সমুদয়॥
পরিণাম ভাল নাহি হইবে আমার। পাপী শিরোমণি হব দোহাই দাদার॥
আচরে স্বামীর হিত সেবক সেজন। কোটি দোষ অন্যে যদি করে আরোপণ॥
হেন বিচারিয়া শুচি সেবক ডাকিল। স্বপনেও যারা নিজ ধর্ম্মে না টলিল॥

ধর্ম্ম মর্ম্ম কহি সবে নিষ্কর্ষ কহিল। যেজন যথায় যোগ্য তথায় রাখিল॥
যতন করিয়া সব রক্ষক রাখিয়া। রামের জননী গৃহে উত্তরিল গিয়া॥

দোঃ—মাতৃগণে আর্ত্ত জানি স্নেহশীল ভরত সুজান।
শিবিকা রচিতে কহে সুখাসন সুখদ সুযান॥ ১৮৬

চৌঃ—চক্রবাক বাকী সম পুর নর নারী। রজনী প্রভাত লাগি সবে আর্ত্ত ভারী॥
সর্বনিশি জাগরণে প্রভাত হইল। চতুর সচিবে তবে ভরত ডাকিল॥
তিলকের সজ্জা সব কহে লইবার। মুনি রাজ্য দিবে রামে বনের মাঝার॥
শুনিয়া সচিব নমি চলিলা ত্বরিত। অশ্ব গজ রথ বেগে করিল সজ্জিত॥
অরুন্ধতী, অগ্নিহোত্র সঙ্গেতে লইয়া। চলিল প্রথমে মুনি স্যন্দনে চড়িয়া॥
বিপ্রবৃন্দ চড়ি সবে বিবিধ বাহন। তপ তেজ দীপ্ত মূর্ত্তি করিল গমন॥
নগরের লোক সব সাজাইয়া যান। চিত্রকূট পানে সবে করিল প্রস্থান॥
সুভগ শিবিকা যার না হয় বর্ণন। চড়িয়া চলিল সঙ্গে সব নারীগণ॥

দোঃ—সপি পুর শুচি দাসে সমাদরে চালাইল সবে।
ভরত শত্রুঘ্ন চলে সীতারাম পদ স্মরি তবে॥ ১৮৭

শৃঙ্গবের পুরে ভরত।

চৌঃ—রাম দরশন হেতু সব নর নারী। চলে যথা তাকি বারি কুঞ্জর কুঞ্জরী॥
বনে সীতারাম জানি ভরত হৃদয়ে। সানুজ চলিল পদব্রজে ক্লেশ স'য়ে॥
স্নেহ দেখি লোক প্রেমে হইয়া মগন। অশ্ব গজ রথ ত্যজি করিছে গমন॥
ভরত সমীপে পাল্কী করিয়া স্থাপন। শ্রীরাম জননী কহে সুমিষ্ট বচন॥
বলিহারি যায় মাতা যাও রথে চড়ে। পদব্রজে যেতে দেখে সবে দুঃখ করে॥
পদব্রজে গেলে তুমি সকলে চলিবে। শোক কৃশ দেহে পথ চলিতে নারিবে॥
প্রণমি চরণে বাক্য শিরেতে ধরিয়া। দুই ভাই চলে তবে রথেতে চড়িয়া॥
প্রথম রজনী রহে তমসার তীরে। দ্বিতীয় যামিনী কাটে গোমতীর পারে॥

দোঃ—রজনীতে দুগ্ধ ফল একাহার করে সর্ব্বজন।
রাম লাগি ব্রত করে ত্যজি সব সম্ভোগ ভূষণ॥ ১৮৮

চৌঃ—নিশি যাপি সই তীরে প্রভাতে চলিল। শৃঙ্গবের পুরে আসি সবে উত্তরিল॥
সমাচার সব যবে শুনিল নিষাদ। হৃদয়ে বিচার করে অন্তরে বিষাদ॥
কি কারণে যাইতেছে ভরত কাননে। আছে বুঝি কপটতা লুক্কায়িত মনে॥
কুটিলতা যদি কিছু মনে না থাকিবে। সৈন্যগণ তবে কেন সঙ্গেতে লইবে॥
অনুজ সমেত রামে করিয়া নিধন। অকণ্টক রাজ্য বুঝি ভুঞ্জিবারে মন॥
রাজনীতি নাহি কৈল হৃদয়ে বিচার। তখন কলঙ্ক, এবে জীবন সংহার॥
সুরাসুর যোঝে যদি রামের সহিত। নারিবে করিতে রামে রণে পরাজিত॥
ভরতের হেন কর্ম্মে কি আছে বিস্ময়। বিষ বল্লী নাহি ধরে ফল সুধাময়॥

দোঃ—হেন বিচারিয়া গুহ কহে জ্ঞাতিগণে। সজাগ রহহ সবে অতি সাবধানে॥
নিজ বশ নৌকা রাখ জলের ভিতর॥ সব ঘাট অবরোধ করহ সত্বর॥ ১৮৯

চৌঃ—সাজিয়া সকল ঘাট কর সুরক্ষিত। মরণ সজ্জায় সবে হও সুসজ্জিত॥
অস্ত্রে শস্ত্রে ভরতের সহ কর রণ। জাহ্নবী লঙ্ঘিতে নারে থাকিতে জীবন॥
সমরে মরণ পুনঃ জাহ্নবীর তীর। রামের করম ক্ষণভঙ্গুর শরীর॥
ভরত রাজার ভাই আমি নীচ জন। বহু ভাগ্যে ঘটে ভাই এমন মরণ॥
স্বামীর কারণে রণ করিবে ভীষণ। চতুর্দ্দশ লোকে যশ করিবে কীর্ত্তন॥
রঘুনাথ লাগি প্রাণ বিসর্জ্জন করি। আনন্দ, মোদক মোর দুই হাত ভরি॥
সাধুর সমাজে যার নাহিক গণন। রাম ভক্ত মাঝে যার না হয় লিখন॥
জগতে জীবন বৃথা ধরণীর ভার। জননী যৌবনরূপী বিটপী কুঠার॥

দোঃ—বিষাদ ত্যজিয়া গুহ বাড়াইতে উৎসাহ সবার।
তূণীর ধনুক বর্ম্ম রামে স্মরি চাহে আপনার॥ ১৯০

চৌঃ—রণ সাজে সাজো সবে অতীব সত্বর। আজ্ঞা শুনি যেন কেহ না হও কাতর॥
আচ্ছা আচ্ছা প্রভু সবে সহর্ষে কহিল। এক অপরের রণোদ্যম বাড়াইল॥
সৈন্যগণ গুহরাজে করিয়া প্রণতি। চলে বীর অরি সনে রণপ্রিয় অতি॥
রামপদ পঙ্কজের পাদুকা স্মরিয়া। তূণীর কটিতে বাঁধে ধনু চড়াইয়া॥
কবচে আচ্ছাদি দেহ, শিরে শিরস্ত্রাণ। ফর্সা, ভালা শেলে সব লাগাইল শান॥
অতি পটু যারা ঢাল, খড়গ চালাইতে। লম্ফ দেয় নভে যেন ক্ষিতি তেয়াগিতে॥
নিজ নিজ সাজ সজ্জা প্রস্তুত করিয়া। গুহরাজে প্রণিপাত করিছে যাইয়া॥
দেখিয়া সুভট গুহ জানি বলবান। নাম নিয়ে নিয়ে সবে দেখায় সম্মান॥

দোঃ—আজ বড় কাজ মম, হেলা যেন না করিও বীর।
শুনিয়া সুভট ক্রুদ্ধ বলে বীর না হও অধীর॥ ১৯১

চৌঃ—রামের প্রতাপে আর তোমার শক্তিতে। অশ্ব সহ সব বীরে লোটাব মহীতে॥
জীবন থাকিতে কেহ পিছে না হটিব। রুণ্ড মুণ্ডময় সব মেদিনী করিব॥
নিষাদ নৃপতি সৈন্য দল ভাল জেনে। কহিল যুদ্ধের ঢোল বাজাও সঘনে॥
এতেক কহিতে হাঁচি পড়িল বামেতে। শকুনিয়া কহে হাঁচি হইল সুখেতে॥
শকুন বিচারি এক বৃদ্ধ কহে তবে। মিলহ ভরত সনে, যুদ্ধ নাহি হবে॥
ভরত চলেছে রামে ফিরায়ে আনিতে। যুদ্ধ নাহি হবে, ইহা কহে শকুনেতে॥
শুনিয়া কহিল গুহ ঠিক কহে বুড়। সহসা করম করি দুঃখ করে মূঢ়॥
ভরত স্বভাব শীল ঠিক নাহি জানি। সংগ্রাম ঘোষিলে বড় হবে হিত হানি॥

দোঃ—সবে মিলে ঘাট রোধ, মিলি মর্ম্ম জানিয়া লইব।
মিত্র, অরি উদাসীন জানি পরে উপায় করিব॥ ১৯২

চৌঃ—শত্রু মিত্র বোঝা যায় দেখি আচরণ। বৈর মিত্র ঢাকিলেও না হয় গোপন॥
এতকহি ভেট দ্রব্য সংগ্রহিতে লাগে। কন্দমূল ফল খগ মৃগ আদি মাঁগে॥

সুপুষ্ট রোহিত মৎস্য অতি পুরাতন। ভার ভরি কাহারেরা করে আনয়ন॥
মিলনের সজ্জা করি মিলিতে চলিল। মঙ্গল জনক শুভ শকুন হইল॥
দূর হতে দেখি পুনঃ কহি নিজ নাম। মুনিরে করিল গুহ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম॥
রাম প্রিয় জানি মুনি আশিস করিল। ভরতেরে মুনিবর বুঝায়ে কহিল॥
রাম সখা জানি রথ ভরত ত্যজিল। অনুরাগে ডগ মগ হাটিয়া চলিল॥
নাম ধাম জাতি আদি গুহ শুনাইয়া। প্রণাম করিল ভূমে মস্তক রাখিয়া॥

দোঃ—প্রণাম করিতে দেখি, বক্ষে তুলে ভরত লইল।
আনন্দ না ধরে বুকে মনে হয় লক্ষ্মণে মিলিল॥ ১৯৩

চৌঃ—ভরত মিলিল তারে করি অতি প্রীতি। সর্ব্বজন প্রশংসিল দেখি প্রীতি রীতি॥
ধন্য ধন্য ধ্বনি ওঠে মঙ্গলের মূল। দেবতা প্রশংসি শিরে বরষিল ফুল॥
বেদ বিধি হীন সব ভাবে কদাচার। সিনান করিতে হয় ছায়া স্পর্শে যার॥
রামের অনুজ তারে আলিঙ্গন দিল। পুলকিত কলেবরে তাহারে মিলিল॥
জৃম্ভণ সময় মুখে রাম যেবা কহে। পাপ পুঞ্জ কভু তার সম্মুখে না রহে॥
কর্ম্ম নাশা নীর যদি জাহ্নবীতে পড়ে। কহ দেখি কেবা তাহা নাহি শিরে ধরে॥
উলটি জপিয়া নাম জানে জগজন। বাল্মীকি হইল মুনি ব্রহ্মের মতন॥

দোঃ—স্বপচ শবর খশ ম্লেচ্ছ জড় নীচ কোল পামর কিরাত।
পরম পাবন হয় কহি রাম নাম সব ভুবনে বিখ্যাত॥ ১৯৪

চৌঃ—না হও বিস্মিত প্রতিযুগে প্রচলিত। কারে না করিল রাম গৌরবে অন্বিত॥
সুরগণ কহে রাম নামের মহিমা। অযোধ্যা বাসীর নাহি আনন্দের সীমা॥
রাম সখাসনে মিলি ভরত সপ্রেম। জিজ্ঞাসে কুশল আর সুমঙ্গল ক্ষেম॥
দেখি ভরতের শীল সহজ সনেহ। নিষাদ হইল সেই সময় বিদেহ॥
সঙ্কুচিত, দেখি স্নেহ আনন্দ বাড়িল। একদৃষ্টে ভরতেরে দেখিতে লাগিল॥
ধৈরজ ধরিয়া পুনঃ বন্দিল চরণ। করজোড়ে প্রেমে কহে বিনয় বচন॥
কুশলের মূল পদ পঙ্কজ হেরিয়া। কুশল মানিনু মোর ত্রিকাল ভরিয়া॥
এবে প্রভু অতি অনুগ্রহেতে তোমার। কোটি কুল সহ হ'ল মঙ্গল আমার॥

দোঃ—বুঝিয়া আমার কুল, কৃতি সমুদয়। প্রভুর মহিমা পুনঃ বিচারি হৃদয়॥
যে নাহি ভজয়ে রঘুবীরের চরণ। জগত মাঝারে অতি বঞ্চিত সে জন॥ ১৯৫

চৌঃ—কপটী কুমতি ভীরু কুজাতি অধমে! লোক বেদ বহির্ভূত সকল রকমে॥
যখন হইতে রাম করিল আপন। তখনি হইনু মুঁই ভুবন ভূষণ॥
প্রীতি দেখি পুনঃ শুনি বিনয় সুন্দর। লক্ষ্মণ অনুজ তাহে মিলে অতঃপর॥
নিষাদ কহিয়া নিজ নাম মিষ্টস্বরে। সকল রাণীরে করে প্রণাম সাদরে॥
লক্ষ্মণ সমান জানি আশীর্ব্বাদ করে। কহে সুখে বেঁচে থাক কোটি বর্ষ ধরে॥
দেখিয়া নিষাদ সব পুর-নর নারী। আনন্দ পাইলা যেন লক্ষ্মণে নেহারি॥
ইহার হইল কহে সার্থক জীবন। রামভদ্র দিল বাহু ভরি আলিঙ্গন॥

নিজ সৌভাগ্যের কথা নিষাদ শুনিয়া। প্রমুদিত মনে সবে চলিল লইয়া ॥
দোঃ—পাইয়া ইঙ্গিত জানি প্রভু অভিপ্রায়। সেবক সকল অগ্রে নগরেতে ধায় ॥
তরুতলে সরতটে বাগিচা কাননে। বহু বাসগৃহ কৈল অতি সযতনে ॥ ১৯৬
চৌঃ—শৃঙ্গবের পুর যবে ভরত দেখিল। স্নেহবশে সর্ব্ব অঙ্গ শিথিল হইল ॥
নিষাদের স্কন্ধ ধরি ভরত চলিল। মূর্ত্তি ধরি যেন প্রেম বিনয় মিলিল ॥
এমতে ভরত সব সেনাগণে নিয়া। জগত পাবনী গঙ্গা নিরখিল গিয়া ॥
রামঘাট কহি সবে করিল প্রণাম। আনন্দিত মন যেন মিলিল শ্রীরাম ॥
প্রণাম করিল যত পুর নর নারী। আনন্দিত ব্রহ্মময় সলিল নেহারি ॥
মজ্জন করিয়া সবে মাঁগে জুড়ি কর। রাম পাদ পদ্মে বাড়ে প্রীতি বরাবর ॥
ভরত কহিল গঙ্গা তব জল রেণু। সকল সুখদ সেবকের সুরধেনু ॥
করজোড়ে চাহি মাগো এই বর দেহ। সীতারাম পদে লভি সহজ সনেহ ॥
দোঃ—ভরত করিয়া স্নান গুরু অনুশাসন পাইয়া।
মাতা স্নান কৈলা জানি, সবে চলে আবাসে লইয়া ॥ ১৯৭
চৌঃ—যথা তথা লোকসব আরাম করিল। সকলের খবরাদি ভরত লইল ॥
গুরুসেবা করি তাঁর অনুজ্ঞা লইয়া। দুভাই কৌশল্যা পাশে উত্তরিল গিয়া ॥
পদসেবা করি কহি কহি মৃদুবাণী। ভরত সম্মান কৈলা সকল জননী ॥
জননী সেবার তরে অনুজে রাখিয়া। নিষাদেরে নিজ পাশে লইল ডাকিয়া ॥
সখার করেতে কর স্থাপন করিল। প্রেম পরিপূর্ণ দেহ শিথিল হইল ॥
কহিল সখারে মোরে সে স্থান দেখাও। নয়ন মনের কিছু জ্বলনি জুড়াও ॥
যথা সীতারাম দোহে নিশিতে শুইল। কহিতে কহিতে নেত্র অশ্রুতে ভরিল ॥
ভরতের বাক্য শুনি হইল বিষাদ। ত্বরিত তথায় নিয়ে চলিল নিষাদ ॥
দোঃ—পুণ্য শিশু তরুতলে যথা রাম করিল বিশ্রাম।
আদরে ভরত স্নেহে করে তথা দণ্ড পরণাম ॥ ১৯৮
চৌঃ—কুশের বিছানা তথা সুন্দর দেখিল। প্রদক্ষিণ করি পুনঃ প্রণাম করিল ॥
আঁখিতে লাগাল পদরেখরেণু নিয়া। প্রেমের আধিক্য কেবা কহে বরণিয়া ॥
কনক চুমকি তথা দেখি দুই চারি। শিরে রাখে সীতা সম ভরত বিচারি ॥
হৃদয়ে সন্তাপ অতি সজল নয়ন। সখা সনে কহে মৃদু কোমল বচন ॥
সীতার বিরহে স্বর্ণ হতশ্রী মলিন। অযোধ্যার নর নারী যথা কান্তিহীন ॥
জনক, জনকরাজ উপমা রহিত। করতলে যোগ ভোগ জগতে বিদিত ॥
ভানুকুল ভানু যার শ্বশুর নৃপতি। প্রশংসে যাহারে সুরেশ্বর শচীপতি ॥
প্রাণনাথ রঘুনাথ স্বতন্ত্র ঈশ্বর। যাহার মহিমা নিয়ে যে বড় সে বড় ॥
দোঃ—সতী শিরোমণি পতিদেবতা জানকী। কুশের বিছানা তাঁর নয়নে নিরখি ॥
হাহাকার করি চূর্ণ বিচূর্ণ না হয়। কুলিশ হইতে মম কঠিন হৃদয় ॥ ১৯৯
চৌঃ—লক্ষ্মণ লালন যোগ্য মোর ছোট ভাই। ছিল না, হবে না, ভবে হেন ভাই নাই ॥

পুরজন প্রিয় পিতামাতার দুলাল। সীতারাম প্রাণপ্রিয় লছমন লাল॥
কোমল মূরতি সুকুমার সুস্বভাব। নাহি জানে দেহে বায়ু তাপের প্রভাব॥
তাহারা নিবসে বনে বিপত্তি কি ঘোর। কোটি বজ্র জিনি দৃঢ় এই হিয়া মোর॥
শ্রীরাম জনমি কৈল জগ উজাগর। রূপশীল সুখ সব গুণের আকর॥
গুরু পিতা মাতা পুরজন পরিজন। রামের স্বভাবে সবে হরষিত মন॥
শত্রুও রামের সদা গৌরব প্রচারে। বিনয়ে মিলনে বাক্যে প্রাণমন কাড়ে॥
কোটি সরস্বতী শত সহস্র বদন। না পারে প্রভুর গুণ করিতে বর্ণন॥

দোঃ—আনন্দস্বরূপ রঘুবংশমণি সদানন্দ মঙ্গল নিধান।
ভূমিতে শয়ন কুশ শয্যাপরে, বিধিগতি অতি বলবান॥ ২০০

চৌঃ—দুঃখের কাহিনী রাম না কৈল শ্রবণ। রক্ষিল নৃপতি তরু যেন সঞ্জীবন॥
পলক নয়নে যথা, মণি যথা ফণী। দিবানিশি রক্ষা করে সকল জননী॥
তাহারা ফিরিছে এবে বনে পাদচারী। কন্দমূল ফল মাত্র হইয়া আহারী॥
কেকয় নন্দিনী ধিক্ অমঙ্গল মূল। হইল প্রাণের প্রিয়তম প্রতিকূল॥
ধিক্ ধিক্ মোরে অঘ সিন্ধু অভাগিয়া। সকল অনর্থ পাত যাহার লাগিয়া॥
কুলের কলঙ্ক করি সৃজিল বিধাতা। প্রভু দ্রোহী পুনঃ মোরে করিল কুমাতা॥
শুনিয়া প্রেমের সহ বুঝায় নিষাদ। হে নাথ করিবে কত বিফল বিষাদ॥
রামের দুলাল তুমি তব প্রিয় রাম। ধ্রুব সত্য হয় ইহা, দোষ বিধি বাম॥

ছঃ—বিধি বাম হলে তার করম কঠোর। বাতুল যাহার লাগি হল মাতা মোর॥
সেই রজনীতে প্রভু কৈল বার বার। সাদর প্রশংসা কত শুনহে তোমার॥
শপথ করিয়া কহে তুলসী আবার। রাম প্রিয় তোমা সম অন্য নাহি আর॥
পরিণামে হবে শুভ জানিয়া নিশ্চয়। ধৈরয ধারণ কর আপন হৃদয়॥

সোঃ—সঙ্কোচী সপ্রেম কৃপা আয়তন অন্তর্যামী রাম।
বিচারে সুদৃঢ় করি মন, চল করিতে বিশ্রাম॥ ২০১

চৌঃ—সখার বচন শুনি ধৈরজ ধরিল। রঘুবীর স্মরি পুনঃ আবাসে চলিল॥
খবর পাইয়া যত পুর নর নারী। দেখিবারে চলে সবে হয়ে দুঃখী ভারী॥
প্রদক্ষিণ করি সবে করয় প্রণাম। কৈকেয়ীরে দেয় সবে বহু বদ্‌নাম॥
অশ্রু পরিপূর্ণ করি সবে দুনয়ন। বাম বিধাতারে করে গালি বরষণ॥
ভরতের স্নেহ কেহ করয় বাখান। কেহ কহে নৃপ রাখে স্নেহের সম্মান॥
আপনা নিন্দিয়া পুনঃ বাঁখানে নিষাদ। কে বর্ণিতে পারে সেই বিমোহ বিষাদ॥
এইমতে কৈল সবে নিশি জাগরণ। রজনী প্রভাতে করে খেয়া আনয়ন॥
গুরুকে চড়ায়ে অগ্রে সুন্দর নৌকায়। মাতৃগণে নবনৌকা উপরে বসায়॥
চারিদণ্ড মধ্যে সবে নদী হৈল পার। পার হয়ে নিল খোজ ভরত সবার॥

দোঃ—করি প্রাতঃ ক্রিয়া, গুরু মাতৃগণ গুরুপদে শির নোয়াইয়া।
অগ্রেতে করিয়া নিষাদের দল, দিল তবে সৈন্য চালাইয়া॥ ২০২

মুনি ভরদ্বাজের আতিথ্য।

চৌঃ—নিষাদ নৃপতি চলে অগ্রেতে সবার। মাতৃগণ পাল্কী চলে পশ্চাতে তাহার ॥
অনুজে ডাকিয়া তার সঙ্গে পাঠাইল। বিপ্রগণ সঙ্গে গুরু গমন করিল ॥
আপনি গঙ্গারে তবে করিল প্রণাম। স্মরিয়া লক্ষ্মণ সহ হৃদে সীতারাম ॥
ভরত চরণব্রজে চলিতে লাগিল। অশ্ব ডোরি ধরি সঙ্গে সইস চলিল ॥
সুসেবক কহে বিনয়েতে বার বার। দয়া করি হও প্রভু ঘোড়ায় সোয়ার ॥
পদব্রজে করিয়াছে শ্রীরাম গমন। রথ গজ বাজী মোর না হয় শোভন ॥
শিরভরে পথ চলা সমুচিত মোর। সেবকের ধর্ম্ম সব হইতে কঠোর ॥
ভরতের দশা দেখি শুনি মৃদু বাণী। সকল সেবক বিগলিত, করে গ্লানি ॥

দোঃ—তৃতীয় প্রহর কালে প্রবেশিল ভরত প্রয়াগে।
কহি রাম সিয়া রাম সিয়া উথলিয়া অনুরাগে ॥ ২০৩

চৌঃ—দুচরণে ফোস্কা তার চমকে কেমন। শিশিরের বিন্দু পদ্মকোশেতে যেমন ॥
পদব্রজে চলি আজ ভরত আইল। সকল সমাজ শুনি দুঃখিত হইল ॥
সকলে করেছে স্নান খবর লইয়া। করিল প্রণাম তবে ত্রিবেণী আসিয়া ॥
বিধিমতে সিতাসিত জলে কৈল স্নান। দানাদি করিয়া বিপ্রে করিল সম্মান ॥
শ্যামল ধবল দেখি তরঙ্গ হিল্লোল। করজোড়ে কহে অঙ্গ পুলকে বিহ্বল ॥
তীর্থরাজ পূর্ণ কর সকল বাঞ্ছিত। প্রভাব প্রকট ভবে শ্রুতিতে বিদিত ॥
ভিক্ষা মাগি ত্যজি আজ নিজের ধরম। আর্ত্তজন নাহি করে কিবা অকরম ॥
হেন বিচারিয়া মনে চতুর সুদানী। সফল করহ এবে যাচকের বাণী ॥

দোঃ—নাহি চাহি ধর্ম্ম অর্থ, নাহি চাহি কাম মোক্ষ অথবা নির্ব্বাণ।
জন্মে জন্মে রামপদে রতি বিনে বর নাহি চাহি কিছু আন ॥ ২০৪

চৌঃ—শ্রীরাম কুটিল বলি আমারে জানুক। গুরু প্রভুদ্রোহী মোরে সকলে বলুক ॥
অনুরাগ মম যেন সীতারাম পায়। তব অনুগ্রহে দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় ॥
জলদ জনম ভরি ভুলিয়া থাকুক। জল প্রার্থী হলে, পবি পাথর বর্ষুক ॥
চাতকের কণ্ঠ ক্ষীণ হলে, যশক্ষীণ। সব ভাল প্রেম যদি বাড়ে অনুদিন ॥
অগ্নিতে পোড়ালে সোনা চমকে দ্বিগুণ। দুঃখানলে পুড়ে প্রেম বাড়ে শতগুণ ॥
ভরত বচন শুনি ত্রিবেণী ভিতরে। মঙ্গল দায়িনী বাণী উঠে মৃদু স্বরে ॥
সর্ব্বভাবে সাধু তুমি হে তাত ভরত। অগাধ প্রেমেতে সদা রামপদে রত ॥
গ্লানি যেন নাহি কর হৃদয়ে তোমার। রামপ্রিয় তোমা সম নাহি কেহ আর ॥

দোঃ—তনু পুলকিত, হিয়া হরষিত বেণী-বাক্য শুনি অনুকূল।
ধন্য ধন্য করি ভরতের শিরে হর্ষে দেব বরষয় ফুল ॥ ২০৫

চৌঃ—প্রমুদিত প্রয়াগের যতেক নিবাসী। বৈখানস ব্রহ্মচারী গৃহস্থ উদাসী ॥
দশ পাঁচ মিলি যবে কহে একে আর। শুদ্ধ সাঁচা ভরতের স্নেহ ব্যবহার ॥
শুনিতে শুনিতে রাম গুণ মনোহর। উত্তরিল যথা ভরদ্বাজ মুনিবর ॥

ভরত প্রণাম করে দেখি মুনিবর। মানে মূর্ত্তিমন্ত ভাগ্য আসিয়াছে ঘর॥
ধাইয়া উঠিয়া তাহে আলিঙ্গন কৈল। আশীর্ব্বাদ দিয়ে তারে কৃতার্থ করিল॥
আসন দিলেন মুনি বৈসে নত শিরে। চাহে যেন প্রবেশিতে সঙ্কোচেতে ঘরে॥
জিজ্ঞাসিবে মুনি কিছু লাজ বড় মনে। নিজে কহে মুনি, শীল সঙ্কোচ দর্শনে॥
শুনহ ভরত মম সব তত্ত্ব জ্ঞাত। বিধির বিধানোপরি নাহি কারো হাত॥

দোঃ—জননী করম স্মরি গ্লানি নাহি কর মনে অতি।
কৈকেয়ীর দোষ নাই, মতি টলাইল সরস্বতী॥ ২০৬

চৌঃ—এতেক কহিলে কেহ ভাল না কহিবে। লোক বেদ দুই বুধ সম্মত জানিবে॥
তোমার বিমল যশ করিয়া কীর্ত্তন। লোক বেদ দুই হবে গৌরব ভাজন॥
লোক বেদ বিধি মতে সকলে কহিবে। পিতা যারে রাজ্য দিবে সে রাজ্য পাইবে॥
সত্যব্রত নৃপ রাজ্য তোমারে অর্পিত। সুখের হইত ধর্ম্ম গৌরব রহিত॥
রাম বন বাস সব অনর্থের মূল। যাহা শুনি সারা বিশ্ব হইল আকুল॥
বুদ্ধিমতী রাণী তাহা করি ভাবী বশ। কুচাল চালিয়া করে অন্তে আপশোষ॥
ইহাতে তোমাতে স্বল্প দোষ আরোপয়। অধম অসাধু তারা অজ্ঞান নিশ্চয়॥
রাজ্য করিলেও তব নাহি হত দোষ। শুনিয়া হইত ধ্রুব রামের সন্তোষ॥

দোঃ—উত্তম করেছ ইহা, মত তব সমুচিত অতি।
সর্ব্ব সুমঙ্গল মূল ভবে, রাম চরণে ভকতি॥ ২০৭

চৌঃ—রাম পদ তব ধন, পরাণের প্রাণ। তোমার সদৃশ কেবা মহা ভাগ্যবান॥
ইহাতে নাহিক কিছু তোমাতে বিস্ময়। রাম প্রিয়ানুজ দশরথের তনয়॥
শুনহ ভরত রঘুবরের অন্তর। তোমা সম প্রেম পাত্র না জানে অপর॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা প্রেমের সহিতে। সারা নিশি করে ভোর তোমা প্রশংসিতে॥
জানিনু মরম যবে কৈল বেণী স্নান। অনুরাগে মগ্ন রাম নিতে তব নাম॥
তোমা পরে রঘুবর সনেহ তেমন। সুখী হতে ভবে মূর্খ নরের যেমন॥
রামের মহত্ত্ব এতে বেশী কিছু নয়। প্রণত কুটুম্ব পাল রাম অতিশয়॥
তোমাতে ভরত মোর হেন লয় মন। রাম স্নেহ যেন দেহ করেছে ধারণ॥

দোঃ—ভরত, কলঙ্ক তব, আমা সবাকার উপদেশ।
রাম ভক্তি সিদ্ধি লাগি এতদিনে হইল গণেশ*॥ ২০৮

চৌঃ—নব বিধু সুবিমল দিব্য যশ তব। কুমুদ চকোর রাম অনুচর সব॥
অস্ত নাহি যাবে কভু, সদা দৃশ্য রবে। জগনভে নাহি ক্ষয়, দিন দুনা হবে॥
ত্রিভুবন চক্রবাক আনন্দ লভিবে। প্রভুর প্রতাপ রবি ম্লান না করিবে॥
রজনী দিবস সদা সবে সুখ দিবে। কৈকেয়ী করম রাহু নাহি গরাসিবে॥
রাম প্রেম পিযূষেতে রহিবে পূরিত। গুরু অপমান দোষে না হবে দূষিত॥
রাম ভক্তি সুধা ভক্ত প্রচুর লভিবে। ধরাতলে সুধা এবে সুলভ হইবে॥

* প্রারম্ভে গণেশ পূজার রীতি-তাই প্রারম্ভ সূচক। ভক্তি রসের পত্তন হইল।

ভূপ ভগীরথ গঙ্গা আনিল মহীতে। সর্ব্ব সুমঙ্গল লাভ যাঁহারে স্মরিতে॥
দশরথ গুণ গণ না পারি বর্ণিতে। অধিক ছাড়িয়া সম নাহি অবনীতে॥

দোঃ—সনেহ সঙ্কোচ বশ যাঁর, রাম নিল অবতার।
নহে তৃপ্ত হরনেত্র দেখি, কভু প্রকাশ যাঁহার॥ ২০৯

চৌঃ—কীরিতি শশাঙ্ক তুমি করিলে অনুপ। যথায় নিবসে রামপ্রেম মৃগ রূপ॥
বৃথা গ্লানি পূর্ণ নাহি করহ হৃদয়। পরশ রতন পেয়ে দারিদ্র্যে কি ভয়॥
শুনহ ভরত আমি মিথ্যা নাহি কহি। উদাসীন তপোধন বন মধ্যে রহি॥
সব সাধনের হয় সুফল শোভন। শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা রূপ দরশন॥
সেই সুফলের ফল দর্শন তোমার। প্রয়াগ সহিত মহা সৌভাগ্য আমার॥
ধন্য তুমি যশ জগ ভরত জিনিলা। এত কহি প্রেমে মুনি মগন হইলা॥
মুনির বচন শুনি সভাসদ হর্ষে। সাধুবাদ করি দেবগণ পুষ্প বর্ষে॥
ধন্য ধন্য ধ্বনি ওঠে গগনে, প্রয়াগে। শুনিয়া ভরত মগ্ন হল অনুরাগে॥

দোঃ—অঙ্গেতে পুলক, হৃদে সীতারাম, অশ্রু পূর্ণ কমল নয়ন।
প্রণাম করিয়া মুনিগণ পদে, গদগদ কহিল বচন॥ ২১০

চৌঃ—তীর্থ রাজে উপবিষ্ট মুনির সমাজ। সম্মুখে শপথ বাক্য অতীব কুকাজ॥
মিথ্যা বিরচিয়া যদি কহি এই স্থান। পাতক, নীচতা নাহি তাহার সমান॥
আপনি সর্ব্বজ্ঞ আমি কহি সত্য করে। অন্তর্যামী রঘুরায় আমার অন্তরে॥
মাতার করম হেতু দুঃখ নাই মোর। দুঃখ নাই জগ মোরে মানে মন্দ ঘোর॥
ভীত নহি ভ্রষ্ট যদি হই পরলোক। পিতার মৃত্যুতে মোর নাহি তত শোক॥
সুকৃতি সুযশে তাঁর ভরিল ভুবন। শ্রীরাম লক্ষণ হেন পাইলা নন্দন॥
রামের বিরহে ত্যজে ক্ষণস্থায়ী অঙ্গ। রাজার লাগিয়া নাহি শোকের প্রসঙ্গ॥
পদত্রাণ বিনা সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ। মুনিবেশ ধরি ফেরে বন হতে বন॥

দোঃ—অজিন বসন, ফলাহার, কুশ পাতি করে ভূমিতে শয়ন।
বসি তরু তলে নিত্য হিমাতপ বর্ষাবাত করেন সহন॥ ২১১

চৌঃ—এই দুঃখে দহে প্রাণ মোর অনুক্ষণ। দিবসে নাহিক ক্ষুধা নিশিতে শয়ন॥
অসাধ্য রোগের এই শান্তি নাহি হয়। খুজিয়া দেখিনু বিশ্ব, নিজের হৃদয়॥
অঘমূল জননীর কুমতি ছুতার। গড়াল বাইস এক কল্যাণে আমার॥
কলহ কুকাঠে পুনঃ করিয়া কুযন্ত্র। গাড়িল অযোধ্যা মাঝে পড়িয়া কুমন্ত্র॥
ষড়যন্ত্র কৈল মাতা এই আমাতরে। নিক্ষেপিল বিশ্ব বার বাটের ভিতরে॥
কুরোগ মিটিবে যদি রাম আসে ঘরে। অযোধ্যার রক্ষা নাই উপায় অন্তরে॥
ভরত বচন শুনি মুনি সুখী হৈল। সবে মিলে ভরতেরে ধন্য ধন্য কৈল॥
না করহ তাত মনে বিশেষ ভাবনা। রাম পদ দরশনে দুঃখ রহিবে না॥

বাইস—ভরতে রাজ্য, কুকাঠ—কলহ, কুযন্ত্র—রাম বনবাস, কুমন্ত্র—১৪ বছর অবধি।
১ মোহ দৈন্যং ভয়ং হ্রাসো হানির্গ্লানি ক্ষুধা তৃষ্ণা। মৃত্যুঃ ক্ষোভো বৃথাকীর্ত্তি র্বাটা হেতে হি দ্বাদশ॥

দোঃ—প্রবোধ করিয়া মুনি কহেন বচন। প্রাণ প্রিয় তুমি মোর অতিথি সজ্জন॥
কন্দমূল ফুল ফল করি আনয়ন। অর্পণ করিব স্নেহে করহ গ্রহণ॥ ২১২

চৌঃ—মুনি বাক্য শুনি ভাবে ভরত অন্তরে। কঠিন সঙ্কোচ অতি মন্দ অবসরে॥
গুরুর বচন শ্রেষ্ঠ জানিয়া অন্তরে। চরণ বন্দিয়া তবে বলে জোড় করে॥
শিরোধার্য্য করি প্রভু আদেশ তোমার। পালন পরম ধর্ম্ম নিশ্চয় আমার॥
মুনিবর সুখী শুনি ভরত বচন। ডাকিল নিকটে শুচি দাস, শিষ্যগণ॥
আতিথ্য ভরত যোগ্য করা প্রয়োজন। কন্দমূল ফল গিয়া কর আনয়ন॥
যে আজ্ঞা কহিয়া তারা মুনি প্রণমিল। আনন্দিত মনে স্বীয় কার্য্যেতে চলিল॥
চিন্তে মুনি সমাগত বিশিষ্ট অতিথি। যেমন দেবতা পূজা উচিত তেমতি॥
শুনি, অনিমাদি সিদ্ধি ঋদ্ধি আগমন। করি কহে, যাহা কহ, করিব পালন॥

দোঃ—ব্যাকুল ভরত রাম বিরহেতে সহ নিজ অনুজ সমাজ।
আতিথ্য করিয়া পরিশ্রম হর, আনন্দিত কহে মুনিরাজ॥ ২১৩

চৌঃ—ঋদ্ধি, সিদ্ধি, মুনিবর বাণী ধরি শিরে। বহু ভাগ্যবতী সবে মানে আপনারে॥
কহে পরস্পর তবে যতেক বিভূতি। অতি অনুপম রাম অনুজ অতিথি॥
মুনি পদ বন্দি সেই করি সবে আজ। আনন্দিত হয় যাহে রাজার সমাজ॥
এত কহি বহু গৃহ সুন্দর রচিল। বিমান দেখিয়া যাহা লজ্জিত হইল॥
রাখিল ঐশ্বর্য্য ভোগ বহু থরে থরে। দেবতা দেখিয়া যাহা মনে বাঞ্ছা করে॥
দাস দাসী বেশ সবে করিয়া ধারণ। পালিতে রহিল আজ্ঞা অনুমানি মন॥
পলকেতে সিদ্ধি সাজ সমাজ রচিল। সুর পুরে কভু স্বপ্নে যে সুখ নহিল॥
প্রথমেই বাসস্থান দিল সবাকার। সুন্দর সুখদ সব যথা রুচি যার॥

দোঃ—পরিজন সহ পুনঃ ভরতের লাগি মুনি আদেশ করিল।
চমকে বিধাতা হেন বৈভবাদি মুনি তপোবলেতে রচিল॥ ২১৪

চৌঃ—মুনির বৈভব যবে ভরত দেখিল। সব লোকপতি লোক নিকৃষ্ট লাগিল॥
সুখের সম্ভার সব না হয় বর্ণন। জ্ঞানীর বৈরাগ্য হয় দেখি বিস্মরণ॥
আসন শয়ন দিব্য বসন বিতান। নানা পশু পাখী, বন, পুষ্পের উদ্যান॥
সুরভি, কুসুম, ফল অমৃত সমান। সুবিমল জলাশয় বিবিধ বিধান॥
অমৃত সমান শুচি অমল অশন। সঙ্কোচে দেখিয়া লোক যতির মতন॥
কামধেনু সুরতরু সব দ্বারে দ্বারে। দেখিয়া সুরেশ শচী বাঞ্ছে লভিবারে॥
বসন্ত বিরাজে বহে ত্রিবিধ পবন। চতুর্বর্গ সুখে তথা পায় সর্ব্বজন॥
বনিতাদি ভোগ্য পুষ্প মালিকা চন্দন। দেখিয়া বিস্ময় হর্ষ মগ্ন জনগণ॥

দোঃ—ভোগ চক্রবাকী, চক্রবাক শ্রীভরত, মুনি আজ্ঞা খেলোয়ার।
আশ্রম পিঞ্জরে নিশি যাপে দোঁহে, বিভাবরী পোহাল আবার॥ ২১৫

চৌঃ—তীর্থ রাজে সবে অবগাহন করিল। সমাজ সহিত মুনিবরে প্রণমিল॥
মুনি আজ্ঞা পেয়ে শিরে আশিস রাখিয়া। দণ্ডবত করি বহু বিনয় করিয়া॥

পথ পরিচিত ভাল হেন সঙ্গী নিল। চিত্রকূট গমনের মনন করিল ॥
রাম সখা স্কন্ধে হস্ত করিয়া অর্পণ। মূর্ত্তিমান প্রেম যেন করিছে গমন ॥
চরণে পাদুকা নাহি ছত্র হীন শিরে। অকপট প্রেমধর্ম্ম নিয়ম আচরে ॥
পথেতে শ্রীরাম সীতা লক্ষ্মণ কাহিনী। সখারে জিজ্ঞাসে কহি কহি মৃদুবাণী ॥
রাম বাসস্থল পুনঃ বিটপী বিলোকে। প্রেমের হিল্লোল বহে, নাহি ধরে বুকে ॥
দশা দেখি দেবগণ বরষয় ফুল। কোমল হইল মহী মার্গ অনুকূল ॥

দোঃ—মেঘ ছায়া দিয়ে চলে, প্রবাহিত সুখদ পবন।
রাম পথ নহে তথা, ভরতের হইল যেমন ॥ ২১৬

চৌঃ—জড়, সচেতন যত জীব চরাচরে। নিরখিল প্রভু যারে প্রভুকে যে হেরে ॥
পরম পদের যোগ্য সকলে হইল। ভরতের দরশনে সংসৃতি মিটিল ॥
ভরতের পক্ষে ইহা বড় কথা নহে। শ্রীরাম স্মরণ যারে করেন হৃদয়ে ॥
বারেক জগতে যেবা রাম নাম লয়। তারণ তরণ সেও অবশ্যই হয় ॥
ভরত রামের প্রিয় পুনঃ ছোট ভ্রাতা। কেন না হইবে মার্গ সুমঙ্গল দাতা ॥
সিদ্ধ সাধু মুনীশ্বর কহয় এমন। ভরতে দেখিয়া হয় হরষিত মন ॥
ভরতে দেখিয়া চিন্তান্বিত সুরপতি। ভাল মন্দ ভাবে ভবে যেন যেজমতি ॥
গুরুসনে কহে গিয়ে কর এইমত। রামের সাক্ষাৎ যেন না পায় ভরত ॥

দোঃ—সঙ্কোচ সনেহবশ রঘুনাথ, সুপ্রেমের ভরত পাথার।
সিদ্ধকার্য্য পণ্ড হবে, ছল ক'রে, সযতনে, রাখ এইবার ॥ ২১৭

চৌঃ—বাক্য শুনি সুর গুরু মন্দ মন্দ হাসে। সহস্র নয়নে নেত্রহীন মনে ভাসে ॥
গুরু কহে বৃথা ছল, ক্ষোভ পরিহর। ছল না চলিবে হেথা শুন পুরন্দর ॥
মায়াপতি দাস সনে করো যদি ছল। জেনো সুরেশ্বর হবে বিপরীত ফল ॥
তখন করিনু কিছু রাম ইচ্ছা জানি। এখন করিলে ছল হবে মহা হানি ॥
রামের স্বভাব এই শুনহ সুরেশ। নিজপদে অপরাধে নাহি রোষ লেশ ॥
ভক্তের চরণে কেহ অপরাধ করে। রাম রোষ অনলেতে জ্বলে পুড়ে মরে ॥
লোকে বেদে ইতিহাসে আছে সুবিখ্যাত। তাপস দুর্ব্বাসা মর্ম্ম আছে সুবিজ্ঞাত ॥
ভরত সদৃশ ভক্ত কে আছে রামের। জগ জপে রাম নাম, রাম ভরতের ॥

দোঃ—মনে না আনিও সুরপতি, রঘুবর বর ভক্তের অকাজ।
সংসারে অযশ, পরলোকে দুঃখ, দিন দিন শোকের সমাজ ॥ ২১৮

চৌঃ—শোন সুরপতি মোর ধর উপদেশ। সেবকের প্রতি স্নেহ রামের বিশেষ ॥
সেবকের সেবা নিজ সেবা বলে মানে। সেবকের বৈরী নিজ ঘোর বৈরী জানে ॥
যদ্যপি সর্ব্বত্র সম নাহি দ্বেষ রোষ। গ্রহণ না করে পাপ পুণ্য, গুণ দোষ ॥
করম প্রধান করি রেখেছে সংসার। করম যেমন, ফল তেমন তাহার ॥
তথাপি করেন রাম ভিন্ন ব্যবহার। ভক্ত অভক্তের ভিন্ন ভাব অনুসার ॥
অগুণ অলখ মানহীন একরস। সগুণ হইলা রাম ভক্ত প্রেমবশ ॥

সখা সেবকের বাঞ্ছা করেন পূরণ। নিগম আগম সাক্ষ্য দেয় সাধুগণ॥
এতেক বিচারি কুটিলতা পরিহর। করহ ভরত পদে প্রীতি মনোহর॥
দোঃ—শ্রীরাম ভকত, পরহিত রত, পরদুঃখে দুঃখিত দয়াল।
ভক্ত শিরোমণি ভরতেরে জানি, ভীত নাহি হও সুরপাল॥ ২১৯
চৌঃ—সত্যসিন্ধু প্রভু রাম সুর হিতকারী। ভরত সতত পুনঃ রাম আজ্ঞাকারী॥
স্বারথ বিবশ, তুমি বিকল অন্তর। ভরত নির্দ্দোষ, মোহ তব পুরন্দর॥
শুনিয়া ভরত সুরগুরুবরবাণী। প্রবোধ পাইল মনে মিটিল গলানি॥
আনন্দেতে সুররাজ পুষ্পবৃষ্টি করে। ভরত স্বভাব করি প্রশংসা অন্তরে॥
এই ভাবে পথে করে ভরত গমন। দশা দেখি জয় দেয় সিদ্ধ মুনিগণ॥
রাম রাম কহি যবে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস। প্রেম উথলিয়া যেন ওঠে চারি পাশ॥
বচন শুনিয়া গলে কুলিশ পাষাণ। পুরজন প্রেম কভু না হয় বাখান॥
পথে রাত্রি বাস করি যমুনাতে আসে। নীল নীর নিরখিয়া নেত্রনীরে ভাসে॥
দোঃ—শ্রীরাম বরণ, করি দরশন, পূত বারি সহিত সমাজ।
বিরহ সাগরে ডুবুডুবু কালে আরোহিল বিবেক জাহাজ॥ ২২০
চৌঃ—সেদিন করিল বাস যমুনার কূল। সময়ানুসার সব হল অনুকূল॥
যতেক তরণী ঘাটে ঘাটে রজনীতে। অসংখ্য একত্র হল কে পারে বর্ণিতে॥
প্রাতঃকালে একবারে সবে হল পার। সখা সেবা পেয়ে হর্ষ রামের অপার॥
স্নান করি চলে সবে নদী প্রণমিয়া। দুভাই নিষাদ নাথে সঙ্গেতে লইয়া॥
উত্তম বাহন পরে আগে মুনিরায়। রাজার সমাজ সব পাছে পাছে যায়॥
সবার পিছনে পদব্রজে দুই ভাই। বসন ভূষণ বেশে পারিপাট্য নাই॥
সেবক সচিব মিত্র চলে সাথ সাথ। স্মরিয়া লক্ষ্মণ সীতা রাম রঘুনাথ॥
যেখানে করিল রাম বসতি বিশ্রাম। ভরত করিল তথা সপ্রেম প্রণাম॥
দোঃ—পথি পার্শ্বে নর নারী শ্রবণ করিয়া। ধাইল গৃহের কর্ম্ম, ভবন ত্যজিয়া॥
প্রভুরূপ স্নেহ নিরখিয়া সবজন। জনম সার্থক ভাবি আনন্দিত মন॥ ২২১
চৌঃ—সপ্রেমে জিজ্ঞাসে এক অপরের সনে। শ্রীরাম লক্ষ্মণ সখি হয় কিনা মনে॥
বয়স, শরীর, বর্ণ, রূপ আদি সখি। স্নেহ ব্যবহার সব সেই রূপ দেখি॥
বেশ নহে সেই রূপ, সীতা নাহি সাথে। চতুরঙ্গ সেনা চলে অগ্রেতে পশ্চাতে॥
প্রসন্ন নহেক মুখ খেদ যুক্ত মন। ভেদ দেখি হয় সখি সন্দেহ কেমন॥
তাহার বিচার মানে যতেক রমণী। বুদ্ধিমতী তোমা সম কেহ নাহি ধনি॥
প্রশংসি তাহার বাক্য সত্য মনে গণি। মধুর বচনে কহে অপর রমণী॥
প্রেমের সহিত কহে সকল প্রসঙ্গ। যেমতে হইল রাম রাজ রস ভঙ্গ॥
ভরত প্রশংসা পুনঃ করিতে লাগিল। সনেহ স্বভাব শীল সৌভাগ্য বর্ণিল॥
দোঃ—ফলাশনে, পদব্রজে, পরিহরি পিতৃদত্ত রাজ।
রামে ফিরাইতে যায়, ভরতের মত কেবা আজ॥ ২২২

চৌঃ—ভরত সৌভ্রাত্র ভক্তি প্রেম আচরণ। কহিলে শুনিলে দুঃখ দূষণ হরণ॥
সব লঘু লাগে সখি যে কিছু কহিবে। রামের অনুজ কেন হেন না হইবে॥
আমরা দেখিয়া সবে সানুজ ভরতে। হইনু পরম ধন্য যুবতী মধ্যেতে॥
গুণ শুনি দশা দেখি মনে দুঃখ হয়। কৈকেয়ী জননী যোগ্য সুত কভু নয়॥
কেহ কহে রাণী নহে হয় অপরাধী। সব কৈল আমা সবে অনুকূল বিধি॥
কোথায় আমরা সবে বেদ বিধি হীন। সামান্যা রমণী, কুল কর্ত্তব্য মলিন॥
কুনারী কুদেশে করি বসতি কুগ্রাম। কোথা দরশন হেন পুণ্য পরিণাম॥
অদ্ভুত বিস্ময় হেন প্রতি গ্রামে হৈল। মরুমাঝে যেন কল্পতরু জনমিল॥
দোঃ—ভরত দর্শনে খোলে সব পথ-পার্শ্ববাসী ভাগ।
লঙ্কাবাসী ভাগ্যবশে যেন সুখে পাইল প্রয়াগ॥ ২২৩

চৌঃ—নিজগুণ সহ রাম গুণ আলাপন। শুনি চলে রঘুনাথে করিয়া স্মরণ॥
তীর্থ, তপোবন, যত দেবতার স্থান। নিমজ্জন করি করে ভরত প্রণাম॥
মনে মনে কহে সবে এই বর দেহ। সীতারাম পাদপদ্মে সহজ সনেহ॥
মিলিল কিরাত কোল যত বনবাসী। বৈখানস বটু আদি সন্ন্যাসী উদাসী॥
যারে তারে পুছে পুনঃ করিয়া প্রণাম। কোন্‌বনে আছে সীতা লক্ষ্মণ শ্রীরাম॥
প্রভু সমাচার সবে করয় বর্ণন। ভরত দর্শনে করে সার্থক জনম॥
কুশলে আছেন দেখিয়াছি কহে যেই। শ্রীরাম লক্ষ্মণ সম প্রিয় হয় সেই॥
এমতে মধুর বাক্য সবে জিজ্ঞাসিয়া। রাম বনবাস কথা চলেন শুনিয়া॥
দোঃ—থাকিয়া সেদিন প্রাতঃকালে পুনঃ স্মরি রঘুনাথ।
ভরত সদৃশ, দরশন আশে সবে চলে সাথ॥ ২২৪

চৌঃ—মঙ্গল শকুন দেহে দেখে সর্ব্বজন। শুভদ নয়ন বাহু হইছে স্ফুরণ॥
ভরত সহিত সব জনার উৎসাহ। মিলিবে শ্রীরাম ধ্রুব যাবে দুঃখদাহ॥
করি মনোরথ যার হৃদয়ে যেমন। প্রেমসুরাপানে মত্ত চলে সর্ব্বজন॥
প্রেমেতে শিথিল অঙ্গ যায় হেলেদুলে। বিহ্বল বচন সবে প্রেমবশে বলে॥
হেনকালে রামসখা করায় দর্শন। শৈল শিরোমণি এক সহজ শোভন॥
যাহার সমীপে নদী মন্দাকিনী তীরে। সীতার সহিত দুই বীর বাসকরে॥
দেখিয়া সকলে- করে দণ্ড পরণাম। কহি জয় জয় জয় জানকী শ্রীরাম॥
প্রেমেতে মগন হেন নৃপতি সমাজ। অযোধ্যাতে ফিরি যেন চলে রঘুরাজ॥
দোঃ—তখন যাদৃশ ভরতের প্রেম, শেষ নাহি পারে বর্ণিবার।
কবির অগম, ব্রহ্মসুখ সম, অহং মম মোহিত জনার॥ ২২৫

ভরত মিলন।

চৌঃ—রঘুবর স্নেহে, ভাবে শিথিল সকল। ক্রোশ দুই চলে রবি গেলে অস্তাচল॥
জল স্থল দেখি নিশি করিয়া যাপন। রঘুনাথ প্রেমে মত্ত করয়ে গমন॥

হেথায় শ্রীরাম জাগে নিশি হলে ভোর। জাগিল জানকী হেরি স্বপ্ন অতি ঘোর ॥
ভরত সমাজ সহ কৈল আগমন। প্রভুর বিরহ তাপে তপ্ত তনু মন ॥
দীন দুঃখী সবে, মন মলিন শোকেতে। শ্বশ্রূগণ দেখে যেন অপর বেশেতে ॥
সীতার স্বপন শুনি সজল নয়ন। শোকেতে বিবশ হল শোক বিমোচন ॥
শুভ নহে এ স্বপন শুনহ লক্ষ্মণ। ঘোর দুঃসংবাদ কেহ করাবে শ্রবণ ॥
এত কহি ভাই সহ স্নানেতে চলিল। পুরারি পূজিয়া সব সাধু সম্মানিল ॥

ছঃ—দেবগণে বন্দি, মুনিগণে প্রণমিয়া। বসিয়া উত্তরদিকে দেখেন চাহিয়া ॥
ধূলি সমাচ্ছন্ন নভ, খগ মৃগগণ। পালাইয়া পশে বহু প্রভু তপোবন ॥
তুলসীর প্রভু উঠি করে নিরীক্ষণ। চকিতে ভাবিছে কিবা ইহার কারণ ॥
আসিয়া কিরাত কোল সেই অবসরে। কহে সমাচার সব প্রভুর গোচরে ॥

সো—সুমঙ্গল কথা প্রভু করিয়া শ্রবণ। পুলকে ভরিল দেহ আনন্দিত মন ॥
শরতের সরোরুহ সদৃশ নয়ন। প্রেমঅশ্রুপূর্ণ দেখে তুলসী তখন ॥ ২২৬

চৌঃ—পুনঃ চিন্তান্বিত হল জানকী রমণ। ভরত কারণে কোন্ করে আগমন ॥
এক পুনঃ কহে নহে ভরত একক। চতুরঙ্গ সেনা সঙ্গে বিপুল কটক ॥
শুনিয়া হইল প্রভু চিন্তান্বিত অতি। ইত পিতৃবাক্য উত ভ্রাতার মিনতি ॥
হৃদয়ে বুঝিয়া পুনঃ ভরত প্রকৃতি। প্রভুচিত্ত নাহি পায় সমুচিত স্থিতি ॥
এতেক ভাবিয়া তবে হল সমাধান। ভরত পালিবে আজ্ঞা সাধু বুদ্ধিমান ॥
লক্ষ্মণ লক্ষিল প্রভু হৃদে চিন্তাভার। কালোচিত কহে করি নীতির বিচার ॥
অযাচিত করি প্রভু কিছু নিবেদন। সেবক ধৃষ্টতা কালে উচিত মার্জ্জন ॥
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি তুমি মম স্বামী। নিজ বুদ্ধি অনুসার কহি অনুগামী ॥

দোঃ—পরম সুহৃদ নাথ, চিত্তে সরলতা, শীল স্নেহের নিধান।
প্রতীতি প্রণয় সর্ব্বজন পরে, জানি হৃদে আপন সমান ॥ ২২৭

চৌঃ—প্রভুতা পাইয়া জীব বিষয়ে মগন। মূঢ় মোহ বশ করে প্রকট আপন ॥
চতুর ভরত নীতি নিপুণ সজ্জন। প্রভুপদে অতি প্রীতি জানে জগজন ॥
সেও আজি রাজপদে হয়ে অধিকারী। ধর্ম্মের মর্য্যাদা চলে উল্লঙ্ঘন করি ॥
কূটিল কুবন্ধু লক্ষ্য করি কুসময়। একা বনবাসী রাম জানিয়া নিশ্চয় ॥
কুমন্ত্রণা করি মনে, সাজায়ে সমাজ। আইল করিতে বুঝি অকণ্টক রাজ ॥
কোটি প্রকারের কূট কল্পনা করিয়া। আইল দুভাই দলবল সাজাইয়া ॥
হৃদয়েতে যদি কূট বুদ্ধি না থাকিবে। রথ অশ্ব গজ কেন সঙ্গেতে আনিবে ॥
ভরতেরে বৃথা দোষ দিতেছি কেবল। রাজপদ করে ভবে সবারে পাগল ॥

দোঃ—শশী গুরু পত্নীগামী, বিপ্রযানে নহুষ চড়িল।
লোকবেদ অপমানী নীচ কেবা বেণ সম ছিল ॥ ২২৮

চৌঃ—ত্রিশঙ্কু সহস্রবাহু সুরেশ্বর আর। রাজমদে অপযশ না হল কাহার ॥
উচিত উপায় কৈল ভরত গ্রহণ। না রাখিবে রিপু ঋণশেষ কদাচন ॥

এক কার্য্য ভরতের নহে সমীচীন। অবজ্ঞা করিল রামে জানি সঙ্গীহীন॥
ফল সমুঝিবে আজ বিশেষ করিয়া। সমরে সরোষ রাম মুখ নেহারিয়া॥
এতেক কহিতে নীতিরস বিসরিল। পুলকেতে রণরস বিটপী ফুলিল॥
প্রভু পদ বন্দি রজ রাখি শির পরে। আপন সহজ বল ভাসে সত্যকরে॥
অনুচিত নাহি নাথ মানিবে আমার। ভরত করেনি কম ধৃষ্ট ব্যবহার॥
কতেক সহিব, হয়ে রব ম্রিয়মান। সাথে প্রভু, পুনঃ মম হস্তে ধনুর্ব্বাণ॥

দোঃ—ক্ষত্র জাতি, জন্ম রঘুবংশে, রাম অনুগামী জানে জগ জন।
পদাঘাতে চড়ে শিরে, নীচ যদি নহে কেহ ধূলির মতন॥ ২২৯

চৌঃ—উঠি করজোড়ে রাজ্ঞ আদেশ মাগিল। সুপ্ত বীররস যেন সহসা জাগিল॥
কটিতে তূনীর কষি জটা বাঁধি শিরে। সাজিল ধনুক বাণ লয়ে নিজ করে॥
রাম সেবকের আজি সুযশ লইব। ভরতেরে রণাঙ্গনে যোগ্য শিক্ষা দিব॥
রাম অনাদর ফল উচিত পাইবে। সমর শয্যায় দুই ভাই লুটাইবে॥
আইল সাজায়ে ভাল সকল সমাজ। প্রকট করিব রোষ পশ্চাতের আজ॥
দ্বিরদ নিকর যথা দলে মৃগ রাজ। পক্ষীশাবকেরে যথা লুটে লয় বাজ॥
নিদরি ভরতে তথা সৈনিকের সনে। বধিব অনুজ সহ আজি রণাঙ্গনে॥
শঙ্কর সহায় যদি হয় ভরতের। বধিব রণেতে তবু দোহাই রামের॥

দোঃ—কহিল ভরত অতি ক্রোধ ভরে করি সত্য শপথ গ্রহণ।
দেখি লোক লোক পতি, সবে চাহে ভীত হয়ে, করে পলায়ন॥ ২৩০

চৌঃ—জগ ভয় মগ্ন দেখি হৈল দৈব বাণী। লক্ষ্মণের বাহুবল বিপুল বাখানি॥
প্রতাপ প্রভাব তাত অমিত তোমার। কে পারে কহিতে, শক্তি কার জানিবার॥
সমুচিত অনুচিত যেবা কার্য্য হয়। বিচারিয়া করা ভাল সর্ব্বজন কয়॥
সহসা করিয়া কার্য্য পাছে তাপ সয়। বেদ, বুদ্ধিমান তাহে পণ্ডিত না কয়॥
দৈব বাণী শুনি লছমন সঙ্কুচিত। রাম সীতা সম্মানিল আদর সহিত॥
নীতি তাত তুমি অতি কহিলে সুন্দর। সব হতে রাজ মদ অতি ঘোরতর॥
যাহা আচমন মাত্র সেই নৃপ মাতে। যাতায়াত নাহি যার সাধুর সভাতে॥
ভরতের মত ভাল, শুনহ লক্ষ্মণ। দেখি নাই, শুনি নাই ভবে কোন জন॥

দোঃ—ভরতের রাজ মদ না হবে কখন। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব পদ কৈলে আরোহন॥
কভু কি শুনেছ ভাই কাজি এক বিন্দু। বিনষ্ট করিতে পারে ক্ষীর মহা সিন্ধু॥ ২৩১

চৌঃ—তিমির তরুণ রবি পারে বা গিলিতে। মেঘের মাঝারে পারে গগন মিলিতে॥
গোষ্পদে ডুবিতেপারে ঋষি ঘটযোনি। নিজ ক্ষমা ছাড়িবারে পারে বরং ক্ষৌণী॥
মশক সুমেরু বরং ফঁকিয়া উড়াবে। রাজ মদ ভরতের কভু নাহি ছাবে॥
লক্ষ্মণ শপথ তব জনকের আর। ভরত সমান শুচি বন্ধু মিলা ভার॥
সগুণ দুগ্ধের সহ নির্গুণ সলিল। মিলাইয়া বিধি ভবপ্রপঞ্চ সৃজিল॥
ভরত, তরণী বংশ তড়াগে জন্মিয়া। গুণ, দোষ দিল সব বিভাগ করিয়া॥

গুণ দুগ্ধ লয়ে ত্যজি অবগুণ বারি। নিজ যশে ত্রিভুবন কৈল উজিয়ারি ॥
ভরতের গুণশীল স্বভাব বর্ণিতে। মগন হইল রাম প্রেম পয়োধিতে ॥
দোঃ—রামের বচন শুনি দেবগণ স্নেহ দেখি ভরত উপরে।
রাম সম কৃপা নিকেতন প্রভু, আছে কেবা, কহে উচ্চৈস্বরে ॥ ২৩২
চৌঃ—জগতে ভরত যদি নাহি জনমিত। সকল ধর্ম্মের ভার ভবে কে বহিত ॥
ভরতের গুণগ্রাম অগম কবির। কেবা জানে তুমি বিনা ওহে রঘুবীর ॥
সুরবাণী শুনি সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ। কত আনন্দিত তাহা না হয় বর্ণন ॥
এদিকে ভরত সব সমাজ লইয়া। পূত মন্দাকিনী নীরে স্নান সমাপিয়া ॥
সরিত সমীপে সব রাখি সঙ্গীগণে। আদেশ মাঁগিয়া গুরু, মন্ত্রী, মাতা সনে ॥
ভরত চলিল যথা সীতা রঘুনাথ। অনুজ নিষাদ নাথে লয়ে নিজ সাথ ॥
মাতার করম বুঝি সঙ্কোচ অন্তরে। কুতর্ক করিছে কোটি মনের ভিতরে ॥
মম নাম শুনি রাম জানকী লক্ষ্মণ। স্থান ত্যজি অন্য স্থানে না করে গমন ॥
দোঃ—মাতার মতেতে মম মত অনুমানি। যে কিছু কহেন সব অল্প বলে জানি ॥
নিজদিক হতে যদি করিয়া বিচার। দোষ পাপ ক্ষমি করে আদর সৎকার ॥ ২৩৩
চৌঃ—পরিত্যাগ করে মোরে মলিন জানিয়া। অথবা সম্মান করে সেবক মানিয়া ॥
রামের পাদুকা তবু শরণ আমার। শ্রীরাম সুস্বামী দোষ সকল জনার ॥
চাতক যশের পাত্র ভবে পুনঃ মীন। নিজের নিয়মে প্রেমে নিপুণ নবীন ॥
এতেক গণিয়া মনে চলে যায় পথে। শিথিল সকল অঙ্গ স্নেহ সঙ্কোচেতে ॥
স্মরিয়া মাতার পাপ পদ পাছে ফেলে। ধৈর্য্য ধরি ভক্তিবলে পুনঃ অগ্রে চলে ॥
দেখি ভরতের অতিশয় শোক স্নেহ। নিষাদ হইল সেই সময়ে বিদেহ ॥
রঘুনাথ সুস্বভাব যবে হৃদে জাগে। অধীর চরণ পথে দ্রুত চলে আগে ॥
ভরতের দশা তবে হইল কেমন। সলিল প্রবাহে জল অলির যেমন ॥
দোঃ—মঙ্গল শকুন হল, শুনি গুণি কহিছে নিষাদ।
দুঃখ যাবে হর্ষ হবে কিন্তু পরিণামেতে বিষাদ ॥ ২৩৪
চৌঃ—সেবক বচন সব প্রত্যয় করিল। আশ্রম সমীপে গিয়া উপনীত হৈল ॥
ভরত দেখিয়া সুখী কানন সম্ভার। ক্ষুধিত পাইলে যেন প্রচুর আহার ॥
ইতি ভয়ে যথা প্রজা হইয়া দুঃখিত। প্রবল গ্রহের তাপে হইয়া তাপিত ॥
সুদেশে যাইয়া যথা আনন্দিত মন। ভরতের দশা এবে হইল তেমন ॥
রাম বাস হেতু বনে সম্পদ বিরাজে। সুখী প্রজাগণ যথা পাইয়া সুরাজে ॥
সচিব বিরাগ আর বিবেক নরেশ। বিপিন শোভন অতি পবিত্র প্রদেশ ॥
সৈনিক নিয়ম যম, শৈল রাজধানী। শুচিতা সুমতি, শান্তি শোভাময়ী রাণী ॥
সম্পন্ন সকল অঙ্গ উত্তম রাজার। রাম পদাশ্রয়ে চিত্তে আনন্দ অপার ॥
দোঃ—মোহ মহীপালে দলি, সৈন্যগণ সহ পুরে বিবেক ভূপাল।
করে অকণ্টক রাজ, যথা বিরাজিত সুখ সম্পদ সুকাল ॥ ২৩৫

চৌঃ—কানন প্রদেশে মুনিবাস বহুতর। যেমন নগর পুর গ্রাম পল্লীবর॥
বিপুল বিচিত্র খগ মৃগ বনে নানা। প্রজার সমাজ যেন না হয় বর্ণনা॥
গণ্ডার, শূকর হস্তী ব্যাঘ্র পশুরাজ। মহিষ বলদ দেখি প্রশংসে নৃসাজ॥
বৈরিতা ভুলিয়া সবে চড়ে এক সঙ্গ। মনে হয় যথা তথা সৈন্য চতুরঙ্গ॥
মত্ত গজ গাজে ঝরে ঝরণার জল। মনে হয় বাজিতেছে নাগারা সকল॥
চকোর চাতক, চক্র, শুক, পিকগণ। গুঞ্জরে সুন্দর হংস প্রফুল্লিত মন॥
অলি দল গুঞ্জরিছে নাচিছে ময়ূর। সুরাজের চারিভিতে মঙ্গল প্রচুর॥
বিটপী লতায় তৃণে শোভে ফল ফুল। সকল সমাজ হর্ষ মঙ্গলের মূল॥

দোঃ—রাম শৈল শোভা হেরি আনন্দেতে ভরত বিহ্বল।
ত্যজয় নিয়ম যথা মুনিগণ পেয়ে তপো ফল॥ ২৩৬

উচ্চ শৃঙ্গে চড়ে তবে কেবট ধাইয়া। কহিল ভরত সনে বাহু উঠাইয়া॥
দেখ দেখ নাথ দূরে বিটপী বিশাল। পাকুর জম্বীর আর তমাল রসাল॥
তরুবর মাঝে এক বট সুশোভিত। সুন্দর বিশাল দেখি মন বিমোহিত॥
সঘন পল্লব নীল মধ্যে লাল ফল। সুখদ সকল কালে ছায়া অবিচল॥
তিমির অরুণে যেন একত্র করিয়া। বিধাতা সুষমা রাশি রাখিল রচিয়া॥
সরিত সমীপে প্রভু ওই তরুবর। পাতার কুটির নিম্নে কৈলা রঘুবর॥
তুলসীর তরু হের বিচিত্র শোভন। করেছে কোথাও সীতা স্বহস্তে রোপণ॥
বটের ছায়ায় ওই বেদী মনোহর। জানকী কমল করে রচিল সুন্দর॥

দোঃ—মুনিগণ সহ যথা নিত্য বসি সুধী সীতারাম।
শোনে কথা ইতিহাস, সব বেদ আগম পুরাণ॥ ২৩৭

চৌঃ—সখার বচন শুনি বিটপী নেহারি। ভরত নয়নে প্রবাহিত প্রেমবারি॥
চলে দুই ভাই করি করিয়া প্রণতি। প্রেম বরণিতে সঙ্কুচিত সরস্বতী॥
আনন্দিত নিরখিয়া রাম পদ অঙ্ক। পাইল পরশ মণি যেন অতি রঙ্ক॥
শিরে ধরি রজ হিয়া নয়নেতে লয়। রঘুবর সম্মিলন সম সুখ পায়॥
দেখিয়া ভরত গতি অকথ্য অতীব। প্রেমেতে মগন খগ মৃগ জড় জীব॥
সনেহ বিবশ সখা পথ কৈল ভুল। সুপথ দেখায় সুর বরষিয়া ফুল॥
নিরখি সুপ্রেম সিদ্ধ সাধু অনুরাগে। সহজ সনেহ সবে প্রশংসিতে লাগে॥
ভরতের জন্ম নাহি হইলে ভূতলে। অচলে কে চল, চল করিত অচলে॥

দোঃ—বিরহ মন্দার, প্রেমসুধা, ক্ষীর মহা সিন্ধু ভরত গম্ভীর।
মথিয়া প্রকটে সুর সাধু হেতু কৃপা সিন্ধু রাম রঘুবীর॥ ২৩৮

চৌঃ—সখার সহিত চলে জুড়ি মনোহর। ঘন বনাড়ালে নহে লক্ষ্মণ গোচর॥
ভরত দেখিল শুচি প্রভু তপোবন। যেন সর্ব্ব সুমঙ্গল ভবন শোভন॥
প্রবেশ করিতে দুঃখ দাবাগ্নি মিটিল। পরমার্থ ধন যেন যোগীর মিলিল॥
দেখিল ভরত লছমন প্রভু আগে। জিজ্ঞাসে লক্ষ্মণ, প্রভু কহে অনুরাগে॥

শিরে জটা, মুনিপট, কটিতে তূণীর। কোদণ্ড শোভিছে স্কন্ধে হস্তে শোভে তীর॥
বেদী পরে রাজে সাধু মুনির সমাজ। জানকী সহিত মধ্যে শোভে রঘুরাজ॥
বল্কল বসন, শিরে জটা, তনু শ্যাম। মুনি বেশে সাজিয়াছে যেন রতি কাম॥
কর কমলেতে ধনু সায়ক ফিরায়। হাস্য আস্যে চেয়ে চিত্ত সন্তাপ মিটায়॥

দোঃ—মঞ্জু মুনিগণ মাঝে বিরাজিত সীতা রঘুচন্দ।
জ্ঞানসভামাঝে মূর্ত্ত যেন ভক্তি, সচ্চিৎ আনন্দ॥ ২৩৯

চৌঃ—সানুজ সখার সঙ্গে প্রেম মগ্ন মন। হর্ষ শোক, সুখ দুঃখ হল বিস্মরণ॥
পাহি নাথ পাহি প্রভু কহিয়া ভরত। ভূমিতলে নিপতিত হল দণ্ডবত॥
সপ্রেম বচন শুনি চিনিল লক্ষ্মণ। ভরত প্রণাম করে জানে নিজ মন॥
একদিকে ভ্রাতৃস্নেহ সরস টানিছে। অন্যদিকে প্রভু সেবা বলে আকর্ষিছে॥
মিলা নাহি যায়, মন চঞ্চল সেবায়। লক্ষ্মণের ভাব হেন সুকবি বর্ণয়॥
রহে স্থির সেবা পরে রাখি গুরুভার। উর্দ্ধগ পতঙ্গ যথা টানে খেলোয়ার॥
সপ্রেমে কহিছে করি ভূমে নতশির। ভরত প্রণাম করে হের রঘুবীর॥
শুনি রাম প্রেমে ওঠে হইয়া অধীর। কোথা পট কোথা তূণ কোথা ধনুতীর॥

দোঃ—সজোরে লইয়া তুলে, বক্ষে চাপি আলিঙ্গন করে কৃপাময়।
রাম ভরতের দেখি সম্মিলন সবে আত্মজ্ঞান বিস্মরয়॥ ২৪০

চৌঃ—মিলনের প্রীতি হবে কেমনে বর্ণন। কবির অগম ভাব কর্ম্ম-বাণী মন॥
পরম প্রেমেতে পূর্ণ, মগ্ন দুই ভাই। মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারাদি হারাই॥
সুপ্রেম প্রকট বল কে করিতে পারে। কোন্ ছায়া কবিবর চিত্ত অনুসরে॥
কবির অক্ষর ভাব সম্বল আছয়। তাল গতি অনুসরি নর্ত্তক নাচয়॥
রঘুবীর ভরতের সনেহ অগম। যথা নাহি পৌছে বিধি বিষ্ণু হর মন॥
তাহা আমি মন্দমতি কহি কোন্মতে। সুরাগ বাজে কি কভু * গাডরের তাঁতে॥
রঘুবর ভরতের মিলন দেখিয়া। ভীত দেবতার করে ধুক্ ধুক্ হিয়া॥
সুরগুরু প্রবোধিতে জড় মতি জাগে। পুষ্পবৃষ্টি করি সবে প্রশংসিতে লাগে॥

দোঃ—সপ্রেমে শত্রুঘ্নে মিলি, কেবটের সনে মিলে রাম।
মিলিয়া ভরতে, ভুরি ভাগ্য করে লক্ষ্মণ প্রণাম॥ ২৪১

চৌঃ—কনিষ্ঠের সঙ্গে মিলে লক্ষ্মণ সাদরে। পুনরায় নিষাদেরে লয় বক্ষোপরে॥
পরে দুই ভাই মিলি মুনিগণ বন্দে। অভিমত আশীর্ব্বাদ পাইল আনন্দে॥
সানুজ ভরত পুনঃ অনুরাগ ভরে। সীতা-পাদপদ্মরেণু নিজ শিরে ধরে॥
পুনঃ পুনঃ পড়ে পদে সীতা উঠাইল। পদ্মহস্তে শিরস্পর্শি তারে বসাইল॥
জানকী আশিস কৈল মনেতে আপন। দেহ বোধ নাই চিত্ত স্নেহ নিমগন॥
সব বিধি অনুকূল সীতারে দেখিয়া। শোকহীন হল, বৃথাভয় হীন হিয়া॥
কিছু না জিজ্ঞাসে কেহ, কেহ নাহি বলে। প্রেম পরিপূর্ণ মন নিজ গতি ভোলে॥

* এক প্রকার ঘাস।

কেবট ধরিয়া ধৈর্য্য সেই অবসরে। সবিনয় নিবেদিল নমি জোড়করে॥

দোঃ—সমাগত মুনিনাথ, মাতৃগণ, পুরজন নাথ।
বিরহ বিকল মন্ত্রী, সেনাপতি, নিয়ে সাথ॥ ২৪২

চৌ—শীলের সাগর শুনি গুরু আগমন। সীতার সমীপে রাখি ভাই শত্রুহন॥
চলিল ত্বরিত রাম তথা তৎকাল। ধর্ম্ম ধুরন্ধর ধীর দীনে সুদয়াল॥
গুরুকে দেখিয়া ভ্রাতৃসহ অনুরাগে। দণ্ড পরণাম প্রভু করিবারে লাগে॥
মুনিবর ধেয়ে দুই ভাই নিল কোলে। প্রেমেতে উথলি দুই ভাই সহ মেলে॥
পুলকিত অঙ্গ কহি কেবট স্বনাম। দূর হতে কৈল ভূমে দণ্ড পরণাম॥
রাম সখা বলি মুনি করে আলিঙ্গন। ভূমিগত স্নেহ যেন করিছে লুণ্ঠন॥
রঘু পতি ভক্তি যত সুমঙ্গল মূল। প্রশংসে দেবতা নভে বরষিছে ফুল॥
গুহের সমান নীচ কেবা অবনীতে। ধরণীতে শ্রেষ্ঠ কেবা বশিষ্ঠ হইতে॥

দোঃ—যাহারে দেখিয়া মুনি মেলে স্নেহে লক্ষ্মণ হইতে।
সীতাপতি ভজনের সুপ্রকট প্রতাপ মহীতে॥ ২৪৩

চৌঃ—আরত সকল লোক জানিয়া শ্রীরাম। সুচতুর ভগবান করুণার ধাম॥
যাহার যেমন ছিল মনে অভিলাষ। তাহার তেমন ক'রে পুরাইল আশ॥
পল মধ্যে সবা সনে সানুজ মিলিল। দুঃখের দারুণ দাহ হরণ করিল॥
ইহা বড় ভারী কথা নহেক রামের। কোটি ঘটে পড়ে ছায়া এক তপনের॥
কেবটের সঙ্গে মিলে অনুরাগ ভরে। পুরজন তার ভাগ্য ধন্য ধন্য করে॥
মাতৃগণে হেরি রাম অতি দুঃখী হৈল। সুবেলি সকল যেন তুষারে মারিল॥
প্রথমে মিলিল রাম কৈকেয়ীর সনে। সরল স্বভাবে গলে মাতা ভক্তি ধনে॥
পায়ে ধরি বুঝাইল অনেক প্রকারে। দোষ দিয়া কাল ধর্ম্ম আর বিধাতারে॥

দোঃ—মিলি মাতৃগণে রাম, করি সবে প্রবোধ সন্তোষ।
কহে অম্ব ঈশাধীন জগ, কারো নাহি দিও দোষ॥ ২৪৪

চৌঃ—গুরু পত্নী পদ তবে দুভাই বন্দিল। দ্বিজ পত্নী বন্দে যারা সঙ্গেতে আইল॥
গৌরী গঙ্গা সম জানি সবে সম্মানিল। আনন্দে মধুর বাক্যে সবে আশিসিল॥
পদ ধরি সুমিত্রার কোলেতে বসিল। অতি দীন নিঃস্ব যেন সম্পত্তি পাইল॥
জননী চরণ পুনঃ দুভাই বন্দিয়া। প্রেম বিগলিত পড়ে দেহ এলাইয়া॥
অতি অনুরাগে মাতা তুলে নিল কোলে। স্নান করাইল প্রেমে নয়ন সলিলে॥
তখন হইল যত হরষ বিষাদ। কহিতে না পারে কবি যথা মূক স্বাদ॥
জননীর সঙ্গে মিলি শ্রীরাম লক্ষ্মণ। গুরুসনে কহে কর আশ্রমে গমন॥
মুনীশ নিয়োগ পেয়ে সব পুরজন। জলস্থল দেখি দেখি করে উত্তরণ॥

দোঃ—বিপ্রমন্ত্রী মাতা, গুরু, সঙ্গে নিয়া মান্য গণ্যজন।
পবিত্র আশ্রমে চলে রাম সহ ভরত লক্ষ্মণ॥ ২৪৫

চৌঃ—জানকী আসিয়া মুনি পদে প্রণমিল। অভিমত আশীর্ব্বাদ মুনীশ করিল॥

গুরু পত্নী বন্দি ধরে মুনি পত্নী পায়। সপ্রেম মিলন সুখ কহা নাহি যায়॥
পুনঃ বন্দে পদ সীতা সকল জনার। আশীর্ব্বাদ লয় যাহা প্রিয় আপনার॥
শ্বশ্রুগণে তবে সীতা করি দরশন। সুকুমারী জ্ঞানহারা মুদিল নয়ন॥
নিষাদের হাতে যথা পড়িয়া মরালী। ভাবে কিবা ঘটাইল বিধাতা কুচালী॥
সীতারে দেখিয়া তারা মহা দুঃখ পায়। সকলি সহিতে হয় বিধি যা সহায়॥
জনক নন্দিনী তবে হৃদে ধৈর্য্য ধরে। নীল কঞ্জ সম নেত্রে অশ্রুধারা ঝরে॥
শ্বশ্রুগণ সনে তবে জানকী মিলিল। তখন অবনী ভরি করুণা ছাইল॥

দোঃ—পায়ে পড়ি পড়ি সীতা সবাকারে মিলে ভক্তি ভরে।
স্বামী সোহাগিনী রহ প্রেমবশ আশিসে অন্তরে॥ ২৪৬

চৌঃ—স্নেহেতে বিকল সীতা আর সব রাণী। বসিতে সকলে কহে গুরুদেব জ্ঞানী॥
মায়িক সংসার গতি কহে মুনি নাথ। পর মার্থ কথা কিছু কহি সাথ সাথ॥
নৃপতির সুর পুর প্রস্থান কহিল। শুনি রঘুনাথ দুঃখ দুঃসহ লভিল॥
নিজ স্নেহ মৃত্যু হেতু হৃদয়ে বিচারি। অতীব বিহ্বল হল ধৈর্য্য ধুর ধারী॥
কুলিশ কঠোর শুনি অতি ঘোর বাণী। বিলপে লক্ষ্মণ সীতা সহ সব রাণী॥
শোকেতে বিকল অতি সকল সমাজ। মনে হল নৃপতির মৃত্যু হল আজ॥
মুনিবর পুনরায় রামে প্রবোধিল। মন্দাকিনী নীরে সবে সিনানে চলিল॥
শ্রীরাম নিরম্বু ব্রত সেদিন করিল। মুনি বাক্যে জল বিন্দু কেহ না স্পর্শিল॥
দোঃ—প্রভাতে শ্রীরামে মুনি যে আজ্ঞা করিল। শ্রদ্ধা ভক্তি সহ প্রভু সাদরে পালিল॥ ২৪৭

চিত্রকূটে বাস—রামকে ফিরাইবার যুক্তি।

চৌঃ—বেদোক্ত বিধানে সমাপিয়া পিতৃকৃত্য। পবিত্র হইল পাপ তমের আদিত্য॥
পাপ তুলা অগ্নি সম দহে যার নাম। স্মরিতে মঙ্গল সব করয় প্রদান॥
শুদ্ধ হল সাধু মতে সেও এই মত। তীর্থ আবাহনে গঙ্গা পবিত্র যেমত॥
শুদ্ধ হয়ে দুই দিন হইলে বিগত। গুরুকে কহেন রাম প্রেমেতে এমত॥
সহিতেছে সবলোক অতি দুঃখ ভার। কন্দ মূল ফল জল করিয়া আহার॥
সানুজ ভরত মন্ত্রী দেখি মাতা আর। যুগ সম এক পল কাটিছে আমার॥
সকলে লইয়া পুরে করো পদার্পণ। আপনি এখানে সুর পুরেতে রাজন॥
ধৃষ্টতা করিয়া সব কহিলাম আমি। সমুচিত যাহা তাহা বুঝে কর স্বামি॥

দোঃ—ধর্ম্ম সেতু কৃপাময় কেন হেন না কহিবে রাম।
দুঃখী সব, দেখি দিন দুই তোমা লভুক বিশ্রাম॥ ২৪৮

চৌঃ—শ্রীরাম বচন শুনি সভয় সমাজ। জলনিধি মধ্যে যেন বিকল জাহাজ॥
গুরুর বচন শুনি মঙ্গলের মূল। মনে হল বায়ু যেন হল অনুকূল॥
ত্রিসন্ধ্যা করিয়া স্নান পবিত্র সলিলে। সর্ব্বপাপ দূর হয় যাঁহারে হেরিলে॥
মঙ্গল মূরতি রামে দুনয়ন ভরি। নিরীক্ষণ করে হর্ষে দণ্ডবত করি॥

রাম নিষেবিত গিরি বন দেখে গিয়া। দুঃখলেশ নাহি সদা হরষিত হিয়া ॥
ঝরণা হইতে সুধাময় বারি ঝরে। ত্রিবিধ সমীর লয় ত্রয় তাপ হ'রে ॥
বিটপী বল্লরী তৃণ অগণিত জাতি। পল্লব প্রসূন ফল সুবিচিত্র অতি ॥
মনোহর শিলা সুখদায়ী তরু ছায়া। বনের সৌন্দর্য্য কত কে বর্ণিবে তাহা ॥

দোঃ—বিকচ কমল জলে বিহঙ্গম কূজরিছে গুঞ্জরিছে ভৃঙ্গ।
বিহরে বিপিনে বৈর বিসরিয়া খগমৃগ আদি বহুরঙ্গ ॥ ২৪৯

চৌঃ—যতেক কিরাত কোল ভিল বনচর। সুধাসম স্বাদু মধু পবিত্র সুন্দর ॥
সুন্দর পাতার দোনা সব ভরি ভরি। কন্দ মূল ফল নিয়ে আসি ভারে করি ॥
সকলে প্রদানে করি বিনয় প্রণাম। কহিয়া সবার ভেদ স্বাদ গুণ নাম ॥
বহু মূল্য দেয় সবে না করে গ্রহণ। রামের দোহাই দিয়ে করে প্রত্যর্পণ ॥
স্নেহমগ্ন কহে সবে সুমধুর বাণী। মানি লয়, সাধুসন্ত প্রেম অনুমানি ॥
আমরা নিষাদ নীচ, তোমরা সজ্জন। রামের প্রসাদে পাই তোমা দরশন ॥
মোদের অগম অতি তোমা দরশন। মরুভূমি মাঝে গঙ্গা ধারার মতন ॥
শ্রীরাম কৃপালু কৈল নিষাদে উদ্ধার। রাজা হেন হতে হয় প্রজা পরিবার ॥

দোঃ—সঙ্কোচ ত্যজিয়া, বিচারিয়া হেন, স্নেহ জানি করহ করুণা।
কৃতার্থ করিতে আমাদের লহ ফল তৃণ অঙ্কুরাদি নানা ॥ ২৫০

চৌঃ—আইলে কাননে প্রিয় অতিথি তোমরা। সেবাযোগ্য ভাগ্য নাহি, অধম আমরা ॥
কিবা দিব তোমা সবে আমরা গোসাঁই। রন্ধনের কাষ্ঠ পত্র কিরাত মিতাই ॥
ইহাই প্রধান সেবা করিবে গণন। চুরি যদি নাহি করি বসন বাসন ॥
আমরা অবোধ জীব জীবগণ ঘাতী। কুটিল কুচালি ক্রূর কুমতি কুজাতি ॥
দিবস যামিনী মোরা কত পাপ করি। না মেলে কটিতে বস্ত্র, খাদ্য পেট ভরি ॥
স্বপ্নেও নাহিক কভু হৃদে ধর্ম্মভাব। এসব জানিবে রাম দর্শন প্রভাব ॥
যদবধি নেহারিনু প্রভুর চরণ। মোদের দুঃসহ দুঃখ হল বিমোচন ॥
বচন শুনিয়া পুরজন অনুরাগে। তাহাদের ভাগ্য সবে প্রশংসিতে লাগে ॥

ছঃ—প্রশংসিতে লাগে ভাগ্য সব পুরজন। অনুরাগ বাক্য সব করায় শ্রবণ ॥
বোলনি মিলনি সীতারাম পদে প্রীতি। দেখিয়া নগরবাসী হরষিত অতি ॥
নর নারী নিন্দা করে নিজে নিজ স্নেহ। কোল ভীল বাক্য শুনি বিনয়ের গেহ ॥
তুলসী, করুণা করি রঘুবংশমণি। লৌহকে করিল সিন্ধু পারের তরণী ॥

সোঃ—বনে চারিভিতে ভ্রমে হর্ষে সব লোক প্রতিদিন।
দাদুর ময়ূর পেয়ে বর্ষা বারি যথা হয় পীন ॥ ২৫১

চৌঃ—পুর নর নারী মগ্ন প্রেমে অতিশয়। পলকের সম দিবা নিশি গত হয় ॥
শ্বশ্রূ প্রতি সীতা ভিন্ন বেশ বানাইয়া। যথাযোগ্য সেবা করে আদর করিয়া ॥
রাম বিনা নাহি জানে মরম ইহার। মায়াপতি রাম, মায়া সকল সীতার ॥

সেবা করি সব শ্বশ্রূ নিজ বশ কৈল। সুখীহয়ে সবে শিক্ষা আশীর্ব্বাদ দিল ॥
সীতার সহিত দেখি সরল দুভাই। কুটিল রাণীর অনুতাপে শেষ নাই ॥
মৃত্যু কিম্বা, মহীগর্ভ কৈকেয়ী যাচয়। বিধি মৃত্যু, মহী, গর্ভে স্থান নাহি দেয় ॥
লোকে বেদ জ্ঞাত আর কবিজন কয়। রাম বিমুখের স্থান নরকে না হয় ॥
সকলের মনে এই জাগিছে সংশয়। রাম অযোধ্যায় ফেরে কিম্বা বনে রয় ॥
দোঃ—দিবসে নাহিক ক্ষুধা নিশি নিদ্রাহীন। ভরত বিকল মহা চিন্তা ঘোরে লীন ॥
নীচ পঙ্ক মাঝে মগ্ন যথা মীনগণ। বারি শুকাইতে হেরি চিন্তামগ্ন মন ॥ ২৫২
চৌঃ—মাতার মাধ্যমে কাল কু-চাল চালিল। পক্ক শালি ইতি* হেন বিনাশ করিল ॥
কেমনে হইবে রামরাজ্য অভিষেক। বিচারিয়া নাহি হেরি তার পথ এক ॥
অবশ্য ফিরিবে গুরু আদেশ মানিয়া। কহিবে মুনীশ ইচ্ছা রামের জানিয়া ॥
জননী কহিলে রঘুরায় ফিরে ঘরে। রাম মাতা কারো সনে হট নাহি করে ॥
আমি অনুচর মাত্র, মোর কিবা কথা। তার মাঝে প্রতিকূল আমারে বিধাতা ॥
হট যদি করি হবে একান্ত কুকর্ম্ম। কৈলাস হইতে ভারী সেবকের ধর্ম্ম ॥
কোনো যুক্তি মন মাঝে নাহি পায় স্থিতি। চিন্তা করি ভরতের পোহাইল রাতি ॥
প্রাতঃস্নান করি প্রভুপদে প্রণমিয়া। বসিতে, পাঠান মুনি ভরতে ডাকিয়া ॥
দোঃ—প্রণমিয়া গুরুপাদপদ্মে বৈসে আদেশ পাইয়া।
বিপ্র, মন্ত্রী, মহাজন, সভাসদ মিলিল আসিয়া ॥ ২৫৩
চৌঃ—মুনিবর কালোচিত কহেন বচন। চতুর ভরত শোন ,সভাসদগণ ॥
দিবাকর কুল রবি ধরম ধুরীণ। রাম রাজা ভগবান একান্ত স্বাধীন ॥
সত্যসন্ধ সদা রক্ষা করে শ্রুতি সেতু। রামের জনম জগ মঙ্গলের হেতু ॥
গুরু পিতা মাতা বাক্য সদা অনুসরে। খল দল বিনাশিয়া দেব হিত করে ॥
নীতি, প্রীতি, পরমার্থ আপন স্বারথ। রাম সম কেহ নাহি জানে যথারথ ॥
বিধি হরিহর শশী রবি দিক্‌পাল। মায়া, জীব আদি সমুদয় কর্ম্ম-কাল ॥
অহিপতি মহীপতি সবার প্রভুতা। বেদাগমে গীত যত যোগ সিদ্ধি কথা ॥
করিয়া বিচার সব দেখহ অন্তরে। রাম আজ্ঞা বিরাজিত সব শির পরে ॥
দোঃ—রাম আজ্ঞা, ইচ্ছা রাখা আমাদের সবাকার হিত।
বুঝি বিজ্ঞ কর যাহা সবাকার সম্মত উচিত ॥ ২৫৪
চৌঃ—সবার সুখদ রাম রাজ্য অভিষেক। আনন্দ মঙ্গলপ্রদ পথ মাত্র এক ॥
যেমতে অযোধ্যাপুরে চলে রঘুরায়। বুঝিয়া কহহ সেই, করহ উপায় ॥
সাদরে শুনিয়া সবে মুনির ভাষিত। ন্যায় পরমার্থ স্বার্থ সকল মিলিত ॥
বিহ্বল সকল লোক না আসে উত্তর। ভরত নোয়ায়ে শির কহে জুড়ি কর ॥
ভানুবংশে জনমিল নৃপতি অনেক। শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতর সব এক হতে এক ॥
সবাকার জনমের হেতু পিতা মাতা। শুভাশুভ কর্ম্মফল দায়ক বিধাতা ॥

*ইতি=অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ মুষিক ইত্যাদি।

দুঃখ দলি করে সব কল্যাণ বিধান। তোমার আশিস জগতের হেন জ্ঞান ॥
সেই প্রভু, বিধি গতি যে পারে রোধিতে। কারশক্তি আছে তাঁর সিদ্ধান্ত নাড়িতে॥
দোঃ—আমারে জিজ্ঞাস পথ কি মোর অভাগ। স্নেহবাক্যে গুরুপদে বাড়ে অনুরাগ ॥ ২৫৫
চৌঃ—রামের কৃপাই সত্য ইহা সুনিশ্চয়। রাম বিমুখের সিদ্ধি স্বপনে না হয় ॥
এক কথা কহিবারে হই সঙ্কুচিত। সর্ব্বস্ব যাইতে অর্দ্ধ ত্যজয় পণ্ডিত ॥
তোমরা দুভাই কর কানন গমন। গৃহে ফিরে যাক্ সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
শুনি গুরু বাক্য দুই ভাই হরষিত। আনন্দে ভরিল, সর্ব্ব অঙ্গ পুলকিত ॥
তেজঃপুঞ্জ কলেবর সুপ্রসন্ন মন। রাম রাজা হল যেন, জীবিত রাজন ॥
লোকের অধিক লাভ অতি অল্প হানি। সম সুখ দুঃখ হেতু কাঁদে সব রাণী ॥
যে কহিলে কৈলে তাহা, কহিল ভরত। মিলয় জীবন ফল ভবে অভিমত ॥
জনম ভরিয়া বাস করিব কাননে। ইহা হতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাহি মানি মনে ॥

দোঃ—অন্তর্যামী সীতারাম তুমি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ধীমান।
সত্য যদি বলে থাক, কার্য্যে বাক্য করহ প্রমাণ ॥ ২৫৬

চৌঃ—ভরত বচন শুনি, স্নেহ নিরখিয়া। সভাসহ মুনি গেল দেহ বিসরিয়া ॥
ভরত মহিমা মহা অপার সাগর। মুনি মতি নারী সম খাড়া তীর পর ॥
পার হতে হিয়া মাঝে যতন করিল। জাহাজ, তরণী, ভেলা, কিছু না মিলিল ॥
ভরত মহিমা বল কে করে বর্ণন। সরসী ঝিনুক সিন্ধু করে কি ধারণ ॥
ভরতে লাগিল ভাল মুনিবর প্রাণে। সমাজ সহিত চলে রাম সন্নিধানে ॥
প্রভুকে প্রণাম করি সুখাসন দিল। মুনির অনুজ্ঞা পেয়ে সকলে বসিল ॥
মুনিবর কহে বাক্য করিয়া বিচার। দেশ কাল অবসর যুক্তি অনুসার ॥

বশিষ্ঠ দেবের ভাষণ, রামের উত্তর।

শুনহ সর্ব্বজ্ঞ রাম পরম ধীমান। ধর্ম্ম নীতি জ্ঞান গুণ সবার নিধান ॥

দোঃ—সবার অন্তরে থাকি জান সবাকার গুপ্ত কুভাব সুভাব।
করহ উপায় যাতে পুরজন মাতৃগণ ভরতের লাভ ॥ ২৫৭

চৌঃ—বিচারি বচন নাহি কহে আর্ত্তজন। জুয়ারি আপন স্বার্থ করে অন্বেষণ ॥
মুনির বচন শুনি কহে রঘুরায়। তোমার করেতে প্রভু সকল উপায় ॥
প্রভুর আদেশ মানা হিত সবাকার। হৃষ্ট মনে সত্য জানি বচন তোমার ॥
প্রথমে আমার প্রতি যাহা আজ্ঞা হয়। শিরোধার্য্য করি তাহা পালিব নিশ্চয় ॥
পুনরায় যার পরে যে আজ্ঞা হইবে। সকল প্রকারে সবে নিশ্চয় মানিবে ॥
মুনি কহে রাম সত্য বচন তোমার। বিকল ভরত স্নেহে বিবেক আমার ॥
তাহাতে কহিনু আমি সবে বার বার। ভরত ভক্তিতে মতি বিবশ আমার ॥
আমি জানি ভরতের অভিলাষ রাখি। যে করিবে হবে শুভ মহাদেব সাখী ॥

দোঃ—ভরত বিনয় শুনি সমাদরে পুনঃ রাম করিয়া বিচার।
কর সাধুমত, লোকমত, রাজনীতি, জানি নিগমের সার ॥ ২৫৮

চৌঃ—গুরু অনুরাগ দেখি ভরত উপরে। বিশেষ আনন্দ হল রামের অন্তরে॥
ভরতেরে রাম ধৈর্য্য ধুরন্ধর জানি। আপন সেবক সত্য কায়মনোবাণী॥
বলিল বচন গুরু আজ্ঞা অনুকূল। সুন্দর কোমল সব মঙ্গলের মূল॥
তোমার শপথ, পিতৃ পদের দোহাই। ভরতের সম ভাই ত্রিভুবনে নাই॥
গুরু পাদ পদ্মে হেন অনুরাগ যার। লোক বেদ মতে তার সৌভাগ্য অপার॥
হেন অনুরাগ যার উপরে তোমার। ভরতের ভাগ্য কার সাধ্য বর্ণিবার॥
ছোট ভাই তাই মোর বুদ্ধি সঙ্কুচিত। মুখোপরি প্রশংসিতে ভরত চরিত॥
ভরতের বাক্য রক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হবে। এত কহি রঘুনাথ রহেন নীরবে॥

ভরতের নিবেদন।

দোঃ—ভরতের সনে তবে, মুনি কহে, সঙ্কোচ ত্যজিয়া।
হৃদয়ের কথা, প্রিয় ভ্রাতৃ সনে, কহ বিবরিয়া॥ ২৫৯

চৌঃ—মুনির বচন শুনি, রাম ইচ্ছা জানি। গুরু প্রভু দুই অতি অনুকূল মানি॥
দেখিয়া আপন শিরে অতি গুরু ভার। কহিতে পারেনা কিছু, করিছে বিচার॥
পুলকিত অঙ্গে সভা মধ্যে দাঁড়াইল। নীরজ নয়নে প্রেম সলিল বহিল॥
মুনি নিবেদিল কথা যা ছিল আমার। ইহার অধিক আমি কি কহিব আর॥
প্রভুর স্বভাব আমি বিদিত অন্তরে। অপরাধী পরে কভু ক্রোধ নাহি করে॥
আমার উপরে কৃপা স্নেহ সবিশেষ। খেলা ছলে দেখি নাই কভু রোষ লেশ॥
শিশুকাল হতে কভু না ছাড়িনু সঙ্গ। কখন না কৈল প্রভু মোর মনোভঙ্গ॥
প্রভু কৃপা রীতি আমি দেখেছি বিচারি। খেলায় জিতান্ মোরে কভু যদি হারি॥

দোঃ—স্নেহ সঙ্কোচের বশে সম্মুখে না কহি বচন।
অদ্যাবধি নহে তৃপ্ত দেখি, প্রেম পিয়াসী নয়ন॥ ২৬০

চৌঃ—আমার আদর বিধি সহিতে নারিল। জননীরে হেতু করি মধ্যে দাঁড়াইল॥
একথা আমার মুখে শোভা নাহি পায়। নিজেরে বুঝিলে সাধু কিবা আসে যায়॥
মাতা মন্দ, শুচি শুদ্ধ হাল চাল মম। হেন ভাব হৃদে আনা নিন্দনীয় তম॥
কদু শিষে নাহি ফলে শ্রেষ্ঠ শালিধান। কৃষ্ণ শম্বুকেতে মুক্তা নাহি করে দান॥
স্বপনেও কাহারও নাহি দোষ লেশ। আমার দুর্ভাগ্য মাত্র উদধি অশেষ॥
নিজ পাপ পরিপাক নাহি সমঝিনু। জননীরে কটু বাক্য কহি জ্বালাইনু॥
হারি সবদিকে দেখি বিচারি অন্তরে। সুনিশ্চিত ভাল এক আছে মোর তরে॥
গুরু তুমি, প্রভু মোর পুনঃ সীতারাম। ইহা হতে জানি হবে শুভ পরিণাম॥

দোঃ—সাধু সভা, প্রভু গুরু সন্নিধানে, শুচি স্থলে, কহি সত্য করে।
প্রেম কি প্রপঞ্চ, সত্য কিম্বা মিথ্যা, জ্ঞাত মুনিবরে, রঘুবরে॥ ২৬১

চৌঃ—ভূপতির মৃত্যু রাখি প্রণয়ের পণ। জননীর মন্দমতি জানে জগজন॥
দেখা নাহি যায় দশা বিকল জননী। দুঃসহ বিরহে জ্বলে পুরুষ রমণী॥
আমি সর্ব্ব অনর্থের হইলাম মূল। বুঝিয়া হৃদয়ে সহি সব দুঃখ শূল॥

কাননে গমন শুনি কৈলা রঘুনাথ। মুনিবেশে সীতা আর লক্ষ্মণের সাথ॥
পদব্রজে, নাহি পরি পদে পদত্রাণ। শঙ্কর সর্ব্বজ্ঞ, এই দুঃখে রহে প্রাণ॥
নিষাদের স্নেহ চোখে দেখি পুনরায়। কুলিশ কঠোর হিয়া ফাটিয়া না যায়॥
এবে সব দেখিলাম নয়নে আসিয়া। জড় প্রাণ স'বে সব দেহেতে থাকিয়া॥
বৃশ্চিক ভুজঙ্গ যারে পথে নিরখিয়া। উগ্রবিষ পরিহরে ক্রোধ সম্বরিয়া॥

দোঃ—ভাল নাহি লাগে যার হেন সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তার পুত্র ত্যজি দৈব দুঃখ কারে করাবে সহন॥ ২৬২

চৌঃ—বিকল শুনিয়া অতি ভরত ভাষণ। আরতি পিরীতি নীতি বিনয় মিশ্রণ॥

রামের উত্তর

শোক মগ্ন সব সভা বিষাদ অপার। মনে হয় পদ্মবনে পড়েছে তুষার॥
কহি নানাবিধ তবে পুরাণ কাহিনী। ভরতে প্রবোধ দেন মুনিবর জ্ঞানী॥
সমুচিত করে রঘুনন্দন উত্তর। রবিকুল, কুমুদিনী বন সুধাকর॥
বৃথা যেন নাহি তাত করহ গলানি। ঈশ্বর অধীন সব জীবগতি জানি॥
তিন কালে তিন লোকে যত পুণ্যব্রত। মোর মতে নীচে সব তোমার ভরত॥
তোমারে কুটিল চিত্ত হৃদে যেবা ভাবে। ইহ লোক সহ তার পরলোক যাবে॥
সেই মূর্খ মায়ে দোষ করিবে অর্পণ। গুরু সাধু সঙ্গ যেবা না কৈল সেবন॥

দোঃ—মিটিবে প্রপঞ্চ পাপ, সমুদয় অমঙ্গল ভার।
ভবে যশ, স্বর্গে সুখ, পাবে নাম স্মরিলে তোমার॥ ২৬৩

চৌঃ—শিব সাক্ষী করি কহি সুসত্য বচন। ভরতের হস্তে এবে ভূভার হরণ॥
বৃথা তর্ক যেন তাত না কর হৃদয়ে। বৈর প্রেম লুকাইলে লুকান না রহে॥
মুনিগণ সন্নিকটে খগ মৃগ যায়। সিংহ ব্যাধ দেখি বনে ভয়েতে পালায়॥
হিতাহিত পশু পক্ষী আছে সুবিদিত। মানব তনুতে জ্ঞান বুদ্ধি অবস্থিত॥
শোন তাত আমি তোমা জানি ভালমতে। কিবা করি ঘোর দ্বন্দ্ব হয় হৃদয়েতে॥
সত্য রক্ষা কৈল রাজা তনু তেয়াগিয়া। ত্যজিল আপন তনু প্রেমের লাগিয়া॥
দুঃখী হব তার বাক্য হইলে লঙ্ঘন। সঙ্কোচ অধিক তাত তোমার কারণ॥
তার পর গুরু মোরে করিলা আদেশ। পালন অবশ্য যোগ্য তাঁহার নির্দ্দেশ॥

দোঃ—সঙ্কোচ ত্যজিয়া কহ হৃষ্ট চিত্তে, করি আমি আজ।
সত্যসঙ্গ রঘুবীর বাক্যে সুখী সকল সমাজ॥ ২৬৪

বাসব বৃহস্পতি সংবাদ।

চৌঃ—সুরগণ সহ ভয় মগ্ন সুর রাজ। চিন্তান্বিত, হতে বুঝি চাহিছে অকাজ॥
উপায় ভাবিছে কিছু না হয় বিহিত। শ্রীরাম শরণ মাগে নিজ নিজ চিত॥
বিচারিয়া হৃদে পুনঃ কহে পরস্পর। ভক্তি ভক্তবশ সদা হন্ রঘুবর॥
মনে করি অম্বরিষ দুর্ব্বাসার কথা। একান্ত নিরাশ হল ইন্দ্রাদি দেবতা॥
বহুকাল সুরগণ সহিল বিষাদ। প্রকটিল নরহরি ভকত প্রহ্লাদ॥

কানে কানে কহে সবে কর হানি মাথে। সুরগণ কাজ এবে ভরতের হাতে ॥
না দেখি উপায় আর অন্য, দেবগণ। শ্রীরাম মানেন শ্রেষ্ঠ সেবক সেবন ॥
সপ্রেমে হৃদয়ে সবে ভরতে স্মরিল। নিজ গুণ শীলে বশ রামে যে করিল ॥

দোঃ—শুনি দেবগুরু কহে তোমাদের ইহা বড় ভাগ।
সর্ব্ব শুভ মূল ভবে ভরতের পদে অনুরাগ ॥ ২৬৫

চৌঃ—সীতা পতি সেবকের কৈলে সেবকাই। শত কাম ধেনু সম হয় ফলদায়ী ॥
ভরতে ভকতি হৃদে আসিল যখন। শোক ত্যজ, বিধি বাঞ্ছা পুরাবে তখন ॥
ভরত প্রভাব ভেবে দেখ সুরেশ্বর। সহজ সনেহ বশ রাম রঘুবর ॥
মন স্থির কর দেব নাহি কোন ভয়। জানিও ভরত, রাম ছায়া বই নয় ॥

ভরতের প্রত্যুত্তর।

সুরগুরু সহ সুর সঙ্কোচ শুনিয়া। অন্তর্যামী রঘুনাথ সঙ্কুচিত হিয়া ॥
ভরত জানিয়া ভার সব নিজ শিরে। কোটি অনুমান হৃদে করে ফিরে ফিরে ॥
সুস্থির করিল মনে করিয়া বিচার। রাম আজ্ঞা শিরে ধরা মঙ্গল আমার ॥
নিজ পণ ত্যজি পণ রাখিল আমার। স্নেহ কৃপা আমা প্রতি করিলা অপার ॥

দোঃ—অমিত করুণা মোরে সর্ব্বভাবে কৈলা রঘুনাথ।
প্রণমি ভরত কহে, জুড়ি তবে দুই পদ্ম হাত ॥ ২৬৬

চৌঃ—কি কহিব কি কহাব আমি এবে স্বামি। করুণা সাগর তুমি প্রভু অন্তর্যামী ॥
গুরু সুপ্রসন্ন, প্রভু অতি অনুকূল। মিটিল মলিন মন অনুমিত শূল ॥
বৃথা ভয়ে হৈনু ভীত, বিষাদ অমূল। দিবাকরে বৃথা দোষে করি দিক ভুল ॥
আমার দুর্ভাগ্য আর মাতৃ কুটিলতা। বিষম বিধির গতি কাল কঠিনতা ॥
পদ রোপি মারিবারে চাহে সবে মিলে। প্রণত পালক নিজ প্রতিজ্ঞা রাখিলে ॥
প্রভুর নিয়ম এই না হয় নূতন। লোকে বেদে সুবিদিত, নহেক গোপন ॥
তুমি বিনে ভাল নাই জগত মাঝারে। বল, কার ভাল হতে ভাল হতে পারে ॥
কল্প তরু সম দেব স্বভাব তোমার। অনুকূল, প্রতিকূল কভু নহ কার ॥

দোঃ—কাছে গেলে চিনি তরু, ছায়া করে সব শোক সন্তাপ হরণ।
মাগি পায় অভিমত ফল, রাজা নিঃস্ব ভাল মন্দ সর্ব্বজন ॥ ২৬৭

চৌঃ—দেখিয়া সকল ভাবে গুরু, স্বামী স্নেহ। মিটিয়াছে ক্ষোভ মনে নাহিক সন্দেহ ॥
করুণা আকর এবে করহ তেমন। আমা লাগি ক্ষুব্ধ নাহি হয় তব মন ॥
প্রভুকে সঙ্কোচে ফেলি চাহে নিজ হিত। অধম সেবক, তার মতি অনুচিত ॥
ত্যজিয়া সকল সুখ প্রলোভন আর। প্রভু সেবা সেবকের হিত আপনার ॥
স্বার্থ সবাকার যাও অযোধ্যাতে ফিরে। কোটি সুমঙ্গল তব আজ্ঞা ধরা শিরে ॥
এই মাত্র প্রভু স্বার্থ পরমার্থ সার। সকল সুকৃতি ফল সুগতি শৃঙ্গার ॥
বিনয় আমার দেব একমাত্র শুনি। উচিত বুঝিলে প্রভু করহ তেমনি ॥
তিলকের দ্রব্য সব আনিনু যতনে। করহ সফল যদি ভাল বোঝ মনে ॥

দোঃ—সানুজ আমারে বনে পাঠাইয়া, কর প্রভু সকলে সনাথ।
নতুবা দুভাই ফিরে যাক্ গৃহে, আমি পুনঃ চলি প্রভু সাথ ॥ ২৬৮

চৌঃ—নতুবা আমরা তিন ভাই যাই বনে। সীতাসহ রঘুনাথ ফিরহ ভবনে ॥
যাহাতে প্রসন্ন হয় প্রভু তব মন। করুণা সাগর তুমি করহ তেমন ॥
আমার উপরে প্রভু দিলে সব ভার। আমি নাহি জানি নীতি ধর্ম্মের বিচার ॥
স্বার্থের লাগিয়া কহি এসব বচন। আর্ত্তের হৃদয় নাহি রহে সচেতন ॥
প্রভু আজ্ঞা শুনি দাস প্রত্যুত্তর করে। লজ্জা পায় লাজ মনে দেখি সেই নরে ॥
এহেন দোষের মুই অগাধ সাগর। স্নেহবশ প্রভু মোর সাধুবাদ কর ॥
আমার লাগিছে ভাল তাহাই এখন। সঙ্কুচিত যাহে নাহি হবে তব মন ॥
শপথ করিয়া কহি প্রভু চরণের। মঙ্গলের পথ এই এক ভুবনের ॥

দোঃ—সঙ্কোচ ত্যজিয়া, সুপ্রসন্ন মনে, যারে যাহা করিবে আদেশ।
করিলে পালন আজ্ঞা ধরি শিরে নাহি রবে কোন দুঃখ লেশ ॥ ২৬৯

চৌঃ—ভরত বচন শুচি শুনি হিয়া হর্ষে। প্রশংসে সজ্জন, দেবগণ পুষ্প বর্ষে ॥
দোলাচল চিত্ত যত অযোধ্যা নিবাসী। প্রমুদিত মনে তপোরত বনবাসী ॥
সঙ্কোচেতে রঘুনাথ রহিলা নীরব। প্রভু গতি দেখি চিন্তান্বিত সভ্য সব ॥

জনকের আগমন।

হেনকালে জনকের দূত উপনীত। মুনীশ বশিষ্ঠ তারে ডাকিল ত্বরিত ॥
প্রণাম করিয়া দূত রামে নিরখিল। বেশ দেখি চর অতি দুঃখিত হইল ॥
জিজ্ঞাসিলা মুনিবর দূতেরে বচন। কুশলে আছেন কহ মিথিলা রাজন ॥
শুনি সঙ্কুচিত, শির রাখি ভূমিপর। চরবর কহে বাক্য জুড়ি দুই কর ॥
সাদরে জিজ্ঞাস মুনি নৃপের কুশল। সেহেতু সর্ব্বদা স্থির রাজার মঙ্গল ॥

দোঃ—অন্যথা কুশল নাথ গেছে চলি কোশলের অধিপতি সাথ।
মিথিলা অযোধ্যা কেন, যাঁর তিরোভাবে সারা ভুবন অনাথ ॥ ২৭০

চৌঃ—কোশল পতির গতি, জনকের জন। শুনিয়া শোকেতে হল পাগল যেমন ॥
সে সময়ে যে দেখিল নৃপতি বিদেহ। সত্য নাম ধরে নৃপ না ভাবিল কেহ ॥
রাণীর কুচাল সব শুনি মহীপাল। হতবুদ্ধি নৃপ যেন মণি হারা ব্যাল ॥
ভরত নৃপতি, বনবাসী রঘুবর। শুনিয়া নৃপতি অতি দুঃখিত অন্তর ॥
নৃপতি জিজ্ঞাসে তবে সচিব সমাজ। বিচারিয়া কহ কিবা সমুচিত আজ ॥
অযোধ্যা গমন ভাল হয় কিম্বা নহে। দ্বিধা গ্রস্ত মন্ত্রীগণ কিছু নাহি কহে ॥
নৃপতি ধৈরয ধরি হৃদয়ে বিচারি। কোশলে পাঠালে চর সুচতুর চারি ॥
ভাল মন্দ ভরতের হৃদয় বুঝিয়া। অলক্ষিতে শীঘ্র ফিরি আসিবে চলিয়া ॥

দোঃ—অযোধ্যা নগরে গিয়া, দেখি ভরতের কৃতি গতি।
ভরত চলিলে চিত্রকূটে, চর চলিল ত্রিহুতি ॥ ২৭১

চৌঃ—ফিরিয়া আসিয়া চর ভরতের কৃতি। জনক সভায় বরণিল যথা মতি ॥

শুনি পুরজন গুরু সচিব নৃপতি। সবে হল শোক স্নেহ বিগলিত মতি॥
ধৈরয ধরিয়া করি ভরত বড়াই। সেনপ, সৈনিকগণে লইল ডাকাই॥
ঘর পুর দেশ লাগি রক্ষক রাখিয়া। হস্তী অশ্ব রথ বহু যান সাজাইয়া॥
দুপুরে মুহূর্ত্ত সাধি চলে তৎকাল। পথেতে বিশ্রাম নাহি করি মহীপাল॥
আজ প্রাতঃকালে স্নান করিল প্রয়াগে। যমুনা উত্তীর্ণ হতে সবলোক লাগে॥
খবর লইতে নাথ মোরে পাঠাইল। এতকহি মুনিবরে শির নোয়াইল॥
জন ছয় সাত কিরাতেরে সঙ্গে দিল। মুনিবর চরে শীঘ্র বিদায় করিল॥

দোঃ—জনক আগত শুনি, আনন্দিত অযোধ্যা সমাজ।
সঙ্কুচিত রাম অতিশয়, চিন্তান্বিত সুররাজ॥ ২৭২

চৌঃ—কুটিল কৈকেয়ী যায় গ্লানিতে গলিয়া। কিবা করি কারে দোষি হৃদয়ে ভাবিয়া॥
এতেক ভাবিয়া হরষিত নর নারী। বনে থাকা হবে আর দিন দুই চারি॥
এই রূপে সেই দিন অতীত হইল। প্রাতঃ কালে সবলোক স্নান সমাপিল॥
মজ্জন করিয়া পূজা ক'রে নর নারী। গণ পতি গৌরী আর তমারি পুরারি॥
রমাপতি পাদ পদ্ম পুনশ্চ বন্দিয়া। স্তব করে কর জুড়ি, অঞ্চল পাতিয়া॥
রাজা হোক্ রাম চন্দ্র সীতা হোক্ রাণী। অযোধ্যা আনন্দ সীমা হোক্ রাজধানী॥
ফিরিয়া আনন্দে যাক্ সহিত সমাজ। ভরতে করুক রাম পুনঃ যুবরাজ॥
এই সুখ সুধা সবে করহ সিঞ্চন। দেবতা করহ ভবে সার্থক জীবন॥

দোঃ—গুরু ভ্রাতা, পাত্র মিত্র, সহ রাম রাজা হোক পুরে।
রামের রাজত্ব কালে, অযোধ্যায় যাই সবে মরে॥ ২৭৩

চৌঃ—শুনিয়া সনেহ মাখা পুর জন বাণী। নিন্দয় বিরাগ যোগ যত মুনিজ্ঞানী॥
এই মতে নিত্য ক্রিয়া করি পুর জন। প্রণাম করয় রামে হরষিত মন॥
উচ্চ নীচ মধ্যবিত্ত যত নারী নর। দরশন পায় নিজ ভাব বরাবর॥
সম্মানে সকলে রাম হয়ে সাবধান। কৃপা নিধানের স্তুতি করে সবে গান॥
বাল্যকালাবধি আছে রামের প্রকৃতি। পালন করেন নীতি সমঝিয়া প্রীতি॥
শীল সঙ্কোচের সিন্ধু রাম রঘুবর। সরল স্বভাব মুখ লোচন সুন্দর॥
অনুরাগ ভরে কহি রাম গুণ গণ। নিজ ভাগ্য বাখানিতে লাগে সবজন॥
পুণ্য পুঞ্জ আমা সম বিরল ভুবনে। যাহারে শ্রীরাম আপনার বলি গণে॥

দোঃ—প্রেমমগ্ন সবে তবে, সমাগত জানি মিথিলেশ।
সভা সহ দাঁড়াইল রবিকুল কমল দিনেশ॥ ২৭৪

চৌঃ—ভ্রাতৃগণ, গুরু মন্ত্রী, পুর জন সাথ। গমন করিল অগ্রে রঘুকুল নাথ॥
চিত্রকূট যবে রাজা জনক দেখিল। প্রণমিয়া রথ হতে অমনি নামিল॥
রাম দরশন বাঞ্ছা আগ্রহ বিশেষ। পথশ্রমে কারো নাহি হল ক্লেশ লেশ॥
শ্রীরাম বৈদেহী যথা, তথা মন সব। মন বিনা দুঃখ সুখ বোধ অসম্ভব॥
জনক চলিয়া যেন আসিল এমতি। সমাজ সহিত সবে প্রেমোন্মত্ত অতি॥

নিকটে আসিয়া সবে দেখি অনুরাগে। সাদরে মিলিতে তবে পরস্পরে লাগে ॥
মুনিগণপদ করে জনক বন্দন। ঋষিগণে প্রণমিল শ্রীরঘুনন্দন ॥
ভ্রাতৃগণ সহ রাম রাজারে মিলিল। সমাজ সহিত সঙ্গে লইয়া চলিল ॥

দোঃ—পূত শান্তরস জল পরিপূর্ণ আশ্রম সাগর।
করুণা সরিত সেনা, নিয়ে তথা চলে রঘুবর ॥ ২৭৫

চৌঃ—বিজ্ঞান বিরাগ দুই কুল ডুবাইল। সশোক বচন নদ নালাদি মিলিল ॥
শোক দীর্ঘশ্বাস তাহে সমীর তরঙ্গ। ধৈর্য্য তট তরুবরে করিলেক ভঙ্গ ॥
বিষম বিষাদ বহে নদী খরধার। ভয় ভ্রম ঘূর্ণিপাক, আবর্ত্ত অপার ॥
নাবিক পণ্ডিত, বিদ্যা বিশাল তরণী। পারি দিতে নারে কেহ না হয় অগ্রণী ॥
বনচর কোল আর কিরাত বেচারা। পথিক, বিলোকি নদী স্তব্ধ, বুদ্ধিহারা ॥
আশ্রম সাগরে যবে সরিত মিলিল। বিক্ষুব্ধ হইয়া শান্ত অম্বুধি উঠিল ॥
শোকেতে বিহ্বল দুই নৃপতি সমাজ। না রহিল জ্ঞান, দূরে গেল ধৈর্য্য লাজ ॥
নৃপতির রূপ গুণ শীল প্রশংসিয়া। বিলাপ করয় শোক সাগরে নামিয়া ॥

ছঃ—শোকার্ণবে পড়ি, কাঁদে নর নারী ব্যাকুল হইয়া অতি। বিধিরে সরোষ, কহি দেয় দোষ কিবা বাম বিধি মতি ॥
সিদ্ধ যোগী জন, সুর মুনিগণ, তাপস, বিদেহে দেখি। স্নেহ নদী তরে, সাধ্য নাহি ধরে, তুলসী ভাবিছে এ কি ?

সোঃ—মুনি উপদেশ, করিল অশেষ, যথা তথা জনগণে। নৃপ ধৈর্য্য ধর, কহে মুনিবর বশিষ্ঠ বিদেহ সনে ॥ ২৭৬

জনকের সৎকার

চৌঃ—জ্ঞান দিবাকর যার ভব নিশি নাশে। বচন কিরণ মুনি কমল বিকাশে ॥
নিকটে মমতা মোহ যায় কি হে তাঁর। স্নেহের মহিমা মাত্র শ্রীরাম সীতার ॥
বিষয়ী, সাধক, সিদ্ধ জ্ঞানের নিধান। জগতে ত্রিবিধ জীব বেদ করে গান ॥
সরস রামের স্নেহে হৃদয় যাহার। সজ্জন সভাতে অতি আদর তাহার ॥
রাম প্রেম বিনা শোভা নাহি পায় জ্ঞান। কর্ণধার বিনা ব্যর্থ যথা জল যান ॥
বহুভাবে মুনি জনকেরে বুঝাইল। রাম ঘাটে গিয়া সবে স্নান সমাপিল ॥
শোক সমাচ্ছন্ন যত পুরুষ রমণী। নিরম্বু অতীত কৈল দিবস রজনী ॥
পশু খগ মৃগগণ না কৈল আহার। প্রিয় পরিজন গণে কে করে বিচার ॥

দোঃ—নিমিরাজ, রঘুরাজ সসমাজ প্রাতঃস্নান ক'রে।
বটতরু তলে বৈসে, কৃশ গাত্র, দুঃখিত অন্তরে ॥ ২৭৭

চৌঃ—দশরথ পুরবাসী মহীসুর গণ। মিথিলা নিবাসী পুনঃ যতেক ব্রাহ্মণ ॥
হংসবংশ গুরু, জনকের পুরোহিত। সংসারেতে পরমার্থ যাহারা বিদিত ॥
উপদেশ দিতে সবে লাগিল অনেক। ধরম সহিত ন্যায় বিরতি বিবেক ॥
কৌশিক কহিয়া বহু কথা পুরাতন। প্রবোধে সকল সভ্যে কহি সুবচন ॥

বিশ্বামিত্রে রঘুনাথ কহিলেন তবে। বিনা বারি গতকল্য রহিলেন সবে ॥
শুনি মুনি কহে সত্য কহ রঘুবর। আজিও অতীত হল সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর ॥
ঋষি ইচ্ছা দেখি তিরিহুতিরাজ কহে। অন্নাদি ভোজন বনে সমুচিত নহে ॥
উত্তম কহিলা নৃপ সবে হরষিত। রাজাজ্ঞা পাইয়া স্নানে চলিলা ত্বরিত ॥

দোঃ—ফল ফুল দল মূল হেন কালে অনেক প্রকার।
বনবাসীগণ আনে বহুতর ভরি ভরি ভার ॥ ২৭৮

চৌঃ—কামদ হইল গিরি রামের কৃপায়। দেখিলে বিষাদ রাশি সুদূরে পালায় ॥
সরোবর নদী বন ভূমি ভাগে ভাগে। ডগমগ করে যেন ভূরি অনুরাগে ॥
তরুলতা যত সব সফল সফুল। খগমৃগ সবে ডাকে অতি অনুকূল ॥
অধিক উৎসাহ বনে হইল তখন। ত্রিবিধ সমীর বহে সুখী সর্বজন ॥
মনোহর বন শোভা বর্ণন না হয়। জনক আতিথ্য যেন বসুধা করয় ॥
তবে সব লোকজন স্নান সমাপিয়া। শ্রীরাম জনক মুনি আদেশ পাইয়া ॥
দেখি দেখি তরুবর অতি অনুরাগে। যথা তথা পুরজন বসিবারে লাগে ॥
ফল দল ফুল কন্দ অনেক রকম। পবিত্র সুন্দর স্বাদু অমৃতের সম ॥

দোঃ—সাদরে সবারে রাম গুরু পাঠাইল ভরি ভার।
পূজি পিতৃ সুর গুরু, অভ্যাগত, করে ফলাহার ॥ ২৭৯

চৌঃ—এমতে দিবস চারি হইল অতীত। রামে নিরখিয়া নর নারী হরষিত ॥
দুই সমাজের ভাব জাগে মনে মনে। ঘরে ফেরা ভাল নহে শ্রীরাম বিহনে ॥
জানকী শ্রীরাম সহ কাননে বসতি। কোটি স্বর্গ বাস সম সুখকর অতি ॥
পরিহরি লছমন বৈদেহী শ্রীরাম। ঘর ভাল লাগে যার তারে বিধি বাম ॥
সবার উপরে দৈব দক্ষিণ যখন। শ্রীরাম সমীপে বনে রহিব তখন ॥
ত্রৈকালীন স্নান পূত মন্দাকিনী জলে। রাম দরশনে ক্ষেম আনন্দ উথলে ॥
রামগিরি তপোবন কানন ভ্রমণ। কন্দ মূল ফল সুধা সমান অশন ॥
সুখের সহিত দুই সপ্তবর্ষ যাবে। পল সম নর নারী জানিতে না পাবে ॥

দোঃ—এ সুখের যোগ্য নহে লোক,বল কেবা হেন ভাগী।
সহজ স্বভাবে দুসমাজ রাম পদে অনুরাগী ॥ ২৮০

চৌঃ—সব মনোরথ হেন পরকারে কয়। সপ্রেম বচন শুনি মন হ'রে লয় ॥

বৈবাহিকা সম্মিলন।

সীতার জননী তবে করিল প্রেরণ। অবসরে দেখি, দাসী কৈল আগমন ॥
সাবকাশ শুনি সব সীতা শ্বশ্রূগণ। জনক মহিষী কৈলা শুভ আগমন ॥
সাদরে কৌশল্যা সবে করে অভ্যর্থন। কালোচিত আনি দিল বসিতে আসন ॥
দুদিকের ব্যাবহার পিরীতি দেখিয়া। কুলিশ কঠোর হিয়া যায় বিগলিয়া ॥
পুলকে শিথিল তনু সজল নয়ন। মহীতে লিখিয়া নখে করয় ক্রন্দন ॥
সবে যেন সীতারাম প্রেমের মূরতি। করুণা অনেক রূপে পাইতেছে স্ফূর্ত্তি ॥

সীতার জননী কহে বিধি বুদ্ধি বাঁকা। দুগ্ধ ফেন ফাটাইতে বজ্র যেন হাঁকা॥

দোঃ—শুনিনু অমৃত, দেখি হলা হল, আচরণ কঠোর সকল।
উলুক বায়স বক চারিদিকে, হংস রাজে মানসে কেবল॥ ২৮১

চৌঃ—শুনিয়া সুমিত্রা কহে দুঃখের সহিত। বিচিত্র বিধির গতি সব বিপরীত॥
সৃষ্টি করি যেবা পুনঃ করেন সংহার। বাল কেলি সম ভোলা বিধি ব্যবহার॥
কৌশল্যা কহিল দোষ নাহিক কাহার। সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতি কর্ম্মে আপনার॥
কঠিন করম গতি জানেন বিধাতা। শুভাশুভ সর্ব্ববিধ কর্ম্ম ফল দাতা॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা শিরে হয় সবাকার। উদ্ভব, সংহার, স্থিতি, গরল, সুধার॥
মোহবশ বৃথা দেবি নাহি কর শোক। অচল অনাদি বিধি প্রপ্রঞ্চ ভূলোক॥
রাজার জীবন মৃত্যু মনেতে আনিয়া। শোক কর সখি নিজ অহিত মানিয়া॥
সীতার জননী কহে যথার্থ সুবাণী। সুকৃতি অবধি অযোধ্যার মহারাণী॥

দোঃ—শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বনবাস, অন্তে ভাল, অমঙ্গল নহে।
ভরতের লাগি চিন্তা মোর মনে, দুঃখ ভরে রাম মাতা কহে॥ ২৮২

চৌঃ—ঈশ্বর প্রসাদে আর তোমার কৃপায়। পুত্র পুত্রবধূ মম গঙ্গাবারি প্রায়॥
রামের শপথ আমি না করি কখন। তাহা করি কহি সখি সুসত্য বচন॥
ভরতের শীল গুণ বিনয় মহত্ব। সৌভ্রাত্র নির্ভর ভক্তি মহানুভবত্ব॥
সারদার মতি সঙ্কুচিত বরণিতে। ঝিনুক পারে কি কভু সাগর ছেঁচিতে॥
ভরতে জানিবে সদা কুলের প্রদীপ। বার বার মোরে ইহা কহিলা মহীপ॥
কষ্টিতে কনক, মণি জহুরী বিচারে। পুরুষ চিনিবে কালোচিত ব্যবহারে॥
এরূপ কথন আজি অনুচিত মোর। শোকেতে স্নেহেতে মোর মতি হল ভোর॥
গঙ্গাসম শুচি বাক্য করিয়া শ্রবণ। স্নেহেতে বিকল হল সব রাণীগণ॥

দোঃ—কৌশল্যা ধরিয়া ধৈর্য্য কহে শুন দেবি মিথিলেশি।
জ্ঞান নিধি বল্লভারে শিখাইতে কে হবে সাহসী॥ ২৮৩

চৌঃ—রাজা সনে, রাণি ভাল অবসর পেয়ে। নিজ মতি অনুসারে কহ বুঝাইয়ে॥
লক্ষ্মণ চলুক গৃহে, ভরত কাননে। ভাল যদি লাগে ইহা মহীপের মনে॥
প্রযত্ন করিবে ভাল হৃদয়ে বিচারি। ভরতের লাগি মোর হৃদে চিন্তা ভারী॥
গভীর সনেহ রামে ভরতের মনে। রাখা ভাল নহে তারে শ্রীরাম বিহনে॥
স্বভাব দেখিয়া শুনি সরল সুবাণী। করুণ রসেতে মগ্ন হ'ল সবরাণী॥
আকাশে কুসুম বৃষ্টি, ধন্য ধন্য ধ্বনি। স্নেহেতে শিথিল যত সিদ্ধ যোগীমুনি॥
স্তম্ভিত হইয়া সব রাণিগণ রহে। সুমিত্রা ধৈরয ধরি তবে ধীরে কহে॥
দুই দণ্ড রাত্রি দেবি হইল অতীত। শুনি রাম মাতা উঠে প্রীতির সহিত॥

দোঃ—নিজস্থানে শীঘ্র চল, কহে রাণী সস্নেহে সদ্ভাবে।
ঈশ্বর আমার গতি, মিথিলেশ সহায় জানিবে॥ ২৮৪

চৌঃ—স্নেহ দেখি শুনি পুনঃ বিনয় বচন। জনক বল্লভা ধরে কৌশল্যা চরণ॥

বিনয় এহেন দেবি সুযোগ্য তোমার। দশরথ গৃহিনীর, রামের মাতার ॥
নীচেও স্বতন্ত্র প্রভু করয় আদর। অগ্নি ধূম, গিরি তৃণ, ধরে শিরপর ॥
কায়মনোবাক্যে নৃপ সেবক সতত। মহেশ ভবানী তথা সহায় নিয়ত ॥
তোমার সহায় যোগ্য কে আছে এ ভবে। প্রদীপ সহায়ে নাহি দিনকর শোভে ॥
বনবাস করি রাম, সাধি সুরকাজ। করিবে অযোধ্যাপুরে অচল সুরাজ ॥
অমর, অনন্ত, নর, রাম বাহুবলে। সুখে বাস করিবেক নিজ নিজ স্থলে ॥
যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সব কহিয়া রাখিল। ঋষিবাক্য দেবি কভু অসত্য নহিল ॥

দোঃ—এত কহি পায়ে পড়ি অতিপ্রেমে, সীতা হেতু বিনয় করিয়া।
জানকীর মাতা সীতাসহ চলে নিজ বাসে, আদেশ পাইয়া ॥ ২৮৫

জনকাবাসে সীতা।

চৌ—প্রিয় পরিজন সনে বৈদেহী মিলিল। যথাযোগ্য সম্ভাষণ সবারে করিল ॥
দেখিয়া সীতার পরিধানে মুনিবেশ। বিষাদ বিকল সবে হইল বিশেষ ॥
রাম গুরু আজ্ঞা তবে জনক পাইয়া। জানকীরে নিরখিল আবাসে আসিয়া ॥
সীতারে জনক কোলে লইল তুলিয়া। পবিত্র অতিথি প্রাণ প্রিয় বিচারিয়া ॥
উথলিল হৃদে অনুরাগের সাগর। প্রয়াগ সমান হৈল ভূপের অন্তর ॥
সীতার সনেহ বট বাড়িছে দেখিল। রাম প্রেম শিশু পত্রপরে নিরখিল ॥
চিরজীবী মুনি * জ্ঞান বিকল যেমন। ডুবিতে ডুবিতে লভে বালাবলম্বন ॥
মোহমগ্ন মতি নাহি হল জনকের। মহিমা কেবল জানকীর সুপ্রেমের ॥

দোঃ—স্নেহেতে বিকল জানকীর মাতা, সামালিতে নারে।
ভূমি সুতা ধরে ধৈর্য্য, কালোচিত ধরম বিচারে ॥ ২৮৬

চৌঃ—সীতা পরিহিতা দেখি তপস্বিনী বেশ। আনন্দিত হইলেন জনক বিশেষ ॥
পবিত্র করিলা পুত্রি উভয় কুলেরে। উজ্জ্বল সুযশ তব গাবে ঘরে ঘরে ॥
জাহ্নবী জিনিয়া কীর্ত্তি সরিত তোমার। হইল বিধির অণ্ড কোটিতে বিস্তার ॥
অবনীতে তিন মুখ্য স্থান জাহ্নবীর। সব সন্ত মাঝে স্থল তোমার কীর্ত্তির ॥
জনকের সত্য স্নেহ বচন শুনিয়া। সঙ্কুচিত সীতা, মনে রাখে লুকাইয়া ॥
পুনঃ পিতা মাতা নিজ বক্ষে তুলে নিল। হিত উপদেশ দিয়া আশিস করিল ॥
সঙ্কুচিত ভাবে সীতা, বাক্য নাহি কহে। পিতৃ গৃহে রাত্রিবাস এবে ভাল নহে ॥
বুঝিয়া হৃদয় রাণী, রাজারে কহিল। সীতার স্বভাব শীল মনে প্রশংসিল ॥

দোঃ—সীতারে হৃদয়ে ধরি বার বার দিল তবে বিদায় সম্মানে।
ভরতের দশা, অবসর পেয়ে, রাণী কহে নৃপ সন্নিধানে ॥ ২৮৭

জনক সুনয়না সম্বাদ ঃ—

চৌঃ—শুনি নরপতি ভরতের ব্যবহার। সুবর্ণে সুগন্ধ, অমৃতেতে শশীসার ॥
পুলকিত তনু মুদি সজল নয়ন। প্রশংসিতে লাগে নৃপ হরষিত মন ॥

* মার্কণ্ডেয়।

সাবহিত শোন সুবদনি সুলোচনি। ভরতের কথা ভব বন্ধ বিমোচনী ॥
রাজনীতি ধর্ম্ম আর ব্রহ্মের বিচার। ইহাতে আমার আছে কিছু অধিকার ॥
আমার এহেন মতি ভরত মহিমা। কি কহিব ছলে, পরশিতে নারে সীমা ॥
বিধি গণপতি শেষ শিব সরস্বতী। পণ্ডিত কোবিদ কবি বুদ্ধিমান অতি ॥
ভরত চরিত্র, কীর্ত্তি, তাহার করম। বিমল বিভূতি, শীল, গুণাদি ধরম ॥
বুঝিতে শুনিতে সুখদায়ী সবাকার। গঙ্গা হেন শুচি, স্বাদ জিনিয়া সুধার ॥

দোঃ—অশেষ গুণের নিধি, নিরুপম, ভরতের সমান ভরত।
গুঞ্জা সম বরণিতে সুমেরুরে কবিকুল সভয় সতত ॥ ২৮৮

চৌঃ—হে বর বরণি সবে বর্ণিতে অক্ষম। জল হীন ভূমি যথা মীনের অগম ॥
ভরত মহিমা অন্তহীন শুন সতি। জ্ঞাত রাম, কহিবারে নাহিক শকতি ॥
ভরতের ভাব প্রেম করিতে বর্ণন। পত্নীমন, রুচি লখি কহিল রাজন ॥
লক্ষ্মণ ভবনে যায় ভরত কাননে। সবাকার ভাল, সবাকার এই মনে ॥
শুনহ তথাপি দেবি ভরত রামের। প্রীতি পরতীতি নহে বস্তু বিচারের ॥
ভরত নিশ্চিত সীমা স্নেহ মমতার। রাম মূর্ত্তিমান সীমা শান্তি সমতার ॥
পরমার্থ, স্বার্থ কিম্বা কেনো সুখপানে। ভরত কভু না চাহে স্বপ্নে কিম্বা জ্ঞানে ॥
ভজন সাধন সিদ্ধি, রামপদে প্রীতি। ভরত সম্মত এই কহে মোর মতি ॥

দোঃ—ভুলেতে রামের আজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন। ভরতের মন নাহি হবে কদাচন ॥
চিন্তা নাহি কর দেবি স্নেহ বশ হয়ে। ব্যাকুল হইয়া নৃপ এই মত কহে ॥ ২৮৯

চৌঃ—শ্রীরাম ভরত গুণ গণিতে সপ্রীতি। পল সম কাটাইল রজনী দম্পতী ॥

শ্রীরাম ও বশিষ্ঠ দেব

সগণ উভয় নৃপ প্রাতঃকালে জাগে। স্নান সমাপিয়া দেব পূজিবারে লাগে ॥
স্নান করি গেল রাম গুরু সন্নিধানে। বন্দি পদ, আজ্ঞা পেয়ে কহে সাবধানে ॥
মাতৃগণ পুরজন ভরত সকল। বনবাসে দুঃখ পায় শোকেতে বিহ্বল ॥
সমাজ সহিত পুনঃ নৃপ মিথিলেশ। বহু দিন ধরি সবে সহিছেন ক্লেশ ॥
সমুচিত যাহা আসি তাই কর নাথ। সবার মঙ্গল প্রভু আপনার হাত ॥
সঙ্কুচিত রাম অতি এতেক কহিয়া। মুনি পুলকিত শীল স্বভাব দেখিয়া ॥
কহে তোমা বিনা রাম আনন্দের সাজ। নরক সমান মানে উভয় সমাজ ॥

দোঃ—জীবন জীবন, পরাণের প্রাণ, সুখ সুখ রাম।
তোমা ত্যজি যার ভাল লাগে গৃহ, বিধি তারে বাম ॥ ২৯০

চৌঃ—জ্বলে যাক্ সেই সুখ ধরম করম। রামপাদ পদ্মে প্রেম না হলে পরম ॥
সে যোগ কুযোগ জান, সেজ্ঞান অজ্ঞান। যাহাতে না হয় রাম প্রেম পরধান ॥
তোমা বিনা দুঃখী, সুখী তোমাকে লইয়া। যার হৃদে যাহা, জান অন্তরে বসিয়া ॥
ধরিবে মস্তকে সবে তোমার আদেশ। কৃপাময় মনোভাব জান সবিশেষ ॥
আশ্রমেতে এবে রাম করহ গমন। শিথিল মুনীশ অঙ্গ স্নেহ নিমগন ॥

চলিল আশ্রমে রাম দণ্ডবত করি। জনক সমীপে মুনি গেল ধৈর্য্য ধরি ॥

জনক ও বশিষ্ঠ

স্নেহশীল সুস্বভাব রাম যা কহিল। গুরু দেব আসি সব নৃপে শুনাইল ॥
মহারাজ এবে সেই করহ বিধান। যাতে হয় সবাকার ধরম, কল্যাণ ॥

দোঃ—জ্ঞানের নিধান, বুদ্ধিমান শুচি, ধর্ম্মধীর তুমি নরপাল।
সঙ্কট মিটাতে কেবা সমরথ, তোমা বিনে নৃপ এই কাল ॥ ২৯১

চৌঃ—মুনি বাক্য শুনি জনকের অনুরাগ। গতি দেখি হল জ্ঞান বিজ্ঞানে বিরাগ ॥
স্নেহ বিগলিত রাজা ভাবে মনে মনে। ভাল করি নাই আমি আসিয়া কাননে ॥
আজ্ঞা দিয়া রাজা রামে যাইতে কানন। প্রাণ দিয়া কৈল প্রিয় প্রেমউদ্‌যাপন ॥
এবে আমি বন হতে দিয়ে বনান্তরে। বিবেক বড়াই করি সুখে যাই ঘরে ॥
ব্রাহ্মণ তাপস মুনি দেখি নৃপ গতি। প্রেম বশে হইলেন আকুলিত মতি ॥

জনক, বশিষ্ঠ ও ভরত

সময় বিচারি রাজা ধৈরয ধরিয়া। ভরতের পাশে চলে সমাজ লইয়া ॥
ভরত আসিয়া অগ্রে নৃপে অভ্যর্থিলা। সময় সদৃশ সুখ আসন অর্পিলা ॥
তিরিহুতি রাজ কহে শুনহ ভরত। রামের স্বভাব তুমি জ্ঞাত ভাল মত ॥

দোঃ—রাম সত্যব্রত সদা ধর্ম্মরত, স্নেহ প্রীতি সবাকার প্রতি।
সঙ্কট সহিছে সঙ্কোচের বশে, কহ যাহা হয় অনুমতি ॥ ২৯২

চৌঃ—শুনি পুলকিত তনু নয়নেতে বারি। ভরত বলিল ধৈর্য্য ধরি অতি ভারী ॥
প্রভু প্রিয় পূজনীয় পিতৃসম মম। পিতা মাতা হিতকারী নহে গুরু সম ॥
কৌশিকাদি মুনিগণ সচিব সমাজ। আপনি জ্ঞানের সিন্ধু উপস্থিত আজ ॥
বালক সেবক আমি আজ্ঞা অনুগামী। জানিয়া আমারে উপদেশ কর স্বামী ॥
এমন সমাজ মাঝে জিজ্ঞাস আমায়। মৌনে মলিনতা, কহা বাতুলের প্রায় ॥
ছোট মুখে কহিলাম বড় বড় কথা। ক্ষমিবে জানিয়া বাম আমাতে বিধাতা ॥
আগম নিগম আর প্রসিদ্ধ পুরাণে। সেবা ধর্ম্ম সুকঠোর কহে, জগ জানে ॥
স্বামীধর্ম্ম, স্বার্থমাঝে আছে মহাদ্বন্দ। বধির অন্ধেতে নহে প্রেমের সম্বন্ধ ॥

দোঃ—ধর্ম্ম ব্রত রাম ইচ্ছা রাখি, মোরে জানি অনুগত।
প্রেম বিচারিয়া কর সর্ব্বহিত, সবার সম্মত ॥ ২৯৩

চৌঃ—স্বভাব দেখিয়া, শুনি ভরত বচন। প্রশংসা করয় সহ সমাজ রাজন ॥
সুগম অগম মৃদু কোমল কঠোর। অরথ অমিত, বর্ণ স্বল্প পরিসর ॥
মুকুরে মুখের ছায়া, স্বহস্তে দর্পণ। ধরা অসম্ভব, হেন অদ্ভুত বচন ॥
নৃপতি ভরত মুনি সজ্জন সমাজ। চলে যথা দেবকুমুদের দ্বিজরাজ ॥
খবর পাইয়া লোক বিকল সকল। মীনগণ যথা ক্ষীণ পেয়ে নবজল ॥

ইন্দ্রকৃত মায়া—

দেবতা প্রথমে কুল গুরু গতি দেখি। বিদেহ সনেহ তবে বিশেষ নিরখি ॥

রাম ভক্তিময় করি ভরতে দর্শন। স্বার্থী সুরগণ হারে হিয়াতে আপন ॥
রাম প্রেমময় সর্ব্ব জনারে দেখিয়া। মহাশোকে দেবগণ রহিল ডুবিয়া ॥

দোঃ—স্নেহ সঙ্কোচের বশ রাম, চিন্তি কহে সুরপতি।
রচহ প্রপঞ্চ সবে মিলে, হবে অন্যথা দুর্গতি ॥ ২৯৪

চৌঃ—বাণীরে স্মরিয়া করে স্তুতি দেবগণ। দেবতা শরণাগত, রক্ষহ এখন ॥
ফিরাও ভরত মতি, করি নিজ মায়া। পালহ বিবুধ কুল করি ছল ছায়া ॥
বিবুধ বিনয় শুনি দেবী বুদ্ধিমতী। কহে দেবগণ জড়, স্বার্থ-পর অতি ॥
ফিরাতে কহিছ মোরে ভরতের মন। মেরুগিরি নাহি হের, সহস্র লোচন ॥
বিধি হরিহর মায়া সুবিশাল অতি। নেহারিতে নারে ভরতের মতি প্রতি ॥
আমারে কহিছ সেই মতি পালটিতে। জোছনা পারে কি চণ্ড রবি লুকাইতে ॥
ভরত হৃদয়ে সীতা রামের নিবাস। তিমির রহে কি যথা তরণী প্রকাশ ॥
এত কহি সরস্বতী গেল ব্রহ্ম লোকে। ক্ষুন্ন দেব চক্রবাক যথা নিশি দেখে ॥

দোঃ—স্বারথ মলিন মন সুরগণ কুঠাট করিল।
মায়া সৃজি ভয়, ভ্রম, উচাটন, অপ্রীতি রচিল ॥ ২৯৫

চৌঃ—কুচাল করিয়া চিন্তা করে সুররাজ। ভরতের হাতে সব সুকাজ অকাজ ॥

সভায় সিদ্ধান্ত

জনক চলিল রঘুনাথের সমীপ। সম্মান করিল সবে রঘু কুলদীপ ॥
সময়, সমাজ, ধর্ম্ম-বিরোধ রহিত। বলেন বচন রঘু বংশ পুরোহিত ॥
জনক ভরত আলাপন শুনাইয়া। ভরত বক্তব্য মুনি কহে বিবরিয়া ॥
তাত রাম আজ্ঞা তুমি করিবে যেমন। মোর মতে সবে তাহা করিবে পালন ॥
শুনি রঘুনাথ তবে জুড়ি দুই কর। কহিল সরল বাক্য সত্য মনোহর ॥
শ্রীগুরু, মিথিলা পতি আছেন যেখানে। মোর কিছু কহা অতি অন্যায় সেখানে ॥
আপনার, নৃপতির যাহা আজ্ঞা হয়। গুরুর দোহাই তাহা পালিব নিশ্চয় ॥

দোঃ—রামের শপথ শুনি, রাজর্ষি জনক, মুনি, ভরত বদন পানে, চাহে সবে এক ধ্যানে।
সঙ্কুচিত সব সভ্যগণ। উত্তর না করে কোন জন ॥ ২৯৬

চৌঃ—সভা সঙ্কুচিত তবে ভরতে দেখিয়া। রাম ভ্রাতা চিত্তে অতি ধৈরয ধরিয়া ॥
কুসময় হেরি স্নেহ হৃদয়ে রোধিল। ঘটযোনি বিন্ধ্য বৃদ্ধি যথা নিবারিলে ॥
শোক হিরণ্যাক্ষ হরে ছিল মতি ক্ষৌণী। শুদ্ধ গুণ গণ যার জগতের যোনি ॥
ভরত বিবেক হয়ে বরাহ বিশাল। অনায়াসে উদ্ধারিল ধরা সেইকাল ॥
সকলে প্রণাম করি কর জোড়ে কয়। রাম, গুরু, নৃপ, সাধু শুন অনুনয় ॥
ক্ষমিবে সকলে যত অনুচিত মোর। মৃদু মুখে কহি যদি বচন কঠোর ॥
শোভনা সারদা হৃদে স্মরণ করিল। মানস ত্যজিয়া মুখ কমলে আসিল ॥
বিরতি বিবেক ধর্ম্ম ন্যায় সরোবরে। ভরত ভারতী মঞ্জু মরাল বিহরে ॥

দোঃ—জ্ঞান নেত্রে বিলোকিয়া স্নেহ বশে শিথিল সমাজ।
প্রণমি ভরত বলে, স্মরি হৃদে সীতা রঘুরাজ॥ ২৯৭

চৌঃ—তুমি পিতা মাতা প্রভু, সখা গুরু স্বামী। পরম কল্যাণকারী পূজ্য অন্তর্যামী॥
সরল সুন্দর প্রভু শীলের নিধান। প্রণত পালক সর্ব্ব জ্ঞাতা বুদ্ধিমান॥
সমর্থ শরণাগত জন হিতকারী। গুণজ্ঞ সকল দোষ পাপ তাপ হারী॥
গোসাঁই সদৃশ প্রভু তুমি হে গোসাঁই। আমার সদৃশ আমি স্বামীর দোহাই॥
মোহবশ প্রভু পিতৃ বচন ঠেলিয়া। সমাজ সহিত হেথা আইনু চলিয়া॥
ভাল মন্দ উচ্চ নীচ ভরি ত্রিভুবন। অমৃত অমর পদ গরল মরণ॥
রাম আজ্ঞা মনো মাঝে যেবা নাহি গণে। দেখি নাই শুনি নাই কোথাও শ্রবণে॥
একা আমি সর্ব্ব বিধ করিনু ধৃষ্টতা। মানিলে সেবক স্নেহে ক্ষমি অবাধ্যতা॥

দোঃ—নিজ ভাল দিয়ে প্রভু, কৃপা করে, সব ভাল করিলে আমার।
দূষণ হইল ভূষণের সম, চারি দিকে সুযশ প্রচার॥ ২৯৮

চৌঃ—প্রভুর মহিমা, রীতি, বাণী মনোহর। বেদাগম ত্রিভুবনে ঘোষে নিরন্তর॥
নিষ্ঠুর কপট ঘোর কুমতি কলঙ্কী। নিশীল নিরীশ নীচ অথবা নিঃশঙ্কী॥
শুনিয়া সম্মুখে আসি মাগিলে শরণ। একবার প্রণমিলে করহ আপন॥
দেখি দোষ কভু নাহি আন হৃদি মাঝে। প্রশংস শুনিয়া গুণ সাধুর সমাজে॥
কোন্ প্রভু সেবকের সব দায় বয়। আপন সমান করি সাজাইয়া লয়॥
নিজের করম কভু না ভাব স্বপনে। সেবক সঙ্কোচ, চিন্তা সদা জাগে মনে॥
তুমি বিনা হেন প্রভু অন্য কেহ নাই। পণ করি কহি মুই দুবাহু উঠাই॥
পশু নাচে, শুক হয় পাঠেতে প্রবীণ। গুণ, গতি সদা নট, পাঠক অধীন॥

দোঃ—শুধিয়া সম্মানি নিজ জনে, কৈলা প্রভু সাধুগণ শিরোমণি।
কৃপালু বিহনে, বল করি কেবা পালে, নিজ প্রকৃতি পাবনী॥ ২৯৯

চৌঃ—শোক স্নেহবশ কিম্বা শিশু বুদ্ধি ধরি। আইনু রাজার আজ্ঞা অবহেলা করি॥
তথাপি কৃপালু দৃষ্টি করি নিজ পানে। সকল প্রকারে মোরে মনে ভাল মানে॥
দেখিনু চরণ আসি সর্ব্ব শুভ মূল। জানিনু প্রভুরে স্বভাবতঃ অনুকূল॥
মহতী সভায় মম দেখিলাম ভাগ। মহা অপরাধী পর প্রভু অনুরাগ॥
কৃপা অনুগ্রহে সব অঙ্গ হল ভোর। কৃপানিধি সমাদর কৈলা অতি মোর॥
সর্ব্বথা রাখিলে প্রভু আদর আমার। আপন সদ্ভাব শীল ভালতে তোমার॥
একান্ত ধৃষ্টতা নাথ করিলাম আজি। সমাজ সঙ্কোচ আর প্রভুভয় ত্যজি॥
যথারুচি অবিনীত বিনীত বচন। ক্ষমিবে দেবতা অতি আর্ত্ত জানি জন॥

দোঃ—চতুর সুহৃদ, সর্ব্বোত্তম প্রভু সনে বেশী কহা নাহি শোভে।
আদেশ করহ দেব, সব দোষ মম, করি নিজে শুদ্ধ এবে॥ ৩০০

চৌঃ—প্রভু পাদ পদ্ম রেণু শপথ করিয়া। সত্য পুণ্য আদরের অবধি জানিয়া॥
শপথ করিয়া কহি হিয়া আপনার। নিদ্রা জাগরণে স্বপ্নে যে রুচি আমার॥

সহজ প্রণয়ে স্বামী সেবা অবিচল। স্বার্থ ছল সহ ত্যজি চতুর্বর্গ ফল ॥
অন্য সেবা নহে যথা আদেশ পালন। বঞ্চিত করোনা প্রভু তাতে নিজ জন ॥
এতকহি প্রেমে অতি বিকল হইল। শরীরে পুলক নেত্রে সলিল বহিল ॥
আকুল হইয়া ধরে প্রভুর চরণ। সে কালের স্নেহ কভু না হয় বর্ণন ॥
কৃপাসিন্ধু করি মান, কহিয়া সুবাণী। হাতধরি নিজ পাশে বসাইলা আনি ॥
ভরত বিনয় শুনি, স্বভাব দেখিয়া। শিথিল স্নেহেতে সভা সহ রাম হিয়া ॥
ছঃ—রঘুরায় মুনি সাধু সমাজ সহিত। মিথিলা পতির চিত্ত স্নেহ বিগলিত ॥
ভরতের ভ্রাতৃভক্তি নিগূঢ় মহিমা। প্রশংসে হৃদয় মাঝে নাহি দেখি সীমা ॥
দেবতা মলিন মতি প্রশংসে ভরতে। পুষ্প বৃষ্টি করে ঘন ঘন নভ হতে ॥
সঙ্কুচিত সবে শুনি ভরত বচন। তুলসী, বিকল সন্ধ্যা নলিনী যেমন ॥

সুরমায়া

সোঃ—দুই সমাজের নর নারী সব দেখি দুঃখী দীন।
মৃতে মারি চাহে নিজ সুখ, মহা মঘবা মলিন ॥ ৩০১

চৌঃ—কপটী কুচালি ধুরন্ধর সুর রাজ। পর অপকার প্রিয় আপনার কাজ ॥
কাকের সমান দেখ বাসবের রীতি। কপট মলিন কারে না করে প্রতীতি ॥
প্রথমে একাকী শঠ কুমন্ত্রণা করে। উচাটন মন্ত্র ছাড়ে সবাকার পরে ॥
দেবমায়া সকলেরে মোহিত করিল। অতি দৃঢ় রাম প্রেম নাশিতে নারিল ॥
উচাটন বশে স্থির নাহি রহে মন। কভু বনবাসে রুচি কখন ভবন ॥
দ্বিধাগ্রস্ত মনোগতি, দুঃখী প্রজাগণ। নদী সিন্ধু সমাগমে সলিল যেমন ॥
দু'চিত হইয়া নাহি পরিতোষ মনে। এক নাহি কহে মর্ম্ম অপরের সনে ॥
দেখি মনে হাসি কহে করুণা নিধান। মঘবা যুবান শ্বান প্রকৃতি সমান ॥

দোঃ—জনক, ভরত, সাধু, সচেতন মুনিগণ মাত্র পরিহরি।
লাগিল দেবের মায়া, ক্ষুব্ধ হিয়া, নিজ নিজ চিত্ত অনুসরি ॥ ৩০২

চৌঃ—কৃপাসিন্ধু নিরখিয়া সবারে দুঃখিত। নিজ স্নেহ হেতু, ইন্দ্র মায়া প্রভাবিত ॥
সভাসদ রাজা গুরু মহীসুর মন্ত্রী। ভরত ভকতি হৈল সবাকার যন্ত্রী ॥
চিত্রার্পিত সম সবে রাম পানে চায়। সঙ্কুচিত বলে বাক্য যথা শিক্ষা পায় ॥
ভরত পিরীতি নতি গৌরব বিনয়। শুনিতে সুখদ কহা কষ্ট অতিশয় ॥
যাহার দেখিয়া পুনঃ ভক্তি লবলেশ। প্রেমেতে মগন মুনিবৃন্দ মিথিলেশ ॥
তুলসী মহিমা তার অক্ষম বর্ণনে। ভকতি স্বভাবে শুভমতি জাগে মনে ॥
অতি ক্ষুদ্র নিজে জানি,মহিমা অমিত। কবিকুল মান ভাবি বুদ্ধি সঙ্কুচিত ॥
অতি রুচি গুণে, নাহি বর্ণিতে শকতি। মতি গতি বালকের বচন যেমতি ॥

দোঃ—ভরতের যশোরাশি, উদিত বিমল শশী, চকোর কুমারী মতি, অনিমেষে তার প্রতি,
ভক্ত চিত্ত নির্ম্মল গগনে। নেহারয় আকুল নয়নে ॥ ৩০৩

চৌঃ—ভরত স্বভাব নহে বেদের সুগম। লঘুমতি চপলতা ক্ষম কবিগণ ॥

কহিতে শুনিতে ভরতের ভাবগতি। কার না হইবে সীতারাম পদে রতি ॥
ভরতে স্মরিয়া যার রাম পদে রতি। সুলভ না হয় কেবা কুটিল তেমতি ॥
দয়ালু দেখিয়া দশা সকল জনার। সুচতুর রাম জ্ঞাত হিয়া সবাকার ॥
ধর্ম্ম ধুরন্ধর ধীর নীতিতে নাগর। সত্য, স্নেহ, শীল পুনঃ সুখের সাগর ॥
দেশ কাল বিচারিয়া সময়, সমাজ। নীতি প্রীতি রক্ষাকারী রাম রঘুরাজ ॥
কহিতে লাগিল বাক্য সারদার সার। অন্তে হিতকারী কর্ণে সদৃশ সুধার ॥
শুনহ ভরত তাত ধরম ধুরীণ। লোক বেদ বিধি সবে পরম প্রবীণ ॥

দোঃ—করম বচন মন সুবিমল, তুমি তাত তোমার মতন।
গুরুজন মাঝে কনিষ্ঠের গুণ অসময়ে না শোভেবর্ণন ॥ ৩০৪

চৌঃ—তোমার বিদিত সব রঘুকুল রীতি। সত্যসন্ধ জনকের কীরিতি পিরীতি ॥
সময়, সমাজ, গুরুজনের শরম। জান উদাসীন, হিতাহিতকারী মন ॥
সুবিদিত আছ তুমি সবার করম। তোমার আমার হিত, পরম ধরম ॥
সকল প্রকারে মম ভরসা তোমার। তথাপি কহিনু অবসর অনুসার ॥
পিতার বিহনে তাত সব কার্য্য মম। কুলগুরু কৃপামাত্র করিছে সাধন ॥
নতুবা সহিত পুরজন পরিবার। আমা সহ সবে দুঃখ সহিত অপার ॥
অসময়ে অস্তমিত হইলে দিনেশ। জগত মাঝারে কার নাহি হয় ক্লেশ ॥
তেমন অনর্থ তাত বিধাতা সৃজিল। মুনি মিথিলেশ দোঁহে সকল রক্ষিল ॥

দোঃ—রাজকার্য্য সব, প্রতিপত্তি, লাজ আর। ধরম, ধরণী, ধন প্রাসাদ রাজার ॥
গুরুর প্রভাব সদা করিবে পালন। পরিণামে হবে ধ্রুব শুভ সংঘটন ॥ ৩০৫

চৌঃ—সকল সমাজ সহ তোমার আমার। গৃহে বনে গুরু কৃপা রাখে অনিবার ॥
পিতা মাতা গুরু পতি আদেশ পালন। সর্ব্ব ধর্ম্ম ভার বহে শেষের মতন ॥
আমাকে করাও, তুমি করহ পালন। তরণী কুলের তাত করহ রক্ষণ ॥
একই সাধন করে সর্ব্ব সিদ্ধি দান। কীরিতি, সুগতি, ভূতি, ত্রিবেণী সমান ॥
হেন বিচারিয়া সহি সঙ্কট অপার। করহ সকল প্রজা সুখী পরিবার ॥
সকলে মিলিয়া ভাই সহিব বিপত্তি। চৌদ্দ বর্ষ ভরি তব কঠিনতা অতি ॥
জানি মৃদু তোমা, কহি বচন কঠোর। কুসময়ে নহে তাত অনুচিত মোর ॥
কুসময় হয় সদা সোদর সহায়। বজ্রপাত কালে অগ্রে হস্ত নিবারয় ॥

দোঃ—কর পদ নেত্র দাস, মুখ স্বামি সম যদি হয়।
তুলসী, পিরীতি রীতি শুনি হেন কবি প্রশংসয় ॥ ৩০৬

চৌঃ—সভাসদ বৃন্দ শুনি রঘুবীর বাণী। প্রেম অম্বুধির সুধা মাখা হেন মানি ॥
সনেহ সমাধি মগ্ন শিথিল সমাজ। নীরব রহিল দেখি সরস্বতী আজ ॥
ভরত লভিল আজি পরম সন্তোষ। স্বামী অনুকুল গত সব দুঃখ দোষ ॥
সুপ্রসন্ন মুখ মন, মিটিল বিষাদ। মূক প্রতি হল যেন বাণীর প্রসাদ ॥
করিয়া প্রণাম পুনঃ প্রেমের সহিত। কহে পাণি পঙ্করুহ করিয়া মিলিত ॥

আনন্দ হইল নাথ সঙ্গে যাইবার। লভিনু সকল সুখ ভবে জন্মিবার ॥
কৃপালু যেমন আজ্ঞা করিবে এখন। শিরোধার্য্য করি তাহা করিব পালন ॥
সেই অবলম্ব প্রভু মোরে কর দান। অবধি অবধি যাহে পাই পরিত্রাণ ॥

দোঃ—অভিষেক লাগি দেবদেব গুরু অনুজ্ঞা পাইয়া।
আনিলাম তীর্থ বারি, কহকিবা করি তাহা দিয়া ॥ ৩০৭

চৌঃ—এক ইচ্ছা মম মনে জাগে অনুক্ষণ। ভয়েতে সঙ্কোচে নাহি করি উচ্চারণ ॥
কহ তাত ; প্রভু আজ্ঞা পাইয়া তখন। প্রেমপূর্ণ হয়ে কহে সুন্দর বচন ॥
চিত্রকূট শুচি স্থান তীর্থ শৈলগণ। খগমৃগ নদী সর নির্ঝর কানন ॥
প্রভু পদ রেখাঙ্কিত অবনী বিশেষ। দেখে আসি প্রভু যদি করহ আদেশ ॥
অত্রি মুনি আজ্ঞা শিরে করিয়া ধারণ। নির্ভয়ে কাননে ভ্রাতঃ কর বিচরণ ॥
মুনির প্রসাদে বন সুমঙ্গল দাতা। পরম পাবন অতি সুশোভন ভ্রাতা ॥
ঋষিবর যেই আজ্ঞা করেন যেখানে। তীর্থ বারি সমুদয় রাখিবে সেখানে ॥
প্রভুর বচন শুনি ভরত মুদিত। মুনি পাদপদ্মে নমে হয়ে হরষিত ॥

দোঃ—শ্রীরাম ভরত আলাপন শুনি সর্ব্বশুভমূল।
কুল প্রশংসিয়া দেবগণ বর্ষে সুরতরু ফুল ॥ ৩০৮

পাদুকা সহ ভরতের অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তন।

চৌঃ—প্রেমে বাধ্য হয়ে হর্ষে দেবগণ কয়। ধন্য ভরতের ভক্তি, জয় রাম জয় ॥
মিথিলেশ মুনি আর সভাসদগণ। আনন্দিত শুনি সবে ভরত বচন ॥
রাম ভরতের সব গুণাবলী, স্নেহ। পুলকিত প্রশংসয় নৃপতি বিদেহ ॥
স্বভাব সুন্দর দুই স্বামী সেবকের। পাবন পাবন অতি, নিয়ম প্রেমের ॥
প্রশংসা করয় নিজ মতি অনুসার। অনুরাগ বাড়ে সভ্য, সচিব সবার ॥
শুনিয়া শুনিয়া রাম ভরত সংবাদ। দু'সমাজ হৃদে সম হরষ বিষাদ ॥
রামের জননী সুখ দুঃখ সম জানি। দোষ গুণ কহি প্রবোধয়ে সব রাণী ॥
রামের মহত্ত্ব কেহ করয় কীর্ত্তন। ভরত উত্তম অতি কহে অন্য জন ॥

দোঃ—ভরতে কহিলা অত্রি শৈল পাশে কূপ। তীর্থ বারি রাখ তথা পবিত্র অনুপ ॥ ৩০৯

চৌঃ—অত্রির অনুজ্ঞা যবে ভরত পাইল। বারি পাত্র সব তথা প্রেরণ করিল ॥
সানুজ ভরত লয়ে সাধু, অত্রি মুনি। অগাধ কূপের পাশে চলিল আপনি ॥
পবিত্র সলিল পুণ্য স্থলেতে রাখিল। প্রেম প্রমুদিত অত্রি কহিতে লাগিল ॥
অনাদি কালের সিদ্ধ শুচি স্থল তাত। কাল বশে লুপ্ত কেহ নাহি আছে জ্ঞাত ॥
সেবক সকল স্থল সজল দেখিল। সুজল লাগিয়া এক কূপ নিরমিল ॥
বিধিবশ সংঘটিত বিশ্ব উপকার। সুগম অগম অতি ধর্ম্মের বিচার ॥
ভরতের কূপ এবে কবে সর্ব্বজন। তীর্থ বারি যোগে কূপ পরম পাবন ॥
সনিয়ম প্রেমে করি নিমজ্জন প্রাণী। বিমল হইবে সবে কায়মনোবাণী ॥

দোঃ—কূপের মহিমা সব করিয়া বর্ণন। রঘুবর সন্নিধানে করিল গমন ॥
রঘুবরে অত্রি মুনি সব শুনাইল। সবিস্তারে তীর্থ পুণ্য প্রভাব বর্ণিল ॥ ৩১০

চৌঃ—কহি ধর্ম্ম ইতিহাস প্রেমের সহিত। রজনী হইল ভোর, সুখেতে ব্যতীত ॥
সানুজ ভরত তবে করি নিত্য ক্রিয়া। রাম গুরু অত্রি মুনি আদেশ পাইয়া ॥
সহিত সমাজ করি বেশ সাধারণ। পদব্রজে ভ্রমিবারে চলে রাম বন ॥
পদত্রাণ বিনে চলে কোমল চরণে। মৃদুল হইল ভূমি সঙ্কুচিত মনে ॥
কাঁকর কণ্টক কুশ আদি দুঃখদায়ী। কঠোর কুবস্তু কটু রাখিল লুকাই ॥
ধরণী মঞ্জুল মৃদু মারগ করিল। ত্রিবিধ সমীর সুখে বহিতে লাগিল ॥
সুমন বরষে সুর, মেঘ ছায়া করে। মৃদু তৃণচয়, বৃক্ষ ফুল ফল ধরে ॥
খগ মৃগ দেখি দেখি কহে মৃদু বাণী। সকলে করয় সেবা রাম প্রিয় জানি ॥

দোঃ—রাম রাম কহি করে জৃম্ভন মানব। সকল বিভূতি হয় তাহার সুলভ ॥
রামের পরাণ প্রিয় ভ্রাতা ভরতের। বেশী কথা নহে এই সেবা সকলের ॥ ৩১১

চৌঃ—হেনমতে বনে করে ভরত ভ্রমণ। প্রেমরীতি দেখি সঙ্কুচিত মুনিগণ ॥
পুণ্য জলাশয় নানা ভূমির বিভাগ। খগ মৃগ তরু হরি গিরি বন বাগ ॥
সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর দিন হইলে বিগত। প্রভু পাদপদ্ম হেরে হয়ে প্রত্যাগত ॥
বিশেষ পবিত্র চারু দেখি দিব্যস্থান। জিজ্ঞাসেন সবিশেষ মুনি সন্নিধান ॥
শুনিয়া বর্ণয় ঋষি আনন্দিত মন। হেতু নাম গুণ পুণ্য প্রভাব কারণ ॥
কোথাও করয়ে স্নান কোথাও প্রণাম। কোথাও দর্শন করে মন অভিরাম ॥
কোথাও বৈসয় মুনি আদেশ পাইয়া। সীতা সহ দুই ভাই স্মরণ করিয়া ॥
স্বভাব, সুসেবা, স্নেহ করি নিরীক্ষণ। বনদেব আশীর্ব্বাদ কৈল সুখী মন ॥

দোঃ—ভরত দেখিল তীর্থরাজি, পঞ্চ দিবসের মাঝ।
কহি শুনি হরিহর যশ, যায় দিন, আসে সাঁঝ ॥ ৩১২

চৌঃ—প্রাতঃ স্নান করি পুনঃ বসিল সমাজ। ভরত ব্রাহ্মণ আদি তিরিহুতি রাজ ॥
শুভদিন আজি অতি জানিয়া হৃদয়ে। কৃপাময় রাম কহে সঙ্কুচিত, হয়ে ॥
নৃপতি, ভরত, গুরু, সভা বিলোকিয়া। সঙ্কুচিত রাম রহে ধরা নিরখিয়া ॥
প্রশংসিয়া শীল সব সমাজ চিন্তিত। রাম সম কোথা আছে প্রভু সঙ্কুচিত ॥
চতুর ভরত রাম অভিপ্রায় হেরি। উঠিয়া সপ্রেমে অতিশয় ধৈর্য্য ধরি ॥
করি দণ্ডবত কহে করি করজোড়। প্রভু রাখিয়াছ সব অভিরুচি মোর ॥
মোর লাগি সবে বহু সন্তাপ সহিলা। অশেষ প্রকার দুঃখ আপনি পাইলা ॥
এবে প্রভু দেও মোরে আপন নিদেশ। অযোধ্যা যাইয়া সেবি অবধির শেষ ॥

দোঃ—যে উপায়ে জন পুনঃ দরশন পায়। চতুর্দ্দশ বর্ষ অন্তে, সেই শিক্ষা চায় ॥
দয়া করি প্রভু মোরে হে দীন দয়াল। দেহ ধৈর্য্য শিক্ষা মোরে কোশল ভূপাল ॥ ৩১৩

চৌঃ—পুরজন প্রজা প্রভু পরিজন সব। স্নেহে ভরপুর শুচি সরস বান্ধব ॥
তোমার কারণে ভাল সংসার দহন। তোমা বিনা মুক্তিপদে নাহি প্রয়োজন ॥

সুচতুর স্বামী তুমি জানিয়া সবার। রুচি মন অভিলাষ রহনি জনার॥
প্রণত পালক সদা সবারে পালহ। ইহকাল পরকাল করি সুনির্ব্বাহ॥
তাই তব প্রতি মম ভরসা অপার। তৃণবৎ দুঃখ নাই, করিলে বিচার॥
আপনার আর্ত্তি আর সনেহ তোমার। দুই বলে ধৃষ্ট অতি কৈনু ব্যবহার॥
এই বড় দোষ দূর করি মোর স্বামী। শিখাও সঙ্কোচ ত্যজি হতে অনুগামী॥
সমাজ প্রশংসে শুনি ভরত বিনয়। হংস সম দুগ্ধ বারি যাহা বিশ্লেষয়॥

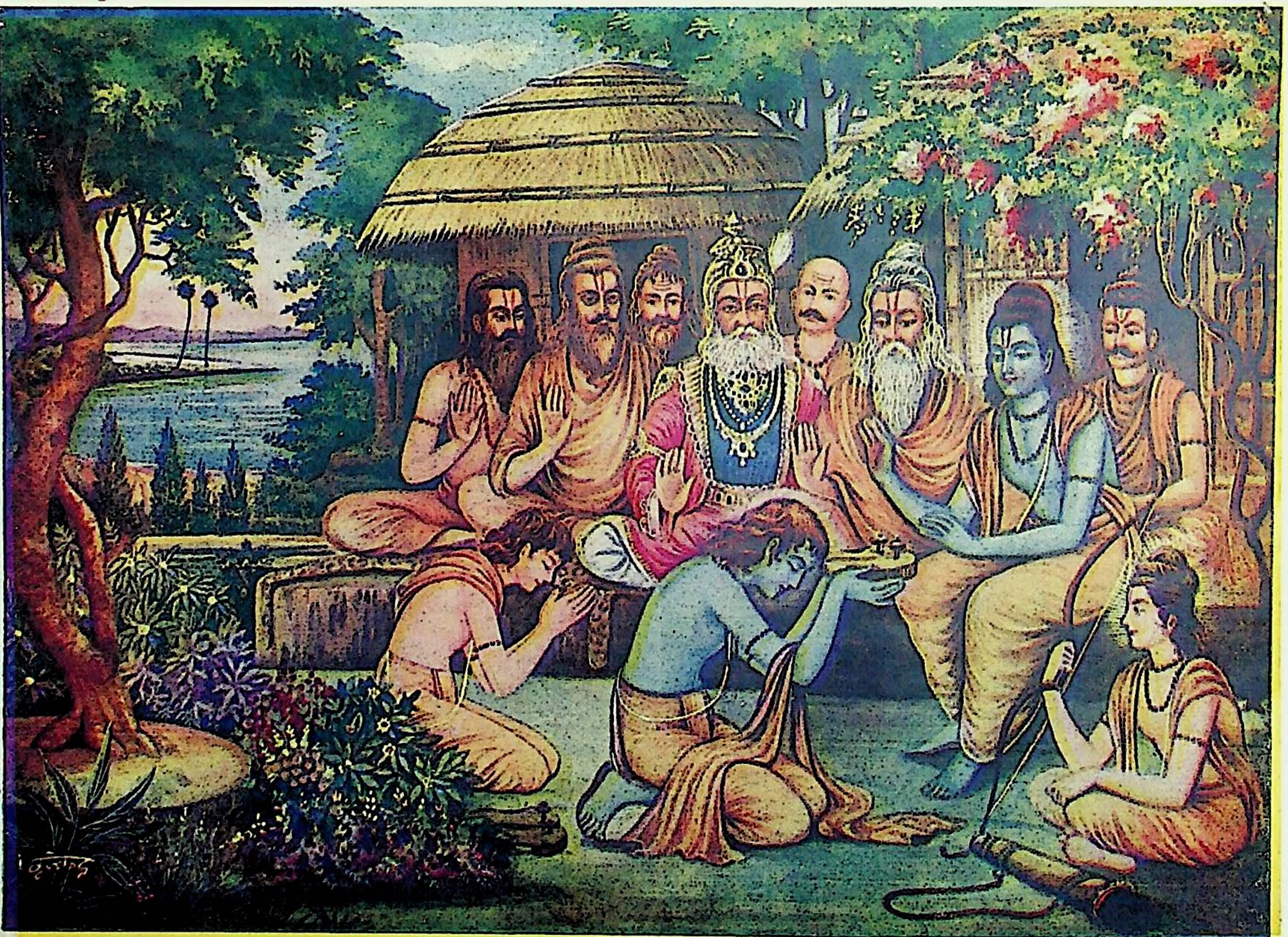
দোঃ—শুনিয়া বন্ধুর বাক্য, দীনবন্ধু ছলহীন দীন।
দেশকাল পাত্র বিচারিয়া বলে শ্রীরাম প্রবীণ॥ ৩১৪

চৌঃ—গৃহে বনে তুমি আমি যত পরিবার। গুরু নৃপ করিবেন চিন্তা সবাকার॥
মাথার উপরে গুরু মুনি মিথিলেশ। তোমার আমার স্বপ্নে নাহি হবে ক্লেশ॥
পরম পুরুষ অর্থ তোমার আমার। স্বারথ, সুযশ, ধর্ম্ম, পরমার্থ আর॥
দুভাই মিলিয়া পিতৃ আদেশ পালন। লোক, বেদ, ভূপ ভাল করিবে গণন॥
গুরু পিতামাতা স্বামী শিক্ষা যেবা পালে। চলিলে কুমার্গে পদ নাহি পড়ে খালে॥
হেন বিচারিয়া সব ভাবনা ত্যজিয়া। পালহ অযোধ্যা চৌদ্দ বছর ভরিয়া॥
দেশ, কোষ, পুরজন আর পরিবার। গুরুপদরজে নিক্ষেপিবে গুরু ভার॥
মুনি, মাতা, মন্ত্রী শিক্ষা তুমি মনে মানি। পালহ অবনী, প্রজাগণ, রাজধানী॥

দোঃ—বদনের সম হবে নরপতি, পানাহারে এক।
পালিবে পোষিবে অঙ্গ সমুদয়, ভ্রাতঃ সবিবেক॥ ৩১৫

চৌঃ—সব রাজধর্ম্ম সার ইহার ভিতরে। মনোরথ গুপ্ত যথা মনের গহ্বরে॥
ভ্রাতারে প্রবোধ প্রভু বহু ভাবে দিল। প্রতীক বিহনে মনে শান্তি না আসিল॥
ভরতের শীল—গুরু সচিব সমাজ। যদ্যপি সঙ্কোচ, প্রেমবশ রঘুরাজ॥
করুণা করিয়া প্রভু পাদুকা অর্পিল। সাদরে ভরত শিরে গ্রহণ করিল॥
কৃপা নিধানের পূত যুগল খড়ম। প্রজার প্রাণের যুগ্ম রক্ষকের সম॥
ভরত সম্পুট যুগ স্নেহ রতনের। যুগল অক্ষর সম জীব যতনের॥
কুলের কবাট, কর কুশল কর্ম্মের। বিমল নয়ন যুগ, সেবা সুধর্ম্মের॥
অবলম্ব পেয়ে অতি মুদিত ভরত। ভাবে সীতারাম গৃহে রহিল যেমত॥
দোঃ—বিদায় মাগিল নমি, রাম বক্ষে ধরে। কুসময় শঠ ইন্দ্র উচাটন করে॥ ৩১৬
চৌঃ—কুচালি সবার কৈল পরম মঙ্গল। অবধির আশে রাখে জীবন সকল॥
নতুবা লক্ষ্মণ সীতা রামের বিয়োগে। হাহাকার করি সবে মরিত কুরোগে॥
রামকৃপা দেবতার কুচাল শুধিল। দেব সেনা গুণ প্রদ, সহায় হইল॥
ভরতের সম ভ্রাতা করে আলিঙ্গন। রাম প্রেমরস কেবা করিবে বর্ণন॥
কায় মনোবাক্যে অনুরাগ উথলিল। ধর্ম্ম ধুরন্ধর আজি ধৈরয ত্যজিল॥
কমল লোচনে বহে প্রেম অশ্রুধার। সুরসভা দশা দেখি দুঃখিত অপার॥
মুনি, গুরু, ধীর ধুন্ধধর জনকের। জ্ঞানাগ্নি শোধিত চিত্ত সম কনকের॥

भरतको पादुकादान



प्रभु करि कृपा पाँवरीं दीन्हीं । सादर भरत सीस धरि लीन्हीं ॥

मुद्रक—गीताप्रेस, गोरखपुर

বিরিঞ্চি জগতে থাকি, সবার অতীত। পদ্ম পত্রে জল সম ভবে অবস্থিত॥
দোঃ—তারা ও নিরখি রাম ভরতের প্রেম অতি অনুপ অপার।
কায়মনোবাক্য নিমগন প্রেমে, সহ সব বিরাগ বিচার॥ ৩১৭
চৌঃ—জনক বশিষ্ট মতি গতি যথা টলে। প্রাকৃত জনের কথা কহা নাহি চলে॥
রঘুবীর ভরতের বিয়োগ বর্ণন। করিলে কঠিন হিয়া কহিবে সজ্জন॥
সে সঙ্কোচ, রস বাক্যে বর্ণন না হয়। কালোচিত স্নেহ স্মরি বাণী সঙ্কোচয়॥
আলিঙ্গি ভরতে রঘুবীর বুঝাইল। শত্রুঘ্নে আনন্দে ধরি বক্ষে লাগাইল॥
ভরত নিদেশ মন্ত্রী সেবক জানিয়া। নিজ নিজ কার্য্যে সবে লাগিল যাইয়া॥
দুঃখিত দারুণ শুনি উভয় সমাজ। করিতে লাগিল গৃহে যাইবার সাজ॥
প্রভু পাদপদ্ম তবে দুভাই বন্দিয়া। চলিল রামের আজ্ঞা শিরেতে ধরিয়া॥
বনদেবে মুনিগণে করে অনুনয়। পুনঃ পুনঃ সর্ব্ব জনে করয় বিনয়॥
দোঃ—মিলিয়া লক্ষ্মণে, প্রণমিয়া সীতা, পদরজ ধরি যত্নে শিরে।
সপ্রেম কল্যাণপ্রদ আশীর্ব্বাদ শুনি সবে চলে ধীরে ধীরে॥ ৩১৮
চৌঃ—সানুজ শ্রীরাম নৃপে করিয়া প্রণতি। করিল অশেষ বিধ সশ্রদ্ধ বিনতি॥
কৃপাবশে দেব দুঃখ করিলে সহন। সসমাজ আগমন করিয়া কানন॥
গৃহে ফিরে যাও এবে করিয়া আশিস। করিলা ধৈরয ধরি প্রস্থান মহীশ॥
মুনি মহীদেব সাধু সবারে সম্মানি। বিদায় করিল হরি হর সম জানি॥
শ্বশ্রূ সন্নিধানে তবে দুভাই যাইয়া। চরণ বন্দিয়া ফেরে আশিস পাইয়া॥
কৌশিক,জাবালি আদি বামদেব ঋষি। সুবুদ্ধি সচিব পুরজন পুরবাসী॥
যথা যোগ্য সবে করি বিনয় প্রণাম। বিদায় করিল সবে সানুজ শ্রীরাম॥
ছোট বড় সম নর নারী সম্মানিয়া। কৃপানিধি চিত্র কূটে চলিল ফিরিয়া॥
দোঃ—শুচিস্নেহে মিলি, ভরতের মাতৃ পদে দোঁহে প্রণাম করিয়া।
বিদায় করিল, পাল্কী আনয়ন করি, শোক সঙ্কোচ ছাড়িয়া॥ ৩১৯
চৌঃ—পিতামাতা পরিজনে জানকী মিলিয়া। পতি প্রাণা পূত প্রেমা আসিল ফিরিয়া॥
মিলিয়া সকল শ্বশ্রূগণে প্রণমিল। পিরীতি বর্ণিতে কবি মনেতে হারিল॥
শিক্ষা শুনি, অভিমত আশিস পাইয়া। দুকুল পিরীতি সীতা রহে নিবারিয়া॥
সুন্দর শিবিকা রঘুপতি আনাইল। প্রবোধ করিয়া মাতৃগণে চড়াইল॥
বার বার আলিঙ্গন করি দুই ভাই। সমান স্নেহেতে দোহে জননী পৌছাই॥
বিবিধ বাহন গজ বাজী সাজাইল। ভরত, নৃপতি দল বিদায় হইল॥
হৃদয়ে ধরিয়া সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ। চলে যায় সব লোক যেন অচেতন॥
বৃষ বাজী গজ পশু হারিয়া হৃদয়ে। পরবশ চলে যায় মন মরা হয়ে॥
দোঃ—গুরু পত্নী, গুরু বন্দি প্রভু সীতা, লক্ষ্মণ সহিত।
পর্ণ নিকেতনে ফিরে রাম হর্ষ বিষাদ পূরিত॥ ৩২০
চৌঃ—বিদায় করিলা প্রভু সম্মানি নিষাদ। চলিলা হৃদয়ে লয়ে বিরহ বিষাদ॥

বনবাসী কোল ভিল কিরাত সকল। প্রণমি চলিল সবে লয়ে দল বল॥
বটচ্ছায়ে বসে প্রভু জানকী লক্ষ্মণ। প্রিয় পরিজন বিরহেতে আনমন॥
ভরত স্বভাব স্নেহ মধুর বচনে। বাখানিয়া কহে প্রিয় অনুজের সনে॥
পিরীতি প্রতীতি মন করম বচন। শ্রীমুখে শ্রীরাম প্রেমে করেন বর্ণন॥
সে সময়ে খগমৃগ, সলিলেতে মীন। চিত্রকূট, চরাচর হইল মলিন॥
বিলোকিয়া রঘুবর দশা সুরগণ। ঘর ঘর কহি গতি, বরষে সুমন॥
প্রণাম করিয়া প্রভু করে আশ্বাসন। ভয় নাই শুনি ফুল্ল চলে দেবগণ॥

দোঃ—লক্ষ্মণ জানকী রাম বিরাজিত পর্ণ নিকেতনে।
বৈরাগ্য, বিজ্ঞান মূর্ত্তি ধরি যেন শোভে ভক্তিসনে॥ ৩২১

চৌঃ—মুনি মহীসুর গুরু ভরত ভূপাল। রাম বিরহেতে সব সমাজ বেহাল॥
মনোমাঝে বিচারিয়া প্রভু গুণ গণ। চুপ চাপ পথে সবে করিছে গমন॥
যমুনার পর পারে সকলে পৌছিল। অনাহারে সেই নিশি বাসর কাটিল॥
গঙ্গা পার হয়ে রহে দ্বিতীয় রজনী। রাম সখা সব সেবা করিল আপনি॥
সই পার হয়ে গোমতীতে স্নান করি। চতুর্থ দিবসে পৌছে অযোধ্যা নগরী॥
চারিদিন পুরে রাজা জনক রহিল। রাজ কার্য্য যত কিছু ব্যবস্থা করিল॥
সচিব, ভরত, গুরু হস্তে রাজ্য দিয়া। তিরিহুতি চলে রাজা নিজ দল নিয়া॥
নগরের নারী নর গুরু শিক্ষা মানি। সুখেতে বসতি করে নিজ রাজধানী॥

দোঃ—রাম দরশন লাগি করে সবে ব্রত উপবাস।
ত্যজিয়া ভূষণ ভোগ প্রাণ রাখে অবধির আশ॥ ৩২২

চৌঃ—প্রবোধে ভরত শুচি মন্ত্রী ভৃত্যগণ। শিক্ষামত নিজ কার্য্য করে সমাপন॥
অনুজে ডাকিয়া করে ভরত আদেশ। মাতৃসেবা কর ভাই আদরে বিশেষ॥
দ্বিজগণে ডাকি পুনঃ করজোড়ে কয়। বিনয়ে প্রণমি করে বহু অনুনয়॥
ভাল মন্দ উচ্চ নীচ যে কার্য্য হইবে। আজ্ঞা দিতে কভু নাহি সঙ্কোচ করিবে॥
পরিজন, পুরজন প্রজাদি ডাকিল। চিত্ত সমাধান করি থাকিতে কহিল॥
পুনঃ গুরুগৃহে কৈল সানুজ গমন। প্রণমিয়া করজোড়ে কহেন বচন॥
আজ্ঞা যদি হয় তবে রহি নিয়মেতে। পুলকিত অঙ্গ মুনি কহেন প্রেমেতে॥
বুঝিবে, কহিবে আর যাহা আচরিবে। জগতে ধর্ম্মের সার তাহাই জানিবে॥

দোঃ—আশিস লইয়া, মুনি আজ্ঞা পেয়ে, গণক ডাকিল।
নিরাপদে শুভদিনে সিংহাসনে পাদুকা স্থাপিল॥ ৩২৩

চৌঃ—রাম মাতা, গুরুপদে শির নোয়াইয়া। প্রভুপাদপীঠ হতে আদেশ পাইয়া॥
নন্দীগ্রামে বিরচিয়া পরণ কুটির। ধর্ম্ম ধুরন্ধর বসে ভরত সুধীর॥
জটাজুট শিরে মুনি বসন পরিয়া। মহী খনি কুশদলে সাথরী করিয়া॥
অশন বসন পাত্র ব্রতাদি নিয়ম। সপ্রেমে আচরে কৃচ্ছ্র যতির ধরম॥
ভূষণ বসন ভোগ সুখ সুপ্রচুর। কায়মনোবাক্যে করে তৃণবৎ দূর॥

অযোধ্যা নৃপতি যারে প্রশংসে সুরেশ। দশরথ ধন দেখি লজ্জিত ধনেশ ॥
সেই পুরে নিবসয় ভরত বিরাগে। চঞ্চরীক বসে যথা চম্পকের বাগে ॥
মহা ভাগ্যবান রাম অনুরাগী জন। রমার বিলাস ত্যজে যেমন বমন ॥

দোঃ—রাম প্রিয়পাত্র ভরতের বড় নহে এই কৃতি।
প্রশংসে চাতক হংস দেখি নিষ্ঠা, বিমল বিভূতি ॥ ৩২৪

চৌঃ—দিন দিন তনু ক্ষীণ, শক্তিহীন হয়। তেজ বল মুখছবি সমভাবে রয় ॥
রাম প্রেমপণ বাড়ে প্রত্যহ নবীন। ধর্ম্মদল বাড়ে মন না হয় মলিন ॥
বারি ক্ষীণ হয় যথা শরত প্রকাশে। বেতস বিলাসে আর কমল বিকাশে ॥
সংযম, নিয়ম, দম, শম, উপবাস। নক্ষত্র, ভরত হিয়া বিমল আকাশ ॥
বিশ্বাস নক্ষত্র ধ্রুব, সীমা পূর্ণমাসী। স্বামীস্মৃতি সুরবীথি তাতে মিলে আসি ॥
রাম প্রেম বিধু অচঞ্চল দোষহীন। সহিত সমাজ শোভে শশী নিশিদিন ॥
ভরতের দিন চর্য্যা, সুবিচার কৃতি। ভকতি, বিরতি, গুণ, বিমল বিভূতি ॥
সকল সুকবি ভীত করিতে বর্ণন। সারদা গণেশ শেষ সবার অগম ॥

দোঃ—পাদুকা পূজয় নিত্য, হৃদয়েতে আনন্দ না ধরে।
আদেশ লইয়া সদা নানাবিধ রাজকার্য্য করে ॥ ৩২৫

চৌঃ—পুলকিত অঙ্গ, হৃদে সীতা রঘুবীর। রসনা জপিছে নাম, নয়ন সনীর ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা নিবসে কাননে। তপে শুষ্ক করে তনু ভরত ভবনে ॥
দুদিক বিচারি কহে নর নারীগণ। ভরত সকলভাবে প্রশংসা ভাজন ॥
শুনিয়া নিয়ম ব্রত সাধু সঙ্কুচিত। দশা নেহারিয়া যত মুনীশ লজ্জিত ॥
পরম পবিত্র ভরতের আচরণ। আনন্দ মধুর মঞ্জু মঙ্গল কারণ ॥
হরণ কঠিন কলি কলুষ কলেশ। মহা মোহ বিভাবরী দলন দিনেশ ॥
মৃগরাজ পাপ পুঞ্জ কুঞ্জর দলন। সকল সন্তাপরাশি করে প্রশমন ॥
ভক্তে সুখ দেয় অপহরি ভবভার। শ্রীরাম সনেহ ভবে সুধাকর সার ॥

ছঃ—সীতারাম প্রেমামৃত পূরণ ভরত। জন্ম নাহি নিত যদি এমর জগত ॥
শম দম যম নিয়মাদি মহাব্রত। মুনির অগম ঘোর কেবা আচরিত ॥
দুঃখদাহ দম্ভ সহ দারিদ্র্য দূষণ। সুযশের দ্বারে কেবা করিত হরণ ॥
শঠাধম তুলসারে কলি অভ্যন্তরে। রামের সম্মুখ কেবা নিত কেশে ধরে ॥

সোঃ—ভরত চরিত যেবা করিয়া নিয়ম। তুলসী সহিত করে সাদরে শ্রবণ ॥
সীতারাম শ্রীচরণ কমলে ভকতি। অবশ্য হইবে তার সংসারে বিরতি ॥ ৩২৬

রামচরিতের কথা অমৃত লহরী।
বীরকহে শুনি নর যাবে ভব তরি ॥

ইতি সকল কলি কলুষ নাশন রামচরিত মানসের অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত।

———

ওঁ গুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীসীতারামো বিজয়তেতরাম্

বাংলা রামচরিত মানস

অরণ্যকাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

শ্লোকঃ—বিবেক সিন্ধুর পূর্ণ ইন্দু সুখকর। ধর্ম্ম তরু মূল, জ্ঞান অম্বুজ ভাস্কর॥
পাপ ঘন তমোপুঞ্জ নাশী তাপহর। মোহ মেঘ অপসারী পবন, শঙ্কর॥
কলঙ্কশমন বন্দি ব্রহ্ম বংশধর। শ্রীরাম ভূপের প্রিয় অভিন্ন অন্তর॥ ১
নবজলধর শ্যাম তনু পীতবাস মনোহর।
কটিতে তূণীর ভার করধৃত শরাসনশর॥
আয়ত রাজীব নেত্র, ধৃত জটা জুট সুশোভিত।
ভজি পান্থ অভিরাম রাম, সীতা লক্ষ্মণ সহিত॥

চিত্রকূট পরিত্যাগ

সোঃ—রাম গুণ গূঢ় উমা, জ্ঞানী মুনি ধ্যান করি লভয় বিরতি।
বিমূঢ় লভয় মোহ, যার নাই হরিপ্রীতি কিম্বা ধর্ম্মরতি॥ ১

চৌঃ—পুর নর ভরতের গাহিলাম প্রীতি। অনুপম মনোহর অনুরূপ মতি॥
প্রভুর চরিত শোন পরম পাবন। বন লীলা সুর নর মুনিবিমোহন॥
সুন্দর কুসুম তুলি রাম একবার। নিজ করে বিরচিল ভূষণ সম্ভার॥
সীতারে পরায়ে প্রভু করি সমাদর। বসিল স্ফটিক শিলা উপরে সুন্দর॥
ইন্দ্রসুত শঠ, ধরি বায়সের বেশ। চাহে পেতে রঘুপতি বলের উদ্দেশ॥
যথা পিপীলিকা মন্দ মতি অতিশয়। সাগরের তল চাহে করিতে নির্ণয়॥
চঞ্চুর আঘাত করি সীতার চরণে। মূঢ় কাক ধায় মন্দ মতির কারণে॥
রক্ত স্রোত বহে রঘু নায়ক জানিল। তৃণ শিষ শর করি ধনুকে জুড়িল॥

দোঃ—কৃপাময় রঘুনাথ, অতি স্নেহ দীনের উপরে।
দোষের আকর মূঢ়, তার সনে আসি ছল করে॥ ১

চৌঃ—মন্ত্রবলে ব্রহ্মশর চলে দ্রুত ধেয়ে। বায়স পালায় বেগে মনে ভয় পেয়ে॥
নিজরূপ ধরি গেল পিতৃ সন্নিধান। শ্রীরাম বিমুখে ইন্দ্র নাহি দিল স্থান॥
নিরাশ হইয়া ত্রাস জন্মিল হৃদয়ে। মুনীশ দুর্ব্বাসা যথা ত্রস্ত চক্রভয়ে॥

ব্রহ্মলোক শিবলোক অন্য সব লোক। ব্যাকুল ভ্রমিয়া ফেরে হৃদে ভয় শোক॥
বসিবারে কেহ নাহি কহিল উহারে। রামদ্রোহী জনে কেবা পারে রাখিবারে॥
মাতা মৃত্যু, পিতা তার শমন সমান। অমৃত গরল সম শোন হরি যান॥
মিত্র করে শত শত্রু সম ব্যবহার। বৈতরণী সম হয় সুরধুনী তার॥
অগ্নি হতে তপ্ত তার সকল সংসার। রঘুবীর প্রতি মন বিমুখ যাহার॥
নারদ দেখিল অতি বিকল জয়ন্ত। দয়া উপজিল চিত্তে, মৃদুচিত সন্ত॥
ত্বরিত পাঠাল তারে রাম সন্নিধান। কহে গিয়া প্রণতার্ত্তি হর কর ত্রাণ॥
ভয়ার্ত্ত আতুর হয়ে ধরি দুই পায়। কহে ত্রাহি ত্রাহি কৃপাময় রঘুরায়॥
অতুলিত বল তব মহিমা অমিত। মন্দমতি আমি নাহি ছিলাম বিদিত॥
স্বকৃত করম ফল সম্যক্ পাইনু। রাখ প্রভু এবে মোরে শরণে আইনু॥
কৃপালু শুনিয়া তার অতি আর্ত্তবাণী। এক নেত্র করি তারে ত্যজিলা ভবানি॥

সোঃ—মোহবশ দ্রোহ কৈল, বধ তার সমুচিত হয়।
স্নেহে ছাড়ি দিল তারে, রাম সম কেবা দয়াময়॥ ২

চৌঃ—রঘুপতি চিত্রকূটে করি অবস্থান। নানা লীলা করে কর্ণ অমৃত সমান॥
পুনরায় রঘুপতি মনে অনুমানে। ভিড় হবে হেথা অতি, সবে মোরে জানে॥
সকল মুনির সনে লইয়া বিদায়। তথা হতে সীতা সহ দুই ভাই যায়॥
অত্রি তপোবনে প্রভু করিলে গমন। শুনি মহামুনি অতি হরষিত মন॥
পুলকিত অঙ্গ মুনি ত্বরা উঠি ধায়। দেখিয়া ত্বরিত রাম দ্রুত পদে যায়॥
দণ্ডবত করিতেই মুনি বক্ষে নিল। প্রেমাশ্রুতে দুই ভা'য়ে স্নান করাইল॥
নয়ন জুড়ানো রূপ রামের দেখিয়া। নিজ তপোবনে চলে সাদরে লইয়া॥
অর্চ্চনা করিয়া কহি সুন্দর বচন। ফল মূল দিল প্রভু পুলকিত মন॥

সোঃ—আসনে আসীন প্রভু শোভা হেরি নেত্র যুগ ভরি।
পরম প্রবীণ মুনি আরম্ভিল স্তুতি কর জুড়ি॥ ৩

ছঃ—ভকত বৎসল, শীল সুকোমল, ভজি পাদ পদ্ম, কামহীনে সদ্য,
নমি কৃপাময় রাম। দেয় যাহা নিজ ধাম॥
পরম সুন্দর, তব কলেবর, প্রফুল্ল কমল, নয়ন যুগল,
ভবসিন্ধু সুমন্দর। মদাদি দূষণ হর॥
বিক্রম বৈভব, দীর্ঘ বাহু তব, ত্রিলোক নায়ক, তূণীর সায়ক
অনুপ অমিত ধরে। শরাসন শোভে করে॥
দিনকর কুল, ভূষণ অতুল, মুনীশ সজ্জন, হৃদয় রঞ্জন,
হর চাপ বিখণ্ডন। গঞ্জন অসুরগণ॥
কামারি বন্দিত, বিবুধ সহিত, শুদ্ধ বোধ ময়, দেহ অনাময়,
চতুর্ম্মুখ সেবাপর। সকল দূষণ হর॥

ইন্দিরার পতি, সজ্জনের গতি,
সুখাকর নতি লহ।
মহেন্দ্র অনুজ, প্রণমি সানুজ,
আপন শকতি সহ ॥
অঙ্ঘ্রি মূল তব, ভজে যে মানব,
মাৎসর্য্য আদি ভুলে।
সংসার সাগরে, কভু নাহি পড়ে,
তর্ক বীচি সমাকুলে ॥
নিভৃতে থাকিয়া, মুক্তির লাগিয়া,
যে জন আনন্দে সেবে।
ইন্দ্রিয় সংযম, করি অনুপম,
তব স্বীয় গতি লভে ॥
অত্যদ্ভুত প্রভু, অদ্বিতীয় বিভু,
নিরীহ পরমেশ্বর।
গুরু জগতের, এক শাশ্বতের,
তুরীয় পুরুষ পর ॥
ভাবৈক বল্লভ, কুযোগী দুর্ল্লভ,
সবসেব্য অনু দিন।
স্বভক্ত কলপ, কামদ পাদপ,
ভজি মুই দীন হীন ॥
অনুপম রূপ, পদে নগিভূপ,
ধরণী সুতার পতি।
মম নতি লও, সুপ্রসন্ন হও,
দেহ পাদ পদ্মে রতি ॥
যে জন সাদরে, স্তব পাঠ করে,
তব ভক্তি যুত হয়।
তব পদ পায়, নাহিক সংশয়,
অধম তুলসী কয় ॥

দোঃ—কর জোড়ে স্তুতি করি শির নোয়াইয়া মুনি কহে পুনরায়।
চরণ সরোজ তব মম মতি কভু যেন ছাড়ি নাহি যায় ॥ ৪

চৌঃ—অনুসূয়া পদ পুনঃ পরশিয়া সীতা। মিলিল তাহার সনে সুশীলা বিনীতা ॥
ঋষি পত্নী অতিশয় হরষিত হিয়া। নিকটে বসাল তারে আশিস করিয়া ॥
সীতারে পরাল দিব্য বসন ভূষণ। অমল সুন্দর সদা সর্ব্বদা নূতন ॥
ঋষি বধূ কহে মৃদু সরস বচন। প্রকারে নারীর ধর্ম্ম করিয়া বর্ণন ॥
মাতা পিতা ভ্রাতা সীতে সবে হিতকারী। মিত সুখপ্রদ শোন রাজার ঝিয়ারী ॥
অমিত ভর্ত্তার দান বিদেহ কুমারী। পতি নাহি সেবে যেবা অধম সে নারী ॥
ধৈরয ধরম মিত্র নিজ নারী আর। চারের পরীক্ষা হয় বিপদ মাঝার ॥
বৃদ্ধ, রোগ বশ, মূর্খ কিম্বা ধনহীন। বধির, নয়ন হীন কিম্বা অতি দীন ॥
এ হেন পতিরো যেবা করে অপমান। যমপুরে দুঃখ পায় বিবিধ বিধান ॥
এক মাত্র ধর্ম্ম ব্রত নিয়ম নারীর। কায় মনোবাক্যে প্রেম আপন পতির ॥
চতুর্ব্বিধা পতিব্রতা ভুবনে আছয়। আগম পুরাণ সন্ত সকলেই কয় ॥
উত্তম সতীর মনে ভাবনা এমন। স্বপ্নেও পুরুষ ভবে নাহি অন্যজন ॥
মধ্যম অপর পতি দেখয় কেমন। ভ্রাতা, পিতা কিম্বা পুত্র আপন যেমন ॥
সামালিয়া কুলে রহে ধর্ম্মের বিচারে। নিকৃষ্ট সতীর মাঝে শ্রুতিগণে তারে ॥
সুযোগ বিহনে কিম্বা ভয়ে রহে যেই। অধম রমণী জেনো এ সংসারে সেই ॥
পতিরে বঞ্চিয়া পরপতি সঙ্গ করে। রৌরব নরকে শত কল্প লাগি পড়ে ॥
ক্ষণ সুখ লাগি দুঃখ জনম কোটির। বরে, হেন পাপী কেবা সম অসতীর ॥

অনায়াসে নারী পায় সর্ব্বোত্তম গতি। ছল ছাড়ি এক মনে ভজি নিজ পতি॥
পতি প্রতিকূল পুনঃ জনমে যথায়। যৌবন উন্মেষে নিজ পতিরে হারায়॥

সোঃ—সহজে অশুচি নারী, পতি সেবি লভে শুভগতি।
অদ্যাপি তুলসী শোভে হরি বক্ষে, যশ গায় শ্রুতি॥ ৫ক
শোন সীতে তব নাম স্মরি স্মরি পতিব্রত আচরিবে নারী।
প্রাণ প্রিয় তব রাম, কহি কথা, জগতের কল্যাণ বিচারি॥ ৫খ

চৌঃ—শুনিয়া জানকী হল আনন্দিত অতি। সাদরে চরণে তার করিল প্রণতি॥
কৃপার নিধান তবে কহে মুনিগণে। অনুমতি হয় যদি যাই অন্যবনে॥
সতত আমার প্রতি করুণা রাখিবে। সেবক জানিয়া কভু স্নেহ না ছাড়িবে॥
শুনি ধর্ম্ম ধুরন্ধর প্রভুর বচন। জ্ঞানী মুনি প্রেমযুত কহিল তখন॥
যাঁর কৃপা শিব অজ, মুনি সনকাদি। ভিক্ষা করে সমুদয় পরমার্থবাদী॥
সেই তুমি, রাম ভালবাস অযাচিত। দীনবন্ধু মৃদু বাক্যে কৈলা আপ্যায়িত॥
এবে আমি বুঝিলাম রমা চতুরতা। কেন তোমা ভজে ছাড়ি সকল দেবতা॥
সম বা অধিক যাঁর নাহি কেহ আর। কেননা হইবে হেন স্বভাব তাঁহার॥
কেমনে কহিব এবে যাও তুমি স্বামী। কহ নাথ, তুমি সব হৃদে অন্তর্যামী॥
এত কহি প্রভু পানে চাহে মুনিধীর। প্রেম ধার বহে নেত্রে পুলকে শরীর॥

ছঃ—অঙ্গ পুলকিত, প্রেমপূর্ণ হিয়া, কহে রাখি মুখাব্জে নয়ন।
কিবা জপে তপে, মন জ্ঞান গুণাতীত প্রভু করি দরশন॥
আচরিয়া সব ধর্ম্ম, জপ, যোগ পায় নর ভক্তি অনুপম।
রঘুবীর পুণ্যকথা গায় নিশিদিন দাস তুলসী অধম॥

দোঃ—শমন চঞ্চল মন, কলি অঘ বিনাশন। সাদরে শ্রবণ করে, অনুক্ষণ তার পরে॥
রামকীর্ত্তি কথা সুখমূল। প্রভু রাম রহে অনুকূল॥ ৬ক

সোঃ—কলি ঘোর পাপময়, ধর্ম্ম, জ্ঞান নাহি হয়। সকল ভরসা ছাড়ি, রামভক্তি সার করি॥
জপ যোগ কিছু না সম্ভব। রহে হেথা চতুর মানব॥ ৬খ

বিরাধ বধ, শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য মিলন

চৌঃ—মুনিপদ সরোরুহে নোয়াইয়া শির। বনে চলে সুর নর ঈশ্বর মুনির॥
আগে রাম, পাছে পাছে চলেছে লক্ষ্মণ। মুনিবেশ মনোহর করিয়া ধারণ॥
উভয়ের মধ্যে সীতা শোভিছে কেমন। ব্রহ্ম, জীব মধ্যবর্ত্তী মায়ার মতন॥
সরিত কানন গিরি সুদুর্গম ঘাট। স্বামী জানি সবে দেয় সুন্দর সুবাট॥
যেখানে যেখানে যায় দেব রঘুরায়। নভোপথে মেঘ মালা ছায়া করি ধায়॥
অসুর বিরাধ মিলে পথের মাঝারে। আসিতেই বধ রাম করিল তাহারে॥
অচিরে সুন্দর রূপ বিরাধ ধরিল। দুঃখী দেখি রাম নিজ ধামে পাঠাইল॥
প্রভু সমাগত শরভঙ্গ তপোবনে। সুন্দর অনুজ সীতা লয়ে নিজসনে॥

29

দোঃ—রাম মুখপদ্ম দেখি মুনিবর নয়ন ভ্রমর।
ধন্য জন্ম শরভঙ্গ, পান করে, সহিত আদর ॥ ৭

চৌঃ—মুনি কহে রঘুবীর শুনহে কৃপাল। শঙ্কর মানস সর বিহারী মরাল ॥
যাইতে ছিলাম প্রভু বিরিঞ্চির ধাম। শ্রবণে শুনিনু বনে আসিবেন রাম ॥
পথ পানে নিরখিয়া ছিনু দিন রাতি। এবে প্রভুরূপ দেখি জুড়াইল ছাতি ॥
আমি নাথ সর্ব্ববিধ সাধন বিহীন। করুণা করিলে মোরে জানি জন দীন ॥
তাহাতে নহেক মোর মিনতি কারণ। জন মন চোর রাখ আপনার পণ ॥
ততক্ষণ থাক প্রভু দীনের লাগিয়া। যতক্ষণে তোমা মিলি শরীর ছাড়িয়া ॥
যোগ যজ্ঞ, জপ তপ, ব্রত আচরিনু। সমর্পিয়া প্রভু পদে ভক্তিবর নিনু ॥
হেনমতে চিতা রচি মুনি শরভঙ্গ। তদুপরি বৈসে হৃদে ত্যজি সব সঙ্গ ॥

দোঃ—জানকী অনুজ সহ প্রভু নীল ঘন তনু শ্যাম।
আমার অন্তরে থাক নিরন্তর সগুণ শ্রীরাম ॥ ৮

চৌঃ—এত কহি যোগাগ্নিতে তনু তেয়াগিল। রামের কৃপায় মুনি বৈকুণ্ঠ লভিল ॥
তেকারণে হরি লীন মুনি না হইল। ভেদ ভক্তি বর চাহি প্রথমে লইল ॥
ঋষিগণ মুনিবর গতি নিরখিয়া। হরষিত সবিশেষ নিজ নিজ হিয়া ॥
সবে মিলি স্তব স্তুতি করে মুনিবৃন্দ। জয় প্রণতের হিতকারী কৃপাকন্দ ॥
পুনরায় রঘুনাথ বনে চলে আগে। বিপুল মুনীশবৃন্দ সঙ্গে যেতে লাগে ॥
সম্মুখে দেখিয়া অস্থিরাশি রঘুরায়। মুনিগণে জিজ্ঞাসিলা গলিয়া দয়ায় ॥
জানিয়া সকলি কেন জিজ্ঞাসহ স্বামী। সমদর্শী সবাকার হৃদে অন্তর্যামী ॥
রাক্ষস নিকর খাইয়াছে মুনিগণে। শুনি ধারা বহে রঘুনাথের নয়নে ॥

দোঃ—করিব ধরণী রক্ষকুল হীন, বাহু তুলি করিলেন পণ।
জনে জনে সুখ দিলা রাম গিয়া সমুদয় ঋষি তপোবন ॥ ৯

চৌঃ—অগস্ত্য মুনির শিষ্য অতীব ধীমান্। নামেতে সুতীক্ষ্ণ সদা ভজে ভগবান ॥
কায়মনোবাক্যে রাম পাদপদ্ম সেবী। স্বপ্নেও ভাবেনা অন্য কোনো দেব দেবী ॥
প্রভু আগমন যবে শ্রবণে শুনিল। মনোরথ পূরাইতে ত্বরিত ধাইল ॥
হে বিধাতঃ দীনবন্ধু রাম রঘুরায়। আমা হেন শঠ পরে কৃপালু দয়ায় ॥
সহিত অনুজ প্রভু রাম আমা সনে। মিলিবে কি আজ নিজ দাস জানি মনে ॥
ভরসা আমার নাহি সুদৃঢ় অন্তরে। বিবেক বিজ্ঞান ভক্তি নাহিক ভিতরে ॥
নাহি সাধু সঙ্গ, নাহি জপ যোগ যাগ। চরণ কমলে নাহি দৃঢ় অনুরাগ ॥
কৃপা নিধানের এক বাক্য সত্য অতি। সেই প্রিয় তাঁর যার নাহি অন্যগতি ॥
সফল হইবে আজি আমার লোচন। শ্রীমুখ পঙ্কজ হেরি সংসার মোচন ॥
নির্ভর প্রেমেতে সদা মগ্ন মুনি জ্ঞানী। দশার বর্ণন কভু না হয় ভবানি ॥
দিশেহারা চলে যেন পথ নাহি জানে। কেবা আমি কোথা যাব কিছু নাই ধ্যানে ॥
কখনো পশ্চাতে ফিরি চলে ক্ষণন্তরে। গুণ গাহি কভু ভাব ভরে নৃত্য করে ॥

অবিচল প্রেম ভক্তি মুনির হৃদয়ে। বৃক্ষের আড়াল হতে দেখে প্রভু চেয়ে॥
অতিশয় প্রীতি দেখি প্রভু রঘুবীর। মূর্ত্ত ভব ভয় হারী হৃদয়ে মুনির॥
পথিমধ্যে বৈসে মুনি হইয়া নিশ্চল। পনসের মত দেহ পুলক বিহ্বল॥
মুনির সমীপে রাম আসিল তখন। নিজ জন দশা হেরি আনন্দিত মন॥
বহুভাবে মুনিবরে শ্রীরাম জাগায়। নাহি জাগে, ধ্যানে মুনি মহাসুখ পায়॥
ভূপতির রূপ রাম তবে লুকাইল। চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হৃদে প্রকট করিল॥
আকুল হইয়া মুনি উঠিল কেমন। ফণিবর মনি হীন হইলে যেমন॥
সম্মুখে দেখিল রাম তনু ঘনশ্যাম। অনুজ জানকী সহ প্রভু সুখধাম॥
চরণেতে দণ্ড সম পড়িল তখন। ভাগ্যবান মুনিবর প্রেম নিমগন॥
দীর্ঘ বাহু দিয়া রাম নিলা উঠাইয়া। পরম প্রেমেতে বক্ষে রাখিলা চাপিয়া॥
মুনি আলিঙ্গনে প্রভু শোভিলা কেমন। মিলিল কনক তরু তমালে যেমন॥
রাম মুখ পানে চাহি মুনি দাঁড়াইল। মনে হয় হৃদে ছবি আঁকিয়া লইল॥

দোঃ—তবে মুনি ধৈর্য্য ধরি, হৃদে পদ ধরি বার বার।
আশ্রমে আনিয়া প্রভু, পূজা কৈল বিবিধ প্রকার॥ ১০

চৌঃ—কহে মুনি শোন প্রভু বিনতি আমার। কেমনে করিব স্তুতি প্রভুহে তোমার॥
অমিত মহিমা তব মম অল্পমতি। রবির সম্মুখে যথা খদ্যোতের জ্যোতি॥
শ্যাম তামরস দাম সমান শরীর। জটার মুকুট, পরিহিত মুনি চীর॥
হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভে কটিতে তূণীর। নিত্য নিরন্তর বন্দি প্রভু রঘুবীর॥
মোহ ঘন কাননের দহন কৃশানু। সাধু জন সরোরুহ বিপিনের ভানু॥
নিশাচর করী বরূথের মৃগরাজ। রক্ষা কর সদা মোরে ভব খগরাজ॥
অরুণ রাজীব নেত্র মনোহর বেশ। জানকীর বিলোচন চকোর রাকেশ॥
হর হৃদি মানসের কিশোর মরাল। নমামি শ্রীরাম বাহু হৃদয় বিশাল॥
সংশয় ভুজঙ্গ গ্রাসী গরুড় মহান। কর্কশ কুতর্ক বিষাদের শান্তিস্থান॥
দেবতার ভয় হারী আনন্দ নির্ঝর। রক্ষা কর সদা সবে করুণা আকর॥
নির্গুণ সগুণ সম বিষম স্বরূপ। জ্ঞান বাক্য ইন্দ্রিয়ের অতীত অনুপ॥
অমল অখিল দোষ রহিত অপার। শ্রীরাম প্রণাম করি হর ভূমি ভার॥
ভক্ত সমুহের কল্প পাদপ আরাম। দমন করহ ক্রোধ লোভ মদ কাম॥
অতিশয় সুচতুর ভব পার সেতু। সদা রক্ষা কর সবে ভানু কুল কেতু॥
অতুলিত ভুজ বল প্রতাপের ধাম। কলিমল নিচয়ের বিভঞ্জন নাম॥
ধর্ম্ম বর্ম্ম শুভ দায়ী তব গুণ গ্রাম। সদ্য শান্তি দান মোরে করহ শ্রীরাম॥
যদ্যপি বিরজ সর্ব্বব্যাপী অবিনাশী। সবার অন্তর মাঝে নিয়ত নিবাসী॥
তথাপি অনুজ সীতা সহিত খরারি। নিবাস করহ মম মনে বনচারী॥
যে জানে তোমারে তারা জানুক সুস্বামি। সগুণ অগুণ সর্ব্ব উর অন্তর্যামী॥
কোশলের নরপতি রাজীব নয়ন। সেই রাম মম হৃদে করহ অয়ন॥

ভুলেও না ত্যজি যেন হেন অভিমান। দাস মুই সদা, মোর নিত্যপ্রভু রাম ॥
মুনির বচনে রাম প্রসন্ন হইল। হর্ষে মুনিবরে পুনঃ বক্ষে তুলি নিল ॥
পরম প্রসন্ন মুনি জানিবে আমারে। যাহা চাহ সেই বর, অর্পিব তোমারে ॥
মুনি কহে কভু নাহি মাগিলাম বর। কিবা ভাল কিবা মন্দ মম অগোচর ॥
তব মনে যাহা ভাল লাগে রঘুরায়। সেই বর দেহ যাতে দাস সুখ পায় ॥
অচলা ভকতি আর বিরতি বিজ্ঞান। সহিত হইবে গুণ জ্ঞানের নিধান ॥
প্রভু যাহা দিলে আমি পাইলাম তাহা। এবে বর দেও মোর মনোমত যাহা ॥

দোঃ—অনুজ জানকী সহ প্রভু চাপশর 'ধর রাম।
হৃদাকাশে মম ইন্দু সম সদা করহ বিশ্রাম ॥ ১১

চৌঃ—তথাস্তু কহিয়া রাম কমলা নিবাস। আনন্দে চলিল ঘটযোনি ঋষি পাশ ॥
বহু দিন হল গুরু দর্শন পাইনু। বহু কাল গত এই আশ্রমে আইনু ॥
এবে প্রভু সঙ্গে গুরু সন্নিধানে যাই। তোমার নিকট কোন অনুনয় নাই ॥
পথে যেতে যেতে তব কমল চরণ। হেরিব বিরাধ অভিমান বিভঞ্জন ॥
মুনি চতুরতা হেরি করুণা নিধান। হাসি সঙ্গে নিয়ে করে দুভাই প্রস্থান ॥
পথে যেতে কহি নিজ ভকতি অনুপ। মুনির আশ্রমে উপনীত সুর ভূপ ॥
ত্বরিত সুতীক্ষ্ণ গুরু পার্শ্বে উত্তরিল। দণ্ডবত করি হেন কহিতে লাগিল ॥
কোশলের অধিপতি কুমার হে নাথ। জগত আধার এল করিতে সাক্ষাৎ ॥
অনুজ বৈদেহী সঙ্গে লয়ে রঘুবর। নিশি দিন যাঁরে প্রভু জপ নিরন্তর ॥
শুনিয়া অগস্ত্য শীঘ্র উঠিয়া ধাইল। হরিকে হেরিয়া নেত্র সলিলে ভাসিল ॥
চরণ কমলে পুনঃ দুভাই পড়িল। অতি প্রেমে মুনি দোঁহে বক্ষে তুলি নিল ॥
সাদরে কুশল জিজ্ঞসিয়া মুনিজ্ঞানী। উত্তম আসনে সবে বসাইল আনি ॥
পুনঃ করে বহু ভাবে প্রভুর অর্চ্চন। আমা সম ভাগ্যবান নাহি কোন জন ॥
অন্য যত তপোবনে ছিল মুনিবৃন্দ। আনন্দিত সবে নেহারিয়া সুখকন্দ ॥

দোঃ—মুনিগণ মাঝে বৈসে প্রভু, দৃষ্টিপাত করি সবার উপর।
শরতের পূর্ণ শশী পানে চাহি আছে যেন চকোর নিকর ॥ ১২

চৌঃ—মুনির নিকটে তবে কহে রঘুবর। তব সন্নিধানে কিছু নহে অগোচর ॥
জ্ঞাত তুমি সমাগত বনে যে কারণ। তাই বিস্তারিয়া নাহি কহি বিবরণ ॥
এবে সেই মন্ত্র প্রভু শিখাও আমারে। বিনাশিব মুনিদ্রোহী সবে যে প্রকারে ॥
মৃদু হাসে শুনি মুনি প্রভুর বচন। আমারে জিজ্ঞাস প্রভু কিসের কারণ ॥
তোমারি ভজন প্রতাপেতে অঘ হর। মহিমা তোমার কিছু হইল গোচর ॥
তব মায়া ডুমুরের বৃক্ষ সুবিশাল। অনেক ব্রহ্মাণ্ড ফল ধরে সদাকাল ॥
জীব চরাচর সব জন্তুর সমান। ভিতরে বসতি করে নাহি অন্য জ্ঞান ॥
সেফল ভক্ষক কাল কঠিন করাল। তব ভয়ে কম্পমান রহে সদা কাল ॥
তুমি প্রভু সমুদয় লোক অধিপতি। জিজ্ঞাস আমারে ক্ষুদ্র মানব যেমতি ॥

এইবর মাগি ওহে কৃপা নিকেতন। হৃদয়ে নিবস লয়ে জানকী লক্ষ্মণ ॥
সজ্জনের সঙ্গ ধ্রুবা ভকতি বিরতি। পদ সরোরুহে পুনঃ অবিরল প্রীতি ॥
যদ্যপি ব্যাপক ব্রহ্ম অখণ্ড অনন্ত। অনুভবগম্য সদা ভজে সাধু সন্ত ॥
তোমার স্বরূপ হেন জানি ও বাখানি। সগুণ ব্রহ্মেতে রতি জন্মে জন্মে মানি ॥
সেবক মহিমা বৃদ্ধি কর নিরন্তর। তাই তুমি জিজ্ঞাসিছ মোরে রঘুবর ॥
আছে প্রভু অতিশয় মনোহর স্থান। পরম পবিত্র বন পঞ্চবটী নাম ॥
যাইয়া পবিত্র কর দণ্ডক কানন। অত্যুগ্র মুনির শাপ কর বিমোচন ॥
তথা বাস কর রঘুকুল শিরোমণি। করুণা বিতর বনে আছে যত মুনি ॥
অনুজ্ঞা পাইয়া তবে শ্রীরাম চলিল। অতিশীঘ্র পঞ্চবটী সমীপে পৌছিল ॥

দোঃ—গৃধ্ররাজ সনে মিলি বহুভাবে প্রীতি বাড়াইয়া।
গোদাবরী তীরে প্রভু রহে পর্ণ কুটির ছাইয়া ॥ ১৩

রাম লক্ষ্মণ সংবাদ।

যদবধি তথা রাম করিল বসতি। ত্রাস দূরে গেল মুনিগণ সুখী অতি ॥
গিরি বন নদী সব হল সুশোভিত। সৌন্দর্য্য উথলি অতি পড়ে নিত নিত ॥
খগ মৃগ বৃন্দ সবে রহে আনন্দিত। মধুকর গুঞ্জরণে বন মুখরিত ॥
অহিরাজ নাহি পারে বর্ণিতে সে বন। প্রকট শ্রীরাম যথা কৈলা নিকেতন ॥
একদা আছেন প্রভু সুখে সমাসীন। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসে বাক্য শুদ্ধ ছলহীন ॥
সুর নর মুনি সব চরাচর পতি। প্রশ্নকরি আমি নিজ প্রভুকে যেমতি ॥
হে দেব বুঝায়ে মোরে কহ সেই তত্ত্ব। সব ত্যজি করি যাতে চরণে দাসত্ব ॥
কহহ বিরাগ, জ্ঞান, কিবা তব মায়া। কহ ভক্তি যাহা হলে কর জীবে দয়া ॥

দোঃ—ঈশ্বর জীবেতে ভেদ কহ প্রভু মোরে বুঝাইয়া।
পদে রতি জন্মে যাহে মোহ ভ্রম শোক মিটাইয়া ॥ ১৪

চৌঃ—সংক্ষেপেতে কহি সব তত্ত্ব বুঝাইয়া। শুনহ লক্ষ্মণ চিত্ত মন বুদ্ধি দিয়া ॥
আমার তোমার, তুমি আমি, বোধ মায়া। জীব সমুদয় বশ কৈল যার ছায়া ॥
ইন্দ্রিয় গোচর, যায় যতদূর মন। সকলি জানিবে ভাই মায়ার সৃজন ॥
তাহার প্রভেদ পুনঃ করহ শ্রবণ। অবিদ্যা অপরা বিদ্যা দ্বিবিধ রচন ॥
এক দুষ্ট অতিশয় মহা দুঃখ রূপ। যাহাতে বিবশ জীব পড়ে ভবকূপ ॥
এক রচে বিশ্ব গুণত্রয় বশ যার। প্রভুর ঈক্ষণে নাহি নিজ শক্তি তার ॥
তাহা জ্ঞান, যথা নাহি কোন অভিমান। সর্ব্বত্র নেহারে এক ব্রহ্ম বিদ্যমান ॥
তাহারে জানিবে তাত বৈরাগ্য পরম। তিন গুণ, সিদ্ধি ঋদ্ধি ত্যজে তৃণ সম ॥

দোঃ—মায়া, ঈশ, আত্মতত্ত্ব নহে জ্ঞাত, তার নাম জীব।
বন্ধ মোক্ষ কর.সর্ব্বপর মায়া অধীশ্বর শিব ॥ ১৫

চৌঃ—বিরতি স্বধর্ম্ম সেবি, যোগ হতে জ্ঞান। জ্ঞান হতে হয় মুক্তি বেদ করে গান ॥
যাহাতে সত্বর আমি দ্রব হয়ে যাই। ভকতি তাহার নাম ভক্ত সুখদায়ী ॥

ভকতি স্বতন্ত্র, নহে অন্যের অধীন। জ্ঞান বিজ্ঞানাদি সব রহে তাহে লীন ॥
ভকতি লক্ষ্মণ অনুপম সুখমূল। মিলে সন্ত যদি কভু হয় অনুকূল ॥
ভক্তির সাধন এবে কহিব বাখানি। অনায়াসে যেই পথে পায় মোরে প্রাণী ॥
প্রথমেই বিপ্র পাদপদ্মে অতি প্রীতি। স্বধর্ম্ম পালন বিচারিয়া শ্রুতি রীতি ॥
ইহা হতে উপজয় বিষয়ে বিরাগ। তাহা হতে হয়, মম পদে অনুরাগ ॥
শ্রবণাদি নব ভক্তি হলে দৃঢ়তর। আমার লীলাতে রতি মতি অতঃপর ॥
সন্ত পাদ পদ্মে হলে প্রেম অতিশয়। কায় মনোবাক্যে দৃঢ় নিয়মে ভজয় ॥
গুরু পিতামাতা ভাই পতি সব আমি। জানি দৃঢ় সেবা করে হয়ে অনুগামী ॥
গাহিলে আমার গুণ পুলকে শরীর। বাক্য গদগদ হয় নেত্রে বহে নীর ॥
কাম মদ দম্ভ আদি চিত্তে নাহি যার। হে তাত নিয়ত আমি অধীন তাহার ॥

দোঃ—আমাকে জানিয়া গতি, কায় মনোবাক্যে যেবা ভজয় নিষ্কাম।
তাহার হৃদয় শতদল মাঝে আমি বাস করি অবিরাম ॥ ১৬

চৌঃ—ভক্তি যোগ শুনি সুখী হইয়া লক্ষ্মণ। শির নোয়াইয়া বন্দে প্রভুর চরণ ॥
শুনি তব বাক্য মোর বিগত সন্দেহ। জ্ঞানের উদয় হল, তব পদে স্নেহ ॥
অনুজের বাক্যে প্রভু প্রসন্ন হইল। হরষি লক্ষ্মণে নিজ হৃদয়ে লইল ॥
হইল বিগত কিছু দিন হেন মতে। জ্ঞান গুণ ত্রয় আর বৈরাগ্য বর্ণিতে ॥

সূর্পনখার নাসিকা ছেদন।

সূর্পনখা রাবণের স্নেহের ভগিনী। অতি খলমতি যেন কাল ভুজঙ্গিনী ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পঞ্চবটী একবার। দেখিয়া বিকল হৈল যুগল কুমার ॥
ভ্রাতা পিতা কিম্বা পুত্র শোন উরগারি। সুন্দর পুরুষবর নিরখিয়া নারী ॥
হইয়া বিকল চিত্ত নারে নিবারিতে। সূর্য্য মণি দ্রব যথা রবি নিরখিতে ॥
মনোহর রূপ ধরি আসি প্রভু পাশ। বলিতে বলিতে বাক্য হাসে মৃদুহাস ॥
তোমা সম নাহি নর আমা সম নারী। যোগাযোগ কৈলা বিধি হৃদয়ে বিচারি ॥
সুযোগ্য পুরুষ মম বিচারি অন্তরে। খুজিয়া দেখিনু নাহি ত্রিলোক ভিতরে ॥
তাই এতকাল আমি রহিনু কুমারী। মনের মতন কিছু তোমারে নেহারি ॥
সীতা পানে নিরখিয়া কহে প্রভু কথা। কুমার আছয় হের মম লঘু ভ্রাতা ॥
লক্ষ্মণের পাশে গেল রিপুর ভগিনী। প্রভু পানে চাহি, জানি, কহে মৃদুবাণী ॥
সুন্দরি শুনহ আমি সেবক উহার। পরাধীন হতে সুখ না হবে তোমার ॥
সমরথ প্রভু কোশলের অধিপতি। যাহা ইচ্ছা করিবারে ধরেন শকতি ॥
সেবক ইচ্ছিলে সুখ, সম্মান ভিখারী। ব্যসনী চাহিলে ধন, গতি ব্যভিচারী ॥
লোভী যশ চাহে, চরিবর্গ অভিমানী। গগন দুহিয়া দুগ্ধ চাহে এই প্রাণী ॥
পুনরায় ফিরি রাম সমীপে আসিল। প্রভু পুনঃ লক্ষ্মণের পার্শ্বে পাঠাইল ॥
লক্ষ্মণ কহিল তোরে বরিবে যে জন। তৃণ ছিড়ি লজ্জা সেই দিলা বিসর্জ্জন ॥
ক্রোধান্বিত তবে রাম নিকটে আসিল। আপনার ভয়ঙ্কর রূপ প্রকটিল ॥

জানকীরে ভীতা তবে রাম নিরখিয়া। কহেন লক্ষণ প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ॥

দোঃ—অনায়াসে লছমন তারে নাসা কর্ণদ্বয় বিহীন করিল।
মনে হয় তার হাতে দশাননে রণাঙ্গনে নিমন্ত্রণ দিল ॥ ১৭

চৌঃ—নাসা কর্ণ হীন হৈল বিকট দর্শন। গৈরিকের ধারা শৈল বর্ষিছে যেমন ॥
খরদূষণের পাশে বিলপি চলিল। ধিক্ ভ্রাতা তব বল পৌরুষ কহিল ॥
জিজ্ঞাসিলে সব কথা কহে বুঝাইয়া। যাতু ধান সেনা সব নিল সাজাইয়া ॥
রাক্ষস নিকর যুদ্ধে হল অগ্রসর। পক্ষযুত যেন বহু কজ্জল ভূধর ॥
নানা বাহনেতে চড়ি বিবিধ আকার। নানা অস্ত্র শস্ত্রধারী ভীষণ অপার ॥
সূর্পনখা অগ্রে করি চলিল ত্বরিত। অশুভ মূরতি নাসা কর্ণ বিবর্জ্জিত ॥
নানা অমঙ্গল চিহ্ন হয় ভয়ঙ্কর। মরণ বিবশ নাহি গণে নিশাচর ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করি লম্ফে নভে চড়ে। যোদ্ধাগণ সৈন্য দেখি মুদিত অন্তরে ॥
কেহ কহে ধর ধর জীয়ন্তে দুভাই। ধরিয়া বাঁধিয়া নারী লহহ ছিনাই ॥
ধূলি সমাচ্ছন্ন সব হইল গগন। অনুজেরে ডাকি রাম কহেন তখন ॥
জানকীরে নিয়ে যাও পর্ব্বত কন্দর। আসিতেছে নিশাচর সেনা ভয়ঙ্কর ॥
সতর্ক রহিবে শুনি প্রভু আজ্ঞাবাণী। জানকী সহিত চলে শর ধনুষ্পাণি ॥
দেখি রাম রিপুদল নিকটে আসিল। অট্টহাস্য করি ঘোর ধনু চড়াইল ॥

ছঃ—ঘোর চাপ চড়াইয়ে, বাঁধে জটা শিরে, শোভা হইল কেমন।
পান্না শৈলে, কোটি বিজলীর সনে, সর্প যুগ লড়িছে যেমন ॥
কটিতে নিষঙ্গ কসি দীর্ঘ ভুজে লয়ে চাপ রাম সুধারিছে।
চাহে প্রভু, যেন দেখি গজরাজ যূথে, মৃগরাজ নেহারিছে ॥

সোঃ—মহা বেগে ধর ধর করি রক্ষসেনাগণ আসিয়া পড়িল।
যাইতে একাকী দেখি বাল রবি যথা দৈত্য মন্দেহ ঘিরিল ॥ ১৮

চৌঃ—প্রভু নেহারিয়া, শর না পারে ছাড়িতে। চমকিত নিশাচর লাগে নেহারিতে ॥
সচিবে ডাকিয়া খর দূষণে কহিল। রাজ পুত্র কোনো নর ভূষণ আইল ॥
সুর নর নাগ মুনি অসুরাদি যত। দেখি জিতি বধিলাম আমি কত শত ॥
জনম ভরিয়া আমি শোন সব ভাই। এমন সৌন্দর্য্য কভু চোখে দেখি নাই ॥
যদ্যপি ভগ্নীরে মোর করিল কুরূপ। বধযোগ্য নহে দুই পুরুষ অনুপ ॥
লুক্কায়িত নিজ নারী করিয়া প্রদান। দুভাই করুক গৃহে জীয়ন্ত প্রস্থান ॥
মোর বাক্য তুমি গিয়া তারে শুনাইবে। তাহার বচন শুনি ত্বরিত আসিবে ॥
দূতগণ রামসনে কহিল যাইয়া। শুনিয়া শ্রীরাম কহে হাসিয়া হাসিয়া ॥
ক্ষত্রিয় সন্তান করি মৃগয়া কাননে। তোমা হেন খল খুজি ফিরি বনে বনে ॥
বলবান রিপু দেখি কভু নাহি ডরি। কালান্তক যম সনে একবার লড়ি ॥
যদ্যপি মানব, দৈত্য কুল বিনাশক। মুনিগণ ত্রাতা, খল নাশক বালক ॥
বল যদি নাহি থাকে যাও ঘরে ফিরি। সমর বিমুখে আমি নাহি বধ করি ॥

রণাঙ্গনে আসি করে ছল চতুরতা। রিপু পরে কৃপাবাক্য অতি কাতরতা ॥
দূত গিয়া শীঘ্র সব বচন কহিল। শুনি খর দূষণের হৃদয় জ্বলিল ॥

ছঃ—বক্ষ দহে, কহে ধেয়ে ধর যোদ্ধা ভয়ঙ্কর যত নিশাচর।
পরিঘ, পরশু, শর, চাপ, শক্তি, শূল, খর্গ ধর বীরবর ॥
কঠোর টঙ্কার প্রভু কৈলা ধনুকের অতিশয় ভয়ঙ্কর।
বধির ব্যাকুল হৈল যাতুধান জ্ঞানশূন্য সেই অবসর ॥

দোঃ—সাবধান হয়ে ধায় জানি অতি প্রবল অরাতি।
বরষিতে লাগে রাম পরে অস্ত্র শস্ত্র বহু ভাতি ॥ ১৯ক
তাদের আয়ুধ তিল সম কাটি তবে রঘুবীর।
আকর্ণ টানিয়া ধনু ছাড়ে পুনঃ রাম নিজ তীর ॥ ১৯খ

তোমর ছঃ—চলে সায়ক করাল। গর্জ্জে যেন বহু ব্যাল ॥
সমরে কুপিল রাম। চলে তীক্ষ্ণ ঘোর বাণ ॥
দেখি খরতর তীর। ফিরি চলে রক্ষবীর ॥
হল ক্রুদ্ধ তিন ভাই। রণে যাবে যে পলাই ॥
তারে বধিব স্বপাণি। ফিরে, ধ্রুব মৃত্যু জানি ॥
অস্ত্র অনেক প্রকার। সম্মুখে করে প্রহার ॥
রিপু ক্রুদ্ধ অতি জানি। প্রভু সায়ক সন্ধানি ॥
ছাড়ে বিপুল নারাচ। কাটে অনেক পিশাচ ॥
রক্ষ কর পদ মাথা। ভূমে পড়ে যথা তথা ॥
বাণ বিদ্ধ চীৎকারে। শৈল সম ধর পড়ে ॥
শত খণ্ড যোদ্ধা কায়া। পুনঃ উঠি করে মায়া ॥
নভে উড়ে ভুজ মুণ্ড। শির হীন ধায় রুণ্ড ॥
চিল বায়স শৃগাল। ডাকে কঠিন করাল ॥

ছঃ—ডাকিছে শৃগাল ভূত প্রেত পিশাচাদি করে খর্পর পূরণ।
বেতাল কপালে দেয় তাল, তালে তালে নাচে যোগিনী সঘন ॥
প্রচণ্ড রামের বাণ যোদ্ধা শির উর ভুজ কাটিছে অপার।
যথা তথা পড়ে পুনঃ উঠি লড়ে ধর ধর করিয়া চীৎকার ॥
অন্ত্রাবলী নিয়ে ওড়ে গৃধ্র, করে ধরি তায় পিশাচ ধাইছে।
সংগ্রাম নগরবাসী বহু বাল যেন বহু ঘুড়ি উড়াইছে ॥
আছাড়ে বিদীর্ণ বক্ষ মহাযোদ্ধা বহু পড়ি করিছে রোদন।
বিকল বিলোকি নিজ সৈন্যদল ফেরে খর ত্রিশিরা দূষণ ॥

ছঃ—তোমর পরশু শূল, শর শক্তি খর্গ আদি অস্ত্র একবারে।
করি কোপ রঘুবীর পরে অগণিত অস্ত্র নিশাচর মারে॥
ক্ষণ মাঝে কাটি রিপুশর, প্রভু ঘোর রবে ছাড়িল সায়ক।
এড়ি দশ দশ বাণ বক্ষে, বিদ্ধ কৈল যত রাক্ষস নায়ক॥
ভূমেপড়ি উঠি পুনঃ লড়ে, নাহি মরে, করে মায়া বহুতর।
রাক্ষস সহস্র চৌদ্দ, সুর ভীত দেখি লড়ে এক রঘুবর॥
ভীত দেখি সুর মুনি মায়া নাথ এক মহা কৌতুক করিল।
দেখি রাম পরস্পরে করি রণ রিপুদল যুঝিয়া মরিল॥

দোঃ—রাম রাম কহি তনুত্যজি পায় পদ নিরবাণ।
সৃজিয়া উপায়, ক্ষণে বধে রিপু করুণা নিধান॥ ২০ক
হর্ষে পুষ্প বর্ষে সুর, বাজে ঘন দুন্দুভি গগনে।
স্তুতি করি-করি সবে চলে নিজ শোভিত বিমানে॥ ২০খ

সীতা হরণ।

চৌঃ—রঘুনাথ যবে রিপু সমরে জিনিল। সুর নর মুনি মন নির্ভয় হইল॥
লক্ষ্মণ সীতারে তবে লইয়া আসিল। পদে পড়িতেই প্রভু ধরি বক্ষে নিল॥
শ্যাম মৃদু গাত্র সীতা করে নিরীক্ষণ। পরম প্রেমেতে তৃপ্ত না হয় নয়ন॥
পঞ্চবটী বনে বসি প্রভু রঘুবর। লীলা করে সুর মুনি আদি সুখকর॥
দূষণ খরের চিতাধূম নিরখিয়া। সূর্পনখা গিয়া রাবণেরে ভয় দিয়া॥
কহিল বচন ক্রোধ করি অতিশয়। ভুলিয়াছ দেশ কোষ চিন্তা সমুদয়॥
মদ্যপান ক'রে শুয়ে থাক দিবারাতি। নাহি জ্ঞান শির পরে প্রবল অরাতি॥
নীতি হীন রাজ, ধনার্জ্জন ত্যজি ধর্ম্ম। হরি সমর্পণ বিনা কৃত সৎকর্ম্ম॥
বিদ্যা পড়ি নাহি যদি বিবেক জন্মায়। ব্যর্থ পাঠ, পড়ি শ্রম মাত্র ফল পায়॥
সঙ্গদোষে যতি, কুমন্ত্রেতে মহারাজ। অভিমানে জ্ঞান, অতি মদ্যপানে লাজ॥
প্রণয় বিহনে প্রীতি, গুণ অহঙ্কারে। শীঘ্র নষ্ট হয়, নীতি শুনেছি সংসারে॥

সোঃ—দুরিত, ভুজঙ্গ, রিপু, রোগ, অগ্নি আর প্রভু লঘু নাহি গণ।
বিবিধ বিলাপ করি, এত কহি আরম্ভিলা ভগিনী রোদন॥ ২১ক
ব্যাকুল পড়িয়া সভামাঝে, নানা কথা কহি করয় রোদন।
জীবিত থাকিতে তুমি দশানন মমদশা, হবে কি এমন॥ ২১খ

চৌঃ—শুনি সভাসদ বর্গ আকুল হইল। বাহু ধরি উঠাইয়া সবে প্রবোধিল॥
কহিল লঙ্কেশ কহ বক্তব্য আপন। কে করিল তব কর্ণ নাসিকা ছেদন॥
অযোধ্যা নৃপতি দশরথের নন্দন। নরসিংহ মৃগয়াতে আসিলেন বন॥
বুঝিয়াছি আমি মর্ম্মে উহার করণী। রাক্ষস বিহীন ধ্রুব করিবে ধরণী॥
যার ভুজ বল পেয়ে আজি দশানন। নির্ভয়ে করিছে মুনি বনে বিচরণ॥

দেখিতে বালক,কার্য্যে কালের সমান। মহারণ ধীর ধন্বী, নানা গুণবান ॥
শক্তিতে প্রতাপে অতুলিত দুই ভ্রাতা। খলবধ রত, সুর মুনি সুখদাতা ॥
শোভার নিধান পুনঃ ধরে রাম নাম। তার সঙ্গে শ্যামা এক নারী বিদ্যমান ॥
রূপ রাশি করি বিধি বানাইলা নারী। শত কোটি রতি, রূপে যায় বলিহারি ॥
কাটিল শ্রবণ নাসা অনুজ তাহার। উপহাস করি, শুনি ভগিনী তোমার ॥
শুনিয়া দূষণ খর করিল সংগ্রাম। ক্ষণ মধ্যে সকটক বধিল শ্রীরাম ॥
ত্রিশিরা দূষণ খর সবার নিধন। সর্ব্বাঙ্গে জ্বলিল কথা শুনি দশানন ॥

দোঃ—সূর্পনখা প্রবোধিয়া, নিজবল বহু ভাবে করিয়া বর্ণন।
চিন্তিত ভবনে ফিরে, সারা নিশি নিদ্রা নাহি গেল দশানন ॥ ২২

চৌঃ—দেবতা, অসুর, নর, নাগ, খগ যত। কেহ নহে মম কোনো অনুচর মত ॥
আমার সমান খর দূষণ প্রবল। ভগবান বিনা বধে কেবা হেনবল ॥
বিবুধ রঞ্জন দেব ভূভার হরণ। জগদীশ অবতার কৈলা কি গ্রহণ ॥
তবে গিয়া আমি ঘোর শত্রুতা সাধিব। প্রভুশরে প্রাণ দিয়া সংসার তরিব ॥
তামস শরীরে নাহি হইবে ভজন। কায় মনোবাক্যে মন্ত্র করিনু গ্রহণ ॥
নর পুনঃ হয় যদি নৃপতি নন্দন। হরিব রমণী রণে জিনি দুই জন ॥
রথে চড়ি একা শীঘ্র চলিল সেখানে। সিন্ধু তটে বাস করে মারীচ যেখানে ॥
হেথা রাম বিরচিলা যেমন যুকতি। মনোহর বাক্য সেই শুনহ পার্ব্বতি ॥

দোঃ—ফল মূল কন্দ তরে বনে গেল লক্ষ্মণ যখন।
জনক সুতারে হাসি কহে কৃপা নিধান তখন ॥ ২৩

চৌঃ—শোন প্রিয়ে পতিব্রত ধারিণী সুশীলা। করিতে বাসনা মনোহর নর লীলা ॥
অগ্নিমধ্যে ততদিন কর গিয়ে বাস। যত দিনে করি আমি নিশাচর নাশ ॥
বিস্তারিয়া রাম সব যখন কহিল। প্রভু প্রণমিয়া সীতা অগ্নি প্রবেশিল ॥
নিজ প্রতিবিম্ব তথা রাখিলেন সীতা। তেমন স্বভাব রূপ, তেমন বিনীতা ॥
মরম ইহার নাহি জানিল লক্ষ্মণ। ভগবান যাহা কৈল লীলা আয়োজন ॥
দশানন গেল যথা নিবসে মারীচ। স্বার্থরত শির নত করি অতি নীচ ॥
নীচ অবনতি দুঃখ দায়ক অপার। যেমন অঙ্কুশ, ধনু, ভুজঙ্গ, মার্জ্জার ॥
ভয়ঙ্কর অতিশয় খল মিষ্ট বাণী। অকালের ফুল যথা শুনহ ভবাণী ॥

দোঃ—মারীচ করিয়া পূজা জিজ্ঞাসয় করি সমাদর।
কোন হেতু মন ব্যগ্র এলে একা হেথা বরাবর ॥ ২৪

চৌঃ—দশানন সব কথা কহিল তাহারে। অভাগিয়া অভিমান সহ সবিস্তারে ॥
কপট কুরঙ্গ তুমি হও ছলকারী। যেমনে হরিতে পারি নৃপতির নারী ॥
মারীচ কহিল পুনঃ শোন দশশীষ। নররূপে দুই ভাই চরাচর ঈশ ॥
তাদের সহিত তাত শত্রুতা না কর। বাঁচাইলে বাঁচ পুনঃ বিনাশিলে মর ॥
মুনি যজ্ঞ রক্ষা হেতু কুমার আসিল। ফলাহীন শর এক আমাকে মারিল ॥

পল মধ্যে আসিলাম শতেক যোজন। ভাল নহে তার সনে বৈর দশানন ॥
ভৃঙ্গ কীট সম মতি হইল আমার। যথা তথা দুই ভাই দেখি বার বার ॥
মানুষ হলেও তারা অতিশয় বীর। বিরোধে তাদের সনে নাহি রবে স্থির ॥

দোঃ—তাড়কা, সুবাহু বধি, হরধনু করিল ভঞ্জন।
ত্রিশিরা দূষণ খর বধে, নর বলী সে কেমন ॥ ২৫

চৌঃ—গৃহে যাও স্বকুলের কুশল বিচারি। শুনি বহু গালি দিল ক্রুদ্ধ হয়ে ভারী ॥
গুরু সম মোরে মূর্খ দিতেছ প্রবোধ। কহ যোদ্ধা কোথা মম সমান অবোধ ॥
মারীচ হৃদয়ে তবে করে অনুমান। নয় জন সনে বৈরে না হয় কল্যাণ ॥
শস্ত্রী, মর্ম্মী, প্রভু, শঠ, ধনবান আর। বৈদ্য, ভাট, কবি পুনঃ নিজ সূপকার ॥
মরণ বুঝিয়া নিজ উভয় প্রকারে। রঘু নায়কের পদে শরণ বিচারে ॥
উত্তর করিলে মোরে অভাগা মারিবে। রঘু পতি শরে বরং পরাণ যাইবে ॥
হৃদয়ে জানিয়া হেন দশানন সনে। চলিল করিয়া ভক্তি রামের চরণে ॥
হর্ষ অতি মনে, নাহি কহে দশাননে। পরম প্রেমিকে আজি হেরিবে নয়নে ॥

ছঃ—নেত্র ফল পেয়ে সুখী হব নিজ প্রিয়তমে করি দরশন।
জানকী লক্ষ্মণ সহ কৃপা নিকেতন পদে নিয়োজিব মন ॥
ক্রোধ যাঁর মুক্তি করে দান, ভক্তি তাঁরে ধ্রুব অধীন করিবে।
সুখের সাগর নিজ করে সন্ধানিয়া শর আমাকে বধিবে ॥

দোঃ—পাছে পাছে ধাবে প্রভু বধিবারে মোরে হস্তে নিয়া ধনুর্ব্বাণ।
ফিরে ফিরে নেহারিব প্রভু, মোর সম কেবা মহাভাগ্যবান ॥ ২৬

চৌঃ—কানন সমীপে সেই গেল দশানন। কপট কুরঙ্গ হল মারীচ তখন ॥
অতীব বিচিত্র কিছু না হয় বর্ণন। সুবর্ণের দেহ মণি খচিত যেমন ॥
জানকী দেখিল অতি সুন্দর কুরঙ্গ। অতি মনোহর সুশোভিত প্রতি অঙ্গ ॥
শোন শোন দেব রঘু নায়ক কৃপাল। এই কুরঙ্গের অতি মনোহর ছাল ॥
সত্যসন্ধ প্রভু মৃগে করিয়া নিধন। সীতা কহে, চর্ম্ম তার কর আনয়ন ॥
তবে রঘুপতি জ্ঞাত কারণ অন্তরে। হর্ষে ওঠে দেবকার্য্য সাধিবার তরে ॥
মৃগ দেখ কটি তটে বাঁধিল তূণীর। করতলে শরাসন মনোহর তীর ॥
তবে প্রভু বুঝাইয়া কহিল লক্ষ্মণে। নিশাচর বহু ভাই ফেরে এই বনে ॥
সীতারে করিও রক্ষা সাবধান হৈয়া। বিবেক, সময়, বুদ্ধি, বল বিচারিয়া ॥
প্রভুকে দেখিয়া মৃগ যায় পালাইয়া। পাছে ধায় রাম শরাসন সাজাইয়া ॥
বেদ কহে নেতি, শিব ধ্যানে নাহি পায়। কপট কুরঙ্গ পাছে সেই প্রভু ধায় ॥
কখন নিকটে কভু দূরেতে পালায়। কখন প্রকট কভু বনেতে লুকায় ॥
দেখা দিয়া লুকাইয়া বহু ছল করে। প্রভুরে লইয়া গেল হেনমতে দূরে ॥
তবে রাম তীক্ষ্ণবাণ ছাড়ে লক্ষ্য করে। হুঙ্কার করিয়া ঘোর ধরণীতে পড়ে ॥
পরাণ ত্যজিয়া প্রকটিল নিজ দেহ। স্মরণ করিয়া রামে সহ অতি স্নেহ ॥

অন্তরের প্রেম তার হৃদয়ে জানিল। মুনির দুর্ল্লভ গতি সর্ব্বজ্ঞ অর্পিল ॥

দোঃ—বহু পুষ্প বরিষণ করি দেবগণ করে প্রভু গুণ গান।
দীনবন্ধু রঘুনাথ অসুরেরে কৈল নিজ পাদপদ্ম দান ॥ ২৭

চৌঃ—খল বধ করি শীঘ্র, ফেরে রঘুবীর। হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভে কটিতে তূণীর ॥
আর্ত্তনাদ পশে যবে সীতার শ্রবণে। অতিশয় ভয়ে কহে লক্ষ্মণের সনে ॥
শীঘ্র যাও ভ্রাতা তব সঙ্কটে পড়িল। শুনিয়া লক্ষ্মণ হাসি সীতারে কহিল ॥
ভ্রূকুটী বিলাসে যাঁর সৃষ্টি লয় হয়। স্বপনেও কভু সে কি সঙ্কটে পড়য় ॥
কঠোর বচন যবে জানকী বলিল। হরি ইচ্ছা লক্ষ্মণের বিচার টলিল ॥
দিকপতি বনপতি করে সমর্পিয়া। রাবণ শশীর রাহু চলে উদ্দেশিয়া ॥
তপোবন শূন্য তবে দেখি দশানন। যতি বেশে সীতা পাশে দিল দরশন ॥
সুরাসুর আদি যারে সকলে ডরায়। নিদ্রাহীন নিশি, দিনে অন্ন নাহি খায় ॥
সেই দশানন আজি কুকুরের প্রায়। চারিদিকে তাকাইয়া ভয়ে ভয়ে যায় ॥
কুপথে চরণ যেবা ফেলে বিহগেশ। নাহি রহে তেজ বল বুদ্ধি লব লেশ ॥
নানাবিধ বিরচিয়া সুন্দর বচন। রাজনীতি ভয় প্রীতি করে প্রদর্শন ॥
সীতা কহে শোন ওগো সন্ন্যাসী ঠাকুর। দুষ্টের মতন বাক্য কহিলে প্রচুর ॥
তবে দশানন নিজ রূপ দেখাইল। ভীতা হল সীতা যবে নাম শুনাইল ॥
তবে সীতা কহে দৃঢ় ধৈরয ধরিয়া। এখনি আসিবে প্রভু রহ দাঁড়াইয়া ॥
কেশরী বধূরে যথা শশক যাচয়। রক্ষরাজ তব কাল আগত নিশ্চয় ॥
বচন শুনিয়া হল ক্রুদ্ধ দশানন। আনন্দিত মনো মাঝে বন্দিল চরণ ॥

দোঃ—ক্রোধান্বিত দশানন নিয়ে তবে বিমানে বসায়।
ব্যাকুল গগনে চলে, ভয়ে রথ হাঁকা নাহি যায় ॥ ২৮

চৌঃ—জগতের অদ্বিতীয় বীর রঘুরায়। কিবা অপরাধে দয়া ছাড়িলে আমায় ॥
শরণ আগতে সুখ দিয়ে আর্ত্তি হর। কোথা রঘুকুল কমলের দিবাকর ॥
কোথা লছমন তব নাহি কোন দোষ। ফল পাইলাম তোমা করি বৃথা রোষ ॥
বিবিধ বিলাপ করি চলিছে বৈদেহী। কৃপা সুপ্রচুর, বহু দূরেতে সনেহী ॥
আমার বিপত্তি কেবা প্রভুরে শুনায়। পুরোডাস গাধা আজ খাইবারে চায় ॥
সীতার বিলাপ শুনি ভারী অতিশয়। চরাচর জীব সব দুঃখিত হৃদয় ॥
আর্ত্তবাণী গৃধ্ররাজ শুনিয়া শ্রবণে। রঘুকুল তিলকের নারী জানে মনে ॥
অধম রাক্ষস যায় নিয়া অপহরি। কাম ধেনু যথা ম্লেচ্ছ লয় জোর করি ॥
সীতে, পুত্রি, মনে যেন নাহি করে ত্রাস। শীঘ্র আসি করিতেছি যাতুধান নাশ ॥
ক্রোধাতুর গৃধ্ররাজ ধাইল কেমন। প্রহারিতে গিরিবরে কুলিশ কেমন ॥
রে রে দুষ্ট কেন নাহি তিষ্ঠ ক্ষণতরে। মোরে নাহি জান, যাও নির্ভয় অন্তরে ॥
আসিতেছে দেখি কেহ কৃতান্ত সমান। ফিরি দশানন করে মনে অনুমান ॥
মৈনাক অথবা বুঝি হবে খগপতি। নিজপতি সহ জানে আমার শকতি ॥

হাঁ হাঁ বুঝিয়াছি বৃদ্ধ জটায়ু যেমন। মম কর তীর্থে চায় ত্যজিতে জীবন ॥
শুনি ক্রোধাতুর করে জটায়ু গমন। কহে মোর উপদেশ শুনহ রাবণ ॥
সীতা ত্যজি কর গৃহে কুশলে গমন। অন্যথা অনেক বাহু হইবে এমন ॥
রাম রোষ বহ্নি মাঝে অতিশয় ঘোর। শলভ সমান হবে সব বংশ তোর ॥
উত্তর না করে মহা যোদ্ধা দশানন। গৃধ্র ধায় ক্রোধে তবে হয়ে হুতাশন ॥
কেশ ধরি রথ হতে ভূমেতে পাড়িল। সীতারে রাখিয়া দূরে ফিরিয়া আসিল ॥
চঞ্চুর আঘাতে দেহ জর জর করে। মূর্চ্ছাগত দশানন একদণ্ড তরে ॥
কোপভরে নিশাচর তবে বলবান। লইল হস্তেতে অতি করাল কৃপাণ ॥
পক্ষকাটা গেল, গৃধ্র পড়িল ধরণী। স্মরিয়া শ্রীরামে করি অদ্ভুত করণী ॥
সীতারে বিমানে চড়াইয়া পুনরায়। মহাত্রাসে উর্দ্ধ শ্বাসে গৃহ পানে ধায় ॥
বিমানে বিলাপ রতা চলি যায় সীতা। ব্যাধের কবলে যথা মৃগী ভয় ভীতা ॥
শৈলপরে কপিগণ আসীন দেখিয়া। হরি নাম কহি দিল বসন ফেলিয়া ॥
এ প্রকারে দশানন সীতা হরি নিল। অশোক কানন মাঝে তাহারে রাখিল ॥

দোঃ—বহুবিধ ভীতি প্রীতি দেখাইয়া খল মনে হারে।
অশোক পাদপতলে সযতনে রাখিল তাহারে ॥ ২৯ক
কপট কুরঙ্গ সনে যেই ভাবে ধাইল শ্রীরাম।
সেরূপ রাখিয়া হৃদে, সীতা সদা জপে রাম নাম ॥ ২৯খ

জটায়ু উদ্ধার – শবরী সম্বাদ

চৌঃ—রঘুপতি অনুজেরে আসিতে দেখিল। বাহ্যতঃ সে অতিশয় চিন্তিত হইল ॥
একাকিনী জানকীরে রাখিয়া আসিলে। কি কারণে মম বাক্য অবজ্ঞা করিলে ॥
নিশাচর সমুদয় ফেরে সদা বনে। মোর মনে হয় সীতা নাহি তপোবনে ॥
চরণ কমল ধরি করি কর জোড়। অনুজ কহিল কিছু দোষ নাই মোর ॥
লক্ষ্মণ সহিত প্রভু উত্তরিল তথা। গোদাবরী তীরে নিজ তপোবন যথা ॥
জানকী বিহীন প্রভু দেখি তপোবন। বিকল হইল নর প্রাকৃত যেমন ॥
হা হা গুণখনি সীতা জনক নন্দিনী। রূপশীল ব্রত শুচি নিয়ম ধারিণী ॥
প্রবোধয় লছমন অনেক যতনে। জিজ্ঞাসিয়া চলে রাম তরুলতা সনে ॥
ওহে খগ মৃগ ওহে মধুকর শ্রেণী। তোমরা দেখেছ সীতা কুরঙ্গ নয়নী ॥
খঞ্জন কপোত শুক মৃগ আর মীন। মধুপ নিকর আর কোকিলা প্রবীণ ॥
কুন্দ পুষ্পকলি আর দাড়িম্ব দামিনী। কমল শরত শশী ভুজঙ্গ ভামিনী ॥
প্রশংসা শুনিছে মনোভব ধনু, হাঁস। কেশরী গজেন্দ্র আর বরুণের পাশ ॥
শ্রীফল, কনক, রম্ভা হরষিত মন। সঙ্কোচ আশঙ্কা হীন আনন্দে মগন ॥
শুনহ জানকী তোমা ব্যতিরেকে আজ। আনন্দিত সবে যেন পাইয়াছে রাজ ॥
স্পর্দ্ধা সবাকার তুমি কেমনে সহিছ। কেননা সত্বর প্রিয়ে আত্ম প্রকাশিছ ॥
বিলাপ করিয়া হেন খোঁজে স্বামী রাম। মনে হয় যেন মহা বিরহী সকাম ॥

পরিপূর্ণ কাম রাম আনন্দের রাশি। নরলীলা করে প্রভু অজ অবিনাশী ॥
অগ্রে হেরে গৃধ্রপতি পড়িয়া ভূমিতে। রেখাঙ্কিত* রামপদ্ম স্মরিতে স্মরিতে ॥

দোঃ—শির পরশিল করপদ্মে কৃপাসিন্ধু রঘুবীর।
শোভাধাম রামমুখ হেরি ব্যথা বিহীন শরীর ॥ ৩০

চৌঃ—তবে ধৈর্য্য ধরি গৃধ্র কহিল বচন। শুনহ শ্রীরাম ভব ভয় বিভঞ্জন ॥
দশানন, নাথ, মোর এদশা করিল। জনক সুতারে সেই খল হরি নিল ॥
লইয়া দক্ষিণে প্রভু করিল গমন। বিলাপ করিছে সীতা কুররী মতন ॥
দরশন লাগি প্রভু রাখিয়াছি প্রাণ। চলিতে বাসনা এবে করুণা নিধান ॥
রাম কহে তাত নাহি ছাড়হ শরীর। মৃদুহাস্য করি বাক্য কহে গৃধ্র বীর ॥
অন্তকালে যার নাম কৈলে উচ্চারণ। মহাপাপী হয় মুক্ত গায় শ্রুতিগণ ॥
নয়ন সম্মুখে আজি সে প্রভু আমার। শরীর রাখিব কহ কিবা হেতু আর ॥
সজল নয়নে তবে কহে রঘুবর। নিজ কর্ম্মফলে গতি পাইলে সুন্দর ॥
পরহিতাকাঙ্খা যার জাগে হৃদয়েতে। তাহার দুর্লভ কিছু নাহিক জগতে ॥
দেহ পরিহরি তাত যাও মম ধাম। কি দিব তোমারে তাত তুমি পূর্ণকাম ॥

দোঃ—পিতা সনে না কহিও গিয়ে যেন সীতার হরণ।
আমি যদি রাম, বংশ সহ গিয়ে কহিবে রাবণ ॥ ৩১

চৌঃ—শরীর ত্যজিয়া গৃধ্র ধরি হরিরূপ। দিব্য পীতাম্বর নানা ভূষণ অনুপ ॥
শ্যামল শরীর বাহু সুবিশাল চারি। স্তব আরম্ভিলা নয়নেতে প্রেমবারি ॥

ছঃ—নির্গুণ সগুণ জয় রাম রূপ অনুপম সত্য গুণাধীশ।
ভুবন মণ্ডন কৈলে, চণ্ড শরে খণ্ড করি, চণ্ডবাহু দশশীষ ॥
নব ঘনশ্যাম অঙ্গ, সরসিজ মুখ, দীর্ঘ রাজীব লোচন।
কৃপালু বিশাল বাহু, নমি সদা রাম ভব ভয় বিমোচন ॥
অনাদি অব্যক্ত অজ, অপ্রমেয় ভুজবল, এক, অগোচর।
গোবিন্দ গোপর † জ্ঞানঘন সর্ব্বদ্বন্দহর তুমি মহীধর ॥
রাম মন্ত্র জপ রত অগণিত সন্ত, জন হৃদয় রঞ্জন।
নিত্য নমি রাম, নিষ্কিঞ্চন প্রিয়, খলদল কামাদিগঞ্জন ॥
ব্যাপক, বিরজ, অজ, ব্রহ্ম নিরঞ্জন, কহি শ্রুতি যাঁরে গায়।
করিয়া বৈরাগ্য, ধ্যান, বহু যোগজ্ঞান যাঁরে কোনো মুনি পায় ॥
প্রকট করুণা কন্দ সেই শোভারাশি চরাচর মুগ্ধকর।
আমার হৃদয়পদ্ম ভৃঙ্গ প্রতি অঙ্গ কোটিকাম শোভা ধর ॥

* ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন যুক্ত।
† ইন্দ্রিয়াতীত।

অগম সুগম সদা সুশীতল সমাসম স্বভাব নির্ম্মল।
দেখে যাঁরে যোগী, যত্নে বশকরি সদা মন ইন্দ্রিয় সকল ॥
সেই রমাপতি রাম, সদা দাসবশ ত্রিভুবন অধিপতি।
মম হৃদে রাজ, জন্মমৃত্যুরোধে যাঁর কীর্ত্তি সুবিমলা অতি ॥
দোঃ—অবিরল ভক্তিবর মাগি গৃধ্র গেল হরিধাম।
দৈহিক ক্রিয়াদি যথোচিত কৈলা নিজ হাতে রাম ॥ ৩২

চৌঃ—কোমল হৃদয় অতি দীনে সুদয়াল। প্রভু রঘুনাথ বিনা কারণ কৃপাল ॥
অধম বিহঙ্গ গৃধ্র আমিষাদি খায়। যোগীর বাঞ্ছিত গতি প্রভু দিল তায় ॥
শোন উমা সেই সব মানব অভাগী। হরি ত্যজি যারা হয় বিষয়ানুরাগী ॥
সীতারে দুভাই পুনঃ করে অন্বেষণ। চলিল খুজিয়া বহু বিজন কানন ॥
সঙ্কুল বিটপী লতা গহন কানন। বহু খগ মৃগ ফেরে গজ পঞ্চানন ॥
পথে যেতে যেতে কবন্ধেরে বিনাশিল। শাপের সকল কথা কবন্ধ বর্ণিল ॥
মুনীশ দুর্ব্বাসা মোরে দিলা ঘোর শাপ। প্রভু পদ নেহারিয়া মিটিল সে পাপ ॥
শুনহ গন্ধর্ব্ব আমি কহি তব আগে। ব্রহ্মকুলদ্রোহী মোর ভাল নাহি লাগে ॥
দোঃ—কায়মনোবাক্যে অকপটে যেবা সেবয় ব্রাহ্মণ।
আমা সহ অজ, ঈশ, বশ তার সব দেবগণ ॥ ৩৩

চৌঃ—শাপে, দুঃখ দেয়, কহে পরুষ বচন। মহীসুর সদা পূজ্য কহয় সজ্জন ॥
পূজিবে ব্রাহ্মণ হলে শীল গুণ হীন। ত্যজি শূদ্র গুণ গণ জ্ঞানেতে প্রবীণ ॥
কহি নিজ ধর্ম্ম পুনঃ তাহে প্রবোধিল। নিজ পদ প্রীতি দেখি প্রসন্ন হইল ॥
রঘুপতি পাদপদ্মে শির নোয়াইয়া। বিমানে চলিল নিজ সুগতি পাইয়া ॥
উদার শ্রীরাম তার গতি করি দান। শবরীর তপোবনে করিল প্রয়াণ ॥
শবরী দেখিয়া রাম আশ্রমে আসিল। মুনির বচন স্মরি প্রফুল্ল হইল ॥
কমল লোচন বাহু আজানুলম্বিত। বক্ষে বনমালা জটা মুকুট শোভিত ॥
শ্যামল গৌরাঙ্গ দেখি দুভাই সুন্দর। শবরী পড়িল তবে চরণ উপর ॥
প্রেমেতে মগন মন বাক্য নাহি সরে। পুনঃ পুনঃ পাদপদ্ম নিজ শিরে ধরে ॥
সাদরে সলিল আনি ধোয়াল চরণ। বসিতে আনিয়া দিল সুন্দর আসন ॥
দোঃ—অতীব রসাল কন্দ ফল মূল দিল রামে আনি।
সপ্রেমে ভুঞ্জয় প্রভু, বারবার সুস্বাদ বাখানি ॥ ৩৪

চৌঃ—করজোড়ে প্রভু অগ্রে রহে দাঁড়াইয়া। হৃদয়ে উথলে প্রেম প্রভুকে হেরিয়া ॥
কেমনে করিব স্তুতি আমি হে তোমার। জাতিতে অধম বুদ্ধি নাহিক আমার ॥
অধম হইতে নীচ, নীচ নারী অতি। তার মধ্যে পাপহারি আমি মন্দমতি ॥
রঘুপতি কহে কর ভামিনী শ্রবণ। ভাবের সম্বন্ধ মাত্র করি হে গণন ॥
জাতি পাঁতি কুল ধর্ম্ম পদের উচ্চতা। ধন বল পরিজন, গুণ, চতুরতা ॥

ভক্তিহীন নর শোভা ধরয় কেমন। সলিল বিহীন ঘন দেখিতে যেমন॥
নবধা ভক্তির কথা কহি তোমা সনে। সাবধানে শুনি ধরি রাখ নিজ মনে॥
প্রথম ভকতি, সঙ্গ সজ্জনের সঙ্গে। দ্বিতীয় ভকতি, রতি মম পরসঙ্গে॥

দোঃ—তৃতীয় ভকতি, গুরু পাদপদ্ম সেবা, ছাড়ি মান অভিমান।
চতুর্থ ভকতি, ছাড়ি কপটতা, নিরন্তর মম গুণ গান॥ ৩৫

চৌঃ—মম মন্ত্র জপ সহ সুদৃঢ় বিশ্বাস। পঞ্চম ভকতি আছে বেদে সুপ্রকাশ॥
ষষ্ঠ, দমশীল, বহু কর্ম্মেতে বিরতি। সজ্জনের ধর্ম্মে নিত্য নিরন্তর মতি॥
সপ্তমে দেখয় মোরে ব্যাপ্ত জগভরি। আমা হতে সন্তে মানে সমধিক করি॥
অষ্টম ভকতি, যথা লাভে পরিতোষ। স্বগনেও নাহি নিরখিবে পরদোষ॥
নবমে সরল ছলহীন সব সনে। আমার ভাবনা নাহি হর্ষ শোক মনে॥
নবধা ভক্তির মাঝে এক যার হয়। নারী বা পুরুষ সর্ব্ব চরাচরময়॥
ভামিনি আমার প্রিয় সেই অতিশয়। সকল ভকতি দৃঢ় তোমার হৃদয়॥
যোগীগণ সুদুর্লভ পরা গতি যেই। তোমার সুলভ আজি হইয়াছে সেই॥
আমার দরশ ফল পরম অনুপ। প্রাপ্ত হয় জীব নিজ সহজ স্বরূপ॥
জনক সুতার কথা কহহ ভামিনী। জান যদি তুমি কিছু গজেন্দ্র গামিনী॥
পম্পা সরোবর তটে যাও রঘুরায়। মিত্রতা সুগ্রীব সনে হইবে তথায়॥
সুগ্রীব কহিবে সব দেব রঘুবীর। জানিছ সকলি তবু পুছ মতি ধীর॥
বার বার প্রভু পদে শির নোয়াইল। প্রেমের সহিত সব কথা শুনাইল॥

ছঃ—কহি সব কথা, হরি মুখ হেরি, হৃদিমাঝে পাদ পদ্ম ধরে।
যোগাগ্নিতে ত্যজি দেহ, মেশে হরি পদে, যাহা হতে নাহি ফেরে॥
বিবিধ অধর্ম্ম, কর্ম্ম, বহুমত শোক প্রদ নর পরিহরি।
ভণয় তুলসীদাস রাম পদে অনুরাগ কর শ্রদ্ধা করি॥

দোঃ—হীন জাতি, পাপে জন্ম ভবে, মুক্ত কৈলা হেন নারী।
মহা মন্দ মন, সুখ চাহ হেন প্রভুকে বিসরি॥ ৩৬

রামের বিরহ—নারদ সমাগম।

চৌঃ—শ্রীরাম চলিল সেই বন পরিহরি। অতুলিত বল দুই মনুজ কেশরী॥
বিরহীর ন্যায় প্রভু করিছে বিষাদ। কহিছে বিবিধ কথা অনেক সংবাদ॥
কাননের শোভা চেয়ে দেখহ লক্ষ্মণ। হেরিলে কাহার ক্ষুব্ধ নাহি হয় মন॥
নিজ নারী সহ সব খগ মৃগ গণ। মনে হয় মম নিন্দা করে অনুক্ষণ॥
আমারে দেখিয়া মৃগ পলায়ন করে। মৃগী কহে বৃথা ভয় না কর অন্তরে॥
তোমরা আনন্দ কর মৃগের সন্তান। সুবর্ণ মৃগের এরা করিছে সন্ধান॥
করিণী লইয়া সঙ্গে গজবর যায়। মনে হয় মোরে যেন সবাই শিখায়॥
সুচিন্তিত শাস্ত্র পাঠ কর বার বার। সুসেবিত নৃপ বশ না হয় কাহার॥

রমণী রাখহ যদি আপন হৃদয়ে। যুবতী, নৃপতি, শাস্ত্র কারো বশ নহে॥
দেখহ বসন্ত তাত এসেছে সুন্দর। প্রিয়াহীন ভয়ে মোর কাঁপিছে অন্তর॥

দোঃ—বিরহ বিকল জানি মোরে বলহীন অতি, একান্ত নিঃসঙ্গ।
বিপিন বিহঙ্গ, মধুকর সহ আক্রমণ করিল অনঙ্গ॥ ৩৭ক
দূত তার দেখে গেল, শুনে গেল কথা, আছে ভ্রাতার সহিত।
থানা করিয়াছে হেথা মনোভব, মনে হয় কটক অন্বিত॥ ৩৭খ

চৌঃ—বিটপী বিশালে দেখ লতার ছাউনি। বিবিধ বিতান যেন দিল কামটানি॥
কদলী পতাকা, ধ্বজা তালবর আর। দেখি মুগ্ধ নাহি হয় ধীর মন তার॥
বিবিধ বর্ণের ফুল শোভে বৃক্ষে কত। মনে হয় ফুলশর রচিতেছে শত॥
মাঝে মাঝে সুবিশাল বিটপী সুন্দর। স্বতন্ত্র ছাউনি যেন কৈলা বীরবর॥
কোকিলের ডাক মত্ত গজ সম মানি। মহোখ, খচ্চর উট গর্জ্জে মনে জানি॥
ময়ূর চকোর তোতা তাজি মনোহর। কপোত মরাল গণ যেন বাজিবর॥
তিতির শাবক যেন পদচর যূথ। বর্ণিতে নাহিক শক্তি মনোজ বরূথ॥
রথ গিরি শিলা, বাজে দুন্দুভি ঝরণা। চাতকাদি বন্দী, গুণ করিছে বর্ণনা॥
ভেরী সহনাই মধুকর গুঞ্জরণ। ত্রিবিধ পবন চলে যেন দূতগণ॥
চতুরঙ্গ সেনা কাম সঙ্গেতে লইল। যুদ্ধে আভানিয়া সবে কন্দর্প চলিল॥
কাম অনুচর সব দেখহ লক্ষ্মণ। সম্মুখে যে রহে স্থির, ধীর সেই জন॥
ইহার পরম বল এক মাত্র নারী। রক্ষা পায় তার হাতে সেই বীরভারী॥

দোঃ—প্রবল অতীব তিন খল, তাত, কাম ক্রোধ লোভ।
বিজ্ঞান নিধান মুনিমনে ক্ষণ মধ্যে করে ক্ষোভ॥ ৩৮ক
লোভের শকতি ইচ্ছা দম্ভ, কাম বল শুধু নারী।
পরুষ বচন ক্রোধ বল, মুনি কহয় বিচারি॥ ৩৮খ

চৌঃ—গুণের অতীত চর অচরের স্বামী। শ্রীরাম শুনহ উমা সবে অন্তর্যামী॥
কামীর দীনতা প্রভু করে প্রদর্শন। বিরতি সুদৃঢ় করে মনে ধীর জন॥
কাম ক্রোধ লোভ মদ আদি মায়া। করে পলায়ন, যদি রাম করে দয়া॥
সেই নর কভু নাহি ইন্দ্রজালে ভুলে। শ্রীরাম রহেন যার সদা অনুকূলে॥
কহি শোন উমা আমি প্রতীতি আপন। হরির ভজন সত্য, সংসার স্বপন॥
পুনঃ প্রভু উত্তরিল সরোবর তীর। পম্পা নাম সর অতি সুন্দর গভীর॥
সজ্জন হৃদয় সম নিরমল বারি। বাঁধা ঘাট তাহে শোভে মনোহর চারি॥
যথা তথা খগ মৃগ পান করে নীর। উদারের গৃহে যথা যাচকের ভিড়॥

দোঃ—পদ্মপত্র অন্তরালে নীর, শীঘ্র নহে জ্ঞাত. মর্ম্ম।
মায়াচ্ছন্ন জীব যথা নাহি দেখে নিরগুণ ব্রহ্ম॥ ৩৯ক
সুখী মীন সব রহে, এক ভাবে, অতল সলিলে।
ধরম শীলের দিন যথা সদা সমভাবে চলে॥ ৩৯খ

চৌঃ—বিকশিত সরসিজ বিবিধ বরণ। মধুর মুখর ভৃঙ্গ করিছে গুঞ্জন॥
সলিল কুক্কুট আর কলহংস ডাকে। প্রশংসা করিছে যেন প্রভুপদ দেখে॥
চক্রবাক বক আর খগ সমুদয়। দেখিতে সুন্দর অতি বর্ণন না হয়॥
সুন্দর বিহঙ্গ ডাকে সুমধুর স্বরে। চলন্ত পথিকে যেন ডাকে সরোবরে॥
সরোবর তটে গৃহ রচে মুনিগণ। চারিদিকে বৃক্ষরাজি, গভীর কানন॥
চম্পক বকুল আর কদম্ব তমাল। পাটল পনস বহু পাদপ রসাল॥
নব পত্র পুষ্পে শোভে নানা তরুগণ। অলিদল গুণ গুণ করিছে গুঞ্জন॥
সুশীতল মন্দ মন্দ সুগন্ধ লইয়া। মনোহর সমীরণ চলিছে বহিয়া॥
কুহু কুহু ধ্বনি করে কোকিল সুস্বরে। সরস শুনিয়া ধ্বনি মুনি ধ্যান ছাড়ে॥

দোঃ—ভূমিস্পর্শে বৃক্ষরাজি, ফলভরে আনত হইয়া।
পর উপকারী নর যথা নত সম্পত্তি পাইয়া॥ ৪০

চৌঃ—দেখি রাম সরোবর অতি মনোহর। মজ্জন করিয়া হল প্রফুল্ল অন্তর॥
মনোহর তরুবর ছায়া নিরখিল। অনুজ সহিত রাম তথায় বসিল॥
তথা পুনঃ সব মুনি দেবতা আসিল। স্তুতি করি করি নিজ লোকেতে চলিল॥
পরম প্রসন্ন চিত্তে আসীন কৃপাল। অনুজের সঙ্গে করে প্রসঙ্গ রসাল॥
বিরহ বিধুর ভগবানে নিরখিয়া। নারদের হৃদে শোক ওঠে উথলিয়া॥
মোর অভিশাপ প্রভু করি অঙ্গীকার। সহিতেছে আজি নানা ঘোর দুঃখভার॥
এহেন প্রভুরে গিয়া করি দরশন। পুনঃ অবসর নাহি মিলিবে এমন॥
এতেক ভাবিয়া ঋষি বীণা করে নিয়া। প্রভু সুখাসীন যথা উত্তরিল গিয়া॥
গাইছে মধুর স্বরে শ্রীরাম চরিত। বহুভাবে বিস্তারিয়া প্রেমের সহিত॥
দণ্ডবত করিতেই নিল উঠাইয়া। বহুক্ষণ রাম রাখে বক্ষেতে চাপিয়া॥
স্বাগত জিজ্ঞাসি প্রভু নিকটে বসায়ে। সমাদরে লছমন চরণ ধোয়ায়॥

দোঃ—নানা স্তুতি করি, প্রভু সুপ্রসন্ন জানি। নারদ বলিল বাক্য জুড়ি পদ্মপাণি॥৪১

চৌঃ—সহজ উদার. প্রভু শোন রঘুবর। সুগম অগম বর দায়ক সুন্দর॥
একবর মাগি মোরে দেও ওহে স্বামী। যদ্যপি জানিছ সব হৃদে অন্তর্যামী॥
আমার স্বভাব তুমি জান তপোধন। ভক্ত সনে কপটতা না করি কখন॥
কোন্ বস্তু আছে হেন মম প্রিয়তম। মুনিবর যাহা তুমি মাগিতে অক্ষম॥
অদেয় আমার কিছু নাই ভক্তবরে। ভুলে না ছাড়িবে হেন বিশ্বাস অন্তরে॥
তখন নারদ বলে হরষিত মন। হেন বর মাগি করি ধৃষ্টতা পরম॥
যদ্যপি প্রভুর নাম বিখ্যাত অনেক। শ্রুতি কহে শ্রেষ্ঠ তাহে এক হতে এক॥
সব নাম হতে রাম নাম সমধিক। হোক্ প্রভু অঘ খগ গণের বধিক॥

দোঃ—তব ভক্তি পূর্ণিমার রাতে রাম নাম যেন চন্দ্র সম ভাসে।
অন্য নাম তারা সম যেন রাজে ভক্ত হৃদি বিমল আকাশে॥ ৪২ক

এবমস্তু কহে তবে মুনিবরে, রঘুনাথ কৃপার সাগর।
নারদ প্রণমে প্রভু পাদপদ্মে অতিশয় প্রফুল্ল অন্তর॥ ৪২খ

চৌঃ—সুপ্রসন্ন অতিশয় রঘুনাথে জানি। নারদ কহিল পুনঃ অতি মৃদু বাণী॥
শোন রাম নিজ মায়া করিয়া প্রেরণ। রঘুরায় যবে মুগ্ধ কৈলা মম মন॥
বিবাহ তখন আমি চাহিনু করিতে। কোন্ হেতু মোরে নাহি দিলা বিবাহিতে॥
শুন মুনি কহি হর্ষভরে তব সনে। সব ত্যজি ভজে যারা মোরে একমনে॥
আমি রক্ষা করি তারে সদা সর্ব্বক্ষণ। জননী বালকে রক্ষা করেন যেমন॥
শিশু বৎস দৌড়ে গিয়ে অহি বহ্নি ধরে। সরাইয়া দিয়া তারে মাতা রক্ষা করে॥
বয়স্ক হইলে মাতা সন্তান উপর। প্রীতি করে, নাহি ধায় পাছে নিরন্তর॥
প্রৌঢ় সুত সম ঋষি মম পাশে জ্ঞানী। বালক তনয় সম সেবক অমানী॥
ভক্তের আমার বল, জ্ঞানীর আপন। দুজনারে কাম ক্রোধ করে আক্রমণ॥
পণ্ডিত বিচারি হেন আমারে ভজয়। পেয়ে জ্ঞান তবু ভক্তি নাহিক ত্যজয়॥

দোঃ—কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ অতিবলী মায়া অনুচর।
দারুণ দুঃখদা নারী, মায়া রূপী তাহার ভিতর॥ ৪৩

চৌঃ—শুন মুনি কহে পুরাণাদি শ্রুতি সন্ত। মোহ বিপিনের নারী যেমন বসন্ত॥
জপ, তপ, নিয়মাদি জলাশয় বারি। গ্রীষ্ম সম সব শুষ্ক করে যত নারী॥
কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য আদি যত ভেক। বর্ষা সম সুখপ্রদ নারী মাত্র এক॥
দুর্বাসনা সমুদয় কুমুদ গণের। রমণী শরৎ সম সুখদ তাদের॥
ধরম সকল যত সরোরুহ বৃন্দ। হিম ঋতু সম দহে নারী-সুখ মন্দ॥
শিশিরে জবাস যথা বহু পত্র ধরে। মমতা বিকাশে বহু নারীর গোচরে॥
পাতক পেচক সমুদয় সুখকারী। ঘন অন্ধকার নিশি সমতুল নারী॥
বুদ্ধি বল শীল সত্য মীন সমুদয়। বঁড়শী সমান নারী নাশে জ্ঞানী কয়॥

দোঃ—দোষমূল শূলপ্রদ নারী সব দুঃখের আকর।
হৃদয়ে জানিয়া বাধা বিবাহেতে দিনু মুনিবর॥ ৪৪

চৌঃ—শুনিয়া সুন্দর রঘুপতির বচন। পুলকিত তনু মুনি সজল নয়ন॥
কহ শুনি কোন উপাস্যের হেন রীতি। মমতা সেবকে হেন অতিশয় প্রীতি॥
ভ্রম ত্যজি হেন প্রভু না করে ভজন। অভাগিয়া জ্ঞানহীন মন্দ কে তেমন॥
পুনঃ সমাদরে বলে দেবর্ষি নারদ। শুনহ শ্রীরাম বুদ্ধি জ্ঞান বিশারদ॥
সজ্জনের রঘুবীর সকল লক্ষণ। কহ নাথ শুনি ভব ভয় বিভঞ্জন॥
শুন মুনি সজ্জনের গুণ গণ কহি। যাহাতে তাদের সদা বশ হয়ে রহি॥
ষড় রিপু জয়ী, পাপহীন গত কাম। অচঞ্চল অকিঞ্চন শুচি সুখ ধাম॥
মহাজ্ঞানী, ইচ্ছাহীন, পরিমিত ভোগী। সত্যব্রত বেদবেত্তা, কোবিদ, সুযোগী॥
সাবধান, মানপ্রদ, অহঙ্কার হীন। ধীর, ধর্ম্ম আচরণে পরম প্রবীণ॥

দোঃ—গুণাগার, ভব দুঃখ বিরহিত বিগত, সন্দেহ।
মম পাদপদ্ম ত্যজি প্রিয় তার নহে দেহ গেহ ॥ ৪৫

চৌঃ—নিজ গুণ শ্রবণেতে হয় সঙ্কুচিত। পরগুণ শ্রবণেতে অতি হরষিত ॥
সম সুশীতল কভু নাহি ছাড়ে নীতি। সরল স্বভাব সকলের সনে প্রীতি ॥
জপ তপ ব্রত দম সংযম নিয়ম। দ্বিজ হরি গুরু পদে পিরীতি পরম ॥
শ্রদ্ধা ক্ষমা মৈত্রী জীবগণে দয়া অতি। সুপ্রসন্ন মম পদে অকপট প্রীতি ॥
বিরতি বিবেক আর বিনয় বিজ্ঞান। যথাযথ জানে যত বেদাদি পুরাণ ॥
দম্ভ মান মদ বশ নহে কদাচন। ভুলেও কুমার্গে কভু না পড়ে চরণ ॥
মম লীলা সদা করে কীর্ত্তন শ্রবণ। অহৈতুক পরহিত করে অনুক্ষণ ॥
শুন মুনি সজ্জনের গুণ হয় যত। কহিতে সারদা শ্রুতি নাহি পারে তত ॥

ছং—সারদা অনন্ত নাহি পারে বর্ণিবারে, শুনি ঋষি, পদ ধরে।
দীনবন্ধু হেন কৃপাময়, ভক্তগুণ নিজ বদনে বিবরে ॥
শির নত করি পদে বার বার ঋষিবর ব্রহ্মলোকে চলে।
ভণয় তুলসী ধন্য হরি রঙে রঙ্গি যেবা রহে কুতুহলে ॥

দোঃ—শুচি রাবণারি যশ ভবে যেবা শোনে কিম্বা গায়।
বিরতি বিহনে জপ যোগ বিনা রাম ভক্তি পায় ॥ ৪৬ক
দীপ শিখা সম নারী, মন যেন না হও পতঙ্গ।
ভজ রাম, ত্যজি কাম মদ, সদা কর সাধুসঙ্গ ॥ ৪৬খ

রামচরিতের কথা অমৃত লহরী।
বীর কহে শুনি নর যায় ভব তরি ॥

ইতি রামচরিত মানান্তর্গত নিখিল কলিকলুষ নাশন অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত।

ওঁ গুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীসীতারামো বিজয়তেতরাম্

বাংলা রামচরিত মানস

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

শ্লোকঃ—কুন্দ ইন্দীবর মনোহর অতিবল। শোভাঢ্য বিজ্ঞান ধাম সুধন্বী যুগল ॥
সুরভি ব্রাহ্মণ বৃন্দ প্রিয় হিতকারী। বেদেতে বন্দিত মায়া নররূপ ধারী ॥
সীতা অন্বেষণে পথি গত রঘুবর। সদ্ধর্ম কবচ, মোরে দেও ভক্তিবর ॥
বেদোদধি সমদ্ভূত কলিমল হারী। শ্রীশঙ্কর মুখ ইন্দু সদা শোভাকারী ॥
ভবরোগ মহৌষধি জানকী জীবন। সুখকর রাম নাম অমৃত যে জন ॥
পান করে নিরবধি তাহার সমান। ধন্য ধন্য কেবা নর অতি পুণ্যবান॥

সুগ্রীব সম্মিলন।

সোঃ—মুক্তি জন্মভূমি, জ্ঞান খনি জানি পাপ বিনাশিনী।
কেন নাহি সেব কাশী, যথা বসে শঙ্কর ভবানী।
বিষের জ্বালায় জ্বলে সুরবৃন্দ দেখি যেবা কৈল বিষ পান।
তাঁহে না ভজিস কেন মন্দমতি, দয়া কার শঙ্কর সমান ॥

চৌঃ—পুনঃ পথে আগে চলে রাম রঘুপতি। ঋষ্যমূক গিরি পাশে পৌছে শীঘ্রগতি ॥
সুগ্রীব সচিব সহ তথা বসে ছিল। অতুল বলিষ্ঠ যুগ আসিতে দেখিল ॥
অতিশয় ভীত কহে শোন হনুমান। পুরুষ যুগল বল রূপের নিধান ॥
ধরি বটুরূপ তুমি দেখহ যাইয়া। জানিয়া বৃত্তান্ত দিও সঙ্কেতে কহিয়া ॥
খল বালি ক'রে থাকে উভয়ে প্রেরণ। শীঘ্র এই শৈল ছাড়ি করিব গমন ॥
বিপ্র রূপ ধরি কপি চলিল তখন। শির নত করি হেন জিজ্ঞাসে বচন ॥
কে বট তোমরা গৌর শ্যামল শরীর। বেশেতে ক্ষত্রিয়, বনে বিচরিছ বীর ॥
কঠিন ধরণী, ভ্রম কোমল চরণে। কিবা হেতু প্রভু বল বিচর কাননে ॥
মৃদু মনোহর অতি সুকুমার দেহে। দুঃসহ আতপ বায়ু চল বনে সহে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব মাঝে তোমরা কি কেহ। নর নারায়ণ কিম্বা হতেছে সন্দেহ ॥

দোঃ—সংসার কারণ, ভববিনাশন, বিভঞ্জন ধরণীর ভার।
অখিল ভুবন পতি, কিম্বা লইয়াছ দোহে নর অবতার ॥ ১

চৌঃ—কোশল নৃপতি দশরথের নন্দন। কাননে আইনু মানি পিতার বচন॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ নাম, আমরা দুভাই। সঙ্গে নারী সুকুমারি বনবাসে যাই॥
বৈদেহী হরিয়া নিল রাক্ষস কাননে। অন্বেষণ করি তারে ফিরি বিপ্র বনে॥
আপন চরিত সব করিনু কীর্ত্তন। বুঝাইয়া কহ দ্বিজ চরিত আপন॥
প্রভু পরিচয় পেয়ে ধরিল চরণ। সে আনন্দ উমা কভু না হয় বর্ণন॥
পুলকিত তনু, মুখে না সরে বচন। দেখিছে বেশের অতি রুচির রচন॥
ধৈর্য্য ধরি পুনরায় স্তুতি আরম্ভিল। আনন্দিত চিত নিজ প্রভুরে চিনিল॥
আমি জিজ্ঞাসিনু প্রভু আমার মতন। মানবের মত তুমি জিজ্ঞাস কেমন॥
তব মায়া বশে ফিরি তোমারে ভুলিয়া। তাতে প্রভু আমি তোমা না চিনি দেখিয়া॥

দোঃ—একে মোহবশ কপি, মুই মন্দ কুটিল অজ্ঞান।
পুনঃ প্রভু পাশরিলা মোরে দীনবন্ধু ভগবান॥ ২

চৌঃ—যদ্যপি অনেক নাথ মম দোষ চয়। প্রভুর সেবকে ভোলা সমুচিত নয়॥
হে নাথ তোমার মায়াবশ জীবগণ। তোমার কৃপাতে শুধু মুক্তি লভে জন॥
তার পর কহি রঘুবীরের দোহাই। ভজন উপায় মোর কিছু জানা নাই॥
সেবক সন্তান পিতা মাতার ভরসে। নিশ্চিন্ত বিচরি বনে প্রভু সদা পোষে॥
এত কহি সমাকুল পড়িল চরণে। নিজ তনু প্রকটিয়া প্রীতি বাড়ে মনে॥
তবে রঘুপতি উঠাইয়া বক্ষে নিল। নিজ নেত্র নীরে সিঞ্চি কপি জুড়াইল॥
শুন কপি মনে নাহি হও সঙ্কুচিত। লক্ষ্মণ হইতে তুমি প্রিয় দ্বিগুণিত॥
সমদর্শী মোরে কহে, ভবে সর্ব্বজন। দাস প্রিয় সমধিক অনন্য শরণ॥

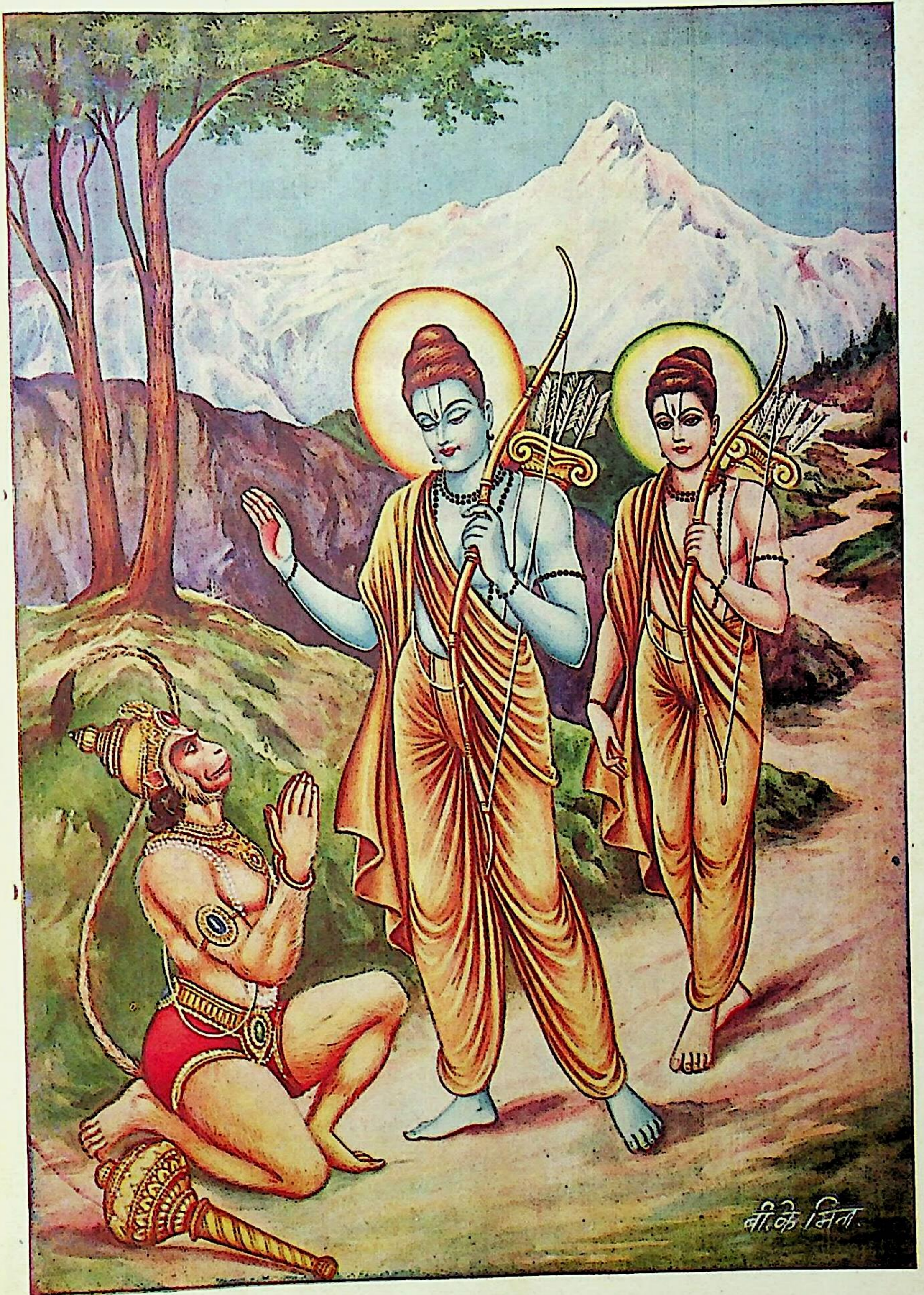
দোঃ—সে অনন্য যার মতি নাহি টলে, কভু হনুমান।
আমি দাস, চরাচর রূপ, মোর স্বামী ভগবান॥ ৩

চৌঃ—পবন তনয় দেখি প্রভু অনুকূল। হৃদয়ে হরষ অতি দূরে গেল শূল॥
নাথ, শৈলপরে কপিপতি নিবসয়। সুগ্রীব তোমার দাস অনুদাস হয়॥
তাহার সহিত প্রভু মিত্রতা করিয়া। অভয় প্রদান কর অধম জানিয়া॥
সুগ্রীব করিবে জানকীরে অন্বেষণ। সর্ব্বত্র বানর কোটি করিয়া প্রেরণ॥
হেনমতে সব কথা প্রভুরে বুঝায়ে। ভ্রাতৃদ্বয়ে নিল তবে পৃষ্ঠেতে চড়ায়ে॥
সুগ্রীব শ্রীরামে যবে কৈল দরশন। সফল করিয়া মানে আপন জীবন॥
সাদরে মিলিল শির রাখিয়া চরণে। সলক্ষ্মণ রঘুনাথ মিলে তার সনে॥
কপিবর মনে মনে করিছে বিচার। করিবে কি বান্ধবতা সহিত আমার॥

দোঃ—উভয় দিকের কথা সব হনু তবে শুনাইল।
অগ্নি সাক্ষী করি, করে কর জুড়ি মিত্রতা স্থাপিল॥ ৪

চৌঃ—মিত্রতা করিল নাহি রাখি ব্যবধান। লক্ষ্মণ করিল রাম চরিত ব্যাখ্যান॥
সুগ্রীব কহিল নয়নেতে ভরি বারি। অবশ্য মিলিবে নাথ বিদেহ কুমারী॥
সচিব সহিত হেথা ব'সে একবার। করিতে ছিলাম কোন বিষয় বিচার॥

हनुमान्‌जीकी प्रार्थना



एकु मैं मंद मोहबस कुटिल हृदय अग्यान।
पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान॥

मुद्रक—गीताप्रेस, गोरखपुर

বিমান পথেতে আমি দেখিনু যাইতে। পরবশ হয়ে দুঃখ করিতে করিতে॥
হা রাম হা রাম কহি করিয়া চীৎকার। মোরে দেখি ফেলে দিল বসন তাহার॥
মাগিলে, শ্রীরাম পট সত্বর আনিল। বক্ষে লয়ে বস্ত্র, বহু বিলাপ করিল॥
কহিল সুগ্রীব তবে শোন রঘুবীর। শোক পরিহর হৃদয়েতে ধর ধীর॥
সকল রকমে সেবা করিব তোমার। যাহাতে জানকী তব মিলে পুনর্বার॥

দোঃ—সখার বচন শুনি হর্ষে কৃপাসিন্ধু, অতিবল।
কি হেতু বসহ বনে কহ মোরে সুগ্রীব সকল॥ ৫

চৌঃ—বালি আর আমি নাথ দুই সহোদর। বর্ণিতে শকতি নাই প্রীতি পরস্পর॥
ময় দানবের সুত মায়াবী নামেতে। আসি উপনীত হৈল মোদের গ্রামেতে॥
অর্দ্ধরাত্রে নগরের দ্বারে ছাড়ে হাক্। সহিতে নারিল বালি রিপুদল ডাক॥
মায়াবী ভাগিল দেখি বালিরে আসিতে। আমিও ভ্রাতার সঙ্গে লাগিনু যাইতে॥
গিরিবর গুহা মাঝে মায়াবী পশিল। বালি তবে মোরে সব কথা বুঝাইল॥
এক পক্ষ কাল মোর অপেক্ষা করিবে। নাহি যদি আসি তবে মরিনু জানিবে॥
রহিনু সেখানে মাস দিবস খরারি। রক্ত ধারা প্রবাহিত হল অতি ভারী॥
বালিকে বধিল, আসি মারিবে আমারে। পালাইয়া চলিলাম শিলা দিয়া দ্বারে॥
অরাজক রাজ্য তবে দেখি মন্ত্রীগণ। জোর করি দিল মোরে রাজ সিংহাসন॥
তাঁহাকে মারিয়া বালি ভবনে ফিরিল। সিংহাসনে দেখি মোরে কুপিত হইল॥
রিপুর সদৃশ মোরে প্রহারিল ভারী। সর্ব্বস্ব হরিয়া কাড়ি নিল নিজ নারী॥
তাহার ভয়েতে দয়াময় রঘুবীর। সকল ভুবন ঘুরে বেড়াই অধীর॥
শাপ বশে এই শৈলে আসিতে না পারে। তথাপি সভয় রহি মনের মাঝারে॥
সেবকের দুঃখ দীনদয়াল শুনিয়া। যুগল বিশাল বাহু কহে উত্তোলিয়া॥

দোঃ—শুনহ সুগ্রীব বালি নিবধিব আমি ছাড়ি একমাত্র বাণ।
শরণ লইলে অজ রুদ্র পদে তথাপিও নাহি রবে প্রাণ॥ ৬

বালি বধ।

মিত্রের দুঃখেতে যেবা না হয় দুঃখিত। দেখিলে তাহারে মহা পাতক নিশ্চিত॥
গিরি সম নিজ দুঃখ রজ সম জানে। রজ সম মিত্র দুঃখ মেরু হেন মানে॥
যাহার এমন মতি সহজে না হয়। সেই শঠ কেন মিথ্যা মিত্রতা করয়॥
কুপন্থ নিবারি মিত্রে সুপথে চালাবে। গুণ প্রকাশিবে দোষ ঢাকিয়া রাখিবে॥
দিতে, নিতে মনে কোন শঙ্কা না করিবে। সাধ্য অনুসারে সদা সহায়তা দিবে॥
বিপদের কালে শতগুণ স্নেহ করে। শ্রুতি কহে সন্ত মিত্র এই গুণ ধরে॥
সম্মুখে সুমিষ্ট বাক্য কহে বানাইয়া। পশ্চাতে অনিষ্ট চিন্তে শঠতা করিয়া॥
যাহার হৃদয় অহি গতি সম ভাই। এ হেন কুমিত্র ত্যাগ ভাল সর্ব্বদাই॥
মূর্খ ভৃত্য, নরপতি কৃপণ, কুনারী। কপট বান্ধব, শূল সম এই চারি॥
শোক ত্যাগ কর সখে আমি সাধ্যমত। করিব সকল ভাবে তব কাজ যত॥

কহিল সুগ্রীব শুন সখে রঘুবীর। বালি মহাবল অতিশয় রণধীর ॥
দুন্দুভির অস্থি আর তাল দেখাইল। অনায়াসে রঘুনাথ তাহা ঢয়াইল ॥
দেখিয়া অমিত বল প্রণয় বাড়িল। বালিকে বধিবে ধ্রুব প্রতীতি হইল ॥
বার বার পাদপদ্মে নোয়াইয়া শীষ। প্রভু মনে জানি সুখে মগন কপীশ ॥
জ্ঞান উপজিলে কপি কহিল বচন। প্রভুর কৃপায় মোর স্থির হল মন ॥
সুখ ধন পরিবার আপন মহত্ব। সব পরিহরি তব করিব দাসত্ব ॥
এসকল রাম তব ভক্তির বাধক। কহে সাধুগণ তব পদ আরাধক ॥
জগতের শত্রু মিত্র সুখদুঃখ যত। মায়ার সৃজন নহে পরম অরথ ॥
পরম বান্ধব বালি, প্রসাদে যাহার। মিলিল বিষাদ হারী চরণ তোমার ॥
স্বপ্নেও যাহার সঙ্গে হয় যদি রণ। জাগিলে বুঝিলে হয় সঙ্কুচিত মন ॥
এবে প্রভু মোরে কৃপা করহ তেমতি। সব ত্যজি পদসেবা করি দিবারাতি ॥
শুনিয়া বৈরাগ্য যুক্ত কপীশের বাণী। হাসিয়া কহিল প্রভু রাম ধনুষ্পাণি ॥
যে কিছু কহিলে বাক্য সব সত্য হয়। আমার বচন সখে কভু মিথ্যা নয় ॥
নট, মর্কটের ন্যায় সবারে নাচায়। খগপতি এই মত রাম বেদে গায় ॥
সুগ্রীবে লইয়া সঙ্গে তবে রঘুনাথ। চলিল লইয়া চাপশর নিজ হাত ॥
সুগ্রীবেরে রঘুপতি পাঠাল তখন। বল পেয়ে দ্বারে গিয়া করয় গর্জ্জন ॥
শুনি ক্রোধাতুর বালি তখনি ধাইল। চরণ ধরিয়া হস্তে তারা বুঝাইল ॥
সুগ্রীব মিলিল পতি শোন যাঁর সনে। তেজবল পরাকাষ্ঠা ভাই দুই জনে ॥
কোশল নৃপতি সুত লক্ষ্মণ শ্রীরাম। শমনে জিনিতে পারে করিলে সংগ্রাম ॥

দোঃ—বালি কহে শোন প্রিয়ে, ভীরু, সমদর্শী রঘুনাথ।
মারেন যদ্যপি মোরে, পরলোকে হইব সনাথ ॥ ৭

চৌঃ—এত কহি চলে বালি মহা অভিমানী। তৃণের সমান কপি সুগ্রীবেরে জানি ॥
যুদ্ধ আরম্ভিল বালি করিয়া তর্জ্জন। মুষ্টাঘাত করি মহা করিল গর্জ্জন ॥
ব্যাকুল হইয়া তবে সুগ্রীব ভাগিল। মুষ্টির প্রহার বজ্র সমান লাগিল ॥
আমি যে কহিনু রঘুনায়ক কৃপাল। ভাই নহে বালি মোর কৃতান্ত করাল ॥
একরূপ হও সখে তোমরা দুভাই। সেই ভ্রমে আমি তাহাকেও মারি নাই ॥
সুগ্রীব শরীরে হাত বুলাইল রাম। ব্যথা গেল, দেহ হল কুলিশ সমান ॥
পুষ্পমাল্য কণ্ঠদেশে দিয়া পরাইয়া। পাঠাইল দেহে বল বিশাল করিয়া ॥
নানাবিধ যুদ্ধ তবে হল পুনরায়। বৃক্ষের আড়ালে থাকি দেখে রঘুরায় ॥

দোঃ—ছলবল করি বহু, হৃদে হারি, মনে ভয় সুগ্রীব মানিল।
সন্ধানিয়া বাণ উর মাঝে হানি রাম তবে বালিকে বধিল ॥ ৮

চৌঃ—শরাঘাতে ভূমে পড়ে বিকল হইয়া। উঠিয়া বসিল আগে প্রভুকে হেরিয়া ॥
শ্যামল শরীর শিরে জটার বন্ধন। ধনুকে চড়ায়ে শর অরুণ নয়ন ॥
পুনঃ পুনঃ হেরি চিত চরণেতে দিল। জনম সফল মানে, প্রভুকে চিনিল ॥

হৃদয়ে পিরীতি মুখে কঠোর বচন। কহিতে লাগিল রামে করি দরশন॥
অবতীর্ণ প্রভু ধর্ম্ম করিতে স্থাপন। আমারে বধিলে কেন ব্যাধের মতন॥
আমি শত্রু, মিত্র হল সুগ্রীব তোমার। কি কারণে প্রাণ তুমি লইলে আমার॥
অনুজের পত্নী, ভগ্নী, তনয়ের নারী। নিজ কন্যা, শোন শঠ, সম এই চারি॥
কুদৃষ্টিতে চাহে যেই ইহাদের পানে। তাহারে বধিলে পাপ শাস্ত্র নাহি মানে॥
মূঢ় তুমি অভিমানী যার পর নাই। নারী উপদেশে কেন কান দেও নাই॥
মম ভুজবলে তারে সুরক্ষিত জানি। সুগ্রীবে মারিতে চাও মহা অভিমানী॥

দোঃ—শোন রাম, স্বামী জগতের, নাহি চলে চতুরতা তব সনে।
অদ্যাপি পাতকী আমি কিহে রাম, দেখি অন্তে, শ্রীমুখ নয়নে॥ ৯

চৌঃ—শুনিয়া বালির রাম সুকোমল বাণী। পরশিলা বালি শির দিয়ে নিজ পাণি॥
অচল করহ দেহ না ত্যজিও প্রাণ। বালি কহে শোন প্রভু করুণা নিধান॥
জন্মে জন্মে কত যত্ন করে মুনিগণ। অন্তে রাম নাম মুখে না হয় স্ফুরণ॥
যার নাম বলে মহাদেব অবিনাশী। সমগতি দেয় সবে মরে যদি কাশী॥
সেই রাম আজি নেত্র গোচর আমার। এ হেন সুযোগ প্রভু হইবে কি আর॥

ছঃ—নয়ন গোচর সেই, যার গুণ শ্রুতি নেতি নেতি করি গায়।
ইন্দ্রিয়, পবন, মন জিনি, ধ্যান করি, যাঁরে কোনো মুনি পায়॥
মোরে জানি অতি অভিমান বশ, প্রভু কহো, রাখ তব কায়।
কেবা শঠ হেন, কাটি কল্পতরু, বাবুলের বাগান বানায়॥

ছঃ—কৃপাবলোকন করি মোরে এবে দেও প্রভু মাগি যেই বর।
যথা কর্ম্ম বশে লভি জন্ম, রামপদে রতি লভয় অন্তর॥
বিনয়ে বলেতে এই সুত মোর সম, শুভদাতা তুলে নাও।
করে ধরি সুর নর নাথ অঙ্গদেরে নিজ সেবক বানাও॥

দোঃ—রাম পদে করি দৃঢ় অনুরাগ, বালি তবে কৈল দেহত্যাগ।
সুমন মালিকা যথা কণ্ঠ হতে পড়ে খ'সে, নাহি জানে নাগ॥ ১০

চৌঃ—বালিরে আপন ধামে রাম পাঠাইল। নগরের লোক সব আকুল ধাইল॥
বিলাপ বিবিধ রূপে করি অতি তারা। আলু থালু বেশে কাঁদে হয়ে আত্মহারা॥
তারারে বিকল অতি শ্রীরাম দেখিলা। মায়া হরি লয়ে তারে জ্ঞান প্রদানিলা॥
ক্ষিতি অপ তেজ আর গগন সমীর। পঞ্চ ভূত মিলি এই অধম শরীর॥
সাক্ষাতে তোমার আছে করিয়া শয়ন। জীব নিত্য, কিবা হেতু করহ ক্রন্দন॥
উপজিল জ্ঞান প্রভু চরণে পড়িয়া। পরা ভক্তি বর তারা লইল মাগিয়া॥
কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ শুনহ পার্ব্বতি। সবারে নাচায় রাম অখিলের পতি॥
তবে সুগ্রীবেরে প্রভু আদেশ করিল। বিধি মতে মৃতকের সৎকার হইল॥
অনুজেরে কহে তবে রাম বুঝাইয়া। সুগ্রীবের অভিষেক করহ যাইয়া॥

রঘুপতি পদে সবে প্রণাম করিল। শ্রীরামের প্রেরণায় সকলে চলিল॥

দোঃ—লছমন ত্বরা করি ডাকি পুরজন সহ ব্রাহ্মণ সমাজ।
রাজ্য দিল সুগ্রীবেরে, অঙ্গদেরে বিধি মতে কৈল যুবরাজ॥ ১১

প্রবর্ষণ শৈলে রাম।

চৌঃ—রাম সম হিত কারী উমা মহীপর। গুরু পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভু কে অপর॥
সুর নর মুনি সবাকার এই রীতি। স্বার্থের কারণে সবে করয় পিরীতি॥
ব্যাকুল বালির ভয়ে দিবা আর রাতি। বহু ব্রণ দেহে, চিন্তা সদা দহে ছাতি॥
সে হেন সুগ্রীবে রাম কৈলা কপিপতি। অতীব কোমল রঘুবীরের প্রকৃতি॥
জানিয়াও হেন প্রভু জীব তেয়াগিবে। কেন না বিপত্তি জালে মানুষ পড়িবে॥
পুনঃ সুগ্রীবেরে প্রভু ডাকিয়া লইল। অনেক প্রকারে রাজ নীতি শিখাইল॥
কপীশ সুগ্রীব শোন আমার বচন। চতুর্দ্দশ বর্ষ পুরে না করি গমন॥
গ্রীষ্ম অপগত এবে বর্ষা সমাগত। নিকট শৈলের পর করি কাল গত॥
রাজত্ব করহ তুমি অঙ্গদ সহিত। সতত রহিবে মম কার্য্যে অবহিত॥
ভবনে সুগ্রীব তবে ফিরিয়া আসিল। প্রবর্ষণ শৈলে রাম রহিতে লাগিল॥

দোঃ—প্রথমেই দেবগণ মনোহর গিরিগুহা রাখিল রচিয়া।
কিছু দিন কৃপা নিধি রাম হেথা বনবাস করিবে আসিয়া॥ ১২

চৌঃ—মনোহর কুসুমিত বনে অতি শোভা। গুঞ্জরে মধুপ পুঞ্জ তাহে মনোলোভা॥
কন্দ মূল ফল পত্র বহু সুশোভন। হৈল, যদবধি প্রভু কৈলা আগমন॥
দেখি মনোহর অতি পর্ব্বত অনুপ। রহিল অনুজ সহ তথা সুর-ভূপ॥
মধু কর, খগ, মৃগ দেব দেহ ধ'রে। সিদ্ধ মুনিগণ সবে প্রভু সেবা করে॥
মঙ্গল স্বরূপ বন হৈল তদবধি। রমাপতি নিবসিল তথা যদবধি॥
অতি শুভ্র মনোহর স্ফটিক শিলায়। দুই ভাই সুখে ছিল আসীন তথায়॥
অনুজের সঙ্গে করে প্রসঙ্গ অনেক। রাজনীতি ভক্তি আর বিরতি বিবেক॥
বর্ষাকাল মেঘে সব আকাশ ছাইল। গুরু গুরু ডাক অতি মধুর লাগিল॥

দোঃ—দেখহ লক্ষ্মণ নাচে শখীগণ, বারিদ দেখিয়া।
অনাসক্ত গৃহী যথা সুখী, বিষ্ণু-ভকত পাইয়া॥ ১৩

চৌঃ—মেঘমালা আকাশেতে গর্জ্জে ঘনঘোর। প্রিয়াহীন কাঁপে হিয়া ভয় ভীত মোর॥
দামিনী মেঘের মাঝে চমকি না রয়। খলের পিরীতি যথা কভু স্থির নয়॥
বর্ষে জলধর ভূমি নিকটে আসিয়া। নত হয় যথা বুধ সুবিদ্যা পাইয়া॥
বৃষ্টি বিন্দুপাত শৈল সহিছে কেমন। সন্ত সহ্য করে যথা খলের বচন॥
ক্ষুদ্র নদী জলে ভরি কুল লঙ্ঘি চলে। ইতর যেমন খল স্বল্প ধনবলে॥
ভূমিতে পড়িয়া বারি হ'তেছে মলিন। মায়ার পরশে জীব যথা অতি দীন॥
ধীরে ধীরে জলে পূর্ণ পুষ্করিণী যত। সদ্‌গুণ সজ্জনে করে আশ্রয় যেমত॥
নদীজল সাগরের মধ্যে প্রবেশিয়া। রহে স্থির, যথা জীব ঈশ্বর পাইয়া॥

দোঃ—হরিত, ধরণী, তৃণ আচ্ছাদিত, পথ-রেখা দেখা নাহি যায়।
নাস্তিকের বাদ প্রচারেতে ধর্ম্মগ্রন্থ সব যথা লুপ্ত প্রায়॥ ১৪

চৌঃ—চারিদিকে শোনা যায় ভেকের গর্জ্জন। বেদ পাঠ করে যেন ব্রহ্মচারী গণ॥
নব পত্র সুশোভিত বিটপী অনেক। সাধকের মনে যথা উদিত বিবেক॥
আকন্দ, জবাস বৃক্ষ হৈল পত্রহীন। সুরাজে যেমন খল উদ্যম বিহীন॥
ধূলিকণা খুঁজিলেও কোথা নাহি মেলে। ক্রোধ দূর করে যথা ধর্ম্ম অবহেলে॥
শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা শোভিছে কেমন। উপকারী মানবের সম্পত্তি যেমন॥
ঘন অন্ধকার নিশি খদ্যোত বিরাজে। অহঙ্কারী জীব যেন মিলেছে সমাজে॥
অতি বৃষ্টি বাঁধ ভাঙ্গি চলিয়াছে বারি। স্বাতন্ত্র্য পাইলে যথা নারী স্বেচ্ছাচারী॥
আগাছা ফেলিছে ক্ষেত্রে চতুর কৃষাণ। পরিহরে যথা বুধ মোহ মদ মান॥
চক্রবাক বিহঙ্গাদি দেখা নাহি যায়। কলি আগমনে যথা ধরম পালায়॥
তৃণ না জন্মায় বর্ষা উষর ভূমিতে। কাম যথা নাহি জাগে সজ্জনের চিতে॥
নানা জন্তু পরিপূর্ণ ধরণী বিরাজে। প্রজাবৃদ্ধি হয় যথা পাইয়া সুরাজে॥
যথা তথা পান্থগণ রহে রুদ্ধ হয়ে। ইন্দ্রিয় সকল রুদ্ধ যথা জ্ঞানোদয়ে॥

দোঃ—প্রবল পবন বহি কভু মেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে।
কুপুত্র জন্মিলে কুলে কুলধর্ম্ম যথা যায় দূরে॥ ১৫ক

দোঃ—কভু দিন মাঝে ঘন তম, কভু প্রকট পতঙ্গ।
জন্মে জ্ঞান কিম্বা নষ্ট যথা পেয়ে সুসঙ্গ, কুসঙ্গ॥ ১৫খ

চৌঃ—বর্ষা গত শরতের হল আগমন। পরম সুন্দর দেখ অনুজ লক্ষ্মণ॥
সকল ধরণী কাশ পুষ্প আচ্ছাদিত। বর্ষার বৃদ্ধত্ব যেন করিছে সূচিত॥
উদিত অগস্ত্য, পথ-জল শুষ্ক প্রায়। সন্তোষ উদয়ে যথা লোভ দূরে যায়॥
নদী সরোবর জল নির্ম্মল শোভয়। মোহ মদ হীন যথা সন্তের হৃদয়॥
ধীরে ধীরে শুকাইল নদী সর জল। জ্ঞানীজন ত্যজে যথা মমতা সকল॥
শরত আগত জানি আইল খঞ্জন। কালে পুণ্য যথা ফল করয় অর্পণ॥
ধূলি, পঙ্কহীন শোভে ধরণী কেমন। নীতি শীল নৃপতির রাজত্ব যেমন॥
জল শুষ্ক প্রায় দেখি দুঃখী যত মীন। অজ্ঞান গৃহস্থ যথা হলে ধন হীন॥
মেঘহীন নিরমল শোভিছে আকাশ। হরিজন মন যথা ত্যজি সব আশ॥
শরতের স্বল্প বৃষ্টি হেথা সেথা হয়। কোটি মধ্যে কেহ যথা মম ভক্তি পায়॥

দোঃ—পুর ত্যজি হর্ষে চলে নৃপ, মুনি, বণিক, ভিখারী।
হরি ভক্তি পেয়ে যথা ত্যজে শ্রম আশ্রমের চারি॥ ১৬

চৌঃ—সুখী মীন যথা রহে সুগভীর নীর। বাধা মুক্ত, লয় যেবা শরণ হরির॥
কমল ফুটিলে সর শোভয় কেমন। গুণাতীত ব্রহ্ম হলে সগুণ যেমন॥
গুঞ্জরিছে মধুকর নিকর অনুপ। সুন্দর বিহঙ্গ করে রব নানারূপ॥
চক্রবাক মনে দুঃখ, রজনী দেখিয়া। খল চিত্ত যথা পর সম্পত্তি হেরিয়া॥

চাতক ডাকিছে, ওর তৃষা অতিশয়। শিবদ্রোহী যথা সুখ কভু নাহি পায়॥
শারদ আতপ রাত্রে শশী অপহরে। সন্তের দরশ যথা পাপ দূর করে॥
চকোর সকল হেরে চন্দ্রমা কেমন। হরি পেয়ে হরিজন হরিকে যেমন॥
লুকাল মশক ডাঁস হিমের তরাসে। দ্বিজ দ্রোহ কৈলে যথা সব কুল নাশে॥

দোঃ—জীব পরিপূর্ণ ধরা, জীবহীন শরত আগমে।
সদ্‌গুরু পাইয়া যথা ভ্রমশঙ্কা সব উপশমে॥ ১৭

চৌঃ—বরষা বিগত, ঋতু শরত আসিল। সীতার সংবাদ তাত কিছু না মিলিল॥
কেহ দিত জানকীর সন্ধান আমারে। কাল জিনি ক্ষণ মধ্যে আনিতাম তারে॥
কোথাও রহিলে সীতা অদ্যাপি জীবিত। যত্ন করি আনিতাম তাহারে ত্বরিত॥
সুগ্রীব আমারে পুনঃ রহিল ভুলিয়া। রাজ্য ধন কোষ নারী সকল পাইয়া॥
বালিরে নিধন কৈনু আমি যেই বাণে। মূঢ়েরে বধিব কাল সে শর সন্ধানে॥
যাহার কৃপায় মোহ মদ দূর হয়। স্বপনে কি কভূ তার ক্রোধ উপজয়॥
রামের চরিত্র জানে জ্ঞানী মুনিগণে। রঘুবীর পদে রতি সদা যার মনে॥
ক্রোধাতুর রঘুপতি জানিয়া লক্ষ্মণ। ধনু চড়াইয়া বাণ করিল গ্রহণ॥

দোঃ—অনুজে বুঝায় তবে রঘুপতি করুণা অয়ন।
ভয় দেখাইয়া সখা সুগ্রীবেরে কর আনয়ন॥ ১৮

চৌঃ—পবন নন্দন হেথা মনে বিচারিল। সুগ্রীব রামের কার্য্য ভুলিয়া রহিল॥
নিকটে যাইয়া তার পদে প্রণমিল। সাম দান ভেদ দণ্ড কহি বুঝাইল॥
শুনিয়া সুগ্রীব অতি সন্ত্রস্ত হইল। বিষয় আমার জ্ঞান হরিয়া লইল॥
দূতগণ আভানিয়া পবন নন্দন। সর্ব্বত্র বানর দল করহ প্রেরণ॥
কহ সবে, পক্ষ মধ্যে না আসে যেজন। স্বহস্তে তাহারে আমি করিব নিধন॥
তবে হনুমান সব দূতেরে ডাকিয়া। সবাকারে বহু ভাবে সম্মান করিয়া॥
ভয় প্রীতি আর রাজনীতি দেখাইল। চরণে প্রণমি তবে সকলে চলিল॥
সেই অবসরে পুরে আইল লক্ষ্মণ। ক্রোধ দেখি যথা তথা ধায় কপিগণ॥

দোঃ—ধনু চড়াইয়া কহে, পুরী জ্বালাইয়া আজি করি ছারখার।
নগর ব্যাকুল দেখি, দ্রুত সমাগত ধেয়ে বালির কুমার॥ ১৯

চৌঃ—চরণে রাখিয়া শির বিনতি করিল। লক্ষ্মণ অভয় বাহু অঙ্গদেরে দিল॥
কুপিত লক্ষ্মণ, কর্ণে করিয়া শ্রবণ। ভয়াকুল কপিপতি কহিল তখন॥
শুন হনুমান সঙ্গে লইয়া তারারে। বিনয় করিয়া বহু বুঝাও কুমারে॥
তারার সহিত তবে গিয়ে হনুমান। চরণ বন্দিয়া করে প্রভু যশোগান॥
বিনতি করিয়া গৃহে লইয়া আসিল। পদ ধোয়াইয়া পালঙ্কেতে বসাইল॥
তবে কপিপতি চরণেতে প্রণমিল। বাহু ধরি লছমন আলিঙ্গন দিল॥
বিষয়ের সম মদ কিছু নাহি নাথ। ক্ষণমধ্যে মুনিমন মোহে অকস্মাৎ॥
বিনীত বচন শুনি আনন্দ লভিল। লক্ষ্মণ তাহারে বহুভাবে বুঝাইল॥

সব কথা শুনাইল পবন নন্দন। দূত সমুদয় যথা করিল গমন॥

দোঃ—সুগ্রীব আনন্দে চলে অঙ্গদাদি কপি লয়ে সাথ।
রামানুজে অগ্রে করি উপনীত যথা রঘুনাথ॥ ২০

চৌঃ—পদে নোয়াইয়া শির, কর জুড়ি কহে। প্রভু শুন কিছু মাত্র দোষ মোর নহে॥
অতিশয় বলবতী প্রভু তব মায়া। কাটে, যদি প্রভু তুমি নিজে কর দয়া॥
বিষয় বিবশ সুর নর মুনি স্বামি। আমি পাপাশয় পশু কপি অতিকামী॥
রমণী নয়ন বাণ যার নাহি লাগে। ঘোর ক্রোধ-তম নিশি মাঝে যেবা জাগে॥
লোভ পাশ কণ্ঠে বদ্ধ নহেক যাহার। রঘুরায় সেই নর সমান তোমার॥
এসকল গুণ প্রভু সাধনে না হয়। তব কৃপাগুণে কারো কারো উপজয়॥
রঘুপতি মৃদু হাসি বলিল তখন। তুমি প্রিয় ভাই মোর ভরত যেমন॥
মন দিয়া এবে সখা করহ যতন। সীতার সন্ধানে যাতে শান্ত হয় মন॥

দোঃ—হেনমতে আলাপন কালে সমাগত যত বানরের যূথ।
বিবিধ বরণ দেখা দিল চারি দিকে নানা মর্কট বরূথ॥ ২১

কপিগণের সীতার সন্ধানে যাত্রা

বানর কটক উমা করিনু দর্শন। মহামূর্খ যেবা চাহে করিতে গণন॥
রাম পদে শির নত করিছে আসিয়া। সনাথ হইল সবে মুখ নিরখিয়া॥
বানর সৈনিক মাঝে নাহি কপি এক। যাহাকে কুশল রাম নাহি পুছিলেক॥
ইহাতে প্রভুর নহে মহিমা বিস্তর। বিশ্বরূপ বিশ্বব্যাপী রাম রঘুবর॥
যথা তথা রহে সবে আদেশ পাইয়া। সুগ্রীব কহিল বাক্য সবে বুঝাইয়া॥
রামের করম, মম অনুরোধ আর। বানর কটক শীঘ্র যাও চারি ধার॥
জনক সুতার অনুসন্ধান করিয়া। এক মাস মধ্যে ভাই আসিবে ফিরিয়া॥
অবধি মিটিলে যেবা না পেয়ে সন্ধান। আসিবে ফিরিয়া, তার লইব পরাণ॥

দোঃ—বচন শুনিয়া কপি যথা তথা চলিল ত্বরিত।
সুগ্রীব ডাকিল নল, হনুমানে অঙ্গদ সহিত॥ ২২

চৌঃ—শুনহ অঙ্গদ নীল আর হনুমান। জাম্বুবান অতিধীর, অতি বুদ্ধিমান॥
সকল সুভট মিলে চলহ দক্ষিণে। সীতার সন্ধান জিজ্ঞাসহ জনে জনে॥
কায় মনোবাক্যে সেই করহ যতন। রাম কার্য্য শীঘ্র যাহে হয় সমাপন॥
পৃষ্ঠেতে সেবিবে ভানু, সম্মুখে অনল। স্বামী সেব সর্ব্ব ভাবে পরিহরি ছল॥
মায়া ত্যজি সেবা সদা কর পরলোক। মিটিবে জনম মরণাদি সব শোক॥
দেহ ধারণের ভাই এই শেষ ফল। রামের ভজন, ত্যজি বাসনা সকল॥
সে জন গুণজ্ঞ, সেই অতি বড় ভাগী। যেই জন রাম পাদপদ্মে অনুরাগী॥
আদেশ পাইয়া, পদে শির নোয়াইয়া। চলে সবে রঘুবীরে হৃদয়ে স্মরিয়া॥
পবন তনয় পাছে শির নোয়াইল। কার্য্য জানি প্রভু তারে নিকটে ডাকিল॥
কর সরোরুহে প্রভু শির পরশিয়া। ভক্ত জানি দেন কর-মুদ্রিকা আনিয়া॥

বহু ভাবে জানকীরে বুঝায়ে কহিবে। বিরহ, শকতি কহি সত্বর আসিবে ॥
জনম সফল করি মানে হনুমান। চলিল হৃদয়ে ধরি করুণা নিধান ॥
যদ্যপি শ্রীরাম পরিজ্ঞাত সব কথা। রাজনীতি অনুসরি চলে সুরত্রাতা ॥

দোঃ—খুজি চলে সব বন, সর নদী, পর্ব্বত গহ্বর।
দেহ বোধ বিসরিয়া রাম কার্য্যে মগন অন্তর ॥ ২৩

চৌঃ—কোথাও রাক্ষস সহ হইলে মিলন। চপেটা ঘাতেতে নেয় তাহার জীবন ॥
বিবিধ প্রকার গিরি তপোবন হেরি। কোনো মুনি নিরখিলে সবে ধরে ঘিরি ॥
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া অতি হইল ব্যাকুল। জল নাহি মিলে বনে, পথ হল ভুল ॥
হনুমান তবে মনে করি অনুমান। মরিবে সকলে বুঝি বিনা জলপান ॥
গিরির শিখরে চড়ি চারি ধারে চায়। কৌতুক ধরণী গর্ত্তে দেখিবারে পায় ॥
চক্রবাক, বক, হংস বহু উড়ে যায়। অনেক বিহঙ্গ করে প্রবেশ তথায় ॥
গিরি অবরোহি তবে মারুতি আইল। সকল বানরগণে স্থান দেখাইল ॥
হনুমানে অগ্রে করি সকলে চলিল। বিলম্ব না করি সবে বিবরে পশিল ॥

দোঃ—গিয়ে দেখে মনোহর উপবন, প্রস্ফুটিত সরে বহু কঞ্জ।
সুন্দর মন্দির, তথা উপবিষ্ট হেরে এক নারী তপোপুঞ্জ ॥ ২৪

চৌঃ—দূর হতে সবে তাঁরে প্রণাম করিল। জিজ্ঞাসিলে সব নিজ বৃত্তান্ত কহিল ॥
জলপান কর, নারী কহিল তখন। নানাবিধ মিষ্ট ফল করহ ভক্ষণ ॥
স্নান করি মিষ্ট ফল করিয়া ভক্ষণ। তাহার নিকটে যবে কৈল আগমন ॥
তপস্বিনী তবে নিজ বৃত্তান্ত শুনায়। কহে এবে যাব আমি যথা রঘুরায় ॥
মুদিয়া নয়ন সবে ত্যজহ বিবর। পাইবে সীতারে শীঘ্র, শোক পরিহর ॥
নয়ন মুদিয়া তবে দেখে সব বীর। দাঁড়াইয়া আছে সবে সাগরের তীর ॥
তপস্বিনী গেল তবে যথা রঘুনাথ। চরণ কমলে গিয়া কৈল প্রণিপাত ॥
নানা ভাবে তপস্বিনী বিনয় করিল। কৃপা করি প্রভু অবিচলা ভক্তি দিল ॥

দোঃ—বদরী কাননে গেল তপস্বিনী, শিরে ধরি প্রভুর আদেশ।
হৃদয়ে ধরিয়া রাম পদযুগ, সেবে যাহা বিরিঞ্চি মহেশ ॥ ২৫

সম্পাতি মিলন।

হেথা কপিগণ মনে মনে বিচারিল। কাজ নাহি হল কিছু অবধি মিটিল ॥
সবে মিলে পরস্পর করে আলাপন। সীতার সন্ধান বিনে করি কি এখন ॥
অঙ্গদ কহিছে, নেত্রে বহে বারি ধার। উভয় প্রকারে মৃত্যু নিশ্চিত আমার ॥
সীতার সন্ধান নাহি পাইনু হেথায়। বধিবে নিশ্চয় ফিরে গেলে কপিরায় ॥
পিতৃবধ পরে প্রাণ লইত আমার। রাখিল শ্রীরাম যাঁরে দিল মম ভার ॥
অঙ্গদ কহিছে পুনঃ পুনঃ সব সনে। মরণ হইবে জানি নিঃসংশয় মনে ॥
অঙ্গদ বচন শুনি সব কপিবীর। কহিতে না পারে বাক্য, নেত্রে বহে নীর ॥
ক্ষণকাল সবে শোক মগন হইল। পুনঃ সবে হেন বাক্য কহিতে লাগিল ॥

সীতার সন্ধান নাহি মিলিলে কখন। ঘরে নাহি যাব যুবরাজ বিচক্ষণ॥
এতকহি সিন্ধুতটে করিল গমন। কুশ বিছাইয়া বসে সব কপিগণ॥
জাম্বুবান অঙ্গদের দুঃখ নিরখিয়া। কহে বাক্য সবিশেষ উপদেশ দিয়া॥
শ্রীরামে মানব বলি তাত নাহি জান। নির্গুণ অজিত ব্রহ্ম অজ করি মান॥
আমরা সেবক সব অতিবড় ভাগী। সতত সগুণ ব্রহ্মপদে অনুরাগী॥

দোঃ—আপন ইচ্ছায় অবতীর্ণ প্রভু, সুর, মহী, গো, দ্বিজ লাগিয়া।
সগুণ সাধক সঙ্গে রহে তাঁর, মোক্ষ সুখ লালসা ত্যজিয়া॥ ২৬

চৌঃ—এই মতে নানা কথা কহে পরস্পর। সম্পাতি শুনিল থাকি গুহার ভিতর॥
বাহিরে আসিয়া বহু কপি নিরখিল। বহু খাদ্য আজি মোরে জগদীশ দিল॥
আজি সবাকারে আমি করিব ভক্ষণ। বহুদিন অনাহারে যাইছে জীবন॥
বহুদিন খাই নাই ভরিয়া উদর। একবারে বহু আজি দিলেন ঈশ্বর॥
ভয়ে ভীত গৃধ্র বাক্য করিয়া শ্রবণ। সত্য জানিলাম এবে হইবে মরণ॥
গৃধ্রে দেখি ত্বরা উঠি চলে কপিগণ। জাম্বুবান অতিশয় চিন্তান্বিত মন॥
অঙ্গদ কহিল পুনঃ বিচারিয়া মনে। জটায়ুর সম ধন্য নাহিক ভুবনে॥
প্রাণ তেয়াগিল রাম কার্য্যের কারণ। মহাভাগ্যবান গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
শুনিয়া বিহঙ্গ বাণী হর্ষ শোকময়। নিকটে আসিল, কপি ভীত অতিশয়॥
তারে দেখি কপিগণ চলে পালাইয়া। নিবারিল খগ সবে শপথ করিয়া॥
কপিরে অভয় দিয়া সব জিজ্ঞাসিল। তাহারা সকল কথা তারে শুনাইল॥
ভ্রাতার সকল কার্য্য করিয়া শ্রবণ। রামের মহিমা বহু করিল বর্ণন॥

দোঃ—নিয়ে চল সিন্ধুতটে মোরে, দেই তিলাঞ্জলি তারে।
সহায়তা দিব বাক্যে আমি, পাবে, খুঁজিছ যাহারে॥ ২৭

চৌঃ—অনুজের ক্রিয়া করি সাগরের তীরে। নিজ কথা কহি শুনাইল কপিবীরে॥
আমরা যুগল ভ্রাতা প্রথম যৌবনে। রবির নিকটে উড়ি গেলাম গগনে॥
জটায়ু ফিরিল, তেজ সহিতে না পারি। নিকটে চলিনু আমি অভিমান করি॥
পক্ষ দগ্ধ হল, তেজ রবির অপার। ভূমিতে পড়িনু করি বিকট চিৎকার॥
চন্দ্রমা নামেতে এক মুনিবর ছিল। মোর দশা দেখি তার দয়া উপজিল॥
বহু ভাবে কৈলা মোরে জ্ঞান উপদেশ। দেহ অভিমান মোর হইল নিঃশেষ॥
মনুষ্য শরীর ব্রহ্ম ত্রেতাতে ধরিবে। নিশাচর পতি তার নারী হরে নিবে॥
তার অন্বেষণে প্রভু দূত পাঠাইবে। দরশনে তুমি তাঁর পবিত্র হইবে॥
উদ্গম হইবে পক্ষ চিন্তা না করিও। কপিগণে সীতা তুমি দেখাইয়া দিও॥
মুনির বচন সত্য হল এতদিনে। মম বাক্য শুনি কার্য্য করহ এক্ষণে॥
লঙ্কাগড় শোভে গিরি ত্রিকূট উপরে। নির্ভয়ে রাবণ বসে তাহার শিখরে॥
তথায় অশোক বন বিরাজে যথায়। শোক মগ্না সীতা আছে বসিয়া তথায়॥

দোঃ—তোমরা পার না, দেখিতেছি আমি, দৃষ্টি শক্তি গৃধ্রের অপার।
বৃদ্ধ নাহি হলে করিতাম আমি কিছু কিছু সাহায্য তোমার ॥ ২৮

চৌঃ—যে লঙ্ঘিতে পারে শত যোজন সাগর। করিবে সে রামকার্য্য বুদ্ধির আকর ॥
আমারে দেখিয়া ধৈর্য্য করহ ধারণ। রামের কৃপাতে দেহ হইল কেমন ॥
পাপীও স্মরিয়া হৃদে শ্রীনাম যাঁহার। অপার সংসার সিন্ধু হয়ে যায় পার ॥
তোমরা তাঁহার দূত ভয় পরিহরি। উপায় করহ রামে হৃদয়েতে ধরি ॥
এত কহি গৃধ্র যবে, গরুড়, চলিল। তাহাদের মনে অতি বিস্ময় হইল ॥
নিজ নিজ বল সবে কহিতে লাগিল। সিন্ধু লঙ্ঘিবারে সবে সংশয় রাখিল ॥
বৃদ্ধ হইলাম তবে কহিল ঋক্ষেশ। প্রথম বলের এবে নাহি লব লেশ ॥
ত্রিবিক্রম রূপ যবে ধরিল খরারি। তরুণ যৌবন ছিল, দেহে বল ভারী ॥

দোঃ—বলিরে বাঁধিতে প্রভু, দেহ বাড়াইল যত, কহন না যায়।
দুই দণ্ড মাঝে ধেয়ে করিলাম সাত বার প্রদক্ষিণ তাঁয় ॥ ২৯

চৌঃ—অঙ্গদ কহিল পারি সিন্ধু লঙ্ঘিবার। হৃদয়ে সংশয় কিছু ফিরিতে আবার ॥
জাম্বুবান কহে পার সব করিবারে। কেমনে পাঠাই বল নায়ক তোমারে ॥
ঋক্ষপতি কহে তবে শোন হনুমান। চুপ করে বসে আছ কেন বলবান ॥
পবন তনয় বল পবন সমান। বিবেক সহিত বুদ্ধি বিজ্ঞান নিধান ॥
কঠিন করম কোন্ আছে এ ভুবন। নাহি পার যাহা তুমি করিতে সাধন ॥
রাম কার্য্য লাগি হল তব অবতার। শুনিতেই হল হনু পর্ব্বত আকার ॥
কনক বরণ তেজ পূর্ণ কলেবর। গিরিরাজ সম যেন অপর ভূধর ॥
সিংহনাদ করি হনু কহে বার বার। অনায়াসে উল্লঙ্ঘিব লবণ পাথার ॥
সহায় সহিত বধ করি দশাননে। ত্রিকূট উপাড়ি নিয়া আসিব এখানে ॥
তোমারে জিজ্ঞাসা মুই করি জাম্বুবান। করহ আমারে সমুচিত শিক্ষাদান ॥
এইমাত্র তাত তুমি করহ যাইয়া। সীতার সন্ধান নিয়ে কহিবে আসিয়া ॥
তবে নিজ ভুজবলে রাজীব লোচন। কৌতুক লাগিয়া সঙ্গে নিয়ে কপিগণ ॥

ছঃ—কপি সেনা সঙ্গে করি, নিশাচর বধি, রাম সীতারে আনিবে।
পবিত্র সুযশ, সুর নারদাদি মুনি, ত্রিলোকে ঘোষিবে ॥
শুনিয়া গাহিয়া, কহি বুঝাইয়া যাহা নর পরাগতি পাবে।
রঘুবীর পাদ পদ্ম মধুকর দীন দাস তুলসী শুনাবে ॥

দোঃ—ভবৌষধি রঘুনাথ যশ, গাবে যেবা নর নারী।
তাহার সকল মনোরথ সিদ্ধ করিবে পুরারী ॥ ৩০ক
নীল শতদল শ্যামতনু শোভা কামশত কোটির অধিক।
শোন তাঁর যশোগান যার নাম সব অঘ খগের বধিক ॥ ৩০খ

রামচরিতের কথা অমৃত লহরী।
বীর কহে শুনি নর যাবে ভব তরি ॥

ইতি শ্রীরামচরিত মানসের সকল কলি কলুষ নাশন কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত।

ওঁ গুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীসীতারামো বিজয়তেতরাম্

বাংলা রামচরিত মানস

সুন্দরকাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

শ্লোকঃ—শাশ্বত অনঘ অপ্রমেয় শান্তরূপ। ব্যাপক নির্ব্বাণ শান্তি দায়ক অনুপ ॥
রামাখ্য জগদীশ্বর বেদান্তে বর্ণিত। সুর গুরু, শম্ভু অজ ফণীন্দ্র সেবিত ॥
মায়া নররূপী হরি করুণা আকর। প্রণমি ভূপাল চূড়ামণি রঘুবর ॥
অন্যস্পৃহা নাহি রাম হৃদয়ে আমার। সত্য কহি অন্তরাত্মা তুমি সবাকার ॥
অচলা ভকতি দেও রঘুকুল মণি। হৃদয় কামাদিহীন কর কৃপাখনি ॥

অতুলিত বলধাম, দেহ স্বর্ণ শৈলের আকার।
দনুজ কানন বহ্নি, অগ্রগণ্য সকল জ্ঞাতার ॥
নিখিল গুণের খনি, শাখামৃগ যূথ অধিপতি।
রঘুবীর বরদূত বায়ু, সুত তোমাকে প্রণতি ॥ ৩

সাগর লঙ্ঘন।

চৌঃ—জাম্বুবান বাক্যাবলী অতি মনোহর। শুনিয়া লাগিল হনুমানের সুন্দর ॥
তদবধি থাক ভাই মম পথ চেয়ে। দুঃখ সহ্য করি কন্দ মূল ফল খেয়ে ॥
যদবধি ফিরি, করি সীতাকে দর্শন। কার্য্য সিদ্ধি সুনিশ্চয় ; সুপ্রসন্ন মন ॥
এতকহি সবাকারে করি প্রণিপাত। আনন্দে চলিল হৃদে ধরি রঘুনাথ ॥
সিন্ধু তীরে শোভে এক সুন্দর ভূধর। চড়িল হেলায় লম্ফে তাহার উপর ॥
বার বার রঘুবীরে করিয়া স্মরণ। মহাবেগে লম্ফ দিল পবন নন্দন ॥
রাখিল শৈলেতে যেই পদ হনুমান। ত্বরিত করিল গিরি পাতালে প্রস্থান ॥
অমোঘ যেমতি রঘুনায়কের বাণ। তেমতি অমোঘ গতি চলে হনুমান ॥
জলনিধি রঘুপতি দূত বিচারিয়া। কহিল মৈনাকে যাও শ্রম হর গিয়া ॥

দোঃ—করে স্পর্শ করি তারে হনু পুনঃ করিল প্রণাম।
নাহি সমাপিয়া রামকার্য্য মোর কোথায় বিশ্রাম ॥ ১

চৌঃ—দেবগণ দেখে লঙ্কা যায় হনুমান। লইতে বাসনা বল বুদ্ধির প্রমাণ ॥
সুরসা নামেতে অহিগণের জননী। পাঠাইলা, আসি কহে হনুরে অমনি ॥

আজ দিল দেবগণ আমারে আহার। শুনিয়া কহিল বাক্য পবন কুমার ॥
রাম কার্য্য করি আমি ফিরিয়া আসিব। সীতার সন্ধান পুনঃ প্রভুরে কহিব ॥
তখন আসিয়া তব পশিব বদনে। সত্য কহি যেতে মোরে দেও মা এখনে ॥
কোনো মতে হনুমানে যেতে নাহি দিবে। হনু কহে মোরে নাহি গ্রাসিতে পারিবে ॥
যোজন প্রমাণ কৈলা বদন বিস্তার। দেহ বাড়াইল কপি দ্বিগুণ তাহার ॥
ষোড়শ যোজন মুখ সুরসা করিল। পবন নন্দন ত্বরা বত্রিশ হইল ॥
যেমন যেমন মুখ সুরসা বাড়ায়। তাহার দ্বিগুণ রূপ মারুতি দেখায় ॥
শতেক যোজন যেই বদন করিল। অতিশয় ক্ষুদ্ররূপ মারুতি ধরিল ॥
বদনে প্রবেশি পুনঃ বাহিরে আসিয়া। বিদায় মাগিল হনু তাহে প্রণমিয়া ॥
আমারে দেবতা বৃন্দ যেহেতু প্রেরিল। বুদ্ধি বল মর্ম্ম তব সকল পাইল ॥

দোঃ—সাধিবে রামের কার্য্য, তুমি বল বুদ্ধির নিধান।
সুরসা চলিল আশিসিয়া, হর্ষে চলে হনুমান ॥ ২

চৌঃ—নিশাচরী এক সিন্ধু মাঝে বাস করে। বিমানে বিহঙ্গ উড়ে মায়া করি ধরে ॥
জীবজন্তু যত যায় গগনে উড়িয়া। জল মাঝে তার প্রতিচ্ছায়া নিরখিয়া ॥
ধরে ছায়া, নাহি পারে উড়িতে গগনে। এইরূপে ধ'রে খায় বহু খগ গণে ॥
সেই ছল হনুমান সহিত করিল। তাহার কপট কপি সত্বর বুঝিল ॥
তাহাকে মারিয়া বায়ু সুত মহাবীর। সাগরের পরপারে গেল মতি ধীর ॥
তথায় যাইয়া দেখে কাননের শোভা। ভ্রমর গুঞ্জরে কত তাহে মধুলোভা ॥
নানা তরু ফল ফুলে শোভিছে সুন্দর। খগমৃগ বৃন্দ দেখি লাগে মনোহর ॥
বিশাল ভূধর এক সম্মুখে দেখিয়া। লম্ফ দিয়া চড়ে শিরে ভয় তেয়াগিয়া ॥
কপির মহিমা নহে ইহাতে প্রচুর। প্রতাপ জানিবে কাল ভক্ষক প্রভুর ॥
গিরি পরে চড়ি লঙ্কা করিল দর্শন। বিষম দুর্গম দুর্গ না হয় বর্ণন ॥
অতীব উত্তুঙ্গ, জল নিধি চারিপাশ। কনক প্রাচীর সমুজ্জ্বল পরকাশ ॥

ছঃ—কনক প্রাচীরে শোভে নানা মণিগণ। সুন্দর তাহার মধ্যে বহু আয়তন ॥
বাজার চৌরাস্তা হাট বীথি সুপ্রচুর। বিবিধ বিধানে সুরচিত চারু পুর ॥
কুঞ্জর তুরঙ্গ আর খচ্চর নিকর। স্যন্দন বরূথ, অগণিত পদচর ॥
বহুরূপ নিশাচর যূথ বলবান। মহাবল সৈনিকের কে করে বাখান ॥
কুসুম উদ্যান বন বাগ উপবন। কূপ সরোবর পুষ্করিণী সুশোভন ॥
গন্ধর্ব্ব দেবতা নর নাগ কন্যাগণ। রূপ মনোহর মুনি মন বিমোহন ॥
বিরাট শরীর অতিবল মল্লগণ। ভূধর আকার কোথা করিছে গর্জ্জন ॥
নানা আখড়ায় মল্ল যোদ্ধা অগণন। পরস্পর সহ যোঝে করিয়া তর্জ্জন ॥
ভয়ঙ্কর তনু কোটি যোদ্ধা সমুদয়। নগরের চারিধার যতনে রক্ষয় ॥
মহিষ মানুষ ধেনু যাহা যথা পায়। খর অজ, খল নিশাচর ধরি খায় ॥

সংক্ষেপে তুলসীদাস এসব কারণ। নগরের কথা কিছু করিল বর্ণন॥
রঘুবীর শর-তীর্থে শরীর ত্যজিয়া। অবশ্য যাইবে সবে সুগতি পাইয়া॥
দোঃ—নগর রক্ষক বহু, দেখি কপি ভাবিল অন্তরে।
অতি লঘুরূপ ধরি নিশিযোগে পশিব নগরে॥ ৩

চৌঃ—মশক সমান রূপ করিয়া ধারণ। লঙ্কা চলে করি নর হরির স্মরণ॥
লঙ্কিনী নামেতে এক ঘোর নিশাচরী। কহে কোথা যাও মোরে অনাদর করি॥
রহস্য জাননা বুঝি খল মতি মোর। আমার আহার যত লঙ্কাপুর চোর॥
মুষ্টির আঘাত এক লঙ্কিনীরে দিল। রুধির বমন করি ধরাতে পড়িল॥
সাগালিয়া উঠি পুনঃ লঙ্কিনী তখন। জোড় করে ভয়ে কহে বিনয় বচন॥
বর দিয়ে রাবণেরে চলিলা যখন। বিরিঞ্চি লক্ষণ মোরে কহিলা তখন॥
বিকল করিবে যবে কপির প্রহার। তখন জানিও হবে রাক্ষস সংহার॥
সুকৃতি সঞ্চিত ছিল মম বহুতর। রামদূত হল মোর নয়ন গোচর॥
দোঃ—স্বর্গ অপবর্গ সুখ যদি ধর তুলা এক অঙ্গে।
সবেমিলে নহে সমতুল, যত সুখ সাধু সঙ্গে॥ ৪

চৌঃ—নগরে পশিয়া তাত কর সব কাজ। অযোধ্যা নৃপতি রাখি হৃদয়ের মাঝ॥
রিপু মিত্র হয়, সুধা সদৃশ গরল। সাগর গোস্পদ সম, পাবক শীতল॥
সুমেরু রেণুর সম লঘু হয়ে যায়। শ্রীরাম যাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টে চায়॥
অতি লঘুরূপ তবে ধরি হনুমান। পশিল লঙ্কায় হৃদে স্মরি ভগবান॥
মন্দির মন্দির প্রতি করি অন্বেষণ। যথা তথা দেখে মহা যোদ্ধা অগণন॥
প্রবেশিল দশানন মন্দির মাঝারে। অতীব বিচিত্র কেহ বর্ণিতে না পারে॥
রাবণে শায়িত তথা দেখে হনুমান। মন্দিরে সীতার নাহি পাইল সন্ধান॥
সুন্দর ভবন এক হইল গোচর। হরির মন্দির তথা শোভে স্বতন্তর॥
দোঃ—রামায়ুধ চিহ্ন গৃহে, কত শোভা কহা নাহি যায়।
নবীন তুলসী-বৃন্দ দেখি তথা, হর্ষে কপিরায়॥ ৫

চৌঃ—লঙ্কাপুরে নিশাচর নিকর নিবাস। কেমনে হইল হেথা সজ্জনের বাস॥
মনে মনে তর্ক কপি করিবারে লাগে। হেন কালে নিদ্রা হতে বিভীষণ জাগে॥
রাম নাম বিভীষণ করিছে স্মরণ। আনন্দিত হনুমান জানিয়া সজ্জন॥
এর সঙ্গে স্ব ইচ্ছায় হব পরিচিত। সজ্জন কদাপি নাহি করিবে অহিত॥
বিপ্ররূপ ধরি হনু বাক্য উচ্চারিল। বিভীষণ শুনি কানে তথায় আসিল॥
প্রণাম করিয়া তারে জিজ্ঞাসে কুশল। কহিতে বলিল বিপ্রে বৃত্তান্ত সকল॥
হরিদাস গণ মাঝে হবে বুঝি কেহ। দেখিয়া হৃদয়ে অতি উপজিল স্নেহ॥
কিম্বা তুমি রাম, দীন জনে অনুরাগী। আসিলে করিতে মোরে অতি বড় ভাগী॥
দোঃ—তবে হনুমান কহে সব রাম কথা সহ আপনার নাম।
শুনিয়া দোঁহার তনু পুলকিত, মন মগ্ন স্মরি গুণ গ্রাম॥ ৬

চৌঃ—শুনহ পবন সুত লঙ্কাপুরে বাস। দন্ত মধ্যে জিহ্বা সম, সদা মনে ত্রাস॥
কভু কি জানিয়া নাথ আমারে অনাথ। করিবেন কৃপা আসি ভানুকুল নাথ॥
তামস শরীরে কোন না হয় সাধন। চরণ সরোজে প্রীতি নাহি জানে মন॥
এবে হনুমান মম আশান্বিত মন। হরি কৃপা বিনে নাহি মিলয় সজ্জন॥
রঘুবীর অনুগ্রহ আমারে করিলা। জোর করি তাই তুমি দরশন দিলা॥
শুন বিভীষণ মোর প্রভুর সুরীতি। অনুক্ষণ করে সেবকের প্রতি প্রীতি॥
কহ দেখি আমি কোন্ পরম কুলীন। মর্কট চপল মতি, সববিধি হীন॥
প্রাতঃ কালে নাম লয় যেদিন আমার। সেদিন নাহিক মিলে আহার তাহার।

দোঃ—এমন অধম আমি, শোন সখে মম পরে প্রভু রঘুবীর।
করেন করুণা সদা, গুণস্মরি তুনয়নে ঝরে আঁখিনীর॥ ৭

চৌঃ—জানিয়াও হেন স্বামী হইয়া বিস্মৃত। ফেরে যেবা কেন নাহি হইবে দুঃখিত॥
এভাবে কহিতে দোঁহে রামগুণ গ্রাম। পাইল হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব বিশ্রাম॥
পুনঃ বিভীষণ সব কথা শুনাইল। যেভাবে জনক সুতা তথায় রহিল॥
তবে হনুমান কহে শোন বাক্য ভ্রাতা। দেখিবারে অভিলাষ শ্রীজানকী মাতা॥
সকল উপায় বিভীষণ শুনাইল। বিদায় লইয়া বায়ু নন্দন চলিল॥
ধরি লঘু কপি রূপ পুনঃ চলিল সেখানে। অশোক কাননে সীতা রহিল যেখানে॥
দেখি মনে মনে মাকে করিল প্রণাম। রজনী তখন গত হল এক যাম॥
কৃশতনু শিরে জটাভার একবেণী। হৃদয়ে জাগিছে রঘুপতি গুণ শ্রেণী॥

দোঃ—পদনখে রাখি নেত্র, রাম পাদ পদ্মে করি মন নিমগন।
জানকীরে দেখি দীন অতিশয়, দুঃখী হল পবন নন্দন॥ ৮

সীতা হনুমান সম্বাদ

চৌঃ—বিটপী পল্লব মাঝে রহে লুক্কায়িত। কি করি উপায় ভাবি হনু চিন্তান্বিত॥
সেই অবসরে তথা আসিল রাবণ। সঙ্গে বহু নারী বেশ ভূষা বিমোহন॥
বহু ভাবে খল জানকীরে বুঝাইল। সাম, দান, ভেদ কহি ভয় দেখাইল॥
কহিল রাবণ শুন চতুরে সুন্দরি। যত রাণী আছে মোর সহ মন্দোদরী॥
তব অনুচরী হবে প্রতিজ্ঞা আমার। কৃপাদৃষ্টি আমা পানে কর একবার॥
কহিল বৈদেহী তৃণ আড়াল করিয়া। হৃদয়ে অযোধ্যাপতি প্রেমিকে স্মরিয়া॥
শোন দশানন কভু খদ্যোত প্রকাশ। পারে কি করিতে শতদলের বিকাশ॥
জানকী কহিল মনে বুঝহ এমন। না জান স্বভাব রঘুবরের কেমন॥
শূন্য গৃহ হতে হরি আনিলি আমারে। অধম নির্লজ্জ লাজ নাহি একেবারে॥

সোঃ—নিজেরে খদ্যোত সম, রামে শুনি ভাস্কর সমান।
তীব্র বাক্য শুনি, অসিলয়ে, কহে কোপে কম্পমান॥ ৯

চৌঃ—সীতা তুমি করিয়াছ মোর অপমান। শির কাটি লব নিয়ে কঠোর কৃপাণ॥
মম বাক্য যদি নাহি শীঘ্র করি মান। হারাবে জানিও ধ্রুব তোমার পরাণ॥

শ্যাম কমলের মালা সমান শোভন। প্রভু ভুজ করিশুণ্ড সম দশানন॥
সেই ভুজ কণ্ঠে, কিম্বা তব অসি ঘোর। শোন শঠ সত্য সত্য সত্য পণ মোর॥
চন্দ্রহাস হর মোর পরিতাপ যত। রঘুপতি বিরহের অনল সঞ্জাত॥
শীতল সুতীক্ষ্ণ অসিবর তব ধার। কহে সীতা শীঘ্র হর মম দুঃখভার॥
শুনিয়া বচন তবে মারিতে ধাইল। ময়সুতা কহি নীতি তারে বুঝাইল॥
সব নিশাচরী ডাকি কহিল রাবণ। সীতারে করহ বহু ভয় প্রদর্শন॥
এক মাস মধ্যে যদি কথা নাহি মানে। কৃপাণ খুলিয়া তারে বধিব পরাণে॥

দোঃ—ভবনে চলিল দশানন, হেথা নিশাচরী গণ।
সীতারে দেখায় ভয় ধরি বহু মূরতি ভীষণ॥

চৌঃ—ত্রিজটা নামেতে নিশাচরী ছিল এক। রাম পাদপদ্মরত উজ্জ্বল বিবেক॥
সকলে ডাকিয়া নিজ স্বপ্ন শুনাইল। সীতা সেবি নিজ হিত সাধিতে বলিল॥
স্বপনে দেখিনু লঙ্কা বানর দহিল। যাতুধান সেনা সব সমরে নাশিল॥
গর্দ্দভে আরূঢ় নগ্ন রাজা দশশীষ। মুণ্ডিত মস্তক দ্বিখণ্ডিত ভুজ বিশ॥
এরূপে দক্ষিণ দিকে করিছে গমন। পাইল লঙ্কার রাজ্য ভাই বিভীষণ॥
জয় জয় রঘুবীর ধ্বনিছে নগরে। তবে প্রভু পাঠাইল জানকীর তরে॥
এই স্বপ্ন কহি আমি করিয়া বিচার। সত্য হবে হলে গত দিন চারি আর॥
তাহার বচন শুনি সবে ভীত মনে। জনকসুতার তবে পড়িল চরণে॥

দোঃ—যথা তথা গেল সবে, সীতা ভাবে ব্যাকুল অন্তর।
মারিবে আমাকে, হলে মাস গত, মন্দ নিশাচর॥ ১১

চৌঃ—ত্রিজটার সনে সীতা কহে করজোড়। শোন মাতঃ সঙ্গী তুমি বিপদেতে মোর॥
ত্যজিব পরাণ শীঘ্র করহ উপায়। দুঃসহ বিরহ আর সহা নাহি যায়॥
কাষ্ঠ আন চিতা সখি করহ রচন। সংযোগ করহ তাহে শীঘ্র হুতাশন॥
সত্য ভালবাস মোরে করহ প্রমাণ। শূলসম বাক্য যেন না শোনে এ কান॥
বচন শুনিয়া পদ ধরিয়া বুঝায়। প্রভুর প্রতাপ বল কহিয়া শুনায়॥
নিশিতে অনল কোথা মিলে সুকুমারি। এত কহি গৃহে নিজ পশে নিশাচরী॥
সীতা কহে বিধি মোরে হল প্রতিকূল। না মিলে পাবক মম নাহি মেটে শূল॥
গগনে অঙ্গার কত করি দরশন। এক তারা নাহি করে ভূমে আগমন॥
অগ্নিময় শশী অগ্নি না করে বর্ষণ। হত ভাগী জানি মোরে হেন লয় মন॥
শুনহ বিনয় মোর বিটপী অশোক। নিজ নাম সত্য কর, হর মোর শোক॥
নব কিশলয় তব অনল সমান। অগ্নি দিয়ে রোধ কর বিরহ-নিদান॥
পরম বিরহাকুল সীতারে দেখিয়া। ক্ষণ কাটে কল্প সম কপির বসিয়া॥

সোঃ—হৃদয়ে বিচার করি কপি দিল মুদ্রিকা ফেলিয়া।
অশোক অঙ্গার ভাবি হর্ষে সীতা নিলা উঠাইয়া॥ ১২

চৌঃ—মুদ্রিকা দেখিয়া তবে সীতা মনোহর। রাম নামাঙ্কিত তাহে অতীব সুন্দর॥

চকিত দেখিছে সীতা, মুদ্রিকা চিনিয়া। হর্ষে দুঃখে ওঠে চিত্ত আকুল হইয়া ॥
অজেয় সমরে, কেবা জিনে রঘুরায়। মায়াতে মুদ্রিকা হেন রচা নাহি যায় ॥
বিবিধ বিচার সীতা করে মনে মন। হনুমান মিষ্ট বাক্যে বলিল তখন ॥
শ্রীরাম চন্দ্রের গুণ বর্ণিতে লাগিল। শুনিয়া সীতার দুঃখ অচিরে মিটিল ॥
কর্ণ তুলি মন দিয়া শুনিতে লাগিল। আদি হতে সব কথা কহি শুনাইল ॥
কর্ণের অমৃত সম কথা বিবরিলা। কেবা কহ কেন নাহি প্রকট হইলা ॥
তবে হনুমান গেল নিকটে চলিয়া। বিস্মিত হইয়া সীতা বসিল ফিরিয়া ॥
ওহে মাতঃ আমিদূত প্রভু শ্রীরামের। শপথ করিয়া কহি কৃপা নিধানের ॥
জননী, মুদ্রিকা আমি কৈনু আনয়ন। দিলা প্রভু তব অবগতির কারণ ॥
নর বানরের যোগ হইল কেমনে। কহি বুঝাইল হনু ঘটিল যেমনে ॥

দোঃ—কপির সপ্রেম বাক্য শুনি মনে হইল বিশ্বাস।
জানিল, হইবে কায় মনো বাক্যে কৃপাসিন্ধু দাস ॥ ১৩

চৌঃ—হরিজন জানি প্রীতি হৃদয়ে বাড়িল। সজল নয়ন অঙ্গে পুলক ছাইল ॥
ডুবিতে বিরহ জলধিতে হনুমান। হইলে আমার তাত সম জলযান ॥
কুশল কহহ এবে, যাই বলিহারি। অনুজ সহিত ভাল আছেন খরারি ॥
কোমল হৃদয় কৃপাময় রঘুরায়। কিবা হেতু কপি এবে নিঠুর আমায় ॥
স্বভাবতঃ সেবকের আনন্দ বর্দ্ধন। কভু কি করেন রঘুনায়ক স্মরণ ॥
কখন নয়ন মম শীতল হে তাত। হইবে দেখিয়া শ্যাম সুকোমল গাত ॥
বচন না সরে নেত্রে আসে বারি ভরি। অহহ আছেন নাথ সম্পূর্ণ বিসরি ॥
বিরহ ব্যাকুল সীতা করি দরশন। কহিল মর্কট মৃদু বিনীত বচন ॥
আছেন কুশলে প্রভু অনুজ সমেত। তব দুঃখে দুঃখী মাতঃ করুণা নিকেত ॥
জননি, হৃদয়ে যেন দুঃখ নাহি কর। দ্বিগুণ প্রেমিক তোমা হতে রঘুবর ॥

দোঃ—শ্রীরাম সন্দেশ এবে শুন মাতঃ, মনে ধরি ধীর।
এত কহি, কপি কণ্ঠ গদগদ, নেত্রে বহে নীর ॥ ১৪

চৌঃ—রাম কহে সীতা তব বিরহ অনলে। বিপরীত হল এবে আমারে সকলে ॥
নব কিশলয় দহে যেমন কৃশানু। কাল নিশি সম নিশি, শশী যেন ভানু ॥
কমল বিপিন কুন্ত বনের মতন। বারিদ বরষে তপ্ত তৈল ভাবে মন ॥
হিত কারী ছিল যারা করে জ্বালাতন। ভুজঙ্গ শ্বাসের সম ত্রিবিধ পবন ॥
কহিলে দুঃখের কথা কিছু কম হয়। কারে কহি বুঝিবার পাত্র কেহ নয় ॥
প্রেমের রহস্য সীতে আমাদোঁহাকার। জানে প্রিয়ে এক মাত্র হৃদয় আমার ॥
সেই মন সদা রহে তব সন্নিধান। এতেই জানিবে প্রীতি রসের সন্ধান ॥
বৈদেহী শুনিল যবে প্রভুর সন্দেশ। প্রেমমগ্ন মন নাহি দেহের উদ্দেশ ॥
কহে কপি হৃদয়েতে ধৈর্য্য ধর মাতা। স্মরিয়া শ্রীরামে সেবকের সুখদাতা ॥
হৃদয়ে আনহ রঘুপতির প্রভুতা। মম বাক্য শুনি ত্যজ নিজ কাতরতা ॥

দোঃ—পতঙ্গের প্রায় নিশাচর দল, রঘুপতি সায়ক অনলে।
জননী হৃদয়ে ধৈর্য্য ধর, ভস্ম হবে জেনো রাক্ষস সকলে॥ ১৫

চৌঃ—রঘুবীর যদি তব সন্ধান পাইত। উদ্ধারিতে কভু নাহি বিলম্ব করিত॥
রাম বাণ রবি হলে জানকি উদয়। তম সম কোথা রহে রাক্ষস নিচয়॥
এখনি তোমারে মাতঃ নিয়ে যেতে পারি। প্রভুর আদেশ নাই, দোহাই খরারি॥
কতক দিবস আর মাতা ধর ধীর। কপিগণ সহ আসিবেন রঘুবীর॥
রাক্ষস নিধন করি তোমা নিয়ে যাবে। নারদাদি তিন লোকে যশো গাথা গাবে॥
সব কপি কিবা পুত্র তোমার সমান। যাতুধান বীরগণ অতি বলবান॥
আমার হৃদয়ে জাগে পরম সন্দেহ। শুনিয়া প্রকট কপি কৈলা নিজ দেহ॥
কনক ভূধর সম কপির শরীর। সমরে ভীষণ অতিশয় বলবীর॥
সীতার মনেতে তবে ভরসা হইল। লঘুরূপ পুনঃ বায়ু নন্দন ধরিল॥

দোঃ—শোন মাতঃ শাখা মৃগ মোরা যত, নহি বুদ্ধি বলেতে বিশাল।
প্রভুর প্রতাপে গরুড়েরে খায় অতিশয় লঘুতম ব্যাল॥ ১৬

চৌঃ—সন্তোষ হইল শুনি কপির বচন। ভকতি প্রতাপ তেজ বলের মিশ্রণ॥
রাম প্রিয় জানি কৈলা আশিস প্রদান। হও তাত সব বল শীলের নিধান॥
অজর অমর গুণ নিধি সুত হবে। রঘুনাথ সদা স্নেহ তোমারে করিবে॥
করিবেন কৃপা প্রভু করিয়া শ্রবণ। নির্ভর প্রেমেতে হনু হইল মগন॥
বার বার পদতলে শির নোয়াইয়া। বচন কহিল পুনঃ দুকর জুড়িয়া॥
এবে কৃত কৃত্য আমি হইলাম মাতঃ। আশিস অমোঘ তব জগতে বিখ্যাত॥
সুন্দর দেখিয়া ফল বৃক্ষে লম্বমান। ক্ষুধার্ত্ত হইনু বড় কহে হনুমান॥
সীতা কহে শোন সুত রক্ষিতে কানন। পরম সুযোদ্ধা আছে নিশাচর গণ॥
তাহাদের লাগি মাতা নাহি মোর ভয়। সুপ্রসন্ন যদি হয় তোমার হৃদয়॥

দোঃ—নিপুণ বুদ্ধিতে বলে দেখি কপি, সীতা কহে যাও।
রঘুপতি পদ হৃদে ধরি তাত মিষ্ট ফল খাও॥ ১৭

লঙ্কা দাহ।

চৌঃ—সীতা পদে প্রণমিয়া বাগানে পশিল। ফল খেয়ে হনু বৃক্ষ ভাঙ্গিতে লাগিল॥
বহু যোদ্ধা ছিল বন রক্ষক তথায়। কতক মারিল, কেহ নৃপ পাশে ধায়॥
কহে কপি আসি এক ভীষণ আকার। অশোক বাটিকা তব করিছে উজাড়॥
ফল খায় আর বৃক্ষ ধরিয়া উপাড়ে। রক্ষীগণ মর্দ্দি মর্দ্দি ভূমিতে আছাড়ে॥
বহু যোদ্ধা পাঠাইল শুনিয়া রাবণ। হনুমান সৈন্য দেখি করয় গর্জ্জন॥
সকল রজনীচর কপি সংহারিল। আধমরা কেহ কেহ চীৎকার করিল॥
পুনঃ পাঠাইলা রাজা অক্ষয় কুমার। চলিল সঙ্গেতে লয়ে সুযোদ্ধা অপার॥
আসিছে দেখিয়া কপি তরু ধরি তর্জ্জে। নিপাতি তাহারে পুনঃ মহাধ্বনি গর্জ্জে॥

দোঃ—কতক বধিল মর্দ্দি, কিছু কৈল কপি পুনঃ ধূলির সমান।
চীৎকার করিয়া ফিরে যায় কিছু, কহে কপি অতি বলবান॥ ১৮

চৌঃ—সুত বধ শুনি হল রাবণ কুপিত। বলবান মেঘনাদে পাঠাল ত্বরিত॥
মারিওনা যেন সুত বাঁধিবে তাহাকে। দেখিব আসিল কপি কোন্ দেশ থেকে॥
অতুলিত মহাযোদ্ধা চলে ইন্দ্রজিৎ। ভ্রাতৃবধ শুনি মহা হইয়া কুপিত॥
দারুণ আসিছে যোদ্ধা দেখি হনুমান। কট কট করি গর্জ্জি হল ধাবমান॥
অতীব বিশাল এক তরু উপাড়িল। লঙ্কেশ কুমারে কপি বিরথ করিল॥
মহা যোদ্ধা যত জন ছিল তার সঙ্গে। ধরি ধরি কপি সবে মর্দ্দে নিজ অঙ্গে॥
নিপাতি সৈনিক ভিরে মেঘনাদ সনে। যুগল কুঞ্জর যুদ্ধ করে লয় মনে॥
মুষ্ট্যাঘাত করি উঠে তরু পরে গিয়া। মেঘনাদ ক্ষণতরে পড়ে মূরছিয়া॥
মেঘনাদ উঠি বহু মায়া প্রকটিল। প্রভঞ্জন সুতে তবু জিনিতে নারিল॥

দোঃ—ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান কৈল, দেখি কপি করিল বিচার।
না মানিলে ব্রহ্মশর, মিটিবেক মহিমা অপার॥ ১৯

চৌঃ—মেঘনাদ হনুমানে ব্রহ্মাস্ত্র মারিল। পড়িবার কালে বহু সৈন্য সংহারিল॥
বুঝিল রাক্ষস কপি মূর্চ্ছিত হইল। নাগপাশে বাঁধি তারে লইয়া চলিল॥
শুনিয়া যাঁহার নাম শুনহ ভবানি। সংসার বন্ধন কাটে যত মুনি জ্ঞানী॥
তাঁর দূত পড়ে কভু বন্ধন দশায়। প্রভু কার্য্য লাগি কপি আপনি বাঁধায়॥
কপির বন্ধন শুনি নিশাচর ধায়। কৌতুকের লাগি নিয়া চলিল সভায়॥
দশানন সভা কপি কৈলা দরশন। সাধ্য নাহি মহিমার করিতে বর্ণন॥
করজোড়ে সুরগণ দিশপ বিনীত। ভ্রূভঙ্গী নিরখে সবে হয়ে ভয় ভীত॥
দেখিয়া প্রতাপ শঙ্কা নাহি কপি মনে। গরুড় নিঃশঙ্ক যথা দেখি অহিগণে॥

দোঃ—বিলোকিয়া কপি, দশানন হাসি কহিল দুর্বাদ।
সুত বধ মনে স্মরি হৃদে পুনঃ জাগিল বিষাদ॥ ২০

চৌঃ—কহিল লঙ্কেশ কপি তুই কোথাকার। কার বলে বন মোর করিলি উজাড়॥
মোর নাম বুঝি কভু না শুনিলি কানে। একান্ত নিঃশঙ্ক শঠ মোর বিদ্যমানে॥
কোন্ অপরাধে বধ কৈলি নিশাচর। কহ শঠ নাহি তোর মরিবার ডর॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এই শুনহ রাবণ। যাঁর শক্তি পেয়ে মায়া করিল সৃজন॥
যাঁর বলে দশানন সহস্র আনন। গিরি বন সহ করে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ॥
যাঁর বলে বিধি বিষ্ণু শঙ্কর রাবণ। চরাচর করে সৃষ্টি সংহার পালন॥
বিবিধ শরীর ধরি করে সুরে ত্রাণ। তোমা হেন শঠে পুনঃ করে শিক্ষাদান॥
কঠিন শিবের ধনু করিয়া ভঞ্জন। নৃপদল মদ যেবা করিলা মর্দ্দন॥
বিরাধ দূষণ খর মহাবলী বালী। বধিল সকলে যেবা অতি বলশালী॥

দোঃ—করিলা বিজয় চরাচর পেয়ে বল লেশ যাঁর।
তাঁর দূত মুই হরিয়াছ প্রিয় রমণী যাঁহার॥ ২১

চৌঃ—অবগত আমি তব প্রভুতা কেমন। সহস্র বাহুর সনে করেছিলে রণ॥
বালি সনে করি রণ সুযশ লভিলা। কপির বচন শুনি হাসি উড়াইলা॥
ক্ষুধার কারণ ফল করিনু ভক্ষণ। কপির স্বভাবে ভাঙ্গিলাম বৃক্ষগণ॥
সবাকার নিজ দেহ প্রিয় অতি স্বামি। মারিল আমারে সবে কুমারগগামী॥
যে মারিলা মোরে মুই মারিনু তাহারে। তারপর পুত্র তব বাঁধিল আমারে॥
বন্ধনে আমার নাহি কিছু মাত্র লাজ। করিতে বাসনা মোর নিজ প্রভু কাজ॥
কর জোড়ে করি মুই মিনতি রাবণ। মান ত্যজি মম শিক্ষা করহ শ্রবণ॥
দেখ তুমি নিজ কুল গৌরব বিচারি। ভ্রম ত্যজি ভজ এবে ভক্ত ভয়হারী॥
সুরাসুর চরাচর যেই কাল খায়। সেই কাল অতিশয় যাঁহারে ডরায়॥
তাঁর সনে কভু নাহি করিও বৈরিতা। মোর বাক্য মানি ফিরাইয়া দেও সীতা॥

দোঃ—প্রণত পালক রঘুবংশমণি করুণার সাগর খরারি।
শরণ লইলে রাখিবেন প্রভু অপরাধ তোমার বিসরি॥ ২২

চৌঃ—শ্রীরাম চরণ পদ্ম নিজ হৃদে ধর। লঙ্কায় অচল রাজ্য সুখে ভোগ কর॥
পুলস্ত্য ঋষির যশ বিমল ময়ঙ্ক। মধ্যেতে কখন তুমি না হও কলঙ্ক॥
বাক্য নাহি শোভে রাম নামের বিহনে। ত্যজি মদ মোহ তুমি ভেবে দেখ মনে॥
বসন বিহীনা কভু শোভে না সুরারি। সর্ব্বাঙ্গ ভূষিতা অতি রূপবতী নারী॥
বৈভব প্রভুতা রাম বিমুখের যত। গমন উন্মুখ সমাগত, অনাগত॥
শৈল প্রস্রবণ মূল নহে যে সরিত। বরষা বিগত হলে শুকায় ত্বরিত॥
শুন দশানন কহি করি দৃঢ় পণ। রাম বিমুখেরে রাখে নাহি হেন জন॥
সহস্র শঙ্কর অজ বিষ্ণু পাছে থাকে। নাহিক শকতি রাম বিদ্রোহীরে রাখে॥

দোঃ—মোহদল শূলপ্রদ পরিত্যাগ কর অভিমান।
ভজ রাম রঘুনাথ করুণার সিন্ধু ভগবান॥ ২৩

চৌঃ—যদ্যপি কহিল কপি কথা অতিহিত। বিরতি বিবেক ভক্তি যুক্তি সমন্বিত॥
অট্টহাস্য করি কহে মহা অভিমানী। আমার মিলেছে গুরু কপি মহাজ্ঞানী॥
নিকটে শমন খল তব সমাগত। দিতেছ অধম শিক্ষা মোরে নানা মত॥
হনুমান কহে সব হবে বিপরীত। মতিভ্রম হল তোর হইনু বিদিত॥
কপির বচন শুনি বিশেষ লজ্জিত। কেন না হরিছে প্রাণ কপির ত্বরিত॥
শুনি নিশাচর সব ধাইল বধিতে। উপস্থিত বিভীষণ সচিব সহিতে॥
করিয়া বিনয় বহু বিভীষণ কহে। দূত বধ নীতি মতে সমুচিত নহে॥
অন্য দণ্ড প্রভু তাঁর করহ বিধান। সভা কহে কৈলে ভাল মন্ত্রণা প্রদান॥
শুনিয়া রাবণ তবে কহিল হাসিয়া। অঙ্গ ভঙ্গ করি দেও কপিরে ছাড়িয়া॥

দোঃ—মমতা লাঙ্গুল পরে, সমধিক বানরের, কহে বুঝাইয়া।
তৈলসিক্ত বস্ত্র বাঁধি লাঙ্গুলেতে, দেও তাহে অগ্নি জ্বালাইয়া॥ ২৪

চৌঃ—পুচ্ছহীন কপি তবে যাইবে তথায়। নিজ স্বামী নিয়ে শঠ আসিবে হেথায়॥

যাহার বড়াই বহু করিল বানর। দেখিব মানব সেই কত শক্তিধর ॥
বচন শুনিয়া কপি মনেতে হাসিল। দুষ্টা সরস্বতী যেন স্কন্ধেতে চাপিল ॥
রাবণ বচন শুনি যাতুধান গণ। আরম্ভিল করিবারে সেই আয়োজন ॥
নগরে বসন ঘৃত না রহিল আর। পুচ্ছ বাড়াইয়া কপি খেলিছে আবার ॥
কৌতুক দেখিতে ধায় যত পুরবাসী। চরণ প্রহার করি করে হাসা হাসি ॥
বাজাইয়া ঢোল সবে দেয় করতালি। নগর ঘুরায়ে পুচ্ছে দিল অগ্নি জ্বালি ॥
হনুমান দেখি পুচ্ছে পাবক জ্বলিল। অতি লঘু রূপ শীঘ্র গ্রহণ করিল ॥
বন্ধন ছাড়ায়ে চড়ে স্বর্ণপুরী পর। নিশাচর নারী ভয়ে কাঁপে থর থর ॥

দোঃ—উনপঞ্চাশৎ বায়ু হরি ইচ্ছা বহাল তখন।
অট্টহাস্য করি গর্জে কপি স্পর্শি যেমন গগন ॥ ২৫

চৌ—বিশাল শরীর অতি লঘু ভার তায়। মন্দির হইতে অন্য মন্দিরেতে যায় ॥
জ্বলিছে নগর সবে ভয়েতে বিহ্বল। লক্ লক্ শত জিহ্বা জ্বলিছে অনল ॥
কোথা মাতা কোথা পিতা কে শোনে ক্রন্দন। এ সময়ে কে আমারে করিবে রক্ষণ ॥
আমি যে কহিনু কভু বানর এ নয়। বানরের রূপ ধারী দেবতা নিশ্চয় ॥
সাধু অবজ্ঞার ফল হইল এখন। জ্বলিল নগর নাথ বিহীন যেমন ॥
নিমেষের মধ্যে সব জ্বলিল নগর। না জ্বলিল একমাত্র বিভীষণ ঘর ॥
তাঁহার ভকত, বহ্নি যে কৈলা সৃজন। গৃহ না জ্বলিল উমা ইহার কারণ ॥
উলটি পালটি সব লঙ্কা জ্বালাইল। লম্ফ দিয়ে পুনঃ সিন্ধু মাঝারে পড়িল ॥

দোঃ—পুচ্ছ নিভাইয়া, হরি পরিশ্রম, লঘু রূপ ধরি।
জনক সুতার আগে দাঁড়াইল আসি কর জুড়ি ॥ ২৬

চৌঃ—দয়া করি দেও মাতঃ কোনও স্মারক। দিল যথা মোরে রঘু কুলের নায়ক ॥
শির হতে চূড়ামণি খসাইয়া দিল। পবন নন্দন হর্ষে করে তুলি নিল ॥
কহিও প্রভুরে সুত আমার প্রণাম। সকল রকমে প্রভু সদা পূর্ণকাম ॥
দীন দয়াময় খ্যাতি করিয়া স্মরণ। বিষম বিপদ মোর করুণ হরণ ॥
শক্র সুত কথা তাতঃ পুনঃ শুনাইও। বাণের প্রতাপ কহি তারে বুঝাইও ॥
একমাস মধ্যে যদি হেথা না আসিবে। তাহলে আমাকে নাহি জীবিত পাইবে ॥
কহ কপি কোন্ মতে রাখিব পরাণ। তুমিও চাহিছ এবে করিতে প্রস্থান ॥
শীতল তোমারে পেয়ে হয়েছিল ছাতি। পুনঃ মম সেই দিন সেই দীর্ঘরাতি ॥

দোঃ—জনক সুতারে বুঝাইয়া বহু ভাবে, কপি করি ধৈর্য্যদান।
চরণ কমলে নোয়াইয়া মাথা, রাম পাশে করিল প্রয়াণ ॥ ২৭

কপিগণের প্রত্যাবর্ত্তন।

চৌঃ—যাত্রা কালে হনু কৈল গভীর গর্জ্জন। গর্ভস্রাব করে শুনি রক্ষ নারীগণ ॥
লজ্ঘিয়া সাগর পর পারেতে আসিল। কিল কিল ধ্বনি কপিগণে শুনাইল ॥
হনুমানে দেখি সবে আনন্দিত মন। কপিগণ ভাবে হল নবীন জীবন ॥

মুখ সুপ্রসন্ন তেজঃ পুঞ্জ কলেবর। রাম কার্য্য কৈনু ভাবি, প্রফুল্ল অন্তর॥
সব সনে মিলি মন হল হরষিত। জল পেয়ে মীন যথা মহা উল্লসিত॥
আনন্দে চলিল সবে রঘুপতি পাশ। শুনিতে কহিতে সব নব ইতিহাস॥
তবে মধুবন মাঝে আসি কপিগণ। অঙ্গদ আদেশে ফল করিল ভক্ষণ॥
রক্ষীগণ সবে এসে কৈল নিবারণ। মুষ্ঠ্যাঘাত খেয়ে সবে কৈল পলায়ন॥

দোঃ—হাঁক দিয়ে কহে রক্ষী মধুবন যুবরাজ করিল উজাড়।
সুগ্রীব শুনিয়া সুখী, ভাবি রামকার্য্য কপি করিল উদ্ধার॥ ২৮

চৌঃ—সীতার সন্ধান কপি যদি না পাইত। মধু বন ফল সবে কভু না খাইত॥
বিচার এহেন করিতেছে কপিরাজ। উপনীত হেনকালে কপির সমাজ॥
আসিয়া সকলে পদে নোয়াইল শীষ। অতি প্রেমে সব সনে মিলিল কপীশ॥
কহে শুভ, পদ হেরি, পুছিলে কুশল। রামের কৃপায় কার্য্য বিশেষ সফল॥
প্রভু কার্য্য হনুমান কৈল সমাপন। রক্ষা কৈল সব কপিগণের জীবন॥
শুনিয়া সুগ্রীব পুনঃ মিলে হনুসনে। রঘুপতি পাশে চলে লয়ে কপিগণে॥
রামভাবে কপিগণে আসিতে দেখিয়া। হর্ষযুত চিত্তে আসে কাজ সমাপিয়া॥
স্ফটিক শিলার পরে দুভাই বসিয়া। পড়িল সকল কপি চরণেতে গিয়া॥

দোঃ—প্রীতির সহিত মেলে সব সনে রঘুপতি করুণার পুঞ্জ।
কুশল পুছিলে, কহে নাথ এবে সুমঙ্গল, দেখি পদ কঞ্জ॥ ২৯

চৌঃ—জাম্বুবান কহে শুন শুন রঘুরায়। দয়া প্রদর্শন কর তুমি নাথ যায়॥
তাহার কুশল শুভ নিত্য নিরন্তর। সুর নর মুনি সুপ্রসন্ন তার পর॥
বিজয়ী বিনয়ী সেই গুণের সাগর। তাহার সুযশে ত্রিভুবন উজাগর॥
প্রভুর কৃপায় পূর্ণ হল সব কাজ। জনম সফল করি মানি মম আজ॥
বায়ু সুত কৈল যেই করম সাধন। সহস্র বদনে তার না হয় বর্ণন॥
বায়ু তনয়ের শুভ চরিত্র সুন্দর। জাম্বুবান কৈল রঘু পতির গোচর॥
শুনি কৃপানিধি অতি প্রসন্ন হইল। হনুমানে পুনঃ হর্ষে আলিঙ্গন দিল॥
জনক নন্দিনী তাত কহ কি প্রকার। থাকে, রক্ষা করে দেহ, প্রাণ আপনার॥

দোঃ—নাম রক্ষী, দিবা নিশি ধ্যান তব কঠিন কপাট।
চরণে নয়ন বদ্ধ, প্রাণ বল যাবে কোন্ বাট॥ ৩০

চৌঃ—আসিবার কালে মোরে চূড়ামণি দিল। রঘুপতি নিয়ে তাহা হৃদরে ধরিল॥
লোচন যুগলে ভরি নয়নের বারি। কহিল বচন কিছু জনক কুমারী॥
ধরিবে অনুজ সহ প্রভুর চরণ। দীন বন্ধু প্রণতের আরতি হরণ॥
কায় মনোবাক্যে প্রভু পদে অনুরাগী। মোরে তেয়াগিলা কোন্ অপরাধ লাগি॥
এক অবগুণ আছে বিদিত মহান্। তাঁহার বিরহে মোর না গেল পরাণ॥
নয়নের অপরাধ তাহাও জানিবে। বাহিরিতে চাহে প্রাণ নয়ন না দিবে॥
বিরহ অনল, তুলা সমান শরীর। ক্ষণ মাঝে জ্বালাইত নিঃশ্বাস সমীর॥

নয়ন বর্ষয় বারি নিজ হিত তরে। বিরহ অনল নাহি দহে কলেবরে ॥
জানকীর অতিশয় বিপত্তি বিশাল। না কহিলে ভাল, প্রভু দীনে সুদয়াল॥
দোঃ—নিমিষ নিমিষ, কৃপানিধি, কল্প সম কাটিতেছে জানকীর।
শীঘ্র খলদল জিতি বাহু বলে আন কৃপাময় রঘুবীর॥ ৩১
চৌঃ—শুনিয়া সীতার দুঃখ আনন্দ অয়ন। জল ভারাক্রান্ত হল রাজীব নয়ন॥
কায় মনোবাক্যে হনু আমি গতি যাঁর। স্বপনেও ঘটে কিহে বিপদ তাহার॥
হনুমান কহে প্রভু বিপত্তি তখন। যখন না হয় তব স্মরণ ভজন॥
কোন্ বড় ভারী কথা রাক্ষস সকলে। আনিব সীতারে শত্রু জিনি ভুজবলে॥
তোমার সমান কপি মম হিতকারী। কেহ নাহি সুর নর মুনি তনুধারী॥
তোমার করিব কিবা প্রতি উপকার। সম্মুখীন হতে শক্তি নাহিক আমার॥
শোন কপি তব ঋণ শোধিতে না পারি। মনের মাঝারে আমি দেখিনু বিচারি॥
পুনঃ পুনঃ কপি পানে সুরত্রাতা চায়। নেত্রে বারি বহে অঙ্গ পুলকেতে ছায়॥
দোঃ—প্রভুর বচন শুনি, মুখ গাত্র হেরি, হৃদে সুখী হনুমান।
চরণে পতিত প্রেম সমাকুল কহে ত্রাহি, ত্রাহি ভগবান॥ ৩২
চৌঃ—বার বার চাহে প্রভু ধরিয়া তুলিতে। প্রেম নিমগন হনু না চায় উঠিতে॥
প্রভু পদ কঞ্জ কপি শিরোপরি হেরি। গৌরীশ মগন প্রেমে দশা স্মরি স্মরি॥
সাবধান করি পুনঃ হৃদয় শঙ্কর। কহিতে লাগিল কথা অতি মনোহর॥
উঠাইয়া কপি প্রভু আলিঙ্গন দিল। হাতে ধরি নিজ সন্নিকটে বসাইল॥
কহ কপি লঙ্কাগড় রাবণ পালিত। দুর্গ অতি, কোন্ ভাবে কৈলা প্রজ্বালিত॥
সুপ্রসন্ন প্রভু তবে জানি হনুমান। বলিতে লাগিল বাক্য ত্যজি অভিমান॥
শাখামৃগ বীরপণা এই অতিশয়। লম্ফ দিয়ে শাখা হতে শাখান্তরে যায়॥
সাগর লঙ্ঘিয়া স্বর্ণপুরী জ্বালাইনু। রাক্ষস বধিয়া বন উচ্ছন্ন করিনু॥
সকলি প্রতাপ তব প্রভু রঘুরায়। ইহাতে আমার বল প্রতাপ কোথায়॥
দোঃ—কিছু না অসাধ্য তার যার পরে দয়াময় তুমি অনুকূল।
তোমার প্রতাপে বাড়বাগ্নি জ্বালাইতে পারে সুনিশ্চয় তুল॥ ৩৩
চৌঃ—আনন্দ দায়িনী নাথ তব ভক্তি অতি। কৃপা করি দেহ পদে অবিচলা রতি॥
পরম সরল প্রভু শুনি কপি বাণী। এবমস্তু তবে রাম কহিল ভবানি॥
রামের স্বভাব উমা সেইজন জানে। তাঁহার ভজন ত্যজি সুখ নাহি মানে॥
প্রভু-দাস বার্ত্তা-মর্ম্ম যে জন বুঝিবে। রঘুপতি পাদপদ্মে ভকতি লভিবে॥
প্রভুর বচন শুনি কহে কপিবৃন্দ। জয় জয় জয় দয়াময় সুখ কন্দ॥
তবে রঘুপতি কপিপতিরে ডাকিল। বিগ্রহের আয়োজন করিতে কহিল॥
বিলম্ব এখন আর কর কি কারণে। শীঘ্র করি আজ্ঞা এবে দেহ কপিগণে॥
কৌতুক দেখিয়া বহু সুমন বর্ষিয়া। নভ হতে চলে দেব আনন্দিত হিয়া॥

দোঃ—ত্বরা করি কপিপতি আভানিল যূথপের যূথ।
নানা বর্ণ, অনুপম বল, কপি ভল্লুক বরূথ॥ ৩৪

চৌঃ—প্রভুপাদপদ্মে সবে শির নোয়াইয়া। মহাবল ভানু কপি উঠিল গর্জ্জিয়া॥
সকল বানর সেনা করি দরশন। কৃপাদৃষ্টে চাহে তবে রাজীব লোচন॥
রাম কৃপাবল পেয়ে সব কপিবর। পক্ষযুত হল যেন বিশাল ভূধর॥
আনন্দিত রাম তবে প্রস্থান করিল। নানাবিধ সুলক্ষণ হইতে লাগিল॥
যাঁহার সকল কীর্ত্তি সুমঙ্গলময়। তাঁহার প্রস্থানে ঘটে সুলক্ষণ চয়॥
প্রভুর প্রস্থান হেথা জানকী জানিল। বাম অঙ্গ কাঁপি যেন জানাইয়া দিল॥
জানকীর হল সব যেই সুলক্ষণ। রাবণের হল সেই সব কুলক্ষণ॥
চলিল কটক সাধ্য কার বর্ণিবার। গর্জ্জিছে বানর ভালু সৈনিক অপার॥
পাদপ নখর গিরি আয়ুধ লইয়া। চলিল গগন মহী বিদীর্ণ করিয়া॥
সিংহনাদ কপি আর ভল্লুক ছাড়িল। বিচলিত দিগ্‌গজ চীৎকার করিল॥

ছঃ—হুঙ্কারে দিগ্‌গজগণ, কাঁপে ধরা, চলে গিরি, সাগর উছলে।
ভাস্কর কিন্নর সোম সুর মুনি নাগ সুখী, ভাবি দুঃখ টলে॥
মর্কট বিকট ভট কট কট করি বহু বহু কোটি ধায়।
প্রবল প্রতাপী রাম জয় দিয়া গুণ গণ শ্রীরামের গায়॥
না পারে বহিতে ভার, অহিপতি বার বার ভয়ে মূর্চ্ছা যায়।
দশনে দংশিছে ঘন কুর্ম্ম পৃষ্ঠ সুকঠোর হেন শোভা পায়॥
রামের রুচির যাত্রা কথা, সুপবিত্র স্থান মনে মনে জানি।
কমঠ খর্পর পরে লেখে যেন অহিপতি অচলা পাবনী॥

দোঃ—এই ভাবে কৃপানিধি উত্তরিল সাগরের তীর।
যথা তথা খায় ফল সুবিশাল ভল্লু কপি বীর॥ ৩৫

বিভীষণ বর্জ্জন।

চৌঃ—হোথা নিশাচর সব শঙ্কিত রহিল। যদবধি কপি লঙ্কা জ্বালাইয়া দিল॥
নিজ নিজ গৃহে সবে করিছে বিচার। নিশাচর কুল নাহি পাইবে নিস্তার॥
যাহার দূতের বল না হয় বর্ণন। কি ভাল হইবে পুরে আসিলে সে জন॥
দূতীগণ মুখে শুনি পুরজন বাণী। হৃদয়ে ব্যাকুল অতি মন্দোদরী রাণী॥
একান্তে জুড়িয়া কর পতি পদ ধরি। বলিল বচন নীতি পরিপূর্ণ করি॥
হরি সনে বৈর কান্ত কর পরিহার। হিতকারী ধর কথা হৃদয়ে আমার॥
শুনিয়া যাহার কপি দূতের করণী। গর্ভস্রাব করে নিশাচরের ঘরণী॥
তাহার রমণী নিজ মন্ত্রী ডাকাইয়া। ভাল যদি চাও তবে দেও পাঠাইয়া॥
তব কুল পদ্মবন দুঃখের কারণ। সীতা শীত নিশি সম কৈলা আগমন॥
শুন নাথ সীতা যদি না কর প্রদান। হিত নাহি অজ ঈশ হলে আগুয়ান॥

দোঃ—রামবাণ অহিগণ সম, নিশাচর যত ভেকের সমান।
নাহি গ্রাসে যদবধি, কর যত্ন, ছাড়ি তব মান অভিমান॥ ৩৬

চৌঃ—শ্রবণে শুনিয়া শঠ মন্দোদরী বাণী। অট্ট হাস্য কৈলা বিশ্বখ্যাত অভিমানী॥
সত্য সত্য ভীরু অতি নারীর প্রকৃতি। মঙ্গলের মাঝে ভয় হেরে মৃদুমতি॥
মর্কট কটক যদি লঙ্কায় আসিবে। বেচারা রাক্ষস খেয়ে পরাণে বাঁচিবে॥
লোকপতি কাঁপে যার ভয়ে পেয়ে ত্রাস। তার নারী ভয়ে মরে, বড় উপহাস॥
এত কহি হাস্য করি তারে বক্ষে ধরি। সভায় চলিল অতি অভিমান করি॥
মন্দোদরী হৃদয়েতে করিল চিন্তন। কান্ত পরে প্রতিকূল বিধাতা এখন॥
সভায় বসিয়া হেন সংবাদ পাইল। সিন্ধু পার হয়ে কপি কটক আসিল॥
জিজ্ঞাসে সচিবে ন্যায্য উপদেশ কহ। তাহারা হাসিয়া কহে চুপ করি রহ॥
জিনিলে অসুর সুর তুমি অনায়াসে। বানর মানুষ কিসে গণনায় আসে॥

দোঃ—গুরু বৈদ্য মন্ত্রী তিন, প্রিয় কহে, ভয়ে, কিম্বা আশে।
রাজ, ধর্ম্ম, দেহ, তিন অবিলম্বে অবশ্য বিনাশে॥ ৩৭

চৌঃ—রাবণের ঘটিয়াছে এ তিন সহায়। শুনায়ে শুনায়ে সবে তার স্তুতি গায়॥
সেই অবসরে উপনীত বিভীষণ। প্রণিপাত করে ধরি ভ্রাতার চরণ॥
শির নোয়াইয়া পুনঃ বসে নিজাসনে। অনুজ্ঞা পাইয়া বাক্য কহিল তখনে॥
কৃপা করি যদি মোর চাও উপদেশ। বুদ্ধি অনুসারে তাত কহিব বিশেষ॥
আপন কল্যাণ লাভে যদি থাকে মতি। সুযশ সুমতি চাও সুখ, শুভগতি॥
তাহলে পরের নারী পরে অনুরাগ। চতুর্থীর শশী সম কর পরিত্যাগ॥
চৌদ্দ ভুবনের হলে একছত্র পতি। ভূতদ্রোহ আচরণে না পায় নিষ্কৃতি॥
গুণের সাগর সুচতুর যেই জন। অল্পে লোভ ভাল নহে কহে সুধীজন॥

দোঃ—কাম ক্রোধ মদ লোভ, সব নাথ, নরকের দ্বার।
সব ত্যজি সেব্য রঘুবীর পদ, শাস্ত্রের প্রচার॥ ৩৮

চৌঃ—রাম কভু নহে তাত মানব ভূপাল। ভুবন ঈশ্বর সর্ব্ব ভক্ষকের কাল॥
ব্রহ্ম অনাময় অজ ষড়ৈশ্বর্য্যবন্ত। ব্যাপক অজিত পুনঃ অনাদি অনন্ত॥
ধরণী ব্রাহ্মণ ধেনু দেব হিত তরে। অবতীর্ণ কৃপাসিন্ধু নরতনু ধরে॥
ভক্ত সুখ কারী খল দলের নাশক। বেদ ধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তা দেবতা পালক॥
বৈর ত্যজি তারে নাথ করহ প্রণতি। রঘুনাথ প্রণতের নাশেন আরতি॥
প্রত্যর্পণ কর নাথ প্রভুকে বৈদেহী। ভজরাম অহেতুক জন পর স্নেহী॥
শরণ লইলে প্রভু না ত্যজে কখন। বিশ্বদ্রোহী ঘোর মহাপাপী যেইজন॥
শ্রীনাম তাঁহার তাপত্রয় বিনাশন। সেই প্রভু অবতীর্ণ জানিও রাবণ॥

দোঃ—বার বার পায়ে পড়ে অনুনয় করি দশশীষ।
পরিহরি মান মোহ মদ, ভজ কোশল অধীশ॥ ৩৯ক

মুনীশ পুলস্ত্য আজ্ঞা জানাইল নিজ শিষ্য সনে।
অবসর পেয়ে নিবেদিনু শীঘ্র তোমার চরণে ॥ ৩৯খ

চৌঃ—মাল্যবন্ত মন্ত্রী অতিশয় সুচতুর। তার বাক্য শুনি সুখী হইল প্রচুর ॥
অনুজ তোমার তাত নীতি বিভূষণ। হৃদয়ে ধরহ যাহা কহে বিভীষণ ॥
রিপুর শ্রেষ্ঠতা দুই শঠ মিলি গায়। দূর কর হেথা হতে কে আছ হেথায় ॥
মাল্যবন্ত গৃহে তবে করিল গমন। করজোড়ে পুনরায় কহে বিভীষণ ॥
কুমতি সুমতি রহে সবার অন্তরে। নিগম পুরাণ নাথ গায় তারস্বরে ॥
সুমতি সহিত থাকে অনেক সম্পত্তি। কুমতির সঙ্গে চলে অশেষ বিপত্তি ॥
কুমতি তোমার মনে, জান বিপরীত। মিত্রকে ভাবিছ শত্রু, হিতেরে অহিত ॥
রাক্ষস কুলের কাল রাত্রির সমান। সীতার উপরে তাই প্রীতি বিদ্যমান ॥

দোঃ—চরণে ধরিয়া যাঁচি, রাখ তাত আমার আব্দার।
জানকী পাঠাও রামে, অতি হিত হইবে তোমার ॥ ৪০

চৌঃ—পণ্ডিত পুরাণ শ্রুতি সুসম্মত বাণী। কহে বিভীষণ নীতি ধরম বাখানি ॥
শুনিয়া উঠিল ক্রুদ্ধ হয়ে দশানন। মৃত্যু হল শঠ তব নিকট এখন ॥
বেঁচে আছ এত দিন খেয়ে অন্ন মম। আজি শত্রুপক্ষ তব লাগিছে উত্তম ॥
কহ খল কেবা হেন জগত মাঝারে। ভুজবলে আমি নাহি জিনিলাম যারে ॥
আমার নগরে বাস তপস্বীরে প্রীতি। মিলিয়া তাহাকে শঠ শিখাইও নীতি ॥
এত কহি করে তারে চরণ প্রহার। অনুজ চরণ তবু ধরে বার বার ॥
সন্তের শুনহ উমা মহিমা অপার। মন্দ করে যেই জন ভাল করে তার।
পিতৃসম তুমি, ভাল করেছ প্রহার। শ্রীরাম ভজিলে নাথ মঙ্গল তোমার।
নভোপথে গেল নিয়ে সচিব সঙ্গেতে। সবারে শুনায়ে বাক্য কহিয়া এমতে।

দোঃ—রামের সঙ্কল্প সত্য, সভা কালবশ তব, বৃথা কর রোষ।
শরণ লইতে যাই রঘুবীর পদে যেন নাহি দিও দোষ ॥ ৪১

চৌঃ—হেন কহি বিভীষণ চলিল যখন। আয়ু হীন নিশাচর হইল তখন ॥
সাধুর অবজ্ঞা শুন ত্বরিত ভবানি। করে ধ্রুব সমুদয় কল্যাণের হানি ॥
বিভীষণে তেয়াগিল রাবণ যখন। অভাগা বৈভব হীন হইল তখন ॥
চলিল আনন্দে রঘু নায়কের পাশ। করিতে করিতে মনে বহু অভিলাষ ॥
দেখিব যাইয়া প্রভু চরণ কমল। সেবকের সুখদাতা অরুণ কোমল ॥
যে পদ পরশে তরে গেল ঋষি নারী। দণ্ডক কানন হৈল সুপবিত্র ভারী ॥
যে পদ জনক সুতা হৃদয়ে ধিয়ায়। কপট কুরঙ্গ পাছে ধরিবারে ধায় ॥
হর হৃদি সরোবরে যে পদ কমল। অহো ভাগ্য দেখি হবে নয়ন সফল ॥

দোঃ—যে চরণ পাদুকায় ভরতের লীন রহে মন।
সে পদ দেখিব আজি এবে গিয়ে দিয়ে দুনয়ন ॥ ৪২

চৌঃ—সপ্রেম বিচার হেন করিতে করিতে। সাগরের তীরে আসি পৌঁছিল ত্বরিতে ॥

আসিতে দেখিল বিভীষণে কপিগণ। শ্রেষ্ঠ রিপু দূত হবে ভাবে মনে মন ॥
রক্ষক রাখিয়া কপিপতি পাশে যায়। সমাচার কহি সব তাহারে শুনায় ॥
শুন রঘুরায় তবে সুগ্রীব কহিল। দশানন ভাই এক মিলিতে আসিল ॥
প্রভু কহে সখা ইহা বুঝিহ কেমন। কপীশ কহিল নাথ করহ শ্রবণ ॥
নিশাচর মায়া কিছু জানা নাহি যায়। কামরূপ কিবা হেতু আসিল হেথায় ॥
সংবাদ লইতে শঠ এসেছে নিশ্চয়। বেঁধে রাখা ভাল হেন মোর মনে লয় ॥
উত্তম করিলে সখা নীতির বিচার। শরণ আগতে রাখি প্রতিজ্ঞা আমার ॥
প্রভু বাক্য শুনি হরষিত হনুমান। শরণ আগত বৎসল ভগবান ॥

দোঃ—শরণ আগতে ত্যজে নিজ অমঙ্গল অনুমানি।
পামর সে নর পাপময়, তার দরশনে হানি ॥ ৪৩

চৌঃ—কোটি বিপ্রবধ যদি করে কোন জন। শরণ লইলে আমি না ত্যজি কখন ॥
সম্মুখীন হয় জীব আমার যখন। কোটি জনমের ঘোচে পাতক তখন ॥
সহজ স্বভাব এই হয় পাপাত্মার। ভাল নাহি লাগে মনে ভজন আমার ॥
হত যদি রক্ষ সেই কভু পাপাশয়। আমার সম্মুখে নাহি আসিত নিশ্চয় ॥
সেই পায় মোরে নিরমল মন যার। ছল কপটতা ভাল না লাগে আমার ॥
তত্ত্ব নিতে পাঠাইয়া থাকে দশশীষ। তথাপি আশঙ্কা, ক্ষতি নাহিক কপীশ ॥
জগমাঝে নিশাচর আছে যতজন। নিমিষে বধিতে পারে সবারে লক্ষ্মণ ॥
ভয় পেয়ে এসে থাকে লইতে শরণ। তাহারে করিব রক্ষা প্রাণের মতন ॥

দোঃ—উভয় প্রকারে আন তারে, হাসি কহে তবে করুণা নিধান।
জয় দয়াময় কহি, চলে কপি সহ, যুবরাজ, হনুমান ॥ ৪৪

চৌঃ—সাদরে করিয়া অগ্রে তাহারে বানর। চলে যথা রঘুপতি সুখের সাগর ॥
দূর হতে বিভীষণ দেখে দুই ভ্রাতা। নয়নের পরিপূর্ণ আনন্দ বিধাতা ॥
পুনঃ ছবিধাম রামে দর্শন করিয়া। স্তব্ধ নির্নিমেষ রহে পলক রুধিয়া ॥
আজানুলম্বিত ভুজ, পদ্মাভ নয়ন। শ্যামল শরীর নত ভয় বিনাশন ॥
সিংহস্কন্ধ, উর অতি আয়ত শোভন। আনন অমিত কাম মানস মোহন ॥
কলেবর পুলকিত সজল নয়ন। মনে ধৈর্য্য ধরি কহে মৃদুল বচন ॥
আমি নাথ লঙ্কেশ্বর দশানন ভ্রাতা। নিশাচর বংশে জন্ম শোন সুরত্রাতা ॥
সহজে তামস মম পাপ প্রিয় দেহ। উলুকের যথা তম পরে অতি স্নেহ ॥

দোঃ—শ্রবণে সুযশ শুনি সমাগত প্রভু ভব ভয় বিভঞ্জন।
শরণ সুখদ রাম রঘুবর, ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তি বিনাশন ॥ ৪৫

চৌঃ—এতকহি দণ্ডবত করিতে দেখিয়া। ত্বরিতে উঠিল প্রভু আনন্দিত হিয়া ॥
দীনবাক্য শুনি প্রভু হরষিত মন। দীর্ঘভুজে ধরি তারে দিলা আলিঙ্গন ॥
মিলিয়া অনুজ সহ কাছে বসাইল। ভক্ত ভয়হারী বাক্য বলিতে লাগিল ॥
লঙ্কেশ কুশল কহ সহ পরিবার। অতীব কুস্থানে হয় বসতি তোমার ॥

দুর্জ্জন মণ্ডলী সনে বাস রাত্রি দিনে। বল সখে ধর্ম্ম রক্ষা করহ কেমনে॥
সুবিদিত আছি সব আমি তব রীতি। নীতিতে নিপুণ অতি না ভাব অনীতি॥
নরকেতে বাস বরং ভাল লাগে চিতে। বিধাতা রাখে না যেন দুষ্টের সহিতে॥
পদ হেরি রঘুরায় মঙ্গল এখন। সেবক জানিয়া দয়া করিলা যখন॥

দোঃ—জীবের মঙ্গল নাহি তদবধি, স্বপ্নে নাহি মনের বিশ্রাম।
রামের ভজন নাহি করে যদবধি, ত্যজি কাম, শোকধাম॥ ৪৬

চৌঃ—তদবধি হৃদে বসে খল বহুতর। লোভ মোহ মদ অভিমান মৎসর॥
যদবধি হৃদে নাহি বসে রঘুনাথ। কটিতে তূণীর ধনুর্ব্বাণ নিয়ে হাত॥
মমতা তরুণ তম নিশি অন্ধকার। রাগ দ্বেষ উলুকের সুখের আধার॥
তদবধি জীব হৃদে সুখে করে বাস। প্রভুর প্রতাপ রবি যদা অপ্রকাশ॥
এখন কুশল মম, গেল ভয় ভার। দেখিয়া শ্রীরাম পদ কমল তোমার॥
কৃপালু যাহার পরে তুমি অনুকূল। তারে নাহি ব্যাপে তাপত্রয়, ভবশূল॥
আমি নিশাচর অতি অধম প্রকৃতি। শুভ আচরণ কভু নহে মোর রীতি॥
যাঁর রূপ মুনিগণ ধ্যানে নাহি পায়। আনন্দে সে প্রভু মোরে হৃদয়ে লাগায়॥

দোঃ—অমিত সৌভাগ্য মম রঘুবর কৃপা সুখ পুঞ্জ।
দেখিনু নয়নে অজ ঈশ সেবনীয় পদকঞ্জ॥ ৪৭

চৌঃ—শোন সখে কহি তবে আপন প্রকৃতি। বিজ্ঞাত ভূশণ্ডি আর শঙ্কর পার্ব্বতী॥
চরাচর দ্রোহী নর হয় যেই জন। সভয়ে আসিলে মোর লইতে শরণ॥
ত্যজিয়া কপট ছল মোহ অভিমান। সত্যসত্য করি তারে সাধুর সমান॥
জনক জননী, বন্ধু, সুত, নারী আর। ভবন, সুহৃদ, তনু, ধন, পরিবার॥
সবার মমতা বহু একত্র করিয়া। মমপদে ভক্তি ডোরে বাঁধি রাখে হিয়া॥
সমদর্শী, হৃদে নাহি কোন অভিলাষ। মনো মাঝে নাহি রহে হর্ষ শোক ত্রাস॥
হেন সন্ত মম হৃদে নিবসে কেমন। লোভীর হৃদয়ে ধন বিরাজে যেমন॥
ভক্ত অতি প্রিয় মম তোমার মতন। দেহ নাহি ধরি মুই অপর কারণ॥

দোঃ—সগুণ সাধক, পরহিতকারী, নীতি নিষ্ঠ, সুদৃঢ় নিয়ম।
প্রাণ প্রিয় সেই নর মম, বিপ্র পদে যার প্রীতি অনুপম॥ ৪৮

চৌঃ—শুনহ লঙ্কেশ তুমি সব গুণাধার। সে কারণ তুমি প্রিয় একান্ত আমার॥
রামের বচন শুনি কপি যূথগণ। কহে সবে জয় জয় কৃপা নিকেতন॥
প্রভুর শুনিয়া মিষ্টবাণী বিভীষণ। সুধাসম মানে, তৃপ্ত না হয় শ্রবণ॥
চরণ কমল হৃদে ধরে বার বার। হৃদয়ে ধরেনা প্রেম ভকতি অপার॥
শুন শুন দেবদেব চরাচর স্বামী। প্রণত পালক সর্ব্ব হৃদে অন্তর্যামী॥
প্রথমে হৃদয়ে কিছু অভিলাষ ছিল। প্রভু পদ প্রীতি নদী ভাসাইয়া নিল॥
এখন কৃপালু নিজ ভকতি শোভন। দয়া করি দেও শিব মন বিমোহন॥
এবমস্তু কহি তবে প্রভু রণধীর। সত্বর মাগিয়া নিল সাগরের নীর॥

যদ্যপি বাসনা নাহি সখে তব মনে। অমোঘ দর্শন মম এ তিন ভুবনে॥
এত কহি রাম তার তিলক সারিল। অজস্র সুমন বৃষ্টি বিবুধ করিল॥
দোঃ—রাবণের ক্রোধ বহ্নি, নিজ শ্বাস সমীর প্রচণ্ড।
তাহে দগ্ধ বিভীষণে, রক্ষি দিল, রাজত্ব অখণ্ড॥ ৪৯ক
রাবণে সম্পত্তি যত দিলা মহেশ্বর দশ মস্তক অর্পণে।
সে সম্পত্তি বিভীষণে দিলা রঘুনাথ অতি সঙ্কুচিত মনে॥ ৪৯খ

শুক সংবাদ—সমুদ্রের দর্পচূর্ণ।

চৌঃ—হেন প্রভু পরিহরি ভজে যেই আন। সেই নর পশু, বিনা লাঙ্গুল বিষাণ॥
নিজ জন জানি তারে আত্মসাৎ কৈল। প্রভুর স্বভাবে কপি আনন্দ লভিল॥
পুনশ্চ সর্ব্বজ্ঞ প্রভু সর্ব্ব উরবাসী। সর্ব্বরূপ, সমুদয় রহিত উদাসী॥
বলিল বচন নীতি পালন কারণ। নর রূপ ধারী রক্ষ করিতে নিধন॥
শুনহ কপীশ লঙ্কাপতি বীরগণ। কেমনে গভীর সিন্ধু করিবে লঙ্ঘন॥
উরগ মকর ঝষ নিবসে মাঝারে। অগাধ দুস্তর অতি সকল প্রকারে॥
কহে লঙ্কাপতি শুন দেব রঘুবর। কোটি সিন্ধু শুষিবারে পারে তব শর॥
তথাপি এহেন নীতি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। প্রথমে সঙ্গত করা সিন্ধুরে বিনয়॥
দোঃ—তব কুলগুরু সিন্ধু, পন্থা নির্দ্দেশিবে স্বয়ং, করিয়া বিচার।
ভালু কপি সেনা সবে অনায়াসে যাহে জলনিধি হবে পার॥ ৫০
চৌঃ—কহিলে লঙ্কেশ তুমি উত্তম উপায়। অবশ্য করিব দৈব হইলে সহায়॥
হেন যুক্তি লক্ষ্মণের ভাল না লাগিল। রামের বচন শুনি দুঃখেতে কহিল॥
দৈবের ভরসা কিবা আছে রঘুবর। মনে কোপ করি প্রভু শোষহ সাগর॥
কাতর মনের দৈব একই আধার। দৈব দৈব বলি করে অলস চীৎকার॥
শুনিয়া হাসিয়া তবে বলে রঘুবীর। করিব তাহাই এবে চিত্তে ধর ধীর॥
হেন বাক্য কহি প্রভু অনুজে বুঝায়। সিন্ধু সন্নিধানে তবে চলে রঘুরায়॥
প্রথমে প্রণাম করি শির নোয়াইয়া। বসিলা সাগর তীরে কুশ বিছাইয়া॥
প্রভুর নিকটে যবে গেলা বিভীষণ। পাছে পাছে দূত তবে পাঠাল রাবণ॥
দোঃ—সকল চরিত নিরখিল ধরি বানরের দেহ।
প্রশংসে প্রভুর গুণ প্রণতের প্রতি হেন স্নেহ॥ ৫১
চৌঃ—প্রকাশ্যে প্রশংসা করে রামের প্রকৃতি। প্রেমাবেশে হল মায়া রূপের বিস্মৃতি॥
রিপু দূত বলি তবে বানর চিনিল। বাঁধিয়া তাহারে কপিপতি পাশে নিল॥
কহিল সুগ্রীব শোন সকল বানর। অঙ্গ ভঙ্গ করি ছেড়ে দেও নিশাচর॥
সুগ্রীব বচন শুনি কপিগণ ধায়। কটকের চারিধারে বাঁধিয়া ঘুরায়॥
অনেক প্রকারে দূতে মারিতে লাগিল। কাতরে ক্রন্দন করে তবু না ছাড়িল॥
ছেদন করহ যদি মম নাসা কান। কোশলাধীশের তবে না রবে সম্মান॥
শুনিয়া লক্ষ্মণ তারে নিকটে ডাকিল। দয়া করি হাসি তারে শীঘ্র ছাড়াইল॥

রাবণেরে পুনঃ এক পত্র পাঠাইল। পড়িয়া লক্ষ্মণ বাক্য কুলঘ্ন কহিল ॥
দোঃ—মূঢ় সনে কহ মম বাচনিক সন্দেশ উদার।
সীতা দিয়ে মিল গিয়া, নৈলে কাল আসিছে তোমার ॥ ৫২

চৌঃ—সত্বর লক্ষ্মণ পদে নোয়াইয়া মাথা। চলে দূত বর্ণি যত রাম গুণ গাথা ॥
রাম যশ স্মরি স্মরি পোঁছিল লঙ্কায়। নোয়াইল শির দূত রাবণের পায় ॥
হাসিয়া জিজ্ঞাসে কথা নৃপ দশানন। কহ কহ শুক এবে কুশল আপন ॥
পুনরায় কহ বিভীষণের খবর। যার মৃত্যু সমাগত অতীব নিয়র ॥
লঙ্কায় করিত রাজ্য, শঠ তেয়াগিল। যবের কীটের সম অভাগা মরিল ॥
ভালু কপি কটকের করহ বর্ণন। যাদের কঠিন কাল করিল প্রেরণ ॥
যাহাদের জীবনের রক্ষার কারণ। কোমল হৃদয় সিন্ধু ছিল এতক্ষণ ॥
তপস্বীর কথা দূত কহ পুনরায়। যাহার অন্তরে মোর ত্রাস অতিশয় ॥
দোঃ—সাক্ষাৎ হইল, কিম্বা গেল ফিরি, শুনি কানে সুযশ আমার।
কেননা কহিছ রিপুদল তেজবল, চিত্ত বিকল তোমার ॥ ৫৩

চৌঃ—কৃপা করি নাথ কথা পুছিলে যেমন। দয়া করি মম বাক্য মানহ তেমন ॥
মিলিল যখন গিয়া অনুজ তোমার। তখনি সমাধা কৈল তিলক তাহার ॥
রাবণের দূত মুই শুনিয়া শ্রবণে। বাঁধি মোরে নানাদুঃখ দিল কপিগণে ॥
শ্রবণ নাসিকা মোর কাটিতে আসিল। রামের দোহাই দিতে মোরে তেয়াগিল ॥
রাম কটকের কথা জিজ্ঞাস আবার। শত কোটি মুখে শক্তি নাহি বর্ণিবার ॥
বিচিত্র বরণ ভালু কপি সেনাগণ। সুবিশাল ভয়ঙ্কর বিকট আনন ॥
লঙ্কা পুর দহি যেবা বধিল কুমারে। সব হতে হীন বল কপির মাঝারে ॥
অমিত নামের যোদ্ধা কঠিন করাল। অমিত কুঞ্জর বল বিপুল বিশাল ॥
দোঃ—দ্বিবিদ ময়ন্দ নল নীল গব অঙ্গদাদি বিকট আনন।
কেশরী কুমুদ দধিমুখ জাম্বুবান রণে অতীব ভীষণ ॥ ৫৪

চৌঃ—এই সব কপি সবে সুগ্রীব সমান। কোটি কোটি আছে হেন কে জানে সন্ধান ॥
রামের কৃপায় বল অতুল সবার। তৃণ সম ত্রিভুবন করয় বিচার ॥
শ্রবণে শুনিনু আমি এমত রাবণ। যূথপ আঠার পদ্ম, কপি অগণন ॥
কটকে নাহিক হেন কপি একজন। তোমারে জিনিতে নারে করি ঘোর রণ ॥
অতিশয় কোপ ভরে মর্দ্দে সবে হাত। যুঝিবার আজ্ঞা নাহি দেয় রঘুনাথ ॥
শুষিবে সাগর সহ যত মীন ব্যাল। ভরিবে অথবা ডারি ভূধর বিশাল ॥
গ্রীবা ধরি ধূলিসাৎ করিবে রাবণে। এ হেন বচন কহে সব কপিগণে ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে নাহি কোন শঙ্কা। মনে হয় গ্রাসিবারে চাহে গড় লঙ্কা ॥
দোঃ—স্বভাবতঃ বীর কপি ভালু সব, শির পরে পুনঃ প্রভু রাম।
দশানন, কোটি কাল জিনিবারে পারে বুঝি করিয়া সংগ্রাম ॥ ৫৫

চৌঃ—রামের বিপুল বুদ্ধি তেজ বল যত। সহস্র অনন্ত নারে বর্ণিবারে তত ॥

শুষিতে সক্ষম শত সিন্ধু এক বাণে। নীতিজ্ঞ পুছিল তব ভ্রাতা সন্নিধানে॥
তাহার বচন মানি সাগরের সনে। প্রার্থনা করিল পথ, কৃপা অতি মনে॥
বাক্য শুনি অট্টহাস্য করে দশানন। বানর সহায়, বুদ্ধি না হ'লে এমন॥
সহজ ভীরুর মানি বিফল বচন। সাগরের সনে করে বাল আকিঞ্চন॥
অরে মূঢ় বৃথা কত করিস বড়াই। রিপুবল বুদ্ধি বুঝিবারে বাকী নাই॥
ভীরু বিভীষণ হল সচিব যাহার। বিজয় বিভূতি তার হবে কত আর॥
খলের বচন শুনি ক্রোধ উপজিল। সময় বিচারি পত্র বাহির করিল॥
রামের অনুজ দিল এই পত্র আনি। পড়াইয়া সুশীতল কর বক্ষখানি॥
হাস্য করি বাম হস্তে রাবণ লইল। সচিব ডাকিয়া শঠ পত্র পড়াইল॥

দোঃ—বাক্য মদে মত্ত হয়ে, অভিমানে কুল নাশ না কর অজ্ঞান।
আসে যদি ব্রহ্মা বিষ্ণু ঈশ, রাম বিরোধীর নাহি পরিত্রাণ॥ ৫৬ক
অনুজের প্রায় ত্যজি মান, হবি প্রভুপদ শতদল ভৃঙ্গ।
কুলের সহিত কিম্বা হবি খল, রাম শর পাবকে পতঙ্গ॥ ৫৬খ

চৌঃ—শুনিয়া অন্তরে ভীত, মৃদু হাসি মুখে। দশানন কহে তবে সবার সম্মুখে॥
ভূমে পড়ি করে চাহে ধরিতে আকাশ। ছোট তপস্বীর শোন বচন বিলাস॥
শুক কহে নাথ অতি সত্য সব বাণী। বোঝহ স্বভাব ত্যজি তব অভিমানী॥
শুনহ বচন মম পরিহরি ক্রোধ। রামের সহিত নাথ ত্যজহ বিরোধ॥
অতিশয় মৃদু রঘুবীরের প্রকৃতি। যদ্যপি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি॥
মিলিলে করিবে কৃপা তোমার উপরে। কোনো অপরাধ নাহি স্মরিবে অন্তরে॥
জানকীরে রঘুনাথে করহ অর্পণ। এই মাত্র বাক্য মোর করহ শ্রবণ॥
সীতারে অর্পণ যবে করিতে কহিল। চরণ প্রহার শঠ তাহারে করিল॥
চরণে নোয়ায়ে শির, চলিল সেখানে। করুণার সিন্ধু রঘুনায়ক যেখানে॥
করিয়া প্রণাম নিজ কথা শুনাইল। রামের কৃপাতে নিজ সুগতি পাইল॥
ঋষি অগস্ত্যের অভিশাপেতে ভবানি। রাক্ষস হইয়া ছিল মহামুনি জ্ঞানী॥
বার বার প্রণমিয়া রামের চরণে। গমন করিল মুনি নিজ তপোবনে॥

দোঃ—বিনয় না মানে সিন্ধু জড়, তিন দিবস অতীত।
ক্রোধে রাম কহে তবে, ভয় বিনা না হয় পিরীত॥ ৫৭

চৌঃ—বাণ শরাসন শীঘ্র আনহ লক্ষ্মণ। অগ্নিবাণে সিন্ধু এবে করিব শোষণ॥
বিনয় শঠের সনে কুটিলেতে প্রীতি। সহজ কৃপণ সনে মনোহর নীতি॥
মমতা মোহিত সনে জ্ঞানের আখ্যান। অত্যন্ত লোভীর সনে বিরতি ব্যাখ্যান॥
ক্রোধীরে শান্তির, কামীজনে হরিকথা। ঊষর ভূমিতে বীজ বুনি ফল যথা॥
হেন কহি রঘুনাথ বাণ চড়াইল। লক্ষ্মণের মনে তবে সন্তোষ হইল॥
সন্ধান করিল প্রভু বিশিখ করাল। উদধি অন্তরে জ্বালা হইল বিশাল॥
মকর উরগ ঝষ আকুল হইল। জ্বলিতেছে প্রাণী যবে সাগর জানিল॥

কনক থালাতে ভরি নানা রত্নগণ। ত্যজি মান বিপ্ররূপে কৈলা আগমন॥

দোঃ—কাটিলে কদলী ফলে, কোটি যত্নে নাহি ফলে, করিলে সিঞ্চন।
খগেশ, বিনয় নাহি মানে, ভয় প্রদর্শনে নত নীচজন॥ ৫৮

চৌঃ—সভয় সাগর ধরি প্রভুর চরণ। কহে, মম দোষ প্রভু করহ মার্জ্জন॥
গগন সমীর জল অনল ধরণী। স্বভাবতঃ উহাদের জড়ের করণী॥
তোমার প্রেরিত মায়া করিল সৃজন। সবশাস্ত্রে কহে জগ সৃষ্টির কারণ॥
প্রভুর আদেশ যার উপরে যেমন। তেমতি রহিয়া সুখ পায় সেই জন॥
ভাল কৈলা, প্রভু মোরে ভাল শিক্ষা দিলা। আপন মর্য্যাদা তুমি আপনি রাখিলা॥
ঢোলক গোঁয়ার আর শূদ্র পশু নারী। এ সকল প্রভু তাড়নের অধিকারী॥
প্রভুর প্রতাপে যদি শুকাইয়া যাই। কটক তরিবে, মোর না রবে বড়াই॥
অলঙ্ঘ্য তোমার আজ্ঞা শ্রুতি করে গান। সত্বর করহ যাহা চাহে তব প্রাণ॥

দোঃ—বিনীত বচন শুনি, হাসি কহে প্রভু কৃপাময়।
উতরে বানর সেনা, শীঘ্র করি কর সে উপায়॥ ৫৯

চৌঃ—শুন নাথ নল নীল কপি দুই ভাই। বালক কালেতে মুনি আশীর্ব্বাদ পাই॥
তাদের পরশে গিরি সলিলে ভাসিবে। তোমার প্রসাদে সবে জলধি লঙ্ঘিবে॥
আমি পুনঃ হৃদে ধরি প্রভুর মহিমা। করিব সহায় যত দূর বল সীমা॥
হেনরূপে কর প্রভু সাগর বন্ধন। সুযশ গাহিবে তব তবে ত্রিভুবন॥
এই শর ত্যজি মোর উত্তর তীরেতে। বধ কর খল গণ নিরত পাপেতে॥
শুনিয়া কৃপালু সিন্ধু মনের বেদন। রণধীর রাম শীঘ্র করিল হরণ॥
দেখিয়া রামের বল পৌরুষ মহান। আনন্দিত পয়োনিধি হরষিত প্রাণ॥
রাবণ চরিত সব প্রভুরে কহিল। চরণ বন্দিয়া সিন্ধু স্বস্থানে চলিল॥

ছঃ—নিজ স্থানে চলে সিন্ধু, রঘুপতি হরষিত হৃদয়ে হইল।
কলিমলহর শুভ লীলা, যথামতি দাস তুলসী গাহিল॥
সুখের ভবন রঘুপতি গুণ গণ, ভয় বিষাদ হরণ।
সকল ভরসা আশা পরিহরি, শোনে গায় সন্ত শুচিমন॥

সোঃ—সর্ব্ব সুখ দাতা রঘুনায়কের শুভ গুণ গান।
সাদরে শুনিলে তরে ভবসিন্ধু বিনা জলযান॥ ৬০

রামচরিতের কথা অমৃত লহরী।
বীর কহে শুনি নর যায় ভব তরি॥

ইতি রামচরিত মানসান্তর্গত নিখিল কলিকলুষ নাশন সুন্দরকাণ্ড সমাপ্ত।

ওঁ গুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীসীতারামো বিজয়তেতরাম্

বাংলা রামচরিত মানস

লঙ্কাকাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

শ্লোকঃ—কামারি সেবিত, কাল মত্ত গজ কেশরী সমান।
যোগীশ্বর জ্ঞান গম্য, মায়াতীত গুণের নিধান ॥
নির্গুণ সংসার ভয়হর দেব, অজিত সুরেশ।
নির্ব্বিকার, ব্রাহ্মণের একতম সহায় বিশেষ ॥
কমল নয়ন, নব ঘনশ্যাম তনু, কমলেশ।
খল বধ রত বন্দি, রাম ধৃত নরপতি বেশ ॥ ১

শঙ্খ ইন্দু সম শুভ্র অতি মনোহর। শশাঙ্ক জাহ্নবী প্রিয় ব্যাঘ্র চর্ম্মাম্বর ॥
কাল ব্যাল নৃকপাল মাল্য বিভূষণ। কাশীশ্বর, কলি অঘ পুঞ্জ প্রশমন ॥
কল্যাণ কলপদ্রুম, গিরিজা ঈশ্বর। বন্দ্য গুণনিধি, বন্দি কামারি শঙ্কর ॥ ২

সতের দুর্লভ মোক্ষ যেই শিব করেন প্রদান।
শঙ্কর খলের শাস্তা, কর মোর কল্যাণ বিধান ॥ ৩

সেতু বন্ধন।

দোঃ—পলক, নিমেষ, পল, বর্ষ, যুগ, কল্প যাঁর সায়ক প্রচণ্ড।
কেন না ভজিস রামে কাল চক্র যাঁর হস্তে বিষম কোদণ্ড ॥

সোঃ—শুনিয়া সিন্ধুর বাক্য, মন্ত্রী ডাকি, প্রভু হেন কহে।
কটক গমন হেতু বাঁধ সেতু, আর দেরী নহে ॥
শুন ভানুকুল কেতু, জাম্বুবান কহে জুড়ি কর।
প্রভু নাম সেতু চড়ি, তরে নর সংসার সাগর ॥

চৌঃ—ক্ষুদ্র সিন্ধু তরিবারে কত দেরী আর। শুনি হেন বাক্য কহে পবন কুমার ॥
বাড়ব অনল প্রভু প্রতাপ ভীষণ। পয়োনিধি বারি কৈল সর্ব্বাগ্রে শোষণ ॥
রিপু নারী রোদনের পুনঃ অশ্রুধার। পরিপূর্ণ করি সিন্ধু, স্বাদ কৈল ক্ষার ॥
পবন সুতের বাক্য করিয়া শ্রবণ। হর্ষে কপি রাম পানে করি নিরীক্ষণ ॥

জাম্বুবান নল নীল দুভাই ডাকিল। সাগরের বাক্য সব দোঁহে শুনাইল ॥
রামের প্রতাপ মনে করিয়া স্মরণ। অনায়াসে কর গিয়ে সেতুর রচন ॥
আভানিয়া কহে পুনঃ, সব কপিগণ। বিনতি আমার এক করহ শ্রবণ ॥
রাম পাদ পদ্ম হৃদে করহ ধারণ। কৌতুক অদ্ভুত কর ভালু কপিগণ ॥
শীঘ্র চল ভয়ঙ্কর মর্কট বরূথ। আনহ বিটপী চয় পর্ব্বতের যূথ ॥
শুনি ভালু কপি চলে হু হা শব্দ করি। রঘুবীর প্রতাপের বিজয় উচ্চারি ॥

দোঃ—উত্তুঙ্গ পর্ব্বত, তরু, উঠাইয়া লয় অবহেলে।
আনি দেয়, নল নীল দোহে রচে সেতু কুতুহলে ॥ ১

চৌঃ—ভূধর বিশাল কপিগণ আনি দেয়। কন্দুক সমান নল নীল তাহা নেয় ॥
দেখিয়া সেতুর অতি সুন্দর রচন। হাস্য করি প্রভু তবে কহেন বচন ॥
পরম সুন্দর এই ধরণী উত্তম। অমিত মহিমা কভু না হয় বর্ণন ॥
প্রথমে করিব দেব শম্ভুর স্থাপনা। আমার হৃদয়ে আছে পরম কল্পনা ॥
শুনিয়া কপীশ বহু দূত পাঠাইল। সকল মুনীশ গণে ডাকিয়া আনিল।
স্থাপি লিঙ্গ, বিধিবৎ করিয়া পূজন। কহে শিব সম প্রিয় নহে অন্যজন ॥
মম ভক্ত শিবে করে দ্রোহ আচরণ। স্বপনেও মোরে সেই না পায় কখন ॥
শঙ্কর বিমুখ ভক্তি আকাঙ্খে আমার। নারকী অধম অতি মূঢ় মতি তার ॥

দোঃ—শঙ্কর ভকত মম দ্রোহী, শিবদ্রোহী মম দাস।
কল্প কল্প ভরি করে অতি ঘোর নরকেতে বাস ॥ ২

চৌঃ—রামেশ্বরে যেই জন করিবে দর্শন। তনু ত্যজি মম ধামে করিবে গমন ॥
গঙ্গাজল আনি স্নান লিঙ্গে করাইবে। সেজন সাযুজ্য মুক্তি অবশ্য পাইবে ॥
নিষ্কাম হইয়া ছল ছাড়িয়া ভজিবে। শঙ্কর তাহারে মম ভক্তিবর দিবে ॥
আমার নির্ম্মিত সেতু দর্শন করিয়া। সুখে নর যাবে ভব সাগর তরিয়া ॥
রামের বচন লাগে সবার সুন্দর। নিজ তপোবনে চলে সব মুনিবর ॥
শুনহ গিরিজা রঘুবরের প্রকৃতি। প্রণত উপরে সদা করেন পিরীতি ॥
বিরচিল সেতু নল নীল সুচতুর। রামের কৃপায় যশ লভিল প্রচুর ॥
নিজেডোবে, অন্যে জলে ডোবায় যে শিলা। হইল অর্ণব পোত, হেন রাম লীলা ॥
মহিমা এতেক নাহি বর্ণি সাগরের। পাথরের নহে কিম্বা গুণ বানরের ॥

দোঃ—রঘুবীর প্রতাপেতে জলধিতে ভাসিল পাষাণ।
মন্দমতি তারা, রামত্যজি যারা, ভজে দেব আন ॥ ৩

চৌঃ—সেতু বাঁধি তারে অতি সুদৃঢ় করিল। দেখিয়া করুণা নিধি সন্তুষ্ট হইল ॥
চলিল কটক কিছু না হয় বর্ণন। গরজিছে সমুদয় কপি ভালুগণ ॥
সেতুবন্ধ পাশে চড়ি রাম দাঁড়াইয়া। সাগরের বিপুলতা দেখেন চাহিয়া ॥
দেখিয়া করুণা কন্দ প্রভুরে সকলে। জলচর বৃন্দ হল ভাসমান জলে ॥
বিবিধ মকর নক্র ঝষ আর ব্যাল। শতেক যোজন তনু পরম বিশাল ॥

বিরাট এমন এক তাহারেও খায়। পরস্পর পরস্পরে ভয়েতে ডরায়॥
প্রভুকে দেখিয়া কেহ চলে ও না চলে। মনে হরষিত অতি হইয়া সকলে॥
তাদের আড়ালে নাহি দেখা যায় জল। হরি রূপ দেখি মগ্ন হইল সকল॥
চলিল কটক সাধ্য নাহি বর্ণিবারে। কপিদল বিপুলতা কে কহিতে পারে॥

দোঃ—সেতুর উপরে ভিড়, কপি নভ পথে উড়ি ধায়।
কেহ কেহ জলচর পৃষ্ঠে চড়ি ওপারে পৌছায়॥ ৪

চৌঃ—এ হেন কৌতুক দুই ভাই বিলোকিয়া। কৃপাময় রঘুনাথ চলেন হাসিয়া॥
সেনা সহ সিন্ধু পার হৈলা রঘুবীর। কহা নাহি যায় কপি যূথপের ভিড়॥
সিন্ধু পারে গিয়া প্রভু শিবির রচিল। সকল বানর গণে আদেশ করিল॥
ফল মূল সুমধুর সবে খাও গিয়া। শুনিয়া ভল্লুক কপি চলিল ধাইয়া॥
ফল ভারে নত তরু, রাম হিত লাগি। অকাল অঋতু, কাল ঋতু গতি ত্যাগি॥
সুমধুর ফল খায় পাদপ দোলায়। লঙ্কার সম্মুখে গিরি শিখর চালায়॥
নিশাচর যদি কোন দেখিবারে পায়। সকল বানর ঘিরি তাহারে নাচায়॥
দশনে কাটিয়া তার নাসা আর কান। যেতে দেয় প্রভু যশ করাইয়া গান॥
নাসিকা শ্রবণ যার করিল কর্ত্তন। রাবণের কাছে গিয়া করয় বর্ণন॥
বারিধি বন্ধন বাক্য শ্রবণ করিয়া। দশ মুখে কহি উঠে আকুল হইয়া॥

দোঃ—বননিধি, নীরনিধি, সিন্ধু, সত্য জলধি, বারীশ।
কম্পতী, উদধি, তোয়নিধি, বদ্ধ পয়োধি, নদীশ! ৫

চৌ—ব্যাকুলতা পুনরায় আপন বুঝিয়া। হাসিয়া চলিল গৃহে ভয় পাসরিয়া॥
মন্দোদরী শুনি প্রভু কৈলা আগমন। কৌতুকে পয়োধি রাম করিলা বন্ধন॥
করে ধরি পতি নিজ ভবনে আনিল। মনোহর বাক্য তবে কহিতে লাগিল॥
পদে শির রাখি, কণ্ঠে অঞ্চল রোপিয়া। কহে শোন বাক্য প্রিয়, কোপ তেয়াগিয়া॥
তাহার সহিত প্রভু শত্রুতা করিবে। বুদ্ধিতে বলেতে যারে জিনিতে পারিবে॥
তোমাতে রামেতে জেনো তেমন অন্তর। খদ্যোতের সম্মুখেতে যেমন ভাস্কর॥
মহাবলী যেই মধু-কৈটভে মারিল। মহাবীর দিতি সুতগণে সংহারিল॥
বলিরে বাঁধিল, বধে সহস্র ভুজেরে। ভূভার হরিতে সেই ভবে অবতরে॥
তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিও নাথ। কাল কার্য্য গুণ সব যাঁর নিজ হাত॥

দোঃ—জানকী অর্পহ রামে, পাদপদ্মে নোয়াইয়া মাথ।
তনয়ে সমর্পি রাজ্য, বনে গিয়া, ভজ রঘুনাথ॥ ৬

চৌঃ—দীনে অতি দয়াময় প্রভু রঘুরায়। শরণ লইলে দেখ ব্যাঘ্রে নাহি খায়॥
যে কিছু কর্ত্তব্য তুমি সকলি করিলে। সুরাসুর চরাচর সংগ্রামে জিনিলে॥
শাস্ত্র, সন্ত গায় নীতি, হেন দশানন। চতুর্থ কালেতে নৃপ যাইবে কানন॥
তাঁহার ভজন তথা কর গিয়া ভর্ত্তা। জগতের যিনি স্রষ্টা পালক সংহর্ত্তা॥
সেই রঘুবীর প্রণতের অনুরাগী। ভজহ তাহারে নাথ মায়া মদ ত্যাগি॥

মুনীশ্বর যত্ন করে যাঁহার লাগিয়া। ভূপতি বিরাগী হয় রাজত্ব ছাড়িয়া॥
কোশল অধীশ জেনো সেই রঘুরায়। সমাগত প্রভু কৃপা করিতে তোমায়॥
মম উপদেশ নাথ যদি তুমি মান। ত্রিলোকে সুযশ হবে অতীব মহান॥

দোঃ—এত কহি, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, পদ ধরি, কহে কম্পিত শরীর।
ভজ রঘুবীর পদ প্রভু, যাহে রহে মম এয়োতি সুস্থির॥ ৭

চৌঃ—তখন রাবণ ময় সুতারে উঠায়ে। আপন প্রভুতা খল কহে বাড়াইয়ে॥
শুন প্রিয়ে বৃথা তুমি ভয় কর মনে। আমা সম যোদ্ধা বল কেবা ত্রিভুবনে॥
বরুণ, কুবের, যম, পবন, শমন। ভুজ বলে জিনিলাম দিকপালগণ॥
দেবতা দনুজ নর বশ মোর সব। কি কারণ উপজিল হেন ভীতি তব॥
বিবিধ প্রকারে মন্দোদরীরে বুঝায়ে। বসিল রাবণ রাজসভা মাঝে গিয়ে॥
মন্দোদরী অন্তরেতে ভবে হেন জানে। কালবশ পতি মত্ত হল অভিমানে॥
সভায় যাইয়া জিজ্ঞাসিল মন্ত্রীগণে। রিপু সনে বল মন্ত্রি যুঝিবে কেমনে॥
কহে মন্ত্রী শুন শুন নিশাচর পতি। বার বার কিবা প্রশ্ন জিজ্ঞাস এমতি॥
কিবা ভয়, কহ, করি কিসের বিচার। নর কপি ভালু সব মোদের আহার॥

দোঃ—সবার বচন শুনি, কর জুড়ি কহে প্রহস্ত তখন।
নীতির বিরোধ নাহি কর প্রভু, অতি অল্পমতি মন্ত্রীগণ॥ ৮

চৌঃ—খোসামুদে কথা সব কহে মন্ত্রীগণ। এই ভাবে কার্য্য নাহি হইবে সাধন॥
বারিধি লঙ্ঘিয়া এক মর্কট আসিল। তাহার চরিত নাহি অদ্যাপি ভুলিল॥
ক্ষুধা তোমাদের কোথা রহিল তখন। লঙ্কা জ্বালাইল, কেন না কৈলা ভোজন॥
শুনিতে মধুর অন্তে দুঃখদায়ী হবে। হেন মত মন্ত্রীগণ সকলেই কবে॥
পয়োনিধি বাঁধাইল যেবা অবহেলে। সুবেল পর্ব্বতে এল নিজ দল বলে॥
সে যেন মানুষ, মোরা ফেলিব খাইয়া। বচন কহিছে সবে গাল ফুলাইয়া॥
আমার বচন শোন সহিত আদর। মনে না মানিও মোরে ভয়েতে কাতর॥
প্রিয় বাণী যেবা কহে, আর যেবা শোনে। হেন নর বহুতর আছয় ভুবনে॥
বাক্য হিতকর, অতি কঠোর শুনিতে। কহে, শোনে হেন জন কম অবনীতে॥
প্রথমে পাঠাও দূত যাহা হয় নীতি। সীতারে অর্পিয়া পাছে করহ পিরীতি॥

দোঃ—নারী পেয়ে ফিরে যদি, না করিও রণ। অন্যথা সম্মুখ যুদ্ধ করিবে তখন॥ ৯

চৌঃ—মান যদি প্রভু এবে এই মত মম। উভয় প্রকারে যশ হইবে উত্তম॥
কোপভরে দশানন কহে সুত সনে। হেন বুদ্ধি শঠ তোরে দিল কোন্ জনে॥
সংশয় হৃদয়ে তোর এখন হইতে। ঘুণ হয়ে জনমিলি বেণুর বংশেতে॥
শুনিয়া পিতার বাক্য তীক্ষ্ণ অতি ঘোর। চলিল ভবনে কহি বচন কঠোর॥
হিত কথা তব ভাল না লাগে কেমন। কাল বিবশের কাছে ঔষধ যেমন॥
সন্ধ্যা সমাগত জানি তবে দশশীষ। ভবনে চলিল নিরখিয়া ভুজ বিশ॥
লঙ্কার শিখরোপরি অত্যুচ্চ ভবন। অতীব সুন্দর তথা আখড়া সুশোভন॥

বসিল যাইয়া সেই মন্দিরে রাবণ। কিন্নর সকলে গায় নৃপ গুণ গণ ॥
বাজিছে মন্দিরা পাখোয়াজ আদি বীণা। নৃত্য পরায়ণা সব অপ্সরা প্রবীণা ॥
দোঃ—শত সুনাসীর সম করে তথা সতত বিলাস।
পরম প্রবল রিপু শিরোপরি, চিত্তে নাহি ত্রাস ॥ ১০

রাবণের ছত্র ও মুকুট ছেদন।

চৌঃ—হেথায় সুবেল শৈলে রাম রঘুবীর। উত্তরিলা সেনা সহ, হল অতি ভিড় ॥
শৈল শৃঙ্গ দেখি এক অতি শুভ্রতর। সমতল অতিশয় উচ্চ মনোহর ॥
তথা নব কিশলয়, সুন্দর সুমন। নিজ হস্তে সুখাসন রচিল লক্ষ্মণ ॥
তাহার উপরে চারু মৃদু মৃগ ছাল। তদুপরি সুখাসনে আসীন কৃপাল ॥
উপাধান করি প্রভু কপীশ উৎসঙ্গ। দক্ষিণ বামেতে রাখি ধনুষ নিষঙ্গ ॥
দুই কর কমলেতে সুধারিছে বাণ। লঙ্কেশ মন্ত্রণা কহে লাগি প্রভু কান ॥
অঙ্গদ মারুতি দোঁহে মহাভাগ্যবান। চরণ কমল চাপে বিবিধ বিধান ॥
প্রভুর পশ্চাতে বীরাসনে লছমন। কটিতে তূণীর, করে বাণ শরাসন ॥
দোঃ—এই ভাবে কৃপা, রূপ, গুণ ধাম রাম সুখাসীন।
ধন্য নর যার মন এই ধ্যানে রহে সদা লীন ॥ ১১ক
পূর্ব্ব দিকে চেয়ে প্রভু বিলোকিয়া উদিত ময়ঙ্ক।
কহে সবে দেখ শশী, মৃগপতি সমান অশঙ্ক ॥ ১১খ
চৌঃ—পূর্ব্বে দিক রূপী গিরি গুহা অধিবাসী। পরম প্রতাপী তেজ, বল, শোভারাশি ॥
মত্তনাগ তম কুম্ভ করি বিদারণ। শশী সিংহ করে বন নভে বিচরণ ॥
আকাশে ছড়ায়ে গেল গজমতি তারা। নিশি সুন্দরীর বসনের মুক্তা হীরা ॥
প্রভু কহে শশী বক্ষে কলঙ্কের হার। কহ নিজ বুদ্ধি মত কারণ তাহার ॥
কহিল সুগ্রীব শুন শুন রঘুরায়। ভূমিছায়া প্রকটিত শুভ্র চন্দ্রমায় ॥
কেহ কহে রাহু গ্রাস শশীরে করিল। বক্ষ মাঝে কৃষ্ণরেখা তাহাতে হইল ॥
কেহ কহে বিধি রতি বদন সৃজিতে। সার ভাগ হরে নিল সুধাংশু হইতে ॥
ছিদ্র আছে তাই শশী বক্ষের ভিতরে। সেই রন্ধ্রে নভোছায়া প্রকট অন্তরে ॥
কেহ কহে কালকুট চন্দ্র সহোদর। অতি প্রিয় বক্ষ মাঝে ধরে নিরন্তর ॥
বিষ মাখা অংশুজাল হস্ত বিস্তারিয়া। বিরহী মানব নারী মারে জ্বালাইয়া ॥
দোঃ—পবন নন্দন কহে শোন প্রভু, রজনীশ তব প্রিয় দাস।
হৃদি মাঝে মূর্ত্তি তব বসে নিরন্তর, তাই শ্যামতা প্রকাশ ॥ ১২ক
পবন নন্দন বাক্য শুনি হাসে রাম বুদ্ধিমান।
দক্ষিণ দিকেতে চাহি পুনঃ কহে করুণা নিধান ॥ ১২খ
চৌঃ—দক্ষিণ দিকেতে চেয়ে দেখ বিভীষণ। বিজলি চমকে ঘন ঘটাতে যেমন ॥
মধুর মধুর ঘন করিছে গর্জ্জন। কঠোর উপল বুঝি হবে বরিষণ ॥

কহে বিভীষণ শুন শুনহে কৃপাল। না হয় তড়িত কিম্বা বারিদের জাল ॥
লঙ্কার শিখরে রাজে রুচির ভবন। নৃত্যগীতে মগ্ন তথা আছে দশানন ॥
মেঘের বরণ ছত্র রাবণের শিরে। ঘনঘটা বলি ভ্রম জাগায় অন্তরে ॥
মন্দোদরী কর্ণে শোভে হীরকের ফুল। ঘন মাঝে ক্ষণ প্রভা বলি হয় ভুল ॥
বাজিছে মৃদঙ্গ, তাল সহিত অনুপ। মধুর মধুর ধ্বনি তাই সুর ভূপ ॥
মৃদু হাস্য করি প্রভু জানি অভিমান। শরাসন নিয়ে কৈলা সায়ক সন্ধান ॥

দোঃ—কুণ্ডল, মুকুট, ছত্র নিপতিত কৈলা একবাণে।
সবার সম্মুখে ভূমে, মর্ম্ম তার কেহ নাহি জানে ॥ ১৩ক
কৌতুক করিয়া শর প্রবেশিল আসিয়া নিষঙ্গ।
সশঙ্ক রাবণ সভা, নিরখিয়া মহা রসভঙ্গ ॥ ১৩খ

চৌঃ—নহে ভূমিকম্প, নহে ঘোর প্রভঞ্জন। অস্ত্র শস্ত্র কিছু কেহ না করে দর্শন ॥
চিন্তিত সকলে নিজ হৃদয়ে বিচারি। অলক্ষণ প্রকটিত ভয়ঙ্কর ভারী ॥
সভয় দেখিয়া সভা তবে দশানন। যুক্তি বিরচিয়া কহে হাসিয়া বচন ॥
পতিত হইলে শির সদা শুভ যার। মুকুট খসিলে কিবা অলক্ষণ তার ॥
নিজ নিজ গৃহে গিয়া করহ শয়ন। শির নত করি সবে চলিল ভবন ॥
মন্দোদরী চিত্তে চিন্তা জাগে অনুক্ষণ। পড়িল কর্ণের ফুল মহীতে যখন ॥
সজল নয়নে কহে করি কর জোড়। প্রাণ পতি শোন নম্র অনুনয় মোর ॥
রামের সহিত কান্ত বৈর পরিহর। মানুষ ভাবিয়া চিত্তে হঠ নাহি কর ॥

দোঃ—বিশ্বরূপ রঘুমনি, কর বাক্য প্রত্যয় আমার।
বেদ করে বহু লোক, প্রতি অঙ্গে, কল্পনা যাঁহার ॥ ১৪

চৌঃ—পাতাল চরণ তাঁর, শীর্ষ ব্রহ্মধাম। অন্য লোক অঙ্গে অঙ্গে করয় বিশ্রাম ॥
ভ্রূকুটি বিলাস তাঁর কাল ভয়ঙ্কর। কেশ ঘন মালা শোভে, নেত্র দিবাকর ॥
যাঁহার নাসিকা সম অশ্বিনী কুমার। দিবা, রাত্রি নয়নের পলক যাঁহার ॥
দশ দিক কর্ণ, বেদ কহে অনুমানি। মরুত যাঁহার শ্বাস, বেদ যাঁর বাণী ॥
অধর লালসা, দন্ত শমন করাল। মায়া যাঁর অট্ট হাস্য, বাহু দিক্‌পাল ॥
আনন অনল যাঁর, রসনা বরুণ। উদ্ভব সংস্থিতি লয় যাহার উদ্যম ॥
রোম রাজি তরুলতা অষ্টাদশ ভার। অস্থি শৈল, স্রোতস্বিনী স্নায়ুজাল যাঁর ॥
উদর উদধি, নিম্ন অঙ্গাদি নিরয়। বিরাট সংসার তাঁর কল্পনা নিচয় ॥

দোঃ—অহঙ্কার শিব, বুদ্ধি অজ, শশী মন, চিত্ত অব্যক্ত মহান্।
মানব অন্তরে, চরাচরে স্থিত, সর্ব্বরূপরাশি ভগবান ॥ ১৫ক
হেন বিচারিয়া শোন প্রাণপতি প্রভুসনে শত্রু ব্যবহার।
ত্যজি কর প্রীতি রাম পদে, চির স্থির রবে এয়োতি আমার ॥ ১৫খ

চৌঃ—নারী বাক্য শুনি কর্ণে অট্টহাস্য করে। মোহের মহিমা দেখ কত বল ধরে ॥

নারীর স্বভাব কবি সত্য করি কহে। অষ্ট অবগুণ সদা হৃদয়েতে রহে ॥
সাহস, অনৃত, চপলতা আর মায়া। ভয় অবিবেক অপবিত্রতা অদয়া ॥
রিপুর সকল গুণ করিয়া কীর্ত্তন। নিদারুণ ভয় মোরে কৈলা প্রদর্শন ॥
এ সকল প্রিয়ে স্বভাবতঃ বশ মোর। আমার প্রভাব নহে অবিদিত তোর ॥
জানিলাম প্রিয়ে সব তব চতুরতা। এই ছলে বরণিলে আমার প্রভুতা ॥
তোমার বচন গূঢ় কুরঙ্গ নয়নে। বুঝিলে সুখদ, ভয় নিবারে শ্রবণে ॥
মন্দোদরী মনোমাঝে করিল সুস্থির। কালবশে মতিভ্রম হইল পতির ॥

দোঃ—হেনমতে রসালাপ করি বহু, প্রাতে দশস্কন্ধ।
সহজ অশঙ্ক লঙ্কাপতি, সভা চলে মতি অন্ধ ॥ ১৬ক

সোঃ—বেত নাহি ধরে ফুল ফল, সুধা জলদ বর্ষিলে।
মূর্খ হৃদে নহে জ্ঞানোদয়, ব্রহ্মা সম গুরু পেলে ॥ ১৬খ

অঙ্গদ রাবণ সংবাদ।

চৌঃ—হেথা প্রাতঃকালে জাগরিত রঘুরায়। সচিব ডাকিয়া সবে জিজ্ঞাসে উপায় ॥
শীঘ্র কহ কি উপায় করিব এখন। প্রণমিয়া জাম্বুবান কহিল বচন ॥
শুনহ সর্ব্বজ্ঞ সব হৃদয় নিবাসী। বুদ্ধি বল তেজ ধর্ম্ম গুণ গণ রাশি ॥
মন্ত্রণা কহিব নিজ মতি অনুসার। লঙ্কায় পাঠাও দূত বালির কুমার ॥
উত্তম মন্ত্রণা, সবে কৈলে সমর্থন। অঙ্গদে করুণা নিধি কহিলা বচন ॥
বালির কুমার বুদ্ধি বল গুণ ধাম। লঙ্কা যাও তাত, কর গিয়ে মম কাম ॥
অধিক বুঝায়ে কিবা কহিব তোমারে। বুদ্ধিমান তুমি অতি আমার বিচারে ॥
আমার করম আর তার হিত হয়। রিপু সনে কর হেন বাক্য বিনিময় ॥

সোঃ—প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি পদে প্রণমিয়া ওঠে অঙ্গদ সত্বর।
গুণের সাগর সেই যার প্রতি করে কৃপা রাম রঘুবর ॥ ১৭ক
স্বয়ং সিদ্ধ সর্ব্ব কর্ম্মে, নাথ মোরে কৃপা করে দেখালে আদর।
হেন বিচারিয়া পুলকিত অঙ্গ যুবরাজ প্রফুল্ল অন্তর ॥ ১৭খ

চৌঃ—মহিমা হৃদয়ে ধরি বন্দিয়া চরণ। প্রণমিয়া সবে চলে অঙ্গদ তখন ॥
প্রভুর প্রতাপ হৃদে স্বতঃ শঙ্কাহীন। চলিল বালির সুত সমরে প্রবীণ ॥
নগরে পশিতে এক রাবণ নন্দন। খেলিতেছে রাজপথে করিল দর্শন ॥
বাক্ বিতণ্ডায় হল ক্রোধের সঞ্চার। বয়সে তরুণ দেহে শকতি অপার ॥
নিশাচর অঙ্গদেরে লাথি উঠাইল। ঘুরায়ে চরণ ধরি ভূমে নিক্ষেপিল ॥
নিশাচর বৃন্দ যোদ্ধা বলবান হেরে। যথা তথা ধায় মুখে বাক্য নাহি সরে ॥
এক অপরের সনে মর্ম্ম নাহি কহে। বুঝিয়া আপন মৃত্যু চুপ করি রহে ॥
কোলাহল হল ভারী নগর মাঝার। লঙ্কাপোড়া হনু বুঝি এসেছে আবার ॥
না জানি বিধাতা কিবা করিবে এবার। অতিশয় ভীত সবে করিছে বিচার ॥
নাহি জিজ্ঞাসিতে পথ দেয় দেখাইয়া। যার পানে চায়, মুখ যায় শুকাইয়া ॥

দোঃ—উপনীত দরবারে হৃদে স্মরি রাম পদকঞ্জ।
সিংহ ঠামে ইথি উথি চায় ধীর বীর বলপুঞ্জ ॥ ১৮

চৌঃ—শীঘ্রগতি নিশাচর এক পাঠাইল। সমাচার দশাননে গিয়া শুনাইল ॥
শুনি দশানন কহে হাসিয়া হাসিয়া। কোথাকার কপি হেথা আনহ ডাকিয়া ॥
আদেশ পাইয়া বহু দূত দৌড়াইল। মর্কট কুঞ্জরে ডাকি লইয়া আসিল ॥
অঙ্গদ দেখিল বসি রাবণ কেমন। কজ্জল পর্ব্বত যেন সহিত জীবন ॥
বাহু মহীরুহ, শির শিখর সমান। রোমাবলি যেন লতা বিবিধ বিধান ॥
মুখের গহ্বর নাসা নেত্র আর কান। মনে হয় পর্ব্বতের কন্দর সমান ॥
মহাবলশালী যোদ্ধা বালির তনয়। সভায় পশিল মন একান্ত নির্ভয় ॥
সভাসদ, কপি দেখি উঠিয়া দাঁড়ায়। রাবণ হৃদয় হল ক্রোধে অগ্নিপ্রায় ॥

দোঃ—মত্ত গজযূথ মাঝে যথা পশুরাজ চলে যায়।
রামের প্রতাপ স্মরি বৈসে, সভা মস্তক নোয়ায় ॥ ১৯

চৌঃ—কহে দশকণ্ঠ বল্ কে তুই বানর। দশানন, দূত পাঠাইল রঘুবর ॥
মম পিতা সনে তব রহিল মিতাই। তব হিত লাগি তাই আসিয়াছি ভাই ॥
পুলস্ত্যের নাতি জন্ম উত্তম কুলেতে। শিব অজ পূজিয়াছ নানাবিধ মতে ॥
বর পেয়ে কৈলা সব কর্ম্ম সমাপন। জিনিলে নৃপতি বৃন্দ লোকপালগণ ॥
নৃপতির অভিমান মোহ বশে কিম্বা। হরিয়া এনেছ সীতা জগতের অম্বা ॥
কল্যাণ হইবে এবে বাক্য শোন মোর। সব অপরাধ ক্ষমিবেন প্রভু তোর ॥
দন্তে তৃণ ধরি কণ্ঠে বাঁধিয়া কুঠারি। পুর জন সহ সঙ্গে লয়ে নিজ নারী ॥
সাদরে জনক সুতা অগ্রেতে করিয়া। প্রভু পাশে চল সব ভয় তেয়াগিয়া ॥

দোঃ—প্রণত পালক রঘুবংশমণি ত্রাণ কর, করহ আমারে।
শুনিয়া কাতর বাক্য প্রভু দান করিবেন অভয় তোমারে ॥ ২০

চৌঃ—সামালিয়া বাক্য কহ কপির নন্দন। নাহি জান মূঢ় আমি সুরারি রাবণ ॥
কহ নিজ নাম আর পিতৃনাম ভাই। কিবা সম্পর্কেতে বল মানিব মিতাই ॥
অঙ্গদ আমার নাম বালির কুমার। মিলন হল কি কভু সহিত তাঁহার ॥
অঙ্গদ বচন শুনি সঙ্কুচিত মন। কহে বালি নামে কপি ছিল একজন ॥
অরে রে অঙ্গদ তুই বালির বালক। জনমিলি কুলাঙ্গার বংশের নাশক ॥
গর্ভস্রাব নাহি হল বৃথা জনমিলে। নিজ মুখে তাপসের দূত স্বীকরিলে ॥
কোথা আছে বালি, কহ কুশল আপন। হাসিয়া অঙ্গদ হেন কহিল বচন ॥
দিন দশ পরে বালি সন্নিধানে গিয়া। পুছিও কুশল বক্ষে সখাকে লইয়া ॥
রামের বিরোধে হয় কুশল যেমন। সকল তোমারে সেই করাবে শ্রবণ ॥
শোন শঠ ভেদ বুদ্ধি হইবে তাহার। রঘুবীর নাহি রাজে হৃদয়ে যাহার ॥

দোঃ—বংশের নাশক আমি সত্য, নিজ কুল তুমি পাল দশশীষ।
অন্ধ কি বধির কহিবেনা হেন, চোখ কান আছে তোর বিশ ॥ ২১

চৌঃ—শঙ্কর বিরিঞ্চি সুর মুনি সমুদয়। যাঁহার চরণ সেবা মনেতে বাঞ্ছয়॥
কুল ডুবাইনু আমি তাঁর দূত হয়ে। হেনমতি, বক্ষ তোর যায় না ভাঙ্গিয়ে॥
কপির কঠোর বাণী শুনিয়া শ্রবণে। কহে দশানন তারে ঘূর্ণিত নয়নে॥
সহিলাম শঠ তোর কঠোর বচন। নীতি ধর্ম্ম জ্ঞাত আমি অতি বিলক্ষণ॥
কহে কপি জানি ধর্ম্ম আচরণ তোর। শুনিয়াছি তুই বেটা পরনারী চোর॥
নয়নে দেখিনু মুই দূতের রক্ষণ। ডুবে মর নিয়ে তব ধর্ম্ম আচরণ॥
নাক কান হীন তব ভগিনী নেহারি। ক্ষমা করিয়াছ তুমি ধরম বিচারি॥
ধার্ম্মিক নামেতে খ্যাতি ভরিল ভুবন। বড় ভাগ্য পাইলাম তব দরশন॥

দোঃ—প্রলাপ করো না জড় জন্তু কপি, শঠ এই দেখ মোর বাহু।
লোকপাল মহাবল শশী গ্রাসিবার হেতু হল যেন রাহু॥ ২২ক
পুনঃ নভ সরে মম করপদ্ম নিচয়ের পরে করি বাস।
শোভিত মরাল হেন হয়েছিল দেবদেব সহিত কৈলাস॥ ২২খ

চৌঃ—অঙ্গদ কহহ তব সৈন্যের ভিতর। আমা সনে কেবা যুদ্ধে হবে অগ্রসর॥
তব প্রভু নারী বিরহেতে বলহীন। অনুজ তাহার দুঃখে দুঃখিত মলিন॥
সুগ্রীব সহিত তুমি কূল দ্রুম সম। অতিশয় ভীরু বিভীষণ ভ্রাতা মম॥
জাম্বুবান অতিশয় বৃদ্ধ মন্ত্রীবর। সে কেমনে আমা সনে করিবে সমর॥
শিল্প কর্ম্মে সুনিপুণ কপি নল নীল। আছে বটে একমাত্র কপি বলশীল॥
প্রথমে আসিয়া যেবা লঙ্কা জ্বালাইল। শুনি হাস্য করি বালি কুমার কহিল॥
নিশাচর নাথ সত্য কহহ বচন। সত্য কি বানর পুরী করিল দহন?
রাবণের পুরী ক্ষুদ্রতম কপি দহে। কে শোনে এ হেন বাক্য, কোন্ মূঢ় কহে॥
যাহারে সুভট বলি প্রশংস রাবণ। সুগ্রীবের হয় এক কনিষ্ঠ ধাবন্॥
দ্রুতগতি হইলেই বীর নাহি হয়। খবর লইতে মাত্র প্রেরিল তাহায়॥

দোঃ—সত্য সত্য পুর দগ্ধ করেছিল কপি প্রভু আদেশ না পেয়ে।
নিজ প্রভু পাশে ফিরে নাহি গেল তাই, ভয়ে আছে লুকাইয়ে॥ ২৩ক
সত্যই কহিলে দশকণ্ঠ, শুনি ক্রুদ্ধ মোর না হল অন্তর।
আমার কটকে নাহি কেহ, যার শোভে তোমা সহিত সমর॥ ২৩খ
বিরোধ পিরীতি সমানের সনে, প্রচলিত আছে হেন নীতি।
ভেকে যদি বধে মৃগপতি, নাহি প্রশংসিবে কেহ তার রীতি॥ ২৩গ

যদ্যপি লঘুতা তব, তোমা বধে শ্রীরামের দোষ।
তথাপি কঠিন শোন দশানন, ক্ষত্র জাতি রোষ॥ ২৩ঘ
বক্র উক্তি ধনু, বাক্য শরে জর জর কৈলে কীশ।
প্রত্যুত্তর তূণ মাঝে খোঁজে যেন বীর দশশীষ॥ ২৩ঙ
হাসিয়া কহিল দশানন তবে, বানরের গুণ বড় এক।
প্রতিপালকের হিত সাধিবার তরে, রচে উপায় অনেক॥ ২৩চ

চৌঃ—ধন্য কপি সাধিবারে নিজ প্রভু কাজ। যথা তথা নৃত্য করে পরিহরি লাজ॥
নৃত্য করি, লম্ফ দিয়ে লোকেরে মজায়। পতি হিত তরে নিজ ধর্ম্মেরে বাড়ায়॥
জানিনু অঙ্গদ প্রভু-ভক্ত তব জাতি। প্রভু গুণ না গাহিবে কেনহে এমতি॥
গুণের গ্রাহক আমি পরম সুজান। কঠোর বচনে তব নাহি দেই কান॥
কপি কহে তব গুণ গ্রাহিতার কথা। সত্যই পবন সুত জানাইল হোথা॥
কানন উজাড়ি, সুত বধি, ছার খার। কৈল পুরী, তবু নাহি কৈলা অপকার॥
বিচারিয়া তব হেন প্রকৃতি সুন্দর। করিলাম দশানন ধৃষ্টতা বিস্তর॥
কপি যা কহিল সত্য দেখিনু আসিয়া। অভিমান, লাজ, রোষ দিয়াছ ত্যজিয়া॥
এত বুদ্ধি, তবু পিতা খাইয়াছ কীশ। কহিয়া বচন হেন হাসে দশশীষ॥
পিতাকে খেয়েছি, তোরে খাইব এখন। কি যেন কি কথা, এবে হইল স্মরণ॥
বালির বিমল যশ পাত্র তোরে জানি। না বধিনু তোরে অতি নীচ অভিমানী॥
কহহ রাবণ, ভবে রাবণ ক'জন। যত শুনিলাম আমি করাব শ্রবণ॥
বলিরে জিনিতে এক চলিল পাতালে। শিশুগণ বাঁধি তারে রাখে হয়শালে॥
শিশুগণ খেলে, মারে ধাইয়া ধাইয়া। দয়া করি বালি দিল তাহারে ছাড়িয়া॥
দেখিল সহস্র ভুজ পুনঃ একজন। ভাবিয়া বিশেষ জন্তু করিল বন্ধন॥
কৌতুক লাগিয়া তারে ভবনে আনিল। যাইয়া পুলস্ত্য মুনি তারে ছাড়াইল॥

দোঃ—কহিতে সঙ্কোচ অতি, এক ছিল মোর পিতা বালি কক্ষ মাঝ।
এ তিন রাবণ মধ্যে কেবা তুমি ক্রোধ ত্যজি কহ সত্য আজ॥ ২৪

চৌঃ—শুনহ রাবণ আমি সেই বলবান। হর গিরি জানে ভুজ বলের প্রমাণ॥
উমাপতি জানে যার বলের বড়াই। পূজিনু যাঁহারে শির সুমন চড়াই॥
নিজ করে করি শির সরোজ ছেদন। বহুবার ত্রিপুরারি করিনু অর্চ্চন॥
মম ভুজ বল জানে দশ দিক্‌পাল। অদ্যাপি যাদের হৃদে যাতনা বিশাল॥
হৃদয়ের কঠিনতা দিক্ গজগণ। জানে, বলে গিয়া করি সংগ্রাম যখন॥
করাল দশন বক্ষ ভেদ নাহি করে। মূলকের মত চূর্ণ হয় বক্ষোপরে॥
যার পদভরে কাঁপে ধরণী তেমন। মত্ত গজ ভরে লঘু তরণী যেমন॥
আমি যে রাবণ জগ বিদিত প্রতাপী। শোন নাই কানে কভু অলীক প্রলাপী॥

দোঃ—সে হেন রাবণে লঘু মানি, কর নরের ব্যাখ্যান।
রে কপি বর্বর, খর্ব্ব, খল জানা গেছে তব জ্ঞান॥ ২৫

চৌঃ—শুনিয়া অঙ্গদ কোপ ভরে কহে বাণী। সামালিয়া কহ বাক্য নীচ অভিমানী॥
সহস্র বাহুর ভুজ গহন অপার। দহিল অনল সম যাহার কুঠার॥
যাহার পরশু অম্বুধির খরধার। ডুবাইল অগণিত নৃপ বহুবার॥
তার গর্ব্ব চূর্ণ হল যাঁর দরশনে। অভাগা রাবণ, নর বল্ সে কেমনে॥
কেমনে মানুষ রাম কহ শঠ বঙ্গা*। ধানুকী কন্দর্প, নদী মাত্র কভু গঙ্গা॥

* বঙ্গা—মূর্খ

সুরধেনু পশু, বৃক্ষ কল্পতরু হয়। অন্নদান দান ? সুধা রস মাত্র নয় ॥
বৈনতেয় খগ, অহি সহস্র আনন। চিন্তামণি শিলা মাত্র না হয় রাবণ ॥
শুন মতিমন্দ লোক না হয় বৈকুণ্ঠ। লাভ মাত্র নহে রাম ভকতি অকুণ্ঠ ॥

দোঃ—সেনা সহ মথি তব মান, দগ্ধ করি পুর, উজাড়িয়া বন।
গেল তব সুত বধি, বল শঠ হনুমান বানর কেমন ॥ ২৬

চৌঃ—চতুরতা পরিহরি শুনহ রাবণ। ভজ কৃপাসিন্ধু রঘু রায়ের চরণ ॥
অরে খল রামদ্রোহী হইলি যখন। ব্রহ্মা, রুদ্র নারে তোর করিতে রক্ষণ ॥
মূর্খ বৃথা যেন নাহি বাজাইও গাল। রাম বিদ্রোহীর হবে এই মত হাল ॥
কপিগণ আগে তব মস্তক নিকর। ভুমিতে পড়িবে লাগি শ্রীরামের শর ॥
তারা তব শির লয়ে কন্দুক সমান। ভালু কপি মিলি সবে খেলিবে চৌগান ॥
সমরে যখন রঘু নায়ক কুপিবে। অতীব করাল বহু সায়ক ছুটিবে ॥
না চলিবে গাল বাদ্য, তখন তোমার। হেন বিচারিয়া, ভজ শ্রীরাম উদার ॥
বাক্য শুনি মহাক্রুদ্ধ রাবণ হইল। জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃতাহুতি দিল ॥

দোঃ—কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা মম, সুত মোর মেঘনাদ শক্রারি বিখ্যাত।
জিনিলাম চরাচর, পরাক্রম মম নহ অদ্যাপি বিজ্ঞাত ॥ ২৭

চৌঃ—শাখামৃগগণে শঠ, সহায় লইয়া। গরব এতেক সিন্ধু বন্ধন করিয়া ॥
অনেক বিহঙ্গ উড়ি বারীশ লঙ্ঘয়। তাহে শুন জড় কপি বীর নাহি হয় ॥
মম ভুজ সিন্ধু বল বারি ভরপুর। তাহাতে ডুবিল বহু সুর নর শূর ॥
বিংশতি পয়োধি অতি অগাধ অপার। কেবা হেন বীর যার সাধ্য তরিবার ॥
দিক্‌পাল দিয়ে করি বারি আনয়ন। নৃপযশ খল মোরে করাও শ্রবণ ॥
সমরে নিপুণ প্রভু যদ্যপি তোমার। গুণ গাথা গান কর যার বার বার ॥
দূত পাঠাইতে তার ছিল কিবা কাজ। রিপু সনে প্রীতি করিবারে নাহি লাজ ॥
কৈলাস মথন কারী মম ভুজ হেরে। প্রভুর প্রশংসা পুনঃ করো খল পরে ॥

দোঃ—রাবণ সদৃশ বীর কেবা, নিজ করে কাটি যেবা নিজ শীষ।
অনলে আহুতি দিল বহুবার, হরষিত সমক্ষে গিরীশ ॥ ২৮

চৌঃ—জ্বলিছে অনল যবে আমার কপালে। দেখিলাম বিধি কিবা লিখিয়াছে ভালে ॥
নর হস্তে মৃত্যু লিখা, পড়িয়া দেখিয়া। হাসিলাম বিধি লিপি অসত্য জানিয়া ॥
তাহা সমঝিয়া মোর ভয় নাই মর্ম্মে। লিখিয়াছে বৃদ্ধ ব্রহ্মা যাহা ভুলক্রমে ॥
আমা হতে শ্রেষ্ঠ বীর কেবা ভবে আর। লজ্জাত্যজি গুণ যার গাও বার বার ॥
উত্তরে অঙ্গদ, লজ্জা তোমার মতন। জগমাঝে কারো নাই জানিনু রাবণ ॥
লজ্জাশীল হয় তব সহজ স্বভাব। নিজ মুখে নাহি কহ আপন প্রভাব ॥
শির আর শৈল কথা আছে চিত্তভরে। কহিলি বিংশতি বার অতি কম করে ॥
এই ভুজবল তোর বক্ষে লুকাইলি। জিতিলি সহস্রবাহু, বলি, আর বালি ॥
শুন মতি মন্দ মোর দেও প্রত্যুত্তর। শির কাটি দিলে নাকি হয় বীরবর ॥

নাহি কহে ঐন্দ্রজালিকেরে বড় বীর। নিজ করে কাটি ফেলে সকল শরীর ॥
দোঃ—পতঙ্গ পুড়িয়া মরে মোহবশে, গুরুভার বহে খর বৃন্দ।
বীর নাহি কহে তাহে, সমঝিয়া হৃদি মাঝে দেখ মতি মন্দ ॥ ২৯
চৌঃ—বাক্য আড়ম্বর খল আর নাহি কর। মম বাক্য শুনি অভিমান পরিহর ॥
দশানন! আসি নাই দৌত্য করিবারে। রঘুবীর পাঠাইলা, শোন কি বিচারে ॥
বার বার এই বাক্য কহিলা কৃপাল। গজারির যশ নাই বধিয়া শৃগাল ॥
প্রভুর বচন মনোমাঝে সমঝিয়া। যাইতেছি শঠ বাক্য তোমার সহিয়া ॥
অন্যথা করিয়া তব বদন ভঞ্জন। বাহুবলে সীতা নিয়া যাই এতক্ষণ ॥
জানিলাম তব বল অধম সুরারি। শূন্য গৃহ হতে হরে নিলে পর নারী ॥
তুমি নিশাচর পতি গর্ব্ব অতিশয়। রাম সেবকের আমি দূত বই নয় ॥
রাম অপমানে যদি না থাকিত ডর। দেখাতাম মজা তব চোখের উপর ॥
দোঃ—তোমারে নিক্ষেপি ভূমে, সেনাবধি, লণ্ড ভণ্ড করি তব গ্রাম।
জনক সুতারে, মন্দোদরী সহ, এতক্ষণে নিয়া যাইতাম ॥ ৩০
চৌঃ—শূরতা নাহিক হত এ সব সাধিলে। কিবা পুরুষত্ব মৃত জনারে মারিলে ॥
কৌল, কামবশ আর কৃপণ, বিমূঢ়। দরিদ্র, অযশী-অতি, কিম্বা অতি বুড় ॥
সদা রোগ বশ কিম্বা অতিশয় ক্রোধী। বিষ্ণুতে বিমুখ, শ্রুতি সজ্জন বিরোধী ॥
শরীর পোষক নিন্দাকারী অঘ খনি। জীয়ন্তে শবের সম এই চৌদ্দ প্রাণী ॥
হেন বিচারিয়া খল না বধিনু তোরে। আর যেন ক্রোধান্বিত না করিস্ মোরে ॥
শুনিয়া সকোপ কহে নিশাচর নাথ। অধর দশনে চাপি মর্দ্দি দুই হাত ॥
এইবার মন্দ কপি চাহিস মরণ। বড় কথা ছোটমুখে করি উচ্চারণ ॥
কটু কথা মূর্খ কপি কহ বলে যার। নাহি বল বুদ্ধি তেজ প্রতাপ তাহার ॥
দোঃ—অগুণ অমান জানি পিতা তারে দিলা বনবাস।
যুবতী বিরহ, বনবাস দুঃখ, সদা মম ত্রাস ॥ ৩১ক
যাহার বলের গর্ব্ব তোর, হেন কত শত নর।
হঠ ত্যজি বোঝ মূঢ়, দিবা নিশি খায় নিশাচর ॥ ৩১খ
চৌঃ—রাম নিন্দা দশানন করিল যখন। কপি শ্রেষ্ঠ হল তবে ক্রোধে হুতাশন ॥
হরি হর নিন্দা শোনে দিয়ে নিজ কান। মহাপাপ হয় তার গোবধ সমান ॥
কট কট শব্দ করি মর্কট কুঞ্জর। দুই হাতে চড় মারে অবনী উপর ॥
কাঁপিল মেদিনী, সভাসদ্ পড়ে খ'সে। পালাইতে লাগে সবে ভীতি বায়ু বশে ॥
রাবণ সামালি উঠি পড়িতে পড়িতে। শিরের মুকুট দশ গড়ায় ভূমিতে ॥
কিছু নিজ হাতে শিরে করিল ধারণ। অঙ্গদ পাঠাল কিছু প্রভুর সদন ॥
মুকুট আসিতে দেখি কপিগণ ভাগে। দিবা ভাগে উল্কা বিধি পড়ি বারে লাগে ॥
কিম্বা ক্রোধ করি করে রাবণ প্রেরণ। অতি বেগে চারি বজ্র করে আগমন ॥
ভীত নাহি হও মনে কহিলেন প্রভু। উল্কা নহে, বজ্র নহে নহে কেতু রাহু ॥

কিরীট এসব হয় দশ আননের। প্রেরিত ধাইছে হেথা বালি নন্দনের ॥

দোঃ—লম্ফ দিয়া ধরি হাতে, হনুমান আনে প্রভু পাশ।
মজা দেখে ভালু কপি দিনকর সমান প্রকাশ ॥ ৩২ক

হোথা দশানন কহে সবসনে অতি কোপভরে।
কপিরে ধরিয়া মার, শুনি বালি সুত হাস্য করে ॥ ৩২খ

চৌঃ—এই ভাবে বেগে সব যোদ্ধাগণ যাও। ভালু কপি যথা পাও তথা ধরি খাও ॥
কপিহীন কর ধরা আমার দোহাই। জীয়ন্ত ধরিয়া আন তপস্বী দুভাই ॥
পুনরায় কোপ ভরে কহে যুবরাজ। গাল বাজাইতে তোর নাহি কোন লাজ ॥
গলাকাটি মর লজ্জাহীন কুলঘাতী। মম বল দেখি তোর নাহি ফাটে ছাতি ॥
অরে নারীচোর, নীচ, কুমারগগামী। মলরাশি, মন্দমতি, খল, অতি কামী ॥
সন্নিপাত ঘোরে কিরে কহিস দুর্বাদ। কালবশ হয়েছিস শঠ মনুজাদ ॥
কুকর্ম্মের ফল সব পরেতে মিলিবে। বানর ভালুক যবে গালে চড়াইবে ॥
শ্রীরাম মানুষ ! শঠ কহ হেন বাণী। খসেনা রসনা কেন তব অভিমানী ॥
রসনা খসিবে এতে নাহিক সংশয়। মস্তক সহিত রণ অঙ্গনে নিশ্চয় ॥

সোঃ—বধিল বালিরে যেবা একশরে দশানন সেকি কভু নর।
বিংশতি লোচনে অন্ধ, ধিক্ তব জন্ম, নীচ অশিতয় জড় ॥ ৩৩ক

তোমার শোণিত লাগি পিপাসিত রঘুবীর সায়ক নিকর।
সেই ভয়ে ত্যজিলাম তোরে মিথ্যা কটুভাষী নীচ নিশাচর ॥ ৩৩খ

চৌঃ—উপাড়িতে পারিতাম তোমার দশন। আদেশ নাহিক দিল রঘুর নন্দন ॥
ক্রোধে ভাবি ভাঙ্গি তোর দশটি আনন। লঙ্কা তুলি সিন্ধু মাঝে করি বিসর্জ্জন ॥
ডুমুর ফলের সম শোভে লঙ্কাপুর। মধ্যে জন্তু সম থাক নহ ভয়াতুর ॥
কপি আমি ফল খেতে কোন দেরী নাই। উদার রামের আজ্ঞা কিন্তু পাই নাই ॥
শুনিয়া যুকতি মৃদু হাসিল রাবণ। কোথায় শিখিলি মূঢ় অমৃত ভাষণ ॥
হেন গালবাদ্য বালি না কৈল কখন। তপস্বীর সঙ্গে হলি প্রগল্ভ এমন ?
বিশ বাহু, সত্য আমি মিথ্যাবাদী হব। দশ জিহ্বা যদি নাহি উপাড়িব তব ॥
রামের প্রতাপ স্মরি অঙ্গদ কুপিল। পণ করি সভামাঝে চরণ রোপিল ॥
যদি মম পদ কেহ নাড়াইতে পারে। সীতাকে হারিয়া রাম ফিরে যাবে ঘরে ॥
শুনহ সুভট সব কহে দশশীষ। পদ ধরি ভূমিতলে পার দুষ্ট কীশ ॥
ইন্দ্রজিৎ আদি যত রক্ষ বলবান। হর্ষি উঠি নানা যোদ্ধা হল আগুয়ান ॥
ঠেলা ঠেলি করে করি বিবিধ উপায়। না নড়ে চরণ, নত শিরে ফিরে যায় ॥
পুনঃ পুনঃ উঠি টানে বিবুধ অরাতি। নাড়াইতে পদ কারো নহিল শকতি ॥
কুযোগী পুরুষ যথা শুন উরগারি। মোহ তরু উপাড়িতে যায় সদা হারি ॥

দোঃ—মেঘনাদ সম কোটি যোদ্ধা ওঠে প্রফুল্ল অন্তরে।
ক'সে টানে, নাহি নড়ে পদ, বৈসে শির নত করে ॥ ৩৪ক

দোঃ—সজ্জন যেমতি, কোটি বিঘ্ন হলে, নীতি নাহি ত্যাগে।
তথা ভূমি নাহি ত্যজে পদ, দেখি, রিপু মদ ভাগে ॥ ৩৪খ

চৌঃ—কপি বল দেখি সবে মনে মনে হারে। রাবণ আপনি উঠে কপির প্রচারে ॥
ধরিতে চরণ কহে বালির কুমার। ধরিলে আমার পদ না পাবে উদ্ধার ॥
যাও শঠ ধর গিয়া রামের চরণ। শুনিয়া সঙ্কোচে অতি ফিরে গেল মন ॥
তেজহীন হল অঙ্গ শ্রীহত বদন। মধ্য দিবসেতে শোভে সুধাংশু যেমন ॥
শির নত করি সিংহাসনে বসে গিয়ে। মনে হয় এল সব সম্পত্তি খোয়ায়ে ॥
জগত আধার প্রাণপতি প্রভু রাম। তাহাতে বিমুখ কভু লভে কি বিশ্রাম ॥
শোন উমা, শ্রীরামের ভ্রূকুটি বিলাসে। জগত হইয়া সৃষ্টি পুনরায় নাশে ॥
তৃণকে কুলিশ করে তৃণ কুলিশেরে। তাঁহার দূতের পদ কে নাড়িতে পারে ॥
নানাবিধ নীতি পুনঃ কপি কহে তায়। না মানে রাবণ কাল সন্নিহিত প্রায় ॥
রিপুমদ মথি প্রভু যশ শুনাইল। হেন কহি বালিরাজ কুমার চলিল ॥
এখনি বাক্যেতে কিবা করিব বড়াই। না মারিয়া তোরে রণে খেলাই খেলাই ॥
অঙ্গদের বল দেখি যাতুধানগণ। নিজ নিজ মনে দুঃখী হইল ভীষণ ॥
প্রথমেই মারিয়াছে তাহার তনয়। শুনিয়া রাবণ হল দুঃখী অতিশয় ॥

দোঃ—রিপুবল ধর্ষি হৃষ্ট মনে বালি সুত বল পুঞ্জ।
সাশ্রুনেত্রে, পুলকিত অঙ্গে, ধরে প্রভু পদ কঞ্জ ॥ ৩৫ক

মন্দোদরীর প্রবোধ।

সন্ধ্যা সমাগত জানি গৃহে চলে দশানন উদাস হইয়া।
মন্দোদরী নানাভাবে কহে পুনরায় রাবণেরে বুঝাইয়া ॥ ৩৫খ

চৌঃ—কান্ত, সমঝিয়া মনে ত্যজহ কুমতি। শোভে না সমর তব, সহ রঘুপতি ॥
লক্ষ্মণ ধনুক দিয়া গণ্ডি দিয়াছিল। হেন বীরপণা সাধ্য লঙ্ঘিতে নহিল ॥
তাহার সহিত প্রিয় জিনিবে সংগ্রাম। যার দূত অবহেলে করে হেন কাম ॥
কৌতুকে লঙ্ঘিয়া সিন্ধু তব লঙ্কা পুরে। মর্কট কেশরী পশে নিঃশঙ্ক অন্তরে ॥
রক্ষীগণে বধি কৈল বিপিন উজাড়। নয়ন সমক্ষে কৈল অক্ষয়ে সংহার ॥
নগর জ্বালায়ে সব কৈল ছার খার। কোথায় রহিল বল গৌরব তোমার ॥
মিথ্যা গালবাদ্য পতি নাহি কর আর। মোর বাক্য কর কিছু হৃদয়ে বিচার ॥
রঘুবরে নরপতি মাত্র নাহি জানো। অগ, জগ নাথ অনুপম বল মানো ॥
বাণের প্রতাপ জ্ঞাত হইল মারীচ। তার কথা না মানিলা তুমি হেন নীচ ॥
জনক সভাতে অগণিত মহীপাল। রহিলে তুমিও বল গরব বিশাল ॥
ভাঙ্গিয়া ধনুক জানকীরে বিবাহিল। সংগ্রামে তাহারে কেহ জিনিতে নারিল ॥
সুরপতি সুত জানে কিছু বল তাঁর। প্রাণে বাঁচাইল নাশি এক আঁখি যার ॥
সূর্পনখা গতি তুমি আছ সুবিদিত। তথাপি হৃদয় নহে লাজে সঙ্কুচিত ॥

দোঃ—বিরাধ, দূষণ, খরে বধি অবহেলে, পুনঃ বধিল কবন্ধ।
বালিরে বধিল একমাত্র শরে, জান তুমি সব দশস্কন্ধ॥ ৩৬

চৌঃ—জলনিধি বাঁধে যেবা করি অতি হেলা। উত্তরিল কপি সহ পর্ব্বত সুবেলা॥
করুণা আকর দিনকর কুল কেতু। দূত পাঠাইল নাথ তব হিত হেতু॥
সভামাঝে তব বল মথিল কেমন। কুঞ্জর বরূথ মাঝে কেশরী যেমন॥
অঙ্গদ মারুতি সম যাঁর অনুচর। সমরে দুর্দ্ধর্ষ সেই মহা শক্তিধর॥
তাঁরে পুনঃ পুনঃ নাথ কহহ মানব। বহ বৃথা মদ মান মমতা গরব॥
হায় হায় কান্ত কর রামের বিরোধ। কালবশে মনে নাহি উপজিছে বোধ॥
দণ্ড ধরি কাল কার না হরিল প্রাণ। হরি ধর্ম্ম বল বুদ্ধি সহিত বিজ্ঞান॥
কাল যার সন্নিকটে হয় সমাগত। ভ্রম হয় তার নাথ তোমার যেমত॥

দোঃ—পুর জ্বালাইল, বধি তুই সুত, বৈর শেষ এখনো করহ।
কৃপাসিন্ধু রঘুবীরে ভজি, প্রিয়, ভবে তব সুযশ লহহ॥ ৩৭

চৌঃ—রমণী বচন শুনি তীরের সমান। জাগিয়া সভায় গেল হইতে বেহান॥
উপবিষ্ট সিংহাসনে অহঙ্কারে ফুলে। অতি অভিমানে ত্রাস সব গেল ভুলে॥

রাক্ষস সহ কপি ভালুর প্রথম সংঘর্ষ।

চৌঃ—হেথা প্রভু রাম বালি সুতেরে ডাকিল। চরণ কমলে আসি অঙ্গদ নমিল॥
অতিশয় সমাদরে পার্শ্বে বসাইয়া। কৃপালু খরারি বাক্য কহিল হাসিয়া॥
বালির নন্দন অতি বিস্ময় আমায়। সত্য কহ তাত, কথা জিজ্ঞাসি তোমায়॥
যাতুধান কুলটিকা লঙ্কেশ রাবণ। যার ভুজবল ভবে অনুপ গণন॥
মুকুট তাহার চারি তুমি চালাইলে। কহ তাত কোন মতে সে সব পাইলে॥
শুনহ সর্ব্বজ্ঞ প্রণতের সুখকারী। মুকুট না হয়, নরপতি গুণ চারি॥
সাম, দান, দণ্ড পুনরায় প্রভু ভেদ। নৃপ হৃদে রহে চারি হেন কহে বেদ॥
নীতি ধরমের চারি সুন্দর চরণ। হৃদে জানি তব পাশে কৈল আগমন॥

দোঃ—ধর্ম্ম হীন কালবশ প্রভু পদ বিমুখ রাবণ।
তাহে ত্যজি নৃপগুণ তোমাপাশে কৈল আগমন॥ ৩৮-ক.
শুনিয়া শ্রবণে সুচতুর বাক্য হাসে প্রভু শ্রীরাম উদার।
লঙ্কাগত সমাচার সব পুনঃ বিবরিল বালির কুমার॥ ৩৮-খ

চৌঃ—রিপুর সংবাদ যবে শ্রীরাম পাইল। সকল সচিব গণে নিকটে ডাকিল॥
লঙ্কাগড় দৃঢ় তাতে চারিটী দুয়ার। কেমনে করিবে রণ করহ বিচার॥
ঋক্ষেশ কপীশ তবে সহ বিভীষণ। হৃদয়ে স্মরিয়া রবি কুলের ভূষণ॥
বিচার করিয়া মন্ত্র নিশ্চয় করিল। চারি ভাগে কপিসেনা ভাগ করি দিল॥
যথা যোগ্য নির্ব্বাচিত কৈল সেনাপতি। ডাকিয়া লইল তবে সব যূথপতি॥
প্রভুর প্রতাপ সবে কহি বুঝাইল। শুনি কপি সিংহনাদ করিয়া ধাইল॥
আনন্দে শ্রীরাম পদে নোয়াইয়া শির। পর্ব্বত শিখর নিয়ে ধায় সব বীর॥

তর্জ্জন গর্জ্জন করে ভল্লুক কপীশ। কহি জয় রঘুবীর কোশল অধীশ॥
লঙ্কাগড় অতি দুর্গ জানে কপিগণ। প্রভুর প্রতাপে চলে ভয় হীন মন॥
মেঘসম চারিদিক ফেলিল ঘিরিয়া। বাজায় নাগারা ভেরী কপি মুখদিয়া॥

দোঃ—কহি জয় রাম, জয় লছমন, কপীশ সুগ্রীব।
সিংহনাদে গর্জ্জে কপি ভালু, বল বিশাল অতীব॥ ৩৯

চৌঃ—লঙ্কায় হইল তবে কোলাহল ভারী। শুনি দশানন অতিশয় অহঙ্কারী॥
কহে দেখ বানরের ধৃষ্টতা বড়াই। হাসিয়া রাক্ষস সৈন্য লইল ডাকাই॥
শমন প্রেরিত কপি এসেছে হেথায়। মোর রক্ষ সেনাগণ পীড়িত ক্ষুধায়॥
হেন কহি শঠ অট্ট অট্ট হাস্য কৈল। ঘরে বসি আহারের আদেশ করিল॥
সুভট সকলে শীঘ্র চারিদিকে যাও। বানর ভল্লুকগণে ধরি ধরি খাও॥
শোন উমা রাবণের হেন অভিমান। টিট্টিভ সমান পদ রাখয় উত্তান॥
চলে নিশাচর রণে আদেশ পাইয়া। ভিন্দিপাল সাঁগি আদি হস্তেতে লইয়া॥
তোমর মুদ্গর ঘোর পরিঘ প্রচণ্ড। পরশু কৃপাণ লয়ে শূল, গিরি খণ্ড॥
উপল নিকর যথা অরুণ নেহারি। ধায় শঠ বিহঙ্গম যারা মাংসাহারী॥
চঞ্চু ভাঙ্গিবার দুঃখ না বোঝে তাহারা। তেমনি ধাইল মনুজাদ বুদ্ধি হারা॥

দোঃ—নানায়ুধ শর চাপ ধরি যাতুধান বলবীর।
প্রাচীর শিখরে লম্ফ দিয়ে চড়ে যত রণধীর॥ ৪০

চৌঃ—প্রাচীর উপরে রক্ষ শোভিছে কেমন। মেরু শৃঙ্গে শোভে কৃষ্ণ বারিদ যেমন॥
বাজায় দামামা ঢোল যুদ্ধের বাজন। শুনিয়া সুভটগণ উল্লসিত মন॥
বাজিছে নফোরী, ভেরী অসংখ্য অপার। শুনিয়া ভীরুর মনে উঠে হাহাকার॥
দেখিবারে যায় ঠাট কপি সমূহের। সুবিশাল কলেবর ভল্লুক বীরের॥
ধাইল অপথ পথ কিছু নাহি জানে। পর্ব্বত ফুরিয়া পন্থা সমূহ নির্ম্মাণে॥
কট কট করি কোটি সুযোদ্ধা গর্জ্জয়। অধর দংশিয়া দন্তে ভীষণ তর্জ্জয়॥
এদিকে রামের, হোথা রাবণ দোহাই। জয় জয় দিয়া সুরু করিল লড়াই॥
পর্ব্বত শিখর যত রাক্ষস ঢয়ায়। লম্ফ দিয়া ধরি কপি গড়েতে চালায়॥

ছঃ—প্রচণ্ড ভূধর খণ্ড ধরি কপি ভালু গড় পরে নিক্ষেপয়।
ঝট্ করি ধরি পদ, ফেলি ভূমি পরে পুনঃ হুঙ্কার করয়॥
তরুণ তরল কপি গর্জ্জি প্রতাপেতে চড়ে লম্ফ দিয়া গড়ে।
মন্দিরে চড়িয়া কপি ভালু যথা তথা রাম যশ গান করে॥

দোঃ—নিশাচর এক এক ধরি লয়ে বানর পালায়।
উপরে আপনি, রক্ষ নীচে নিয়ে পড়িছে ধরায়॥ ৪১

চৌঃ—রামের প্রতাপে বলীয়ান কপিযূথ। মর্দ্দিছে ধরিয়া বহু রাক্ষস বরূথ॥
কপিগণ যথা তথা চড়ে দুর্গ পরে। প্রতাপ ভাস্কর রাম জয় ধ্বনি করে॥

তমীচর গণ তবে করে পলায়ন। প্রবল পবনে ধায় যথা খন গণ ॥
হাহাকার ওঠে তবে নগরেতে ভারী। কাঁদিছে বালক বৃন্দ আর্ত্ত নর নারী ॥
সবে করে রাবণেরে গালি বরষণ। রাজত্ব করিতে মৃত্যু ডাকিল আপন ॥
নিজ দল বিচলিত শুনিয়া শ্রবণে। কুপিত লঙ্কেশ ফিরাইল যোদ্ধাগণে ॥
সংগ্রামে বিমুখ হয়ে ফিরিছে জানিলে। করাল কৃপাণে তারে বধিব সেকালে ॥
খাইয়া সর্ব্বস্ব ভোগ করিয়া বিস্তর। রণাঙ্গণে হল এবে প্রাণ প্রিয়তর ॥
কঠোর বচন শুনি সবে ডরাইয়া। ক্রোধ ভরে ফেরে যোদ্ধা লজ্জিত হইয়া ॥
সম্মুখ সমরে মৃত্যু বীরের শোভন। প্রাণ লোভ পরিহরি চলে সেনাগণ ॥

দোঃ—ধরিয়া আয়ুধ বহু যোদ্ধা সব হুহুঙ্কার করিয়া ভিরিল।
পরিঘ ত্রিশূল মারি ভালু কপি সেনাগণে আকুল করিল ॥ ৪২

চৌঃ—ডরেতে আতুর কপি লাগে পালাইতে। যদ্যপি জিতিবে উমা তাহারা অন্তেতে ॥
কেহ কহে কোথা যুবরাজ, হনুমান। কোথায় দ্বিবিদ নল নীল বলবান ॥
বিকল আপন দল শোনে হনুমান। পশ্চিম দ্বারেতে ছিল মহা বলবান ॥
মেঘনাদ সেই দ্বারে করিছে সমর। ভাঙ্গিবারে নারে দ্বার অতীব কঠোর ॥
পবন তনয় অতি ক্রোধান্বিত মন। কালসম করে যোদ্ধা প্রবল গর্জ্জন ॥
লম্ফ দিয়া লঙ্কাগড় উপরে উঠিল। গিরি নিয়ে মেঘনাদ উপরে ধাইল ॥
ভাঙ্গিয়া স্যন্দন, পুনঃ মারিয়া সারথী। তাহার হৃদয়ে হনু মারে এক লাথি ॥
দ্বিতীয় সারথী তারে বিকল জানিয়া। ভবনে চলিল অন্য রথে চড়াইয়া ॥

দোঃ—অঙ্গদ শুনিল হনু একা গড় উপরে উঠিল।
সমর নিপুণ বালিসুত গড়ে হেলায় চড়িল ॥ ৪৩

চৌঃ—সমরে বিরুদ্ধ ক্রুদ্ধ যুগল বানর। রামের প্রতাপ স্মরি হৃদয় ভিতর ॥
রাবণ ভবনে দোহে চড়িল ধাইয়া। কোশল পতির জয় জয় ধ্বনি দিয়া ॥
কলসী সহিত সব ঘর ধসাইল। দেখি নিশাচর পতি ভয়ার্ত্ত হইল ॥
নারীবৃন্দ করে সবে বক্ষে করাঘাত। দুই কপি এসে এবে লাগাল উৎপাৎ ॥
কপি লীলা করি সবে দেখাইছে ভয়। শ্রীরাম চন্দ্রের যত সুযশ শুনায় ॥
পুনঃ হাতে নিয়া ভাঙ্গি কাঞ্চনের খম্ব। কহে এবে করা যাক উৎপাৎ আরম্ভ ॥
লম্ফ দিয়া পড়ি রিপু কটক মাঝারে। মহাভুজ বলে রিপু মর্দ্দি মর্দ্দি মারে ॥
কাহারে মারিছে লাথি চাপড় কাহারে। কহে ফল লও কেন না ভজ রামেরে ॥

দোঃ—এক অন্য সনে মর্দ্দি, ছিড়ি শির দেয় চালাইয়া।
দধিকুণ্ড সম ফাটে রাবণের অগ্রেতে পড়িয়া ॥ ৪৪

চৌঃ—বড় বড় দলপতি যারে যারে পায়। পায়ে ধরি ধরি প্রভু পাশেতে চালায় ॥
বিভীষণ সকলের কহি দেয় নাম। শ্রীরাম পাঠায় সবে আপনার ধাম ॥
খল মনুজাদ ব্রাহ্মণের মাংস খায়। যোগীর ঈপ্সিত অতি শুভগতি পায় ॥
উমা, রাম মৃদুচিত করুণা আকর। বৈর ভাবে স্মরে তাঁরে যত নিশাচর ॥

বিতরে পরম গতি হৃদে হেন জানি। এমন কৃপালু আর কে আছে ভবানি॥
নাহি ভজে হেন প্রভু যারা ভ্রমত্যাগি। মন্দমতি অতিশয় পরম অভাগী॥
অঙ্গদ মারুতি দুই, কহে অবধেশ। গড় মাঝে দুইজন করেছে প্রবেশ॥
লঙ্কাগড়ে দুই কপি শোভিছে কেমন। যুগল মন্দর সিন্ধু মথিছে যেমন॥

দোঃ—ভুজবলে রিপুদল দলি দেখি দিবসের অন্ত।
অনায়াসে কপিদ্বয় লম্ফে আসে যথা ভগবন্ত॥ ৪৫

চৌঃ—প্রভু পাদ পদ্মে দোঁহে প্রণাম করিল। দেখিয়া সুভট রাম প্রসন্ন হইল॥
দোঁহাকার পানে প্রভু কৃপাদৃষ্টে চায়। শ্রমদূর হয়ে দোঁহে মহাসুখ পায়॥
অঙ্গদ সহিত হনু ফিরেছে জানিয়া। ভল্লুক মর্কট সেনা আসিল ফিরিয়া॥
যাতুধান প্রদোষের শকতি লভিয়া। রাবণ দোহাই দিয়া চলিল ধাইয়া॥
নিশাচর সেনা দেখি বানর ফিরিল। কটকট শব্দে পুনঃ যুঝিতে লাগিল॥
প্রবল উভয় দল করি হুহুঙ্কার। করিছে সমর কেহ নাহি মানে হার॥
মহাবীর রক্ষগণ কালো অতিশয়। বিশাল শরীর নানা বর্ণ কপিচয়॥
সবল উভয় দল সম বল বীর। নানা রঙ্গ করি লড়ে ক্রোধেতে অধীর॥
বর্ষা শরতের যত বারিদের দল। পবন প্রেরিত যেন যুঝিছে সকল॥
সেনাপতি অকম্পন আর অতিকায়া। সেনা বিচলিত দেখি প্রকটিল মায়া॥
হইল নিমেষ মধ্যে অতি অন্ধকার। রক্ত বৃষ্টি সহ ঝরে শিলা আর ক্ষার॥

দোঃ—দেখিয়া নিবিড় তম দশদিশি কপিগণ করে হাহাকার।
নাহি দেখে পরস্পরে যথা তথা যোদ্ধাগণ করিছে চীৎকার॥ ৪৬

চৌঃ—সকল মরম রঘু নায়ক জানিয়া। নিলা হনুমান সঙ্গে অঙ্গদে ডাকিয়া॥
সমাচার সব প্রভু কহে বুঝাইয়া। মর্কট কুঞ্জর কোপে চলিল ধাইয়া॥
পুনঃ কৃপাময় হাসি ধনুক চড়ায়। পাবক সায়ক অতি সত্বর চালায়॥
নাহি অন্ধকার, সব হইল প্রকাশ। জ্ঞানের উদয়ে যথা সংশয় বিনাশ॥
ভল্লুক বানর তবে পাইয়া প্রকাশ। আনন্দে ধাইল দূরে গেল ভয় ত্রাস॥
গরজিল হনুমান অঙ্গদ সমরে। হাঁক শুনি নিশাচর পলায়ন করে॥
পিছে হতে ধরি দেয় ভূমেতে আছাড়। অদ্ভুত করণী করে কপি ভালু আর॥
পদ ধরি রক্ষগণে সাগরে ডুবায়। মকর উরগ মীন ধরে ধরে খায়॥

দোঃ—হতাহত কিছু রণে, কিছু গড়ে করে পলায়ন।
রিপু দেখি বিচলিত কপি ভালু করয় গর্জ্জন॥ ৪৭

চৌঃ—নিশা জানি চারিদল কপি সেনাগণ। কোশল পতির পাশে কৈল আগমন॥
কৃপাদৃষ্টে রাম যবে কৈল নিরীক্ষণ। শ্রম মুক্ত হল সব বানর তখন॥
হোথা দশানন সব সচিব ডাকিল। সব সনে কহে যে যে রাক্ষস মরিল॥
কটকের অর্দ্ধ কপি করিল সংহার। শীঘ্র কহ কি কর্ত্তব্য করিয়া বিচার॥
মাল্যবন্ত এক অতি বৃদ্ধ নিশাচর। রাবণের মাতামহ পুনঃ মন্ত্রীবর॥

বলিল বচন নীতি পূরণ পাবন। মম উপদেশ তাত করহ শ্রবণ ॥
যদবধি সীতা তুমি হরিয়া আনিলা। কহা নাহি যায় যত কু-লক্ষণ হৈল ॥
বেদ পুরাণাদি সবে যার গুণ গায়। তাঁর বিরোধিতা করি সুখ নাহি পায় ॥

দোঃ—ভ্রাতা সহ হিরণ্যাক্ষ মধু কৈটভাদি বলবান।
যে মারিল, অবতীর্ণ কৃপাসিন্ধু সেই ভগবান ॥ ৪৮ক
কালরূপ খলবন দাহী, গুণাগার, ঘনরোধ।
যারে সেবে ব্রহ্মা হর, তাঁর সনে সাজে কি বিরোধ ॥ ৪৮খ

চৌঃ—পরিহরি বৈর, করি বৈদেহী অর্পণ। কর প্রেমময় কৃপানিধির ভজন ॥
বাণ সম হৃদে লাগে তাহার বচন। কহে, কালো মুখে কর অভাগা গমন ॥
বৃদ্ধ হলে তবু কাল না নেয় তোমারে। ওই মুখ আর নাহি দেখা'য়ো আমারে ॥
আপন মনেতে বৃদ্ধ করে অনুমান। বধিতে চাহিছে এবে করুণা নিধান ॥
উঠে গেল বৃদ্ধ তবে কহিয়া দুর্বাদ। কোপ ভরে তবে বাক্য কহে ঘন নাদ ॥
কাল প্রাতে দেখাইব কৌতুক আমার। কার্য্যেতে দেখাব মুখে বলিব কি আর ॥
শুনিয়া পুত্রের বাক্য ভরসা পাইল। প্রীতির সহিত তারে পাশে বসাইল ॥
যামিনী প্রভাত হল করিতে বিচার। ভালু কপি যুদ্ধ আরম্ভিল চারিদ্বার ॥
ক্রোধে কপিগণ গড় দুর্গম ঘিরিল। কোলাহল অতিশয় নগরে উঠিল ॥
বিবিধ আয়ুধ লয়ে নিশাচর ধায়। গড় শীর্ষ হতে গিরি শিখর ঢয়ায় ॥

ছঃ—ঢয়ায় পর্ব্বতচূড়া, কোটি কোটি গোলা চলে বিবিধ প্রকার।
কুলিশের ধ্বনি হয়, প্রলয়ের মেঘ যেন করয় হুঙ্কার ॥
বিকট মর্কট ভট যুঝে, কাটে, নাহি হারে তনু জর জর।
শৈল ধরি গড় পরে ছোড়ে যথা তথা রহে মরি নিশাচর ॥

দোঃ—শুনি মেঘনাদ কানে পুনঃ কপি লঙ্কাগড় ঘিরিল আসিয়া।
দুর্গ ছাড়ি বীরবর সম্মুখীন হল রণবাদ্য বাজাইয়া ॥ ৪৯

লক্ষ্মণের শক্তি শেল।

কোশল অধীশ কোথা দুই ভাই তারা। সকল ভুবনে খ্যাত সুধন্বী যাহারা ॥
সুগ্রীব দ্বিবিদ কোথা কোথা নল নীল। কোথায় অঙ্গদ হনুমান বলশীল ॥
ভ্রাতৃদ্রোহী লুকাইয়া কোথা বিভীষণ। সবসনে আজি তারে করিব নিধন ॥
এত কহি মেঘনাদ ছাড়ে তীক্ষ্ণ বাণ। আকর্ণ টানিয়া ধনু ক্রোধেতে মহান ॥
সায়ক সমূহ যাহা ছাড়িতে লাগিল। পক্ষযুত সর্প সম ছুটিয়া চলিল ॥
যথা তথা দেখে ভূমে পড়িছে বানর। সম্মুখে আসিতে নারে সেই অবসর ॥
যথা তথা কপি ভালুক সৈনিক পালায়। সমর বাসনা সবে ত্যজিয়া হিয়ায় ॥
হেন ভালু কপি নাই যুদ্ধের মাঝার। প্রাণ মাত্র অবশেষ নহিল যাহার ॥

দোঃ—দশ দশ বাণ মারে বক্ষে, ভূমে পড়ে কপিবীর।
সিংহ নাদ করি গর্জ্জে মেঘনাদ বলবান ধীর ॥ ৫০

চৌঃ—পবন নন্দন দেখি কটক বেহাল। কোপ ভরে ধাবমান হল যেন কাল॥
ঝট্ করে তুলে নিয়ে পর্ব্বত শিখর। মারিল ক্রোধেতে মেঘনাদের উপর॥
হনুরে আসিতে দেখি চড়িল বিমান। সারথী তুরঙ্গ রথ হল খান খান॥
বার বার হাঁক পারে বীর হনুমান। মর্ম্ম জানি রক্ষ নাহি যায় সন্নিধান॥
রামের সমীপে তবে গেল মেঘনাদ। কহিতে কহিতে তাঁরে বিবিধ দুর্বাদ॥
অনেক আয়ুধ শস্ত্র শস্ত্র বরষয়। অবহেলে প্রভু তারে কাটি নিবারয়॥
প্রভাব দেখিয়া মূঢ় ক্রোধে কম্পমান। করিতে লাগিল মায়া বিবিধ বিধান॥
যেন কেহ ক্ষুদ্র সর্প নিজ হস্তে ধ'রে। গরুড়ে দেখায় ভয় হেন ক্রীড়া করে॥

দোঃ—যাঁর মায়া পাশে বদ্ধ শিব অজ হতে ক্ষুদ্রতম।
মায়া করে তাঁর সনে, দেখ নীচ রাক্ষস অধম॥ ৫১

চৌঃ—গগনে চড়িয়া বর্ষে বিপুল অঙ্গার। মেদিনী ফুড়িয়া বহে সলিলের ধার॥
নানাবিধ বহুতর পিশাচ পিশাচী। মার কাট ধ্বনি সবে করে নাচি নাচি॥
বিষ্ঠা রক্ত পূয কেশ অস্থি সমুদয়। কখন উপল কভু ভস্ম বরিষয়॥
ধুলি বরষণে সব করে অন্ধকার। না চেনে বিস্তৃত কেহ হস্ত আপনার॥
আকুল হইল কপি রক্ষ মায়া দেখি। এভাবে মরিবে সবে সুনিশ্চিত পেখি॥
কৌতুক দেখিয়া রাম হাসে মৃদু মন্দ। ভয় ভীত হল জানি সব কপি বৃন্দ॥
একবাণে কাটে রাম মায়া সমুদয়। সব তম কাটে যথা হলে সূর্যোদয়॥
কৃপাদৃষ্টে চায় রাম কপি ভালু পানে। প্রবল চলিল রণে বাধা নাহি মানে॥

দোঃ—রামের আদেশ মাঁগি অঙ্গদাদি কপিগণ সাথ।
সকোপ লক্ষ্মণ চলে লয়ে বাণ শরাসন হাথ॥ ৫২

চৌঃ—রক্তিম নয়ন বক্ষ বাহু সুবিশাল। হিমগিরি নিভ তনু হেথা সেথা লাল॥
হোথা দশানন মহাযোদ্ধা পাঠাইল। নানা অস্ত্র শস্ত্র লয়ে সমরে ধাইল॥
পাদপ ভূধর নখ আয়ুধ লইয়া। ধায় কপি সেনা জয় রাম উচ্চারিয়া॥
সমানে সমানে যুদ্ধে ভিরিল সকল। জয় ইচ্ছা উভয়ের সমান প্রবল॥
মুষ্ট্যাঘাত, লাথি মারে, কাটে দন্ত দিয়া। জয়শীল কপি মারে তর্জ্জন করিয়া॥
মার মার ধর ধর, ধর ধর মার। মুণ্ডছেড়, বাহু ধরি ছিঁড়ে ফেল আর॥
হেন ধ্বনি পরিপূর্ণ হল নবখণ্ড। যথা যথা ধায় রুণ্ড অতীব প্রচণ্ড॥
কৌতুক দেখিছে নভে যত সুর বৃন্দ। কখন ব্যাকুল কভু হৃদয়ে আনন্দ॥

দোঃ—রুধিরে ভরিল গর্ত্ত ধূলি উড়ি উপরে জমিল।
জ্বলন্ত অঙ্গার রাশি পরে যেন ভস্ম আচ্ছাদিল॥ ৫৩

চৌঃ—আহত সৈনিক সব শোভিছে কেমন। কুসুমিত কিংশুকের বিটপী যেমন॥
দুই যোদ্ধা, মেঘনাদ সহিত লক্ষণ। লড়িছে ক্রোধেতে মত্ত কুঞ্জর যেমন॥
জিতিতে না পারে এক অপরের সনে। ছল বল অনিয়ম করে রক্ষ রণে॥
তবে ক্রোধান্বিত অতি অনন্ত হইল। সারথীর সহ রথ সত্বর ভাঙ্গিল॥

বিবিধ আয়ুধ যবে নিক্ষেপিল শেষ। মেঘনাদ হল মাত্র প্রাণ অবশেষ ॥
রাবণ তনয় মনে করে অনুমান। সঙ্কটে পড়িনু মোর হরিবেক প্রাণ ॥
বীর বিনাশিনী তবে শক্তি নিক্ষেপিল। তেজঃপুঞ্জ লক্ষ্মণের বক্ষেতে লাগিল ॥
শক্তির প্রহারে যবে মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণ। ভয় ত্যজি সন্নিকটে চলিল তখন ॥

দোঃ—মেঘনাদ সম কোটি যোদ্ধা তারে উঠাইতে চায়।
ভবাধার শেষ উত্তোলিত নারে, লাজে চলে যায় ॥ ৫৪

চৌঃ—শুনহ গিরিজে রোষ অনল যাঁহার। চতুর্দ্দশ লোক দহি করে ছার খার ॥
সংগ্রামে জিনিতে বল কে পারে তাঁহারে। চরাচর সুর নর সেবা করে যাঁরে ॥
কৌতূহল এই সেই মাত্র জ্ঞাত হয়। যাহার উপরে রাম 'হয়েন সদয় ॥
সন্ধ্যা সমাগত দুই ফিরিল অনীক। সামালিতে লাগে দোহে আপন সৈনিক ॥
ব্যাপক অজিত ব্রহ্ম ভুবন ঈশ্বর। পুছিছে লক্ষ্মণ কোথা করুণা আকর ॥
হনুমান কোলে করি আনে তৎক্ষণ। অনুজে দেখিয়া প্রভু দুঃখেতে মগন ॥
জাম্বুবান কহে বৈদ্য সুষেণ নামেতে। লঙ্কাতে বসতি তারে পাঠাও আনিতে ॥
হনুমান চলে তবে লঘুরূপ ধরি। আনিল ভবন সহ তারে শীঘ্র করি ॥

দোঃ—রঘুপতি পাদ পদ্মে প্রণমিয়া বৈদ্যরাজ সুষেণ আসিয়া।
ওষধি গিরির নাম কহি কহে বায়ুসুত আনহ যাইয়া ॥ ৫৫

চৌঃ—রামপদ সরসিজ হৃদয়ে রাখিয়া। বায়ুসুত চলে নিজ সামর্থ্য বর্ণিয়া ॥
হোথা দূত এক সব খবর কহিল। কালনেমি গৃহে তবে তবে রাবণ চলিল ॥
দশানন কহে মর্ম্ম কালনেমি শোনে। পুনঃ পুনঃ কালনেমি নিজ শির ধোনে ॥
তোমার সম্মুখে পুর কৈল ছারখার। তার পথ রোধে হেন সাধ্য আছে কার ॥
ভজি রঘুপতি কর কল্যাণ আপন। কল্পনা জল্পনা বৃথা কর বিসর্জ্জন ॥
নীলকঞ্জ তনু কিবা মনোহর শ্যাম। রাখহ হৃদয়ে রাম নয়নাভিরাম ॥
তুমি আমি মোর আদি মোহ কর ত্যাগ। মহামোহ নিদ্রা ত্যজি হওহে সজাগ ॥
কালরূপী সর্পে বোঝ যে করে ভক্ষণ। স্বপ্নেও সমরে তারে জিনে কোন জন ॥

দোঃ—শুনি দশানন ক্রুদ্ধ, কালনেমি করিল বিচার।
রামদূত হস্তে মৃত্যু, ভাল এই খল দুরাচার ॥ ৫৬

চৌঃ—হেন ভাবি পথ মাঝে মায়া প্রকটিল। মন্দির, বাগিচা, সরোবর বানাইল ॥
বায়ুসুত ভাবে দেখি সুন্দর আশ্রম। মুনিরে জিজ্ঞাসি জলপানে যাবে শ্রম ॥
রাক্ষস কপট বেশে তথা বিরাজিত। মায়াপতি দূতে চাহি করিতে মোহিত ॥
পবন নন্দন গিয়া নোয়াইল মাথা। কহিতে লাগিল মুনি রাম গুণগাথা ॥
রাম রাবণেতে হইতেছে মহারণ। জিনিবেন রাম নাহি সংশয় কারণ ॥
হেথাহতে আমি সব করি নিরীক্ষণ। জ্ঞানদৃষ্টি বল মোর আছে বিলক্ষণ ॥
মাঁগিল সলিল মুনি দিল কমণ্ডল। কপি কহে তৃপ্তি নাহি হবে, স্বল্প জল ॥
সরোবরে স্নান করি সত্বর আসিবে। দীক্ষা দিব, যাহে জ্ঞান বিজ্ঞান লভিবে ॥

দোঃ—প্রবেশিতে সরে, পদ ধরে এক ব্যাকুল মকরী।
মরি, দিব্য তনু ধরি চলে নভে দিব্য যান চড়ি॥ ৫৭

চৌঃ—কপি তব দরশনে হইনু নিষ্পাপ। মিটিল কঠিন আজি মুনিবর শাপ॥
মুনি নাহি হয় এই নিশাচর ঘোর। জানিও বচন অতি সত্য কপি মোর॥
এত কহি নভে চলে অপ্সরা যখন। রাক্ষস নিকটে কপি চলিল তখন॥
কহে কপি কর গুরু দক্ষিণা গ্রহণ। পশ্চাতে আমারে মন্ত্র করাবে শ্রবণ॥
পুচ্ছ দিয়া ধরি তারে মারিল আছাড়। নিজ তনু প্রকটিল কালে মরিবার॥
রাম রাম রাম কহি ছাড়িল পরাণ। শুনিয়া প্রফুল্ল মনে চলে হনুমান॥
দেখিল পর্ব্বত কিন্তু ওষধি না চেনে। সহসা পর্ব্বত হনু উপাড়িল টেনে॥
গিরি ধরি রাত্রে নভে হনুমান যায়। অযোধ্যা পুরীর পরে আসিয়া দাঁড়ায়॥

দোঃ—ভরত দেখিয়া ভারী, নিশাচর মনে অনুমানি।
ফলাহীন শক্তি মারে শরাসন কর্ণাবধি টানি॥ ৫৮

চৌঃ—পড়িল মূর্চ্ছিত ভূমে লাগিয়া সায়ক। স্মরি রাম রাম রঘু বংশের নায়ক॥
প্রিয় বাক্য শুনি ত্বরা ভরত উঠিল। কপির সমীপে অতি ত্বরিত আসিল॥
বিকল দেখিয়া কপি বক্ষেতে ধরিল। অচৈতন্য, বহু ভাবে চেতন করিল॥
বদন মলিন অতি দুঃখপূর্ণ মন। সজল নয়নে তবে কহিল বচন॥
যে বিধি আমারে রাম বিমুখ করিল। সেই পুনঃ এই নিদারুণ দুঃখ দিল॥
যদ্যপি আমার হৃদে কায়বাক্য মনে। থাকে অকপট প্রীতি রামের চরণে॥
তাহলে বানর হোক্ গত শ্রমশূল। রঘুপতি হন যদি মোরে অনুকূল॥
বচন শুনিয়া উঠি বসিল কপীশ। কহি জয় জয় জয় কোশল অধীশ॥

সোঃ—সজল নয়নে পুলকিত অঙ্গে কপি বক্ষে লয়।
স্মরি রাম রঘু কুলমণি, প্রীতি না ধরে হৃদয়॥ ৫৯

চৌঃ—কুশল কহহ, তাত সুখ নিধানের। জননী জানকী আর ভ্রাতা লক্ষ্মণের॥
সকল চরিত কপি সংক্ষেপে কহিল। ভরত হইল দুঃখী মনে গ্লানি হৈল॥
হায় হায় দৈব কেন জনমিনু ভবে। আমাহতে রামকার্য্য কিছু নাহি হবে॥
কুসময় জানি তবে চিত্তে ধরি ধীর। কপিসনে পুনঃ বাক্য কহে বলবীর॥
বিলম্ব হইবে তাত তোমার গমনে। কার্য্য নষ্ট হবে পুনঃ নিশি অবসানে॥
আমার সায়কে চড় পর্ব্বত সমেত। পাঠাইব তোমা যথা করুণা নিকেত॥
শুনিয়া কপির মনে হল অভিমান। মোর ভারে কোন্‌মতে যাবে তব বাণ॥
রামের প্রতাপ তবে হৃদয়েতে স্মরি। চরণ বন্দিয়া পুনঃ কহে কর জুড়ি॥
তোমার প্রতাপ প্রভু রাখিয়া চিত্তেতে। চলিয়া যাইব আমি বাণের গতিতে॥
আনন্দে ভরত তবে আদেশ করিল। প্রণমিয়া পদে হনু ধাইয়া চলিল॥

দোঃ—তোমার প্রতাপ হৃদে রাখি যাব অতি শীঘ্রগতি।
হেন কহি, আজ্ঞা পেয়ে, পদ বন্দি, চলিল মারুতি॥ ৬০ক

ভরতের বাহুবল, শীল গুণ, প্রভু পদে পিরীতি অপার।
বার বার প্রশংসিয়া মনোমাঝে চলে দ্রুত পবন কুমার ॥ ৬০খ

চৌঃ—হেথা রাম লক্ষ্মণেরে করি দরশন। মানুষের ন্যায় কহে করুণ বচন ॥
অর্দ্ধরাত্রি হল গত, কপি না ফিরিল। অনুজে উঠায়ে কোলে শ্রীরাম লইল ॥
কভু না সহিতে পার বেদনা আমার। মৃদুল স্বভাব ভাই সতত তোমার ॥
পিতা মাতা তেয়াগিলে আমার কারণ। সহিলে বিপিনে হিম আতপ পবন ॥
সেই অনুরাগ-কোথা রহিল এখন। নাহি ওঠ শুনি মম করুণ বচন ॥
যদি জানিতাম বনে হারাইব ভাই। নাহি মানিতাম পিতৃ বাক্যের দোহাই ॥
ভবন, সম্পত্তি, নারী, সুত, পরিবার। সংযোগ বিয়োগ ভবে হয় বার বার ॥
হেন বিচারিয়া চিতে জাগহ লক্ষ্মণ। সহোদর ভ্রাতা নাহি মিলে ত্রিভুবন ॥
পক্ষ বিনে খগ যথা অতিশয় দীন। মণি বিনে ফণী, করিবর কর হীন ॥
আমার জীবন তথা তোমার বিহনে। যদি বিধি বাঁচাইয়া রাখয় জীবনে ॥
বরঞ্চ হইত ভবে অপযশ অতি। নারীর বিরহে নহে সবিশেষ ক্ষতি ॥
এবে অপযশ আর শোক ভাই তোর। সহিছে নিঠুর মন সুকঠোর মোর ॥
জননীর তুমি এক প্রধান কুমার। তুমিই তাহার ভাই প্রাণের আধার ॥
আমার হস্তেতে তোমা দিল সমর্পিয়া। সুখদ সকলভাবে কল্যাণ জানিয়া ॥
তাহার উত্তর কিবা দিব ঘরে গিয়া। উঠিয়া কেন না মোরে দেও বুঝাইয়া ॥
বিবিধ বিলাপ করে শোক বিমোচন। বারি বহে বাহি দুই কমল নয়ন ॥
অখণ্ড, পার্ব্বতি শোন, এক রঘুরায়। মনুষ্যের গতি, ভক্তি কৃপালু দেখায় ॥

সোঃ—প্রভুর বিলাপ শুনি কানে কপিগণ হল শোকেতে বিবশ।
উত্তরিল হনুমান কারুণ্যের মধ্যে যেন মূর্ত্ত বীর রস ॥ ৬১

কুম্ভকর্ণ বধ।

চৌঃ—হর্ষে রাম মিলে হনুমানের সহিত। পরম চতুর প্রভু কৃতজ্ঞ অমিত ॥
শীঘ্র করি বৈদ্য তবে করিল উপায়। লক্ষ্মণ উঠিয়া বসে প্রফুল্ল হৃদয় ॥
ভ্রাতারে তখন প্রভু কৈল আলিঙ্গন। আনন্দিত হল সব ভালু কপিগণ ॥
পুনঃ কপি পৌছাইল বৈদ্যেরে লঙ্কায়। যে প্রকারে এনেছিল তাহারে হেথায় ॥
সমাচার দশানন শুনিল যখন। অতি দুঃখে শিরে কর হানিল সঘন ॥
কুম্ভকর্ণ পাশে গেল ব্যাকুল হইয়া। জাগাইল তারে বহু যতন করিয়া ॥
জাগি নিশাচর শোভা ধরিছে কেমন। দেহ ধরি কালান্তক আসীন যেমন ॥
কুম্ভকর্ণ জিজ্ঞাসিল কহ দেখি ভাই। কি কারণে শুষ্ক মুখ দেখিবারে পাই ॥
সকল বৃত্তান্ত তবে কহে অভিমানী। যে প্রকারে হরে নিল জনক নন্দিনী ॥
কপি নিশাচর গণে করিল সংহার। মহা মহা যোদ্ধা কেহ বেঁচে নাই আর ॥
দুর্ম্মুখ দেবতা রিপু মনুজ আহারী। মহাযোদ্ধা অকম্পন, অতিকায় ভারী ॥
মহোদর আদি অন্য সমুদয় বীর। পড়িয়াছে রণাঙ্গনে সব রণ ধীর ॥

দোঃ—দশানন বাক্য শুনি কুম্ভকর্ণ ব্যাকুল মহান।
জগদম্বা হরি আনি শঠ চাহ আপন কল্যাণ॥ ৬২

চৌঃ—ভাল কর নাই ওহে নিশাচর পতি। এবে মোরে জাগাইয়া হবে কোন্ গতি॥
অদ্যাপিও তাত তুমি ত্যজ অভিমান। ভজহ শ্রীরাম তব হইবে কল্যাণ॥
মানব কি কভু রঘুনায়ক রাবণ। অনুচর যাঁর হনু মানের মতন॥
হায় হায় বন্ধু ত্রুটি করিয়াছ হেন। প্রথমে আসিয়া মোরে জাগালেনা কেন॥
বিরোধ করেছ সেই দেবের সহিত। যাঁর পদ সুর শিব অজের বন্দিত॥
যে জ্ঞান নারদ ঋষি আমারে কহিল। তোমারে কহিতে তাহা সময় নহিল॥
এবে অঙ্ক ভরি মোরে কর আলিঙ্গন। যাইয়া সফল করি আপন নয়ন॥
শ্যামল বরণ তনু বারিজ নয়ন। যাইয়া দেখিব তাপ ত্রয় বিমোচন॥

দোঃ—রাম রূপগুণ স্মরি মগ্নমন হল ক্ষণ এক।
রাবণ মাগিল কোটি ঘট মদ মহিষ অনেক॥ ৬৩

চৌঃ—মহিষ খাইয়া পুনঃ করি মদ্যপান। গর্জ্জন করিল ঘোর বজ্রের সমান॥
কুম্ভকর্ণ অতি দুরমদ রণ রঙ্গে। চলিল ত্যজিয়া দুর্গ সেনা নাহি সঙ্গে॥
দেখিয়া আসিল অগ্রে ভাই বিভীষণ। পদ ধরি নিজ নাম করাল শ্রবণ॥
অনুজে উঠায়ে বক্ষে কৈল আলিঙ্গন। রঘুপতি ভক্ত জানি উল্লসিত মন॥
কহিনু যখন হিত মন্ত্রণা বিচার। রাবণ করিল মোরে চরণ প্রহার॥
সেই দুঃখে রঘুপতি চরণে শরণ। লইনু জানিয়া রাম করিলা গ্রহণ॥
শোন ভাই কালবশ হইল রাবণ। সে নাহি করিবে সৎ মন্ত্রণা গ্রহণ॥
ধন্য ধন্য ধন্য তাত তুমি বিভীষণ। হইয়াছ নিশাচর কুলের ভূষণ॥
ভ্রাতৃবংশ করিয়াছ তুমি উজাগর। ভজিয়া শ্রীরাম শোভা সুখের সাগর॥

দোঃ—কায় মনো বাক্যে ত্যাজি ছল ভজ রাম রণ ধীর।
আত্মপর নাহি বুঝি আর, যাও, কাল বশ বীর॥ ৬৪

চৌঃ—ভ্রাতার বচন শুনি ফিরে বিভীষণ। আসিল যথায় ত্রিভুবন বিভূষণ॥
দেখহ ভূধর, নাথ, আকার শরীর। কুম্ভকর্ণ আসে রণে অতি রণধীর।
এতেক যখন কপি শুনিল শ্রবণে। বলবান কিল্ কিল্ করি ধায় রণে॥
উপাড়িয়া লয়ে হাতে বিটপী ভূধর। কট কট করি মারে তাহার উপর॥
কোটি কোটি মহীধর শিখর প্রহার। করে সব ভালু কপি এক এক বার॥
মন নাহি ঘোরে দেহ টলিয়া না টলে। আকন্দের ফলাঘাতে হস্তী কভু চলে॥
মারুতী করিল তবে মুষ্টির আঘাত। ধরাশায়ী দুঃখে করে শিরে করাঘাত॥
উঠি পুনরায় মুষ্টি হনুমানে মারে। ঘূর্ণিত ভূতলে পড়ে ক্ষণেক মাঝারে॥
ভূমিতে আছাড়ি ফেলে পুনঃ নল নীলে। যথা তথা সৈন্যগণে ভূমি পরে ফেলে॥
চলে বলিমুখ[১] সেনা বেগে পলাইয়া। সম্মুখে না আসে কেহ ভয়ে ভীত হৈয়া॥

১—বানর।

দোঃ—মূর্চ্ছিত করিয়া অঙ্গদাদি কপি সুগ্রীব সহিত।
কাঁখে নিয়ে সুগ্রীবেরে চলে রক্ষ বলিষ্ঠ অমিত ॥ ৬৫

চৌঃ—রঘুপতি দেখ উমা করে নর নীলা। গরুড় যেমতি করে সর্প সনে খেলা ॥
ভ্রূভঙ্গী যাঁহার করে কালের দমন। তাঁহার এমত যুদ্ধ হয় কি শোভন ॥
জগত পাবনী কীর্ত্তি শ্রীরাম বিস্তারে। গান করি যাবে নর ভবনিধি পারে ॥
মূর্চ্ছাভঙ্গ হল বায়ুনন্দন জাগিল। সুগ্রীবেরে তবে হনু খুজিতে লাগিল ॥
বানর পতির মূর্চ্ছা হলে অপগত। খসিয়া পড়িল ভূমে গতাসুর মত ॥
দশনে কাটিয়া যবে নাসা আর কর্ণ। চড়িল গগনে কপি জানে কুম্ভকর্ণ ॥
চরণ ধরিয়া পুনঃ ভূমেতে পাছাড়ে। উঠিয়া সুগ্রীব শীঘ্র কুম্ভকর্ণে মারে ॥
আসিল প্রভুর পাশে পুনঃ বলবান। কহি জয় জয় প্রভু করুণা নিধান ॥
নাক কান কাটিয়াছে কুম্ভকর্ণ জানি। ক্রোধভরে ফিরে মনে অতিশয় গ্লানি ॥
সহজে বিশাল তাহে নাসাকর্ণ হীন। দেখিয়া বানরগণ ভয়েতে মলিন ॥

দোঃ—জয় রঘুবংশমণি কহি হু হু স্বরে সব ধায় কপিগণ।
তাহার উপর একবারে নিক্ষেপয় গিরি তরু অগণন ॥ ৬৬

কুম্ভকর্ণ রণ রঙ্গে হইয়া ভীষণ। সম্মুখে চলিল ক্রুদ্ধ যমের মতন ॥
কোটি কোটি কপি সব ধরি ধরি খায়। পিপীলিকা শ্রেণী যেন প্রবেশে গুহায় ॥
কোটি ধরি দেহ সনে মর্দ্দন করয়। কোটি কোটি মর্দ্দি মর্দ্দি ধুলাতে মিলায় ॥
নাসিকা শ্রবণ বদনের রন্ধ্র দিয়া। বাহিরিয়া কপি কত যায় পলাইয়া ॥
রণ মদ মত্ত নিশাচর দর্পভরে। বিধি যেন দিল বিশ্ব তারে গ্রাসিবারে ॥
ফিরালে না ফেরে যোদ্ধা ভঙ্গ দিল রণে। নয়নে না দেখে কেহ ডাকিলে না শোনে ॥
কুম্ভকর্ণ কপি সেনা বিদীর্ণ করিল। নিশাচর সেনাগণ শুনিয়া ধাইল ॥
শ্রীরাম দেখিল সেনা বিকল হইল। শত্রু সেনা বহুতর ধাইয়া আসিল ॥

দোঃ—সুগ্রীব সৌমিত্রি শোন রক্ষা কর সেনা সব সহ বিভীষণ।
আমি দেখি দল সহ খল, বল কহে তবে রাজীব লোচন ॥ ৬৭

চৌঃ—সারঙ্গ বিশিখ হাতে নিষঙ্গ কটিতে। রঘুনাথ চলে শত্রুদল বিদলিতে ॥
প্রথমে করিল প্রভু ধনুকে টঙ্কার। বধির হইল রিপু শুনিয়া ঝঙ্কার ॥
সত্যসন্ধ তবে বাণ ছাড়ে একলক্ষ। কাল সর্প চলে যেন হইয়া সপক্ষ ॥
খর বেগে ধেয়ে চলে অসংখ্য নারাচ। কাটিতে লাগিল যোদ্ধা বিকট পিশাচ ॥
কাটিছে চরণ শির বক্ষ ভুজদণ্ড। বহুতর বীর দেহ হল শত খণ্ড ॥
ঘূর্ণিত আহত পড়ে ভূমির উপরে। সামালি সুযোদ্ধা পুনঃ উঠি যুদ্ধ করে ॥
শরাঘাতে নিশাচর গর্জ্জে যেন ঘন। তীক্ষ্ণশর দেখি কেহ করে পলায়ন ॥
প্রচণ্ড ধাইছে রুণ্ড, শির ছিন্ন যার। ধর ধর মার মার করিয়া চীৎকার ॥

দোঃ—প্রভুর সায়ক ক্ষণ মাঝে কাটি বিকট পিশাচ।
রঘুপতি তূণ মাঝে, পুনঃ আসি, প্রবেশে নারাচ ॥ ৬৮

চৌঃ—কুম্ভকর্ণ বিচারিয়া দেখে নিজ মনে। ক্ষণ মাঝে বধে রাম নিশাচর গণে॥
হইয়া ভীষণ ক্রুদ্ধ ঘোর বলবীর। ঘন ঘন সিংহনাদ করিছে গম্ভীর॥
মহীধর কোপে এক লইয়া উপাড়ি। ফেলে যথা কপি বীর আছে সারি সারি॥
আসিতে দেখিয়া প্রভু পর্ব্বত ভীষণ। শরে কাটি রজ সম করিল তখন॥
কোপভরে ধনু রঘুনায়ক টানিয়া। করাল সায়ক বহু দিলেন ছাড়িয়া॥
শরীর বিঁধিয়া শর বাহিরিয়া যায়। সৌদামিনী ঘনমাঝে যেমতি লুকায়॥
বহিছে শোণিত, তনু শোভিছে কেমন। কজ্জল গিরিতে ধারা গৈরিক যেমন॥
বিকল দেখিয়া ধায় ভালু কপিগণ। হাসে কুম্ভকর্ণ পাশে যে আসে যখন॥

দোঃ—মহানাদ করি গর্জ্জি ধরে বেগে কোটি কোটি ধরিয়া বানর।
রাবণ দোহাই দিয়ে গজরাজ হেন ফেলে ধরণী উপর॥ ৬৯

চৌঃ—পলায়ন করে কপি ভল্লুকের যুথ। ব্যাঘ্র বিলোকিয়া যথা মেষের বরূথ॥
পালাইতে লাগে কপি ভল্লুক ভবানি। আর্ত্তনাদ করি কহি সকরুণ বাণী॥
দুষ্ট নিশাচর গণ দুর্ভিক্ষের প্রায়। মর্কট কুলের দেশে পড়িবারে চায়॥
কৃপা জলধর প্রভু শ্রীরাম খরারি। রক্ষাকর, কর রক্ষা প্রণতার্ত্তিহারী॥
কাতর বচন শুনে যবে ভগবান। চলিল হাতেতে লয়ে শরাসন বাণ॥
নিজ সেনাগণে রাম পশ্চাতে রাখিয়া। মহাবলশালী চলে সকোপ ধাইয়া॥
টানিয়া ধনুক, শত শর সন্ধানিল। ছুটিয়া সায়ক রক্ষ দেহে প্রবেশিল॥
লাগিতে সায়ক কোপ ভরে ধেয়ে চলে। কম্পিত ভূধর ধরাতল টলমলে॥
উপাড়িয়া নিল হস্তে বিশাল ভূধর। ভুজ সহ খান খান কৈল রঘুবর॥
বামহাতে গিরি লয়ে পুনশ্চ ধাইল। সে হাত কাটিয়া প্রভু ভূমেতে পারিল॥
ছিন্ন হস্ত খল তবে শোভিছে কেমন। পক্ষহীন গিরিবর মন্দর যেমন॥
রোষ কষায়িত নেত্রে প্রভু পানে চায়। মনে হয় ত্রিভুবন গ্রাসিবারে ধায়॥

দোঃ—গর্জ্জন করিয়া ঘোর, চলে খল প্রসারি বদন।
হাহাকার করে ভয়ে গগনেতে সিদ্ধ সুরগণ॥ ৭০

চৌঃ—ভীত দেবগণ কৃপা নিধান জানিল। শ্রবণ পর্য্যন্ত শর-আশন টানিল॥
বিশিখ নিকর রক্ষ মুখ পূর্ণ কৈল। তবু মহাবল নাহি ভূমিতে পড়িল॥
শরপূর্ণ মুখে রক্ষ সম্মুখে ধাইল। সজীব কালের তূণ যেন প্রকটিল॥
কোপভরে তবে প্রভু তীক্ষ্ণ শর নিল। ধর হতে শির তার পৃথক করিল॥
মস্তক পড়িল তার দশানন আগে। বিকল হইল যথা ফণী মণি ত্যাগে॥
ধরণী ধ্বসিছে ধর ধাইল প্রচণ্ড। তবে প্রভু বাণাঘাতে কৈল দুই খণ্ড॥
ভূমে পড়ে যথা নভ হইতে ভূধর। চাপিয়া ভালুক কপি বহু নিশাচর॥
তার তেজ আসি প্রভু মুখে প্রবেশিল। সুরমুনি সবে অতি বিস্মিত হইল॥
গগনে দুন্দুভি ঘন বাজে অতি হর্ষে। জয় জয় কহি সুরগণ পুষ্প বর্ষে॥
বিনতি করিয়া সুর সকল চলিল। হেন কালে দেব ঋষি নারদ আইল॥

গগন উপরে হরি গুণ গাথা গায়। মনোহর বীররসে প্রভু সুখ পায়॥
শীঘ্র খল বধ কর কহি মুনি চলে। সমরের মাঝে রাম শোভে কুতূহলে॥

ছঃ—রাজে মহাবল রাঘুনাথ কোশলের পতি সমর ভূমিতে।
অরুণ কমল নেত্র, মুখে শ্রমবিন্দু দেহ রঞ্জিত শোণিতে॥
ফিরায় যুগল করে ধনুর্বাণ, ভালুকপি শোভে চারিধার।
ভণয় তুলসীদাস, শোভা শতমুখে শেষ নারে বর্ণিবার॥

দোঃ—অধম রাক্ষস মহাপাপ খনি তাঁরে রাম দিল নিজধাম।
গিরিজা মানব মন্দমতি তারা যারা নাহি ভজয় শ্রীরাম॥ ৭১

মেঘনাদ বধ।

চৌঃ—দিনান্তে ফিরিল দুই সৈনিকের দল। শ্রান্ত বীরগণ করি সমর প্রবল॥
বাড়ে কপি দল বল রামের কৃপায়। তৃণ পেয়ে অগ্নি যথা অতি বৃদ্ধি পায়॥
নিশাচর ক্ষীণতর হয় দিবারাতি। নিজ মুখে বরণিলে সুকৃতি যেমতি॥
বিবিধ বিলাপ করে নৃপ দশানন। ভ্রাতৃ শির বক্ষে ঘন করিয়া ধারণ॥
বিলপে রমণী বক্ষে করাঘাত করি। তাহার বিপুল বল তেজ স্মরি স্মরি॥
মেঘনাদ উপনীত সেই অবসরে। নানা কথা বলি বুঝাইল জনকেরে॥
কাল প্রাতঃকালে মোর শূরতা দেখিবে। অধিক বড়াই আর কি করিব এবে॥
ইষ্ট দেব হতে পাইলাম রথ, বল। নাহি শুনাইনু তাহা তোমারে সকল॥
এভাবে জল্পনা করি রাতি পোহাইল। চারিদ্বারে ভালু কপি সেনা হানা দিল॥
এদিকে ভল্লুক কপি কাল সম বীর। ও দিকে রজনীচর অতি রণধীর॥
লড়িছে সুভট নিজ নিজ জয় হেতু। সমর বর্ণন নাহি হয় খগকেতু॥

দোঃ—মায়াময় রথ চড়ি, মেঘনাদ চড়িল আকাশ।
গর্জ্জিল প্রলয় ঘন সম, কপি হৃদে অতি ত্রাস॥ ৭২

শক্তি, শূল, তরবারি, খড়গ শস্ত্র আর। কুলিশ, আয়ুধ অস্ত্র বিবিধ প্রকার॥
প্রচণ্ড প্রস্তর আর পরশু সকল। বর্ষণ করিতে লাগে অস্ত্র অবিরল॥
দশদিক সমাচ্ছন্ন কৈল তার শর। মনে হয় মহা মেঘ ঝরিছে অঝর॥
ধর ধর মার মার শোনে কপি কানে। কোথা হতে কেবা মারে কিছুই না জানে॥
গিরি তরু ধরি কপি আকাশেতে চড়ে। দেখিতে না পেয়ে রিপু দুঃখে আসে ফিরে॥
ঘাট বাট যথা তথা পর্ব্বত কন্দর। মায়া বলে কৈল যেন শরের পিঞ্জর॥
কোথায় যাইবে ভয়ে ব্যাকুল বানর। সুরপতি যথা বন্দী করিল মন্দর॥
অঙ্গদ মরুত সুত সহ নল নীল। বিকল করিল যত কপি বলশীল॥
লক্ষ্মণ সুগ্রীব বিভীষণ রণ ধীর। শর মারি কৈল সবে জর্জর শরীর॥
পুনঃ রঘুপতি সনে যুঝিতে লাগিল। সর্প হয়ে বাণ সব বেড়িয়া ধরিল॥
নাগ পাশ বশ তবে হইল খরারি। অনন্ত, স্বতন্ত্র, একমাত্র অধিকারী॥
নট সম করে নানা কপট চরিত। সর্ব্বদা স্বাধীন ঈশ দ্বিতীয় রহিত॥

রণের শোভার লাগি নিজে বাঁধা নিল। নাগপাশে বদ্ধ দেখি দেব ডরাইল ॥

দোঃ—গিরিজে যাহার নাম জপি নর কাটে ভবপাশ।
বদ্ধ কভু হয় সেকি, সর্ব্বব্যাপী জগত নিবাস ॥ ৭৩

চৌঃ—রামের সগুণ যত চরিত ভবানি। তর্কে নাহি যায় ধরা সহ বুদ্ধি বাণী ॥
হেন বিচারিয়া সন্ত পরম বিরাগী। রামের চরণ ভজে তর্ক জাল ত্যাগি ॥
ব্যাকুল কটক সব কৈল ঘননাদ। দেখিতে না পায় কেহ কহিছে দুর্বাদ ॥
জাম্বুবান কহে ক্ষণ তিষ্ঠ দুষ্টমতি। শুনি মেঘনাদ হল ক্রোধান্বিত অতি ॥
বৃদ্ধ জানি দুরাশয় ত্যজিলাম তোরে। অধম লাগিলা এবে হাঁক দিতে মোরে ॥
এত কহি অতি তীক্ষ্ণ ত্রিশূল ছাড়িল। জাম্বুবান ধরি শূল ধাইয়া চলিল ॥
মারিল ত্রিশূল মেঘনাদের বক্ষেতে। ঘুরিয়া পড়িল সুরঘাতী অবনীতে ॥
পদধরি ক্রোধে পুনঃ দেহ ঘুরাইল। ভূমিতে আছাড়ি নিজ বল দেখাইল ॥
বরের প্রসাদে রক্ষ মরিয়া না মরে। পদ ধরি নিক্ষেপিল তবে লঙ্কাগড়ে ॥
হেথা দেব ঋষি গরুড়েরে পাঠাইল। রামের সকাশে শীঘ্র গরুড় আইল ॥

দোঃ—খগপতি ধরি মায়া নাগ সব করিল ভক্ষণ।
মায়া অপগত, হল আনন্দিত সব কপিগণ ॥ ৭৪ক

গিরি তরু শিলা নখ আদি অস্ত্রধারি ধায় কপি কোপ ভরে।
হইয়া বিকল নিশাচর পালাইয়া চড়ে লঙ্কাগড় পরে ॥ ৭৪খ

চৌঃ—মূর্চ্ছাভঙ্গে মেঘনাদ জাগিল যখন। পিতারে দেখিয়া হল লজ্জিত ভীষণ ॥
প্রবেশিল শীঘ্রগতি গিরির কন্দরে। করিতে অজয় যজ্ঞ বাসনা অন্তরে ॥
হেথা বিভীষণ মন্ত্র করিল বিচার। করহ শ্রবণ প্রভু অতুল উদার ॥
মেঘনাদ আরম্ভিল যজ্ঞ অপাবন। কপট মায়াবী করে দেবে জ্বালাতন ॥
সিদ্ধ হয় যদি যজ্ঞ করি সমাপন। অনায়াসে রিপু জয় না হবে তখন ॥
শুনি রঘুপতি অতি প্রসন্ন হইল। শীঘ্র করি হনুমান অঙ্গদে ডাকিল ॥
লক্ষ্মণের সনে সবে যাও ভ্রাতৃগণ। যজ্ঞ ধ্বংস করি শীঘ্র কর আগমন ॥
সংগ্রামে লক্ষ্মণ তুমি মারিবে উহারে। ভীত দেখি সুর, দুঃখ আমার অন্তরে ॥
মারো তারে বল বুদ্ধি উপায় করিয়া। শোন ভাই যাহে যায় রাক্ষস মরিয়া ॥
জাম্বুবান কপিপতি সহ বিভীষণ। কটক সহিত রহ এই তিন জন ॥
রঘুবীর আজ্ঞাদান করিল যখন। কটিতে নিষঙ্গ, করে বাণ শরাসন ॥
প্রভুর প্রতাপ হৃদে ধরি রণধীর। মেঘ সম কহে তবে বচন গম্ভীর ॥
ফিরে আসি যদি তারে না করি সংহার। রঘুপতি দাস নিজে না কহিব আর ॥
সহায় যদ্যপি হয় শতেক শঙ্কর। রামের দোহাই তারে বধিব সত্বর ॥

দোঃ—বন্দি রঘুনাথ পাদপদ্ম চলে সত্বর অনন্ত।
অঙ্গদ ময়ন্দ নীল নল সেনা সহ হনুমন্ত ॥ ৭৫

চৌঃ—দেখে কপিগণ গিয়া বসিয়া আসনে। আহুতি মহিষ-রক্ত দেয় হুতাশনে ॥

তবে কপিগণ মখ বিধ্বংস করিল। না ওঠে তথাপি দেখি কপি প্রশংশিল॥
তথাপি না উঠে কপি চুলে ধরে গিয়া। লাথি মারি হেথা সেথা যায় পলাইয়া॥
ত্রিশূল লইয়া ধায়, কপিগণ ভাগে। দাঁড়াইল মেঘনাদ রামানুজ আগে॥
মেঘনাদ আসি করে ত্রিশূল প্রহার। গর্জ্জন করিয়া ভয়ঙ্কর বার বার॥
কোপেতে পবন সুত, অঙ্গদ ধাইল। ত্রিশূল মারিয়া দেহে ভূমেতে পারিল॥
প্রভুপর ছাড়ে শূল অতীব প্রচণ্ড। অনন্ত শরেতে কাটি করে দুই খণ্ড॥
অঙ্গদ মারুতী পুনঃ উঠিয়া ধাইল। মারিল সক্রোধ অঙ্গে স্পর্শ না করিল॥
মারিলে না মরে রিপু বীর পুনঃ ফেরে। পুনরায় ফেরে ঘোর হুহুঙ্কার করে॥
আসিতে দেখিয়া তারে ক্রুদ্ধ যেন কাল। লক্ষ্মণ ছাড়িল এক সায়ক করাল॥
আসিতে দেখিয়া বাণ কুলিশ সমান। সত্বর হইল খল কোথা অন্তর্ধান॥
বিবিধ ধরিয়া বেশ করিছে সমর। কখন প্রকট কভু হ'য়ে অগোচর॥
দেখিয়া অজেয় রিপু কপি ভয়ে ভীত। অহীশ হইল তবে অতি কোপান্বিত॥
লছমন মনে মনে মন্ত্র দৃঢ় কৈল। রণ রঙ্গ পাপী সনে অনেক হইল॥
কোশল পতির তবে প্রতাপ স্মরিল। অতি দর্পে তীক্ষ্ণ বাণ সন্ধান করিল॥
ধাইয়া সায়ক তার হৃদয়ে লাগিল। মরিবার কালে সব কপট ত্যজিল॥

দোঃ—কোথা রাম, কোথা রামানুজ কহি, মেঘনাদ পরাণ ত্যজিল।
ধন্য ধন্য তব মাতা, জয় ধ্বনি, হনুমান অঙ্গদ করিল॥ ৭৬

চৌঃ—অনায়াসে হনুমান তারে উঠাইল। লঙ্কার দুয়ারে তাহে রাখিয়া আসিল॥
তাহার মরণ শুনি বিবুধ গন্ধর্ব্ব। বিমান চড়িয়া নভে সমাগত সর্ব্ব॥
সুমন বর্ষণ করি দুন্দুভি বাজায়। শ্রীরামের সুবিমল যশোরাশি গায়॥
জয় জয় শ্রীঅনন্ত জগত আধার। সব দেবগণে প্রভু করিলা নিস্তার॥
স্তব করি দেবগণ করিল গমন। করুণা সিন্ধুর পাশে আসিল লক্ষ্মণ॥

রাবণের যুদ্ধে আগমন ও মূর্চ্ছা

সুত বধ কথা যবে শুনিল রাবণ। পড়িল ধরণী তলে হয়ে অচেতন॥
রোদন করয় অতি রাণী মন্দোদরী। করাঘাত করি বক্ষে হাহাকার করি॥
পুরজন হল সবে শোকেতে বিকল। দশাননে নিন্দাক্ষরে, হইয়া বিহ্বল॥

দোঃ—বহু ভাবে দশানন প্রবোধিল তবে নরনারী।
নশ্বর প্রপঞ্চ সব অন্তরেতে দেখহ বিচারি॥ ৭৭

চৌঃ—জ্ঞান উপদেশে যবে বুঝাল রাবণ। নিজে মন্দ, কহে বাক্য পরম পাবন॥
পর উপদেশ পটু আছে বহু জন। বিরল মানব যারা করে আচরণ॥
যামিনী বিগত, নিশি প্রভাত হইল। চারিদ্বারে ভালু কপি আসি হানা দিল॥
সুভট ডাকিয়া তবে কহে দশানন। সম্মুখ সমরে যার ভীত হয় মন॥
এখনি করুক সেই ভীরু পলায়ন। রণে পৃষ্ঠ ভঙ্গ কভু না হয় শোভন॥
শত্রুবৃদ্ধি করিলাম নিজ ভুজবলে। সদুত্তর দিব যেবা আসে রণ স্থলে॥

এতকহি বায়ু-বেগ রথ সাজাইল। সকল সমর বাদ্য বাজিতে লাগিল ॥
অতুলিত বলী বীর হয় অগ্রসর। সমাগত যেন মহা কজ্জলের ঝড় ॥
নানা অমঙ্গল চিহ্ন হয় সেই কালে। গ্রাহ্য নাই অতি গর্ব্ব নিজ ভুজ বলে॥
ছঃ—গর্ব্বেতে না মানে চিহ্ন শুভাশুভ, হস্ত হতে অস্ত্র খ'সে পড়ে।
রথ হতে বীর পড়ে ভূমে, হস্তী অশ্ব ভাগে হাহাকার করে॥
শৃগাল শকুন ডাকে ঘোর রবে, ডাকে যত কুক্কুর সঘন।
উলুক কহিছে যেন কালদূত সম অতি ভীষণ বচন॥
দোঃ—স্বপ্নেও সম্পত্তি, শুভ চিহ্ন, নাহি হয় তার মনের বিশ্রাম।
রাম বিমুখ যে ভূত দ্রোহী, মোহবশ কামাসক্ত অবিরাম ॥ ৭৮
চৌঃ—চলে রণে নিশাচর সৈনিক অপার। চতুরঙ্গ সেনা চলে অনী বহু ধার ॥
বিবিধ বাহন যান রথ অগণন। অনেক পতাকা ধ্বজা বিবিধ বরণ॥
চলে মহা মত্তগজ যূথ বহুতর। বায়ু বেগে যথা বরষার জলধর॥
বরণ বরণ রূপ ধারী রক্ষচয়। বহু মায়া জানে যুদ্ধে পটু অতিশয় ॥
বিরাজে বিচিত্র অতি বাহিনী নিচয়। সাজিছে বসন্ত সেনা রণে মনে হয় ॥
চলিতে কটক দিগগজ ভয় ভীত। ভূধর কাঁপিছে মহাসাগর ক্ষোভিত ॥
ধূলির পটলে দিবাকর আচ্ছাদিত। স্থগিত পবন বসুন্ধরা আকুলিত॥
ঘোর রবে বাজে বাদ্য নিশান পণব। গরজিছে প্রলয়ের ঘন যেন সব॥
নফোরি, সানাই, ভেরী বাজে ঘন ঘন। মরণ রাগিণী বাজে, ফুল্ল যোদ্ধাগণ ॥
কেশরী নিনাদ ছাড়ে সব বীরগণ। আপন পৌরুষ কহি করে আস্ফালন॥
কহে দশানন শোন মহাযোদ্ধাগণ। ভালু কপি যূথ সব করহ মর্দ্দন॥
নৃপ সুত দ্বয়ে আমি করিব নিধন। এত কহি অগ্রে চালাইল সৈন্যগণ॥
সকল বৃত্তান্ত তবে শুনি কপিগণ। রাম জয় দিয়া করে সমরে গমন॥
ছঃ—বিশাল করাল কাল সম ভালু কপি রণে ধায়।
সপক্ষ ভূধর বৃন্দ বহুবর্ণ যেন উড়ে যায়॥
নখ দন্ত শৈল মহা দ্রুম অস্ত্র সবল অভয়।
জয়-রাম-দশানন-মত্তগজ সিংহ যশ গায়॥
দোঃ—জয়ধ্বনি দিয়ে দুই দলে, নিজ সমকক্ষ জানি।
করে রণ হেথা রাম, হোথা পুনঃ রাবণে বাখানি॥ ৭৯
রথী দশানন, রথ হীন রঘুবীর। দেখি বিভীষণ অতি হইল অধীর॥
অধিক প্রণয় জন্য হৃদয়ে সন্দেহ। চরণ বন্দিয়া কহে করি অতি স্নেহ॥
নাহি রথ, নাহি বর্ম্ম নাহি পদত্রাণ। কেমনে জিনিবে রণে রিপু বলবান॥
শুন সখে কহে বলে করুণা নিধান। যাহাতে বিজয় হয় অন্য সে বিমান॥
ধৈরয সহিত শৌর্য্য হবে রথ চাকা। সত্য হবে ধ্বজা, শীল সুদৃঢ় পতাকা॥

শকতি বিবেক দম, পরহিত ঘোড়া। ক্ষমা দয়া সম শীলতার রজ্জু জোড়া॥
ঈশ্বর ভজন হবে সারথী সুজান। বিরতি হইবে চর্ম্ম, সন্তোষ কৃপাণ॥
সদ্দান পরশু, বুদ্ধি শকতি প্রচণ্ড। স্থিতপ্রজ্ঞা হবে পুনঃ কঠোর কোদণ্ড॥
সংযম নিয়ম হবে নানাবিধ বাণ। অচল অমল মন তূণীর সমান॥
অভেদ্য কবচ বিপ্র গুরুর পূজন। দ্বিতীয় বিজয় পন্থা নাহিক এমন॥
ধর্ম্মময় হেন রথে আরূঢ় যে জন। রিপু তারে জয় নাহি করিবে কখন॥

দোঃ—অতীব দুর্জ্জয় ভব-রিপু জিনিবারে পারে সেই মহাবীর।
যাহার স্যন্দন দৃঢ় এইমত শোন মম সখা মতি ধ.র॥ ৮০ক

প্রভুর বচন শুনি বিভীষণ আনন্দিত ধরে পদ কঞ্জ।
এই ছলে মোরে দিলে উপদেশ প্রভু রাম কৃপাসুখপুঞ্জ॥ ৮০খ

হোথায় হুঙ্কারে দশানন, হেথা বালি সুত আর হনুমান।
লড়ে নিশাচর ভালু কপি করি নিজ নিজ প্রভু জয়গান॥ ৮০গ

চৌঃ—ব্রহ্মাদি দেবতা আর সিদ্ধ মুনিগণ। বিমানে চড়িয়া রণ করিছে দর্শন॥
আমিও ছিলাম উমা তাহাদের সঙ্গে। দেখিবারে রামলীলা মহারণ রঙ্গে॥
সুভট সমর রসে দুই পক্ষ মাতে। মর্কট বিজয় শীল রাম বল তাতে॥
এক সনে এক লড়ে হুঙ্কার করিয়া। একে একে মর্দ্দি ফেলে ভূমে আছাড়িয়া॥
মারিছে কাটিছে ভূমে দিতেছে আছাড়। মুণ্ড কাটি, মুণ্ড দিয়ে করিছে প্রহার॥
উদর বিদীর্ণ করি বাহু ছিন্ন করে। পদধরি একে অন্যে ফেলে ভূমিপরে॥
নিশাচর যোদ্ধা ধরি পোতে ভালুগণ। বহুতর দেয় তার পরে বালু কণ॥
বীর কপিগণ যত সমর বিরুদ্ধ। মনে হয় যেন বহু কাল অতি ক্রুদ্ধ॥

ছঃ—ক্রুদ্ধ কাল সম শোভে কপি তনু রক্তধারা ঝর ঝর ঝরে।
মর্দ্দে নিশাচর সেনা বলবান মেঘ সম গরজন ক'রে॥
তর্জ্জিয়া চাপড় মারে, দন্তে কাটি পদাঘাতে করয় পেষণ।
গর্জ্জিয়া মর্কট ভালু ছল বল করি ক্ষয় করে রক্ষগণ॥
বিদীর্ণ করয় বক্ষ, গাল ধরি ফাড়ে অন্ত্রে করে কণ্ঠমালা।
প্রহ্লাদের প্রভু নানা তনু ধরি করে যেন রণাঙ্গনে খেলা॥
ধর্ ধর্ মার্ কাট্ ঘোর রব নভ মহী রহে পূর্ণ করে।
জয় রাম, বজ্রে তৃণ, তৃণে বজ্র করিবারে যেবা শক্তি ধরে॥

দোঃ—চঞ্চল দেখিয়া নিজ দল বল বিশ ভুজে নিয়ে দশ চাপ।
রথে চড়ি চলে দশানন, কহি ফের ফের করি মহাদাপ॥ ৮১

চৌঃ—মহাক্রুদ্ধ দশানন ভীম বেগে ধায়। কপিগণ সম্মুখেতে হু হু করে যায়॥
পাদপ উপল করে ধরিয়া পাহাড়। একবারে মারে সবে উপরে তাহার॥
লাগে শৈল, বজ্র সম দৃঢ় তনু তার। খণ্ড খণ্ড হয়ে চূর্ণ পড়ে চারিধার॥

নাহি চলে, একস্থানে রহে রথ রোপি। সমরে দুর্ম্মদ দশানন অতি কোপী ॥
হেথা তথা ঝট্ করি ধরি কপি যোধে। মর্দ্দন করিতে লাগে অতিশয় ক্রোধে ॥
বহু ভালু কপি করে পালায়ে প্রস্থান। কহি ত্রাহি ত্রাহি বালিসুত, হনুমান ॥
রঘুবীর প্রভু রক্ষা কর সবাকারে। আসিতেছে খল যেন কালের আকারে ॥
দেখি কপি পালাইয়া করয় প্রস্থান। দশ চাপে করে খল সায়ক সন্ধান ॥

ছঃ—সন্ধানি ধনুকে শর, ছাড়ে, সর্প সম উড়ে, কপি পরে লাগে।
ধরণী গগন রহে শরপূর্ণ, কপিগণ যথা তথা ভাগে ॥
বিকল মর্কট ভালু, কোলাহল করি ঘোর, ডাকে আর্ত্ত স্বরে।
কৃপাসিন্ধু রঘুবীর, আর্ত্তবন্ধু রাখ নিজ জনে দয়া করে ॥

দোঃ—স্বদল চঞ্চল হেরি, ধনু হস্তে লছমন, কটিতে তূণীর।
ক্রোধভরে চলে রণাঙ্গনে, রাম পাদপদ্মে নোয়াইয়া শির ॥ ৮২

চৌঃ—অরে দুষ্ট কেন বধ ভালু কপিগণ। হের মোরে সমাগত তোমার শমন ॥
খুজিতে ছিলাম তোরে ওরে পুত্র ঘাতী। বিনাশিয়া তোরে আজি জুড়াইব ছাতি ॥
এত কহি ছাড়ে খল সায়ক প্রচণ্ড। লক্ষ্মণ কাটিয়া শর করে শতখণ্ড ॥
কোটি কোটি অস্ত্র শস্ত্র রাবণ মারিল। তিল সম কাটি তাহা সব নিবারিল ॥
আপন সায়কে পুনঃ আঘাত করিল। স্যন্দন ভাঙ্গিয়া তার সারথী মারিল ॥
শত শত শর মারে এক এক শিরে। সর্প পশে যেন গিরি শৃঙ্গের ভিতরে ॥
শত শত শর পুনঃ বক্ষেতে হানিল। অচৈতন্য হয়ে রক্ষ ভূমেতে পড়িল ॥
মূর্চ্ছা ভঙ্গে পুনরায় হল জাগরিত। ছাড়িল অমোঘ শক্তি বিরিঞ্চি অর্পিত ॥

ছঃ—লাগিল অনন্ত বক্ষে শকতি ভীষণ। ব্রহ্মার নিকটে যাহা পাইল রাবণ ॥
বিকল পড়িল ভূমে বীর লছমন। উঠাইতে চাহে তারে বলিষ্ঠ রাবণ ॥
নারিল নাড়াতে, রহে অনন্ত গৌরব। ক্ষুদ্র রজকণা সম রহে লোক সব ॥
যাঁহার মস্তক পরে, তাঁরে উত্তোলন। করিবারে চাহে অতি মূর্খ দশানন ॥
নাহি জানে লছমন নহে ক্ষুদ্র নর। ত্রিভুবনাধার বিভু পরম ঈশ্বর ॥

দোঃ—পবন নন্দন দেখি ধায় কহি অতিশয় বচন কঠোর।
আসিতে দেখিয়া বক্ষে মুষ্ট্যাঘাত দশানন করে অতি ঘোর ॥ ৮৩

চৌঃ—জানু পাতি রহে হনু ভূমে নাহি পড়ে। সামালিয়া ওঠে পুনঃ অতি কোপভরে ॥
রাবণে করিল কপি মুষ্টির প্রহার। পড়িল কুলিশাঘাতে যেমন পাহাড় ॥
মূর্চ্ছা ভঙ্গে দশানন জাগিয়া উঠিল। কপির বিপুল বল প্রশংসা করিল ॥
ধিক্ মোরে ধিক্ বল পৌরুষ আমার। সুরারি জীবিত যবে উঠিল আবার ॥
এত কহি হনুমান লক্ষ্মণে আনিল। দেখি দশানন অতি বিস্মিত হইল ॥
রঘুবীর কহে জানো হৃদয়েতে ভ্রাতা। কৃতান্ত ভক্ষক তুমি সুরগণ ত্রাতা ॥
বচন শুনিয়া উঠি বসিল কৃপাল। গগনে উড়িয়া গেল শকতি করাল ॥

ধনুর্বাণ নিয়ে হাতে পুনশ্চ ধাইল। রিপুর সম্মুখে অতি ত্বরিত আইল॥
ছঃ—শীঘ্র ফিরি, রথ ভঞ্জি, সুতে বধি দশাননে বিকল করিল।
বিকল ধরণী পড়ে দশস্কন্ধ শতবাণ হৃদয়ে বিঁধিল॥
সারথী অপর রথে চড়াইয়া তারে লঙ্কা লইয়া চলিল।
প্রতাপের পুঞ্জ রঘুবীর ভ্রাতা আসি প্রভু পদে প্রণমিল॥
দোঃ—হোথা দশানন জাগি আরম্ভিল করিবারে এক মহা যজ্ঞ।
শ্রীরাম বিরোধ করি চাহি জয় হঠ্ বশ শঠ অতি অজ্ঞ॥ ৮৪
চৌঃ—হেথা বিভীষণ সব সংবাদ পাইল। ত্বরিত যাইয়া রঘুপতিরে কহিল॥
যজ্ঞারম্ভ, এক প্রভু করিল রাবণ। সিদ্ধ হলে অভাগার নাহিক মরণ॥
শীঘ্র করি কপি সেনা করহ প্রেরণ। যজ্ঞ ধ্বংস হোক্ রণে, আসুক রাবণ॥
প্রাতঃকালে প্রভু কপি সেনা পাঠাইল। হনুমান, অঙ্গদাদি সকলে ধাইল॥
অবহেলে লঙ্কাগড়ে চড়ি কপিগণ। নির্ভয়ে পশিল গিয়ে রাবণ ভবন॥
রাবণ করিছে যজ্ঞ দেখিল যখন। মহাক্রুদ্ধ হল তবে কপি সেনাগণ॥
নির্লজ্জ সমর ছাড়ি ভবনে আইলা। হেথা আসি বকধ্যানী হইয়া বসিলা॥
এতকহি পদাঘাত অঙ্গদ করিল। স্বার্থরত মন শঠ নাহি তাকাইল॥
ছঃ—রক্ষ নাহি চাহে দেখি কপি ক্রুদ্ধ হৈল। দশনে কাটিয়া অঙ্গ, পদাঘাত কৈল॥
কেশ ধরি নারী তার বাহির করিল। মন্দোদরী দীন হীনা কাঁদিতে লাগিল॥
কাল সম তবে ক্রুদ্ধ উঠিল রাবণ। আছাড়িতে লাগে কপি ধরিয়া চরণ॥
ইতি মধ্যে কপি যজ্ঞ বিধ্বংস করিল। দেখিয়া রাবণ তবে মনেতে হারিল॥
দোঃ—যজ্ঞ ধ্বংস করি কপি কুশলেতে সমাগত প্রভুপাশ।
ক্রুদ্ধ হয়ে চলে নিশাচর পরিহরি নিজ জীবনের আশ॥ ৮৫
চৌঃ—যাত্রাকালে অলক্ষণ হল ভয়ঙ্কর। উড়িয়া উড়িয়া গৃধ্র বৈসে শির পর॥
হইল কালের বশ নাহি শোনে মানা। কহে ঘোর রবে বাজা যুদ্ধের বাজনা॥
রণে চলে নিশাচর সৈনিক অপার। বহু গজ রথ আর পদাতি শোয়ার॥
প্রভুর সম্মুখে খল ধাইছে কেমন। অনলের পানে ধায় শলভ যেমন॥
হেথা দেবগণ সবে করিছে বিনতি। দারুণ বিপত্তি মাঝে ফেলেছে দুর্ম্মতি॥
আর যেন খেলা নাহি কর রক্ষসনে। অতিশয় দুঃখী সীতা হয় মনে মনে॥
প্রভু মৃদু হাসে দেব বচন শুনিয়া। সুধারেন বাণ রঘু নায়ক উঠিয়া॥
জটাজুট দৃঢ় করি করয় বন্ধন। মধ্যে মধ্যে শোভা পায় গ্রথিত সুমন॥
অরুণ নয়ন মেঘ সম তনুশ্যাম। অখিল ভুবন লোক নয়নাভিরাম॥
কটি তটে পরিকর, কসিল নিষঙ্গ। করেতে কোদণ্ড অতি কঠিন সারঙ্গ॥
ছঃ—শিলী মুখাকর হের সুন্দর নিষঙ্গ। বাঁধা কটি তটে, করে ধনুক সারঙ্গ॥
পীন ভুজ দণ্ড বক্ষ আয়ত সুন্দর। শোভে তাহে বিপ্রপদ চিহ্ন মনোহর॥

ভণয়ে তুলসীদাস করে ধনুশর। ফিরাইতে আরম্ভিল যবে রঘুবর ॥
ব্রহ্মাণ্ড দিগ্ গজ কূর্ম্ম মহী অহি সবে। ভূধর সাগর হল কম্পমান তবে ॥

দোঃ—রূপ দেখি হর্ষে দেবগণ বর্ষে অপার সুমন।
করুণা সাগর জয় বল রূপ গুণের ভবন ॥ ৮৬

চৌঃ—ইতি মধ্যে ঘোর নিশাচর সেনা দল। কোলাহল করি কোপে আসিল সকল॥
দেখিয়া অগ্রেতে চলে কপি সেনাগণ। প্রলয় কালের মেঘ মালার মতন ॥
শক্তি শেল তরবারী করে ঝক্ মক্। দশদিশি দেয় যেন দামিনী চমক ॥
স্যন্দন তুরঙ্গ গজ করে মহারব। গরজিছে ঘোর ঘন নভে যেন সব ॥
দীর্ঘ দীর্ঘ কপি পুচ্ছে আকাশ ছাইল। মনে হয় ইন্দ্র ধনু গগনে উদিল ॥
ধূলি কণা ওঠে যেন সলিলের ধার। বৃষ্টি বিন্দু সম ছোটে সায়ক অপার ॥
দুই দিক হতে করে ভূধর প্রহার। বজ্রপাত হয় যেন ঘন বহু বার ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে রঘুপতি বাণ বৃষ্টি করে। আহত করিল সমুদয় নিশাচরে ॥
বাণের আঘাতে বীর হাহাকার করে। ঘুরি ঘুরি অগণিত ভূমি তলে পড়ে ॥
শৈল হতে বহে যেন নির্ঝরের বারি। শোণিত সরিত ভীরু জন ভয়কারী ॥

ছঃ—রুধির সরিত বাড়ে অশুচি ভীষণ। কাতর হৃদয় করি ভয়নিমগন ॥
দুই কূল দুই পক্ষ রথ যেন বালি। রথচক্র ঘূর্ণপাক বহে বেগশালী ॥
জলজন্তু পদচর গজ অশ্বগণ। বিবিধ বাহন খর কে করে গণন ॥
তোমর শকতি শর সর্প, শরাসন। বীচি, ঢাল কূর্ম্ম সম তাহে অগণন ॥

দোঃ—তীর তরু সম তাহে পড়ে বীরগণ। মজ্জাভাসে তার মধ্যে ফেনের মতন ॥ ৮৭

চৌঃ—দেখি কাপুরুষ হয় ভয়েতে অস্থির। রণরসে মত্ত হয় সব মহাবীর ॥
মজ্জন করিছে ভূত পিশাচ বেতাল। দীর্ঘ জটাধারী ঘোর প্রমথ করাল ॥
কাক চিল বাহু লয়ে লয়ে উড়ে যায়। এক হতে অন্যে পুনঃ কাড়ি কাড়ি খায় ॥
এক কহে অন্য সনে প্রাচুর্য্য এমন। তোমার দারিদ্র শঠ না যাবে কখন ॥
তীরে করে ছট্ ফট্ সৈনিক আহত। অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে গঙ্গাযাত্রী মত ॥
তট হতে অন্ত্রাবলী টানে গৃধ্রগণ। মনে হয় বর্শী যেন খেলিবারে মন ॥
বহু যোদ্ধা ভেসে যায় খগ তাহে চড়ে। মনে হয় বাঁচ খেলে নৌকার উপরে ॥
যোগিনী খপ্পরে রক্ত করিছে সঞ্চয়। ভূত পিশাচের বধূ গগনে নাচয় ॥
যোদ্ধার কপাল দিয়ে খঞ্জনী বাজায়। চামুণ্ডা বিবিধ ভাবে নানা গীত গায় ॥
শিবা গণ মরা কাটে করে কট কট। খেয়ে পেট ভরে ডাকে, করয়ে দাপট ॥
কোটি কোটি রুণ্ড মুণ্ডহীন হয়ে চলে। ছিন্নশির ভূমে পড়ে, জয় জয় বলে ॥

ছঃ—জয় জয় বলে মুণ্ড, অতি বড় রুণ্ড সব ধায় বিনা শির।
খর্পরে উড়িয়া যুঝি মরে খগ, যোদ্ধগণে পাড়ে মহাবীর ॥
দর্পিত বানর রামবলে মর্দ্দে দলে দলে নিশাচর গণে।
রাম শরে হত মহাযোদ্ধাগণ ধরা শায়ী সব রণাঙ্গনে ॥

দোঃ—মনে ভাবে দশানন, নিশাচর হইল সংহার।
একা আমি, বহু ভালু কপি, মায়া করিব অপার ॥ ৮৮

চৌঃ—প্রভু পদ ব্রজে যোঝে দেখি দেবগণ। অতিশয় ক্ষুব্ধ হল তাহাদের মন ॥
সুরপতি নিজ রথ পাঠাল ত্বরিত। মাতলি আনিল রথ হর্ষের সহিত ॥
তেজোময় মনোহর স্যন্দন অনুপ। হাসিয়া চড়িল প্রভু কোশলের ভূপ ॥
চঞ্চল তুরগ তাহে মনোহর চারি। অজর, অমর পুনঃ মনোজব ধারী ॥
রঘুনাথে রথারূঢ় করি দরশন। মহাবল পেয়ে ধায় যত কপিগণ ॥
সহিতে অক্ষম হয়ে কপির প্রহার। রক্ষ মায়া তবে করে রাবণ বিস্তার ॥
রাবণের মায়া এক শ্রীরাম বিহনে। সত্য করি মানে সব ভালু কপিগণে ॥
কপি দেখি নিশাচর বাহিনী অপার। অনুজ সহিত বহু রাম মধ্যেতার ॥

ছঃ—বহুরাম লছমন, দেখি কপি ভালু, মিথ্যা ভয়ে অতি ভীত।
চিত্রার্পিত সম দেখে দাঁড়াইয়া, যথা তথা লক্ষ্মণ সহিত ॥
চকিত বিলোকি সেনা, হাসি ধনুর্ব্বাণ লয়ে, কোশলের পতি।
নিমিষে কাটিল মায়া হরি, কপি সৈন্য সব হরষিত অতি ॥

দোঃ—সবা পানে চাহি রাম কহে পুনঃ বচন গম্ভীর।
দ্বন্দ যুদ্ধ দেখ সবে পরিশ্রান্ত হল সব বীর ॥ ৮৯

চৌঃ—এতকহি রঘুনাথ রথ চালাইল। ব্রাহ্মণের পাদ পদ্মে শির নোয়াইল ॥
তবে লঙ্কেশের ক্রোধে হৃদয় ছাইল। তর্জ্জন গর্জ্জন করি সম্মুখে আইল ॥
জিনিলে যে সব বীর রণে এতাবৎ। শুনহ তাপস আমি নহি তদ্বৎ ॥
ভুবন বিখ্যাত নাম আমার রাবণ। বন্দীশালে বসে যার দিক্‌পালগণ ॥
বিরাধ দূষণ খরে করিলে নিধন। বধিলে বেচারা বালি ব্যাধের মতন ॥
সংহার করিলে নিশাচর যোদ্ধাগণ। কুম্ভকর্ণ মেঘনাদে করিলে হনন ॥
প্রতিশোধ আমি আজ লব ভালমতে। পালাইয়া নাহি গেলে রণাঙ্গন হতে ॥
কালের কবলে আজ পাঠাব নিশ্চয়। পড়েছ রাবণ হাতে শক্ত অতিশয় ॥
কালবশ জানি তারে শুনি দুর্বচন। হাসিয়া কহেন কৃপানিধান তখন ॥
প্রভুতা তোমার সব জানি সব সত্য। জল্পনা ছাড়িয়া এবে দেখাও বীরত্ব ॥

ছঃ—ক্ষমা করি শোন নীতি শঠ নাশিও না যশ, বাক্য আড়ম্বরে।
গোলাব রসাল কাঁঠালের মত নর তিন শ্রেণী চরাচরে ॥
এক দেয় পুষ্প, দুই, পুষ্প ফল, তিন, মাত্র ফল করে দান।
এক কহে, দুই কহে করে, তিন করে, নাহি করিয়া বাখান ॥

দোঃ—রামের বচন শুনি, হাসি কহে মোরে দান করিতেছ জ্ঞান।
শত্রুতা করিতে নাহি ছিল ডর, এবে বুঝি প্রিয় লাগে প্রাণ ॥ ৯০

চৌঃ—কহি কুবচন অতি ক্রুদ্ধ দশানন। ছাড়িতে লাগিল শর বজ্রের মতন ॥

নানাবিধ শিলীমুখ হইল ধাবিত। দিগ্বিদিক্ নভ মহী করি আচ্ছাদিত ॥
পাবক সায়ক সন্ধানিল রঘুবীর। ক্ষণমধ্যে কৈল ভস্ম নিশাচর তীর ॥
ছাড়িল রাবণ শক্তি অতি কোপ ভরে। ফিরাইল তারে প্রভু অতি তীক্ষ্ণ শরে ॥
কোটি কোটি চক্র পুনঃ ত্রিশূল মারিল। অনায়াসে প্রভু সব কাটি নিবারিল ॥
ব্যর্থ হল রাবণের সায়ক কেমন। মনোরথ ব্যর্থ হয় খলের যেমন ॥
শত শর সারথীরে রাবণ মারিল। জয় রাম কহি সূত ভূমিতে পড়িল ॥
কৃপাকরি রাম শীঘ্র সূতে উঠাইল। তবে প্রভু অতিশয় ক্রোধেতে পূরিল ॥

ছঃ—রণরঙ্গে মাতি হল কোপান্বিত, তূণে বাণ করে কস্মস্।
কোদণ্ড টঙ্কার শুনি অতি ঘোর হল মনুজাদ বাতবশ ॥
কাঁপে মন্দোদরী হিয়া, কাঁপে কূর্ম্ম, কাঁপে ধরা, মহীধর ত্রাসে।
গর্জ্জিছে দিগ্‌গজ দন্তে ধরি মহা, লীলা হেরি সুরগণ হাসে ॥

দোঃ—আকর্ণ টানিয়া ধনু সন্ধানিল বিশিখ করাল।
রঘুনাথ শর চলে যেন লক্ লক্ জিহ্ব ব্যাল ॥ ৯১

চৌঃ—চলিল সায়ক যেন সপক্ষ উরগ। প্রথমে বধিল গিয়া সারথী তুরগ ॥
স্যন্দন ভাঙ্গিয়া ধ্বজা পতাকা নাশিল। মনোবল হারাইয়া রাবণ গর্জ্জিল ॥
শীঘ্র চড়ি অন্যরথে কোপে কম্পমান। নানা অস্ত্র শস্ত্র করে রাবণ সন্ধান ॥
বিফল উদ্যম সব হইল তাহার। পরদ্রোহী মানবের যথা বাসনার ॥
তবে দশ শূল দশানন চালাইল। অশ্ব চতুষ্টয় মারি ভূমেতে পাড়িল ॥
ক্রোধভরে অশ্ব রঘুনায়ক তুলিল। অতীব করাল বহু সায়ক ছাড়িল ॥
রাবণের শির কোকনদ বন মাঝে। রঘুনাথ শিলীমুখ অলি সম গাজে ॥
দশ দশ বাণ দশ কপালে মারিল। ভেদিয়া চলিল বাণ রুধির বহিল ॥
বহিতে রুধির ধারা ধায় বলবান। প্রভু পুনরায় কৈলা সায়ক সন্ধান ॥
ত্রিংশৎ সায়ক রঘুবীর সন্ধানিল। বিশ ভুজ দশ শির ভূমিতে পাড়িল ॥
কাটিতেই পুনঃ সব হইল নবীন। পুনঃ রাম কাটি কৈলা শিরভুজহীন ॥
কাটিতে ত্বরিত পুনঃ জন্মে নব নব। বহুবার বাহু শির প্রভু কাটে সব ॥
পুনঃ পুনঃ কাটে প্রভু সব ভুজ শীষ। কৌতুকী অতীব রাম কোশল অধীশ ॥
আকাশ ছাইয়া রহে শির আর বাহু। মনে হয় অগণিত কেতু আর রাহু ॥

ছঃ—বহু রাহু কেতু যেন নভোপথে, রক্তধারা বরষিয়া ধায়।
প্রচণ্ড সায়ক ছাড়ে রঘুবর, ভূমিপরে পড়িতে না পায় ॥
এক এক শরে বহু শির ছেদি নভো মাঝে উড়ি শোভা পায়।
ক্রুদ্ধ দিবাকর যেন কর জালে যথা তথা রাহুরে লুকায় ॥

দোঃ—যতবার কাটে শির প্রভু, তত বার শির জন্মায় অপার।
সেবিলে বিষয় নিতি নিতি যথা উপজয় বাসনা আবার ॥ ৯২

চৌঃ—দশানন দেখি শির হয় বার বার। অতি ক্রোধে মৃত্যু বিস্মরিল আপনার॥
গর্জ্জন করিল মূঢ় মহা অভিমানী। ধাইল ধনুক দশ হস্তে দশ টানি॥
সমর অঙ্গনে দশ আনন কুপিল। রঘুপতি রথ শর বরষি ঢাকিল॥
দণ্ড এক ভরি রথ দেখা নাহি যায়। নীহারের মাঝে যথা ভাস্কর লুকায়॥
হাহাকার করে জানি সব দেবগণ। কোপি প্রভু ধনুর্ব্বাণ করিল গ্রহণ॥
সায়ক নিবারি পুনঃ রিপু শির কাটে। মহীতে গগনে শির লোটে ঘাটে বাটে॥
ছিন্ন শির নভোপথে ঊর্দ্ধ দিকে ধায়। জয় জয় ধ্বনি করি ভয় উপজায়॥
কোথা লছমন কোথা সুগ্রীব কপীশ। কোথা রাম রঘুবীর কোশল অধীশ॥

ছঃ—কোথা রাম কহি ধায় সব শির, দেখি কপি পলায়ন করে।
সন্ধানিয়া ধনু রঘুবংশ মণি বিদ্ধ কৈল শিরচয় শরে॥
মুণ্ডমালা করে যেন বহু কালী দলে দলে হয়ে সম্মিলিত।
রুধির সরিতে স্নান করি, চলে রণ বট পূজিতে মুদিত॥

দোঃ—দশানন পুনঃ অতি কোপে ছাড়ে শকতি প্রচণ্ড।
বিভীষণ সম্মুখেতে চলে যেন শমনের দণ্ড॥ ৯৩

চৌঃ—অতিশয় তীক্ষ্ণ শেল আসিতে দেখিয়া। প্রণত আরতিহর স্বযশ রাখিয়া॥
সরাইয়া বিভীষণে আপন পশ্চাতে। সম্মুখে আসিয়া শেল সহিল বক্ষেতে॥
শকতি লাগিয়া মূর্চ্ছা হল কতক্ষণ। প্রভু খেলা দেখি বিষাদিত দেবগণ॥
বিভীষণ দেখি প্রভু শ্রান্ত অতিশয়। গদা হস্তে কোপে স্বয়ং অগ্রসর হয়॥
রেরে হতভাগ্য শঠ মন্দ দুষ্ট মতি। সুর নর মুনি নাগ দ্রোহরত অতি॥
সাদরে শঙ্করে নিজ শিরে চড়াইলি। এক বিনিময়ে কোটি মস্তক লভিলি॥
বাঁচিলি কারণে সেই তুই এতকাল। এবে শিরপরে নাচে শমন করাল॥
শ্রীরাম বিরোধ করি চাহ অভ্যুদয়ে। এত কহি গদাঘাত করিল হৃদয়ে॥

ছঃ—গদার প্রহার ঘোর, লাগি উর মাঝে, পড়ে ভুমির উপরে।
দশমুখে বহে রক্ত, সামালিয়া ধায় পুনঃ অতি কোপ ভরে॥
দুই অতিবল মল্ল যুদ্ধে ক্রুদ্ধ মারে দোঁহে দুঁহু পরস্পরে।
রাম বলে বলীয়ান বিভীষণ মার খেয়ে গ্রাহ্য নাহি করে॥

দোঃ—রাবণ সম্মুখে উমা বিভীষণ কভু নাহি মুখ পানে চায়।
লড়িছে শমন সম এবে হেন কৃপা কৈলা রঘুনাথ তায়॥ ৯৪

চৌঃ—পরিশ্রান্ত দেখি বিভীষণে অতি ভারী। ধাবিত হইল হনুমান লয়ে গিরি॥
সারথী তুরঙ্গ রথ করিয়া নিপাত। হৃদয় মাঝেতে তার মারে এক লাথ॥
সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপে তবু দাঁড়ায়ে রহিল। বিভীষণ জনত্রাতা সমীপে পৌছিল॥
হুঙ্কারিয়া হনুমানে রাবণ মারিল। পুচ্ছ বিস্তারিয়া হনু গগনে চড়িল॥
পুচ্ছ ধরি গগনেতে চড়িল রাবণ। নভে পুনঃ হনুমান করে মহারণ॥

সমকক্ষ যোদ্ধা দুই লড়িছে গগনে। ক্রোধ করি মারে এক যোদ্ধা অন্য জনে ॥
শোভে নভ মাঝে ছল বল বহু করে। কজ্জল পাহাড় যেন মেরু সনে লড়ে ॥
বুদ্ধিবলে নাহি পারে নিশাচর সনে। তখন প্রভুরে হনু স্মরে মনে মনে ॥

ছঃ—ধীর কপি, স্মরি রঘুবীরে, মারে দশাননে, করি হুহুঙ্কার।
মহীপড়ে, পুনঃ উঠি লড়ে দোঁহে, দেবগণ দেয় জয় কার ॥
দেখিয়া সঙ্কটে হনুমানে, কপি ভালু সব ক্রোধাতুর চলে।
রণ মত্ত দশানন সব মহাবীরে দলে নিজ ভুজ বলে ॥

দোঃ—রাম আহ্বানেতে কপিগণ সবে ঘোরতর বেগেতে ধাইল।
প্রবল দেখিয়া কপিবল, দশানন মায়া প্রকট করিল ॥ ৯৫

চৌঃ—অন্তর্ধান হয় দশানন ক্ষণ এক। পুনশ্চ প্রকটে মুর্ত্তি ধরিয়া অনেক ॥
রঘুপতি সেনা মাঝে ভালু কপি যত। যথা তথা প্রকটিল দশানন তত ॥
কপিগণ দশানন অমিত দেখিয়া। কপি ভালু যোদ্ধা যত চলে পলাইয়া ॥
চলিল মর্কট ভট নাহি ধরে ধীর। কহি রক্ষা কর লছমন রঘুবীর ॥
দশদিকে কোটি কোটি ধাইছে রাবণ। সুকঠোর ভয়ঙ্কর করিয়া গর্জ্জন ॥
ভয়ভীত পালাইয়া যায় দেবগণ। বিজয়ের আশা ভাই ত্যজহ এখন ॥
জিনিল সকল সুরে এক দশানন। বহু হল, গিরি গুহা কর নিরীক্ষণ ॥
রহিল বিরিঞ্চি শম্ভু মুনি জ্ঞানীগণে। প্রভুর মহিমা যারা জানে কিছু মনে ॥

ছঃ—প্রতাপ জানে যে রহে, ভয়হীন, সত্যমানে শত্রু কপিগণ।
ভয়ার্ত্তে দয়াল রাখ, কহি কপি ভালু করে চঞ্চল গমন ॥
অঙ্গদ মারুতি নল নীল, অতিবল, লড়ে, যারা রণ ধীর।
ভুঁইফোর, মায়াময় কোটি কোটি যোদ্ধা মর্দ্দে দশাননে ধীর ॥

দোঃ—বিকল বানর সুর, দেখি হাসে কোশল অধীশ।
সাজি শরাসন ক্ষণ মধ্যে নাশে সব দশশীষ ॥ ৯৬

চৌঃ—ক্ষণমধ্যে প্রভু কাটে মায়ার সৃজন। অরুণ উদয়ে কাটে আঁধার যেমন ॥
এক দশানন দেখি সুরগণ হর্ষে। বিপুল সুমন প্রভু শির পরে বর্ষে ॥
বাহু উঠাইলে প্রভু কপিগণ ফেরে। তারা ফিরাইল অন্যে ডাকি উচ্চৈঃস্বরে ॥
প্রভু বল লভি ধায় ভালু কপিগণ। লম্ফ দিয়ে বেগে পৌছে সমর অঙ্গন ॥
প্রশংসিছে সুরগণ দেখিল রাবণ। হইনু একাকী আমি ভাবে দেবগণ ॥
মূঢ় সদা মম হস্তে হও বিমর্দ্দিত। এত কহি শূন্যে হল রাবণ ধাবিত ॥
হাহাকার করি সুর করে পলায়ন। কোথা যাবে মোর আগে কহিছে রাবণ ॥
দেখিয়া বিকল সুর অঙ্গদ ধাইল। লম্ফ দিয়ে পদ ধরি ভূমেতে পাড়িল ॥

ছঃ—ভূমে নিক্ষেপিয়া, করি পদাঘাত, প্রভুপাশে অঙ্গদ চলিল।
সামালিয়া উঠি দশানন, অতি ঘোর রবে, গর্জ্জিতে লাগিল ॥

অতি দর্পে দশধনু টঙ্কারিয়া বহু বাণ করিল বর্ষণ।
আহত ব্যাকুল করি বহু ভট, নিজ বল হেরি ফুল্ল মন॥
দোঃ—তবে রঘুপতি লঙ্কেশের কাটে শির ভুজ চাপ।
যত কাটে বাড়ে তত পুনঃ, যথা তীর্থে কৃত পাপ॥ ৯৭

চৌঃ—রিপু শির ভুজ বাড়ে করি দরশন। অতিশয় ক্রুদ্ধ হল ভালু কপিগণ॥
নাহি মরে মূঢ় ছিন্ন হলে ভুজ শীষ। কুপিয়া ধাইল যত ভালু আর কীশ॥
বালির তনয়, বায়ু সুত, নল নীল। দ্বিবিদ ময়ন্দ আদি মহাবলশীল॥
বিটপী ভূধর লয়ে রাবণে প্রহারে। সেই গিরি তরু ধরি কপিগণে মারে॥
নখে এক রিপু বপু করি বিদারণ। অপরে মারিয়া লাথি করে পলায়ন॥
নল নীল রাবণের মস্তকে চড়িল। নখ দিয়া ভাল তট বিদীর্ণ করিল॥
সুরারি হইল ক্রুদ্ধ রুধির হেরিয়া। কপি ধরিবারে দেয় হস্ত প্রসারিয়া॥
ধরিতে না পারে ফেরে করের উপর। যুগল মধুপ যথা পদ্মবনচর॥
ক্রোধে লম্ফ দিয়া দোঁহে ধরে পুনরায়। আছাড় মারিতে হাত মোচড়ি পালায়॥
ক্রোধে দশ ধনু পুনঃ দশ হস্তে নিল। শর মারি কপিগণে আহত করিল॥
মূর্চ্ছিত করিয়া হনু প্রভৃতি বানর। সন্ধ্যাগমে দশানন প্রফুল্ল অন্তর॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া সমুদয় কপি বীর। রণাঙ্গনে ধায় জাম্বুবান রণধীর॥
সঙ্গে ভালুগণ তরু ভূধর ধরিয়া। মারিতে লাগিল রক্ষে হুঙ্কার করিয়া॥
ক্রুদ্ধ হয়ে বলশালী বীর দশানন। পায়ে ধরি ভূমে ফেলে নানা যোদ্ধাগণ॥
দেখি ঋক্ষপতি হত নিজ সঙ্গীগণ। বক্ষ মাঝে লাথি তার মারিল ভীষণ॥

ছঃ—নিদারুণ লাথি লাগি বক্ষে, রথ হতে ভূমে পড়িল বিকল।
বিংশকরে ধরে ভালু, পদ্মমাঝে নিশাযোগে যথা অলিদল॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া করি পদাঘাত ভালুপতি প্রভু পাশে ধায়।
নিশি জানি রথে নিয়ে সূতগণ দশাননে চৈতন্য করায়॥
দোঃ—মূর্চ্ছাভঙ্গে ভালু কপি সমাগত সবে প্রভু পাশ।
রাবণে ঘিরিয়া নিশাচরগণ রহে, অতি ত্রাস॥ ৯৮

রাবণ বধ।

চৌঃ—সে নিশিতে জানকীর নিকটে যাইয়া। ত্রিজটা কহিল সব কথা বুঝাইয়া॥
ছিন্ন বাহু শির জন্মে পুনঃ শুনি কানে। মহাভয় উপজিল সীতার পরাণে॥
বদন মলিন চিন্তা অতিশয় চিতে। ত্রিজটার সনে সীতা লাগিল কহিতে॥
কি হবে উপায় কেন নাহি কহ মাতা। কেমনে মরিবে রিপু বিশ্ব দুঃখ দাতা॥
রঘুপতি কাটে শির তবু নাহি মরে। বিপরীত লীলা যত বিধি সমাচরে॥
আমার অভাগ্য সেই উহারে বাঁচায়। যে দুর্ভাগ্য হরি পদ কমল ছাড়ায়॥
কনক কুরঙ্গ ছলে যে ভাগ্য রচিল। অদ্যাপি ও সেই দৈব বিষম রহিল॥

যে বিধি আমারে ঘোর দুঃখ সহাইল। লক্ষ্মণেরে কটুবাক্য মোরে কহাইল ॥
শ্রীরাম বিরহ বিষ শর সুকঠোর। হানিল সঘন তাকি মৃদু চিত্ত মোর ॥
এহেন বিষম দুঃখে রাখে মোর প্রাণ। বধিয়া রাবণে সেই করে প্রাণদান ॥
বিবিধ বিলাপ সীতা করে অনুক্ষণ। কৃপা নিধানের গুণ করিয়া স্মরণ ॥
কহিল ত্রিজটা শোন রাজার ঝিয়ারী। হৃদয়ে লাগিলে শর মরিবে সুরারি ॥
হৃদয়ে না মারে শর প্রভু এ কারণ। বৈদেহী তথায় বাস করে অনুক্ষণ ॥

ছঃ—জানকী রাবণ হৃদে, সীতা হৃদে পুনঃ মম বাস।
মমোদরে বহুলোক, বাণ লাগি হবে সর্ব্বনাশ ॥
শুনি হৃদে হর্ষ, শোক, দেখি কহে ত্রিজটা আবার।
ত্যজ শঙ্কা সীতে, হেন মতে রিপু মরিবে এবার ॥

দোঃ—কাটিতে কাটিতে শির বিয়াকুল চিতে যবে ছুটে যাবে ধ্যান।
রাবণ অন্তরে শর তবে সন্ধানিবে প্রভু করুণা নিধান ॥ ৯৯

চৌঃ—এরূপে সীতারে বহুরূপে প্রবোধিল। আপন ভবনে তবে ত্রিজটা চলিল ॥
স্মরণে সীতার পুনঃ রামের প্রকৃতি। বিরহ বেদনা পুনঃ উপজিল অতি ॥
নিশিকে, শশীকে সীতা নিন্দে বহুভাবে। যুগ সম বিভাবরী কভু না পোহাবে ॥
বিলাপ করিছে সীতা মনে অতিশয়। রামের বিরহ দুঃখে ভরিল হৃদয় ॥
বিরহ বেদনা যবে দুঃসহ হইল। বাম বাহু নেত্র তবে স্ফুরিতে লাগিল ॥
লক্ষণ বিচারি হৃদে ধৈরয ধরিল। মিলিবে কৃপালু রাম মনেতে জানিল ॥
হেথা অর্দ্ধরাত্রি কালে রাবণ জাগিল। নিজ সারথীরে অতি ক্রোধেতে কহিল ॥
মন্দমতি রণভূমি ছাড়াইলি মোরে। ধিক্ ধিক্ শতধিক্ ধিক্ শঠ তোরে ॥
পায়ে ধরি নানাভাবে সূত বুঝাইল। নিশিভোরে রথ চড়ি সমরে চলিল ॥
দশানন আগমন করিয়া শ্রবণ। মহা কোলাহল আরম্ভিল কপিগণ ॥
ভূধর বিটপী যথা তথায় উপাড়ি। মহা যোদ্ধা ধায় রণে দন্ত কড় মড়ি ॥

ছঃ—বিকট মর্কট ভালু গিরিখণ্ড লইয়া ধাইল।
করিছে প্রহার কোপে, নিশাচর ভাগিয়া চলিল ॥
বিচলিত রক্ষদল, বলী কপি রাবণে ঘিরিল।
লাথি চড় নখে মারি চারিদিকে ব্যাকুল করিল ॥

দোঃ—মর্কট প্রবল দেখি দশানন করিল বিচার।
নিমিষে হইল অন্তর্হিত, মায়া করিল বিস্তার ॥ ১০০

ছঃ—মায়া যবে দশানন করিল প্রকাশ। ভয়ানক জন্তু দেখা দিল চারিপাশ ॥
প্রকট হইল ভূত বেতাল পিশাচ। করেতে ধরিয়া সবে ধনুক নারাচ ॥
যোগিনী সকল হস্তে ভীম করবাল। অপর করেতে ধরে মনুজ কপাল ॥
সদ্য রুধিরের ধারা করি সবে পান। আনন্দে করিয়া নৃত্য, করে সুখে গান ॥
ধর্ ধর্ মার্ করে বিকট চীৎকার। কোলাহলে পরিপূর্ণ রহে চারিধার ॥

চৌঃ—ব্যাদান করিয়া মুখ ধাইছে খাইতে। আরম্ভিল কপিগণ তবে পলাইতে॥
যথায় যথায় কপি করে পলায়ন। অগ্নি প্রজ্বলিত তথা করে দরশন॥
ভয়েতে বিকল হল সব কপি ভালু। পুনঃ আরম্ভিল রক্ষ বরষিতে বালু॥
চকিত করিয়া যথা তথা সব কীশ। ভীষণ গর্জ্জন করে তবে দশশীষ॥
কপীশ সহিত সব মর্কট, লক্ষ্মণ। হইল সকল বীর তবে অচেতন॥
কোথা রাম কোথা আছ প্রভু রঘুনাথ। কহিয়া সুভট সব মর্দ্দে নিজ হাত॥
হেনরূপে সব বল করিয়া হরণ। মায়াজাল বিস্তারিল পুনঃ দশানন॥
প্রকট করিল অগণিত হনুমান। ধাইতে লাগিল হস্তে লইয়া পাষাণ॥
তাহারা সকলে রামে ঘিরিল যাইয়া। চারিদিকে আপনার যূথ বিরচিয়া॥
মার্ মার্ ধর্ ধর্ যেন না পালায়। কট্ কট্ করি সবে লাঙ্গুল উঠায়॥
চারিদিকে শুধু দীর্ঘ লাঙ্গুল বিরাজে। তাহার ভিতরে নৃপ কোশলের রাজে॥

ছঃ—মধ্যেতে কোশল রাজ শ্যামতনু শোভে মনোহর।
ইন্দ্রধনু বহু যেন ঘিরি উচ্চ তমাল সুন্দর॥
প্রভু দেখি সুখে দুঃখে, সুরগণ জয় জয় করে।
ক্রুদ্ধ রঘুবীর একবাণে মায়া নিমেষেতে হরে॥
মায়া গত, কপি ভালু হর্ষে গিরি তরু লয়ে ফেরে।
রামশরে দশানন বাহু শির পুনঃ ভূমে পড়ে॥
রাম দশানন রণ লীলা বহু কল্প ধরি গায়।
শত শেষ কবি বেদ সরস্বতী পার নাহি পায়॥

দোঃ—নির্বোধ তুলসী দাস গায় গুণ স্বল্প মাত্র তার।
মক্ষিকা আকাশে যথা উড়ে নিজ শক্তি অনুসার॥ ১০১ক
ভুজ শির কাটে বহুবার তবু নাহি মরে সুভট লঙ্কেশ।
প্রভু লীলা করে সুর, সিদ্ধ মুনি ক্লেশ হেরি ব্যাকুল বিশেষ॥ ১০১খ

চৌঃ—কাটিতে বাড়িছে সব শির সমুদয়। প্রতিলাভে যথা লোভ বাড়ে অতিশয়॥
রিপু নাহি মরে শ্রম হইল বিশেষ। বিভীষণ পানে তবে চাহে কোশলেশ॥
যাঁহার ইচ্ছায় হয় কালের মরণ। সেই প্রভু করে ভক্ত পরীক্ষা গ্রহণ॥
শুনহ সর্ব্বজ্ঞ চর অচর নায়ক। সুর মুনি সুখ দাতা প্রণত পালক॥
নাভি কুণ্ডে সুধা তার রহে অনিবার। রাবণ জীবিত থাকে বলেতে তাহার॥
বিভীষণ বাক্য তবে শুনিয়া কৃপাল। আনন্দে লইল বাণ করেতে করাল॥
নানাবিধ অলক্ষণ হইতে লাগিল। কুক্কুর শৃগাল খর কাঁদিতে লাগিল॥
কাঁদিছে বিহঙ্গ ভয়ে অতি দুঃখ হেতু। যথা তথা নভে প্রকাশিত ধূমকেতু॥
দিক্ দাহ দশদিকে হইতে লাগিল। অমাবস্যা বিনা সূর্য্য গ্রহণ হইল॥
মন্দোদরী হৃদি মাঝে কম্প অতিভারী। প্রতিমার নেত্র হতে ঝরে তপ্ত বারি॥

ছঃ—কাঁদিছে প্রতিমা পবিপাত, ঝঞ্ঝাবাত নভে, মহী কম্পমান।
বারিদ বর্ষিছে রক্ত, কচ, রজ, কেবা কহে, অশুভ মহান॥
অমিত উৎপাৎ দেখি নভে সুর গণ জয় জয় করে গান।
ভীত জানি সুর, দয়াময় রঘুপতি করে ধরে ধনুর্ব্বাণ॥
দোঃ—আকর্ণ টানিয়া ধনু, ছাড়ে শিলীমুখ একত্রিশ।
রঘুপতি শর চলে যেন কাল সমান ফণীশ॥ ১০২

চৌঃ—প্রথম সায়ক শোষে নাভি সরোবর। দশশির বিশভুজে লাগে অন্য শর॥
বাহুশির লয়ে বাণ বেগেতে ধাইল। শির ভুজ হীন রুণ্ড নাচিতে লাগিল॥
ধ্বসিছে ধরণী রুণ্ড ধাইছে প্রচণ্ড। শর সন্ধানিয়া প্রভু কৈলা দুই খণ্ড॥
মৃত্যুকালে ঘোর রবে করিল গর্জ্জন। কোথা রাম, রণে তারে করিব নিধন॥
কাঁপিল মেদিনী ভূমে পড়ে দশানন। ক্ষুব্ধ সিন্ধু নদী গিরি দিক্ গজ গণ॥
ভূমিতে পড়িল, যুগ খণ্ড বাড়াইয়া। সকল বানর ভালু দেহেতে চাপিয়া॥
মন্দোদরী আগে রাখি শির, ভুজ বিশ। চলিল নারাচ যথা প্রভু জগদীশ॥
সকল সায়ক তূণে প্রবেশ করিল। দেখিয়া বিবুধগণ দুন্দুভি ধ্বনিল॥
রাবণের তেজ প্রভু আননে পশিল। দেখিয়া বিরিঞ্চি শম্ভু মুদিত হইল॥
জয় ধ্বনি পরিপূর্ণ হল নব খণ্ড। জয় রঘুবীর মহাবল ভুজদণ্ড॥
বর্ষিল সুমন বহু দেব, মুনিবৃন্দ। কহি জয় কৃপাময় জয়তি মুকুন্দ॥

ছঃ—জয়তি মুকুন্দ কৃপাকন্দ, দ্বন্দহারী, প্রভু সুখদ শরণে।
পরম কারণ, বিভু খলদল বিদারণ, সদা কৃপা মনে॥
পুষ্পবৃষ্টি করে দেব, হর্ষে গহ গহ নভে দুন্দুভি বাজায়।
সংগ্রাম অঙ্গনে রাম অঙ্গে বহু কন্দর্পের অঙ্গ শোভা পায়॥
জটার মুকুট শিরে মাঝে মাঝে পুষ্পগুচ্ছ বিরাজে সুন্দর।
তড়িত পটল নীল গিরি পরে যেন শোভে তারকা নিকর॥
সায়ক কোদণ্ড ভুজদণ্ডে ফেরে, রক্তকণা শোভে সুশোভন।
যেন রায় মুনি, তমালের পরে বিরাজিত আনন্দ মগন॥
দোঃ—কৃপা দৃষ্টি পাতে সুরবৃন্দে প্রভু করিলা অভয়।
হর্ষে কপি ভালু দেয় সুখধাম মুকুন্দের জয়॥ ১০৩

চৌঃ—পতি শির নিরখিয়া রাণী মন্দোদরী। মূর্চ্ছিত বিকল ভূমে যায় গড়াগড়ি॥
যুবতী সকল উঠি ধাইল কাঁদিয়া। রাবণের পাশে তারে নিল উঠাইয়া॥
পতি গতি দেখি সবে করে হাহাকার। গলিত চিকুর নাহি দেহ বোধ আর॥
নানাভাবে বক্ষে সবে নিজ কর হানে। কাঁদিয়া পতির যত প্রতাপ বাখানে॥
তব বলে নাথ সদা কাঁপিত অবনী। তেজহীন ছিল অগ্নি সুধাংশু, তরণী॥
অনন্ত কমঠ ভার নারিত সহিতে। ধূলি ধূসরিত অঙ্গ লোটায় মহীতে॥

বরুণ কুবের সুরেশ্বর সমীরণ। সম্মুখ সমরে নাহি তিষ্ঠে কোনজন ॥
বাহু বলে জিনিয়াছ প্রভু কাল যম। পড়িয়া ভূমিতে আজি অনাথের সম ॥
তোমার প্রভুতা সুবিদিত ত্রিভুবন। সুত, পরিজন, বল না হয় বর্ণন ॥
শ্রীরাম বিমুখ হয়ে এ দশা তোমার। কাঁদিতে কুলেতে কেহ নাহি আছে আর ॥
বিধির প্রপঞ্চ সব তোমার অধীন। দিক্‌পতি প্রণময় ভয়েতে মলিন ॥
আজ তব শির ভুজ শৃগাল ভক্ষয়। রাম বিমুখের ইহা অনুচিত নয় ॥
কালবশ মম বাক্য না কৈলা শ্রবণ। চরাচর অধীশ্বরে নরমাত্র গণ ॥

ছঃ—দনুজ দাবাগ্নি হরি স্বয়ং, তাঁরে নাথ তুমি মানুষ ভাবিলে।
ব্রহ্মাদি দেবতা বন্দে যাঁরে, কৃপাময়ে প্রিয় তুমি না ভজিলে ॥
জনম অবধি পর দ্রোহ রত, দেহ তব পাপ পুঞ্জ ময়।
তোমারেও দিলা নিজধাম রাম, প্রণমামি ব্রহ্ম নিরাময় ॥

দোঃ—হায় হায় রঘুনাথ সম আর কেবা আছে করুণা সাগর।
যোগীগণ সুদুর্লভ পরাগতি দিলা তোমা, জগত ঈশ্বর। ১০৪

চৌঃ—মন্দোদরী হাহাকার করিয়া শ্রবণ। সুর মুনি সিদ্ধ সব আনন্দিত মন ॥
মহেশ নারদ অজ ঋষি সনকাদি। মুনি শ্রেষ্ঠ যারা সবে পরমার্থ বাদী ॥
নয়ন ভরিয়া রঘুপতি নিরখিয়া। আনন্দিত মন সবে প্রেমমগ্ন হিয়া ॥
দেখিয়া রোদন করে যত পুর নারী। চলে বিভীষণ মনে দুঃখ অতি ভারী ॥
হেরিয়া ভ্রাতার দশা দুঃখিত হইল। তবে প্রভু অনুজেরে আদেশ করিল ॥
বহু ভাবে প্রবোধিল তাহারে লক্ষ্মণ। প্রভু পাশে উত্তরিল সহ বিভীষণ ॥
কৃপাদৃষ্টে প্রভু তারে করে বিলোকন। শোক ত্যজি কহে কর দাহ আয়োজন ॥
প্রভু আজ্ঞা মানি কৈল ক্রিয়া সমাপন। বিধিবৎ দেশকাল করি বিবেচন ॥

দোঃ—মন্দোদরী আদি নারী তিলাঞ্জলি করিয়া অর্পণ।
গমন করিল গৃহে রাম গুণ করিয়া কীর্ত্তন ॥ ১০৫

চৌঃ—বিভীষণ আসি পুনঃ শির নোয়াইল। কৃপাসিন্ধু রাম তবে অনুজে ডাকিল ॥
কপীশ, অঙ্গদ, তুমি সহ নল, নীল। জাম্বুবান সহ বায়ুসুত নয়শীল ॥
সকলে মিলিয়া যাও বিভীষণ সাথ। তিলক করহ শেষ কহে রঘুনাথ ॥
পিতার বচনে আমি নগরে না যাই। আপন সমান কপি, অনুজে পাঠাই ॥
সত্বর চলিল সবে প্রভুর বচনে। তিলক সম্পন্ন কৈল আনন্দিত মনে ॥
বিভীষণে সিংহাসনে স্নেহে বসাইল। তিলক সারিয়া সবে স্তুতি গান কৈল ॥
কর জোড় করি সবে শির নোয়াইল। বিভীষণ সহ প্রভু নিকটে ফিরিল ॥
তবে রঘুবর কপিগণে ডাকাইল। মধুর বচনে সবে আপ্যায়িত কৈল ॥

ছঃ—সুধা সম কহি বাণী, সুখী কৈল, রিপু বধি তোমার বলেতে।
রাজ্য পেল বিভীষণ, নিত্য নব যশ তব হল ত্রিলোকেতে ॥

আমার সহিত তোমা সব কীর্ত্তি প্রীতি সহ যে জন গাহিবে।
অপার সংসার সিন্ধু বিনা তরী অনায়াসে পার হয়ে যাবে॥
দোঃ—প্রভু বাক্য শুনি কপিগণ চিত্ত মহানন্দে ভরে।
বার বার হেরি মুখ, পদকঞ্জ সবে শিরে ধরে॥ ১০৬

চৌঃ—পুনঃ প্রভু ডাকাইয়া নিলা হনুমান। লঙ্কাপুরে যাও তারে কহে ভগবান॥
জানকীরে সমাচার করাও শ্রবণ। তাহার কুশল জানি কর আগমন॥
হনুমান লঙ্কা পুরে করিল গমন। রাক্ষস রাক্ষসী করে ভয়ে পলায়ন॥
নানা ভাবে পূজার্চ্চনা তাহার করিল। জনক সুতারে পুনঃ দেখাইয়া দিল॥
দূর হতে কপিবর প্রণাম করিল। রঘুপতি দূত দেখি, জানকী চিনিল॥
অনুজ সহিত প্রভু কৃপা নিকেতন। কুশলে আছেন কহ সহ কপিগণ॥
সববিধি কুশলেতে কোশল অধীশ। সমরে জিনিলা মাতঃ রক্ষ দশশীষ॥
অবিচল রাজ্য পাইয়াছে বিভীষণ। কপির বচন শুনি আনন্দিত মন॥

ছঃ—অতি হর্ষে তনু মন পুলকিত, সাশ্রুনেত্রে পুনঃ রমা কহে।
কি দিব তোমারে কপি, তব বাণী সম ত্রিভুবনে কিছু নহে॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড রাজ্য, পাইয়াছি মাতঃ ইথে নাহিক সংশয়।
সলক্ষ্মণ রিপুদল জয়ী দেখি নেত্রে, আজি রামে নিরাময়॥

দোঃ—শোন সুত সদ্‌গুণ সব হৃদি মাঝে তব রহিবে সতত।
সানুকূল রঘু বংশমণি রবে তব প্রতি অনুজ সমেত॥ ১০৭

চৌঃ—এবে যত্ন সেই তুমি কর মম তাত। শীঘ্র যাহে হেরি নেত্রে শ্যামমৃদুগাত॥
তবে হনুমান রাম সমীপে আইল। জনক সুতার শুভ বার্ত্তা শুনাইল॥
শুনিয়া বচন ভানু কুলের ভূষণ। ডাকিয়া লইল যুবরাজ, বিভীষণ॥
পবন নন্দন সহ করহ গমন। সমাদরে জানকীরে কর আনয়ন॥
ত্বরিত সীতার পাশে করিল গমন। বিনয়ে সেবিছে সব নিশাচরী গণ॥
শীঘ্রগতি বিভীষণ সবে শিক্ষা দিল। সমাদরে জানকীর স্নান সমাপিল॥
পরাইল দিব্য পূত ভূষণ বসন। রুচির শিবিকা শীঘ্র কৈল আনয়ন॥
বৈদেহী আনন্দে তাহে কৈল আরোহণ। সুখধাম প্রেমী রামে করিয়া স্মরণ॥
বেত্রপাণি রক্ষীদল চলে চারি পাশে। চলিল সকলে অতি মনের উল্লাসে॥
দেখিবারে ভালু কপি করে আগমন। ক্রুদ্ধ রক্ষী সবাকারে করে নিবারণ॥
কহে রঘুবীর শোন আমার বচন। পদব্রজে জানকীরে কর আনয়ন॥
দেখিবে সকল কপি জননী সমান। হাসিয়া কহিল রঘু নাথ ভগবান॥
প্রভুর বচন শুনি ভালু কপি হর্ষে। নভ হতে সুরগণ বহু পুষ্প বর্ষে॥
প্রথমে সীতারে অগ্নি মধ্যেতে রাখিল। প্রকাশিতে অন্তর্যামী এখন চাহিল॥

দোঃ—সে কারণে দয়াময় কহে তারে কতক দুর্বাদ।
শুনিয়া রাক্ষসী সবে অন্তরেতে করিছে বিষাদ॥ ১০৮

বরুণ কুবের সুরেশ্বর সমীরণ। সম্মুখ সমরে নাহি তিষ্ঠে কোনজন ॥
বাহু বলে জিনিয়াছ প্রভু কাল যম। পড়িয়া ভূমিতে আজি অনাথের সম ॥
তোমার প্রভুতা সুবিদিত ত্রিভুবন। সুত, পরিজন, বল না হয় বর্ণন ॥
শ্রীরাম বিমুখ হয়ে এ দশা তোমার। কাঁদিতে কুলেতে কেহ নাহি আছে আর ॥
বিধির প্রপঞ্চ সব তোমার অধীন। দিক্‌পতি প্রণময় ভয়েতে মলিন ॥
আজ তব শির ভুজ শৃগাল ভক্ষয়। রাম বিমুখের ইহা অনুচিত নয় ॥
কালবশ মম বাক্য না কৈলা শ্রবণ। চরাচর অধীশ্বরে নরমাত্র গণ ॥

ছঃ—দনুজ দাবাগ্নি হরি স্বয়ং, তাঁরে নাথ তুমি মানুষ ভাবিলে।
ব্রহ্মাদি দেবতা বন্দে যাঁরে, কৃপাময়ে প্রিয় তুমি না ভজিলে ॥
জনম অবধি পর দ্রোহ রত, দেহ তব পাপ পুঞ্জ ময়।
তোমারেও দিলা নিজধাম রাম, প্রণমামি ব্রহ্ম নিরাময় ॥

দোঃ—হায় হায় রঘুনাথ সম আর কেবা আছে করুণা সাগর।
যোগীগণ সুদুর্লভ পরাগতি দিলা তোমা, জগত ঈশ্বর। ১০৪

চৌঃ—মন্দোদরী হাহাকার করিয়া শ্রবণ। সুর মুনি সিদ্ধ সব আনন্দিত মন ॥
মহেশ নারদ অজ ঋষি সনকাদি। মুনি শ্রেষ্ঠ যারা সবে পরমার্থ বাদী ॥
নয়ন ভরিয়া রঘুপতি নিরখিয়া। আনন্দিত মন সবে প্রেমমগ্ন হিয়া ॥
দেখিয়া রোদন করে যত পুর নারী। চলে বিভীষণ মনে দুঃখ অতি ভারী ॥
হেরিয়া ভ্রাতার দশা দুঃখিত হইল। তবে প্রভু অনুজেরে আদেশ করিল ॥
বহু ভাবে প্রবোধিল তাহারে লক্ষ্মণ। প্রভু পাশে উত্তরিল সহ বিভীষণ ॥
কৃপাদৃষ্টে প্রভু তারে করে বিলোকন। শোক ত্যজি কহে কর দাহ আয়োজন ॥
প্রভু আজ্ঞা মানি কৈল ক্রিয়া সমাপন। বিধিবৎ দেশকাল করি বিবেচন ॥

দোঃ—মন্দোদরী আদি নারী তিলাঞ্জলি করিয়া অর্পণ।
গমন করিল গৃহে রাম গুণ করিয়া কীর্ত্তন ॥ ১০৫

চৌঃ—বিভীষণ আসি পুনঃ শির নোয়াইল। কৃপাসিন্ধু রাম তবে অনুজে ডাকিল ॥
কপীশ, অঙ্গদ, তুমি সহ নল, নীল। জাম্বুবান সহ বায়ুসুত নয়শীল ॥
সকলে মিলিয়া যাও বিভীষণ সাথ। তিলক করহ শেষ কহে রঘুনাথ ॥
পিতার বচনে আমি নগরে না যাই। আপন সমান কপি, অনুজে পাঠাই ॥
সত্বর চলিল সবে প্রভুর বচনে। তিলক সম্পন্ন কৈল আনন্দিত মনে ॥
বিভীষণে সিংহাসনে স্নেহে বসাইল। তিলক সারিয়া সবে স্তুতি গান কৈল ॥
কর জোড় করি সবে শির নোয়াইল। বিভীষণ সহ প্রভু নিকটে ফিরিল ॥
তবে রঘুবর কপিগণে ডাকাইল। মধুর বচনে সবে আপ্যায়িত কৈল ॥

ছঃ—সুধা সম কহি বাণী, সুখী কৈল, রিপু বধি তোমার বলেতে।
রাজ্য পেল বিভীষণ, নিত্য নব যশ তব হল ত্রিলোকেতে ॥

আমার সহিত তোমা সব কীর্ত্তি প্রীতি সহ যে জন গাহিবে।
অপার সংসার সিন্ধু বিনা তরী অনায়াসে পার হয়ে যাবে॥
দোঃ—প্রভু বাক্য শুনি কপিগণ চিত্ত মহানন্দে ভরে।
বার বার হেরি মুখ, পদকঞ্জ সবে শিরে ধরে॥ ১০৬

চৌঃ—পুনঃ প্রভু ডাকাইয়া নিলা হনুমান। লঙ্কাপুরে যাও তারে কহে ভগবান॥
জানকীরে সমাচার করাও শ্রবণ। তাহার কুশল জানি কর আগমন॥
হনুমান লঙ্কা পুরে করিল গমন। রাক্ষস রাক্ষসী করে ভয়ে পলায়ন॥
নানা ভাবে পূজার্চ্চনা তাহার করিল। জনক সুতারে পুনঃ দেখাইয়া দিল॥
দূর হতে কপিবর প্রণাম করিল। রঘুপতি দূত দেখি, জানকী চিনিল॥
অনুজ সহিত প্রভু কৃপা নিকেতন। কুশলে আছেন কহ সহ কপিগণ॥
সববিধি কুশলেতে কোশল অধীশ। সমরে জিনিলা মাতঃ রক্ষ দশশীষ॥
অবিচল রাজ্য পাইয়াছে বিভীষণ। কপির বচন শুনি আনন্দিত মন॥

ছঃ—অতি হর্ষে তনু মন পুলকিত, সাশ্রুনেত্রে পুনঃ রমা কহে।
কি দিব তোমারে কপি, তব বাণী সম ত্রিভুবনে কিছু নহে॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড রাজ্য, পাইয়াছি মাতঃ ইথে নাহিক সংশয়।
সলক্ষ্মণ রিপুদল জয়ী দেখি নেত্রে, আজি রামে নিরাময়॥

দোঃ—শোন সুত সদ্গুণ সব হৃদি মাঝে তব রহিবে সতত।
সানুকূল রঘু বংশমণি রবে তব প্রতি অনুজ সমেত॥ ১০৭

চৌঃ—এবে যত্ন সেই তুমি কর মম তাত। শীঘ্র যাহে হেরি নেত্রে শ্যামমৃদুগাত॥
তবে হনুমান রাম সমীপে আইল। জনক সুতার শুভ বার্ত্তা শুনাইল॥
শুনিয়া বচন ভানু কুলের ভূষণ। ডাকিয়া লইল যুবরাজ, বিভীষণ॥
পবন নন্দন সহ করহ গমন। সমাদরে জানকীরে কর আনয়ন॥
ত্বরিত সীতার পাশে করিল গমন। বিনয়ে সেবিছে সব নিশাচরী গণ॥
শীঘ্রগতি বিভীষণ সবে শিক্ষা দিল। সমাদরে জানকীর স্নান সমাপিল॥
পরাইল দিব্য পূত ভূষণ বসন। রুচির শিবিকা শীঘ্র কৈল আনয়ন॥
বৈদেহী আনন্দে তাহে কৈল আরোহণ। সুখধাম প্রেমী রামে করিয়া স্মরণ॥
বেত্রপাণি রক্ষীদল চলে চারি পাশে। চলিল সকলে অতি মনের উল্লাসে॥
দেখিবারে ভালু কপি করে আগমন। ক্রুদ্ধ রক্ষী সবাকারে করে নিবারণ॥
কহে রঘুবীর শোন আমার বচন। পদব্রজে জানকীরে কর আনয়ন॥
দেখিবে সকল কপি জননী সমান। হাসিয়া কহিল রঘু নাথ ভগবান॥
প্রভুর বচন শুনি ভালু কপি হর্ষে। নভ হতে সুরগণ বহু পুষ্প বর্ষে॥
প্রথমে সীতারে অগ্নি মধ্যেতে রাখিল। প্রকাশিতে অন্তর্যামী এখন চাহিল॥

দোঃ—সে কারণে দয়াময় কহে তারে কতক দুর্বাদ।
শুনিয়া রাক্ষসী সবে অন্তরেতে করিছে বিষাদ॥ ১০৮

চৌঃ—মস্তকে ধরিয়া সীতা প্রভুর বচন। কায়মনোবাক্যে পূতা কহিল তখন ॥
হও হে লক্ষ্মণ মোর ধর্ম্মের সহায়। পাবক প্রকট কর অতীব ত্বরায় ॥
লক্ষ্মণ, সীতার বাক্য করিয়া শ্রবণ। বিরহ বিবেক ধর্ম্ম ন্যায়ের মিশ্রণ ॥
সজল নয়নে জুড়ি দুকর তখন। চাহে বাক্য কহে, নাহি হল উচ্চারণ ॥
রাম অভিপ্রায় জানি ধাইল লক্ষ্মণ। অনল্ জ্বালিতে কাষ্ঠ করে আনয়ন ॥
প্রবল অনল সীতা করি দরশন। কিছু মাত্র ভয় নাই, আনন্দিত মন ॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমার অন্তর। রঘুবীর ত্যজি নাহি ভাবয় অপর ॥
অগ্নি, সব হৃদয়ের গতি ভাল জান। আমার নিকটে হও চন্দন সমান ॥

ছঃ—শ্রীখণ্ড সমান অগ্নি, রামে স্মরি যবে সীতা করিল প্রবেশ।
মহেশবন্দিত পদরজ রতা কহি জয় জয় কোশলেশ ॥
লৌকিক কলঙ্ক সহ সীতা প্রতিবিম্ব দগ্ধ হইল অনলে।
প্রভুর চরিত কেহ নাহি বোঝে, দেবগণ নিরখে সকলে ॥
অগ্নি দ্বিজরূপে বেদে, ভবে জ্ঞাত, সত্য রমা করিয়া ধারণ।
ক্ষীর সিন্ধু হতে লক্ষ্মীসম রাম করে সীতা কৈল সমর্পণ ॥
রাম বামে শোভে সীতা, শোভা অনুপম হইল সৃজন।
নবনীল কমলের পাশে শোভে, হিরণ্ময় কমল যেমন ॥

দোঃ—বিবুধ সুমন বর্ষে, হর্ষে নভে বাজিছে নিশান।
গাহিছে কিন্নর, সুর বধূ নাচে, চড়িয়া বিমান ॥ ১০৯ক
জানকী সহিত রাম, শোভা অতি অমিত অপার।
দেখি কপি ভালু সুখী, কহে জয় রাম সুখসার ॥ ১০৯খ

অযোধ্যা যাত্রা—

চৌঃ—তবে রঘুপতি অনুশাসন পাইয়া। মাতলি চলিল পদে শির নোয়াইয়া ॥
সমাগত স্বার্থ পরায়ণ দেবগণ। পরমার্থ রত হেন কহিছে বচন ॥
দীনবন্ধু রঘুরায় প্রভু দয়াময়। দেবতা গণের প্রতি হইলা সদয় ॥
বিশ্ব দ্রোহ রত এই খল অতি কামী। নিজ পাপে হল হত কুমারগ গামী ॥
তুমি সমরূপ ব্রহ্ম অজ অবিনাশী। সদা একরস পুনঃ সহজ উদাসী ॥
কলা গুণ হীন অনবদ্য অনাময়। অজিত অমোঘ শক্তি করুণা নিলয় ॥
বরাহ কমঠ মীন পুনঃ নরহরি। বামন পরশুরাম কলেবর ধরি ॥
যখন যখন দেব সন্ত দুঃখ পায়। নানা তনু ধরি তুমি দূর কর তায় ॥
মলিন হৃদয় খল সুরারি সতত। অতিশয় ক্রোধী, কাম লোভ মদ রত ॥
সেও দয়াময় তব ধামে প্রবেশিল। ইহাতে মোদের অতি বিস্ময় হইল ॥
আমরা দেবতা অতি শ্রেষ্ঠ অধিকারী। স্বার্থরত থাকি প্রভু ভকতি বিসরি ॥
সংসার প্রবাহে আছি পড়িয়া সতত। রক্ষা কর প্রভু মোরা শরণ আগত ॥

দোঃ—বিনতি করিয়া সুর সিদ্ধ সব, যথা তথা রহে কর জোড়ে।
পুলকিত অঙ্গে অতি প্রেমভরে পুনরায় বিধি স্তুতি করে॥ ১১০

ছঃ—জয় রাম নিত্যানন্দ ধাম হরি, রঘুনাথ ধৃত ধনু শর।
ভব ইভ বিদারণ সিংহ, প্রভু সুচতুর গুণের সাগর॥
কোটি কাম শোভা ধরে তনু, গুণ গাহে সিদ্ধ মুনীশ্বর কবি।
রাবণ ভুজঙ্গে বধি খগপতি সম, প্রকাশিলে যশোরবি॥
নিত্য বোধময়; হর শোক ভয়, গত ক্রোধ, ভকত রঞ্জন।
উদার অপার গুন অবতার জ্ঞানঘন, ভূভার হরণ॥
অনাদি ব্যাপক, এক, অজ রাম কৃপাসিন্ধু প্রণমি চরণে।
রঘুবংশ বিভূষণ দূষণারি নৃপ কৈলা দীন বিভীষণে॥
বিরুজ অমান গুন জ্ঞানধাম অজ নিত্য বন্দি রাম বিভু।
প্রচণ্ড প্রতাপ ভুজবল খল বৃন্দ নাশে সুচতুর প্রভু॥
অহেতুক দীন হিতকারী, ছবিধাম, নমি রমার সহিত।
মনোভব মহাদোষ হর, ভবত্রাতা, কার্য্য কারণ অতীত॥
মনোহর শরচাপ ত্রোণ-ধর কঞ্জারুণ নেত্র ভূপবর।
সুখ ধাম, মনোহর শ্রীরমণ, মদ মান, মিথ্যা মায়া-হর॥
গোতীত, অখণ্ড, অনবদ্য, সর্ব্বরূপ পুনঃ অজাত স্বরূপ।
কহে শ্রুতি, নহে বৃথা কথা, রবি, রশ্মি যথা ভিন্নাভিন্ন রূপ॥
কৃতকৃত্য কপিগণ সমাদরে দেখে যারা তোমার আনন।
তবভক্তি বিনা ভবে পড়ে, ধিক্ দেব তনু ধিক্ এজীবন॥
কৃপা করি এবে দীন সখা ভেদ বুদ্ধি মোর করহ হরণ।
যার লাগি করি বিপরীত, সুখ মানি করি দুঃখের সেবন॥
খল বধি মহী কৈলা, সুশোভিত পাদপদ্ম সেবে শম্ভু উমা।
নৃপমণি দেহ বর পাদপদ্মে কল্যাণদা ভক্তি অনুপমা॥

দোঃ—স্তুতি কৈলা চতুর্ম্মুখ প্রেমে পুলকিত অতিশয়।
শোভা সিন্ধু নিরখিয়া, লোচনের তৃপ্তি নাহি হয়॥ ১১১

চৌঃ—সেই অবসরে দশরথ সমাগত। তনয় বিলোকি অশ্রু হইল উদ্গত॥
অনুজ সহিত প্রভু প্রণাম করিল। পিতৃদেব আশীর্ব্বাদ পুত্রদ্বয়ে দিল॥
পুণ্যের প্রভাবে তব সকল সাধিনু। অজেয় রাক্ষস পতি সমরে জিনিনু॥
শুনিয়া তনয় বাক্য পিরীতি বাড়িল। অশ্রুসিক্ত নেত্র, অঙ্গে পুলক ছাইল॥
রঘু পতি আদি প্রেম করি অনুমান। দৃঢ় জ্ঞান জনকেরে করিলা প্রদান॥
তাহাতে গিরিজে মোক্ষ নাহিক পাইল। দশরথ প্রেমভক্তি প্রথমে মাগিল॥

চৌঃ—মস্তকে ধরিয়া সীতা প্রভুর বচন। কায়মনোবাক্যে পূতা কহিল তখন ॥
হও হে লক্ষ্মণ মোর ধর্ম্মের সহায়। পাবক প্রকট কর অতীব ত্বরায় ॥
লক্ষ্মণ, সীতার বাক্য করিয়া শ্রবণ। বিরহ বিবেক ধর্ম্ম ন্যায়ের মিশ্রণ ॥
সজল নয়নে জুড়ি দুকর তখন। চাহে বাক্য কহে, নাহি হল উচ্চারণ ॥
রাম অভিপ্রায় জানি ধাইল লক্ষ্মণ। অনল্ জ্বালিতে কাষ্ঠ করে আনয়ন ॥
প্রবল অনল সীতা করি দরশন। কিছু মাত্র ভয় নাই, আনন্দিত মন ॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমার অন্তর। রঘুবীর ত্যজি নাহি ভাবয় অপর ॥
অগ্নি, সব হৃদয়ের গতি ভাল জান। আমার নিকটে হও চন্দন সমান ॥

ছঃ—শ্রীখণ্ড সমান অগ্নি, রামে স্মরি যবে সীতা করিল প্রবেশ।
মহেশবন্দিত পদরজ রতা কহি জয় জয় কোশলেশ ॥
লৌকিক কলঙ্ক সহ সীতা প্রতিবিম্ব দগ্ধ হইল অনলে।
প্রভুর চরিত কেহ নাহি বোঝে, দেবগণ নিরখে সকলে ॥
অগ্নি দ্বিজরূপে বেদে, ভবে জ্ঞাত, সত্য রমা করিয়া ধারণ।
ক্ষীর সিন্ধু হতে লক্ষ্মীসম রাম করে সীতা কৈল সমর্পণ ॥
রাম বামে শোভে সীতা, শোভা অনুপম হইল সৃজন।
নবনীল কমলের পাশে শোভে, হিরণ্ময় কমল যেমন ॥

দোঃ—বিবুধ সুমন বর্ষে, হর্ষে নভে বাজিছে নিশান।
গাহিছে কিন্নর, সুর বধূ নাচে, চড়িয়া বিমান ॥ ১০৯ক
জানকী সহিত রাম, শোভা অতি অমিত অপার।
দেখি কপি ভালু সুখী, কহে জয় রাম সুখসার ॥ ১০৯খ

অযোধ্যা যাত্রা—

চৌঃ—তবে রঘুপতি অনুশাসন পাইয়া। মাতলি চলিল পদে শির নোয়াইয়া ॥
সমাগত স্বার্থ পরায়ণ দেবগণ। পরমার্থ রত হেন কহিছে বচন ॥
দীনবন্ধু রঘুরায় প্রভু দয়াময়। দেবতা গণের প্রতি হইলা সদয় ॥
বিশ্ব দ্রোহ রত এই খল অতি কামী। নিজ পাপে হল হত কুমারগ গামী ॥
তুমি সমরূপ ব্রহ্ম অজ অবিনাশী। সদা একরস পুনঃ সহজ উদাসী ॥
কলা গুণ হীন অনবদ্য অনাময়। অজিত অমোঘ শক্তি করুণা নিলয় ॥
বরাহ কমঠ মীন পুনঃ নরহরি। বামন পরশুরাম কলেবর ধরি ॥
যখন যখন দেব সন্ত দুঃখ পায়। নানা তনু ধরি তুমি দূর কর তায় ॥
মলিন হৃদয় খল সুরারি সতত। অতিশয় ক্রোধী, কাম লোভ মদ রত ॥
সেও দয়াময় তব ধামে প্রবেশিল। ইহাতে মোদের অতি বিস্ময় হইল ॥
আমরা দেবতা অতি শ্রেষ্ঠ অধিকারী। স্বার্থরত থাকি প্রভু ভকতি বিসরি ॥
সংসার প্রবাহে আছি পড়িয়া সতত। রক্ষা কর প্রভু মোরা শরণ আগত ॥

দোঃ—বিনতি করিয়া সুর সিদ্ধ সব, যথা তথা রহে কর জোড়ে।
পুলকিত অঙ্গে অতি প্রেমভরে পুনরায় বিধি স্তুতি করে॥ ১১০

ছঃ—জয় রাম নিত্যানন্দ ধাম হরি, রঘুনাথ ধৃত ধনু শর।
ভব ইভ বিদারণ সিংহ, প্রভু সুচতুর গুণের সাগর॥
কোটি কাম শোভা ধরে তনু, গুণ গাহে সিদ্ধ মুনীশ্বর কবি।
রাবণ ভুজঙ্গে বধি খগপতি সম, প্রকাশিলে যশোরবি॥
নিত্য বোধময়; হর শোক ভয়, গত ক্রোধ, ভকত রঞ্জন।
উদার অপার গুন অবতার জ্ঞানঘন, ভূভার হরণ॥
অনাদি ব্যাপক, এক, অজ রাম কৃপাসিন্ধু প্রণমি চরণে।
রঘুবংশ বিভূষণ দূষণারি নৃপ. কৈলা দীন বিভীষণে॥
বিরজ অমান গুন জ্ঞানধাম অজ নিত্য বন্দি রাম বিভু।
প্রচণ্ড প্রতাপ ভুজবল খল বৃন্দ নাশে সুচতুর প্রভু॥
অহেতুক দীন হিতকারী, ছবিধাম, নমি রমার সহিত।
মনোভব মহাদোষ হর, ভবত্রাতা, কার্য্য কারণ অতীত॥
মনোহর শরচাপ ত্রোণ-ধর কঞ্জারুণ নেত্র ভূপবর।
সুখ ধাম, মনোহর শ্রীরমণ, মদ মান, মিথ্যা মায়া-হর॥
গোতীত, অখণ্ড, অনবদ্য, সর্ব্বরূপ পুনঃ অজাত স্বরূপ।
কহে শ্রুতি, নহে বৃথা কথা, রবি, রশ্মি যথা ভিন্নাভিন্ন রূপ॥
কৃতকৃত্য কপিগণ সমাদরে দেখে যারা তোমার আনন।
তবভক্তি বিনা ভবে পড়ে, ধিক্ দেব তনু ধিক্ এজীবন॥
কৃপা করি এবে দীন সখা ভেদ বুদ্ধি মোর করহ হরণ।
যার লাগি করি বিপরীত, সুখ মানি করি দুঃখের সেবন॥
খল বধি মহী কৈলা, সুশোভিত পাদপদ্ম সেবে শম্ভু উমা।
নৃপমনি দেহ বর পাদপদ্মে কল্যাণদা ভক্তি অনুপমা॥

দোঃ—স্তুতি কৈলা চতুর্ম্মুখ প্রেমে পুলকিত অতিশয়।
শোভা সিন্ধু নিরখিয়া, লোচনের তৃপ্তি নাহি হয়॥ ১১১

চৌঃ—সেই অবসরে দশরথ সমাগত। তনয় বিলোকি অশ্রু হইল উদ্গত॥
অনুজ সহিত প্রভু প্রণাম করিল। পিতৃদেব আশীর্ব্বাদ পুত্রদ্বয়ে দিল॥
পুণ্যের প্রভাবে তব সকল সাধিনু। অজেয় রাক্ষস পতি সমরে জিনিনু॥
শুনিয়া তনয় বাক্য পিরীতি বাড়িল। অশ্রুসিক্ত নেত্র, অঙ্গে পুলক ছাইল॥
রঘু পতি আদি প্রেম করি অনুমান। দৃঢ় জ্ঞান জনকেরে করিলা প্রদান॥
তাহাতে গিরিজে মোক্ষ নাহিক পাইল। দশরথ প্রেমভক্তি প্রথমে মাগিল॥

সগুণ সাধক অপবর্গ নাহি লয়। নিজভক্তি রাম তাহাদিগকে অর্পয় ॥
বার বার দশরথ করিয়া প্রণাম। আনন্দে চলিল নৃপমণি স্বর্গধাম ॥

দোঃ—অনুজ জানকী সহ প্রভু কুশলেতে রাজে কোশল অধীশ।
রূপ নেহারিয়া অতি হরষিত, স্তব আরম্ভিলা সুর-ঈশ ॥ ১১২

ছঃ—জয় রাম শোভাধাম দান কর প্রণতে বিশ্রাম।
তূণ চাপ শরধর ভুজবল প্রতাপের ধাম ॥
দূষণ ঘাতক খর-অরি জয় দনুজ মর্দ্দন।
সনাথ করিলে দেবগণে, বধি এই খলজন ॥
ভূভার হরণ জয়, অগণিত মহিমা অপার।
জয় রাবণারি দয়াময় কৈলে রাক্ষস অসার ॥
লঙ্কাপতি বল গর্ব্বে কৈলা বশ বিবুধ গন্ধর্ব্ব।
কৈলা দ্রোহ সহ মুনি সুর নর নাগ খগ সর্ব্ব ॥
পরদ্রোহরত দুষ্ট প্রাপ্ত ফল পাপাত্মা রাবণ।
শুনহ দয়াল এবে দীর্ঘায়ত রাজীব নয়ন ॥
অভিমান ছিল মোর কেহ নহে আমার সমান।
দেখি পদকঞ্জ, গত দুঃখপুঞ্জ, হত মদ মান ॥
নিগুর্ণ ধিয়ায় কেহ, শ্রুতি কহে অব্যক্ত স্বরূপ।
সগুণ স্বরূপ মোর লাগে প্রিয় কোশলের ভূপ ॥
বৈদেহী অনুজ সহ কর মম, হৃদয় নিবাস।
দেহ ভক্তি রমানাথ, জানি মোরে তব নিজ দাস ॥
শ্রীনিবাস ত্রাস-হর, দেহ ভক্তি সুখদ শরণ।
সুখধাম, বহু কাম ছবি, নমি শ্রীরঘুনন্দন ॥
বিবুধ রঞ্জন, দ্বন্দ-হর, নরতনু মহাবল।
ব্রহ্মাদি শঙ্কর সেব্য, নমি রাম করুণা কোমল ॥

দোঃ—এবে কৃপাদৃষ্টে হেরি আজ্ঞা মোরে কর কৃপাময়।
কিবা প্রিয়কার্য্য করি ; বাক্যশুনি কহে দয়াময় ॥ ১১৩

চৌঃ—শোন সুরপতি মম কপি ভালুগণ। নিশাচর রণে হল যাদের পতন ॥
মম হিত লাগি যারা ত্যজিল পরাণ। বাঁচাও সকলে সুরেশ্বর বুদ্ধিমান ॥
শুনহ খগেশ এই প্রভুর বচন। গূঢ় অতি মর্ম্ম, জানে মুনি জ্ঞানীগণ ॥
মারিয়া জীয়ার্ত্তে প্রভু পারে ত্রিভুবন। ইন্দ্রের গৌরব বৃদ্ধি করিবারে মন ॥
অমৃত- বর্ষিয়া কপি ভালু জীয়াইল। আনন্দে উঠিয়া প্রভু সমীপে আসিল ॥
সুধাবৃষ্টি হল দুই দলের উপর। বাঁচিল ভল্লুক কপি, নহে নিশাচর ॥

রামাকারে আকারিত রাক্ষসের মন। ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত, ত্যজি রণেতে জীবন ॥
দেব অংশে ভালু কপি লভিল জনম। রামের ইচ্ছায় পুনঃ পাইল জীবন ॥
দীন হিতকারী কেবা রামের সমান। নিশাচরগণে মুক্তি করিল প্রদান ॥
মলধাম, কামরত, খল দশানন। লভে পরাগতি, যাহা পায় মুনিগণ ॥

দোঃ—পুষ্পবৃষ্টি করি চলে দেবগণ চড়ি চড়ি রুচির বিমান।
দেখি দিব্য অবসর, রামপাশে উত্তরিল শম্ভু ভগবান॥ ১১৪ক
পরম প্রেমেতে জুড়ি যুগ্মকর, পদ্মনেত্র পরিপূর্ণ বারি।
গদ্গদ বচনে পুলকিত তনু, স্তুতিকরে ভোলা ত্রিপুরারি॥ ১১৪খ

চৌঃ—রক্ষাকর মোরে রাম রঘুকুল নাথ। ধৃত চাপবর, মনোহর শর হাত ॥
মহামোহ জলধর পুঞ্জ প্রভঞ্জন। সংসার বিপিন অগ্নি, দেবতা রঞ্জন ॥
সগুণ, অগুণ, গুণ মন্দির সুন্দর। প্রবল প্রতাপ, ভ্রম তম দিবাকর ॥
কাম ক্রোধ মদ গজ যূথ পঞ্চানন। বাস কর নিরন্তর ভক্ত মন বন ॥
বিষয় বাসনাপুঞ্জ পদ্ম কাননের। প্রবল তুষার তুমি অতীত মনের ॥
মন্দর সংসার সিন্ধু, পরম আবাস। দুস্তর সংসৃতি, ভয় কর আশু নাশ ॥
শ্যাম কলেবর সরোরুহ বিলোচন। দীনবন্ধু প্রণতের আরতি হরণ।
অনুজ জানকী সহ নিত্য নিরন্তর। রাজা রাম কর বাস হৃদি অভ্যন্তর ॥
তাপস রঞ্জন মহী মণ্ডল মণ্ডন। তুলসীর প্রভু ভব ত্রাস বিখণ্ডন ॥

দোঃ—কোশল পুরীতে যবে হবে নাথ তিলক তোমার।
আসিয়া দেখিব আমি প্রভু তব চরিত উদার ॥ ১১৫

চৌঃ—বিনয় করিয়া শম্ভু করিলে গমন। প্রভু পাশে আগমন কৈল বিভীষণ ॥
চরণে রাখিয়া শির, কহে মৃদুবাণী। বিনয় শুনহ প্রভু সার্ঙ্গ ধনুষ্পাণি ॥
সকল সদল প্রভু মারিলে রাবণ। পাবন সুযশে তব পূর্ণ ত্রিভুবন ॥
মলিন দুর্ম্মতি দীন অতি হীন জাতি। করুণা করিলে মোরে প্রভু বহুভাতি ॥
পবিত্র করহ এবে দাসের ভবন। রণ শ্রম হর প্রভু করিয়া মজ্জন ॥
দেখিয়া মন্দির কোষ সব রত্ন ধন। আনন্দে করহ কপিবৃন্দে বিতরণ ॥
সর্ব্বভাবে আত্মসাৎ করিয়া আমারে। চলহ অযোধ্যাপুরী আমা সহকারে ॥
বচন শুনিয়া মৃদু দীনে সুদয়াল। সজল হইল দুই নয়ন বিশাল ॥

দোঃ—তব কোষ গৃহ সব মম, বাক্য সত্য অতিশয়।
স্মরিয়া ভরত দশা কল্প সম পল হয় ক্ষয় ॥ ১১৬ক
তাপসের বেশে কৃশতনু, সদা জপে মম নাম।
শীঘ্র মিলি ভ্রাতৃ সনে সযতনে কর সেই কাম॥ ১১৬খ
বিগত অবধি যাই যদি নাহি রবে কভু ভরতের প্রাণ।
ভরতের দশা সমুঝিয়া, প্রভু সর্ব্বঅঙ্গ পুলকায় মান ॥ ১১৬গ

কল্পভরি কর রাজ্য স্মরি মোরে অন্তরে আপন।
পুনঃ মমলোকে প্রবেশিবে, যথা যায় সন্তগণ॥ ১১৬ঘ

চৌঃ—রামের বচন তবে শুনি বিভীষণ। ধরিল আনন্দে কৃপাধামের চরণ॥
বানর ভল্লুক সবে হরষিত মন। পদধরি প্রভু গুণ করয় কীর্ত্তন॥
বিভীষণ পুনঃ লঙ্কাপুরে প্রবেশিল। মণিরত্ন বস্ত্রে বহু বিমান ভরিল॥
পুষ্পকস্যন্দন প্রভু অগ্রেতে রাখিল। হাসিয়া করুণা সিন্ধু কহিতে লাগিল॥
চড়িয়া বিমান শুন সখা বিভীষণ। নভ হতে বৃষ্টি কর বসন ভূষণ॥
গগনে চড়িয়া তবে শীঘ্র বিভীষণ। বসন ভূষণ সব করিল বর্ষণ॥
যার যাহা লাগে ভাল করিল গ্রহণ। মুখে নিয়ে ফেলে রত্ন, পুনঃ কপিগণ॥
হাসে রামসীতা সুখে সহিত লক্ষ্মণ। পরম কৌতুকী প্রভু কৃপা নিকেতন॥

দোঃ—মুনির অগম ধ্যানে, শ্রুতি যারে নেতি নেতি গায়।
কৃপাসিন্ধু সেই কপিসনে, নানা ভাবেতে খেলায়॥ ১১৭ক
যোগ জপ দান তপে, উমা ব্রত নানা যজ্ঞ নিয়মে সকল।
রাম কৃপা তথা নাহি করে, যথা কৈলে প্রেম নিষ্কাম কেবল। ১১৭খ

চৌঃ—ভল্লুক বানর, পট ভূষণ পাইয়া। রামের সমীপে আসে পরিয়া পরিয়া॥
বিবিধ বরণ দেখি প্রভু ভালু কীশ। পুনঃ পুনঃ মৃদু হাসে কোশল অধীশ॥
করুণা করিয়া সবে কৃপা দৃষ্টে চায়। মধুর বচন পুনঃ কহে রঘুরায়॥
তোমাদের বলে আমি মারিনু রাবণ। বিভীষণ টিকা পুনঃ কৈনু সমাপন॥
নিজ নিজ গৃহে এবে করহ গমন। নির্ভয়ে বিচর মোরে করিয়া স্মরণ॥
বচন শুনিয়া প্রেম আকুল বানর। কর জোড়ে প্রত্যুত্তর করিল সাদর॥
প্রভু যাহা কহ তাহা সব শোভা পায়। বচন শুনিয়া মনে মোহ উপজয়॥
দীন জানি কপিগণে করিলে সনাথ। ত্রিভুবন অধীশ্বর তুমি রঘুনাথ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য মোরা লাজে মরি। মশক কখন গরুড়ের হিতকারী॥
বানর ভালুক দেখি প্রভু অভিপ্রায়। প্রেমে মগ্ন মন গৃহে যেতে নাহি চায়॥

দোঃ—শ্রীরাম প্রেরিত কপি ভালু, রাম রূপ রাখি মনে।
বিনয় করিয়া বহু, হর্ষ শোকে চলিল ভবনে॥ ১১৮ক
জাম্বুবান কপিরাজ নল অঙ্গদাদি. হনুমান।
বিভীষণ সহ অন্য অন্য যূথপতি বলবান॥ ১১৮খ
বলিতে না পারে কিছু প্রেমবশ নয়নেতে বারি।
নিরখয় রামতনু নয়নের নিমষে নিবারি॥ ১১৮গ

চৌঃ—অতিশয় প্রীতি রঘুরায় নিরখিয়া। লইল সকলে নিজ রথে চড়াইয়া॥
মনে মনে বিপ্র পদে প্রণাম করিয়া। উত্তর দিকেতে রথ দিল চালাইয়া॥
চলিতে বিমান অতি কোলাহল হয়। কহিছে সকলে রঘুবীর জয় জয়॥
সিংহাসনে এক অতি উচ্চ মনোহর। সীতা সহ বৈসে রাম তাহার উপর॥

রামের সহিত রথে শোভিছে ভাগিনী। মেরু শৃঙ্গে যেন ঘন মাঝে সৌদামিনী॥
রুচির বিমান চলে অতীব আতুর। পুষ্প বৃষ্টি নভ হতে হর্ষ করে সুর॥
পরম সুখদ চলে ত্রিবিধ পবন। নির্ম্মল সলিল সিন্ধু সর নদীগণ॥
সুলক্ষণ মনোহর হয় চারি পাশ। প্রসন্ন হৃদয় দিক নির্ম্মল আকাশ॥
কহে রঘুবীর দেখ সীতা রণাঙ্গন। এইখানে বধিল ইন্দ্রজিতেরে লক্ষ্মণ॥
হেথায় অঙ্গদ হনুমানের প্রহারে। বহু রক্ষ হল হত সমর মাঝারে॥
দুই ভ্রাতা হেথা কুম্ভকর্ণ দশানন। সুর মুনি দুঃখ দায়ী হইল নিধন॥

দোঃ—হেথায় বাঁধিনু সেতু, স্থাপিলাম শিব সুখধাম।
জানকী সহিত কৃপাময় করে শম্ভুকে প্রণাম॥ ১১৯ক
যথা যথা কৃপাসিন্ধু বনে বাস, করিল বিশ্রাম।
সকল দেখা'ল জানকীরে, কহি সকলের নাম॥ ১১৯খ

চৌঃ—বিমান আসিল পুনঃ তথায় সত্বর। দণ্ডক কানন যথা পরম সুন্দর॥
কুম্ভজাদি মুনিবর বনে যত ছিল। সব তপোবনে রাম গমন করিল॥
পাইয়া সকল মুনি গণের আশিস। চিত্রকূটে সমাগত হল জগদীশ॥
তথায় তাপস গণের সন্তোষ সাধিয়া। চলিল বিমান অতি বেগেতে ধাইয়া॥
পুনশ্চ শ্রীরাম জানকীরে দেখাইল। কলি অঘ হারী যথা যমুনা বহিল॥
পবিত্র জাহ্নবী পুনঃ করি দরশন। প্রণাম করহ সীতা কহে নারায়ণ॥
প্রয়াগ তীরথ পতি করহ দর্শন। দেখি কোটি জন্ম অঘ করে পলায়ন॥
দেখহ পরম তীর্থ ত্রিবেণী মহান। সর্ব্ব শোক-হর, হরি লোকের সোপান॥
দেখিল অযোধ্যা পুরী অতীব পাবন। ত্রিবিধ সন্তাপ ভবরোগ বিনাশন॥

দোঃ—জানকী সহিত রঘুনাথ তবে অযোধ্যারে করিল প্রণাম।
সজল নয়ন পুলকিত তনু পুনঃ পুনঃ হরষিত রাম॥ ১২০ক
ত্রিবেণী আসিয়া প্রভু হরষিত করিল মজ্জন।
কপিসহ দ্বিজগণে বহু দ্রব্য করিলা অর্পণ॥ ১২০খ

চৌঃ—প্রভু হনুমানে তবে কহে বুঝাইয়া। বটু রূপ ধরি শীঘ্র অযোধ্যা যাইয়া॥
করাও কুশল মম ভরতে শ্রবণ। সমাচার নিয়ে তুমি কর আগমন॥
ত্বরিত পবন সুত করিল গমন। তবে প্রভু গেল ভরদ্বাজ তপোবন॥
নানা ভাবে মুনিবরে করিলা পূজন। আশিসিল মুনি করি প্রভূত স্তবন॥
মুনিপদ বন্দি প্রভু জুড়ি যুগ্মকর। বিমান চড়িয়া পুনঃ চলিল সত্বর॥
হেথায় নিষাদ শুনি শ্রীরাম আইল। তরণী তরণী কহি লোক ডাকাইল॥
সুরধুনী লঙ্ঘি যবে বিমান আসিল। প্রভু আজ্ঞা পেয়ে গঙ্গাতীরে উত্তরিল॥
তবে বহু ভাবে করি গঙ্গারে পূজন। ভক্তিভরে ধরে সীতা গঙ্গার চরণ॥
আশিস করিল গঙ্গা প্রসন্ন হৃদয়ে। সুন্দরি এয়োতি থাক্ অক্ষয় হইয়ে॥
শুনিয়া সংবাদ গুহ প্রেমাকুল ধায়। আসিল নিকটে অতি শ্রীরাম যথায়॥

প্রভুকে দেখিয়া গুহ বৈদেহী সহিত। দেহ বোধ নাহি ভূমে হইল পতিত ॥
রঘুরায় তার পরা প্রীতি নিরখিয়া। বক্ষে আলিঙ্গিল সখা, হর্ষে উঠাইয়া ॥

ছঃ—আলিঙ্গন দিল রাম কৃপাময় সুচতুর প্রভু রমাপতি।
কুশল পুছিল, বসাইয়া সন্নিধানে, গুহ করিল বিনতি॥
কুশল দেখিয়া পাদপদ্ম ব্রহ্ম হরআদি বিবুধ বন্দিত।
সুখ ধাম, পূর্ণ কাম পুনঃ পুনঃ করে নতি হয়ে হরষিত ॥
নিষাদ অধম সব ভাবে, তারে বক্ষে লয় ভরত সমান।
মন্দধী তুলসী দাস, মোহবশ ভুলে রৈলি হেন প্রভুরাম ॥
বারণারি লীলা শুচি; রামপদ, রাম ভক্তি করয় প্রদান।
রিপু-হর, জ্ঞানদাতা, সুর সিদ্ধ মুনিগণ সদা করে গান ॥

দোঃ—রঘুবীর রণ-জয়, লীলা যেবা শুনে বুদ্ধিমান।
বিজয় বিবেক, অভ্যুদয়, নিত্য দেয় ভগবান। ১২১ক
কলিকাল মল আয়তন, মন মম দেখ করিয়া বিচার।
রঘুনাথ নাম পরিহরি নাহি কিছু ভবে অপর আধার ॥ ১২১খ

রামচরিতের কথা অমৃত লহরী।
বীর কহে শুনি নর যায় ভব তরি ॥

ইতি সকল কলিকলুষ নাশন শ্রীরামচরিত মানসের লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত।

ওঁ গুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীসীতারামো বিজয়তেতৰাম্

বাংলা রামচরিত মানস

উত্তরকাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

শ্লোক—কেকী কণ্ঠ সম নীল, বিবুধাগ্রগণ্য। বক্ষ মাঝে বিরাজিত বিপ্র পদ চিহ্ন ॥
শোভা পরিপূর্ণ সদা প্রসন্ন বদন। সরসিজ নেত্র ধৃত সুপীত বসন ॥
হস্তে ধনুর্বাণ, কপি বৃন্দ সমাবৃত। অনুজ লক্ষ্মণ দ্বারা সদা সুসেবিত ॥
বন্দি সদা সীতাপতি বন্দ্য রঘুবর। সমাসীন সলক্ষ্মণ পুষ্পক উপর ॥
কোশল পতির পদ কমল যুগল। অজ ঈশ সুসেবিত মঞ্জুল কোমল ॥
জানকীর কর শতদল সুলালিত। ভাবুকের চিত্ত ভৃঙ্গ নিত্য অধ্যুষিত ॥
কুন্দ ইন্দু শঙ্খ সম ধবল সুন্দর। উমাপতি মনোভীষ্ট সিদ্ধিদ শঙ্কর ॥
পরম করুণ কল কঞ্জ বিলোচন। প্রণিপাত করি শম্ভু অনঙ্গ মোচন ॥

অযোধ্যা প্রত্যাগমন, ভরত মিলন।

দোঃ—এক দিন মাত্র বাকী অবধির, অতিশয় আর্ত্ত পুরজন।
যথা তথা ভাবে নর নারী, কৃশ তনু রাম বিয়োগ কারণ ॥
শুভ সুলক্ষণ দেখি সবাকার প্রসন্ন অন্তর।
প্রভু আগমন কহে যেন রম্য সর্ব্বত্র নগর ॥
কৌশল্যাদি মাতৃ হৃদে উছলিত আনন্দ এমন।
কে যেন কহিছে এল রাম, নিয়ে জানকী লক্ষ্মণ ॥
দক্ষিণ নয়ন ভুজ ভরতের কাঁপে বার বার।
শকুন বিচারি হর্ষ যুত চিত্তে করিছে বিচার ॥

চৌঃ—একদিন মাত্র বাকী অবধির আর। ভাবিয়া হৃদয়ে দুঃখ হইল অপার ॥
কিকারণ অদ্যাপিও প্রভু না আইল। কুটিল জানিয়া মোরে বুঝি বিসরিল ॥
অহহ লক্ষ্মণ ধন্য অতি বড় ভাগী। শ্রীরাম চরণ অরবিন্দে অনুরাগী ॥
কপটী কুটিল বলি আমারে জানিল। তাহাতে শ্রীরাম মোরে সাথে নাহি নিল ॥
আমার করম প্রভু করিলে বিচার। কল্প শত কোটি ধরি নাহিক নিস্তার ॥
জন অবগুণ প্রভু না রাখে স্মরণ। মৃদুল স্বভাব দীনে কৃপা অনুক্ষণ ॥

আমার হৃদয়ে দৃঢ় সেইত ভরসা। আসিবেন রাম শুভ শকুনেতে আশা॥
অবধি অতীত হলে রহে যদি প্রাণ। অধম কে বটে ভবে আমার সমান॥

দোঃ—শ্রীরাম বিরহ সাগরের মাঝে ডুবুডুবু ভরতের মন।
জাহাজ সদৃশ হল উপনীত বিপ্ররূপে পবন নন্দন॥ ১ক
জটার মুকুট শিরে, কৃশ গাত্র দেখে বসি আছে কুশাসনে।
জপে রাম, রাম রঘুপতি রাম, ধারা বহে কমল নয়নে॥ ১খ

চৌঃ—দেখি হনুমান চিত্ত অতি হরষিত। লোচনে সলিল ধারা অঙ্গ পুলকিত॥
মনোমাঝে নানাবিধ আনন্দ হইল। শ্রবণের সুধা সম বচন কহিল॥
যাঁহার বিরহে দুঃখ কর দিনরাতি। নিরন্তর কর গান যাঁর গুণ পাঁতি॥
রঘু কুল মণি সজ্জনের সুখদাতা। কুশলে আসিছে প্রভু সুর মুনিত্রাতা॥
সমরে জিনিল রিপু, সুর যশ গায়। সীতা ভ্রাতা সহ প্রভু সমাগত প্রায়॥
শুনিয়া বচন সব দুঃখ হল দূর। অমৃত পাইল যেন অতি তৃষাতুর॥
কেতুমি বটহ কোথা হইতে আসিলে। অতি প্রিয় বাক্য তাত মোরে শুনাইলে॥
পবন নন্দন মুই, কপি হনুমান। মোর নাম শোন প্রভু করুণা নিধান॥
দীনবন্ধু রাম রঘুপতির কিঙ্কর। ভরত শুনিয়া উঠি মিলিল সাদর॥
আলিঙ্গিয়া বাড়ে প্রেম হৃদয়ে না ধরে। পুলকিত অঙ্গ নেত্রে অশ্রুধারা ঝরে॥
তব দরশনে দুঃখ সকল মিটিল। প্রিয় রাম আজ মোর এরূপে মিলিল॥
কুশলে আছেন প্রভু, পুছে বার বার। কিদিব তোমারে শোন ভাই হে আমার॥
তোমার সন্দেশ সম ভুবন মাঝার। কিছু নাহ দেখিলাম করিয়া বিচার॥
সাধ্য নাই তব ঋণ পারি শুধিবারে। প্রভুর চরিত এবে শুনাও আমারে॥
ভরত চরণে হনু করিয়া প্রণাম। কহিতে লাগিল রঘুপতি গুণ গ্রাম॥
কহ হনুমান শুনি প্রভু দয়াময়। সেবক জানিয়া মোরে কভু কি স্মরয়॥

ছঃ—রঘুবংশমণি জানি নিজ দাস কভু মোরে করে কি স্মরণ।
বিনীত ভরত বাক্য শুনি পুলকিত কপি, ধরিল চরণ॥
চরাচর নাথ রঘুবর নিজ মুখে করে যাঁর গুণ গান।
বিনীত পরম শুচি কেন নাহি হবে গুণ সিন্ধুর সমান॥

দোঃ—রাম প্রাণ প্রিয় তুমি নাথ, অতি সত্য জান আমার বচন।
হৃদয়ে না ধরে প্রেম, পুনঃ পুনঃ বক্ষে করে ভরত ধারণ॥ ২খ

সোঃ—ভরত চরণে প্রণমিয়া শীঘ্র গেল কপি রাম সন্নিধান।
যাইয়া কুশল কহে ভরতের, হর্ষে চলে প্রভু চড়ি যান॥ খ

চৌঃ—অযোধ্যা পুরীতে হর্ষে ভরত চলিল। সমাচার গুরু সন্নিধানে নিবেদিল॥
অন্তঃপুরে পুনঃ সব কথা জানাইল। কুশলে শ্রীরাম পুর নিকটে আসিল॥
শুনিয়া জননী সব উঠিয়া ধাইল। প্রভুর কুশল তবে ভরত কহিল॥

পুরবাসী সমাচার যখন পাইল। হরষিত নর নারী ধাইয়া চলিল ॥
দধি দূর্ব্বা গোরোচনা আর ফল, ফুল। নবীন তুলসী দল মঙ্গলের মূল ॥
কনক বসন সব ভরিয়া ভামিনী। গাহিয়া চলিল দ্বারে গজেন্দ্র গামিনী ॥
যে জন যেভাবে ছিল উঠিয়া ধাইল। বালক বৃদ্ধেরে কেহ সঙ্গে না লইল ॥
এক অন্যসনে পথে যেতে জিজ্ঞাসয়। দেখিয়াছ তুমি রঘুরায় কৃপাময় ॥
অযোধ্যা নগরী প্রভু আসিছে জানিয়া। অপরূপ রূপ যেন রয়েছে ধরিয়া ॥
হইল নির্ম্মল অতি সরযূর নীর। মৃদু মন্দ প্রবাহিত ত্রিবিধ সমীর ॥

দোঃ—প্রফুল্ল অনুজ সহ গুরু পুরজন মহীসুর সমুদয়।
চলিল ভরত অনুরাগ ভরে সম্ভাষিতে করুণা নিলয় ॥ ৩ক
অট্টালিকা পরে চড়ি বহু নারী নেহারিছে গগন বিমান।
দেখিয়া মধুর স্বরে করে সবে হরষিত সুমঙ্গল গান ॥ ৩খ
রাকাশশী রঘুপতি, পুরী সিন্ধু দেখি হরষিত।
উথলিছে কোলাহল করি নারী, তরঙ্গের মত ॥ ৩গ

চৌঃ—হেথা দিবাকর কুল কমল ভাস্কর। কপিরে দেখায় পুরী অতি মনোহর ॥
শুনহ অঙ্গদ কপি, কপীশ, লঙ্কেশ। পবিত্র নগর অতি রুচির প্রদেশ ॥
যদ্যপি সকলে পুরী বৈকুণ্ঠ বাখানে। পুরাণে শ্রুতিতে খ্যাত সব জগ জানে ॥
অযোধ্যা সদৃশ প্রিয় নহে সেই ধাম। জানে মর্ম্ম কোন নর নারী ভাগ্যবান ॥
জন্মভূমি মম পুরী অতি মনোহর। উত্তরে সরযূ নদী বহিছে সুন্দর ॥
মজ্জন করিবে যারা না করি প্রয়াস। আমার সমীপে পাবে নর নারী বাস ॥
প্রিয় অতিশয় মম এই পুরবাসী। বৈকুণ্ঠ ধামদা এই পুরী সুখরাশি ॥
হরষিত কপি শুনি প্রভুর বচন। ধন্য পুরী প্রভু গুণ করেন কীর্ত্তন ॥

দোঃ—আসিছে দেখিয়া লোক সব কৃপা সিন্ধু ভগবান।
নগর নিকটে প্রেরি, নামাইল ভূমিতে বিমান ॥ ৪ক
পুষ্পকে কহিল প্রভু, যাও তুমি কুবেরের পাশ।
রাম আজ্ঞা পেয়ে চলে রথ হর্ষে, ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস ॥ ৪খ

চৌঃ—ভরত সহিত সমাগত পুরজন। কৃশতনু রঘুবীর বিয়োগ কারণ ॥
বামদেব বশিষ্ঠাদি মুনীশ দেখিয়া। ভূমিতলে প্রভু ধনু সায়ক রাখিয়া ॥
গুরুপদ সরোরুহ ধাইয়া ধরিল। অনুজ সহিত তনু পুলকে ছাইল ॥
কুশল জিজ্ঞাসি আলিঙ্গিল মুনিরায়। কুশল আমার প্রভু তোমার দয়ায় ॥
সকল বিপ্রের পদে করিল প্রণাম। ধর্ম্ম ধুরন্ধর রঘু কুল নাথ রাম ॥
ধরিল ভরত প্রভু চরণ পঙ্কজ। প্রণমে যাহাতে শম্ভু সুর মুনি অজ ॥
উঠাইলে নাহি উঠে ভূমে পড়ি রহে। জোর করি কৃপাসিন্ধু লইল হৃদয়ে ॥
প্রভুর শ্যামল তনু হল রোমাঞ্চিত। নবীন রাজীব নেত্রে অশ্রু প্রবাহিত ॥

ছঃ—রাজীব লোচনে বহে বারি ধারা, সুললিত অঙ্গ পুলকিত।
ত্রিভুবন নাথ বক্ষে ধরে অনুজেরে, চিত্ত প্রেম বিগলিত॥
অনুজ মিলিত প্রভু, শোভা অপরূপ যার, না মিলে উপমা।
সনেহ মিলিয়া শৃঙ্গারের সনে ধরে যেন অপূর্ব্ব সুষমা॥
পুছিছে কুশল প্রভু, ভরতের মুখে নাহি সরিছে বচন।
শোন শিবে, সুখ সেই বাক্য মনাতীত, নহে জ্ঞাত কোনজন॥
কুশল কোশল নাথ, এবে দাস জানি প্রভু দিলে দরশন।
বিরহ বারীশে মগ্ন জনে কৃপা করি ধরি কৈলা উত্তোলন॥

দোঃ—প্রফুল্ল শত্রুঘ্ন, প্রভু বক্ষে ধরি পুনরায় আলিঙ্গন করে।
ভরত লক্ষ্মণে মিলে পুনর্বার, মহানন্দ প্রাণের ভিতরে॥ ৫

চৌঃ—ভরত অনুজ সহ মিলিল লক্ষ্মণ। বিরহ সম্ভব দুঃখ হল নিবারণ॥
ভরত সীতার পদে শির নোয়াইল। অনুজ সহিত অতি আনন্দ লভিল॥
প্রভুকে বিলোকি হরষিত পুরজন। দূরে গেল দুঃখদৈন্য বিয়োগ কারণ॥
প্রেমাতুর সব পুর বাসীরে নেহারি। কৌতুক করিল এক দয়ালু খরারি॥
অগণিতরূপ প্রকটিল সেই কাল। যথাযোগ্য সবে মিলে একত্র কৃপাল॥
কৃপাদৃষ্টে রঘুনাথ করি বিলোকন। বিশোক করিল সব নর নারীগণ॥
ক্ষণমধ্যে সব সনে মিলে ভগবান। এই রহস্যের উমা কারো নাহি জ্ঞান॥
এইভাবে সবাকারে সুখী করি রাম। অগ্রসর হল পুরে, শীল গুণ ধাম॥
কৌশল্যা সহিত সব ধায় মাতৃগণ। ধেনুগণ নিজ বৎসে নিরখি যেমন॥

ছঃ—যেন ধেনু পরবশ, বাল বৎস ত্যজি, বনে চরিতে চলিল।
দিনান্তে নগর পানে, দুগ্ধ, ক্ষরি, হাম্বা হাম্বা রবেতে ধাইল॥
অতি প্রেমে মিলি সব মাতা সনে বহু মৃদু কহিল বচন।
গত যত বিরহের দুঃখ হর্ষ সুখ এবে কে করে গণন॥

দোঃ—সুমিত্রা মিলিল সুত সনে রাম অনুরাগী জানি।
কৈকেয়ী মিলিল রামসহ, হৃদে নিদারুণ গ্লানি॥ ৬ক
লক্ষ্মণ মিলিল সব মাতাসনে আশীর্ব্বাদ লভি হরষিত।
কৈকেয়ীর সনে মিলে পুনঃ পুনঃ ক্ষোভ নাহি হয় তিরোহিত॥ ৬খ

চৌঃ—শ্বশ্রূগণ সনে পুনঃ বৈদেহী মিলিল। চরণে পড়িয়া অতি আনন্দ লভিল॥
আশীর্ব্বাদ করি মাতা পুছিলা কুশল। এয়োতি তোমার সদা রহুক অচল॥
রঘুনাথ মুখপদ্ম করে বিলোকন। অশুভ জানিয়া অশ্রু করে সম্বরণ॥
কনক থালাতে করে প্রভুর আরতি। পুনঃ পুনঃ প্রভু গাত্র নিরখে সপ্রীতি॥
উৎসর্গ করে মাতা নানা দ্রব্য চয়। পরম আনন্দে ভরে তাঁহার হৃদয়॥
কৌশল্যা নেহারে রঘুবীরে বারে বারে। অতিশয় রণধীর করুণা পাথারে॥

হৃদয়েতে বার বার করিছে বিচার। কেমনে করিল লঙ্কা পতিরে সংহার॥
অতি সুকুমার মোর বালক যুগল। নিশাচর গণ মহাযোদ্ধা, মহাবল॥
দোঃ—লক্ষ্মণ জানকী সহ করে মাতা প্রভুকে দর্শন।
পুনঃ পুনঃ পুলকিত তনু, মন আনন্দে মগন॥ ৭

চৌঃ—লঙ্কেশ্বর কপিপতি আর নলনীল। জাম্বুবান যুবরাজ অঙ্গদ সুশীল॥
পবননন্দন আদি সবকপি বীর। ধরিল সুমনোহর মানব শরীর॥
ভরতের স্নেহশীল ব্রতাদি নিয়ম। সমাদরে বর্ণে সবে অতীব সপ্রেম॥
দেখিয়া নগর নারী নরগণ রীতি। সকলে প্রশংসে প্রভু পদে অতি প্রীতি॥
পুনঃ রঘুনাথ নিজ সখা আভানিল। মুনিরে প্রণাম কর সবে শিখাইল॥
কুলপূজ্য গুরুদেব বশিষ্ঠ আমার। ইহার কৃপায় করি রাক্ষস সংহার॥
শুন মুনি এ সকল বান্ধব আমার। সমর সাগরে হল ভেলা তরিবার॥
মমহিত লাগি সবে কৈল প্রাণপণ। ভরত হইতে প্রিয়তর কপিগণ॥
আনন্দে মগন শুনি প্রভুর বচন। নিমেষে নিমেষে বাড়ে আনন্দ নূতন॥
দোঃ—কৌশল্যা চরণে সবে পুনঃ হর্ষে ধরে নিজ মাথ।
আনন্দে আশিস দিল জানি সবে সম রঘুনাথ॥ ৮ক
আকাশে সুমন ঝরে ভবনেতে চলে সুখকন্দ।
অট্টালিকা পরে চড়ে দেখে পুর নর নারী বৃন্দ॥ ৮খ

চৌঃ—কনক কলসী সব বিচিত্র রচিয়া। নিজ নিজ দ্বারে রাখে সবে সাজাইয়া॥
পতাকা পল্লব পুষ্প মাল্য ধ্বজা কেতু। শোভিত করেছে গৃহ মঙ্গলের হেতু॥
সকল বীথিতে বহু সুগন্ধ সিঞ্চিল। গজমণি দিয়ে চারু আলপনা দিল॥
নানা সুমঙ্গল সাজে করেছে সজ্জিত। নগরে দামামা বহু হতেছে ধ্বনিত॥
যথা তথা বিতরিছে নারী উপহার। আশিস করিছে হৃদে আনন্দ অপার॥
কাঞ্চন থালাতে করে আরত্রিক দান। সাজিয়া যুবতীগণ করে কলগান॥
করিছে আরতি সবে আরতি হরের। রঘুকুল সরোরুহ বন ভাস্করের॥
নগরের শোভা আর সম্পদ কল্যাণ। নিগম সারদা শেষ করয় বাখান॥
চরিত দেখিয়া সবে চকিত অন্তর। বরণিতে গুণ উমা নারে কভু নর॥
দোঃ—অযোধ্যা সরসী, নারী কুমুদিনী, রঘুপতি বিরহ দিনেশ।
হলে অস্তমিত, হল বিকশিত সবে হেরি শ্রীরামরাকেশ॥ ৯ক
মঙ্গল শকুন হল নানাবিধ আকাশেতে বাজিছে নিসান।
সনাথ করিয়া পুর নর নারী, ভবনেতে চলে ভগবান॥ ৯খ

চৌঃ—লজ্জিতা জানিয়া প্রভু কৈকেয়ী জননী। প্রথম তাহার গৃহে চলিলা ভবানি॥
সান্ত্বনা করিয়া তারে বহু সুখ দিল। তবে নিজ গৃহে প্রভু গমন করিল॥
কৃপাসিন্ধু নিজ গৃহে করিলা গমন। পুর নর নারী সব আনন্দিত মন॥
কুলগুরু শ্রীবশিষ্ঠ ডাকি দ্বিজগণ। বলে আজি শুভদিন অতি শুভক্ষণ॥

সবদ্বিজ হর্ষে কর অনুজ্ঞা প্রদান। রামচন্দ্র সিংহাসনে হোন্ অধিষ্ঠান ॥
বশিষ্ঠের বাক্য শুনি অতি মনোহর। হইল সকল বিপ্র প্রফুল্ল অন্তর ॥
কহে মৃদু স্বরে বাক্য ব্রাহ্মণ অনেক। জগতের অভিরাম রাম অভিষেক ॥
এখন বিলম্ব নাহি কর মুনিবর। তিলক করহ রামচন্দ্রের সত্বর ॥

দোঃ—কহিল সুমন্ত সনে মুনি, মন্ত্রী চলে তবে শির নোয়াইয়া।
অনেক স্যন্দন গজ বাজী বহু, শীঘ্র করি সাজাও যাইয়া ॥ ১০ক
ধাবন পাঠায়ে যথা তথা মাঙ্গলিক দ্রব্য করে আনয়ন।
সুমন্ত বশিষ্ঠে প্রণমিল পুনঃ দ্রব্য সহ করি আগমন ॥ ১০খ

চৌঃ—অযোধ্যা নগর অতি রুচির সাজিল। দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিল ॥
শ্রীরাম কহিল তবে সেবক ডাকিয়া। প্রথম করাও স্নান সখাগণে গিয়া ॥
বচন শুনিয়া সবে যথা তথা ধায়। সুগ্রীবাদি সখাগণে সিনান করায় ॥
করুণা নিধান পুনঃ ভরতে ডাকিল। নিজ করে রাম তার জটা ছাড়াইল ॥
তিন ভাই ডাকাইয়া করাইল স্নান। ভকত বৎসল রাম করুণা নিধান ॥
ভরতের ভাগ্য, প্রভু কোমল প্রকৃতি। বর্ণিতে অনন্ত কোটি না ধরে শকতি ॥
আপনার জটা পুনঃ রাম ছাড়াইল। মুনির অনুজ্ঞা পেয়ে স্নান সমাপিল ॥
মজ্জন করিয়া বহু অলঙ্কারে সাজে। অঙ্গ হেরি শত শত কাম মরে লাজে ॥

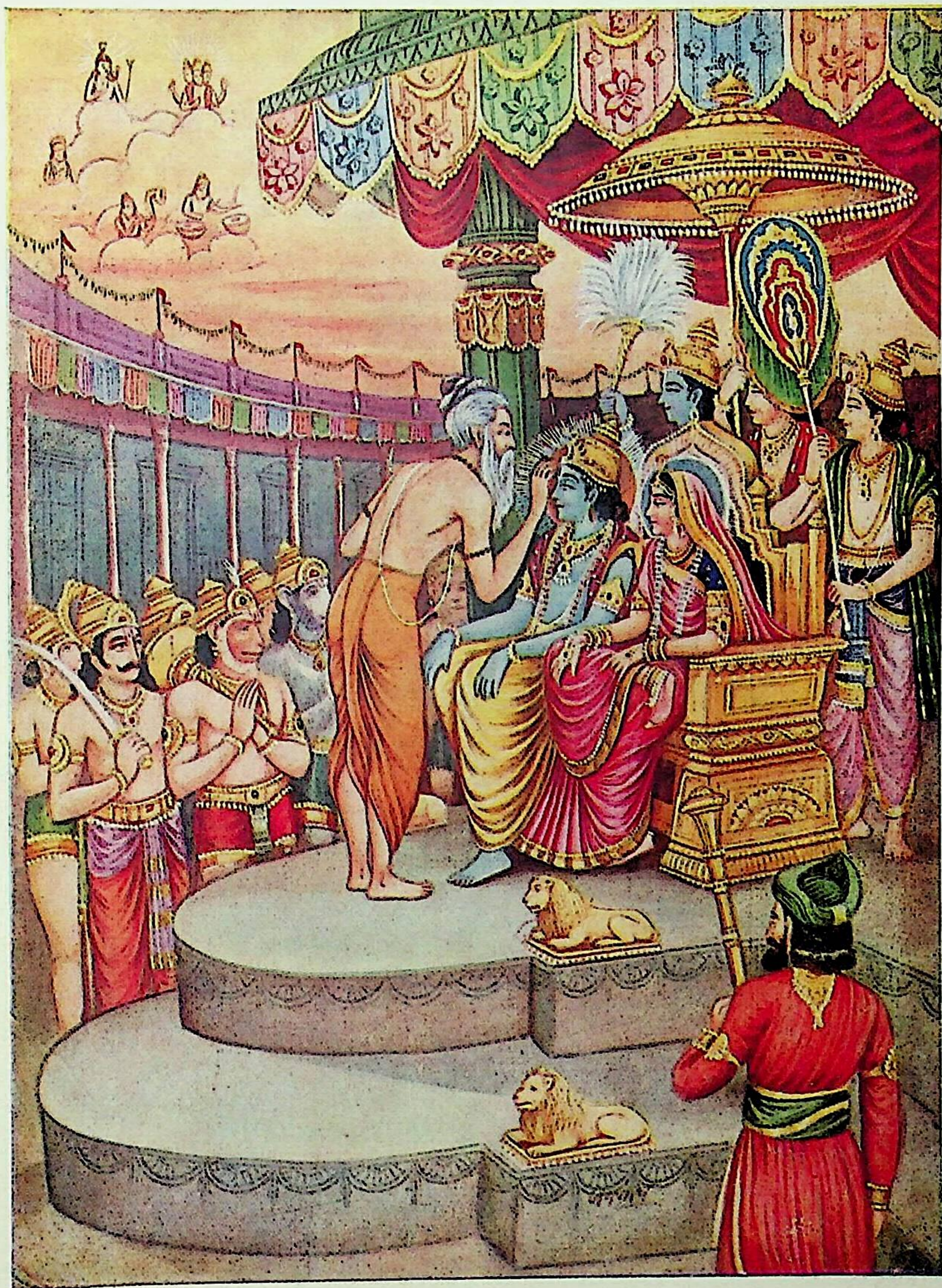
দোঃ—শ্বশ্রূগণ জানকীরে সমাদরে শীঘ্র শীঘ্র স্নান করাইল।
বসন ভূষণ দিব্য অঙ্গে অঙ্গে পরাইয়া বেশ বানাইল ॥ ১১ক
রাম বাম ভাগে শোভে রমা সর্ব্ব রূপ গুণ খনি।
জন্ম ধন্য মানে হরষিত সব দেখিয়া জননী ॥ ১১খ
শুনহ খগেশ সেই অবসরে ব্রহ্মা শিব আর মুনি বৃন্দ।
বিমানে চড়িয়া হল সমাগত দেখিবারে রাম সুখকন্দ ॥ ১১গ

রামের রাজ্যাভিষেক।

চৌঃ—প্রভু বিলোকিয়া মুনি অনুরাগ ভরে। দিব্য সিংহাসন মাগাইল শীঘ্র করে ॥
রবি সম তেজ রূপ না হয় বর্ণন। সিংহাসনে বসে রাম নমি দ্বিজগণ ॥
জনক সুতারে বামে লয়ে রঘুরায়। উপবিষ্ট দেখি সবে প্রফুল্ল হৃদয় ॥
দ্বিজগণ তবে বেদ মন্ত্র উচ্চারিল। গগনে বিবুধ, মুনি জয় ধ্বনি দিল ॥
প্রথম বশিষ্ঠ মুনি তিলক করিল। তবে সব দ্বিজগণে অনুমতি দিল ॥
তনয়ে দেখিয়া হরষিত মাতৃগণ। আরতি করয় সুখে সবে ঘন ঘন ॥
বহুবিধ দান সব বিপ্রগণে দিল। যাচক সকলে পুনঃ অযাচক কৈল ॥
সিংহাসনোপরি হেরি ত্রিভুবন নাথ। দুন্দুভি বাজায় সুর পুরবাসী সাথ ॥

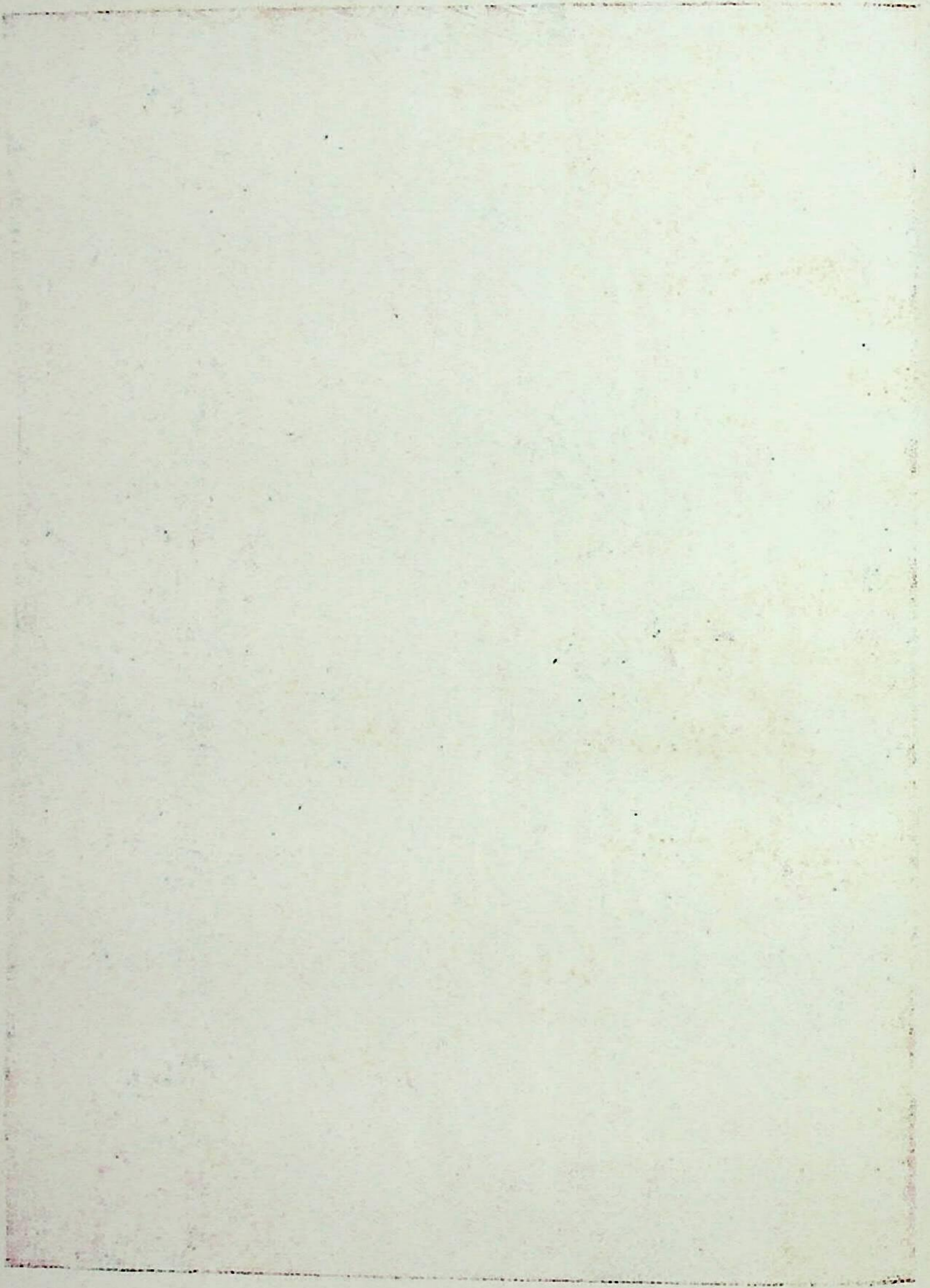
ছঃ—বিপুল দুন্দুভি বাজে, নভে গান করে সুখে গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
নাচিছে অপ্সরাবৃন্দ সুরমুনি মহাসুখ লভয় অন্তর ॥

श्रीरामराज्याभिषेक



प्रथम तिलक बसिष्ट मुनि कीन्हा ।

मुद्रक—गीताप्रेस, गोरखपुर



ভরতাদি ভ্রাতা, বিভীষণ, বালিসুত হনুমানের সহিত।
চামর, ব্যজন, ছত্র, ধনু, অসি, চর্ম্ম, শক্তি সহ বিরাজিত ॥
সীতার সহিত সূর্য্যবংশ মণি শত কাম ছবি ধরি শোভে।
নব জলধর বরগাত্র পীতাম্বর হেরি মুনিমন লোভে ॥
মুকুট অঙ্গদ আদি প্রতি অঙ্গে সুভোভিত বিচিত্র ভূষণ।
কঞ্জ নেত্র সুবিশাল উর ভুজ, ধন্য নর যে করে দর্শন ॥

দোঃ—শোভার সম্ভার, সুখ কহা নাহি যায় বিহগেশ।
বর্ণে বাণী শেষ শ্রুতি, রস সেই বিদিত মহেশ ॥ ১২ক
ভিন্ন ভিন্ন স্তুতি করি চলে দেবগণ নিজধাম।
বন্দীবেশ ধরি সমাগত দেব যথায় শ্রীরাম ॥ ১২খ
সর্ব্ববেত্তা প্রভু, অতি সমাদর দেখাইল, করুণা নিধান।
লক্ষ্য নাহি করে মর্ম্ম কেহ, সবে আরম্ভিল প্রভু গুণগান ॥ ১২গ

ছঃ—সগুণ নির্গুণ রূপ, অনুপম রূপ জয় ভূপ শিরোমণি।
প্রচণ্ড রাক্ষস মহাবল খল দশাননে ভুজ বলে হনি ॥
নর অবতারে ধরণীর মহাদুঃখভার করিলে হরণ।
প্রণত পালক, জয় দয়াময়, শক্তি সহ বন্দি ও চরণ ॥
মহা মায়াবল তব হরি, সুরাসুর নাগ নর চরাচর।
ভ্রমি শ্রান্ত ভবপন্থ দিবা নিশি কালকর্ম্ম চক্রের উপর ॥
কৃপাদৃষ্টি কর যার পানে দুঃখত্রয় তার হয় বিমোচন।
ভবদুঃখ নাশে দক্ষ, রক্ষ রক্ষ মোরে রাম প্রণমি চরণ ॥
জ্ঞান অভিমানে মত্ত ভবহারী ভক্তি তব যে নাহি আদরে।
সুর সুদুর্ল্লভ পদ পেয়ে হরি দেখি পুনঃ ভবকূপে পড়ে ॥
শ্রদ্ধা করি সব আশা পরিহরি তবপদে জন রহে পড়ি।
বিনা শ্রম জপিনাম ভবসিন্ধু তরে তব নাম সদা স্মরি ॥
শিব অজ পূজ্য পদ রজ শুভ স্পর্শে তরে মুনির রমণী।
মুনি বন্দ্য পদ নখ বিগলিত ত্রিভুবন তারে সুরধুনী ॥
কুলিশ অঙ্কুশ ধ্বজাকঞ্জ যুত পদে বনে কণ্টক বিদরে।
মুকুন্দ, রমেশ রাম পদকঞ্জ দ্বন্দ নিত্য বন্দি শিরে ধরে ॥

ছঃ—অনাদি, অব্যক্ত মূল তরু, চারি ত্বক্, বেদ পুরাণাদি বলে।
ছয় স্কন্ধ, শাখা পঞ্চবিংশ, পর্ণ পুষ্প যাহে অগণিত ফলে ॥
দুপ্রকার ফল, কটু মিষ্ট, এক লতা যার আশ্রয়েতে রহে।
নিত্য নব পুষ্প পত্র ধারী, ভবতরু রূপী, বয়ং নমামহে ॥

অজ অনুভব গম্য ব্রহ্ম মনাতীত যারা অদ্বয় ধিয়ায়।
বলুক, জানুক তারা, সগুণের যশ মম জাগুক হিয়ায়॥
করুণা আকর প্রভু, শুভগুণ ময়, দেহ বর এই মোরে।
ত্যজিয়া বিকার কায় মনোবাক্যে ভক্তিপদ অনুরাগ ভরে॥
দোঃ—সবার গোচর বেদ স্তব স্তুতি করিয়া উদার।
অন্তর্ধান হয়ে প্রবেশিল গিয়া ব্রহ্মার আগার॥ ১৩ক
শুন বৈনতেয় শম্ভু সমাগত যথা রঘুবীর।
স্তব কৈল গদগদ স্বরে প্রেমে, পুলকে শরীর॥ ১৩খ
ছঃ—কমলা রমণ জয়, ভবতাপ প্রশমন, পাহি ভীত জনে।
সুরেশ রমেশ, অবধেশ বিভো, রক্ষ মোরে আগত শরণে॥
দশকণ্ঠ বিনাশন, বিশভুজ কৃত মহা ভূরোগ শমন।
শলভ সমান দগ্ধ কৈল শর-অগ্নি তেজে সব রক্ষগণ॥
চারু শোভা দিলে অবনীরে ধরি চাপশর তূণীর সুন্দর।
মদ মোহ মহামায়া নিশি তম-হর অতি উজ্জ্বল ভাস্কর॥
কামব্যাধ নর-মৃগে দুঃখভোগ শরে হৃদে করিছে আঘাত।
বিষয় কাননে আছে ভুলে, অনাথেরে রক্ষ, তারে মথি নাথ॥
তবপদ অনাদর ফলে বহু রোগশোকে দহে জীবগণ।
অগাধ সংসার সিন্ধু মাঝে ভাসে, পদে প্রেম না করে যেজন॥
তব পাদপদ্মে প্রীতি হীন জন দীন দুঃখী সতত মলিন।
যাহার আশ্রয় তব কথা, সন্ত ঈশ তার প্রিয় নিশিদিন॥
সম্পদে বিপদে তার সমজ্ঞান, নাহি রাগ লোভ মদ মান।
যোগের ভরসা তাই ত্যজি মুনি করে সুখে দাস অভিমান॥
নিয়ম সহিত প্রেমে নিরন্তর সেবে পদ সদা শুদ্ধ চিতে।
সমাদর অনাদর সম মানি, সন্ত ভ্রমে সুখে অবনীতে॥
ভজি মুনি-মন-কঞ্জ-ভৃঙ্গ রণধীর রঘুবরের চরণ।
করিয়া প্রণাম জপি তব নাম ভবরোগ কামাদি নাশন॥
গুণ শীল কৃপা আয়তন প্রণমামি সদা প্রভু শ্রীরমণ।
হর দ্বন্দ রঘুসুত, মহিপাল কৃপাদৃষ্টে হের দীনজন॥
দোঃ—বার বার মাগি বর, হর্ষে দেও শ্রীরাম শ্রীরঙ্গ।
অচলা ভকতি পাদ পদ্মে পুনঃ সদা সাধু সঙ্গ॥ ১৪ক
বর্ণিয়া রামের গুণ উমাপতি চলিলা কৈলাস।
তবে প্রভু দিলা কপিগণে সর্ব্ব সুখ প্রদ বাস॥ ১৪খ

রামরাজ্য

শোন খগপতি কথা অতীব পাবন। ত্রিবিধ সন্তাপ ভবদোষ বিনাশন॥
মহারাজাধিরাজের শুভ অভিষেক। শুনিয়া লভয় নর বিরতি বিবেক॥
কামনা করিয়া যেবা শোনে, করে গান। আনন্দ বৈভব পায় বিবিধ বিধান॥
দেবতা দুর্ল্লভ সুখ অবনীতে পায়। অন্তকালে রঘুপতি ধামে চলে যায়॥
বিমুক্ত বিরত করে বিষয়ী শ্রবণ। লভে ভক্তি, গতি, নিত্য বৈভব নূতন॥
রাম কথা খগপতি করিনু বর্ণন। মতি অনুসারে, ত্রাস দুঃখাদি হরণ॥
বিরতি বিবেক ভক্তি সুদৃঢ় করণী। মোহনদী তরিবারে সুন্দর তরণী॥
নিত্য নব সুমঙ্গল অযোধ্যা নগরে। সবজাতি লোক রহে প্রফুল্ল অন্তরে॥
নিত্য নব প্রীতি রাম চরণ পঙ্কজে। সেবয় যেপদ শিব, সুর, মুনি, অজে॥
যাচকে পরায় নানাবিধ পরিধান। দ্বিজগণ নানাবিধ লভে নিত্য দান॥

দোঃ—পরম আনন্দ মগ্ন কপি সবাকার হৃদে প্রভু পদে রতি।
দিবস রজনী কাটে নাহি জ্ঞান, ছয় মাস অতীত এমতি॥ ১৫

চৌঃ—ভবন ভুলিল, স্মৃতি না জাগে স্বপনে। পরদ্রোহ যথা সাধু সজ্জনের মনে॥
রঘুপতি সখাগণে ডাকিল তখন। সাদরে নমিল সবে করি আগমন॥
প্রেমের সহিত সন্নিকটে বসাইল। ভক্ত সুখদাতা তবে বাক্য উচ্চারিল॥
তোমরা করিলে মোর সেবা অতিশয়। সম্মুখে প্রশংসা করা সমুচিত নয়॥
অতি প্রিয় সবে মোর লাগে একারণ। আমালাগি গৃহ সুখ কৈলা বিসর্জ্জন॥
অনুজ, অযোধ্যা রাজ্য, সম্পত্তি, বৈদেহী। আপন শরীর, গৃহ, পরিজন স্নেহী॥
এ সকল প্রিয় নহে কিছু তোমাসম। মিথ্যা নাহি কহি কভু এই রীতি মম॥
সবার সেবক প্রিয় সাধারণ নীতি। দাস পরে মম চিত্তে সমধিক প্রীতি॥

দোঃ—গৃহে যাও সখাগণ, দৃঢ় নিয়মেতে মোর করহ ভজন।
সর্ব্ব অন্তর্যামী, সর্ব্ব হিতকারী জানি, কর গৃহেতে অর্চ্চন॥ ১৬

চৌঃ—প্রভু বাক্যে সবে ভাবে হল নিমগন। কোথা আমি, কোথা আছি হল বিস্মরণ॥
নির্নিমেষ রহে সবে কর জোড়ে আগে। কহিতে না পারে কিছু অতি অনুরাগে॥
প্রীতি অতিশয় প্রভু করি নিরীক্ষণ। নানা বিধ তত্ত্ব কথা কৈল আলাপন॥
প্রভুর সম্মুখে কিছু কহিতে না পারে। বার বার প্রভু পদ কমল নেহারে॥
তবে প্রভু আনাইল ভূষণ বসন। বিবিধ বরণ অনুপম সুশোভন॥
সুগ্রীবে সবার অগ্রে পরাল বসন। ভরত আপন হাতে করিয়া যতন॥
প্রভুর ইচ্ছায় তবে লক্ষ্মণ পরায়। বিভীষণে বস্ত্র, প্রভু দেখি সুখ পায়॥
অঙ্গদ রহিল বসি হইয়া নিশ্চল। প্রভু না ডাকিল তারে জানি প্রীতিবল॥

দোঃ—জাম্বুবান নীলাদিরে রাম নিজে পরাল বসন।
হৃদে ধরি রাম রূপ নাম, সবে করিল গমন॥ ১৭ক
অঙ্গদ উঠিয়া তবে নত শিরে কর জোড়ে সজল নয়ন।
প্রেমরসে সিক্ত করি যেন, সবিনয়ে অতি কহিল বচন॥ ১৭খ

চৌঃ—শুনহ সর্ব্বজ্ঞ কৃপাময় সুখসিন্ধো। দীনজনে দয়াশীল আর্ত্তজন বন্ধো॥
মরণ সময় প্রভু মোর পিতা বালি। গিয়াছিল তব পদে মোরে দিয়া ডালি॥
নিজ যশ অশরণ-শরণ বিচারি। না ত্যজিবে মোরে প্রভু ভক্ত ভয় হারী॥
গুরু পিতা মাতা প্রভু তুমি মোর সব। কোথা যাব পাদ পদ্ম পরিহরি তব॥
নর নাথ কহ তুমি বিচারিয়া মনে। প্রভু ত্যজি কিবা কাজ আমার ভবনে॥
অবোধ বালক আমি জ্ঞানবল হীন। রাখহ শরণে মোরে জানি অতি দীন॥
নীচ সেবকের গৃহ কর্ম্ম সমাপিব। চরণ পঙ্কজ হেরি সংসার তরিব॥
এত কহি নিপতিত প্রভুর চরণে। গৃহে যাও নাহি কহ আর নিজ জনে॥

দোঃ—বিনীত অঙ্গদ বাক্য শুনি রাম কৃপা আয়তন।
উঠায়ে লইল বক্ষে বাস্প পূর্ণ রাজীব নয়ন॥ ১৮ক
নিজ কণ্ঠ মাল্য বস্ত্র, মণি বালি সুতে পরাইয়া।
বিদায় করিল ভগবান তবে বহু বুঝাইয়া॥ ১৮খ

ভরত অনুজ আর লক্ষ্মণ সহিতে। ভক্ত কৃতি স্মরি প্রভু চলে পৌছাইতে॥
অঙ্গদ হৃদয়ে প্রেম সমধিক অতি। যেতে যেতে ফিরে চায় ঘনপ্রভু প্রতি॥
বার বার করে দণ্ডবত পরণাম। মনে ভাবে রহিবারে কহিবেন রাম॥
রামের চাহনি চালচলন বচন। স্মরি স্মরি করে দুঃখ, সহাস্য মিলন॥
প্রভু ইচ্ছা লখি বহু বিনয় করিয়া। চলিল চরণ পদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া॥
অতি সমাদরে সব কপি পৌছাইল। ভ্রাতৃগণ সহ তবে ভরত ফিরিল॥
সুগ্রীব চরণ ধরি বিবিধ বিনয়। পবন নন্দন কৈল, আর্ত্ত অতিশয়॥
দিন দশ রঘুপতি চরণ সেবিয়া। তোমার চরণ দেব দেখিব আসিয়া॥
পুণ্যপুঞ্জ তুমি, শুন পবন নন্দন। সেবা কর রহি কৃপাময়ের চরণ॥
এত কহি কপিপতি চলিল ত্বরিত। অঙ্গদ কহিছে হনু শুন সাবহিত॥

দোঃ—প্রভুকে জানাবে মোর দণ্ডবত, কহি তোমা করি করজোড়়।
করাবে স্মরণ পুনঃ রঘুনাথে, বার বার তুমি কথা মোর॥ ১৯ক
এত কহি চলে বালি সুত, প্রভু পাশে ফিরি আসে হনুমান।
অঙ্গদের প্রীতি কহে প্রভু সনে, শুনি ভাবমগ্ন ভগবান॥ ১৯খ
কুলিশ হইতে রাম চিত্ত সুকঠিন মৃদু কুসুম হইতে।
জানিবে খগেশ, কেহ কদাচন পারে তত্ত্ব সমঝিতে চিতে॥ ১০গ

কৃপালু ডাকিয়া পুনঃ লইল নিষাদ। অর্পিল ভূষণ বহু বসন প্রসাদ॥
ভবনে যাইয়া মোরে করহ স্মরণ। কায়মনোবাক্যে কর ধর্ম্ম আচরণ॥
তুমি মম ভ্রাতা সখে ভরতের মত। আসিবে যাইবে দেখা করিবে সতত॥
বচন শুনিয়া সুখ উপজিল ভারী। পড়িল চরণে নেত্রে ঝরে প্রেমবারি॥
হৃদে ধরি পাদ পদ্ম গৃহেতে ফিরিল। প্রভুর স্বভাব পরিজনে শুনাইল॥
রঘুপতি সুচরিত দেখি পুরবাসী। পুনঃ পুনঃ কহে ধন্য রাম সুখরাশি॥

রাম রাজ সিংহাসনে বসিল যখন। সব শোক গত আনন্দিত ত্রিভুবন॥
বৈরিতা নাহিক করে কেহ কারো সনে। রামের প্রতাপে নাহি বিরোধ ভুবনে॥
দোঃ—নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরত, বেদ মার্গে লোক।
চলি, সদা পায় সুখ, দূর হল ভয় রোগ শোক॥ ২০

চৌঃ—দৈহিক দৈবিক অধিভৌতিক সন্তাপে। রামরাজ্যে কাহারেও কভু নাহি ব্যাপে॥
সকল মানব করে পরস্পরে প্রীতি। স্বধর্ম্ম নিরত সবে পালে শ্রুতি রীতি॥
চারি পাদ ধর্ম্ম পরিপূর্ণ অবনীতে। স্বপনেও পাপ চিন্তা নাহি কারো চিতে॥
রাম ভক্তি রত যত পুর নর নারী। পরম গতির সব লোক অধিকারী॥
অকালে নাহিক মৃত্যু, নাহি কোন রোগ। সকলে সুন্দর নাহি করে ব্যাধি ভোগ॥
দরিদ্র নাহিক কেহ, কেহ দুঃখী দীন। জ্ঞানহীন নাহি কেহ লক্ষণ বিহীন॥
দম্ভহীন, ধর্ম্মরত সবে দয়াবান। সব নর নারী গুণবান বুদ্ধিমান॥
গুণজ্ঞ পণ্ডিত সবে সবে জ্ঞানবান। অকৃতজ্ঞ নাহি কেহ কপট পরাণ॥
দোঃ—রাম রাজ্য শোন বিহগেশ চরাচর জগমাঝে।
স্বভাব ত্রিগুণ কাল কর্ম্মকৃত দোষ নাহি রাজে॥ ২১

বসুন্ধরা সপ্ত সিন্ধু মেখলা বেষ্টিত। কোশল নৃপতি রঘুপতি সুশাসিত॥
ব্রহ্মাণ্ড অনেক শোভে প্রতি রোমে যাঁর। ঈদৃশ মহিমা নহে কিছু বেশী তাঁর॥
প্রভুর মহিমা সেই জানিলে হৃদয়। এ হেন বর্ণন ভাসে হীন অতিশয়॥
সে মহিমা খগপতি হৃদয়ে যে জানে। তথাপি সে এ চরিতে রতি করে প্রাণে॥
মহিমা জানার ফল লীলা আস্বাদন। কহে দমশীল যত মহামুণিগণ॥
শ্রীরাম রাজ্যের যত আনন্দ বৈভব। ফণীশ সারদা নারে বরণিতে সব॥
সবাই উদার, সবে পর উপকারী। বিপ্রপদ সুসেবক সব নর নারী॥
এক নারী ব্রতধারী সব নরগণ। পতি হিত কারী নারী কায় বাক্য মন॥
দোঃ—যতির করেতে দণ্ড, ভেদ নৃত্যে, নর্ত্তক সমাজে।
জিনিবার মাত্র মন, শুনি হেন রামচন্দ্র রাজে॥ ২২

চৌঃ—ফল ফুল ধরে সদা, বিটপী কাননে। এক সঙ্গে বিহরয় গজ পঞ্চাননে॥
খগমৃগ স্বাভাবিক বৈরিতা ভুলিল। পরস্পর পরস্পরে প্রীতি বাড়াইল॥
কূজয় বিহঙ্গ, নানা জাতি মৃগচয়। আনন্দে বিচরে বনে নির্ভয় হৃদয়॥
শীতল সুগন্ধ বায়ু বহে মন্দ মন্দ। গুঞ্জরিছে অলি দল হরি মকরন্দ॥
যাচিলে বিটপী লতা সুখে দেয় ফল। চাহিলে স্রবয় দুগ্ধ সুরভি সকল॥
সদাকাল বহু শস্য সম্পন্না ধরণী। ত্রেতায় প্রকট সত্য যুগের করণী॥
পর্ব্বত প্রকটে নানা মণি রত্ন খনি। জগদাত্মা হল ভবে জানি নৃপমণি॥
সরিত সকল বহে মনোহর বারি। শীতল অমল স্বাদু পানে সুখকারী॥
সাগর আপন সীমা না লঙ্ঘে কখন। তটেতে নিক্ষেপে রত্ন, লয় নরগণ॥
সরসিজ পরিপূর্ণ তড়াগ সকল। সুপ্রসন্ন দশ দিক বিভাগ নির্ম্মল॥

দোঃ—চন্দ্রালোকে পূর্ণ মহী, রবি তাপ প্রয়োজন যত।
যাচিলে বরষে বারি, রামরাজ্যে, বারিদ সতত॥ ২৩

চৌঃ—শত অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভু সমাপিল। ব্রাহ্মণে অমিত দান শ্রীরাম করিল॥
শ্রুতির বিধান পালে ধর্ম্ম ধুরন্ধর। গুণের অতীত, তবু ভোগে পুরন্দর॥
পতি অনুকূল কার্য্য সদা করে সীতা শোভার নিধান অতি সুশীলা বিনীতা॥
করুণা সিন্ধুর জ্ঞাত মহিমা সকল। মন দিয়া সেবে প্রভু চরণ কমল॥
সেবক সেবিকা গৃহে যদ্যপি প্রচুর। সকল রকম সেবা কার্য্যেতে চতুর॥
গৃহ কর্ম্ম, সেবা সীতা করে নিজ করে। শ্রীরামের উপদেশ সদা অনুসরে॥
যাহাতে করুণা সিন্ধু মনে সুখ মানে। তাহাই করয় সীতা, সেবা বিধিজ্ঞানে॥
গৃহ মধ্যে কৌশল্যাদি সব শ্বশ্রূগণে। যতনে সেবিছে মান মদ নাহি মানে॥
ভবানী ব্রহ্মাণী রমা দেবীর বন্দিতা। জগতের মাতা সীতা সদা আনন্দিতা॥

দোঃ—করুণা কটাক্ষ যাঁর চাহিলেও সুরগণ, নাহি চায় ফিরে।
রাম পাদপদ্মে রতি করে সেই স্বাভাবিক চঞ্চলতা ছেড়ে॥ ২৪

চৌঃ—সানুকূল সেবা সদা করে ভ্রাতৃগণ। শ্রীরাম চরণে রত সবাকার মন॥
প্রভু পাদ পদ্ম সবে নিরখিয়া রহে। কখন কৃপালু মোরে কিছু বুঝি কহে॥
সকল ভ্রাতার পরে রাম করে প্রীতি। নানা ভাবে শিক্ষা দেয় সবে রাজনীতি॥
পুরজন রহে সদা প্রফুল্ল অন্তর। দেবতা দুর্ল্লভ ভোগ করে নিরন্তর॥
অহর্নিশি বিধি পদে করে এ মিনতি। রঘুবীর পাদ পদ্মে চাহে নব প্রীতি॥
সুন্দর তনয় দুই সীতা প্রসবিল। লবকুশ নাম বেদ পুরাণ গাহিল॥
বিজয়ী বিনয়ী দুই গুণের আকর। রাম প্রতিবিম্ব যেন অতীব সুন্দর॥
দুই দুই সুত হল সকল ভ্রাতার। রূপ গুণ শীল আদি সবার আধার॥

দোঃ—অজ, জ্ঞান বাক্য মন মায়া গুণ ইন্দ্রিয় অতীত।
সাচ্চৎ আনন্দ ঘন করে নর উদার চরিত॥ ২৫

চৌঃ—প্রাতঃকালে সরযূতে স্নান সমাপিয়া। বৈসে সভামাঝে বিপ্র সজ্জন লইয়া॥
বেদ পুরাণাদি করে বশিষ্ট ব্যাখ্যান। শুনয়, যদ্যপি রাম সর্ব্বজ্ঞ প্রধান॥
অনুজ গণের সঙ্গে করয় ভোজন। দেখিয়া সকল মাতা আনন্দিত মন॥
ভরত শত্রুঘ্ন সহ ভাই দুই জন। পবন নন্দন সহ যায় উপবন॥
বসিয়া জিজ্ঞাসে রঘুনাথ গুণ সব। কহে হনুমান সব, সুমতি অর্ণব॥
শুনিয়া বিমল গুণ অতি সুখ পায়। বিনয় করিয়া পুনঃ ফিরিয়া কহায়॥
সকলের গৃহে হয় পুরাণ পঠন। শ্রীরাম চরিত নানা সুন্দর শোভন॥
নর নারী করে সদা রাম গুণ গান। দিবানিশি যায় কেটে নাহিক সন্ধান॥

দোঃ—অযোধ্যা নগর বাসী ভুঞ্জে যত সুখশান্তি সম্পদ সম্ভার।
রাম রাজ্য সুখ সাধ্য নাই শত শত অনন্তের বর্ণিবার॥ ২৬

চৌঃ—নারদ সনক আদি যত মুনিগণ। কোশল অধীশে আসে করিতে দর্শন॥

প্রতিদিন সবে মিলে আসে অযোধ্যায়। দেখিয়া নগর শোভা বৈরাগ্য হারায়॥
অট্টালিকা মণি রত্ন কনক জটিত। নানা বরণের ছবি তাহাতে খচিত॥
নগর বেষ্টনী অতি প্রাকার সুন্দর। শিখর রচিত তাহে বহু মনোহর॥
ভবন নিকর নব বিরচিত কত। ইন্দ্রের অমরাবতী যেন সমাগত॥
বহুরূপ রাজবর্ত্ম চৌরাস্তা অঙ্গন। হেরিয়া মোহিত হয় মুনিজন মন॥
ধবল ভবন শীর্ষ চুম্বিছে গগন। নিন্দয় কলসী শশী রবির কিরণ॥
বহু মণি বিরচিত খড়খড়ি রাজে। মণিময় দীপ মালা প্রতি গৃহ মাঝে॥

ছঃ—গৃহে গৃহে মণি দীপ, সুবর্ণের রঙে সব দেয়াল শোভিত।
মণি খাম্বা ভিত্তি যেন বিধি বিরচিল মরকতাদি খচিত॥
সুন্দর আয়ত গৃহ মনোহর স্ফটিকেতে অজির মণ্ডিত।
কনক কবাট প্রতি গৃহ দ্বারে বহু বজ্র কঠোর রচিত॥

দোঃ—মনোরম চিত্রশালা অগণিত, প্রতি গৃহে সুন্দর রচিত।
অঙ্কিত নেহারি রাম লীলা চিত্র মুনি হয় বিমোহিত॥ ২৭

সুমন বাটিকা সবে করেছে নির্ম্মাণ। যতন করিয়া সবে বিবিধ বিধান॥
বিবিধ ললিত লতা তাহাতে সুন্দর। বসন্তের মত ফোটে পুষ্প নিরন্তর॥
গুঞ্জরিছে মধুকর মুখর সুন্দর। ত্রিবিধ সমীর সদা বহে মনোহর॥
বালকেরা নানা পক্ষী রেখেছে পিঞ্জরে। গগনে উড়ায় কভু, বোলে মিষ্ট স্বরে॥
ময়ুর সারস হংস পারাবত চয়। ভবন উপরে শোভা পায় অতিশয়॥
যথা তথা নিজ নিজ প্রতিচ্ছায়া হেরে। কূজয় বিবিধ বিধ সুখে নৃত্য করে॥
শুক সারিকাদি খগ পড়ায় বালক। কহ রাম রঘুপতি প্রণত পালক॥
সকল প্রকারে মনোহর রাজদ্বার। চৌরাস্তা, বাজার বীথি শোভার আধার॥

ছঃ—রুচির বাজার নহে বর্ণনীয়, বিনা মূল্যে সামগ্রী বিকায়।
সম্পদ বর্ণন তার অসম্ভব রমাপতি নৃপতি যথায়॥
অনেক বণিক কাপুড়িয়া মহাজন ধনী কুবের হইতে।
আসীন, সুন্দর সুখী, সচ্চরিত্র, নারীনর বৃদ্ধ শিশু হতে॥

দোঃ—নির্ম্মল সলিলা সুগভীর বহে সরয়ূ উত্তরে।
মনোহর বাঁধা ঘাট তাতে, স্বল্প পঙ্ক নাহি তীরে॥ ২৮

চৌঃ—সুদূরে প্রশস্ত ঘাট করেছে নির্ম্মাণ। যথা অশ্ব গজ যূথ করে জলপান॥
জল ভরিবার ঘাট, বহু সুশোভন। স্নান নাহি করে তথা পুরুষ কখন॥
রাজ ঘাট সর্ব্ব ভাবে শ্রেষ্ঠ মনোহর। মজ্জন করয় তথা চারি বর্ণ নর॥
তীরে তীরে শোভে কত দেবতা ভবন। চারিদিকে তার মনোহর উপবন॥
হেথা সেথা নদী তীরে বিরক্ত উদাসী। জ্ঞানরত মুনিবর নিবসে সন্ন্যাসী॥
তীরে তীরে শোভিতেছে তুলসী কানন। পুঞ্জ পুঞ্জ মুনিগণ করেছে রোপণ॥

নগরের শোভা যত বর্ণন না হয়। পুর উপকণ্ঠ সব রম্য অতিশয়॥
পুরী দরশনে সর্ব্ব পাপ নাশ হয়। দীঘি পুষ্করিণী বন উপবন চয়॥
ছঃ—অনুপ তড়াগ বাপী, কূপ মনোহর কত আয়ত শোভিত।
সুন্দর সোপান, জল নিরমল, দেখি সুরমুনি বিমোহিত॥
নানা বর্ণ পদ্ম বহু খগ মধুকর করে কূজন গুঞ্জন।
রম্য উপবনে পিক আদি খগ রব, যেন ডাকে পান্থগণ॥
দোঃ—রমানাথ যথা নৃপ সেপুরের বর্ণন কি হয়।
বৈভব অনিমা আদি সর্ব্ব সুখ পুরী ছেয়ে বয়॥ ২৯
চৌঃ—যথা তথা নর রঘুপতি গুণ গায়। সমাসীন পরস্পরে ইহাই শিখায়॥
ভজহ প্রণত প্রতিপালক শ্রীরাম। লাবণ্য সৌন্দর্য্য শীল গুণ গণ ধাম॥
শ্যামল শরীর প্রভু কমল নয়ন। ভক্তে রক্ষা করে, নেত্রে পলক যেমন॥
রুচির ধনুক ধরে সায়ক তূণীর। সন্ত কঞ্জবন দিবাকর রণধীর॥
কালরূপী ভয়ানক সর্পের খগেশ। নিষ্কামে নমিলে যাঁরে হয় মোহ শেষ॥
লোভ মোহ মৃগ যূথ কিরাত সমান। কাম করী হরি, জনে সুখ করে দান॥
সংশয় শোকাদি ঘন অন্ধকার ভানু। দনুজ গহন বন দহন কৃশানু॥
জনক সুতার সহ রাম রঘুবীর। কেন নাহি ভজ তরইতে ভবনীর॥
মশক বাসনা বহু নাশী হিমরাশি। সদা এক রস অজ নিত্য অবিনাশী॥
তাপস রঞ্জন রাম হরে মহীভার। তুলসীদাসের প্রভু শ্রীরাম উদার॥
দোঃ—এই ভাবে নগরের নর নারী সবে করে রামগুণ গান।
সবার উপরে রহে সানুকূল সদাকাল করুণা নিধান॥ ৩০
চৌঃ—যখন হইতে রাম প্রতাপ খগেশ। হইল উদিত অতি প্রচণ্ড দিনেশ॥
পরিপূর্ণ প্রকাশিত রহে ত্রিভুবন। বহু দুঃখে ভাসে বহু আনন্দিত মন॥
যাহাদের দুঃখ তাহা কহিব বাখানি। প্রথমেই নাশ হয় অবিদ্যা যামিনী॥
পাতক পেচক যথা তথা লুক্কায়িত। কাম ক্রোধ কুমুদিনী হল সঙ্কুচিত॥
বিবিধ করম গুণ প্রকৃতি সময়। চকোর সদৃশ কভু সুখ নাহি পায়॥
মান মোহ মদ আদি মৎসর তস্কর। সুযোগ পাওয়া হল এদের দুষ্কর॥
ধর্ম্ম সরোবরে জ্ঞান গম্ভীর বিজ্ঞান। বিবিধ পঙ্কজ সদা রহে শোভমান॥
আনন্দ সন্তোষ আর বিরাগ বিবেক। গত শোক হেন চক্র বাকাদি অনেক॥
দোঃ—শ্রীরাম প্রতাপ রবি যবে যার হৃদি মাঝে হইবে প্রকাশ।
বাড়িবে পশ্চাতে গীত, পূর্ব্বগীত সবাকার হইবে বিনাশ॥ ৩১
চৌঃ—ভ্রাতৃগণ সহ রাম চন্দ্র একবার। সঙ্গেতে পরম প্রিয় পবন কুমার॥
দেখিতে চলিল মনোহর উপবন। কুসুমিত পল্লবিত সব তরুগণ॥
সময় জানিয়া সনকাদি সমাগত। তেজঃ পুঞ্জ অনুপম গুণ শীল যুত॥
ব্রহ্মানন্দে সদা মন রহে লয় লীন। দেখিতে বালক সম, বয়সে প্রাচীন॥

বালরূপ ধরিয়াছে যেন চারিবেদ। সমদর্শী মহামুনি বিগত বিভেদ ॥
দিগ্বসন ঋষিদের একই ব্যসন। যথা হয় রামলীলা, করয় শ্রবণ ॥
সনকাদি গিয়াছিল তথায় ভবানি। যথা রহে ঘটযোনি মুনিবর জ্ঞানী ॥
বহু রাম কথা মুনি করিল বর্ণন। বাড়ায় বিজ্ঞান, অগ্নি অরণী যেমন ॥

দোঃ—মুনি সমাগত দেখি হর্ষে রাম করি দণ্ডবত।
প্রভুকে বসিতে দিলা পীত পট জিজ্ঞাসি স্বাগত ॥ ৩২

চৌঃ—দণ্ডবত করে তবে ভাই তিন জন। সহিত পবন সুত আনন্দিত মন ॥
অনুপম রাম ছবি করি দরশন। রোধিতে না পারে মন হইল মগন ॥
শ্যাম কলেবর সরসিজ বিলোচন। সৌন্দর্য্য ভবন ভববন্ধ বিমোচন ॥
নির্নিমেষ নেত্রে রহে, পলক না পড়ে। নোয়াইল শির প্রভু প্রেমে কর জোড়ে ॥
মুনিগণ দশা দেখি প্রভু রঘুবীর। নয়নে বহিছে নীর, পুলকে শরীর ॥
হস্ত ধরি মুনিগণে প্রভু বসাইল। পরম সুমনোহর বাক্য উচ্চারিল ॥
ধন্য কৃতকৃত্য আজি হইনু মুনীশ। দর্শনে হরয় পাপ তোমার যতীশ ॥
বড় ভাগ্য পাইলাম আজি সৎসঙ্গ। অনায়াসে হল মোর ভবরোগ ভঙ্গ ॥

দোঃ—সাধুসঙ্গ মোক্ষপ্রদ, কামী সঙ্গ সংসৃতির পন্থ।
সজ্জন কোবিদ কবি, শ্রুতি আদি কহে ধর্ম্ম গ্রন্থ ॥ ৩৩

চৌঃ—প্রভুর বচন শুনি মুনি চতুষ্টয়। পুলকিত তনু করে বিবিধ বিনয় ॥
জয় ভগবান অন্তহীন অনাময়। অনঘ অনেক এক প্রভু কৃপাময় ॥
জয় গুণাতীত জয় গুণের সাগর। সুচতুর সুখধাম অতীব সুন্দর ॥
ইন্দিরা রমণ জয় জয় মহীধর। অতুল অনাদি অজ, শোভার আকর ॥
জ্ঞানের নিধান প্রভু মানদ অমান। পাবন সুযশ গায় নিগম পুরাণ ॥
তত্ত্বজ্ঞ, কৃতজ্ঞ মোহ অজ্ঞতা ভঞ্জন। বহু নাম ধর, নামহীন নিরঞ্জন ॥
সর্ব্ব, সর্ব্বগত সর্ব্ব হৃদে নিকেতন। আমাদিগে সদা প্রভু করহ পালন ॥
বিপত্তি সংসার জাল, দ্বন্দ বিভঞ্জন। হৃদে বসি কর রাম কামাদি গঞ্জন ॥

দোঃ—পরম আনন্দ কৃপা আয়তন পরিপূর্ণ কর মনস্কাম।
অচল ভকতি প্রেম সুরসিত মোরে দান করহ শ্রীরাম ॥ ৩৪

চৌঃ—রঘুপতি দেও বর ভকতি পাবনী। ত্রিবিধ সন্তাপ, ভবদাবাগ্নি নাশিনী ॥
প্রণতের কামধেনু কল্প তরুবর। এই বর দেহ প্রভু প্রসন্ন অন্তর ॥
ভবসিন্ধু ঘটযোনি রাঘব প্রধান। সেবায় সুলভ, সব সুখ কর দান ॥
মনোভব নিদারুণ দুঃখ কর নাশ। দীনবন্ধু সমদৃষ্টি করহ বিকাশ ॥
আশা ত্রাস ঈর্ষা আদি দোষ নিবারক। বিনয় বিবেক পুনঃ বৈরাগ্য দায়ক ॥
ভূপমৌলীমণি ধরাতল বিভূষণ। সংসৃতি সরিত তরী দেও ভক্তিধন ॥
হংসসম, মুনিমনে বস নিরন্তর। চরণ কমল বন্দে বিরিঞ্চি শঙ্কর ॥
রঘু কুলকেতু, শ্রুতি সেতু সুরক্ষক। স্বভাব করম কাল গুণাদি ভক্ষক ॥

তারণ-তরণ সব দূষণ হরণ। তুলসীদাসের প্রভু ত্রিলোক ভূষণ ॥

দোঃ—বার বার করি স্তুতি প্রেমভরে শির নোয়াইয়া।
ব্রহ্মলোক চলে সনকাদি বর বাঞ্ছিত পাইয়া ॥ ৩৫

চৌঃ—সনকাদি বিধিলোক করিল গমন। ভ্রাতৃগণ প্রণমিল শ্রীরাম চরণ ॥
প্রভুরে পুছিতে সবে সঙ্কুচিত মন। মারুতির পানে চাহে সব ভ্রাতৃগণ ॥
প্রভু মুখে শুনিবারে চাহে সেই বাণী। শ্রবণ করিয়া যাহা হয় ভ্রমহানি ॥
অন্তর্যামী প্রভু জানে সবাকার মন। কিবা জিজ্ঞাসিবে কহ পবননন্দন ॥
দুকর জুড়িয়া তবে কহে হনুমান। শুন দীনবন্ধু কৃপাময় ভগবান ॥
জিজ্ঞাসিতে চাহে কিছু ভরত সংশয়। প্রশ্ন করিবারে মন সঙ্কুচিত হয় ॥
আমার স্বভাব তুমি জান কপিবর। ভরতে আমাতে কিছু নাহিক অন্তর ॥
প্রভু বাক্য শুনি ধরে ভরত চরণ। শুন প্রভু প্রণতের আরতি হরণ ॥

দোঃ—স্বপ্নেও আমার নাই কোন শঙ্কা, কিম্বা শোক মোহ।
কৃপায় তোমার শুধু, প্রভু চিৎ আনন্দ সন্দোহ ॥ ৩৬

কৃপানিধি এক মাত্র করিব ধৃষ্টতা। দাস আমি তব, তুমি জন সুখদাতা ॥
সজ্জন মহিমা বহুবিধ রঘুরায়। আগম নিগম আদি সর্ব্ব শাস্ত্র গায় ॥
শ্রীমুখে তুমিও প্রশংসিলে পুনরায়। তাদের উপরে তব প্রীতি অতিশয় ॥
শুনিতে আকাঙ্ক্ষা সাধু জনের লক্ষণ। কৃপাসিন্ধু প্রভু গুণ জ্ঞান বিচক্ষণ ॥
সজ্জন অসাধু দুই স্বতন্ত্র করিয়া। প্রণত পালক মোরে দেও বুঝাইয়া ॥
শুনহ ভরত কহি সজ্জন লক্ষণ। অগণিত শ্রুতি স্মৃতি করয় বর্ণন ॥
অসন্ত সন্তের ভাই করম এমন। কুঠার চন্দন তরু সম আচরণ ॥
পরশু শুনহ ভাই কাটয় মলয়। চন্দন স্বগুণ অর্পি সুগন্ধ করয় ॥

দোঃ—দেবতার শিরে তাই চড়ে জগতের অতি সুপ্রিয় শ্রীখণ্ড।
পরশুরে দহি অগ্নি ঘন ঘন পিটাইয়া দেয় ঘোর দণ্ড ॥ ৩৭

চৌঃ—বিষয়ে আসক্তি হীন শীলগুণাকর। পর দুঃখে দুঃখী, সুখী সুখেতে অন্তর ॥
বিমদ অভূত রিপু সম বীত রাগ। লোভামর্ষ ভয় হর্ষ সব করে ত্যাগ ॥
কোমল হৃদয় দীনজনে অতি দয়া। কায় মনোবাক্যে মম ভকতি অমায়া ॥
অমানী হইয়া সবে করে মান দান। সজ্জন ভরত মম প্রাণের সমান ॥
বিগত বাসনা মম নাম পরায়ণ। বিনতি বিরতি শান্তি সুখের অয়ন ॥
শীতলতা মৈত্রী সরলতা দ্বিজ ভক্তি। সতত বিরাজে সন্তে ধর্ম্ম জনয়ত্রী ॥
যাহার অন্তরে রাজে এসব লক্ষণ। জানিবে তাহারে তাত প্রকৃত সজ্জন ॥
শান্ত দান্ত নীতি শীল, নিয়মেতে চলে। কখনো কাহারে কটু বাক্য নাহি বলে ॥

দোঃ—সমনিন্দাস্তুতি ভক্তি ভরে সেবে মম পদ কঞ্জ।
সজ্জন তাহারা, মোর প্রাণ প্রিয়, গুণী সুখপুঞ্জ ॥ ৩৮

চৌঃ—অসাধু প্রকৃতি এবে করহ শ্রবণ। ভুলেও সংসর্গে তার না যাবে কখন ॥

তাহাদের সঙ্গ করে নিত্য দুঃখ দান। খড় চোর গাভী সনে কপিলা সমান॥
খলের হৃদয়ে রহে তাপ অতিশয়। পরের বৈভব দেখি জ্বলয় হৃদয়॥
পরনিন্দা যথা তথা করিয়া শ্রবণ। পড়াধন প্রাপ্তি সম আনন্দিত মন॥
কাম ক্রোধ মদ লোভ রিপু পরায়ণ। নির্দ্দয় কুটিল অতি শঠ মলায়ন॥
শত্রুতা সবার সনে করে অকারণ। হিতকারী সনে করে মন্দ আচরণ॥
মিথ্যা পরিপূর্ণ তার আদান প্রদান। মিথ্যা ছল ভরা তার ভোজন চিবান॥
ময়ূরের সম কহে মধুর বচন। নিষ্ঠুর, ময়ূর যথা খায় অহিগণ॥

দোঃ—পরদ্রোহী, পরদার রত, পরধন লিপ্সু পর নিন্দাকারী।
পাপাত্মা মানব তারা, পাপময়, মনুজাদ নর তনুধারী॥ ৩৯

চৌঃ—লোভের বসন লোভ শয্যায় শয়ন। না ডরে নরক, শিশ্নোদর পরায়ণ॥
কাহারো মহিমা যদি করয় শ্রবণ। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে জ্বর রোগীর মতন॥
কাহারো বিপত্তি যদি করে দরশন। সুখী হয় জগতের নৃপের মতন॥
স্বার্থরত অতি পরিজনের বিরোধী। ব্যভিচারী, কামলোভপর অতি ক্রোধী॥
মাতা পিতা গুরু বিপ্রে শ্রদ্ধা নাহি করে। ধ্বংস পথে যায় নিজে, আকর্ষে অপরে॥
মোহবশ করে পর দ্রোহ আচরণ। সাধুসঙ্গ, হরি কথা না লাগে শোভন॥
অবগুণ সিন্ধু মন্দমতি অতি কামী। বেদ নিন্দা কারী পর সম্পত্তির স্বামী॥
বিপ্র দ্রোহে পরদ্রোহে প্রীতি অতিশয়। সজ্জনের বেশ, দম্ভী, কপট হৃদয়॥

দোঃ—এ হেন অধম নর সত্য, ত্রেতা যুগে নাহি হয়।
দ্বাপরে কতক, কলিযুগে খল সংখ্যা অতিশয়॥ ৪০

চৌঃ—পরহিত সম ভাই নাহিক ধরম। নীচতা নাহিক পর পীড়ণ যেমন॥
সকল পুরাণ শ্রুতি আদির নির্ণয়। কহিলাম তাত, কবি কোবিদ জানয়॥
মানব শরীর ধরি পর পীড়া করে। বার বার পড়ে ঘোর সংসৃতি সাগরে॥
মোহবশ নানা পাপ করে নরগণ। স্বার্থ রত, পরলোক বিনাশে আপন॥
কাল সম আমি সেই সবাকার ভ্রাতা। শুভাশুভ করমের মাত্র ফলদাতা॥
হেন বিচারিয়া অতি বুদ্ধিমান জন। ভবদুঃখ জানি করে আমার ভজন॥
কর্ম্মত্যাগ করে শুভ অশুভ দায়ক। ভজয় আমায় সুর তাপস নায়ক॥
সন্ত অসন্তের গুণ করিনু বর্ণন। হৃদয়ে রাখিলে ভবে না পড়ে কখন॥

দোঃ—মায়া বিরচিত দোষ গুণ তাত জানিবে অনেক।
না দেখা উভয়, গুণ; দেখে দোঁহে, সেই অবিবেক॥ ৪১

চৌঃ—শুনিয়া সকল ভ্রাতা শ্রীমুখ বচন। হৃদয়ে না ধরে প্রেম, হরষিত মন॥
বিনয় করিল বহু সবে বার বার। পবন নন্দন হৃদে আনন্দ অপার॥
পুনঃ রঘুপতি গেল আপন ভবন। বিবিধ চরিত করে নিতুই নূতন॥
দেবর্ষি নারদ পুনঃ পুনঃ আসি যায়। পবিত্র রামের লীলা বীণা যোগে গায়॥
নিত্য নব নব লীলা দেখি মুনি যায়। ব্রহ্মলোকে গিয়ে সব চরিত শুনায়॥

শুনিয়া বিরিঞ্চি অতি সুখ মানে মনে। পুনঃ পুনঃ গান কর কহে মুনি সনে॥
নারদে সনক আদি করয় বাখান। যদ্যপি সর্ব্বদা তারা করে ব্রহ্ম ধ্যান॥
শুনি গুণগান মুনি সমাধি ভুলিল। শ্রেষ্ঠ অধিকারী লীলা শ্রবণে মাতিল॥

দোঃ—জীবন্মুক্ত, ব্রহ্মপর লীলা শুনি পরিহরে ধ্যান।
হরি কথা রত নহে যেই তার হৃদয় পাষাণ॥ ৪২

চৌঃ—একবার রঘুনাথ কৈলা আমন্ত্রণ। আইল ব্রাহ্মণ গুরু পুরবাসী জন॥
গুরু, দ্বিজবর মুনি বসিল সজ্জন। বলিল ভকত ভয়ভঞ্জন বচন॥
শুনহ সকলে মম বাণী পুরজন। মমত্বাভিমানে নাহি কহিব বচন॥
নাহিক অনীতি কিম্বা প্রভুত্ব ইহাতে। শুনিয়া করহ যাহা ভাল লাগে চিতে॥
উত্তম সেবক সেই, প্রিয়তম সেই। আমার আদেশ পালে সমাদরে যেই॥
যদ্যপি অনীতি কিছু কহি আমি ভাই। আপত্তি জানাবে বাক্যে ভয় ভুলি যাই॥
পরম সৌভাগ্যে পায় মানব জীবন। দেবতা দুর্লভ যাহা, শাস্ত্রের বচন॥
সাধনার ক্ষেত্র, অপবর্গের দুয়ার। পাইয়া না সাধে পরলোক আপনার॥

দোঃ—পরলোকে দুঃখ পায়, কাঁদে শিরে করাঘাত করি।
কালকর্ম্ম ভগবানে মিথ্যা দোষে করম বিসরি॥ ৪৩

চৌঃ—এই শরীরের ফল না হয় বিষয়। স্বর্গ ক্ষণস্থায়ী, অন্তে দুঃখদ নিশ্চয়॥
নরতনু লভি দেয় বিষয়েতে মন। সুধা ত্যজি করে শঠ গরল গ্রহণ॥
তাহাকে প্রশংসা কভু কেহ নাহি করে। স্পর্শমণি ত্যজি যেবা গুঞ্জাকে আদরে॥
চারি জাতি, যোনি শত সহস্র চৌরাশি। ভ্রমে নিজকর্ম্ম বশে জীব অবিনাশী॥
পুনঃ পুনঃ জন্ম লভে মায়ার তাড়ণে। ত্রিগুণ প্রকৃতি কাল কর্ম্মের কারণে॥
কখন করুণা করি এই নরদেহ। দেন ভগবান যার অহেতুক স্নেহ॥
নর তনু ভবসিন্ধু ভেলা তরিবার। অনুকূল বায়ু তাহে করুণা আমার॥
সদ্‌গুরু কর্ণ ধার এই দৃঢ় নায়। সুদুর্লভ সাজ সজ্জা অনায়াসে পায়॥

দোঃ—পাইয়া এ হেন সাজ ভবসিন্ধু নর নাহি তরে।
অকৃতজ্ঞ মন্দমতি; আত্মহত্যা ফল লাভ করে॥ ৪৪

চৌঃ—পরলোকে সুখ সবে যদি বাঞ্ছা কর। মম বাক্য শুনি, হৃদে দৃঢ় করি ধর॥
সুলভ সুখদ এই পন্থা অতিশয়। ভক্তির যজন বেদ পুরাণেতে কয়॥
বুদ্ধির অগম জ্ঞান, বিঘ্ন অতিশয়। সাধন কঠিন অতি, চিত্ত নিরাশ্রয়॥
বহু কষ্ট করি কভু কেহ যদি পায়। ভক্তিহীন নহে প্রিয় আমার হিয়ায়॥
ভকতি স্বতন্ত্র সর্ব্ব সুখের আকর। সাধু সঙ্গ বিনা কভু নাহি লভে নর॥
পুণ্য পুঞ্জ ব্যতিরেকে নাহি মেলে সন্ত। সতের সঙ্গতি করে সংসৃতির অন্ত॥
জগ মাঝে নাহি পুণ্য দ্বিতীয় এমন। কায় মনোবাক্যে বিপ্র চরণ পূজন॥
সানুকূল সুর মুনি তাহার উপর। অকপটে যেবা দ্বিজ সেবে নিরন্তর॥

দোঃ—আর একগুপ্ত মত কহি সবে, করি কর জোড়।
শঙ্কর ভজন বিনা নর নাহি পায় ভক্তি মোর॥ ৪৫

চৌঃ—কহহ ভকতি পথে কতেক প্রয়াস। নাহি যজ্ঞ নাহি জপ, তপ উপবাস॥
সরল স্বভাব কুটিলতা হীন মন। সন্তুষ্ট যদৃচ্ছা লাভে হিয়া অনুক্ষণ॥
মোর দাস কহে মুখে করে অন্য আশ। কহ দেখি কোথা তার অচল বিশ্বাস॥
অধিক কহিব কত বাড়াইয়া কথা। এই আচরণে আমি অধীন সর্ব্বথা॥
শত্রুতা, বিগ্রহ নাহি, নাহি আশা ত্রাস। সুখে পরিপূর্ণ তার সদা চারি পাশ॥
অনারম্ভ, অনিকেত, হৃদয়ে অমানী। অনঘ অরোষ দক্ষ অনুভবী জ্ঞানী॥
অনুরাগ ভরে করে সজ্জন সংসর্গ। বিষয় তৃণের সম স্বর্গ অপবর্গ॥
ভক্তি পক্ষে দৃঢ় নিষ্ঠা শঠতা ছাড়িয়া। দুষ্ট তর্ক সব অতি দূরে নিক্ষেপিয়া॥

দোঃ—মম গুণ গ্রাম, নামরত গত মায়া মদমোহ।
সে জানে সে সুখ, প্রাপ্ত যেবা পরমানন্দ সন্দোহ। ৪৬

চৌঃ—শুনিয়া অমৃত সম রামের বচন। সকলে ধরিল কৃপাধামের চরণ॥
জননী জনক গুরু বান্ধব আমার। প্রাণ হতে প্রিয় তুমি করুণা আগার॥
তনু ধন ধাম রাম সদা হিত কারী। সর্ব্ব ভাবে তুমি প্রণতের আর্ত্তিহারী॥
হেন শিক্ষা তোমা বিনা অন্যে নাহি দিবে। জনক জননী ভবে স্বার্থ রত সবে॥
অহেতুক দুই মাত্র ভবে উপকারী। তোমার সেবক আর তুমি অসুরারি॥
স্বার্থ হেতু মিত্র প্রভু জগতে সবাই। স্বপনেও পরমার্থ ভাব হৃদে নাই॥
প্রেমরস পরিপূর্ণ শুনিয়া বচন। শ্রবণ করিয়া রাম আনন্দিত মন॥
আজ্ঞা পেয়ে নিজ গৃহে করিল গমন। বর্ণিতে বর্ণিতে রাম বাক্য আলাপন॥

দোঃ—অযোধ্যা নগর বাসী নর নারী কৃতার্থ স্বরূপ।
ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দঘন রঘুপতি যথা ভূপ॥ ৪৭

চৌঃ—বশিষ্ঠ আসিল একবার মুনিবর। যথা রাম সুখধাম আসীন সুন্দর॥
অতি সমাদর রঘুনায়ক করিল। চরণ পাখালি পদ উদক লইল॥
শুনহ শ্রীরাম মুনি কহে জুড়ি কর। বিনয় আমার কিছু করুণা সাগর॥
দেখিয়া শুনিয়া রাম তব ব্যবহার। আমার অন্তরে হয় সংশয় অপার॥
মহিমা অমিত তব বেদ নাহি জানে। ভগবন্ আমি তাহা কহিব কেমনে॥
পুরোহিত কর্ম্ম রাম মন্দ অতিশয়। নিন্দা করে বেদ স্মৃতি পুরাণ নিচয়॥
স্বীকার না করি যবে তবে বিধি কয়। পরে লাভ হবে তব শুনহ তনয়॥
পরমাত্মা ব্রহ্ম ধরি মানুষের রূপ। হইবেন রঘুকুল চূড়ামণি ভূপ॥

দোঃ—হৃদয়ে বিচার কৈনু, যোগ, যজ্ঞ জপ আর দান।
যার লাগি করে, পাব তারে, লাভ নাহি হেন আন॥ ৪৮

চৌঃ—নিয়ম তপস্যা জপ তপ যোগ ধর্ম্ম। বেদেতে বিদিত আছে যত শুভকর্ম্ম॥
জ্ঞান দয়া দম নানা তীর্থেতে মজ্জন। যত যত ধর্ম্ম কহে নিগম সজ্জন॥

আগম নিগম আর পুরাণ অনেক। পঠন শ্রবণ ফল মাত্র প্রভু এক॥
চরণ কমলে তব প্রীতি নিরন্তর। সর্ব্ব সাধনের এই ফল মনোহর॥
মল নাহি ছোটে মলে করি প্রক্ষালন। সলিল মথিয়া ঘৃত না মিলে কখন॥
প্রেম ভক্তি জল বিনা প্রভু রঘুরায়। অন্তরের মলিনতা কভু নাহি যায়॥
সর্ব্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞ সেই, সেই সুপণ্ডিত। গুণজ্ঞ সেজন, তার জ্ঞান অখণ্ডিত॥
সকল লক্ষণ যুত নিপুণ সেজন। তব পাদ পদ্মে যার ভক্তি অনুক্ষণ॥
দোঃ—এক বর মাগি প্রভু কৃপা করি দেহ। জন্মে জন্মে প্রভু পদে নাহি কমে স্নেহ॥ ৪৯
চৌঃ—বশিষ্ঠ এতেক কহি গৃহেতে চলিল। করুণা সিন্ধুর মন প্রসন্ন হইল॥
পুরের বাহির প্রভু করিল গমন। মাগাইয়া নিয়া গজ তুরঙ্গ স্যন্দন॥
দেখি কৃপাকরি সবাকারে প্রশংসিল। যেজন চাহিল যাহা তাহাই অর্পিল॥
হরণ সকল শ্রম, শ্রমযুত মন। রসাল বাগানে প্রভু করিলা গমন॥
ভরত বিছায়ে দিল আপন বসন। সমাসীন প্রভু, সেবে সব ভ্রাতৃগণ॥
পবন নন্দন তবে করয় ব্যজন। পুলকিত অঙ্গ, অশ্রু পূরিত লোচন॥
পবন নন্দন সম অতি বড় ভাগী। নাহি অন্য কেহ, রাম পদে অনুরাগী॥
যাহার বিশেষ সেবা পীরিতি অপার। নিজ মুখে প্রশংসিল প্রভু বার বার॥

দোঃ—দেবর্ষি নারদ বীণা হস্তে তবে করি আগমন।
গাহিতে লাগিল কীর্ত্তি সুললিত নিতুই নূতন॥ ৫০

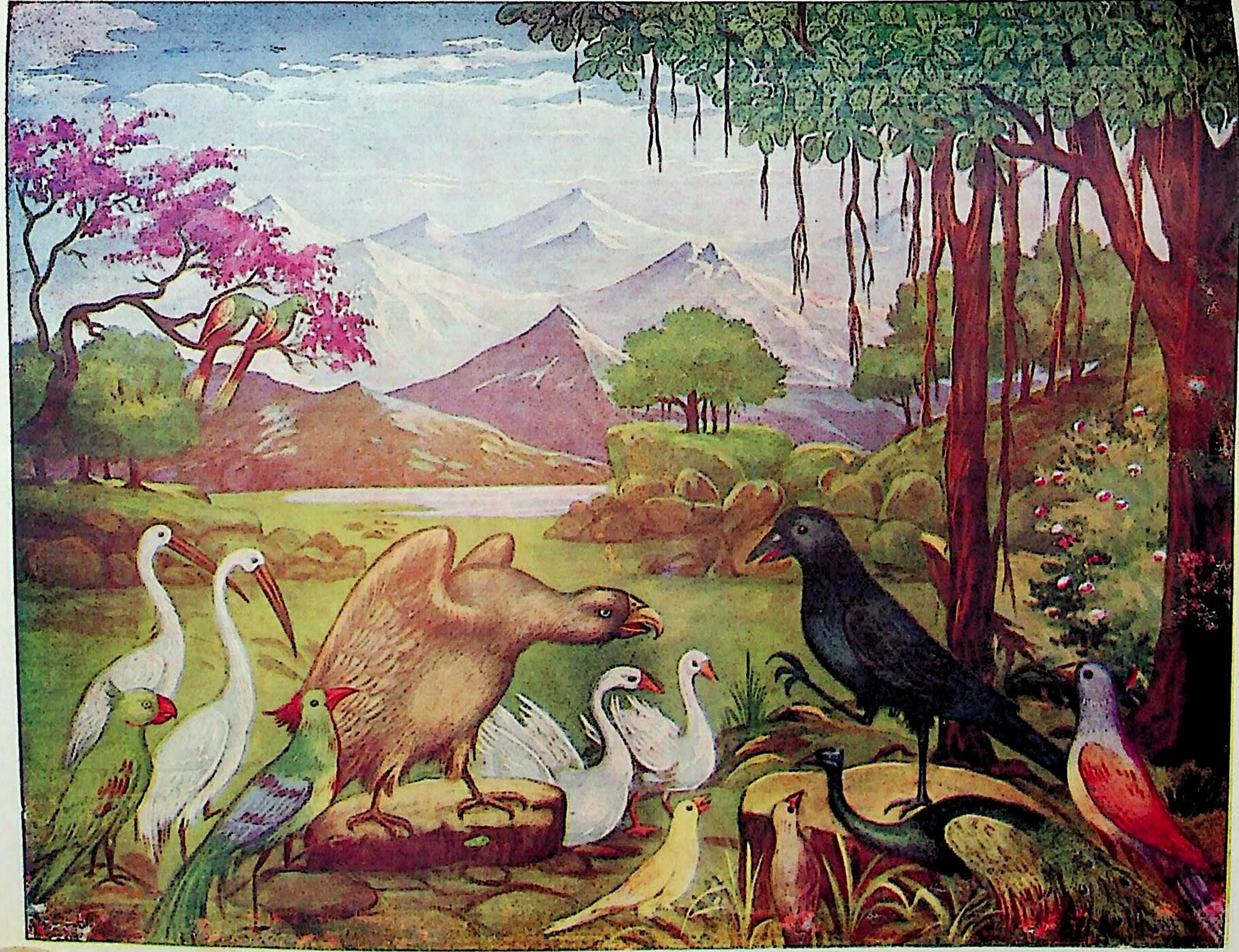
চৌঃ—মোর পানে চাহ প্রভু পঙ্কজ লোচন। কৃপাদৃষ্টি পাত তব শোক বিমোচন॥
নীল তামরস শ্যামকান্তি কামঅরি। হৃদয়-পঙ্কজ-মধু-মধুপ শ্রীহরি॥
যাতুধান বরূথের পরুষ গঞ্জন। সজ্জন রঞ্জন প্রভু পাপ বিমোচন॥
মহীসুর শস্য নব জলধর গণ। দীনানুগ্রাহক অশরণের শরণ॥
ভুজ বলে মহীভার করিলে হরণ। বিরাধ দূষণ খর, বধে বিচক্ষণ॥
রাবণের অরি সুখরূপ ভূপবর। জয় দশরথ কুল চন্দ্র সুধাকর॥
পুরাণে বিদিত যশ নিগম আগমে। গাহে সুর মুনি সদা সন্ত সমাগমে॥
করুণা আকর মিথ্যা মদ বিভঞ্জন। কুশল স্বরূপ প্রভু কোশল মণ্ডন॥
কলি-অঘহারী নাম মমতা হরণ। তুলসী দাসের প্রভু রক্ষ নত জন॥

দোঃ—দেবর্ষি নারদ প্রেমে বরণিয়া রাম গুণ গ্রাম।
ধরি শোভাসিন্ধু হৃদে উত্তরিল গিয়া ব্রহ্ম ধাম॥ ৫১

কাক ভুশণ্ডি চরিত।

শুনহ গিরিজে কথা বিশদ এমন। যথামতি সব আমি করিনু কীর্ত্তন॥
শত শত কোটি রাম চরিত অপার। বেদ, বীণাপাণি বর্ণি নাহি পায় পার॥
শ্রীরাম অনন্ত অফুরন্ত গুণ গ্রাম। জনম করম তথা অন্তহীন নাম॥
জলকণা মহীরজ গণইতে পারে। রঘুপতি লীলা কেহ বরণিতে নারে॥
সুবিমল কথা হরি পদ প্রদায়িনী। শুনিলে ভকতি হয় অব্যভিচারিণী॥





तर कह हरिकथा प्रसंगा । आवहिं सुनहिं अनेक बिहंगा ॥

সেই কথা উমা এবে করিব কীর্ত্তন। ভূশণ্ডি করালো যাহা গরুড়ে শ্রবণ॥
রামগুণ সংক্ষেপেতে করিনু বর্ণন। কি কহিব, কহ শুনি, ভবানি এখন॥
শুনি শুভ কথা উমা আনন্দিত মন। কহিল বিনীত অতি মধুর বচন॥
ধন্য ধন্য ধন্য আমি কৃতার্থ পুরারি। শুনিলাম রামগুণ ভবভয় হারী॥

দোঃ—তোমার কৃপাতে কৃপাময় কৃতকৃত্য, গত মোহ।
রামের প্রভাব হৈনু জ্ঞাত চিৎ আনন্দ সন্দোহ॥ ৫২ক
রঘুবীর লীলী সুধা, তব মুখ শশী বিগলিত।
পান করি শ্রুতি পুটে, মতিধীর, নহে তৃপ্তচিত॥ ৫২খ

চৌঃ—রাম লীলা শুনি তৃপ্ত যেই চিত্ত হয়। বিশেষ প্রবেশ রসে না কৈল হৃদয়॥
সংসার সাগর যদি পার হতে চাও। তরিবারে রামকথা তার দৃঢ় নাও॥
জীবন্মুক্ত মহামুনি সংসারে যেজন। সেও হরিগুণ সদা করয় শ্রবণ॥
বিষয়ীর কাছে পুনঃ হরি গুণ গ্রাম। শ্রবণ সুখদ, মন লভয় বিশ্রাম॥
কর্ণ যুক্ত কোন্ জীব জগত মাঝার। রঘুপতি লীলা ভাল না লাগে যাহার॥
আত্ম হত্যাকারী সেই জীব অতি জড়। রঘুপতি কথা যার না লাগে সুন্দর॥
কীর্ত্তন করিলে রাম চরিত মানস। শুনিয়া আমার হল পরম হরষ॥
তুমি যে কহিলে এই কথা মিষ্ট অতি। কহিল ভূশণ্ডি কাক গরুড়ের প্রতি॥

দোঃ—বিজ্ঞান বিরতি, দৃঢ় জ্ঞান, রাম কথা পরে অতিশয় স্নেহ।
বায়স শরীরে রঘুপতি ভক্তি, ইথে মম পরম সন্দেহ॥ ৫৩

চৌঃ—সহস্র মানব মধ্যে শুনহ পুরারি। কদাচিৎ কেহ এক ধর্ম্ম ব্রতধারী॥
ধর্ম্মশীল কোটি কোটি জনের ভিতরে। বিষয় বিমুখ কেহ বিরক্ত অন্তরে॥
কোটি বিরক্তের মধ্যে বেদ করে গান। কেহ কভু পায় জ্ঞান, সম্যক্ বিজ্ঞান॥
কোটি কোটি জ্ঞানী মধ্যে কেহ কদাচন। জীবন্মুক্ত সংসারেতে করে বিচরণ॥
তাহার সহস্র মধ্যে সব সুখ খনি। সুদুর্ল্লভ ব্রহ্ম লীন অনুভবীজ্ঞানী॥
ধর্ম্মশীল, বিষয়েতে অনাসক্ত, জ্ঞানী। জীবন্মুক্ত, ব্রহ্মপর আদি যত প্রাণী॥
সব হতে সুদুর্ল্লভ সেই সুররায়। গত মদ মায়া যেবা রামভক্তি পায়॥
সেই হরি ভক্তি কাক পাইল কেমনে। বিশ্বনাথ বুঝাইয়া কহ মোর সনে॥

দোঃ—রাম পরায়ণ, গুণাগার, জ্ঞান রত মতিধীর।
কহ প্রভু কিবা হেতু লাভ কৈল বায়স শরীর॥ ৫৪

চৌঃ—প্রভুর চরিত এই পবিত্র সুন্দর। কহহ কৃপালু কোথা পায় কাকবর॥
কিভাবে কামারি তুমি করিলে শ্রবণ। কহি কৌতূহল মোর কর প্রশমন॥
মহাজ্ঞানী গুণপুঞ্জ গরুড় সুজন। হরির সেবক অন্তেবাসী অনুক্ষণ॥
কোন হেতু খগপতি কাক পাশে গিয়া। শোনে হরি কথা মুনি নিকর ত্যজিয়া॥
কহহ কেমন করি হইল সম্বাদ। দুই অতি হরিভক্ত কাক, উরগাদ॥
গৌরীর বচন শুনি সরল সুন্দর। সুখ পেয়ে শিব তবে কহিল সাদর॥

ধন্য সতি অতি সুবিমল তব মতি। রঘুপতি পদে তব স্বল্প নহে প্রীতি ॥
শুনহ পরম সেই পূত ইতিহাস। সকল লোকের শুনি হয় ভ্রম নাশ ॥
উপজয় রামপদে একান্ত বিশ্বাস। ভবনিধি তরে নর না করি প্রয়াস ॥

দোঃ—হেন প্রশ্ন খগপতি কাকসনে করিল যাইয়া।
সাদরে কহিব সব, শোন সতি মনোযোগ দিয়া ॥ ৫৫

চৌঃ—যে কথা শুনিনু আমি সংসার মোচনী। সুমুখি প্রসঙ্গ সেই শোন সুলোচনি ॥
প্রথম দক্ষের গৃহে তব অবতার। সতী নাম তবে উমা রহিল তোমার ॥
দক্ষ যজ্ঞে যবে তব হল অপমান। অতি ক্রোধে তুমি তথা ত্যজিলে পরাণ ॥
মম অনুচর গিয়া কৈল যজ্ঞ ভঙ্গ। সুবিদিত আছে তব সকল প্রসঙ্গ ॥
তবে অতিশয় দুঃখ হইল আমার। দুঃখিত হৃদয় প্রিয়ে বিরহে তোমার ॥
মনোহর গিরি বন সরিত তড়াগ। কৌতুক দেখিয়া ফিরি সহিত বিরাগ ॥
সুমেরু গিরির উত্তরেতে অতি দূর। নীলগিরি নামে আছে সুন্দর ভূধর ॥
তাহার কনকময় চারিটী শিখর। সবিশেষ প্রিয় মোর অতি মনোহর ॥
প্রতি শিখরেতে এক বিটপী বিশাল। পিপুল, পাকুর, বট অপর রসাল ॥
শৈলের উপরে এক সর সুশোভিত। মণির সোপান দেখি মন বিমোহিত ॥

দোঃ—শীতল অমল মিষ্ট জল, বহু সরোরুহ বিবিধ বরণ।
মঞ্জুল ভ্রমর গুঞ্জরয়, কলরব করে তাতে হংসগণ ॥ ৫৬

চৌঃ—রুচির গিরিতে সেই খগ করে বাস। কল্পান্তে নাহিক হয় তাহার বিনাশ ॥
মায়াকৃত দোষ গুণ প্রভৃতি অনেক। কাম, মোহ আদি শত শত অবিবেক ॥
সর্ব্বদা ব্যাপিয়া রহে জগত মাঝারে। গিরির নিকটে কভু যাইতে না পারে ॥
তথা বসি কাক হরি ভজয় যেমন। অনুরাগ সহ তাহা করহ শ্রবণ ॥
পিপুল বিটপীতলে বসি ধ্যান ধরে। পাকুর তলেতে বসি জপ যজ্ঞ করে ॥
রসালের তলে করে মানস পূজন। অন্য কাজ নাহি বিনা হরির ভজন ॥
বটতলে করে হরি লীলার প্রসঙ্গ। শুনিতে সশ্রদ্ধ আসে অনেক বিহঙ্গ ॥
রামের বিচিত্র লীলা বিবিধ বিধান। প্রেমের সহিত করে সমাদরে গান ॥
সকল বিমল মতি শুনয় মরাল। বাস করে সরোবরে যারা সদাকাল ॥
দর্শন করিনু আমি কৌতুক যখন। সবিশেষ আনন্দিত হল মোর মন ॥

দোঃ—ধরিয়া মরাল দেহ কিছুকাল তথা আমি করিলাম বাস।
সাদরে শুনিয়া রঘুপতি লীলা পুনঃ আমি আইনু কৈলাস ॥ ৫৭

চৌঃ—কহিনু গিরিজে সব সেই ইতিহাস। গমন করিনু যবে খগপতি পাশ ॥
এবে সেই কথা শোন যাহার কারণ। খগপতি কৈলা কাক সমীপে গমন ॥
রণরঙ্গ রঘুনাথ করিলা যখন। চরিত স্মরিয়া লজ্জা পায় মোর মন ॥
ইন্দ্রজিৎ হস্তে নিজে বন্ধন লইল। গরুড়ে নারদ ঋষি তবে পাঠাইল ॥
বন্ধন কাটিয়া ফিরে গেল উরগাদ। উপজিল হৃদিমাঝে বিষম বিষাদ ॥

প্রভুর বন্ধন নানা ভাবে বুঝিবার। উরগ অরাতি করে বিবিধ বিচার॥
সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম রজ বিহীন বাগীশ। মায়া মোহ পর পারে স্থিত জগদীশ॥
শুনি অবতীর্ণ হল জগত মাঝারে। তাঁহার প্রভাব কিছু না পাই বিচারে॥

দোঃ—সংসার বন্ধন ছিন্ন করে জীব, জপি যাঁর নাম।
নাগপাশে খর্ব্ব নিশাচর হের বাঁধে সেই রাম॥ ৫৮

চৌঃ—নানা ভাবে খগপতি মনেরে বুঝায়। প্রকট নহিল জ্ঞান ভ্রমে মন ছায়॥
খেদখিন্ন মনে মনে তর্ক বাড়াইল। তোমার মতন মোহে বিবশ হইল॥
ব্যাকুল হইয়া গিয়া দেবর্ষির পাশ। মনের সংশয় নিজ করিল প্রকাশ॥
শুনিয়া নারদ মনে উপজিল দয়া। শুনহ খগেশ রাম মায়া দুরত্যয়া॥
জ্ঞানী জন চিত্ত মায়া করিয়া হরণ। বল করি করে তারে মোহে নিমগন॥
যেমায়া অনেক বার নাচাইল মোরে। ব্যাপিল বিহঙ্গ পতি সেই মায়া তোরে॥
মহামোহ উপজিল তোমার অন্তরে। আমার কথায় নাহি মিটিবে সত্বরে॥
গমন করহ বিধি সমীপে খগেশ। পালন করহ যাহা করেন আদেশ॥

দোঃ—চলিল দেবর্ষি এত কহি, করি রাম গুণ গান।
বরণি হরির মায়া বল পুনঃ পুনঃ বুদ্ধিমান॥ ৫৯

চৌঃ—খগপতি বিধি পাশে করিয়া গমন। আপন সন্দেহ তাঁরে করাল শ্রবণ॥
শুনিয়া বিরিঞ্চি রামে প্রণাম করিল। প্রতাপ বুঝিয়া প্রেমে হৃদয় ভরিল॥
মনোমাঝে আরম্ভিল বিচার বিধাতা। রাম মায়া বশ কবি কোবিদাদি জ্ঞাতা॥
প্রভাব অমিত অতি হরির মায়ার। নাচাইল মোরে যেই মায়া বার বার॥
চরাচর বিশ্ব সব আমার রচিত। খগরাজ তব মোহে না হবে বিস্মিত॥
বিধাতা কহিল তবে বাক্য মনোহর। রামের প্রভুতা হয় মহেশ গোচর॥
শম্ভু পাশে বৈনতেয় করহ গমন। নাহি জিজ্ঞাসিবে তাত অন্যে কদাচন॥
তথায় হইবে তব সংশয়ের হানি। চলিল বিহঙ্গ তথা শুনি বিধিবাণী॥

দোঃ—মহা আর্ত্ত খগপতি, মম পাশে কৈল আগমন।
রহিলে কৈলাসে তুমি, যেতেছিনু কুবের ভবন॥ ৬০

চৌঃ—সাদরে আমার পদে প্রণাম করিল। আপন সংশয় পুনঃ মোরে শুনাইল॥
শুনিয়া তাহার সুবিনীত মৃদুবাণী। প্রেমের সহিত আমি কহিনু ভবানি॥
মিলিলে গরুড় পথি মধ্যে আমাসনে। তোমারে পথের মাঝে বুঝাব কেমনে॥
কিছু কাল কর গিয়া এবে সাধুসঙ্গ। তখন হইবে তব সব শঙ্কা ভঙ্গ॥
হরি কথা তথা তুমি করিবে শ্রবণ। নানাভাবে মুনিগণ করেন কীর্ত্তন॥
যাহার আদিতে মধ্যে পুনঃ অবসানে। প্রতিপন্ন করে মাত্র রাম ভগবানে॥
নিত্য হরি কথা হয় যথায় হে ভাই। পাঠাই তোমারে তথা শুন কথা যাই॥
শুনিতে শুনিতে দূর হইবে সন্দেহ। শ্রীরাম চরণে হবে অতিশয় স্নেহ॥

দোঃ—সৎসঙ্গ বিনা নহে হরিকথা, যাহা বিনা মোহ নাহি যায়।
মোহ নাহি গেলে, রামপদে দৃঢ় অনুরাগ কভু নাহি পায়॥ ৬১

চৌঃ—রঘুপতি নাহি মিলে বিনা অনুরাগ। যোগ জপ জ্ঞান আর সাধিলে বিরাগ॥
উত্তর দিকেতে মনোহর গিরি নীল। তথায় নিবসে কাক ভুশণ্ডি সুশীল॥
রাম ভক্তি পথে কাক পরম প্রবীণ। জ্ঞানী, গুণগৃহ, পুনঃ বয়সে প্রাচীন॥
রাম কথা কাকবর কহে নিরন্তর। সাদরে শ্রবণ করে বহু খগবর॥
হরিগুণ কথা গিয়া করহ শ্রবণ। অজ্ঞান জনিত দুঃখ হইবে মোচন॥
কহিলাম সব কথা যবে বুঝাইয়া। গরুড় চলিল হর্ষে মোরে প্রণমিয়া॥
আপনি তাহাতে আমি নাহি বুঝাইনু। রঘুপতি কৃপা বলে মরম জানিনু॥
হইয়া থাকিবে গরুড়ের অভিমান। চূর্ণ করিবারে চান করুণা নিধান॥
না রাখিনু পুনঃ কিছু আমি একারণ। বিহঙ্গের ভাষা ভাল বোঝে পাখিগণ॥
দুরত্যয়া প্রভু মায়া অত্যন্ত ভবানি। মোহিত না করে যারে কেবা হেন জ্ঞানী॥

দোঃ—জ্ঞানী, ভক্ত শিরোমণি, ত্রিভুবন ঈশ্বরের যান।
তাহারে মোহিল মায়া, মহাপাপী করে অভিমান॥ ৬২ক
শঙ্কর বিরিঞ্চি মোহে অন্যপরে কথা কিবা আর।
মায়াপতি ভগবান ভজে মুনি করিয়া বিচার॥ ৬২খ

চৌঃ—ভূশণ্ডির পাশে গেল গরুড় বিকল। অকুণ্ঠিত বুদ্ধি যার ভক্তি অবিচল॥
দেখিয়া পর্ব্বত,মন প্রসন্ন হইল। মায়া মোহ শোক ভ্রম সকল মিটিল॥
তড়াগে মজ্জন করি, করি জলপান। বটতলে গেল আনন্দিত হরিযান॥
বৃদ্ধ বৃদ্ধ খগ তথা করি আগমন। সুন্দর রামের লীলা করিছে শ্রবণ॥
কথারম্ভ করিবারে চাহে সে যখন। খগনাথ আগমন করিলা তখন॥
আসিতেছে খগরাজ করি দরশন। সমাজ সহিত কাক আনন্দিত মন॥
বিহঙ্গ পতির অতি আদর করিল। স্বাগত জিজ্ঞাসা করি সুখাসন দিল॥
অনুরাগ ভরে তার করিয়া পূজন। বলিতে লাগিল কাক মধুর বচন॥

দোঃ—কৃতার্থ হইনু নাথ দরশনে তব খগরাজ।
যে আজ্ঞা, করিব তাহা, আগমন হেতু কিবাকাজ॥ ৬৩ক
সতত কৃতার্থরূপ তুমি, মৃদুস্বরে কহিল খগেশ।
সমাদরে যার স্তুতি নিজ মুখে বহুতর করিলা মহেশ॥৬৩খ

চৌঃ—শুন তাত যেকারণ কৈনু আগমন। সফল হইল তবে পেয়ে দরশন॥
পরম পবিত্র তব দেখিয়া আশ্রম। হইল সংশয় নাশ বিবিধ বিভ্রম॥
এখন শ্রীরাম কথা অতীব পাবন। সর্ব্বদা সুখদ দুঃখ পুঞ্জ বিনাশন॥
সাদরে শ্রবণ তাত করাও আমারে। সবিনয়ে প্রভু তোমা কহি বারে বারে॥
গরুড়ের শুনি তবে বিনীত বচন। সরস সপ্রেম সুখ দায়ী সুপাবন॥
পরম উৎসাহ পূর্ণ হল তার মন। বর্ণিতে লাগিল রঘুপতি গুণ গণ॥

প্রথমেতে অতিশয় প্রেমেতে ভবানি। শ্রীরাম চরিত সব কহিল বাখানি ॥
বরণিয়া নারদের বিভ্রম অপার। কহিল পুনশ্চ রাবণের অবতার ॥
প্রভু অবতার কথা করিয়া বর্ণন। রঘুপতি বাললীলা কহে দিয়া মন ॥
দোঃ— বাললীলা বরাণয়া বহু ভাবে মনো মাঝে পরম উৎসাহ।
ঋষি আগমন কহি পুনঃ বরণিল রঘুবীরের বিবাহ ॥ ৬৪

চৌঃ—আরম্ভিল রাম অভিষেকের প্রসঙ্গ। নৃপের বচন যাহে রাজ রস ভঙ্গ ॥
বরণিয়া পুরবাসী বিরহ বিষাদ। কহিল কাতরে রাম লক্ষ্মণ সংবাদ ॥
বিপিন গমন, কেবটের অনুরাগ। উত্তরিয়া সুরধুনী নিবাস প্রয়াগ ॥
বাল্মীকির সহ বর্ণে প্রভুর মিলন। চিত্রকূটে প্রভু বাস করিল যেমন ॥
সচিবাগমন পুরে, নৃপের মরণ। ভরতাগমন, প্রেম করিল বর্ণন ॥
নৃপতির ক্রিয়া করি সঙ্গে পুরবাসী। ভরতের যাত্রা যথা বসে সুখরাশি ॥
রঘুপতি ভরতেরে বহু বুঝাইল। ভরত, পাদুকা নিয়া অযোধ্যা ফিরিল ॥
ভরতের দিনচর্য্যা, জয়ন্ত কাহিনী। প্রভু অত্রি সম্মিলন কহিল বাখানি ॥
দোঃ—বিরাধ নিধন বর্ণি, কহে যথা দেহ ত্যাগ কৈল শরভঙ্গ।
সুতীক্ষ্ণের প্রেম বর্ণি, প্রভু সহ অগস্ত্যের বর্ণে সন্তসঙ্গ ॥ ৬৫

চৌঃ—পবিত্র করিল যথা দণ্ডক কানন। জটায়ুর সঙ্গে মৈত্রী করিল বর্ণন ॥
পুনঃ প্রভু পঞ্চবটী বনে করি বাস। মিটাইল সব মুনি গণের সন্ত্রাস ॥
উপদেশ লক্ষ্মণেরে করিলা অনুপ। যেমনে করিল সূর্পনখারে কুরূপ ॥
খর দূষণের বধ তবে বরণিল। দশানন সব কথা যেমনে জানিল ॥
দশানন মারীচের বাক্য আলাপন। হইল যেমত সব করিল বর্ণন ॥
পুনঃ বরণিল মায়া সীতার হরণ। শ্রীরামবিরহ কিছু করিল বর্ণন ॥
জটায়ুর প্রেম তবে করিল কীর্ত্তন। কবন্ধ নিধন, শবরীর সম্মিলন ॥
বিরহ বিলাপ যথা কৈলা রঘুবীর। যেমনে পৌঁছিলা পম্পা সরোবর তীর ॥
দোঃ—নারদ সংবাদ কহি, কহে পুনঃ মারুতি মিলন।
সুগ্রীব মিত্রতা বর্ণি কহে পুনঃ বালির নিধন ॥ ৬৬ক
সুগ্রীব তিলক কহি কহে প্রবর্ষণে প্রভু বাস।
বর্ণিল শরত বর্ষা ঋতু, রাম রোষ, কপিত্রাস ॥ ৬৬খ

চৌঃ—যে প্রকারে কপিপতি কপি পাঠাইল। সীতার সন্ধানে সব দিকেতে ছুটিল ॥
যেভাবে বিবরে কপি প্রবেশ করিল। সম্পাতির সনে কপি মিলন হইল ॥
সবকথা শুনি পুনঃ পবন কুমার। লঙ্ঘন করিল যথা পয়োধি অপার ॥
কপিবর যথা লঙ্কা প্রবেশ করিল। সীতারে যেমন ধৈর্য্য হনুমান দিল ॥
উজাড়ি অশোকবন রাবণে প্রবোধি। জ্বালাইয়া লঙ্কা পার হইলা পয়োধি ॥
আগমন করি কপি যথা রঘুরায়। সীতার কুশল বার্ত্তা তাঁহারে শুনায় ॥
সেনাগণ সহ পুনঃ যথা রঘুবীর। সবে মিলি উত্তরিল সাগরের তীর ॥

যেভাবে হইল বিভীষণ সম্মিলন। সাগর নিগ্রহ কথা করাল শ্রবণ॥

দোঃ—সেতু বাঁধি কপি সেনা উত্তরিল যথা সিন্ধুপার।
দূত হয়ে গেল যথা বীরবর বালির কুমার॥ ৬৭ক
নিশাচর কপি রণ বরণিল বিবিধ প্রকার।
কুম্ভকর্ণ মেঘনাদ যেই ভাবে হইল সংহার॥ ৬৭খ

চৌঃ—নানা ভাবে কহি রক্ষ গণের নিধন। রাম রাবণের কৈল সমর বর্ণন॥
বর্ণিল রাবণ বধ, মন্দোদরী শোক। বিভীষণে রাজ্যদান, দেবতা বিশোক॥
রঘুপতি জানকীর বর্ণিল মিলন। কর জোড়ে স্তুতি যথা কৈল দেবগণ॥
সীতা সহ আরোহিয়া পুষ্পক স্যন্দন। অযোধ্যা চলিলা যথা কৃপা নিকেতন॥
যেভাবে আপন পুরে শ্রীরাম আসিল। বিশদ চরিত্র কাক সকল গাহিল॥
বরণিল পুনঃ কাক রাম অভিষেক। পুর বর্ণি রাজনীতি কহিল অনেক॥
ভূশণ্ডি সকল কথা কহিল বাখানি। যেমনে তোমার কাছে কহিনু ভবানি॥
রামকথা খগনাথ করিয়া শ্রবণ। পরম উৎসাহে পুনঃ কহিল বচন॥

দোঃ—বিগত সন্দেহ মোর শুনি রঘুপতির চরিত।
রামপদে উপজিল স্নেহ, তব প্রসাদে ত্বরিত॥ ৬৮ক
হইল বিষম মোহ, রণমাঝে নেহারিয়া রামের বন্ধন।
বিকল হইল রণে চিদানন্দঘন রাম কিসের কারণ॥ ৬৮খ

চৌঃ—দেখিয়া চরিত অতি নরের মতন। হইল আমার মনে সংশয় ভীষণ॥
ভ্রমে সেই এবে আমি জানিনু কল্যাণ। অনুগ্রহ কৈলা মোরে করুণা নিধান॥
আতপে ব্যাকুল অতি হ'লে কোনজন। তরু ছায়া সুখ তবে জানে তার মন॥
মোহ যদি নাহি হত আমার ভীষণ। কিভাবে হইত তব সহিত মিলন॥
কেমনে হরির কথা হইত শ্রবণ। বিচিত্র অনেক যাহা করিলে কীর্ত্তন॥
নিগম আগম পুরাণের এই মত। নিঃসন্দেহ কহে সিদ্ধ তাপস সতত॥
রঘুনাথ করে যারে কৃপা দৃষ্টিপাত। বিশুদ্ধ সজ্জন আসি মিলে তার সাথ॥
রামের কৃপায় তব পাইনু দর্শন। তোমার প্রসাদে হল সংশয় ভঞ্জন॥

দোঃ—বিহঙ্গপতির বাক্য শুনি সুবিনীত অনুরাগেতে রঞ্জিত।
লোচন সজল, পুলকিত তনু, কাক মন অতি হরষিত॥ ৬৯ক
সুমতি সুশীল শ্রোতা; পূত লীলারস নিমগন হরিদাস।
পাইয়া, গোপন মত আপনার সাধুজন করয় প্রকাশ॥ ৬৯খ

কাক ভূশণ্ডির মোহ:—

বলিতে লাগিল কাক ভুশুণ্ডি আবার। নভগনাথের পরে পিরীত অপার॥
সকল প্রকারে পূজ্য তুমি হে আমার। রাম রঘুনায়কের পাত্র করুণার॥
তোমার সংশয় নাহি, নাহি মোহ মায়া। আমার উপরে নাথ কৈলা অতি দয়া॥
এই ছলে পাঠাইয়া হেথা খগপতি। রঘুপতি প্রদানিলা মোরে মান অতি॥

তুমি যে কহিলে নিজ মোহ খগ সাঁই। তাহাতে আশ্চর্য্য কিছু হইবার নাই॥
নারদ শঙ্কর আর বিধি সনকাদি। মুনি মধ্যে শ্রেষ্ঠ যারা পরমার্থ বাদী॥
মোহ অন্ধ না করিল জগতে কাহারে। কেবা জন কাম নাহি নাচাইল যারে॥
তৃষ্ণা না পাগল ভবে কাহারে করিল। কাহার হৃদয় ক্রোধ অগ্নি না দহিল॥

দোঃ—তাপস, কোবিদ, কবি, জ্ঞানী, বীর, গুণের আগার।
লোভ বিড়ম্বিত নাহি কৈল কারে জগত মাঝার॥ ৭০ক
শ্রীমদ না কৈল বক্র, নাহি কৈল প্রভুতা বধির।
রমণী কটাক্ষ নাহি লাগে যার কেবা হেন ধীর॥ ৭০খ

চৌঃ—গুণ কৃত সন্নিপাত না হইল কার। না জিনিল মানমদ হৃদয় কাহার॥
যৌবন জ্বরেতে কেবা রহে অচঞ্চল। মমতাতে কার যশ রহে অবিচল॥
মৎসর কলঙ্ক কারে না করে অর্পণ। কারে না দোলায় ঘোর শোক সমীরণ॥
চিন্তা ভুজঙ্গিনী কারে না কৈল দংশন। মায়া না ব্যাপিল ভবে হেন কোনজন॥
কীট মনোরথ, দারু সমান শরীর। না লাগিল ঘুণ যার, হেন কোন ধীর॥
সুত, বিত্ত লোক এই মনোরথ তিন। কার মতি ভবে নাহি করিল মলিন॥
এই সমুদয় হয় মায়া পরিবার। প্রবল, অমিত বরণিতে শক্তি কার॥
শঙ্কর চতুরানন যাহারে ডরায়। অপর জীবের আর গণনা কোথায়॥

দোঃ—সংসারে ব্যাপিয়া মায়া কটক ভীষণ। সেনপ কামাদি ছল, দম্ভ সেনাগণ॥ ৭১ক
রঘুবীর দাসী সেই, বিচারিলে সেও সত্য নয়।
নাহি ছোটে রাম কৃপাবিনে, কহি করি সুনিশ্চয়॥ ৭১খ

চৌঃ—যেই মায়া সমুদয় জগত নাচায়। যাহার স্বভাব কেহ জানিতে না পায়॥
প্রভুর ভ্রূভঙ্গী দেখি সেও খগরাজ। নটী সম নৃত্য করে সহিত সমাজ॥
সচ্চিৎ আনন্দঘন সেইত শ্রীরাম। বিজ্ঞান স্বরূপ অজ রূপ বলধাম॥
অখণ্ড ব্যাপক ব্যাপ্য অনন্ত মহান্। অখিল অমোঘ শক্তি প্রভু ভগবান॥
ত্রিগুণ মহৎ বাক্য ইন্দ্রিয় অতীত। সর্ব্ব দর্শী, অনবদ্য, সতত অজিত॥
মমতা রহিত, নিরাকার নাহি মোহ। নিত্য নিরঞ্জন সদা আনন্দ সন্দোহ॥
প্রকৃতির পর, প্রভু সর্ব্ব উরবাসী। নিরীহ বিরজ ব্রহ্ম অজ অবিনাশী॥
মোহের কারণ কিছু নাহিক হেথায়। রবির সম্মুখে তম কভু নাহি যায়॥

দোঃ—ভক্ত হেতু ভগবান প্রভু রাম সাজে নরভূপ।
পাবন চরিত করে প্রাকৃতিক নর অনুরূপ॥ ৭২ক
এক নট ধরি রূপ বহুতর নানা নৃত্য যেমন করয়।
যথারূপ, ভাবকরে, সত্য সত্য আপনার কোনো রূপ নয়॥ ৭২খ

চৌঃ—তথা রঘুপতি লীলা শোন উরগারি। দনুজ মোহিনী ভক্ত জন সুখকারী॥
বিষয়ী মলিন মতি অতিশয় কামী। প্রভু পরে নিজ মোহ আরোপয় স্বামি॥
নয়নের দোষ দেখ যবে যার হয়। শুভ্রচন্দ্রমারে সেই পীতবর্ণ কয়॥

দিগ্ ভ্রম যবে যার ঘটয় খগেশ। সে কহে পশ্চিম দিকে উদিত দিনেশ॥
নৌকারোহী মনে ভাবে তটেরে সচল। মোহবশ আপনারে মানয় অচল॥
বালক ভ্রময়, নাহি ভ্রময় গৃহাদ্রি। পরস্পর পরস্পরে কহে মিথ্যাবাদী॥
হরির বিষয়ে তথা মোহের প্রসঙ্গ। স্বপনেও নাহি কোন অজ্ঞান বিহঙ্গ॥
মায়াবশ মন্দমতি ভাগ্যহীন জন। মনোপরি যবনিকা যার অগণন॥
হটবশে সেই শঠ করয় সংশয়। আপন অজ্ঞান রামোপরে আরোপয়॥

দোঃ—কাম, ক্রোধ, মদ, লোভরত গৃহাসক্ত দুঃখরূপ।
কেমনে জানিবে রঘুবরে, মূঢ় প'ড়ে তমকূপ॥ ৭৩ক
সুলভ নির্গুণ রূপ অতি, নাহি জানে কেহ সগুণ চরিত।
সুগম অগম নানা লীলা শুনি মুনিমন হয় বিমোহিত॥ ৭৩খ

চৌঃ—শোন খগপপতি রঘুনাথের প্রভুতা। যথামতি বরণিব মনোহর কথা॥
মোহ গ্রস্ত যেই ভাবে হইলাম আমি। তোমারে সকল কথা শুনাইব স্বামি॥
তুমি তাত রঘুপতি কৃপার ভাজন। হরিগুণে প্রীতি মম সুখের কারণ॥
তাহাতে তোমারে কিছু নাহি লুকাইব। সুন্দর রহস্য গুহ্য, সকল গাহিব॥
সহজ স্বভাব কর রামের শ্রবণ। ভক্ত অভিমান প্রভু না রাখে কখন॥
সংসৃতির মূল নানাদুঃখ করে দান। সকল শোকের হেতু এই অভিমান॥
তাতে কৃপানিধি করে অভিমান দূর। সেবক উপরে তার মমতা প্রচুর॥
শিশু অঙ্গে ব্রণ প্রভু হইলে যেমন। জননী চিড়িয়া দেয় নিষ্ঠুর মতন॥

দোঃ—যদ্যপি প্রথমে দুঃখ পেয়ে শিশু, করয় রোদন।
ব্যাধি নাশ হেতু, শিশু-পীড়া মাতা না করে গণন॥ ৭৪ক
রঘুপতি তথা নিজ দাস হিত লাগি, মান করেন হরণ।
কেননা তুলসী দাস, হেন প্রভু, ভ্রম ত্যজি করহ ভজন॥ ৭৪খ

চৌঃ—রামের করুণা পুনঃ মূর্খতা আপন। মন দিয়া খগপতি করহ শ্রবণ॥
নরতনু যবে রাম করেন ধারণ। চরিত করেন বহু ভক্তের কারণ॥
অযোধ্যা নগরে তবে করিয়া গমন। শিশুলীলা হেরি হই হরষিত মন॥
জন্মমহোৎসব গিয়া করি দরশন। পঞ্চবর্ষ থাকি তথা লীলালুব্ধ মন॥
ইষ্টদেব মম নাথ বালক শ্রীরাম। শরীরের শোভা জিনে শতকোটি কাম॥
আপন প্রভুর মুখ নেহারি নেহারি। লোচন সফল করি শোন উরগারি॥
লঘু বায়সের রূপে প্রভুর সহিত। দরশন করি নানা শিশুর চরিত॥

দোঃ—বাল ভাবে যান যথা, তথা সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যাই।
অঙ্গনে উচ্ছিষ্ট পড়ে, সেই সব উঠাইয়া খাই॥ ৭৫ক
বিচিত্র চরিত অতি, একবার, কৈলা রঘুবীর।
স্মরিতে প্রভুর লীলা পুলকিত হইল শরীর॥ ৭৫খ

চৌঃ—কহিল ভূশণ্ডি শোন বিহঙ্গ নায়ক। রাম লীলা সেবকের আনন্দ দায়ক॥

নৃপতি মন্দির অতিশয় মনোহর। বিবিধ কনক মণি খচিত সুন্দর ॥
বর্ণন না হয় নৃপ রুচির অঙ্গন। খেলা করে যথা নিত্য ভাই চারিজন ॥
বাল লীলা করি বিচরিছে রঘুরায়। অঙ্গনের মাঝে মাতা দেখি সুখপায় ॥
অতি মৃদু মরকত শ্যাম কলেবর। প্রতি অঙ্গে বহু কাম ছবি মনোহর ॥
নবীন কমল মৃদু অরুণ চরণ। জোছনা হারায় পদ নখের কিরণ ॥
পদতলে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন চারি। নুপুর মধুর মৃদু চারু রবকারী ॥
সুন্দর পুরট চারু মণি বিরচিত। কটিতে কিঙ্কিণী কল মুখর শোভিত ॥

দোঃ—ত্রিবলী উদরে মনোহর, নাভি রুচির গম্ভীর।
আয়ত বক্ষেতে শোভে নানা বালবিভূষণ চীর ॥ ৭৬

চৌঃ—পাণি অরুনাভ, নখ অঙ্গুলী সুন্দর। বিশাল বাহুতে বিভূষণ মনোহর ॥
বাল কেশরীর স্কন্ধ গ্রীবা শঙ্খ সম। চিবুক আনন চারু শোভে অনুপম ॥
আধ আধ মৃদু বোল, অরুণ অধর। উজ্জ্বল দশন যুগ শোভে মনোহর ॥
সুচারু কপোল অতি নাসিকা সুন্দর। পূর্ণশশী কর সম হাসি সুখকর ॥
সংসার মোচন নীল কঞ্জ বিলোচন। ভালে শোভে গোরোচনা তিলক শোভন ॥
বিকট ভ্রূযুগ শোভে আকর্ণ বিস্তৃত। কুঞ্চিত মেচক কচ শিরে সুশোভিত ॥
শোভে পরিধান পীত সূক্ষ্ম অঙ্গপরে। কলরব দৃষ্টিভঙ্গী মম মন হরে ॥
রূপরাশি নৃপতির অজির বিহারী। নাচে নিজ প্রতিবিম্ব নেহারি নেহারি ॥
আমার সহিত করে নানা বিধ ক্রীড়া। বর্ণিতে চরিত্র মম হয় অতি ব্রীড়া ॥
কলরব করি মোরে ধরিবারে ধায়। পালালে পিষ্টক পুনঃ আমারে দেখায় ॥

দোঃ—নিকটে আসিলে হাসে, দূরে পলাইলে প্রভু করয় রোদন।
ধরিতে চরণ কাছে যদি যাই, ফিরে ফিরে চেয়ে করে পলায়ন ॥ ৭৭ক
প্রাকৃত শিশুর ন্যায় ক্রীড়া করে, দেখি মোর উপজিল মোহ।
অদ্ভুত চরিত্র কেন করে মোর সনে চিৎ আনন্দ সন্দোহ ॥ ৭৭খ

চৌঃ—এতেক ভাবনা হৃদে হইতে উদয়। শ্রীরাম প্রেরিত মায়া ব্যাপিল হৃদয় ॥
দুঃখদায়ী প্রভু মায়া নহে মোর তরে। অন্য সম নাহি ফেলে সংসৃতি সাগরে ॥
ইহার আছয় নাথ অপর কারণ। সাবধানে হরিযান করহ শ্রবণ ॥
অখণ্ড অদ্বয় জ্ঞান এক সীতাবর। মায়াবশ জীব আর বিশ্ব চরাচর ॥
সকলের জ্ঞান যদি একরস রহে। ঈশ্বর জীবেতে ভেদ কিছু মাত্র নহে ॥
মায়ার অধীন জীব হয় অভিমানী। ঈশ্বরের বশ মায়া গুণের জননী ॥
পরবশ জীব ভগবান স্বতন্তর। বহু জীব এক রমারমণ ঈশ্বর ॥
অসৎ যদ্যপি ভেদ মায়ার রচনা। কোটি যত্নে নাহি ছোটে হরি কৃপাবিনা ॥

দোঃ—রামের ভজন ত্যজি যেবা চাহে পরম নির্ব্বাণ।
জ্ঞানী হইলেও পশু, নাহি শুধু লাঙ্গুল বিষাণ ॥ ৭৮ক

পূর্ণশশী সহ তারাগণ সব হইলে উদয়।
দাবাগ্নি জ্বলিলে শৈলে, রবি বিনা রাত্রি নাহি যায়॥ ৭৮খ

চৌঃ—হরির ভজন বিনা তেমন খগেশ। নাহি দূর হয় কভু জীবনের ক্লেশ॥
প্রভু সেবকেরে মায়া কভু নাহি ছায়। বিদ্যামায়া ব্যাপে তারে প্রভুর দয়ায়॥
তাহাতে দাসের কভু নাশ নাহি হয়। ভেদ ভক্তি বিহঙ্গেশ বাড়ে অতিশয়॥
রঘুনাথ দেখি মোরে ভ্রমেতে চকিত। হাসিয়া করিল অতি অদ্ভুত চরিত॥
সেই কৌতুকের মর্ম্ম কেহ না জানিল। অনুজ জননী পিতা যদ্যপি রহিল॥
জানু পাণি ধরিবারে করে আগমন। শ্যামল শরীর কর অরুণ চরণ॥
তবে উরগারি আমি চলিনু উড়িয়া। ধরিবারে রাম ধায় হাত বাড়াইয়া॥
উড়িয়া যেমন যাই সুদূর আকাশে। তথায় রামের কর দেখি নিজ পাশে॥

দোঃ—ব্রহ্মলোক পৌঁছে ফিরে দেখি আমি উড়িতে উড়িতে।
যুগল অঙ্গুলি মাত্র ব্যবধান বাহুতে আমাতে॥ ৭৯ক
সপ্ত আবরণ ভেদি যতদূর ছিল মোর গতি।
প্রভু ভুজ পাছে হেরি হইলাম ভীত ত্রস্ত অতি॥ ৭৯খ

চৌঃ—ত্রাসিত হইয়া যবে মুদিনু নয়ন। অযোধ্যা আইনু চেয়ে করি দরশন॥
মৃদু হাসে রাম মোরে করি দরশন। হাসিতে মুখের মধ্যে করিনু গমন॥
উদর মধ্যেতে শোন বিহঙ্গম রায়। দেখিনু বিরাজে বহু ব্রহ্মাণ্ড নিকায়॥
অতীব বিচিত্র তথা ভুবন অনেক। মনোহরতর সব এক হতে এক॥
কোটি কোটি রাজে চতুর্বদন গৌরীশ। অগণিত তারাগণ রবি রজনীশ॥
অগণিত লোকপাল ধর্ম্মরাজ কাল। সংখ্যাহীন মহীধর ধরণী বিশাল॥
সাগর সরিত সর বিপিন অপার। নানা রূপ সংখ্যাতীত সৃষ্টির বিস্তার॥
সুর মুনি সিদ্ধ নাগ মানব কিন্নর। চারি প্রকারের জীবগণ চরাচর॥

দোঃ—দেখি নাই যাহা, শুনি নাই কিম্বা ভাবিনি কখন।
দেখিনু অদ্ভুত সেই নাহি হয় যাহার বর্ণন॥ ৮০ক
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড মাঝে রহিলাম বর্ষ শত এক।
দেখিয়া ভ্রমিনু হেন মতে অণ্ড কটাহ অনেক॥ ৮০খ

চৌঃ—লোক লোক প্রতি রাজে বিভিন্ন বিধাতা। ভিন্ন বিষ্ণু, ভিন্ন শিব মনু দিশিত্রাতা॥
মানব গন্ধর্ব্ব ভূত প্রভৃতি বেতাল। কিন্নর রাক্ষস আর পশু খগ ব্যাল॥
দেবতা দনুজ গণ নানা প্রকারের। সমুদয় জীব তথা অন্য আকারের॥
মহী, সিন্ধু, সর নদী সকল ভূধর। সব সৃষ্টি তথা ভিন্নরূপ পরস্পর॥
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ভিন্ন দেখি নিজরূপ। দেখিলাম দ্রব্য আদি অনেক অনুপ॥
অযোধ্যা নগর প্রতি ভুবনে নেহারি। সরিত সরযূ ভিন্ন, ভিন্ন নর নারী॥
দশরথ কৌশল্যাদি সব পিতা মাতা। ভিন্ন ভিন্ন রূপ সব ভরতাদি ভ্রাতা॥
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে হেরি রাম অবতার। দেখিলাম বাল্য লীলা অমিত অপার॥

দোঃ—ভিন্ন ভিন্ন সব নেহারিনু, অতি বিচিত্র খগেশ।
না দেখিনু রাম অন্যরূপ ভ্রমি ভুবন অশেষ॥ ৮১ক
সেই বাল্য সেই শোভা সেই রঘুবীর কৃপাময়।
মোহ বায়ু বশে ঘুরি দেখিলাম ভুবন নিচয়॥ ৮১খ

চৌঃ—ভ্রমিতে ভ্রমিতে মোর ব্রহ্মাণ্ড অনেক। মনে হল কেটে গেল কল্প শত এক॥
ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজ আশ্রমে আইনু। তথায় পুনশ্চ কিছু কাল গোয়াইনু॥
অযোধ্যাতে নিজ প্রভু জন্ম শুনিলাম। মুদিত নির্ভর প্রেমে উঠি ধাইলাম॥
জন্ম মহোৎসব আমি দেখিলাম গিয়া। যেমনে প্রথম আমি গেছি বরণিয়া॥
রামের উদরে হেরি অনেক ভুবন। সম্ভব দর্শন, কিন্তু না হয় বর্ণন॥
তথায় দেখিনু পুনঃ রাম বুদ্ধিমান। মায়ার অধীশ কৃপাময় ভগবান॥
পুনঃ পুনঃ মনে মনে করিনু বিচার। মোহেতে আচ্ছন্ন ছিল হৃদয় আমার॥
দুই দণ্ড মাঝে সব কৈনু দরশন। বিশেষ মোহেতে হল ভ্রাম্যমান মন॥

দোঃ—দেখিয়া বিকল মোরে অট্টহাস্য কৈল কৃপাময় রঘুবীর।
হাসিতেই মুখ হতে হইলাম বহির্গত, শোন মতি ধীর॥ ৮২ক
ছেলেমি আমার সনে তথা পুনঃ আরম্ভিল রাম।
কোটি ভাবে বিচারিয়া চিত্ত মোর না লভে বিশ্রাম॥ ৮২খ

চৌঃ—দেখিয়া চরিত পুনঃ প্রভুতা রামের। বিচারিতে লোপ হল সম্বিত দেহের॥
পড়িনু ভূমিতে মুখে না সরে বচন। কহি শুধু আর্ত্তবন্ধু, ত্রাহি আর্ত্ত জন॥
পরম ব্যাকুল মোরে করি দরশন। স্বমায়া প্রভাব প্রভু কৈলা সম্বরণ॥
কর শতদল মোর শিরেতে ধরিল। দীনদয়াময় দুঃখ দুঃসহ হরিল॥
শ্রীরাম করিল মোরে বিগত বিমোহ। সেবকের সুখদাতা করুণা সন্দোহ॥
প্রথম প্রভুতা মনে বিচারি বিচারি। হৃদয়ে আনন্দ হল অতিশয় ভারী॥
প্রভু ভক্ত বাৎসল্য করি দরশন। উপজিল হৃদে প্রীতি বিশেষ তখন॥
সজল নয়নে পুলকিত জুড়ি কর। বিনতি করিনু পুনঃ আমি বহুতর॥

দোঃ—সপ্রেম বচন শুনি দাসে দীন করি দরশন।
সুখদ গম্ভীর মৃদু রমাপতি কহিলা বচন॥ ৮৩ক
ভূশণ্ডি মাগহ বর মোরে অতি সুপ্রসন্ন গণি।
সিদ্ধি অনিমাদি অন্য ঋদ্ধি, মোক্ষ সর্ব্বসুখ খনি॥ ৮৩খ

চৌঃ—বিবেক বিরতি জ্ঞান অথবা বিজ্ঞান। মুনির দুর্ল্লভ যাহা লোকে করে জ্ঞান॥
সকল অর্পিব আজি না কর সংশয়। মাগো যাহা ভাল মানে আপন হৃদয়॥
প্রভুর বচন শুনি অনুরাগ ভরে। বিচার করিতে থাকি আপন অন্তরে॥
সব সুখ প্রভু মোরে চাহিল অর্পিতে। পাদপদ্মে ভক্তি কিন্তু না চাহিল দিতে॥
ভক্তি হীন সব সুখ আনন্দ তেমন। লবণ বিহীন যথা শতেক ব্যঞ্জন॥
ভক্তি হীন সুখে মম কিবা আছে কাজ। হেন বিচারিয়া কহিলাম খগরাজ॥

প্রসন্ন হইয়া প্রভু যদি দেও বর। অতি কৃপা, স্নেহ কর আমার উপর ॥
মনোমত বর তবে মাঁগি এই স্বামী। উদার হৃদয় তুমি প্রভু অন্তর্যামী ॥

দোঃ—শুদ্ধা অবিচলা ভক্তি, শ্রুতি পুরাণেতে যাহা গায়।
খুজিয়া যোগীশ মুনি, প্রভু কৃপা বলে কেহ পায়। ৮৪ক
ভক্ত কল্পতরু, প্রণতের ত্রাতা, প্রভু কৃপা সিন্ধু সুখধাম।
বিতর আমারে সেই নিজ ভক্তি, দীনজনে কৃপা করি রাম ॥ ৮৪খ

চৌঃ—এবমস্তু রঘুকুল নায়ক কহিল। অতি সুখকর বাক্য প্রভু উচ্চারিল ॥
শুনহ বায়স তুমি অতি বুদ্ধিমান। কেন না মাগিবে তুমি হেন বর দান ॥
সকল আনন্দ মূল ভক্তি বর মাগি। জগতে হইলে সব হতে বড় ভাগী ॥
কোটি যত্ন করি যাহা মুনি নাহি পায়। যারা দেহ জপ যোগ অনলে জ্বালায় ॥
চতুরতা দেখি তব হইলাম প্রীত। মাগিলে ভকতি বর আমি হরষিত ॥
শুনহ বিহঙ্গ এবে প্রসাদে আমার। সব শুভ গুণ রবে হৃদয়ে তোমার ॥
ভকতি বিজ্ঞান জ্ঞান সহিত বিরাগ। যোগ, রামচরিতের রহস্য বিভাগ ॥
সকলের মর্ম্ম তুমি হবে অবগত। সকল সাধন তব হবে অধিগত ॥

দোঃ—মায়িক যতেক ভ্রম আর নাহি ব্যাপিবে তোমারে।
জানিবে অনাদি ব্রহ্ম গুণাতীত, সগুণ আমারে ॥ ৮৫ক
ভক্ত প্রিয় মোর সদা হেন বিচারিয়া শুন কাগ।
কায়মনোবাক্যে মম পদে হবে স্থির অনুরাগ ॥ ৮৫খ

চৌঃ—পরম বিমল এবে শোন মম বাণী। অভ্রান্ত সুগম বেদ কহয় বাখানি ॥
আপন সিদ্ধান্ত এবে শুনাইব তোরে। শুনি সাবহিত, সব ত্যজি ভজ মোরে ॥
আমার মায়াতে জন্মে সকল সংসার। জীব চরাচর যত বিবিধ প্রকার ॥
সব মম প্রিয়, সব আমা হতে জাত। সব হতে প্রিয় নর অতিশয় তাত ॥
তার মধ্যে দ্বিজ, দ্বিজ মধ্যে শ্রুতিধারী। তার মধ্যে বেদ ধর্ম্ম আচরণ কারী ॥
তন্মধ্যে বিরত প্রিয় তার মধ্যে জ্ঞানী। জ্ঞানী হতে প্রিয় মোর অতীব বিজ্ঞানী ॥
তাহা হতে প্রিয় পুনঃ মম নিজ দাস। আমি যার গতি, নাহি করে অন্য আশ ॥
পুনঃ পুনঃ সত্য করি কহি তব পাশ। অন্য তত প্রিয় নহে যত মম দাস ॥
ভক্তিহীন জন যদি হয় ব্রহ্ম সম। সাধারণ জীব সম প্রিয় সেই মম ॥
ভক্তিমান অতিশয় নীচ যেই প্রাণী। সে মোর পরাণ প্রিয়, এই মম বাণী ॥

দোঃ—সুশীল সুমতি শুচি দাস, অতিশয় প্রিয়, কার নাহি হয়।
সাবধানে শোন কাক, শ্রুতি পুরাণাদি সব এই নীতি কয় ॥ ৮৬

চৌঃ—এক জনকের হয় অনেক কুমার। ভিন্ন ভিন্ন গুণশীল বিভিন্ন আচার ॥
কেহ বা পণ্ডিত কেহ তাপস বিজ্ঞাতা। কেহ ধনবান, কেহ বীর, কেহ দাতা ॥
কেহ বা সর্ব্বজ্ঞ কেহ ধর্ম্মরত হয়। সমান সনেহ পিতা সবারে করয় ॥
কেহ পিতৃ ভক্ত, মন বচন করম। স্বপনেও নাহি জানে অপর ধরম ॥

সেই সুত পিতৃ প্রিয় প্রাণের সমান। যদিও সকল ভাবে সে পুত্র অজ্ঞান ॥
সেইমত চরাচরে জীব আছে যত। পশু পক্ষী নর সুর অসুর সহিত ॥
অখিল সংসার এই আমার সন্তান। সব পরে প্রেম মোর সম পরিমাণ ॥
তার মধ্যে মদ মায়া ত্যজি যেই জন। কায়মনোবাক্যে করে আমার ভজন ॥

দোঃ—পুরুষ রমণী ক্লীব, যত জীব আছে এই জগত মাঝার।
সর্ব্বভাবে অকপটে ভজে যেই সেই প্রিয় পরম আমার॥ ৮৭ক

সোঃ—শুচি দাস প্রাণ প্রিয় মম, সত্য কহি কাক তোমার নিকটে।
বিচারিয়া হেন, ত্যজি অন্য সব আশা, ভজ মোরে অকপটে ॥ ৮৭খ

চৌঃ—কাল না ব্যাপিবে কাক তোমা কদাচন। নিরন্তর কর মোর স্মরণ ভজন ॥
তৃপ্তি নাহি হয় শুনি প্রভু বাক্যামৃত। তনু পুলকিত মন অতি হরষিত ॥
সে আনন্দ জানে মোর হৃদয়, শ্রবণ। জিহ্বার সাহায্যে তার না হয় বর্ণন ॥
প্রভু শোভা সুখ জানে কেবল নয়ন। বর্ণিবে কেমনে তার নাহিক বচন ॥
বহু ভাবে বুঝাইয়া মোরে সুখ দিল। শিশুর কৌতুক পুনঃ করিতে লাগিল ॥
সজল নয়ন শুষ্ক করিয়া বদন। মাতৃ পানে চায় অতি ক্ষুধার্ত যেমন ॥
দেখিয়া জননী শীঘ্র উঠিয়া ধাইল। মধুর বচন কহি বক্ষে তুলি নিল ॥
কোলে করি করে মাতা স্তন্য দুগ্ধ দান। রামের চরিত চারু সুখে করি গান ॥

দোঃ—সুখদ শুভদ শিব যার লাগি করে বেশ অশিব গ্রহণ।
অযোধ্যা নগর বাসী নর নারী সেই সুখে সতত মগন ॥ ৮৮ক
সেই সুখ লবলেশ একবার স্বপ্নে যেবা করে আস্বাদন।
ব্রহ্ম সুখ নাহি গণে, শোন খগপতি, সেই সুমতি সজ্জন ॥ ৮৮খ

চৌঃ—অযোধ্যাতে আমি পুনঃ রহি কিছুকাল। দেখিনু অপূর্ব্ব বাল বিনোদ রসাল ॥
রামের প্রসাদে ভক্তিবর লাভ করি। প্রভুপদ বন্দি আসি আশ্রমেতে ফিরি ॥
তদবধি মায়া মোরে কভু না ব্যাপিল। যদবধি রাম মোরে আত্মসাৎ কৈল ॥
গুপ্ত লীলা আমি সব করিনু বর্ণন। হরি মায়া মোরে খগ নাচাল যেমন ॥
নিজ অনুভব এবে কহিব খগেশ। হরির ভজন বিনা নাহি যায় ক্লেশ ॥
রামের করুণা বিনা শোন খগরায়। রামের মহিমা কভু জানা নাহি যায় ॥
অনুভব বিনা কভু না হয় প্রতীতি। প্রতীতি বিহনে নাহি হয় পুনঃ প্রীতি ॥
প্রীতি বিনা নাহি হয় সুদৃঢ় ভকতি। জলের উপরে রেখা খগেশ যেমতি ॥

সোঃ—গুরু বিনে নাহি হয় জ্ঞান, জ্ঞান নাহি হয় বৈরাগ্য বিহনে।
নিগম পুরাণ গায়, সুখ কি হে হয় কভু হরি ভক্তি বিনে ॥ ৮৯ক
সহজ সন্তোষ বিনে কেহ কভু বিশ্রাম না পায়।
তরণী সলিল বিনে কোটি যত্নে ভূমিতে না যায়॥ ৮৯খ

চৌঃ—সন্তোষ বিহনে কাম নাহি হয় নাশ। কামনা থাকিতে স্বপ্নে নাহি সুখ আশ ॥

রামের ভজন বিনা কাম না মিটয়। ভূমি বিনা তরু কভু উদ্গত কি হয়॥
বিজ্ঞান বিহনে কিহে সমতা জন্মায়। আকাশ বিহনে কিহে অবকাশ পায়॥
শ্রদ্ধাবিনা ধরমের না হয় সঞ্চার। মহী বিনা গন্ধ মিলে কোথাও কি আর॥
তপস্যা বিহনে তেজ কভু না বিস্তারে। জলে ভিন্ন রস নাহি মিলিবে সংসারে॥
জ্ঞানী সেবা বিনা শীল শুদ্ধ নাহি হয়। তেজ বিনা যথা কভু রূপ না মিলয়॥
আত্মানন্দ বিনা মন নাহি হয় স্থির। স্পর্শ বোধ নাহি হয় বিহীন সমীর॥
কোনো সিদ্ধি হয় কিহে না কৈলে বিশ্বাস। হরি ভক্তি বিনা নহে ভব ভয় নাশ॥

দোঃ—বিশ্বাস বিহনে ভক্তি নাহি হয় যাহা বিনে নাহি গলে রাম।
রাম কৃপা বিনে স্বপনেও জীব কভু নাহি লভয় বিশ্রাম॥ ৯০
কুতর্ক সংশয় সব পরিহরি, বিচারিয়া হেন, মতি ধীর।
সুন্দর সুখদ করুণার খনি, ভজ সদা রাম রঘুবীর॥ ৯০খ

চৌঃ—খগপতি যত দূর মম বুদ্ধি সীমা। গাহিনু প্রতাপ, রঘুনাথের মহিমা॥
কিছু না কহিনু আমি অনুমান করি। বর্ণিনু সকল লীলা নয়নে নেহারি॥
রঘুনাথ নাম রূপ গুণগাথা আর। মহিমার অন্ত নাই, অমিত অপার॥
নিজ মতি মত মুনি হরি গুণগায়। নিগম শঙ্কর শেষ অন্ত নাহি পায়॥
আপনি হইতে খগ মশক পর্য্যন্ত। উড়ে নভে কিন্তু কেহ নাহি পায় অন্ত॥
রামের মহিমা তথা অগাধ অতল। অন্ত লভিবারে কেহ নাহি ধরে বল॥
কোটি কাম সম রাম-অঙ্গ সুশোভন। দুর্গা কোটি সম রাম অরিবিমর্দ্দন॥
শত কোটি শক্র সম বৈভব বিলাস। অবকাশ শত কোটি সমান আকাশ॥

দোঃ—শত কোটি বায়ু সম মহাবল, শত কোটি রবির প্রকাশ।
শশী শত কোটি সম সুশীতল শান্ত করে সংসারের ত্রাস॥ ৯১ক
শত কোটি কাল সম অতিশয় দুর্গ পুনঃ দুরন্ত দুস্তর।
ধূমকেতু শত কোটি সম দুরাধর্ষ অতি পরম ঈশ্বর॥ ৯১খ

চৌঃ—অতল শ্রীরাম যেন অর্ব্বুদ পাতাল। শত কোটি শমনের সমান করাল॥
তীরথ অমিত কোটি সম সুপাবন। শ্রীনাম অখিল অঘ পুঞ্জ বিনাশন॥
হিমগিরি কোটি সম স্থানু রঘুবীর। শত কোটি পয়োনিধি সমান গম্ভীর॥
কামধেনু শত শত কোটির সমান। নিখিল কামনা পূর্ণ কারী ভগবান॥
সারদা অমিত কোটি সম চতুরতা। শত কোটি বিধি সম সৃষ্টি নিপুণতা॥
শত কোটি বিষ্ণু সম পালনের কর্ত্তা। শত কোটি রুদ্র সম বিশ্বের সংহর্ত্তা॥
কুবের শতেক কোটি সম ধনবান। কোটি কোটি মায়া সম প্রপঞ্চ নিধান॥
ভার ধরে যথা শত কোটিক অহীশ। নিরবধি নিরুপম প্রভু জগদীশ॥

ছঃ—উপমা রহিত, নিরুপম, রাম, রাম সম বর্ণয় নিগম।
লঘু উপমিতি, কহ যদি রবি শত কোটি খদ্যোতের সম॥

মুনীশ আপন বুদ্ধি অনুসারে ভগবানে করয় বর্ণন।
ভাবগ্রাহ। কৃপাময়, শুনি প্রেমযুক্ত বাক্য, আনন্দিত মন॥

দোঃ—অমিত গুণের সিন্ধু রাম, অন্ত পায় কোন্ জন॥
শুনিনু সন্তের মুখে যাহা তাহা করানু শ্রবণ॥ ৯২ক

সোঃ—করুণা ভবন সুখ গৃহ ভাববশ ভগবান।
জানকী রমণে ভজ, ত্যজি সদা মায়া মদ মান॥ ৯২খ

ভুশুণ্ডির পূর্ব্ব জন্মকথা ঃ—

চৌঃ—শুনি কাক ভূশণ্ডির বাক্য মিষ্ট অতি। হরষিত ফুলাইল পক্ষ খগপতি॥
নয়নে বহিল নীর চিত্ত হরষিত। রঘুপতি প্রতাপেতে পরিপূর্ণ চিত॥
পশ্চাতের মোহ স্মরি হৃদয়েতে গ্লানি। অনাদি ব্রহ্মেরে আমি নর করে মানি॥
পুনঃ পুনঃ কাকপদে শির নোয়াইল। জানিয়া রামের সম প্রেম বাড়াইল॥
গুরুবিনে ভবনদী নাহিক তরয়। চতুর্ম্মুখ, শঙ্করের সম যদি হয়॥
সংশয় ভুজঙ্গ গ্রাস করিল আমারে। দুঃখদ কুতর্ক জাল বেড়ি চারিধারে॥
তোমা হেন গারুড়ীরে রাম দেখাইল। জন সুখদাতা রাম মোরে রক্ষা কৈল॥
তোমার প্রসাদে নাশ হল মোহ মম। রামলীলা মর্ম্ম জানিলাম অনুপম॥

দোঃ—বহুভাবে প্রশংসিয়া নতশিরে জুড়ি দুই হাত।
সপ্রেমে বিনীত মৃদু বাক্য পুনঃ কহে খগনাথ॥ ৯৩ক

নিজ অবিবেকে প্রভু প্রশ্ন পুনঃ করিব তোমারে।
সাদরে কহহ কৃপাসিন্ধু দাস জানিয়া আমারে॥ ৯৩খ

চৌঃ—সর্ব্বজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ তুমি অজ্ঞানের পার। সুমতি সুশীল অতি ঋজু ব্যবহার॥
বিরতি বিজ্ঞান জ্ঞান সবার নিবাস। রঘু নায়কের তুমি অতি প্রিয় দাস॥
কি কারণে হল তব বায়সের দেহ। বুঝাইয়া কহ তাত করি মোরে স্নেহ॥
শ্রীরাম চরিত সব মনোহর স্বামি। কি ভাবে পাইলা তুমি কহ নভোগামী॥
শুনিলাম প্রভু আমি শঙ্করের পাশ। মহাপ্রলয়েতে তব নাহি হয় নাশ॥
মিথ্যাবাক্য কভু নাহি কহেন ঈশ্বর। ইহাতে সংশয় করে আমার অন্তর॥
অগজগ জীব নাগ দেব নর যত। কালের কবলে পড়ে সকল জগত॥
অমিত ব্রহ্মাণ্ড সব কালে লয় হয়। কাল অতিক্রম করা কষ্ট অতিশয়॥

সোঃ—তোমারে করাল কাল নাহি ব্যাপে কহ কি যুকতি।
কৃপাল কহহ মোরে, জ্ঞান কিম্বা যোগের শকতি॥ ৯৪ক

দোঃ—আশ্রমে আসিয়া প্রভু মোর মোহ ভ্রম গেল সরে।
কি কারণে কহ নাথ মোরে অতি অনুরাগ ভরে॥ ৯৪খ

চৌঃ—গরুড়ের বাক্য শুনি কাক হরষিত। কহে বাক্য, উমা, অনুরাগের সহিত॥
ধন্য ধন্য উরগারি ধন্য তব মতি। তুমি যে করিলে প্রশ্ন মম প্রিয় অতি॥

সপ্রেম সুন্দর প্রশ্ন তোমার শুনিয়া। বহু জনমের স্মৃতি উঠিল ভাসিয়া॥
নিজ কথা সব আমি করিব কীর্ত্তন। শুনহ সাদরে তাত সাবহিত মন॥
জপ, তপ, ব্রত, মখ, সম, দম, দান। বিরতি বিবেক যোগ সহিত বিজ্ঞান॥
সবাকার ফল রঘুপতি পদে প্রেম। তাহা বিনা কেহ ভবে নাহি পায় ক্ষেম॥
এই দেহে পাইলাম রাম ভক্তি বর। তাই প্রিয় অতিশয় এই কলেবর॥
যাহাতে যাহার কিছু স্বার্থ সিদ্ধ হয়। সবার তাহার পরে প্রীতি অতিশয়॥

সোঃ—হেন নীতি পন্নগারি কহে শ্রুতি সজ্জন সহিত।
অতি নীচ সনে কর প্রীতি যাহা সাধে নিজ হিত॥ ৯৫ক

দোঃ—রেশম জনমে কীটে, তাতে হয় মনোহর রেশমী বসন।
পরম অশুচি কীট, পালে সবে, প্রাণ সম করিয়া যতন॥ ৯৫খ

চৌঃ—জীবের পরম স্বার্থ ইহাই জীবনে। রাম পদে প্রীতি লাভ কায় বাক্য মনে॥
অতীব পবিত্র সেই শরীর সুন্দর। লাভ করি যাহা নর ভজে রঘুবর॥
শ্রীরাম বিমুখ দেহ বিধি সম হয়। তাহারে কোবিদ্ কবি নাহি প্রশংসয়॥
এই দেহে রাম ভক্তি লভিনু বিশেষ। তাহাতে অধিক প্রীতি শুনহ খগেশ॥
এই তনু নাহি ত্যজি, স্বেচ্ছায় মরণ। কহে বেদ তনু বিনে না হয় ভজন॥
প্রথমে আমারে মোহ বহু দুঃখ দিল। শ্রীরাম বিমুখ, সুখে নিদ্রা না হইল॥
নানা জন্ম লভি, করি বিবিধ করম। যোগ জপ মখ দান তপস্যা বিষম॥
কোন্ যোনি আছে হেন নহিল জনম। ভ্রমিয়া সংসার মাঝে শোন বিহঙ্গম॥
করিয়া দেখিনু প্রভু সকল করম। সুখী না হইনু কভু এখন যেমন॥
বহু জনমের কথা আছে হে স্মরণ। শিবের প্রসাদে নহে মোহাচ্ছন্ন মন॥

দোঃ—প্রথম জনম কথা, কহি তবে শুনহ খগেশ।
শুনি উপজিবে রতি প্রভু পদে, মিটে যাবে ক্লেশ॥ ৯৬ক
পূর্ব্বকল্প মাঝে প্রভু, কলি এক যুগ মল মূল।
অধর্ম্মেতে রত নারী নর চলে বেদ প্রতিকূল॥ ৯৬খ

চৌঃ—কোশল নগরে সেই কলিতে যাইয়া। জনম লভিনু শূদ্র শরীর পাইয়া॥
শিবের সেবক আমি কায় মনোবাণী। নিন্দাকরি অন্য দেবে মহা অভিমানী॥
ধন মদে ছিনু মত্ত পরম বাচাল। উগ্রবুদ্ধি দম্ভ অতি হৃদয়ে বিশাল॥
যদ্যপি রহিনু রঘুপতি রাজধানী। তথাপি তাহার কিছু মহিমা না জানি॥
অযোধ্যা প্রভাব এবে আমি সুবিদিত। নিগম আগম আর পুরাণেতে গীত॥
অযোধ্যানগরে কোনো জন্মে কৈলে বাস। অবশ্য হইবে নর রঘুপতি দাস॥
অযোধ্যা প্রভাব তবে জানে সবপ্রাণী। হৃদে বাস করে যবে রাম ধনুষ্পাণি॥
সেই কলিকাল অতি ঘোর উরগারি। পাপপরায়ণ সদা সব নরনারী॥

দোঃ—কলিমল গ্রস্ত ধর্ম্ম সব, গুপ্ত যত সদ্‌গ্রন্থ।
দাম্ভিক রচিল নিজ মতি অনুসারে বহু পন্থ॥ ৯৭ক

মোহবশ হল সব লোক, লোভ গ্রাসিল সুকর্ম্ম।
খগপতি জ্ঞাননিধি, শোন কহি কিছু কলি ধর্ম্ম ॥ ৯৭খ

চৌঃ—বর্ণ ধর্ম্ম নাহি মানে আশ্রমাদি চারি। নিগম বিরোধ রত যত নর নারী ॥
ব্রাহ্মণ বঞ্চয় শ্রুতি; ভূপ প্রজাগণ। কেহ নাহি মানে আর বেদের শাসন ॥
সেই মার্গ, যাহা যার মনে লাগে ভাল। পরম পণ্ডিত সেই যে বাজাবে গাল ॥
মিথ্যারম্ভ অহঙ্কার রত যত জন। সকলে কহিছে তারে পরম সজ্জন ॥
সেই বিজ্ঞ যেইজন পরধনহারী। দম্ভ যেই করে সেই পরম আচারী ॥
মিথ্যা কহে, হাসাইতে যেই জনজানে। কলিযুগ গুণবান তাহারেই মানে ॥
আচার বিহীন যেবা শ্রুতি পথত্যাগী। কলিযুগে আখ্যা পায় পরম বৈরাগী ॥
দীর্ঘ নখ জটাভার শিরে সুবিশাল। প্রসিদ্ধ তাপস সেই মানে কলিকাল ॥

দোঃ—অশুভ ভূষণ বেশ, ভক্ষ্যাভক্ষ্য নাহিক বিচার।
তারে যোগী সিদ্ধ মুনি, মানি কলি, পূজা করে তার ॥ ৯৮ক

সোঃ—পর অপকারে পটু তার মান্য, মান অতিশয়।
কায় মনোবাক্যে মিথ্যাচারী, কলি কালে বাগ্মী হয় ॥ ৯৮খ

চৌঃ—নারীর বিবশ প্রভু হবে সব নর। উঠে বসে যথা নট হস্তেতে বানর ॥
শূদ্র দ্বিজে উপদেশ করিবেক জ্ঞান। যজ্ঞ উপবীত নিয়ে লইবে কুদান ॥
সব নর হবে কামলোভ রত ক্রোধী। দেববিপ্র গুরু আর সজ্জন বিরোধী ॥
গুণের মন্দির পতি সুন্দর ত্যজিয়া। অপর পুরুষ ভজে নারী অভাগিয়া ॥
সধবা রমণী হবে বিভূষণ হীন। বিধবার হবে নিত্য শৃঙ্গার নবীন ॥
গুরু শিষ্য অন্ধ আর বধির যেমন। এক নাহি দেখে, এক না করে শ্রবণ ॥
হরয় শিষ্যের ধন তাপ নাহি হরে। সেই গুরু অতি ঘোর নরকেতে পড়ে ॥
পিতা মাতা পুত্রগণে করিয়া আহ্বান। উদর পালন ধর্ম্ম করে শিক্ষাদান ॥

দোঃ—ব্রহ্মজ্ঞান বিনা অন্য কথা নাহি কহে নারী নর।
কড়া হেতু লোভ বশে বিপ্র গুরু বধে নিরন্তর ॥ ৯৯ক
দ্বিজ সনে শূদ্র কহে, তোমা হতে আমি কিসে হীন।
ব্রহ্মে জানে সেই বিপ্র, কহি চোখ দেখায় রঙ্গীন ॥ ৯৯খ

চৌঃ—কপট লম্পট পর রমণী বঞ্চক। মোহ দ্রোহ অভিভূত মমতা পোষক ॥
তারাই অদ্বৈতবাদী মহাজ্ঞানী নর। কলির চরিত্র এই হইল গোচর ॥
অধঃপাতে গিয়া নিজে, পরে করে নাশ। পালে বেদবিধি যেবা করিয়া বিশ্বাস ॥
প্রতি নরকেতে বাস করে কল্পভরি। বেদ বিধি নিন্দা করে যেবা তর্ক করি ॥
বর্ণের অধম যারা তিলি কুম্ভকার। শপচ কিরাত কোল কিম্বা কালোয়ার ॥
পত্নীর বিয়োগে কিম্বা গৃহবিত্ত নাশি। মস্তক মুড়িয়া সাজে ভিক্ষুক সন্ন্যাসী ॥
করায় ব্রাহ্মণ দ্বারা চরণ পূজন। ইহামুত্র নিজ করে নাশের কারণ ॥
নিরক্ষর বিপ্র অতিশয় লুব্ধ কামী। আচার বিহীন শঠ বৃষলীর স্বামী ॥

শূদ্র করে বহু জপ তপ ব্রত দান। ব্যাসাসনে বসি পাঠ করয় পুরাণ ॥
সব নর করে নিজ কল্পিত আচার। বর্ণন নাহিক হয় অনীতি অপার ॥

দোঃ—বরণ সঙ্কর কৈল সব সেতু লঙ্ঘি সবলোক।
করি পাপ দুঃখ পায়, বিয়োগাদি ভয় রোগ শোক ॥ ১০০ক
বেদেতে বিহিত হরি ভক্তিপথ, সমন্বিত বিরতি বিবেক।
নাহি আচরয় মোহ বশ নর, ধরে পথ কল্পিত অনেক ॥ ১০০খ

ছঃ—বহু ধন দিয়ে ধাম সাজাইবে যতি। বিষয় হরিয়া ক্রমে লইবে বিরতি ॥
তপস্বী ধনিক, গৃহী ধন ধাম হীন। কলির কৌতুক কহা অতি সুকঠিন ॥
কুলবতী সতী নারী করিয়া বর্জ্জন। দাসী ভজে কুলগতি করি বিসর্জ্জন ॥
মাতা পিতা সুতগণ মানে ততক্ষণ। যতক্ষণ নাহি হেরে অবলা আনন ॥
শ্বশুরের গৃহ প্রিয় লাগে যদবধি। পরিজন রিপুরূপ হয় তদবধি ॥
পাপ পরায়ণ নৃপ, ধর্ম্ম নাহি ডরে। দণ্ড করি নিত্য প্রজা বিড়ম্বিত করে ॥
কুলীন প্রধান ধনী, যদ্যপি মলিন। সূত্র মাত্র দ্বিজ চিহ্ন, যতি, সূত্রহীন ॥
শ্রুতি পুরাণাদি যদি কিছু নাহি মানে। কলিকাল হরিভক্ত তারে খাটি জানে ॥
কবির উদার ধ্বনি শোনা নাহি যায়। গুণী কেহ নাই, সবে পরদোষ গায় ॥
কলিতে দুর্ভিক্ষ হয় ঘন বার বার। অন্নবিনে দুঃখী লোক মরয় অপার ॥

দোঃ—কপটতা ছল দম্ভ দ্বেষ হঠ কলিতে খগেশ।
মান মোহ মায়া মদ আদি ভরি রহে সর্ব্বদেশ ॥ ১০১ক
তামস ধরম করে সবে, জপ তপ যজ্ঞ ব্রত আর দান।
দেবতা না বর্ষে বারি, বুনাইলে ক্ষেত্রে বীজ নাহি ফলে ধান ॥ ১০১খ

ছঃ—অবলা ভূষণ কেশ, পেটে বহু ক্ষুধা। ধনহীন দুঃখী মায়া মমতা বহুধা ॥
সুখ চাহে, নাহি করে ধর্ম্ম আচরণ। স্বল্প বুদ্ধি, ক্রূর মতি, মৃদু নহে মন ॥
ভোগ নাহি মেলে, রোগ ভোগে অনুক্ষণ। অভিমান যুদ্ধ পরস্পর অকারণ ॥
স্বল্প আয়ু, বড় জোর বর্ষ দশ পাঁচ। কল্পান্তে বিনাশ নাহি, চলিবার ধাঁচ ॥
বেহাল করেছে কলি মানব সকল। না মানে অনুজা কন্যা কামেতে বিকল ॥
সন্তোষ বিচার নাহি, নাহি শীতলতা। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে করে যাচকতা ॥
কঠোরতা ঈর্ষ্যা কপটতা লোলুপতা। রহে পরিপূর্ণ করি, বিগত মমতা ॥
বিয়োগ শোকেতে সব লোক হল হত। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সহ আচারাদি গত ॥
দম দান দয়া নাহি, নাহি চতুরতা। সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রাজ্যে প্রপঞ্চ জড়তা ॥
শরীর পোষক সব নর নারীগণ। পরনিন্দাকারী সব ছাইল ভুবন ॥

দোঃ—ব্যালারি করাল কলিকাল সর্ব্ব, দোষের আগার।
কিন্তু ধরে মহাগুণ এক বিনা প্রয়াসে নিস্তার ॥ ১০২ক

যজ্ঞেতে ত্রেতায়, সত্যে ধ্যানযোগে দ্বাপরেতে অর্চ্চনে যে ফল।
পায় সেই ফল নর কলিযুগে হরিনাম কীর্ত্তনে কেবল ॥১০২খ

চৌঃ—কৃতযুগে হয়ে সবে যোগীশ বিজ্ঞানী। করি হরিধ্যান ভবে তরেছে পরাণী ॥
ত্রেতাতে বিবিধ যজ্ঞ করি সমাপন। প্রভুকে সমর্পি ফল ভবে তরে জন ॥
দ্বাপরেতে রঘুপতি চরণ পূজায়। তরে নর অন্য নাহি দ্বিতীয় উপায় ॥
কলিযুগে করি শুধু হরি নাম গান। সংসার সাগরে নর পাবে পরিত্রাণ ॥
কলিযুগে নাহি যোগ যজ্ঞ, নাহি জ্ঞান। পরম আশ্রয় এক হরিগুণ গান ॥
ভরসা সকল ত্যজি ভজে যেবা রাম। প্রেমের সহিত গান করে গুণগ্রাম ॥
তরিবে সে ভবার্ণবে নাহিক সংশয়। কলিতে নামের গুণ প্রকট ধরায় ॥
কলির বিশেষ এক পবিত্র প্রতাপ। মানস চিন্তায় পুণ্য, নাহি হয় পাপ ॥

দোঃ—কলিযুগ সম অন্য যুগ নাহি, যদি নর করহ বিশ্বাস।
করিয়া বিমল রামগুণ গান নর তরে ভবে অনায়াস ॥ ১০৩ক
চারি পদ ধর্ম্ম মাঝে, কলিযুগে একটি প্রধান।
দান করি সব ভাবে, জীবগণ লভিবে কল্যাণ ॥ ১০৩খ

চৌঃ—সত্যযুগে ধর্ম্মনিষ্ঠ সাত্ত্বিক স্বভাব। হৃদয়ে রামের যোগমায়ার প্রভাব ॥
শুদ্ধসত্ত্ব, সমভাব, অনুভবী জ্ঞান। প্রসন্ন অন্তর সত্যযুগ অবদান ॥
সত্যের প্রাধান্যে রজাংশেতে কর্ম্মরতি। ত্রেতার প্রধান ধর্ম্ম শুভকর্ম্ম অতি ॥
স্বল্প সত্ত্ব, রজ বহু, কতক তামস। দ্বাপরের ধর্ম্ম হর্ষ বিষাদ মানস ॥
তামস অধিক রজোগুণ অতি কম। বিরোধ সকলদিকে কলির ধরম ॥
পণ্ডিত, যুগের ধর্ম্ম জানিয়া অন্তরে। অধর্ম্ম ত্যজিয়া যুগ-ধরম আচরে ॥
কলির অধর্ম্ম নাহি তারে স্পর্শ করে। রঘুপতি পদে ভক্তি যাহার অন্তরে ॥
বিকট কপট, নট কৃত খগরায়। নটের সেবকে মায়া কভু নাহি ছায় ॥

দোঃ হরি মায়া কৃত দোষ গুণ নাহি যায় বিনে হরির ভজন।
ভজ রাম, ত্যজি সব কাম, হেন বিচারিয়া মনেতে আপন ॥ ১০৪ক
সেই কলিকালে বহু বর্ষ অযোধ্যাতে আমি রহিনু খগেশ।
দুর্ভিক্ষ ঘটিলে বিপদের বশে, তবে আমি চলিনু বিদেশ ॥ ১০৪খ

ভূশণ্ডির অভিশাপ :—

চৌঃ—শুনহ খগেশ চলিলাম উজ্জৈন নগরে। দরিদ্র, মলিন, দীন, দুঃখিত অন্তরে ॥
বিগত কতক কাল, পেয়ে কিছু ধন। আরম্ভিনু তথা পুনঃ শম্ভুর ভজন ॥
শিব পূজা করে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ। সর্ব্বক্ষণ অন্য কার্য্য করিয়া বর্জ্জন ॥
জ্ঞাত পরমার্থ সার, পরম সজ্জন। অন্য দেবে নাহি নিন্দে করে শিবার্চ্চন ॥
সেবিলাম তারে আমি কপট হৃদয়। নীতি নিকেতন দ্বিজ, দয়া অতিশয় ॥
বাহ্যিক নম্রতা মোর করি দরশন। পড়ায় আমারে বিপ্র পুত্রের মতন ॥
শিব মন্ত্রে মোরে দীক্ষা দিল দ্বিজবর। শুভ উপদেশ মোরে দিল বহুতর ॥

মন্ত্র জপ করি গিয়ে শিবের মন্দিরে। দম্ভ অহঙ্কার মম অধিক অন্তরে ॥
দোঃ—আমি খল মন্দমতি, নীচজাতী, মোহ বশ মন।
বিষ্ণু দ্রোহ করি, দেখে জ্বলে যাই দ্বিজ হরিজন ॥ ১০৫ক
গুরুনিত্য প্রবোধয় মোরে, দুঃখ পায় দেখি মম আচরণ।
মোর হয় ক্রোধ অতিশয়, নীতি নাহি মানে অভিমানী জন ॥ ১০৫খ
চৌঃ—একবার গুরু মোরে করিয়া আহ্বান। নানা ভাবে বহুনীতি কৈল শিক্ষাদান ॥
শঙ্কর সেবার ফল সুত এই হয়। রামপদে অবিচল ভক্তির উদয় ॥
রামের ভজন করে বিষ্ণু শিব ধাতা। পাপাশয় মানবের পুনঃ কিবা কথা ॥
যাহার চরণে শিব অজ অনুরাগী। তাঁর দ্রোহে সুখ চায় পরম অভাগী ॥
হরির সেবক গুরু কহিল শঙ্করে। শুনিয়া বচন খগ জ্বলিনু অন্তরে ॥
নীচ জাতি আমি বিদ্যা করি অধ্যয়ন। হইলাম দুগ্ধ পানে অহির মতন ॥
কুটিল কুভাগ্য অভিমানী নীচজাতি। গুরুদ্রোহ আচরণ করি দিবারাতি ॥
অতি কৃপাময় গুরু নাহি স্বল্প ক্রোধ। পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দেয় জাগাতে সুবোধ ॥
নীচ বড় হয় যারে করিয়া আশ্রয়। প্রথমেই হঠ করি তারে বিনাশয় ॥
অনল সম্ভব ধূম করহ শ্রবণ। তাহারে নিভায় নভে গিয়ে হয়ে ঘন ॥
ধূলিকণা পথিমধ্যে অনাদরে রয়। সবাকার পদাঘাত অনুক্ষণ সয় ॥
পবনে উড়ায়ে তারে তোলে নভোপরে। নৃপতি মুকুটে পুনঃ নয়নেতে পড়ে ॥
শোন খগপতি হেন বুঝিয়া প্রসঙ্গ। বুধ নাহি করে কভু হীনজন সঙ্গ ॥
পণ্ডিত কোবিদ গান করে হেন নীতি। খল সহ নাহি কর কলহ পিরীতি ॥
উদাসীন খল সনে রহিবে সতত। ত্যজিবে খলের সঙ্গ কুকুরের মত ॥
কপট কুটিল আমি অতি খল মতি। গুরুহিত কহে, মোর নাহি হয় প্রীতি ॥
দোঃ—শঙ্কর মন্দিরে একদিন বসে বসে আমি জপি শিব নাম।
গুরু সমাগত, অভিমানে উঠি তাঁরে নাহি করিনু প্রণাম ॥ ১০৬ক
গুরু দয়াময় নাহি কহে কিছু, হৃদয়েতে নাহি রোষ লেশ।
মহাপাপ গুরু অপমান, সহ্য করিবারে নারিলা মহেশ ॥ ১০৬খ
চৌঃ—উঠিল মন্দির মাঝে ঘোর দৈববাণী। অরে নীচাশয় হতভাগ্য অভিমানি ॥
যদ্যপি গুরুর তব নাহি স্বল্প ক্রোধ। অতীব কৃপালু চিত্ত যথাযথ বোধ ॥
তথাপি দিলাম শাপ শঠ আমি তোরে। নীতির বিরোধ মম অসহ্য অন্তরে ॥
যদি শঠ দণ্ড নাহি করি আমি তোর। নষ্ট ভ্রষ্ট হবে তবে শ্রুতি মার্গ মোর ॥
শঠ নর গুরুসনে যদি ঈর্ষ্যা করে। রৌরব নরক মাঝে কোটি যুগ পড়ে ॥
তির্য্যক্ যোনিতে করে শরীর ধারণ। অযুত জনম সহে অসহ্য পীড়ন ॥
রহিলি বসিয়া অজগরের মতন। সর্প হয়ে জন্ম খল, মলযুত মন ॥
মহাবিটপীর এক কোটরে যাইয়া। অধম অধম রহ দুর্গতি পাইয়া ॥

দোঃ—হাহাকার কৈলা গুরু, শুনি নিদারুণ শিবশাপ।
কম্পিত দেখিয়া মোরে, অতিশয় হৃদয়ে সন্তাপ॥ ১০৭ক
সপ্রেমে প্রণাম করি গুরু শিব সম্মুখেতে করি করজোড়।
বিনয় করিল গদগদ কণ্ঠে সমুঝিয়া ঘোর গতি মোর॥ ১০৭খ
ছঃ—ঈশান নির্ব্বাণ রূপ, বিভু ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী নমি বেদরূপ।
নিগুর্ণ নিরীহ, স্বস্থ, নির্ব্বিকল্প চিদাকাশ নভ-বাসরূপ॥
তুরীয় ওঁকার মূল নিরাকার বাঙ্মনগো অতীত গিরীশ।
করাল, কৃপাল নমি মহাকাল-কাল, গুণাগার জগদীশ॥
গম্ভীর হিমাদ্রি গৌর, কাম কোটি প্রভা শোভাযুক্ত শুভ্র অঙ্গ।
কল্লোলিনী চারু গঙ্গা-মৌলী বাল ইন্দুভালে, কণ্ঠেতে ভুজঙ্গ॥
লসৎ কুণ্ডল, দীর্ঘ শুভ্র নেত্র, স্মেরানন, নীলকণ্ঠ হর।
সিংহচর্ম্মধর, মুণ্ডমাল, ভজি সর্ব্বনাথ কৃপালু শঙ্কর॥
প্রচণ্ড প্রকৃষ্ট অজ, ভানু কোটি প্রভাধর, অখণ্ড পরেশ।
ত্রিতাপ নাশন, শূলপাণি, ভজি ভাবগম্য প্রভু গিরিজেশ॥
নিষ্কল কল্যাণ কল্পঅন্তকারী সন্তানন্দ দাতা ত্রিপুরারি।
চিদানন্দরূপ মোহ অপহারী সুপ্রসন্ন প্রভু মন্মথারি॥
উমানাথ পাদপদ্ম যদবধি নাহি ভজে, ইহ পরলোকে।
নাহি তাপ নাশ, সুখ শান্তি সর্ব্বভূতাবাস দয়া কর মোকে॥
যোগ জপ পূজা নাহি জানি, সদা নমি শম্ভু তোমার চরণে।
জরা জন্ম দুঃখ পুঞ্জ তপ্ত মোরে রক্ষ প্রভু প্রপন্ন স্বজনে॥
শ্লোকঃ—হরি তুষ্টি লাগি রুদ্রাষ্টক এই ব্রাহ্মণ রচিত।
ভক্তিভরে পড়ে নর শিব অতি হন হরষিত॥
দোঃ—শুনি স্তুতি দেখি বিপ্র অনুরাগ সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর।
মন্দিরে হইল নভোবাণী বিপ্র এবে মাগো বর॥ ১০৮ক
প্রসন্ন যদ্যপি প্রভু আমাপরে, দীন জনে স্নেহ।
নিজ পাদপদ্মে ভক্তি পুনঃ অন্য বর মোরে দেহ॥ ১০৮খ
তব মায়া বশে জড় জীব সদা ভ্রমে ভ্রাম্যমান।
ক্রোধ নাহি কর তার পর কৃপা সিন্ধু ভগবান॥ ১০৮গ
দীন দয়াময় শম্ভু, কৃপা কর ইহার উপর।
শাপ অনুগ্রহ হয় যাহে, প্রভু অতি শীঘ্রতর॥ ১০৮ঘ
চৌঃ—ইহার হউক প্রভু পরম কল্যাণ। করহ বিধান সেই করুণা নিধান॥

পরহিত কারী ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি। এবমস্তু বিপ্রবর হল নভোবাণী॥
যদ্যপি করেছে শূদ্র নিদারুণ পাপ। ক্রোধেপুনঃ আমিতারে দিনু অভিশাপ॥
তথাপি সাধুতা তব করি দরশন। করিব ইহারে কৃপা বিশেষ বর্ষণ॥
ক্ষমাশীল যারা নর পর উপকারী। সেই দ্বিজ প্রিয় মোর যেমন খরারি॥
মোর অভিশাপ দ্বিজ ব্যর্থ নাহি হয়। সহস্র জনম এর হইবে নিশ্চয়॥
জন্মিতে মরিতে হয় দুঃসহ বেদন। না ব্যাপিবে স্বল্প দুঃখ ইহারে কখন॥
কোনো জন্মে নাহি লোপ হবে এর জ্ঞান। জানিবে আমার শূদ্র বচন প্রমাণ॥
রঘুপতি পুরে তুমি জনম লভিলা। আমার সেবায় পুনঃ জীবন অর্পিলা॥
পুরীর প্রভাবে পুনঃ অনুগ্রহে মোর। রামভক্তি উপজিবে অন্তরেতে তোর॥
অতি সত্য শুন ভাই আমার বচন। দ্বিজ সেবা ব্রত হরি তোষের কারণ॥
আর কভু করিওনা বিপ্রে অপমান। জানিয়া স্বতন্ত্র প্রভু অনন্ত সমান॥
ইন্দ্রের কুলিশ, মম ত্রিশূল বিশাল। কাল দণ্ড, হরি চক্র অতীব করাল॥
ইহাতেও নাহি হয় যাহার মরণ। বিপ্র রোষ পাবকেতে জ্বলে সেইক্ষণ॥
মনোমাঝে রাখ সদা এ হেন বিচার। জগতে দুর্লভ কিছু না রহিবে আর॥
আর এক অভিনব আশিস আমার। বাধা হীন সদা গতি হইবে তোমার॥

দোঃ—শিবের বচন শুনি, প্রেমে গুরু এবমস্তু বলি।
শম্ভু পদে নমি, মোরে প্রবোধিয়া গৃহে গেল চলি॥ ১০৯ক
কালক্রমে গিয়া বিন্ধ্য গিরি, আমি হইলাম ব্যাল।
অনায়াসে তনু তেয়াগিনু সেই, গেলে কিছু কাল॥ ১০৯খ
ধরি যেই তনু অনায়াসে পুনঃ ছাড়ি হরিযান।
জীর্ণ বস্ত্র ত্যজি যথা নব নর করে পরিধান॥ ১০৯গ
শ্রুতি রীতি রাখে শিব মোর পুনঃ নাহি হয় ক্লেশ।
হেন মতে ধরি নানা তনু, জ্ঞান না যায় খগেশ॥ ১০৯ঘ

চৌঃ—বিহঙ্গাদি দেহ যবে করিনু ধারণ। সেই সেই দেহে করি রামের ভজন॥
এক ব্যথা কভু নাহি হয় বিস্মরণ। গুরুর স্বভাব শীল সুকোমল মন॥
দ্বিজদেহে অবশেষে জন্ম মোর হয়। দেবের দুর্লভ শ্রুতি পুরাণ বর্ণয়॥
শিশুগণ সহ তথা সদা করি খেলা। অভিনয় করি রঘুনায়কের লীলা॥
বড় হলে, পিতা মোরে পড়াইতে চায়। বুঝি শুনি, বিচারিয়া, চিত্ত নাহি ধায়॥
সকল বাসনা মন কৈল বিসর্জ্জন। একমাত্র রামপদে লয়ের কারণ॥
কহহ খগেশ কোন্ মানব অভাগী। গর্দভী সেবিতে চায় সুরধেনু ত্যাগি॥
কিছু নাহি লাগে ভাল, প্রেমমগ্ন মন। হারিল জনক করি করি অধ্যাপন॥
কালবশ যবে হল মম পিতা মাতা। বনে প্রবেশিনু ভজিবারে জনত্রাতা॥
যথা যথা মুনীশ্বর নেহারি কাননে। আশ্রমেতে গিয়া সবে প্রণমি চরণে॥

জিজ্ঞাসি সবারে আমি রামগুণ গাথা। খগনাথ আনন্দেতে শুনি মুনি কথা ॥
ভ্রমি শুনি সদা হরিগুণ অনুবাদ। অব্যাহত গতি কৈল শম্ভুর প্রসাদ ॥
ত্রিবিধ এষণা দৃঢ় ছোটে ধীরে ধীরে। অন্তরে লালসা এক আসে ঘিরে ঘিরে ॥
রামের চরণ পদ্ম যবে নেহারিব। নিজের জনম তবে সার্থক মানিব ॥
যাহারে জিজ্ঞাসা করি সেই মুনি কয়। ঈশ্বর আছেন সদা সর্ব্বভূত ময় ॥
আমার নির্গুণ মত না লাগে সুন্দর। সগুণ ব্রহ্মেতে রত অধিক অন্তর ॥

দোঃ—গুরুর বচন স্মরি, রাম পাদ পদ্মে মম চিত্ত মন লাগে।
ভ্রমি গাহি রামযশ, ক্ষণে ক্ষণে চিত্ত ভরে নব নব রাগে ॥ ১১০ক
মেরু শিখরের বটচ্ছায়ে মুনি লোমশ আসীন।
দেখি শির নোয়াইয়া কহি বাক্য, অতিশয় দীন ॥ ১১০খ
বিনীত বচন শুনি মম, মুনি কৃপাময়, শোন খগরাজ।
সাদরে জিজ্ঞাসে মোরে, কহ দ্বিজবর হেথা কিবা তব কাজ ॥ ১১০গ
তখন কহিনু আমি, কৃপানিধি সর্ব্বজ্ঞ সুজান।
সগুণ ব্রহ্মের আরাধনা মোরে কহ ভগবান ॥ ১১০ঘ

চৌঃ—রঘুপতি গুণ গাথা মুনীশ তখন। সমাদরে খগনাথ করিল কীর্ত্তন ॥
ব্রহ্মজ্ঞানরত তবে মুনীশ বিজ্ঞানী। হৃদয়ে আমারে শ্রেষ্ঠ অধিকারী জানি ॥
করিতে লাগিল পুনঃ ব্রহ্ম উপদেশ। অদ্বৈত অগুণ অজ সর্ব্ব হৃদয়েশ ॥
অকল অনীহ পুনঃ অনাম অরূপ। যোগী অনুভবগম্য, অখণ্ড অনুপ ॥
ইন্দ্রিয় অতীত, মলহীন, অবিনাশী। বিকার রহিত, নিরবধি, সুখরাশি ॥
সেই তুমি, তাতে তোতে নাহি কোন ভেদ। সাগর লহরী সম গাহে সব বেদ ॥
নানা ভাবে মুনিবর বুঝায় আমারে। নির্গুণ ভাবনা মোর না আসে বিচারে ॥
পুনঃ কহিলাম আমি রাখি পদে শীষ। সগুণ সাধন মোরে কহহ মুনীশ ॥
রামভক্তি জল, মম মন তাহে মীন। কেমনে পৃথক করি মুনীশ প্রবীণ ॥
সেই উপদেশ মোরে কহ দয়া করি। রঘুনাথে যাতে নিজ নয়নে নেহারি ॥
নয়ন ভরিয়া বিলোকিয়া অবধেশ। শুনিব পশ্চাতে নির্গুণের উপদেশ ॥
মুনি পুনঃ কহি কথা অনেক অনুপ। সগুণ খণ্ডিয়া স্থাপে অগুণ অরূপ ॥
নির্গুণ মতের তবে করিয়া খণ্ডন। বহু হঠ্ করি কৈনু সগুণ স্থাপন ॥
মুনিসনে বাক্ যুদ্ধ করিনু যখন। মুনির শরীরে দেখি ক্রোধের লক্ষণ ॥
শুনপ্রভু অতিশয় অবজ্ঞাত হলে। জ্ঞানীর হৃদয় তবে ক্রোধানলে জ্বলে ॥
কেহ যদি করে অতিশয় সঙ্ঘর্ষণ। অনল প্রকট তবে করয় চন্দন ॥

দোঃ—ক্রোধ করি পুনঃ পুনঃ নিরূপণ করে মুনি জ্ঞান।
নিজ মনে বসি তবে করি আমি নানা অনুমান ॥ ১১১ক
দ্বৈতবুদ্ধি বিনা নাহি হয় ক্রোধ, দ্বৈত নহে বিহীন অজ্ঞান।
মায়াবশ, পরিচ্ছিন্ন জড় জীব, নহে কভু ঈশ্বর সমান ॥ ১১১খ

চৌঃ—পরহিতব্রতী কভু দুঃখ নাহি পায়। স্পর্শমণি হাতে যার, দারিদ্র্য কোথায় ॥
নিষ্কলঙ্ক নাহি রহে কভু কামীজন। পরদ্রোহী নাহি হয় নিঃশঙ্ক কখন ॥
দ্বিজ দ্রোহে বংশ রক্ষা হয় কি কখন ? কর্ম্ম কিবা রহে, জ্ঞাত স্বরূপ যখন ॥
খলের সঙ্গেতে কভু সুমতি কি হয়। পরনারী গামী নাহি সুগতি লভয় ॥
রাজনীতি বিনে রাজা রক্ষা নাহি হয়। হরি লীলা বাখানিলে পাপ নাহি রয় ॥
পরমার্থ বেত্তা কভু ভবে নাহি পড়ে। সুখী নাহি হয় যেবা পরনিন্দা করে ॥
পুণ্যবিনে নাহি হয় পবিত্র সুযশ। বিনা পাপে কেহ নাহি পায় অপযশ ॥
লাভ কিছু নাহি আছে হরি ভক্তি সম। পুরাণাদি, সন্ত শ্রুতি কহে অনুপম ॥
হানি কিবা আছে ভবে ইহা সম ভাই। রাম নাহি ভজে যদি নর তনু পাই ॥
পাপ কিছু নাহি আছে ক্রোধের সমান। ধর্ম্ম নাহি অন্য, দয়া সম হরিযান ॥
এই ভাবে নানা যুক্তি মনে মনে গণি। মুনি উপদেশ নাহি সমাদরে শুনি ॥
সগুণের পক্ষ পুনঃ করিনু স্থাপন। তখন বলিল মুনি সকোপ বচন ॥
মহা শিক্ষা দেই মূঢ় মনে নাহি মান। উত্তর সহিত প্রতি উত্তরাদি আন ॥
সত্যবাক্য কহি, নাহি করহ প্রত্যয়। বায়সের সম তুমি সবে কর ভয় ॥
কপট সপক্ষ তব হৃদয় বিশাল। সত্বর হইবে তুমি বিহঙ্গ চণ্ডাল ॥
অভিশাপ দিল, আমি শিরোধার্য্য করি। দীনতা নাহিক চিতে কিছু নাহি ডরি ॥

দোঃ—সত্বর হইনু কাক, মুনিপদে শির নত করি।
রাম রঘুমণি স্মরি আনন্দেতে চলিলাম উড়ি ॥ ১১২ক
রাম পদ রত যেই জন উমা, নাহি যার কামমদ ক্রোধ।
নিজ প্রভুময় দেখে ত্রিজগৎ, কারো সনে না করি বিরোধ ॥ ১১২খ

চৌঃ—শুনহ খগেশ নাহি ঋষির দূষণ। হৃদয়ে প্রেরক রঘুবংশ বিভূষণ ॥
কৃপাসিন্ধু মুনিমতি রাখি করি ভোর। প্রেমের পরীক্ষা প্রভু লইলেন মোর ॥
কায়মনোবাক্যে মোরে নিজ জন জানি। ভগবান মুনিমতি ফিরাল তখনি ॥
অতি সুশীলতা মোর করি দরশন। শ্রীরাম চরণে হেরি বিশ্বাস পরম ॥
পুনঃ পুনঃ অনুতাপ, বিস্ময় অন্তরে। ডাকিয়া লইল মুনি মোরে সমাদরে ॥
নানা ভাবে পরিতোষ আমার করিল। আনন্দিত তবে মোরে রামমন্ত্র দিল ॥
করিতে বালকরূপী শ্রীরামের ধ্যান। উপদেশ কৈলা মুনি করুণা নিধান ॥
সুন্দর সুখদ মোর ভাল লাগে অতি। যাহা শুনাইনু তোমা প্রথমে সম্প্রতি ॥
কিছু কাল তথা মুনি আমারে রাখিল। শ্রীরাম চরিত্র মোরে সব শুনাইল ॥
সাদরে সকল কথা করায়ে শ্রবণ। পুনশ্চ বলিল মুনি সুন্দর বচন ॥
শ্রীরাম চরিত সর গুপ্ত সুশোভন। শম্ভুর প্রসাদে আমি পাইনু তখন ॥
তোমারে রামের ভক্ত জানি নিজ জন। করিনু সকল তত্ত্ব সাদরে বর্ণন ॥
রাম ভক্তি নাহি তাত হৃদয়ে যাহার। কভু না কহিবে কথা সম্মুখে তাহার ॥
নানাভাবে বুঝাইল মোরে মুনিধীর। ভক্তিভরে মুনিপদে নোয়াইনু শির ॥

নিজ কর কমলেতে স্পর্শি মম শীষ। হৃষ্ট চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিল মুনীশ ॥
রাম ভক্তি অবিচল তোমার অন্তরে। আমার প্রসাদে স্থির রবে চিরতরে ॥

দোঃ—সদা রাম প্রিয় হবে শুভগুণ ভবন অমান।
স্বেচ্ছায় মরণ, কামরূপ, জ্ঞান বিজ্ঞান নিধান ॥ ১১৩ক
যে আশ্রমে বসি তুমি ভগবানে করিবে স্মরণ।
অবিদ্যা প্রভাব তথা নাহি রবে ব্যাপিয়া যোজন ॥ ১১৩খ

চৌঃ—কালকর্ম্ম গুণদোষ পুনশ্চ স্বভাব। তোমার উপরে নাহি করিবে প্রভাব ॥
শ্রীরাম লীলার যত রহস্য ললিত। গুপ্ত কিম্বা ইতিহাস পুরাণে বর্ণিত ॥
অনায়াসে সব তুমি হইবে বিদিত। রাম পদে নব স্নেহ হবে নিত নিত ॥
মনের মধ্যেতে তুমি যে ইচ্ছা করিবে। হরির ইচ্ছায় নাহি দুর্লভ রহিবে ॥
মুনির আশিষ শুনি শোন মতি ধীর। ব্রহ্মবাণী আকাশেতে হইল গম্ভীর ॥
যে কহিলে সত্য হোক্ বাক্য মুনি জ্ঞানী। এজন আমার ভক্ত কর্ম্ম মনোবাণী ॥
নভোবাণী শুনি মম হরষ হইল। প্রেমেতে মগন সব সংশয় মিটিল ॥
করিয়া বিনতি মুনি আশিস পাইয়া। পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ শির নোয়াইয়া ॥
আনন্দিত চিতে এই আশ্রমে আইনু। প্রভুর প্রসাদে বর দুর্লভ পাইনু ॥
এখানে করিয়া বাস শুন খগ ঈশ। অতীত হইল কল্প সপ্তাধিক বিশ ॥
সদা বসি করি রঘুপতি গুণ গান। সমাদরে শোনে সব খগ বুদ্ধিমান ॥
যখন অযোধ্যাপুরে প্রভু রঘুবীর। ভক্ত হিত লাগি ধরে মনুজ শরীর ॥
তখন তখন রহি রামপুরে যাই। শিশুলীলা বিলোকিয়া মহাসুখ পাই ॥
হৃদয়ে রাখিয়া পুনঃ রাম শিশুরূপ। এ আশ্রমে ফিরে আসিলাম খগভূপ ॥
তোমারে সকল কথা করানু শ্রবণ। বায়স শরীর মোর হল যে কারণ ॥
উত্তর করিনু সব জিজ্ঞাসা তোমার। শ্রীরাম ভক্তির অতি মহিমা অপার ॥

দোঃ—তাহাতে এ দেহ প্রিয়, যাহে হল রামপদে স্নেহ।
পাইনু প্রভুর দেখা, মিটে গেল সকল সন্দেহ ॥ ১১৪ক
ভক্তি পক্ষে রহি হঠ করি, দিলা মহাঋষি শাপ।
মুনির দুর্লভ বর পাই, দেখ ভজন প্রতাপ ॥ ১১৪খ

জ্ঞান দীপক

চৌঃ—ভক্তিকে জানিয়া হেন যেবা পরিহরে। শুদ্ধ জ্ঞান হেতু অতি পরিশ্রম করে ॥
সেই মূর্খ কামধেনু গৃহেতে ত্যজিয়া। দুগ্ধ লাগি ফেরে বৃথা আকন্দ খুজিয়া ॥
শুনহ খগেশ হরি ভক্তি ত্যজি জন। অন্য ভাবে করে যেই সুখ অন্বেষণ ॥
সেই মহামূর্খ চায় তরণী বিহনে। পার হতে মহাসিন্ধু হাটিয়া চরণে ॥
কাক ভূশণ্ডির বাক্য শুনিয়া ভবানি। আনন্দে গরুড় কহে মৃদুমন্দ বাণী ॥
তোমার প্রসাদে প্রভু আমার হৃদয়। মুক্ত শোক মোহ ভ্রম সকল সংশয় ॥
শুনিনু পবিত্র রঘুপতি গুণগ্রাম। তোমার কৃপাতে আমি লভিনু বিশ্রাম ॥

একবথা পুনঃ প্রভু জিজ্ঞাসি তোমারে। কৃপানিধি বুঝাইয়া কহহ আমারে ॥
কহে সন্ত মুনি বেদ বিবিধ পুরাণ। দুর্লভ নাহিক কিছু জ্ঞানের সমান ॥
সেই জ্ঞান কহে মুনি তব সন্নিধান। নাহি আদরিলা জ্ঞান ভক্তির সমান ॥
জ্ঞানেতে ভক্তিতে প্রভু কিবা ব্যবধান। কহহ সকল মোরে করুণা নিধান ॥
উরগারি বাক্য শুনি আনন্দিত মন। চতুর ভূশণ্ডি তবে কহিল বচন ॥
জ্ঞান ভক্তি মাঝে নাহি কিছুমাত্র ভেদ। উভয়ে হরিতে পারে ভব ভব খেদ ॥
মুনীশ্বরগণনাথ যে কহে অন্তর। সাবধানে সংক্ষেপেতে শোন খগবর ॥
জ্ঞান যোগ আদি আর বিরাগ বিজ্ঞান। সকল পুরুষোচিত শোন হরিযান ॥
প্রতাপে পুরুষ সব ভাবেতে প্রবল। সহজ অজ্ঞান জাতি অবলা অবল ॥

দোঃ—রমণী ত্যজিতে পারে নর, যেবা বিষয়েতে বিরক্ত সুধীর।
বিষয় বিবশ কামী নাহি পারে, যেবা নাহি ভজে রঘুবীর ॥ ১১৫ক
জ্ঞানের নিধান সেও মুনি, বিধুমুখ হেরি মৃগনয়নীর।
কামেতে বিকল হরিযান, বিষ্ণুমায়া নারী মূর্ত্তি অবনীর ॥ ১১৫খ

চৌঃ—এ বিষয়ে পক্ষপাত কিছু রাখি নাই। পুরাণ সজ্জন সন্ত বেদ মত গাই ॥
নারী মুগ্ধ নাহি হয় দেখি নারী রূপ। শোন পন্নগারি এই সুনীতি অনুপ ॥
মায়া আর ভক্তি দুই করহ শ্রবণ। নারীবর্গ বলি জানে ভবে সর্ব্বজন ॥
রঘুনন্দনের পুনঃ ভকতি পিয়ারী। মায়া তাঁর আজ্ঞাধীন নর্ত্তকী বিচারি ॥
ভক্তির উপরে অনুকূল রঘুরায়। তাহাতে তাহারে মায়া হৃদয়ে ডরায় ॥
নিরুপম নিরুপাধি রামভক্তি যার। অবাধে বসতি করে মানস আগার ॥
তাহারে বিলোকি মায়া সঙ্কুচিত অতি। প্রভুতা করিতে কিছু নাহিক শকতি ॥
হেন বিচারিয়া যত জ্ঞানী মুনিবর। সর্ব্ব সুখদাত্রী ভক্তি যাচে নিরন্তর ॥

দোঃ—শ্রীরাম রহস্য এই, শীঘ্র করি কেহ নাহি জানে।
রামের কৃপাতে জানে যেই, মোহ না ছোয় স্বপনে ॥ ১১৬ক
জ্ঞান ভক্তি দোঁহাকার ভেদ অন্য শুনহ প্রবীণ।
যাহা শুনি রামপদে অবিরল প্রেমে রহে লীন ॥ ১১৬খ

চৌঃ—অকথ্য কাহিনী তাত করহ শ্রবণ। বোধগম্য হয় কিন্তু না হয় বর্ণন ॥
ঈশ্বরের অংশ জীব সদা অবিনাশী। চেতন, অমল স্বভাবতঃ সুখরাশি ॥
মায়ার অধীন সেই হয়ে খগরায়। বদ্ধ হল স্বতঃ তোতা মর্কটের ন্যায় ॥
জড় চেতনেতে সৃষ্টি হইল বন্ধন। যদ্যপি অসত্য, নাহি সহজে মোচন ॥
সংসারী হইল জীব তখন হইতে। গ্রন্থি নাহি ছুটে সুখ নাহি পায় চিতে ॥
শ্রুতি পুরাণাদি বহু কহিল উপায়। নাহি ছোটে, দিন দিন পুনঃ বৃদ্ধি পায় ॥
জীবের হৃদয়ে ঘন মোহ তম রয়। ছুটিবে কেমনে গ্রন্থি লক্ষ্য নাহি হয় ॥
হেন সুসংযোগ ঈশ করিলে কখন। মোহ গ্রন্থি ছিন্ন হয় তবে কদাচন ॥
সুরভি সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা যদি মনোহর। হরির কৃপায় করে হৃদয়েতে ঘর ॥

জপ তপ ব্রত যম নিয়ম অপার। শ্রুতি যাহা কহে শুভ ধর্ম্মের আচার ॥
হরিত তৃণের সম, ধেনু যদি খায়। ভাব শিশু বৎস গাভী পাইয়া পানায় ॥
নিবৃত্তি রজ্জুতে বাঁধি বিশ্বাস ভাজনে। আহীর আপনাধীন সুনির্ম্মল মনে ॥
পর ধর্ম্ম ময় দুগ্ধ করিয়া দোহন। অকাম অনলে করি ঘন আবর্ত্তন ॥
সন্তোষ পবনে আর ক্ষমাতে জুড়ায়। ধৃতি সম সাঁচা দিয়ে দধি সে জমায় ॥
আনন্দে মন্থন করে, দণ্ড সুবিচার। সত্য মিষ্ট কথা রজ্জু, দম সু আধার ॥
মন্থনে লভিয়া নবনীত অনুপম। বিমল বিরাগরূপী পবিত্র পরম ॥

দোঃ—জ্বালিয়া যোগের অগ্নি, শুভাশুভ কর্ম্ম সমর্পিয়ে।
বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান ঘৃত করি, মল মমতা নাশিয়ে ॥ ১১৭ক
বিজ্ঞান রূপিণী বুদ্ধি অতিশয় শুদ্ধ ঘৃত দিয়ে।
চিত্ত দীপ ভরি ধরে নমতার দেউটি রচিয়ে ॥ ১১৭খ

দশা ত্রয় তিন গুণ কার্পাস হইতে। তুরীয় তুলার বাতি লাগাইয়া তাতে ॥ ১১৭গ

সোঃ—উজ্জ্বল বিজ্ঞান আলো এইভাবে কৈলে প্রজ্বলিত।
মদাদি শলভ সব জ্বলে, পার্শ্বে হলে উপনীত ॥ ১১৭ঘ

চৌঃ— সে-ই আমি এই বৃত্তি চিত্তের অখণ্ড। দীপ শিখা প্রদীপের পরম প্রচণ্ড ॥
আত্ম অনুভব সুখ হয় সুপ্রকাশ। তবে হয় ভব মূল ভেদ ভ্রম নাশ ॥
প্রবল অবিদ্যা সহ নিজ পরিবার। মোহ আদি অন্ধকার মিটয় অপার ॥
তবে সেই বুদ্ধি জ্ঞান আলোক পাইয়া। গ্রন্থি মুক্ত করে হৃদি মন্দিরে বসিয়া ॥
গ্রন্থি ছাড়াইতে হয় যেজন সমর্থ। সেই জীব হয় এই সংসারে কৃতার্থ ॥
ছাড়াইছে গ্রন্থি ইহা জানি খগরায়। অবিদ্যা তখন বিঘ্ন অনেক বাড়ায় ॥
ঋদ্ধি, সিদ্ধি বহু ভাই করিয়া প্রেরণ। বুদ্ধিরে আসিয়া করে লোভ প্রদর্শন ॥
কৌশলে বলেতে ছলে যাইয়া সমীপ। অঞ্চল পবন দিয়া নিভায় প্রদীপ ॥
পরম চতুর পুনঃ বুদ্ধি যার হয়। অপকারী জানি তার পানে নাহি চায় ॥
সেই বিঘ্নে বুদ্ধি নাশ নাহি হয় যার। সুরগণ করে তবে নানা অত্যাচার ॥
ইন্দ্রিয়ের দ্বার মনে জানালা অপার। যথা তথা ব'সে দেব করি অধিকার ॥
বিষয় বাতাসে তারা আসিতে দেখিয়া। জোর করি দেয় সব কবাট খুলিয়া ॥
হৃদয় আগারে যবে আসে প্রভঞ্জন। তবে বিঘ্ন করে জ্ঞান দীপ নির্ব্বাপন ॥
গ্রন্থি নাহি ছোটে দূর হয় সুপ্রকাশ। বিকল করয় বুদ্ধি বিষয় বাতাস ॥
জ্ঞান ভাল নাহি বাসে ইন্দ্রিয়-দেবতা। বিষয় ভোগের পরে সদাই মমতা ॥
বিষয় সমীর বুদ্ধি করে যবে ভোর। জ্ঞান দীপকের আর কে করে আদর ॥

দোঃ—তবে পুনঃ জীব পায় নানাবিধ সংসৃতির ক্লেশ।
দুরত্যয়া হরি মায়া, ত্বরা নাহি যায় বিহগেশ ॥ ১১৮ক
কহিতে কঠিন, বুঝিবারে সুকঠিন, ক্লেশ সাধনে বিবেক।
ঘুণাক্ষর ন্যায়ে যদি কভু হয়, বিঘ্ন তবে তাহাতে অনেক ॥ ১১৮খ

চৌঃ—জ্ঞানপথ তীক্ষ্ণ যেন কৃপাণের ধার। বিলম্ব নাহিক হয় পতনে আবার॥
নির্বিঘ্নে যদিবা কেহ পথ হয় পার। কৈবল্য পরম পদ লাভ হয় তার॥
কৈবল্য পরম পদ অতীব দুর্লভ। পুরাণ আগম কহে শ্রুতি সন্ত সব॥
ভজিলে শ্রীরাম, প্রভু সেই মুক্তি ধন। না চাহিতে জোর করি করে আগমন॥
স্থল বিনা জল যথা থাকিতে না পারে। করিলে কোটিক যত্ন বিবিধ প্রকারে॥
তথা মোক্ষ সুখ, কর খগেশ শ্রবণ। রহিতে না পারে বিনা হরি ভক্তি ধন॥
হরি ভক্ত সুচতুর জানিয়া অন্তরে। মুক্তি অনাদর করি ভক্তি লোভ করে॥
ভকতি করয় বিনা যতন প্রয়াস। সংসৃতির মূল ঘোর অবিদ্যা বিনাশ॥
তৃপ্তির লাগিয়া যথা করিলে ভোজন। জঠরাগ্নি জীর্ণ করে আহার্য্য যেমন॥
সুখদ সুগম হরি ভকতি তেমন। ভাল নাহি লাগে হেন মূর্খ কোন জন॥

দোঃ—সেব্য সেবকের ভাব বিনা ভবে ত্রাণ নাহি হয় উরগারি।
ভক্তিভরে ভজ রাম পাদ পদ্ম, এই শুভ সিদ্ধান্ত বিচারি॥ ১১৯ক

চেতনে করয় জড়, জড়ে পুনঃ করয় চেতন।
এহেন সমর্থ রামে ভজে, ভবে কৃতার্থ সেজন॥ ১১৯খ

চৌঃ—জ্ঞানের সিদ্ধান্ত সব করিনু বর্ণন। ভক্তিমণি সুমহিমা করহ শ্রবণ॥
শ্রীরাম ভকতি চিন্তামণি মনোহর। নিবসে গরুড় যার হৃদয় ভিতর॥
পরম প্রকাশরূপ সারাদিন রাতি। কোনো কিছু নাহি চাই দিয়া ঘৃত বাতি॥
মোহরূপী দরিদ্রতা কাছে নাহি যায়। লোভ প্রভঞ্জন তারে কভু না নিভায়॥
অচল অবিদ্যা তম সকল সংহারে। মদাদি শলভ সব মনে মনে হারে॥
খল কাম আদি কেহ না আসে নিয়রে। ভক্তিমণি বিরাজিত যাহার অন্তরে॥
গরল অমৃত সম, শত্রু মিত্র হয়। সেই মণি বিনা কেহ সুখ না লভয়॥
মানস রোগাদি নাহি ব্যাপে ভয়ঙ্কর। যার বশে জীব সব দুঃখী নিরন্তর॥
রামভক্তি মণি রাজে হৃদয়ে যাহার। দুঃখ লবলেশ নাই স্বপনে তাহার॥
চতুরের শিরোমণি জগতে তাহারা। ভক্তিমণি লাগি যত্ন করয় যাহারা॥
যদ্যপি প্রকট সেই মণি এ ভুবনে। কেহ নাহি পায় রামকরুণা বিহনে॥
সুগম উপায় ইহা লাভ করিবার। অভাগ্য তথাপি করে দূরে পরিহার॥
নিগম পুরাণ অতি পাবন ভূধর। রামকথা তাহে নানা রুচির আকর॥
মরমীসজ্জন নিয়ে কোদাল সুমতি। বিরাগ বিজ্ঞান নেত্রে হেরি খগপতি॥
প্রেমের সহিত খোদে যে সব পরাণী। ভক্তিমণি পায় তারা সর্বসুখ খনি॥
আমার মনেতে প্রভু এহেন বিশ্বাস। রাম হতে সমধিক শ্রীরামের দাস॥
রাম মহা সিন্ধু, মেঘ সজ্জন সুধীর। চন্দন বিটপী হরি, সজ্জন সমীর॥
সবাকার লক্ষ্য হরি ভক্তি মনোহর। সজ্জনের কৃপা বিনে নাহি পায় নর॥
হেন বিচারিয়া যেবা করে সৎ সঙ্গ। রামভক্তি হয় তার সুলভ বিহঙ্গ॥

দোঃ—বেদ পয়োনিধি, সন্ত সুর, জ্ঞান ভূধর মন্দার।
মথি তোলে রামকথা সুধা, ভক্তি মধুরতা যার॥ ১২০ক
বৈরাগ্যের চর্ম্ম, জ্ঞান অসি, নিয়া লোভ মোহ আদি রিপু মারি।
হরিভক্তিরূপী জয় লাভ করে নর, দেখ খগেশ বিচারি॥ ১২০খ

গরুড়ের সপ্ত প্রশ্ন ও ভুশণ্ডির উত্তর।

দোঃ—প্রেমের সহিত পুনঃ কহে খগরায়। কৃপাময় ভাল যদি বাসহ আমায়॥
হে নাথ আমাকে নিজ সেবক জানিয়া। সপ্ত প্রাশ্নোত্তর মম দেও বিস্তারিয়া॥
প্রথমেই কহ প্রভু মোরে মতি ধীর। সকল হইতে কোন্ দুর্ল্লভ শরীর॥
সব চেয়ে বড় দুঃখ, সুখ কোন্ ভারী। সংক্ষেপে সকল মোরে কহহ বিচারি॥
সাধু অসাধুর ভেদ আছ সুবিদিত। সহজ স্বভাব কর দোঁহার বিবৃত॥
কোন্ পুণ্য শ্রুতি কহে অতি সুবিশাল। কোন্ পাপ কহ হয় পরম করাল॥
মনোরোগ বিবরিয়া কহ সমুদয়। সর্ব্ববেত্তা তুমি প্রভু অতি কৃপাময়॥
শুনহ সাদরে তাত করি অতি প্রীতি। সংক্ষেপেতে বিবরিব আমি সব নীতি॥
নর তনু সম নহে অন্য কলেবর। আকাঙ্ক্ষা করয় যাহা জীব চরাচর॥
স্বরগ নরক অপবর্গের সোপান। ভকতি বিরাগ জ্ঞান সুখ করে দান॥
হরি নাহি ভজে যেবা নর তনু পেয়ে। রহে রত মন্দ হতে সুমন্দ বিষয়ে॥
সমাদরে কাচ কণা হস্তেতে লইয়া। স্পর্শ মণি ফেলে দেয় অবজ্ঞা করিয়া॥
দারিদ্র্য সমান দুঃখ ভবে আর নাই। সজ্জন মিলন সম সুখ কোথা পাই॥
কায় মনোবাক্যে করে পর উপকার। সহজ স্বভাব খগ সজ্জন সবার॥
সজ্জন সহয় দুঃখ পরহিত লাগি। পর-দুঃখ-হেতু হয় অসন্ত অভাগী॥
ভূর্জ্জ তরু সম হয় সজ্জন কৃপাল। পরহিত লাগি সহে বিপত্তি বিশাল॥
শন সম খল, পরে বন্ধন করায়। ছাল ছাড়াইয়া নিজে কষ্টে মরে যায়॥
বিনা প্রয়োজনে খল পর অপকারী। ভুজঙ্গ মুষিক সম শোন উরগারি॥
পরের সম্পত্তি নাশি নিজে নাশ পায়। শস্য নষ্ট করি যথা উপল মিলায়॥
দুষ্টের উদয় ভবে অমঙ্গল হেতু। যেমন উঠিলে খ্যাত নীচ গ্রহ কেতু॥
সন্তের উদয় হয় সদা সুখকারী। বিশ্বে সুখ দেয় যথা সুধাংশু, তমারি॥
শ্রুতিতে অহিংসা জ্ঞাত পরম ধরম। পাপ নাই ভারী আর পরনিন্দা সম॥
হর গুরু নিন্দাকারী ভেকদেহ ধরে। সহস্র জনম কাটে সেই কলেবরে॥
দ্বিজ নিন্দাকারী বহু নরক ভুঞ্জিয়া। জন্মে ভবে পুনঃ কাক শরীর পাইয়া॥
সুর, শ্রুতি নিন্দা করে যেই অভিমানী। রৌরব নরকে ঘোর পড়ে সেই প্রাণী॥
পেচক হইয়া জন্মে সন্ত নিন্দা রত। মোহ নিশা প্রিয় যার জ্ঞান ভানু গত॥
সবাকার নিন্দা যেই মহামূর্খ করে। চামচিকা হয়ে সেই ভবে তনু ধরে॥
এখন মানস রোগ করহ শ্রবণ। যাহা হতে দুঃখ পায় ভবে সর্ব্বজন॥
সকল ব্যাধির মোহ এক আদি মূল। যাহা হতে উপজয় পুনঃ বহু শূল॥

কাম বাত, কফ রোগ লালসা অপার। ক্রোধ পিত্ত, নিত্য বক্ষ করে ছারখার ॥
তিন পরস্পর প্রীতি করে যদি ভাই। তার উপজয় সন্নিপাত দুঃখদায়ী ॥
বিবিধ দুর্গম অতি বিষয় বাসনা। শূলরোগ, তার নাম শতেক অজানা ॥
মমত্বাভিমান দদ্রু, ঈর্ষা কণ্ডু ভোগ। হরষ বিষাদ নানাবিধ গলরোগ ॥
পরসুখ দেখে জ্বলে তার নাম ক্ষয়। মনের দুষ্টতা কুটিলতা কুষ্ঠ হয় ॥
অহঙ্কার দুঃখদায়ী উদর আধ্বান। স্নায়ুরোগ দম্ভ ছল আর মদ মান ॥
তৃষ্ণা হয় অতি ভারী উদরী ব্যারাম। ত্রিবিধ এষণা নব কম্পজ্বর নাম ॥
দুপ্রকার জ্বর মাৎসর্য্য অবিবেক। কত আর বরণিব কুরোগ অনেক ॥

দোঃ—এক ব্যাধি বশ মরে নর তাতে বহুবিধ ব্যাধি।
সতত জ্বালায় জীব কোন্‌মতে লভিবে সমাধি ॥ ১২১ক
নিয়ম আচার ধর্ম্ম, তপ জ্ঞান যজ্ঞ জপ দান।
কোটি ঔষধেতে পুনঃ রোগ নাহি যায় হরিযান ॥ ১২১খ

চৌঃ--জগতে সকল জীব এই ভাবে রোগী। শোক হর্ষ ভয় প্রীতি বিবশ বিরাগী ॥
মানস ব্যারাম কিছু করিনু কীর্ত্তন। ভুঞ্জে সবে, লক্ষ্য করে অতি অল্প জন ॥
জানিলে কতক ক্ষয় হয় ব্যাধী পাপী। নির্ম্মূল না হয় সদা জন পরিতাপী ॥
বিষয় কুপথ্য পেয়ে রোগ বৃদ্ধি পায়। মুনির হৃদয়ে, নর অভাগা কোথায় ॥
রামের কৃপায় নাশ হয় সব রোগ। এই ভাবে ঘটে কভু যদ্যপি সংযোগ ॥
সদ্‌গুরু সুবৈদ্য, তাঁর বচনে বিশ্বাস। সংযম সাধিলে ছাড়ি বিষয়ের আশ ॥
রঘুপতি পদে ভক্তি সঞ্জীবন মূল। শ্রদ্ধা অনুপান তাহে অতি অনুকূল ॥
এইভাবে ভাল মতে রোগ হয় নাশ। অন্যথা যতনে কোটি না হয় বিনাশ ॥
জেনো মন নিরাময় হইল তখন। বৈরাগ্যের বল হৃদে অধিক যখন ॥
শুভবুদ্ধি ক্ষুধা বাড়ে প্রত্যহ নবীন। বিষয়ের আশা দুর্ব্বলতা হয় ক্ষীণ ॥
সিনান করিলে জ্ঞান সলিল পাইয়া। রামভক্তি রহে তবে হৃদয় ছাইয়া ॥
শিব অজ শুক আদি সনক নারদ। ব্রহ্মবিচারেতে যত মুনি বিশারদ ॥
সবাকার খগনাথ এই স্থির মত। রামপাদপদ্মে স্নেহ করিবে সতত ॥
নিগম পুরাণ ধর্ম্ম শাস্ত্র সব কয়। রঘুপতি ভক্তি বিনা সুখ নাহি হয় ॥
কমঠের পৃষ্ঠে বরং রোমের উদ্গম। বন্ধ্যা সুত কাহাকেও করিবে নিধন ॥
আকাশে ফুটিতে পারে বহু বিধ ফুল। জীবসুখী নহে কভু হরি প্রতিকূল ॥
তৃষ্ণা যায় বরং মৃগতৃষ্ণিকার জলে। শৃঙ্গোদ্গম হতে পারে শশকের ভালে ॥
অন্ধকার ভাস্করেরে করিবে বিনাশ। রাম বিমুখের কভু নাহি সুখ আশ ॥
বরফ হইতে অগ্নি প্রকট হইবে। শ্রীরাম বিমুখ সুখ কভু না লভিবে ॥

দোঃ—মথিয়া বালুকা তৈল ; ঘৃত বরং পাবে মথি জল।
নাহি ত্রাণ হরি ভক্তি বিনা এই সিদ্ধান্ত অটল ॥ ১২২ক

মশকে বিরিঞ্চি করে, অজে করে মশকের হীন।
হেন বিচারিয়া, ত্যজি শঙ্কা ; রাম ভজহ প্রবীণ॥ ১২২খ
সত্য সত্য কহি খগ মম বাক্য মিথ্যা নাহি হয়।
যেজন ভজয় হরি, ভবে তরে নাহিক সংশয়॥ ১২২গ

চৌঃ—কহিলাম নাথ হরি চরিত অনুপ। সংক্ষেপে, বিস্তারে নিজ মতি অনুরূপ॥
শ্রুতির সিদ্ধান্ত এই শোন উরগারি। ভজ রাম সব কাম আদি পরিহরি॥
রঘুপতি ত্যজি সেবা করিব কাহার। আমা হেন শঠ পরে মমতা যাঁহার॥
বিজ্ঞান স্বরূপ তুমি, মোহ মুক্ত মন। করিলে আমার পরে স্নেহ প্রদর্শন॥
জিজ্ঞাসিলে রামকথা পরম পাবন। শঙ্কর সনক শুক মন বিমোহন॥
সজ্জনের সঙ্গ অতি দুর্ল্লভ সংসারে। হয় যদি দণ্ড পল, জীব ভবে তরে॥
দেখহ গরুড় তব হৃদয়ে বিচারি। আমি রঘুবীর ভজনের অধিকারী॥
শকুন অধম সব ভাবে অপাবন। প্রভু মোরে কৈল জগ বিখ্যাত পাবন॥

দোঃ—যদ্যপি অতীব হীন আজ মোরে কৃতার্থ করিল।
নিজ জন জানি রাম, সজ্জনের সঙ্গ মোরে দিল॥ ১২৩ক
যথা মতি কহিলাম কিছু নাহি করিনু গোপন।
রঘুনাথ লীলাসিন্ধু অন্ত কেহ না পাবে কখন॥ ১২৩খ

চৌঃ—রামের বিবিধ গুণ স্মরিয়া স্মরিরা। পুনঃ পুনঃ হরষিত ভূশণ্ডির হিয়া॥
নিগম মহিমা যার নেতি নেতি গায়। প্রতাপ, মহিমা, শক্তি অন্ত নাহি পায়॥
শিব অজ পূজ্য যেই রামের চরণ। মোরে কৃপা করে দেখ কোমল কেমন॥
না দেখিনু না শুনিনু স্বভাব এমন। রঘুপতি সম কারে করিব বর্ণন॥
সাধক অথবা সিদ্ধ বিমুক্ত উদাসী। বিদ্বান অথবা কবি বিরক্ত সন্ন্যাসী॥
মহাযোগী সুর আর সুতাপস জ্ঞানী। ধর্ম্ম আচরণে রত পণ্ডিত বিজ্ঞানী॥
নাহি তরে সেবা নাহি করি মম স্বামী। কোটি নমস্কার করি রাম পদে আমি॥
শরণ লইলে আমা সম অঘরাশি। শুদ্ধ হয় অবিলম্বে নমি অবিনাশী॥

দোঃ—ভেষজ যাঁহার নাম ভব রোগে, তাপ ত্রয় হরণ ত্রিশূল।
কৃপালু রহিবে সেই তোমা আমাপ্রতি সদাকাল অনুকূল॥ ১২৪ক
ভূশণ্ডি বচন শুনি, দেখি রাম পদে অতি স্নেহ।
সপ্রেমে গরুড় কহে মৃদু বাক্য, বিগত সন্দেহ॥ ১২৪খ

চৌঃ—কৃতার্থ হইনু আমি শুনিয়া বচন। রঘুবীর ভক্তি রসে সিঞ্চিত যেমন॥
রাম পাদ পদ্মে নব রতি উপজিল। মায়ার নিমিত্ত ঘোর বিপত্তি মিটিল॥
মোহ জলধিতে তুমি জাহাজ হইলে। নানাবিধ সুখ মোরে প্রভু প্রদানিলে॥
কি আর করিব আমি প্রতি উপকার। তব পাদ পদ্মে বার বার নমস্কার॥
পূর্ণকাম তুমি প্রভু রাম অনুরাগী। তোমার সমান কেবা আছে বড় ভাগী॥
বিটপী সরিত সন্ত পর্ব্বত ধরণী। পরহিত তরে করে যতেক করণী॥

সন্তের হৃদয় নবনীত সমতুল। কহে কবি বটে কিন্তু কহে করি ভুল ॥
নবনীত বিগলিত আপনার তাপে। সজ্জন গলয় শুধু পরের সন্তাপে ॥
জীবন জনম মোর সফল হইল। তোমার প্রসাদে সব সংশয় মিটিল ॥
সর্ব্বদা জানিবে মোরে আপন কিঙ্কর। পুনঃ পুনঃ কহে উমা বিহঙ্গমবর ॥

দোঃ—তাহার চরণে শির নত করি প্রেমে মতি ধীর।
গরুড় বৈকুণ্ঠে গেল, হৃদয়েতে রাখি রঘুবীর ॥ ১২৫ক
গিরিজে সজ্জন সমাগম সম নাহি লাভ ভবে কিছু আন।
হরিকৃপা বিনে নাহি মিলে সঙ্গ, গাহে সব নিগম পুরাণ ॥ ১২৫খ

চৌঃ—পরম পবিত্র বর্ণিলাম ইতিহাস। শ্রবণে শুনিলে ছিন্ন হবে ভবপাশ ॥
প্রণতের কল্পতরু করুণার পুঞ্জে। উপজিবে অনুরাগ রাম পদকঞ্জে ॥
মনোবাক্য কর্ম্ম কৃত অঘ হয় ক্ষয়। মনোযোগ দিয়ে কথা যেজন শুনয় ॥
তীর্থ যাত্রা আদি যত সকল সাধন। বিরতি বিজ্ঞান যোগ জ্ঞান বিচক্ষণ ॥
বিবিধ করম ধর্ম্ম জপ ব্রত দান। সংযম নিয়ম যজ্ঞ বিবিধ বিধান ॥
জীবে দয়া নিজ গুরু চরণ সেবন। বিবেক বিনয় বিদ্যা মহিমা অর্জ্জন ॥
সাধনের শেষ যাহা বেদ করে গান। সবাকার হরি ভক্তি সুফল মহান্ ॥
সেই রঘুনাথ ভক্তি সর্ব্ব বেদে গায়। রামকরুণাতে কভু কোন জন পায় ॥

দোঃ—মুনির দুর্লভ হরি ভক্তি লভে নর নাহি করিয়া প্রয়াস।
কথা নিরন্তর শুনে যদি কর্ণে, অকপটে করিয়া বিশ্বাস ॥ ১২৬

চৌঃ—সর্ব্ববেত্তা, সেই গুণী সেই জন জ্ঞাতা। জগতের অলঙ্কার সুপণ্ডিত দাতা ॥
কুল ত্রাণ কারী সেই ধর্ম্ম পরায়ণ। অকপটে ভজে যেই রামের চরণ ॥
নীতিতে নিপুণ সেই মহাবুদ্ধিমান। শ্রুতি সিদ্ধান্তের তার হল সত্যজ্ঞান ॥
সেই কবি সুপণ্ডিত সেই নর ধীর। অকপটে ছলছাড়ি ভজে রঘুবীর ॥
ধন্য নারী পাতিব্রত্য ব্রত অনুসরে। ধন্য দেশ গঙ্গা বহে যাহার ভিতরে ॥
ধন্য রাজা রাজনীতি যে করে পালন। নিজ ধর্ম্ম নাহি ছাড়ে ধন্য সে ব্রাহ্মণ ॥
সেই ধন ধন্য হয় দানে ব্যয় যার। ধন্য মতি পুণ্যকর্ম্মে দৃঢ়তা অপার ॥
সেই ক্ষণ ধন্য যবে হয় সৎসঙ্গ। ধন্য জন্ম দ্বিজ পদে ভকতি অভঙ্গ ॥

দোঃ—সেই কুল ধন্য উমা সুপবিত্র জগতে পূজিত।
রঘুবীর পরায়ণ যেই কুলে জনমে বিনীত ॥ ১২৭

চৌঃ—মতি অনুরূপ কথা করিনু বর্ণন। যদ্যপি প্রথমে কথা রাখিনু গোপন ॥
তবে মনে প্রীতি তব দেখি সবিশেষ। রঘুপতি লীলা আমি কহিনু খগেশ ॥
ইহা না কহিবে শঠ হঠকারী জনে। মন দিয়া লীলা যেবা না শোনে শ্রবণে ॥
না কহিবে লোভী ক্রোধী আর কামীজনে। চরাচর স্বামী নাহি ভজে একমনে ॥
দ্বিজদ্রোহী জনে শুনাবেনা কদাচন। হয় যদি রাজা সুরপতির মতন ॥
অধিকারী সেই ভাল শ্রীরাম কথার। সাধু সঙ্গে অতিশয় আদর যাহার ॥

গুরুপদে প্রীতি করে নীতি রত যেই। ব্রাহ্মণ সেবক, যোগ্য অধিকারী সেই ॥
বিশেষ সুখদ কথা হইবে তাহার। শ্রীরাম পরম প্রিয় অন্তরে যাহার ॥
দোঃ—রাম পদে রতি চাহ অথবা নির্ব্বাণ। প্রেমেতে শ্রবণপুটে কর কথা পান ॥ ১২৮
চৌঃ—রাম কথা উমা আমি করিনু কীর্ত্তন। মনো মল হারী কলি কলুষ নাশন ॥
সংসৃতি রোগের কথা সঞ্জীবন মূল। গান করে বেদবিৎ এড়াইতে শূল ॥
ইহার মধ্যেতে সপ্ত রচিয়া সোপান। রঘুপতি ভক্তি নানাভাবে করে দান ॥
হরি কৃপা অতিশয় যাহার উপর। এই পথে ফেলে পদ সেই নরবর ॥
মনের কামনা সিদ্ধি সেই নর পায়। কপট ত্যজিয়া যেই রাম কথা গায় ॥
কহিয়া শুনিয়া অনুমোদন করিয়া। গোষ্পদ সমান যায় সংসার তরিয়া ॥
শুনি শুভ কথা হল প্রফুল্ল অন্তর। গিরিজা কহিল বাক্য অতি মনোহর ॥
নাথের কৃপায় মম বিগত সন্দেহ। রাম পদে উপজিল নব নব স্নেহ ॥
দোঃ—কৃতকৃত্য আজি আমি পেয়ে তব প্রসাদ বিশ্বেশ।
রাম ভক্তি হল দৃঢ়, দূরে গেল সর্ব্ববিধ ক্লেশ ॥ ১২৯
চৌঃ—এই শুভ মহাদেব পার্ব্বতী সংবাদ। সুখ দিয়া শান্ত করে মনের বিষাদ ॥
ভব ভয়হারী কথা সন্দেহ ভঞ্জন। সজ্জনের প্রিয় জন হৃদয় রঞ্জন ॥
রাম উপাসক সংসারেতে যারা ভাই। তাহাদের হেন প্রিয় আর কিছু নাই ॥
রামকথা যথামতি করিনু কীর্ত্তন। পাবন চরিত্র গাই অতি সুশোভন ॥
এই কলিকালে নাহি দ্বিতীয় সাধন। যোগ যজ্ঞ জপ তপ ব্রতাদি অর্চ্চন ॥
রামের স্মরণ কর, গান কর রাম। সর্ব্বদা শ্রবণ কর রাম গুণ গ্রাম ॥
পতিত পাবন যাঁর চরিত মহান। গান করে কবি শ্রুতি সজ্জন পুরাণ ॥
মনের কপট ত্যজি ভজহ রামেরে। গতি না পাইল কেবা ভজিয়া তাঁহারে ॥
ছঃ—পতিত পাবন রাম ভজি গতি কেবা নাহি পায় শঠ মন।
তারিল গণিকা, অজামিল, গৃধ্র, ব্যাধ, গজ, খল অগণন ॥
আভীর যবন খশ, ব্যাধ চণ্ডালাদি অতি অঘরূপ যত।
বারেক কহিয়া নাম, হল পাপমুক্ত, রাম প্রণমি সতত ॥
রঘুবংশমণি লীলা যেবা নর কহে শোনে কিম্বা করে গান।
কলিমল মনোমল ধুয়ে অনায়াসে যাবে রঘুপতি ধাম ॥
মনোহর জানি সপ্ত পঞ্চ দোহা যেবা করে হৃদয়ে ধারণ।
দারুণ অবিদ্যা পঞ্চভূত বিকারাদি করে শ্রীরাম হরণ ॥
সুন্দর চতুর কৃপাময়, অনাথের পরে প্রীতি অনুপম।
অহেতুক কৃপা করে মোক্ষপদ দিতে জানে, কেবা রাম সম ॥
যাঁর কৃপা লবলেশে মতি মন্দ শঠ দাস তুলসী অধম।
পরম বিশ্রাম পেল প্রভু নাহি কেহ ভবে প্রভু রাম সম ॥

দোঃ—মম সম নাহি দীন, দীনবন্ধু তব সম নাহি রঘুবর।
মনে বিচারিয়া রঘুবংশমনি পার কর এভব সাগর ॥ ১৩০ক
রমণী যেমন প্রিয় কামীজনে, লোভীজনে প্রিয় যথা ধন।
রঘুবীর নিরন্তর ভাল বাসে যেন তথা, মম প্রাণ মন ॥ ১৩০খ

শ্লোকঃ—সুকবি শঙ্কর প্রভু পূর্ব্বে বিরচিলা যেহ মানস দুর্গম।
লভিবারে রামপদশতদলে অবিচল ভক্তি অনুপম ॥
জানি রাম নাম পূর্ণ রামায়ণ, নিজ মন তম নাশিবারে।
তুলসী মানস কৈল নিবন্ধন নিজ ভাষা রচিত পয়াবে ॥
পাপহর, পুণ্যময়, ভক্তি জ্ঞান প্রদ, সদা জনসুখকারা।
সুবিমল প্রেম অম্বুপূর্ণ সুকল্যাণদ মায়া মোহ মলহারী ॥
শ্রীরাম চরিত মানসেতে ভক্তি ভরে নর করিলে মজ্জন।
সংসার পতঙ্গ ঘোর কর নিকরেতে নাহি জ্বলিবে কখন ॥

রামচরিতের কথা অমৃত লহরী।
বীর কহে শুনি নর যায় ভব তরি ॥

ইতি সকল কলিকলুষ নাশন শ্রীরামচরিত মানসের উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যদ্ গুরুকৃপয়া লব্ধম্।
তদ্ গুরুচরণে হর্পিতম্ ॥

শ্রীশ্রীরামায়ণের আরতি

আরতি কিয়ে জয় জয় রামায়ণজীকী। কীরতি ললিত কল সীতারমণকী ॥
গাহে ব্রহ্মাদিক দেব ঋষি নারদ। বাল্মীকি বিজ্ঞান জ্ঞান বিশারদ ॥
শুক সনকাদিক শেষ আর শারদ। বর্ণি বায়ুসুত মোহন কীরতিকী ॥ ১
গাহে নিগমাদি পুরাণাষ্টদশ। ছয় শাস্ত্র সব সদ্‌গ্রন্থ রস।
মুনিজন ধন সজ্জন সরবস। সার অংশ সব জন সম্মতকী ॥ ২
গাহে অনুক্ষণ শম্ভু ভবানী। ঘটযোনি মুনি সওম জ্ঞানী।
ব্যাস আদি কবি মুকুট বাখানি। কাক ভূশণ্ডী শ্রীগরুড় জীবনকী ॥ ৩
কলিমল হরণ বিষয় রস শোষণকী। সুভগ শৃঙ্গার মুকুতি যুবতাকী।
ভব রোগ দলনী অমিয় মূলকী। পিতা মাতা সরবস তুলসীকী ॥

নবাহ পারায়ণের বিশ্রাম স্থান।

মাস পারায়ণের বিশ্রাম স্থান।

অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

বিখ্যাত ফরিদপুরে মহেন্দ্রদী গ্রাম। বঙ্গ ভঙ্গে ত্যজি সমাগত কাশীধাম॥
শ্রবণ করিয়া রাম চরিত মানস। জানি রামায়ণ কৈল তুলসী সরস॥
বীরেন্দ্র, নবীন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সুত। শুভ বাসনায় এক হল অভিভূত॥
অনুবাদ চরিতের রচিবে পয়ারে। কৃত্তিবাস প্রচলিত ধারা অনুসারে॥
সুসেব্য করিবে বঙ্গবাসী সবাকার। রাষ্ট্রীয় ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নহার॥
জ্ঞান ভক্তিহীন, হিন্দী নহে সুবিদিত। তথাপি গাহিতে সাধ শ্রীরাম চরিত॥
কবিত্বের কোনো সারা নাহিক জীবনে। কবিতায় মহাকাব্য রচিবে কেমনে॥
তেরশ তেষট্টি সালে শুভ বিজয়ায়। আরম্ভিল কথা সীতারাম অনুজ্ঞায়॥
সমাপিল পরবর্ষে দুর্গা অষ্টমীতে। মুদ্রিত ছেষট্টি সালে রাম নবমীতে॥
ভ্রম শুধি ভক্তগণ করহ শ্রবণ। রামকথা জানি দোষ না করি গ্রহণ॥
রামের দুলাল, ভক্ত পবন নন্দন। আশিস প্রদান কর, যাঁচে দীনজন॥
তুলসী রচিত রাম চরিত মানস। পড়ি শুনি কহি রাম ভকতি সরস॥
যাহা লভে নর নারী শ্রদ্ধাযুত মন। পায় যেন অনুবাদ করিয়া শ্রবণ॥
ভক্ত গণে রাম কথা করি নিবেদন। ভক্তি ভাবে মজে যেন বীরনার মন॥

গ্রন্থ সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত।

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কার নাথজীর আশীর্ব্বাদ—

আপনার শ্রীরামচরিত মানসের শ্রীরাম নিকেতন পড়ে পরম আনন্দিত হলাম। আমরা যন্ত্র মাত্র, যিনি আপনাকে যন্ত্র করে এই গ্রন্থ রত্ন লিখেছেন তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করবেন। কোন চিন্তা নাই।

রটুক রসনা প্রিয় নিরন্তর নাম। অবশ্য হইবে পূর্ণ তব মনস্কাম॥

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম. এ. ডি লিট. মহাশয়ের অভিমত হইতে উদ্ধৃত—

ভক্ত কবি শ্রীমদ্ গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত রামচরিত মানসের স্থান হিন্দী সাহিত্যে অতি উচ্চে। ××× হিন্দী ভাষাতে এরূপ জনপ্রিয় গ্রন্থ আর নাই। ××× বর্ত্তমান যুগে হিন্দু সমাজের কল্যাণার্থ ভারতবর্ষের সকল ভাষাতেই এই অপূর্ব্ব গ্রন্থরত্নের অনুবাদ হইয়া প্রচার হওয়া আবশ্যক। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য এম. এ. মহাশয় বাঙ্গলা ভাষায় ইহার পদ্যানুবাদ রচনা করিয়াছেন। তুলসী দাসের কবিতার বঙ্গানুবাদ করা দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু আমার বিশ্বাস শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহাতে সফলতা লাভ করিয়াছেন। এই অনুবাদের কিয়দংশ আমি দেখিয়াছি—উহা প্রাঞ্জল, মধুর ও সাধারণতঃ মূলানুগত মনে হইয়াছে। এই অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া প্রচারিত হইলে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইবে বলিয়া আমি আশা করি।

শ্রীযুক্ত কেদার নাথ সাংখ্য তীর্থ মহাশয়ের অভিমত হইতে উদ্ধৃত—

গোস্বামী তুলসীদাস কৃত রামায়ণ তুলসী রস মিশ্রিত গঙ্গাজলের ন্যায় কলি কলুষিত হিন্দুস্থানের আবাল বৃদ্ধ বনিতামণ্ডলীকে পূত ভাগবত রসে আপ্যায়িত করিয়া চলিয়াছে। এই স্বর্গীয় সুধা বাঙ্গালার নরনারী সমাজের উপভোগ্য করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন ভাবুক অধ্যাপক বীরেন্দ্র লাল। ××× এই জাতীয় সরস গ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হইলে তাহা মধুময় ভগবৎ প্রেমের যোগ সূত্রে পাঠক সমাজকে গ্রথিত ও একাত্মক করিয়া স্বদেশের প্রভূত উপকার সাধন করিবে আশা করি। রাষ্ট্রভাষা হিন্দী শিক্ষার পক্ষেও এইরূপ অনুবাদযুক্ত মূল গ্রন্থ মধুর সহায়ক হইবে মনে করি।

হিন্দীর বাংলা অনুবাদে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার শ্রীবিশ্বনাথ মিশ্র মহোদয়ের মত হইতে—

×× অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের দর্শন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য মহোদয় শ্রীরামচরিত মানসের বাংলায় সুললিত এবং গম্ভীর পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। দর্শন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য থাকার দরুন তুলসীদাসজীর সৈদ্ধান্তিক মত শ্রীভট্টাচার্য্য যেরূপ সুরক্ষিত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এই গ্রন্থ অতি শীঘ্র প্রকাশিত হওয়া উচিত। আশাকরি এই কার্য্যে সরকার যথোচিত সাহায্য করিবেন।

কাশীস্থ মহামহোপাধ্যায় শ্রীগিরিধর শর্ম্মা চতুর্ব্বেদী, বাচস্পতি, সাহিত্য বাচস্পতি মহাশয়ের অভিমতের বাংলা অনুবাদ হইতে—

কুচবিহার কলেজের অবসরপ্রাপ্ত দর্শনাধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য রচিত বাংলা পদ্য রামচরিত মানস গোস্বামী শ্রীতুলসী দাসজী বিরচিত রামচরিত মানসের পূর্ণ অনুবাদ। রামচরিত মানস হিন্দী জগতে সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত গ্রন্থ। ××

হিন্দী ভাষা জানেন না বা অল্প জানেন এরূপ বাঙ্গালী বিদ্যানুরাগী ও ভগবদ্ভক্ত সজ্জনদিগকে রামচরিত মানসের রসাস্বাদ দিবার নিমিত্ত এই প্রযত্ন অত্যন্ত শ্লাঘণীয়। রামচরিত মানসের বহুভাষায় অনুবাদ হইয়াছে কিন্তু পদ্যবদ্ধ সমপদ্যানুবাদ বহু পরিশ্রম সাধ্য এবং উচ্চশ্রেণীর কবি ব্যতীত অসম্ভব। এই কঠিন কার্য্য এই গ্রন্থে সম্পাদিত হইয়াছে। এজন্য আপনার পরিশ্রম প্রশংসনীয়। আপনার কবিতা অত্যন্ত মধুর হইয়াছে। আমার পূর্ণ আশা এই যে এই গ্রন্থ অচিরে প্রকাশিত হইয়া ভগবদ্ভক্তগণের লাভ দায়ক হইবে।

কাশীস্থ পণ্ডিত শিবনারায়ণ ব্যাসজীর বাংলায় অনুদিত অভিমত হইতে -

বড়ই সন্তোষের বিষয় আপনার পদ্যানুবাদ সাহায্যে বঙ্গভাষা ভাষী ভক্তগণ তুলসী দাসজীর সর্ব্বজন হিতে লিখিত রামচরিত মানসের রসাস্বাদ পাইবেন। আপনার অনুবাদ যেমন সরস ও সরল হইয়াছে তেমন উহাতে রামচরিত মানসের গূঢ় ভাব সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। মূলের সহিত ইহাতে এরূপ শব্দ সাম্য রহিয়াছে যে ইহা পড়িবার কালে মনে হয় যেন মূল রামচরিত মানসই পড়িতেছি। বঙ্গ বাসী সাহিত্য সেবী ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি আমার সানুনয় নিবেদন তাঁহারা যেন আপনার এই গ্রন্থ পাঠে নিজেরা লাভবান হন্ এবং আপনার পরিশ্রম সফল করেন।

সংশোধনী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১২	সত্বাতে	সত্তাতে
৮	৩০	বেদ্ব	বেদ্ব মুই
১৫	৪	মন্দাকিন	মন্দাকিনী
১৭	২৩	দৰ্দ্দর	দুর্দ্দুর
২৫	২৯	জ্বলিল	জ্বলিবে
২৬	২০	গিরী	গিরি
২৬	২০	সপত্নিক	সপত্নীক
২৭	২৭	তজ্য	ত্যজ
২৮	১৫	ধরনীর	ধরণীর
২৯	১	যখন	তখন
২৯	৮	সকাম	অকাম
২৯	৩৩	সকাম	অকাম
৩১	৩৪	যাগে	জাগে
৩২	২৩	হাস	হাঁস
৩২	৩৪	অসুরারী	অসুরারি
৩৪	৩১	নর ভাল	নর-ভাল
৩৫	৩১	যাবে	যবে
৩৬	২৮	সত্যা	সত্য
৪০	২১	দ্রারিদ্র	দারিদ্র
৪০	২৫	দিরারাত্রি	দিবারাত্রি
৪০	২৯	ব্যপক	ব্যাপক
৪৬	৩	শূণ্য	শূন্য
৫১	১৭	তাহার	যাঁহার
৫২	২০	ঘরণী	ঘরনী
৫৪	৩২	লুকাইলা	লুকাইল
৫৬	২৭	অতি	অতিশয়
৫৮	২১	বন্ধণ	বন্ধন
৬৮	২৯	ব্রজ্রাঙ্কুশ	বজ্রাঙ্কুশ
৭১	৫	গাঁধি	গাধি
৭৩	১৭	গাঁধি	গাধি
৭৯	২২	কর্ষে	বর্ষে
৭৯	৩২	কাক	শিখী
৮৪	১৫	চলিব	বলিব
৮৪	৩৪	হট্	হঠ্
৭৭	১৩	দোহে	দোঁহে
৮৯	১৩	লক্ষণ	লক্ষ্মণ
৯৬	২৭	মনোর	মনোহর
৯৭	৮	হেবি	হেরি
১০১	২৪	পারাতাদি	পরাতাদি
১০১	৩৪	দুন্দূভি	দুন্দুভি
১০২	২৯	কুপালু	কৃপালু
১০২	৩৪	সুত	সূত
১০৩	২৪	ভনয়	ভণয়
১০৪	২৪	গুণখানি	গুণ খনি
১০৭	১৩	শ্রীরামের	রামের
১০৭	২৭	দেয়িখা	দেখিয়া
১০৮	৩০	উথালিল	উথলিল
১০৯	৫	পানিতল	পাণিতল
১১০	৩	সুন্দরা	সুন্দরী
১১০	২২	ভাবগ্রাহী	ভাবগ্রাহী
১১১	২	কুতুহলে	কুতূহলে
১১৭	৬	মনি	মণি
১১৭	১৯	খিশলি	শিথিল
১১৯	১২	পুরু	গুরু
১১৯	১৭	গাঁধি	গাধি
১১৯	৩৪	মরাজ	মহারাজ
১২০	৩২	কুর্ম্ম	কূর্ম্ম
১৩১	২০	গছিত	গচ্ছিত
১৩৩	৩২	রাম	বাম
১৫৩	২৩	সদ্গা	গঙ্গা
১৫৩	২৩	ছাড়ে	বেড়ে
১৫৯	১০	অনুবাগ	অনুরাগ
১৬০	২০	নিঃস্বন	নিস্বন
১৬২	৩৪	অতি	অত্রি
১৬৫	৬	দোহার	দোঁহার
১৬৭	১৯	পূছে	পুছে
১৬৭	২০	সচীবেরে	সচিবেরে
১৭১	২৫	কেটে	ফেটে
১৭২	২	ভুদণ	ভূষণে
১৭২	১১	দেখিরা	দেখিয়া
১৭৩	২৯	প্রতিকুল	প্রতিকূল
১৭৫	৪	কথন	কখন
১৭৫	২৫	করযোড়ে	করজোড়ে
১৮২	২২	শিশু	শিঁশু
১৯২	১৭	ভরত	লক্ষ্মণ
১৯২	৩১	ফকিয়া	ফুকিয়া
১৯৩	৪	উচ্চৈস্বরে	উচ্চৈঃস্বরে
১৯৭	২	নীতা	সীতা
২০০	২১	বশিষ্ট	বশিষ্ঠ
২১২	২৬	নিবারিলে	নিবারিল
২১৫	৩২	অনুকুল	অনুকূল
২১৫	৫	রঘুারজ	রঘুরাজ
২১৭	১৪	হরি	হেরি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১৭	২৫	গুরূ	গুরু	৩০২	২৪	খল, বল	খল-বল
২২১	২৭	তুলসারে	তুলসীরে	৩০৩	১১	যুথ	যূথ
২৩০	১৭	স্বৰ্পনখা	স্বৰ্পণখা	৩০৪	৩	রাঘুনাথ	রঘুনাথ
২৩০	৩১	চরিবর্গ	চারিবর্গ	৩০৫	১৬	অস্ত্রধারি	অস্ত্রধারী
২৩২	৪	খর্গ	খড়্গ	৩০৬	৫	পারিল	পাড়িল
২৩৫	১২	হৃদয়ে	হৃদয়ে	৩০৬	২৯	উপদেশ	উপদেশে
২৩৫	২৬	দেখ	দেখি	৩০৮	৮	মতিধার	মতিধীর
২৩৮	২৫	অগাণত	অগণিত	৩১০	২	সুতে	স্মৃতে
২৪০	৯	স্বগনেও	স্বপনেও	৩১১	৩২	যোদ্ধগণে	যোদ্ধাগণে
২৪২	২২	বসায়ে	বসায়	৩১৩	১১	মহা	মহী
২৪৪	১৪	কুতুহলে	কুতূহলে	২১৩	১৩	লক্ লক্ জিহ্ব	লক্-লক্-জিহ্ব
২৪৪	২১	মানান্তর্গত	মানসান্তর্গত	৩১৫	১০	অন্তধান	অন্তর্ধান
২৪৫	৬	কেকানর	কেবা নর	৩২৭	১৫	গণের	দের
২৪৫	২২	দোহে	দোঁহে	৩২৯	১০	বিয়াগ	বিয়োগ
২৫০	৩	সুগ্রাবেরে	সুগ্রীবেরে	৩৩০	১৯	নাহ	নাই
২৫০	২৪	শখী	শিখী	৩৩১	৩	বসন	বাসন
২৫১	৯	ব্রারি	বারি	৩৩৩	২৭	সরসা	সরসী
২৫৪	১৯	তপস্বিণী	তপস্বিনী	৩৩৫	১০	দেব	বেদ
২৫৬	২৫	পুরারী	পুরারি	৩৩৬	২৫	রণধার	রণধীর
২৫৬	২১	মুনি	মুনিবর	৩৩৭	২৮	সুগ্রাবে	সুগ্রীবে
২৬০	১৬	পুনঃ	পুনঃ (বাদ)	৩৩৯	১৯	মুণি	মুনি
২৬৯	১৪	সুখা	সুখী	৩৪০	২৪	সাচ্চৎ	সচ্চিৎ
২৬৯	২৯	ঘরণী	ঘরনী	৩৪০	২৪	বাণবার	বর্ণিবার
২৭৬	২২	নোয়য়ে	নোয়ায়ে	৩৪৪	২৫	অভুত বিপু	অভূত-রিপু
১৮৪	১০	বেত	নভে	৩৪৪	২৫	ধীত রাগ	বীতরাশ
২৮৯	২১	কট	কটু	৩৪৯	৭	লীলী	লীলা
২৯৪	১	খন	ঘন	৩৫৩	৪	বরাণযা	বরণিয়া
২৯৪	৬	রণাঙ্গণে	রণাঙ্গনে	৩৫৩	২৫	সুগ্রাব	সুগ্রীব
২৯৬	৬	ঘনরোধ	ঘনবোধ	৩৫৪	১১	রর্ণি	বর্ণি
২৯৬	৩০	ভালুক	ভালু	৩৬৩	২	ভাগগ্রাহা	ভাবগ্রাহী
২৯৭	৬	শস্ত্রশস্ত্র	অস্ত্রশস্ত্র	৩৬৫	৩৩	ইহামুত্র	ইহামুত্র
২৯৭	৩২	লক্ষণ	লক্ষ্মণ	৩৬৯	১৫	নিস্ফল	নিষ্ফল
২৯৮	১৮	তবে তবে	তবে	৩৭৫	১১	নমতার	সমতার
২৯৯	১	ব্যাকুল	ব্যকুলা	৩৮২	৫	যেহ	যেই
৩০১	২২	ত্যাজি	ত্যজি	৩৮২	১০	সুকল্যাণদ	কল্যাণদ
৩০২	৩	নীলা	লীলা	৩৮২	২১	যুবতাকী	যুবতীকী

